









চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী



# কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী

প্রথম ভাগ

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

BANGA  
521  
V.I

কলিকাতা ইউনিভারসিটি প্রেস .

সন ১৯২৫ সাল

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE  
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 7B, July, '25—**4**

## উৎসর্গ

যিনি

বঙ্গভাবাকে বিশ্ববিজ্ঞার গৌরব দান করিয়াছেন

বাহার

অনুগ্রহ আগ্রহ ও প্ররোচনায়

এই টাকা রচনার সূত্রেপাত হয়

সেই

মহামনোবী কন্ম্যা দেশহিতৈষী পুরুষসিংহ

স্বর্গগত

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সমুদ্রাগমচক্রবর্তী

মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

শ্রদ্ধাভক্তির অর্থাস্বরূপ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গিত হইল।



## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১৯১৯ সাল। আমি পা মচুকাইয়া শয্যাগত ছিলাম। একদিন মাননীয় রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কথায় কথায় সংবাদ দিলেন যে আগামী বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় এম্-এ ডিগ্রি দিবার ব্যবস্থা হইবে এবং বাংলা ভাষার অধ্যাপনা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। আমাদের মাতৃ-ভাষাকে বিশ্ব-বিজ্ঞান গৌরব দান করিয়া যিনি সমস্ত বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন সেই পূজনীয় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে দীনেশ বাবুকে অনুরোধ করিলাম।

তখন দীনেশ-বাবু বলিলেন—সার্ আশুতোষই আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন; দেশের বহুলোকের বিপক্ষতা বিরুদ্ধতা ও উদাসীনতার সঙ্ঘিত সংগ্রাম করিয়া তিনি এই নূতন ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন; এখন যাহারা এই ব্যবস্থায় সুখী হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে তিনি সাহায্য চান; তুমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে ?

আমি বলিলাম—আযৌবন আমি অনন্তকৃতজ্ঞ। হইয়া মাতৃ-ভাষার সেবাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি; আমার মতন-সামান্য ব্যক্তির ঘারা তাঁহার যদি কিছু সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আমি নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করিব।

দীনেশ-বাবু বলিলেন—তবে তোমাকে কবিকঙ্কণ পড়াইবার ভার লইতে হইবে।

এই ভায় যে কি দুর্ব্বল গুরুভার তাহা ভালো করিয়া হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই কেবল আনন্দাভিষয়ের আবেগে তৎক্ষণাৎ উহা বহন করিতে স্বীকৃত হইলাম।

দীনেশ বাবু বলিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নাই; তাহার উপর বাংলা ভাষার অধ্যাপনার প্রতি দেশের লোকের অমুরাগের সমর্থন নাই; কাজেই বাংলা ভাষার অধ্যাপকদিগকে বিনা বেতনে কাজ করিতে হইবে।



আমি বলিলাম—বঙ্গভারতীর সেবার আনন্দই আমার পরম পুরস্কার।

দীনেশ-বাবু পাকা সংসারী অভিজ্ঞ লোক। তিনি বলিলেন—তবে তোমার সম্মতি জানাইয়া সার্ব আশুতোষকে একখানা চিঠি লিখিয়া দাও।

দেশে কত-শত কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত থাকিতেও সার্ব আশুতোষ যে বঙ্গ-সরস্বতীর পূজার অঞ্জলি দিতে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন এই আনন্দের নেশায় তন্ময় হইয়া আমি নিজের অক্ষমতা অযোগ্যতা ও অবস্থার অন্ত্রবিধার কথা একদম ভুলিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ সার্ব আশুতোষের নিকট আমার স্বীকার-পত্র লিখিয়া দিলাম।

দীনেশ-বাবু চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পরে আমার মনে পড়িল—আমি ত পরের ভৃত্য; আমার সময়ের উপর ত স্বাধিকার নাই। তখন চিন্তিত হইয়া আমার তদানীন্তন প্রভু পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া এক পত্র লিখিলাম। তিনি তখন গিরিডিতে ছিলেন।

চারদিন পরেই রামানন্দ-বাবুর পত্র পাইলাম। তিনি একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া নিজের কৰ্ম্মের ক্ষতি ও অন্ত্রবিধা হইবে জানিয়াও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অবসর দিতে তাঁহার সম্মতি ও অশ্রুমতি জানাইয়াছেন।

রামানন্দ-বাবুর এই চিঠি পাওয়ার পর আমি সার্ব আশুতোষের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে সন্তোষে সমাদর করিয়া বলিলেন—পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে আমার যাহা ইচ্ছা তাহা আমি বাছিয়া লইলে অবশিষ্টগুলি তিনি অপর অধ্যাপকদ্বিগকে বণ্টন করিয়া দিবেন।

আমি কবিকল্প বাছিয়া লইলাম এবং মনে মনে খুসী হইলাম যে সবচেয়ে সোজা বইখানি আমি বাছিয়া লইয়াছি।

ইহার পর একদিন পূজনীয় কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিকল্প অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছি শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি ঠিক বই বাছিয়া লইয়াছ। কিন্তু ঐ বই সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে; পড়াইতে আরম্ভ করিবার পূর্বে এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি কিছু আলোচনা করিব।

কবিগুরুর এই কথা শুনিয়া আমার আনন্দও হইল, ভয়ও হইল—কবিগুরুর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা! আমি ভয়ে ভয়ে মনকে সম্পূর্ণ সচেতন করিয়া আবার কবিকঙ্কণ পড়িতে আরম্ভ করিলাম,—প্রত্যেকটি শব্দকে প্রাণ করিতে লাগিলাম—কেন তাহা ঐ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেন তাহার রূপ ঐ প্রকার? তখন দেখিলাম আমি কিছুই জানি না। সন্ধান প্রবৃত্ত হইলাম।

কিছুদিন পরে কবিগুরুর আহবানে সকল প্রকার মজল-কাব্য এক এক খানি সংগ্রহ করিয়া শাস্তি-নিকেতনে গেলাম। গিয়া দেখিলাম আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। সামান্যই আলোচনা করিবার সুযোগ ঘটিল। বেশীদিন অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন—বইগুলি রাখিয়া যাও, আমি পড়িয়া আমার মন্তব্য পরে তোমাকে জানাইব।

অল্পদিন পরেই আমার বইগুলি ফেরত পাইলাম। বইগুলি নিজেদের মার্জিনে কবিগুরুর অমূল্য মন্তব্য বহন করিয়া আনিয়াছে। তিনিই প্রথমে তাঁহার মন্তব্য দ্বারা আমার মনে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া দেন যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। এই তথ্য আমি পরে আশুর ও বাহু বহু প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছি বোধ হয়।

কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য হইয়া একদিন আমার শিক্ষাগুরু পূজনীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটে গেলাম। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন—কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সহিত যাহার সম্পর্ক আছে তাহার প্রতি তাঁহার এমনই বিরাগ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া তাঁহারই প্রতিবাসী অধুন স্বর্গগত আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয়ের কাছে গেলাম। তখন তিনি খুব পীড়িত। তথাপি তিনি দুই তিন দিন আমাকে অনেক বিষয়ে উপদেশ ও সন্ধান দিয়াছিলেন।

তার পর সর্ববিদ্যাবিশারদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ শীল মহাশয়ের শরণাগত হইলাম। তিনি স্বাভাবিক সৌজস্য ও অমায়িকতার বশে তাঁহার আশ্চর্যজনক জ্ঞানভাণ্ডার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন; বাংলা

সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তিন দিন পরেই তিনি মহিষুরে চলিয়া গেলেন।

কবিকঙ্কণ পড়িতে পড়িতে দেখিতেছিলাম তাঁহার রচনা পৌরাণিক আখ্যায়িকার ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। এই-সব allusions সমাধানের জন্য সংস্কৃত-শাস্ত্রগুরু পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হইতে লাগিলাম। ইহাঁদের মধ্যে অধুনা স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ও আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী আমাকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলেন। সবচেয়ে বেশী সাহায্য পাইতেছিলাম অধ্যাপক (অধুনা ডক্টর) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকটে। কিন্তু তিনি অল্পদিন পরেই বিলাতে চলিয়া গেলেন। আমি বিপদে পড়িলাম।

তখন মনে করিলাম আমি নিজেই সমস্ত বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ পাঠ করিয়া কবিকঙ্কণের ইঙ্গিতে উল্লিখিত আখ্যায়িকাগুলি আবিষ্কার ও তাহাদের ক্রমপুষ্টি নির্ণয় করিব।

কিন্তু বই কই? আমার ত অবসর নাই যে কোনো লাইব্রেরীতে গিয়া অধ্যয়নে সময় যাপন করিতে পারিব।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় তখন ছিল না। তথাপি তিনি পরম সন্তুষ্টির পরিচয় দিয়া এই অপরিচিতকে বিশ্বাস করিয়া ক্রমাগত পুস্তক যোগাইয়াছেন; যখন যে বই চাহিয়া পাঠাইয়াছি, তখনই তিনি অবিলম্বে নিজের গ্রন্থাগার হইতে অথবা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী বা এশিয়াটিক্ সোসাইটীর লাইব্রেরী হইতে তাহা আনাইয়া নিজের লোক দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন; যাহা চাহিয়াছি তাহা ত পাঠাইয়াছেনই, যাহা না চাহিয়াছি অথচ আমার কাজে লাগিতে পারে এমন অনেক বই তিনি নিজেই নির্বাচন করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাকে এইরূপ অসাধারণ সাহায্য না করিলে এত পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ আমি পাইতাম না।

শব্দকল্পদ্রুম, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানি মহাশয়ের

শব্দকোষ, প্রবাসী পত্রের বেতালের বৈঠকের মীমাংসকগণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও অভিজ্ঞদিগের সাহায্য লাভ করিয়া আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয়, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহাদের রচিত দেবভাষ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি আমার টীকার মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

অধ্যাপক রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কবিকঙ্কণের উল্লিখিত সমস্ত গাছ-গাছড়া সনাক্ত করিতে ও অগ্ৰাণ্ড অনেক বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য লাভ করিয়াছি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমুলাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট। এই সূত্রে তাঁহার সহিত যে ঘনিষ্ঠ সখ্যবন্ধন ঘটিয়াছে তাহা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্যের অঙ্গভূম। আমি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সহৃদয়-সৌজ্ঞেয় মুগ্ধ হইয়াছি এবং তাঁহার জ্ঞান-সমুদ্রের অগাধতা দেখিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছি; আমি যখন যে সংশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়াছি তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মীমাংসা করিয়া দিয়া আমাকে মুগ্ধ বিস্মিত ও চিরঋণী করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না।

এই টীকা মুদ্রণের সময়ে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্টে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক মহাশয়, মুনসাজী ও অগ্ৰাণ্ড কর্মচারীগণ উদ্রততার বিশেষ পরিচয় দিয়া আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

বাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম ও বাঁহাদের নাম অনুস্মরণে থাকিল তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

কবিকঙ্কণের টীকা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কবিকঙ্কণের জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের দেশের তাদানীন্তন সমস্ত জ্ঞান ও বিদ্যার সঞ্চয়ভাণ্ডার তাঁহার এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। এইজন্ত এই কাব্য বঙ্গসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান চিরকাল অধিকার করিয়া থাকিবে।

এই টাকা রচনায় আমার নিজের কৃতিত্ব কিছু নাই। আমি মাধুকরী করিয়া এই তিলোত্তমা টাকা রচনা করিয়াছি। তাজমহল রচনায় মুটে-মজুরদের যে কৃতিত্ব ছিল, এই টাকা রচনায় আমারও কৃতিত্ব ততটুকু। অবসরের অল্পতা, নির্বাচন-শক্তির অপটুতা ও জ্ঞানের অগভীরতার জন্ম ইহাতে অনেক অসম্পূর্ণতা ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। কতক কতক আমি নিজেই এখন বুঝিতে পারিতেছি। অভিজ্ঞগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দিলে ভবিষ্যতে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব।

“এম স্ত্রাম্ অহম্ অল্পবুদ্ধিবিভবোহপ্যেকোহপি কোহপি ধ্রুবম্  
মধ্যে ভক্তজ্ঞানস্ত মৎকৃতির্ ইয়ং ন স্তাদ্ অবজ্ঞাস্পদম্।

কিং বিজ্ঞাঃ শরবাঃ কিম্ উজ্জ্বলকূলাঃ কিং পৌরুষং কিং গুণাস্

তৎ কিং সুন্দরম্ আদরেণ রসিকৈর্ নাপীয়তে তন্-মধু ?।”

এই আমি অল্পবুদ্ধি, একাকী, অখ্যাত ; তথাপি সাহিত্যভক্তগণের মধ্যে আমার এই কৃতি যেন অবজ্ঞাজনন না হয় ; মধুমক্ষিকাগণ কি বিজ্ঞা কি সংকুল কি পৌরুষ ও কি গুণের গর্ব করিতে পারে ? তথাপি বুদ্ধিকণ কি সাদরে তাহাদের সংগৃহীত সুন্দর মধু পান করেন না ?

আমার বহু পরিশ্রমের ও বহু অপেক্ষিত এই কর্মফল আসন্ন-প্রকাশ হইয়া আসাতেও আমার মনে আনন্দের পরিবর্তে বেদনা ও পরিতাপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যে মহামনীষী মহাপুরুষের অনুগ্রহে আগ্রহে ও প্ররোচনায় আমি এই দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই সার্ব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় অকস্মাৎ স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গ-প্রয়াণের অল্পদিন পূর্বে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“তোমার বইয়ের আর কত দেবী ?” আমি উত্তর দিয়াছিলাম—“এখনও অন্তত পাঁচ বৎসর !” তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—“পাঁচ বৎসর ! আমার কি কেউ পাঁচ বৎসর বাঁচবে ?” বঙ্গদেশের ও বিশেষ করিয়া আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার এই আশঙ্কা তাঁহার পক্ষে সত্য হইয়া গিয়াছে। এই টাকার প্রথম খণ্ডটিও আমি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না এই কোভ আমার আত্মবন থাকিবে।

টাকা

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈত্র ১৩৩১



# চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী



শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



## গণেশ-বন্দনা

### গণেশের দেবত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস

প্রত্যেক দেবতারই উদ্ভবের একটা ইতিহাস আছে। দেবতারাত মামুষেরই মানসী সৃষ্টি। যে মমুষ্যসমাজের সভ্যতা বৃদ্ধি বিজ্ঞা ও চিন্তাশীলতা বেক্রম অবস্থার, তার মনঃকল্পিত দেবতার আইডিয়াও তরুণ হইয়া থাকে। মানবজাতি প্রথম অবস্থার প্রকৃতির প্রত্যক্ষদৃষ্ট শক্তির বিভিন্নরূপে প্রকাশকে দেবতা করিয়া পূজা করে—তখন সূর্য্য চন্দ্র ঝড় বৃষ্টি বজা তাদের দেবতা। সেই সঙ্গে-সঙ্গে হিংস্র ও উপকারী অস্ত্র—পশু ও পক্ষী, সরীসৃপ ও জলচর—তাদের কাছে পূজা পায়। সেই প্রথম অবস্থার মামুষের যাকিছু রোগ-ক্ষতি বিপত্তি ঘটে, তার কারণ সে বাহিরের কোনো শক্তির উপর আরোপ করে; এইরূপে নানা ভূতপ্রেতে বিশ্বাস জন্মে। ক্রমে বৃদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে মামুষের দেবকল্পনাও উন্নত ও আধ্যাত্মিক ভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া উঠে।

সমাজের নিম্নস্তরের বহু লোকেরা যতবিধ কল্পনা করিয়া দেবতার সৃষ্টি করে, সমাজের উচ্চস্তরের বিজ্ঞাবুদ্ধিসম্পন্ন অল্প লোকেরা সেইগুলিকে বিচারতর্কে সংকলিত করিয়া তার মধ্যে অর্থ ও সামঞ্জস্য দিবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ শাস্ত্র রচিত হয়। কিন্তু অল্প লোকের রচিত শাস্ত্র বহু লোকের কল্পিত বিশ্বাসে বারম্বার পরিবর্তিত হইয়া চলিতে বাধ্য হয়, নতুবা অল্পের শাস্ত্রকে সেই বহু আর গ্রাহ্য করে না, প্রামাণ্য মনে করে না। এমনি করিয়া একদিকে সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারের নিয়ন্তা একই-শক্তি জানিয়া যেমন পরমেশ্বরের ধারণা সমাজে উপাত্ত হয়, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে আবার নানা দেবতা উপদেবতা প্রভৃতিও সেই সমাজে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে।

ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে বেদ সর্গাপেক্ষা প্রাচীন (১৩০০ পূঃ পূঃ—অধ্যাপক ম্যাক্সডোনল। ২০০০—২৪০০ পূঃ পূঃ—রমেশ দত্ত)। “বেদসংহিতা ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্মের আদিম অবস্থা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক দ্বিতীয় অবস্থা, কল্পবৃক্ষ ও স্মৃতিসংহিতা তৃতীয় অবস্থা, এবং পুরাণ ও তন্ত্র চতুর্থ অবস্থা প্রকটন করিতেছে।” সমুদায়ে চার বা পাঁচ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ, শুক্ল-যজুঃ, ও ঐর্ষ্য। ইহাদের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্গাপেক্ষা প্রাচীন এবং অর্থর্ষ সর্বলের শেষে রচিত। ঋগ্বেদ রচিত হওয়ার পর



সমাজের নব মন কল্পনা বিধিবদ্ধ করিবার জন্তই ঋগ্বেদের কথারই সঙ্গে নূতন কথা জুড়িয়া জুড়িয়া অপর বেদগুলি রচিত হইয়াছিল। এই অমুমানের সমর্থক প্রমাণ এই দেখিতে পাই যে “সামবেদ সংহিতার প্রায় সমুদায় মন্ত্র, যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার প্রায় অর্ধেক এবং অথর্ববেদীয় সংহিতারও অনেকাংশ ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে বিনিবিষ্ট আছে। সায়ণাচার্য্যও এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।” ( ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা; ও মংপ্রণীত “বেদবাণী” দ্রষ্টব্য। )

ঋগ্বেদ সংহিতা প্রাচীনতম শাস্ত্র হইলেও তাহাও একই সময়ের রচনা নহে; তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মত ও বিশ্বাস সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র।

সে যাই হোক, গণেশ-ঠাকুরের সন্মানে আমাদের যাত্রা শুরু করিতে হইবে ঋগ্বেদ হইতেই। ঋগ্বেদে গণপতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা ব্রহ্মগণপতি ব্রহ্মপতিকে অভিহিত করা হইয়াছে—

গণানাং সা গণপতিঃ হবামহে কবিং কবীনাশুগুপ্তব্রতমম্।

জ্যোতিরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মগণপতি আ নঃ শৃণুত্বুতিঃ সীদ সাদনম্॥

( দ্বিতীয় মণ্ডল, ২৩ সূক্ত, ১ম মন্ত্র )

এই জ্ঞানদাতা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপতি গানকারী গণ দ্বারা পরিবৃত্ত থাকিতেন—

স হুইতা স স্বকতা গণেন

বলাং রুরোজ ফলিগং রবেণ।

ব্রহ্মপতিক্রিশিা হব্যত্বঃ

কনিক্রন্দবাবশতীক্স্রাজং॥ ( ৪, ৪০, ৫ )

এইজন্ত ব্রহ্মপতির নাম গণপতি।

ঋগ্বেদে আবার ইন্দ্রকেও গণপতি বলা হইয়াছে (ঋ ১০ ম,—১১০ সূ—২ মন্ত্র)।

বেদে মরুতগণ ঋগ্বেদের ‘গণ’ নামে প্রসিদ্ধ। এই গণ বীর ইন্দ্রিতে পরিচালিত তিনি গণপতি। স্তবরাং কন্দও গণপতি। ঐ গণনিগের মধ্যে কারো বণ্ডমুণ্ড, কারো বা অস্ত্র জন্তর মুণ্ড, কারো বা মুণ্ডই নাই—কবন্ধ দেহ। স্তবরাং গণেশের কবন্ধ দেহে বৃহৎ পশুর মুণ্ড সংযোগ করিয়া তাঁকে গণপতিতে প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের মধ্যে এই মরুতগণের কথাই প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বলিতে পারা যায়।

প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্র-ভাগ প্রায়ই ব্রাহ্মণ-ভাগের অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন। মন্ত্র-সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে সঙ্কলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা প্রস্তুত হইয়াছে; যথা—ঋগ্বেদ-সংহিতা, সামবেদ-সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা, বাজসনেয়ী সংহিতা, ও অথর্ব-সংহিতা। ব্রাহ্মণ-ভাগ সংহিতা-ভাগের তাম্র ব্রহ্মণ।

ঐতরের ব্রাহ্মণ (চতুর্থ খণ্ড, অভিষ্টব মন্ত্ৰ, প্রথম পটল) বৃহস্পতিকে ব্যাখ্যার জন্ত ঋক, ব্রহ্মস্পতি, বৃহস্পতি ও গণপতি নাম ব্যবহার করিয়াছে।

বেদের ভাগবিশেষের নাম আরণ্যক। ইহা অরণ্যে রচিত ও বানপ্রস্থপ্রমীয় বানপ্রস্থ অবলম্বনের জন্ত অরণ্যে গীত হইত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে আমাদের গণেশ-ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেখানে গণেশের গায়ত্রী দেওয়া হইয়াছে—“তৎপুরুষায় বিদ্বাহে, বক্তৃত্ত্বায় ধীমহি, তন্নো দত্ত্বিঃ প্রচোদয়াৎ।” আরণ্যক রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দী। যাজ্ঞিকী উপনিষৎ কিছু অপ্ৰাচীন হইলেও খৃষ্টপূর্বের (৪৮০ খৃঃ পূঃ) রচনা বলিয়া আচাৰ্য্য রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী নির্দেশ করিয়াছেন। সেই যুগের কালেই বক্তৃত্ত্ব ও দত্ত্বী গণেশ-ঠাকুরের রূপটি লোকের কল্পনায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গণেশের নামটি তখনো কায়মী হয় নাই।

রুদ্র শব্দে রুদ্রের ভাবযুক্ত ভূত বুঝাইত। অগর্গশির-উপনিষৎ রুদ্রকে অনেক ভূতের সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সেটসকল ভূতের মধ্যে বিনায়ক একটি। বিনায়ক মানে বিশিষ্ট নায়ক। সুতরাং তাহা গণপতির সঙ্গে সমার্থক বলিয়া গণপতি ও বিনায়ক একই ব্যক্তির নাম হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই বিনায়ক গণপতি রুদ্রই—এখনো হই ভিন্ন দেবতা নহেন।

বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের পব হুত। হুতের অপর নাম ধর্মহুত। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক রচিত সংহিতা ঐ-সমস্ত ধর্মহুত হইতে সঙ্কলিত। মানবগৃহস্থের বিনায়কের বিবরণ আছে (২।২৪)। কিন্তু এই বিনায়ক ভূতগণের নায়ক; সর্গদেব মাতৃগণের অনিষ্ট করিবার সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত; সেই অনিষ্টকারক ভূতগণের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত তাদের গণপতিকে ভূত করিবার চেষ্টা মাতৃগণের মনে আসে। তার ফলে গণপতি বা গণেশের পূজার প্রবর্তন হইয়া থাকিবে। পূজা পাইয়াও যে প্রথম প্রথম গণেশ বিয় করিতে ছাড়িতেন না, তাহা তাঁর বিশেষ বিয়পতি বিয়নায়ক প্রভৃতি নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়।

হুত হইতে সংহিতা সঙ্কলন করা হয়। সংহিতা রচনার কাল অধ্যাপক ম্যাকডোনাল সাহেবের মতে ২০০ খৃষ্টপূর্ব—৫০০ খৃষ্টাব্দ। সংহিতাকারদের মধ্যে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রাচীন। যাজ্ঞবল্ক্য সম্ভবতঃ ৩৫০ খৃষ্টাব্দের লোক। তিনি স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন যে লোকদিগের কর্তৃক উৎপাদনের জন্তই ব্রহ্মা ও রুদ্র বিনায়ককে গণদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত করেন।—

বিনায়কঃ কর্মবিয়দ্বিঘ্নার্থঃ বিনির্যাজিতঃ

গণনাং আধিপত্যে চ ব্রহ্মণ রক্ষণা তথা ৪ ( ১।৩৭১ )

এই গণেশ বিনায়কের কুদৃষ্টি পড়িলে লোকের কতরকম দুর্ভোগ ঘটিল তারও বর্ণনা  
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আছে—

তেনোপস্থষ্টো বস্তুত লক্ষণানি নিবোধত ।  
অথৈবগাহ্যন্তেঃত্ৰ্য্যং জনঃ, সুগাংস্ পশুতি ॥  
কাথারবাসসন্দেশ, ত্র্যবাণাংস্তাথিরোহতি ।  
অন্ত্যায়ৈর্গর্দ্বীতকষ্টৈঃ সইকরাবতিষ্ঠতে ॥  
ব্রজস্তুক তথাহ্মনিং নন্ততেঃসুগতঃ পরৈঃ ।  
বিমনা বিকলারম্ভঃ, সংদীদত্যনিমিস্ততঃ ॥  
তেনোপস্থষ্টো লভতে ন রাগাং রাজনশমনঃ ।  
কুমারী ন চ ভুভারম্, অপত্যং ন চ গর্ভিণী ॥  
আচাধ্যাক্ষঃ শোত্রিরক, ন শিষ্যোহিধারনং তথা ।  
বশিষ্ঠ-লাভঃ নচাগ্রোতি, কৃষিকৈব কৃষিবলঃ ॥

বিনায়কের কুদৃষ্টি বার উপর পড়ে সে যথেষ্ট দেখে যেন সে জনে ভুবিয়া যাইতেছে, মুক্তি-শির ও  
কাথার-বাস-পরিহিত ( বৌদ্ধ ) লোকদের দেখে, যেন সে কুমারীর উপর চড়িয়াছে এবং অন্ত্যায় গর্দ্বীত উটু  
সহ একত্র বাস করিতেছে, যেন সে ছুটিতেছে ও অপরে তাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে ; সে বিমনা হইয়া  
থাকে, তার কথের আরম্ভ বিফল হয়, সে বিনা কারণে ছঃশিত বোধ করে ; বিনায়কের কুদৃষ্টি পড়িলে  
রাজার ছেলে হইয়াও রাজ্য হইতে বিকৃত হয়, কুমারীর পতিলাভ ঘটে না, গর্ভিণী হইয়াও সম্বানবতী হয় না,  
পণ্ডিত হইয়াও শিক্ষক হইতে পায় না, শিষ্য অধ্যয়নের অবিধা করিতে পারে না, বশিষ্ঠ বাণিজ্য লাভবান  
হয় না, এবং কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য পায় না ।

এর পরে গণেশের কুদৃষ্টি থগুনের জন্ত অনেক তুচ্ছতাক মগ্নতন্ম ব্যবস্থা করা  
হইয়াছে । লিঙ্গ-পুরাণেও বলা হইয়াছে যে শঙ্কর দেবতাদের অমুরোধে দৈত্যদিগের  
বিষয় উৎপাদন করিবার জন্ত বিষ্ণুরাজ গণপতিকে সৃজন করেন । ভবিষ্য-পুরাণে বিনায়ক-  
চতুর্থী-ত্রতবিধানের ও গরুড়-পুরাণে বিনায়কশাস্তি-প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়  
( উত্তর পর্ক, ৩৩ অধ্যায় ) কথাগুলি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত ও স্বীকৃত হইয়াছে ।  
শিবপুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে যে গৌতম ঋষিকে পীড়াদানের জন্ত তাঁর প্রতিদ্বন্দী  
ব্রাহ্মণেরা গণেশের পূজা করিয়া তাঁকে ঋষির বিষ উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ।

গণ মানে যেমন ভূপ্রভেদপিশাচ, তেমনি আবার গণ মানে সাধারণ লোক—  
the Mass, the People । তাদের যিনি দেবতা তিনিও গণেশ । নিম্নশ্রেণীর  
সাধারণ লোকেরা শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে সকল-প্রকার উপদ্রব ও অমঙ্গলের কারণ  
ভূতপ্রভেদের দৃষ্টি বলিয়াই মনে করে ;—তাদের উচ্চ কল্পনাশক্তি না থাকাতে তারা সেই-  
সব অমঙ্গলকারী অদেবতারই পূজা করে, ভয়ে বাধ্য হইয়া ভক্তি করে । এই গণেশ

যে শূদ্রদের দেবতা এবং যে ব্রাহ্মণ সেই গণেশের পূজা করে সে যে হীন তৎসম্বন্ধে মনুষ্য স্পষ্ট বিধান দিয়া রাখিয়াছেন।

বিজ্ঞাণাং বৈবতঃ শত্ৰুঃ কস্মিণাং তু মাধবঃ।

বৈজ্ঞানাগঃ তু জবেন্ ব্রহ্মা, শূদ্রাণাং পণনারকঃ ॥

যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ “গণানাকৈব যাজকাঃ” তাদের মনুষ্য বিগর্হিতাচার, অপাণ্ডিত্যের, দ্বিজাধম এবং সদ্ব্রাহ্মণ ও শণ্ডিতদের বর্জ্যনীয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন।

এতান্ বিগর্হিতাচারান্ অপাণ্ডিত্যান্ বিজ্ঞানান্।

বিজ্ঞাতীশ্বরো বিধান্ উক্তয়্য বিবর্জয়েৎ ॥ ( ৩ অধ্যায় ১১৪ )

মহা অধ্যাপক ম্যাকডোনেল সাহেবের মতে ২০০ খৃষ্টাব্দের এবং ডিন্সেপ্ট্‌ গিগের মতে ৫ম শতাব্দীর লোক।

মূল রামায়ণ ও মহাভারত খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর রচনা হইলেও খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী, হয়ত দশম শতাব্দী, পর্যন্ত তাদের মধ্যে নব নব রচনা প্রসিক্ত হইয়া চলিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও মূল রামায়ণে গণেশের উল্লেখ কোথাও নাই। অপ্রাচীন উক্তরাক্যের স্পষ্ট-স্বীকৃত প্রসিক্ত ৪র্থ সর্গে গণেশ নাম একবার আছে, কিন্তু শিবকেই সেই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রাবণ শিবকে তব করিতে করিতে একস্থানে বলিতেছেন—

“গণেশো লোকশত্ৰুশ্চ লোকপালো মহাবীৰুঃ।

মহাভাগো মহাপুত্রী মহাদাক্তী মহেশ্বরঃ ॥”

মহাভারতের অনুক্রমণিকা-পর্ক্সাধ্যায়ে গণপতি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠরূপে ব্যাসদেবের লেখকের কণ্ঠে নিমুক্ত হইতেছেন দেখিতে পাই।—

“ততঃ সত্কারং হেমবৎ ব্যাসঃ সত্যবতীহৃতঃ।

শ্রুতমারো গণেশানো ভক্তচিহ্নিতপুরুষঃ

তত্ৰাজ্ঞানাম বিয়েশে বৈদ্যবাসো যতঃ স্থিতঃ।

পুঞ্জিতচোপক্টিশ্চ ব্যাসেনোক্তপুৰাণম্

লেখকো ভারতভ্যক্ত তব হং পণনারকঃ ॥—৭৫—৭৭

কিন্তু মহাভারতের এই অনুক্রমণিকা যে মূল মহাভারতের অন্তর্গত ও সমকালের নয় তাহা মহাভারতেই স্বীকৃত হইয়াছে (আদি পর্ক্স, ১ম অধ্যায়, ৫২ শ্লোক)। তাহা না হইলেও, মহাভারতের অনুক্রমণিকা অন্তত ৫০০ খৃষ্টাব্দের আগের রচনা (ম্যাকডোনেল)

মহাভারতের অত্র এক জায়গায় গণেশ্বর ও বিনায়ক নামের উল্লেখ আছে।—

এতে দেবাঃ স্রষ্টাঃ সর্বকৃতগণেশ্বরঃ ।

ঈশ্বরঃ সর্বলোকানাং গণেশ্বরবিনায়কঃ ॥

অমূল্যসন, ১৫০, ২৪।২৭।

বেদে প্রথমে ত্রিলোকের অধিষ্ঠাতা বলিয়া একই দেবতার তিন স্বরূপ কল্পনা করা হয়; পরে একাদশ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া তিন-এগার—তেত্রিশ দেবতা নির্দিষ্ট হন; পরে সেই তেত্রিশ তেত্রিশ-কোটি হইয়া উঠিয়াছে—এককেই বহুরূপে জানাইবার রূপক হইতে মহাভারতে বেদস্বীকৃত তৃতীয় স্তরের তেত্রিশ জন দেবতাকেই গণেশ্বর বলা হইয়াছে, কোনো একটি বিশেষ দেবতাকে নহে। কিন্তু মহাভারতে যে তেত্রিশ জন গণেশ্বর বিনায়কের নাম আছে, তাঁরা কেউ বৈদিক দেবতা নন, তাঁরা গ্রামগী অর্থাৎ গ্রামের দেবতা, “যোগভূতগণান্তথা”।

এইসব গ্রাম্য অপদেবতা প্রায়ই ক্ষেত্রপাল হয়। ঐরাহপূরণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—গৌরী গণেশ শিব কার্তিকেয় আদিত্য ও মাতৃগণ সকলেই ক্ষেত্রপাল—তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সঙ্গাঃ (১৭।২৩)। সেইজন্য গণেশের মূখ শস্যসংসকারী শ্রেষ্ঠপশু হাতীর মতন, এবং তাঁর বাহন রুগির শত্রু মূষিক। লক্ষ্মী, গিনি কৃষিসম্পদ, তাঁর বাহন মূষিক-ভক্ষক পেচক। সন্দপূরণে আছে—গণেশ হস্তে অকুশ মুবল লাল্লল পরশু ধারণ করিয়া থাকেন; ঐ সমস্তই কৃষি ও পশুপালনের অস্ত্র; স্তূত্রাং এই সমস্ত উপকরণ গণেশকে কৃষির দেবতা বলিয়াই হুচিত করিতেছে।

শিব-দুর্গাও আদিতে সমাজের নিম্নস্তরের লোকদেরই দেবতা ছিলেন, তাঁদের নাম ও রূপ হইতেই কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়—শিব গিরিশ, পশুপতি, জটাম্বারী, ঋশ্যনাগাসী, দরিদ্র; দুর্গা পাক্তী। শিব ও পার্বতী বহবার ব্যাধ ক্রিয়াত ভিন্ন শবর ও শবরীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, বহু প্রাণের বিবিধ উপাখ্যানে দেখা যায়। দুর্গোৎসবের নাম শবরোৎসব। সেই উৎসবে অল্লীল বাকা ও কর্ণধারা দেবীর প্রীতি অর্জন করিতে শাস্ত্রের উপদেশ আছে (কালিকা-পুরাণ)। শিব-দুর্গাও ক্ষেত্রপাল, এইজন্য কৃষিসম্পদের চিহ্নস্বরূপ নবপত্রিকা দুর্গাপূজার প্রধান অঙ্গ। বাঙালীর হাতে শিবদুর্গা একেবারে কৃষক গৃহস্থ সাজিয়াছেন; তাঁরা কখনো বা কাপাস বুনিয়া তাঁতির মতন কাপড় বুনেন, কখনো বা শাঁখা বেচিবাদু জন্ত ফেরিওয়ালা হন (শিবায়ন)।

এই শিবদুর্গা পরে গণেশের পিতামাতা হইয়া পড়েন। শিবদুর্গা যখন নিম্নস্তর হইতে বেগ লাভ করিয়া সমাজের উপরের স্তরের লোকদের বাধা করিয়া নিজেদের দেবতা বলিয়া স্বীকার করাইতেছিলেন এবং তাঁদের উচ্চ কল্পনায় ক্রমশ সংস্কৃত হইয়া মহাদেবের

ও মহাশক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন, তখন গণেশ ও উচ্চ হরের বীকৃত হইবার জন্ত বাস্তব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অল্পমানের সমর্থক প্রমাণ গণেশের বহুবিধ জন্মবিবরণ ও উপাখ্যান হইতে পাওয়া যায়।

স্বন্দ্রপূর্ণার মহেশ্বর-রূপের অন্তর্গত কেদারথণ্ডে এই উপাখ্যানটি আছে—

গণেশ যে শিবেরই পুত্র তা না জানিতেন গণেশ, আর না জানিতেন শিব। কাজেই “গণেশ্বর বহুকাল অজ্ঞানবশে প্রাকৃতজনবৎ শিববিরোধী ছিলেন।” তার ফলে স্ব স্ব প্রাধিক্রান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ত শিব ও গণেশের সংগ্রাম হয়; তাতে শিব গণেশের মূণ্ড ছেদন করেন। তখন শিবশক্তি পার্শ্বতী আসিয়া কানিয়া গড়িলেন, শিবকে গণেশের প্রকৃত পরিচয় জানাইয়া পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। তখন শিবশক্তির অমুরোধে শিব শক্তিপুত্রের কবন্ধ দ্বিধে গড়মুণ্ড যোজনা করিয়া তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দেন। তখন স্থির হইল শিব ও গণেশ অভেদ, এবং গণেশ ঠাকুরও ঠেকিয়া এই জ্ঞান লাভ করিলেন যে “এই চরাচর সমস্ত লোক শিব ও শিবশক্তি যোগেই সংশ্রিত।” সেই হইতে গণেশকে সম্মানিত ও গণেশজননীকে প্রীত করিবার জন্ত শিব সর্বকল্মাষে গণেশের অর্চনা নির্দেশ করিয়া দিলেন।

এই উপাখ্যানটির একটু রূপান্তর দেখা যায় শিবপুরাণে। শিব তাঁর গণ লইয়া নানাস্থানে বিচরণ করিতেন, পার্শ্বতী একাকী অরক্ষিত গৃহে থাকিতেন। নিজের পাহারার জন্ত পার্শ্বতী এক তাল কাদা দিয়া একটি পুতুল গড়িয়া তাতে প্রাণসন্মার করিলেন ও তাকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। পুতুলের উপর হঠকম হটল কাহাকেও পার্শ্বতীর গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে না। শিব গণ লইয়া ফিরিয়া আসিলে সেট প্রাণবান পুতুল তাঁকেও বাধা দিল। কাজে-কাজেই শিবের সঙ্গে পুতুলের যুদ্ধ। ফল—শিব কর্তৃক পুতুলের মূণ্ড ছেদন। পার্শ্বতী খবর পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া স্রষ্টা ধ্বংস করিতে উজ্জত। ভাবনী-ভুক্তিভঞ্জে ভীত ভবেশ নন্দীকে তাড়াহুড়ি পাঠাইলেন—যাব হয় একটা মূণ্ড আনিয়া জোগাও, সেইটা ছুড়িয়া পুতুলটাকে বাচাই, নহিলে আর রক্ষা নাই। নন্দীটা হুত, বানরমুখ, মোটা-বুদ্ধি; সামনে পাইল একটা গুম্বস্ত হাতী, তারই মাথাটা কাটিয়া আনিল; আর ভূতনাথ ও কালবিলম্ব না করিয়া হাতীর মাথাটাষ্ট ছুড়িয়া পুতুলকে জীবন্ত করিয়া দিলেন, তাতে যে পার্শ্বতীপুত্রের ত্রী-কেন্দ্র হইল সেদিকে লক্ষ্যও করিলেন না। কিন্তু সেট অন্ততমুষ্টি পুতুলকে দেখিয়া পার্শ্বতীর চর্য-বিষাদ হইল, কোণ শাণ্ড হটল না। তখন তাকে গণদেবের অধিপতি করিয়া ও সকল দেবতার পূজার আগে পূজা নির্দেশ করিয়া মহাদেব গ্রহিণীর ক্রোধ হইতে কোনো রকমে নিষ্কৃতি পাইয়া পাঠিলেন।

এই দুই অধ্যায়িক হইতে এই বৃকিতে পাওয়া যায় শিব ও গণেশ অপরিচিত হই সমাজের দেবতা ছিলেন এবং একের দেবত্বকে অপরের দ্বারা স্বীকার করা হইত

অনেক আপত্তি ও বাধা উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই প্রাথমিক বৈরিতা শেষে এই রক্ষা নিশ্চিন্ত হয় যে উহাদের উভয়ের মধ্যে পিতাপুত্র সম্পর্ক পাতাইয়া দেওয়া হোক। কিন্তু পিতা যিনি তিনি ত পুত্র অপেক্ষা পূজ্যতর ও মাননীয়, ইহাতে শিবেরই প্রাধান্ত রহিয়া গেল। এই ব্যবস্থা গাণপত্যদের মনঃপুত হইল না, তারা আপত্তি তুলিতে লাগিল। সেই বিরোধও মিটাইবার চেষ্টা পুরাণের মধ্যে দেখিতে পাই।—

লিঙ্গপুরাণ বলেন দৈত্যগণের বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য স্বয়ং শঙ্কর উমাগর্ভে সুরেশ্বর গণপতি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুরপতিগণ সেই অভীষ্টপ্রদ গণেশরূপী মহেশ্বরকে স্তব করেন (১০৪-১০৫ অধ্যায়)। এই পুরাণে গণেশের আকার বা গুণের কোনো বর্ণনা নাই। গণেশ ও মহেশ এক মনে করিয়া গণেশের হাতীর মাথাতেও জটা আছে কল্পনা করা হইয়াছিল। গণেশের ৫১ নামের মধ্যে আমরা পাই—“জটা মুণ্ডী তথা খড়্গী বরেণ্যো বৃষকেননঃ” (শারদাতিলকের টীকায় রাঘবভট্ট)। স্কন্দপুরাণে কপর্দী গজবক্তৃ নীলকণ্ঠ নামও গণেশকে দেওয়া হইয়াছে।

গণেশ ও মহেশ এক ঐতিপন্ন করিয়া যখন গাণপত্য ও শৈব সম্প্রদায়ের বিরোধ নিশ্চিন্ত হইল, তখন আবার উক্ত দুই সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের বিবোধ বাধে। অমনি তারও সুমাংসা হইয়া গেল হরিহরমূর্তি হরগৌরীমূর্তি রুম্বাকালীমূর্তি প্রভৃতির পরিকল্পনায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের গণেশখণ্ডে আছে যে শ্রীকৃষ্ণই গণেশরূপে জন্মগ্রহণ করেন—  
‘গণেশরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কল্পে কল্পে তবায়ুজঃ।’ প্রথমে গণেশ ‘মুখং নিকমং  
বিদ্রচ্ছারদেশু-বিনন্দিকম্’; শনির দৃষ্টিতে সেই মাথা উড়িয়া গেলে গজমুণ্ড  
সংযোজিত হয়।

বরাহ মন্ত্র ও স্কন্দ পুরাণেও আছে যে গণেশ জন্মাবধিই গজমুণ্ড মনঃ; প্রথমে

শ্রীগীতাত্তো মহালীলঃ কুমারো ভাসরন দিশঃ

পদমেতিভাংগু ক্তঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ইবাগরঃ ॥

বরাহ-পুরাণের মতে গণেশ মহাদেবের হস্ত হইতে সমুৎপন্ন হন। কিন্তু

উমানিমেষনৈবাত্মাঃ তম্ অপজাত ভামিনী।

স্বং দৃষ্ট্বা কুপিতো দেবঃ স্ত্রীষতাবক্কলঃ তথা ॥

মহা কুমাররূপস্ত শোভনঃ মোহনঃ ক্লেশাৎ

ততঃ ললাপ স্বং দেবো গণেশঃ পরমেশ্বরঃ ॥

কুমার গজবক্তৃ স্ স্বং প্রলম্বজঠরস্ তথা

ভবিষ্যসি তথা সর্পের উপরীতগতির ক্রমঃ ॥—বরাহ, ২৩ অধ্যায়

শিব স্বীয় পত্নীকে তসীর হস্তসমুৎপন্ন কুমারের স্ত্রী দেখিয়া খুৎ হইতে দেখিয়া শাপ দিয়া তাঁকে কুৎসিত করেন।

অন্ত পুরাণে এই কবন্ধ হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেওয়া হইয়াছে। পার্শ্বতীর অত্যন্ত সাধ যে একটি ছেলে হয়। একদিন তাঁর অন্তরাগের সময় তাঁর দাসীরা যে গাত্রমল তোলে তাহা দিয়া পার্শ্বতী একটি পুতুল গড়িতে আরম্ভ করেন। তখনো পুতুলের মাথা গড়া হয় নাই, শিব সেখানে আসিয়া পড়িলেন ও সেই পুতুল দেখিয়া বলিলেন—‘তোমার বড় পুত্র পাইবার সাধ, ঐ পুতুল তোমার পুত্র হোক।’ দেববাক্য ব্যর্থ হইবার নয়। যেমন বলা অমনি ফলা—কবন্ধ পুতুল জীবন্ত হইয়া উঠিল। তখন অগত্যা তাঁর ধড়ে হাতীর মাথা জুড়িয়া দেওয়া হইল।

বামন-পুরাণে পার্শ্বতীর গাত্রমল হইতেই একেবারে গজাননের জন্ম, কবন্ধ দেখে গজমুণ্ড যোজনার ব্যাপার নাই (৫৪ অধ্যায়)।

বৃহদ্ধর্ষপুরাণ বলেন—পার্শ্বতী পুত্রলাভের জন্য ব্যস্ত হইলে মহেশ্বর পার্শ্বতীর রক্তবর্ণ বস্ত্রাঙ্কল আকর্ষণ করিয়া তাহাই পরিহাসজ্বলে পার্শ্বতীর কোলে দিয়া বলিলেন—এই তোমার ছেলে। অমনি দেববাক্য ফলিয়া গেল; বস্ত্রাঙ্কলই জীবন্ত শিশু হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই শিশুর মাথা উত্তর দিকে ছিল বলিয়া খসিয়া গেল এবং তখন তাঁর স্থানে গজমুণ্ড জোড়া হইল। রক্তবর্ণ হইতে দেহ উৎপন্ন বলিয়া গণেশ রক্তবর্ণ। কিন্তু তব্দের মতে—দন্তা-বাত-বিদারিতারি-কষিঠৈঃ সিন্দূর-শোভাকরং—দন্তাঘাতে বিদারিত শত্রুরীষের রক্তে অমূলিশ বলিয়া গণেশ রক্তবর্ণ।

বরাহ, মন্ত্র, অগ্নি, শিব, ত্রিবিদ্য, বামন ও গন্ধর্ভ পুরাণে গণেশের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান আছে, কিন্তু আদর্শ এই তাদের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টে পার্থক্য অদিক।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত স্ক্রুগেভেদাগমতন্ত্রে গজবন্ধু গণেশের জন্মের বিবরণ পুরাণ হইতে স্বতন্ত্র। শিব-পার্শ্বতী হিমালয়-সামুদ্রে ভ্রমণ করিতে গিয়া গজবন্ধু দেখিয়া নিজেরাও গজরূপ ধারণ করিয়া বিহার করেন ও তাব ফলে গজবন্ধু-পুত্রের জন্ম হয় (৪৩ পটল)।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে আছে যে কার্তিক জ্যেষ্ঠ, গণেশ কনিষ্ঠ। কার্তিক গণেশ ছত্বেই বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া আগে আমি বিবাহ করিব বলিয়া বাবার কাছে আবেদন করেন। শিব বলিলেন, যে পৃথিবীর সর্বতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া আগে ফিরিতে পারিবে তারই আগে বিবাহ হইবে। কার্তিক দ্রুতগামী নদ্রবাহনে



উড়িয়া পৃথিবী পগ্যটনে বাহির হইলেন; কিন্তু সুবিকবাহন গণেশ পিতামাতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহ দাবা করিলেন। শিব কারণ জিজ্ঞাসা করাতে গণেশ বলিলেন—“পিতামাতা সৰ্বস্বার্থময়; তাঁদের আমি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া আমার অঙ্গীকার পালন করিয়াছি।” এইরূপে গণেশ ফাঁকি দিয়া আগে বিবাহ করেন, এবং কাস্তিক কুমারই রহিয়া যান। এখন আগে বিবাহের নজিরে গণেশই জ্যেষ্ঠ বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইয়াছেন।

কাস্তিকের বা স্বন্দ ও আদিত্যে বিব্রকারক গণপতি ছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব, স্বন্দ-উপাখ্যান)। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে বহুস্থানে বলা হইয়াছে শিব ও স্বন্দ এক অভিন্ন। স্বন্দ-পুরাণে কুমারনাথ চোরের দেবতা, তিনি চোরশাস্ত্র রচনা করেন। কালী ও চোর-ডাকাতের দেবতা “এবং নান্ন-শ্লেচ্ছগণৈঃ পূজিতা সৰ্বদম্ভাভিঃ।” চৈতন্য-ভাগবতের কাল পৰ্য্যন্ত কালী দুর্গা চণ্ডী চোরের উপাস্ত দেবতা ছিলেন দেখিতে পাই।

গণেশের কবকলেহে যখন গজমুণ্ড সংযোজিত হয় তখন সেই গজমুণ্ডে ছুটি দন্তই ছিল। একদা পরশুরাম শিবদুর্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত কৈলাসে গিয়া হরপাক্তীর ঘরে ঢুকিতে গেলে দ্বারবান গণেশ পরশুরামকে বাধা দেন। তখন পরশুরাম গণেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অমনি গণেশ পরশুরামকে ঝুঁড়ে জড়াইয়া চোদ ভুবন ভ্রমণ করাইয়া ও সপ্ত সমুদ্রে চুবাইয়া ফিরাইয়া আনিলেন। পরাহত পরশুরাম তখন গণেশের প্রতি পাশ্চপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। শৈব অস্ত্রের সম্মান রক্ষার জন্ত গণেশ একটি দন্তে সেই অস্ত্রের আঘাত গ্রহণ করেন এবং পরশুরামের সেই দন্ত কাটা পড়ে (ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, গণেশ-খণ্ড)। মতান্তরে এই গল্পটির নায়ক পরশুরাম নহেন,—রাবণ। কেউবা বলেন—রাবণ যে গণেশের দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিলেন তাহা কোনো-রকম ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নয়; তাঁর পাশা খেলার পাশ্টি ও গুটি করিবার জন্ত রাবণ গণেশের একটি দাঁত ভাঙিয়া লইয়াছিলেন। আবার কেউবা বলেন—খেলা করিতে করিতে দুই ভাইয়ে ঝগড়া হওয়াতে কাস্তিক গণেশের একটি দাঁত ভাঙিয়া দেন।

তথ্যের কল্পনা আবার ভিন্ন রকম। এক সময়ে গণেশের ভক্তেরা গণেশকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর লাড়ু খাওয়াইয়াছিল। লাড়ু বোঝাই লম্বোদর বাহন ইঁদুরের শিঠে চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। ইঁদুর বোঝা লাড়ু বোঝাই লম্বোদরকে কষ্টে বহন করিয়া যাইতেছিল; তার উপর পথে এক সাপ দোঁধিয়া ইঁদুর ভড়কাইয়া উঠিল; তাতে গণেশ-ঠাকুর টলিয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁর লাড়ু বোঝাই পেটটি

দাঁসিয়া গেল। গণেশের ফাটা পেট হইতে অত সাধের লাড়ুগুলি সব বাহির হইয়া পড়িতেছিল; গণেশের first aid to the wounded জানা ছিল, অমনি চট করিয়া সাপটাকে ধরিয়াই পেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ফেলিলেন, যেমন করিয়া চাঘরা খড়ু দিয়া ফাটা দূতি বাঁধে। তাহা দেখিয়া দেবতার বিজ্ঞপ করিয়া হাত্ত করেন; গণেশ ক্রুদ্ধ হইয়া বেবাদব দেবতাদের মারিবার মতন কোনো প্রহরণ হাতের কাছে না পাইয়া নিজেই একটা দাঁত উৎপাটন করিয়া দেবতাদের গ্রহণ করেন। সেট হইতে দাঁতটি তাঁর হাতের অঙ্গ হইয়া আছে। এবং সাপটি হইয়াছে উপবীত। (সুপ্রভেদাগমতত্ত্ব)

গণেশ তাঁর বাহন ইন্ড্রটি পাঠিয়াছিলেন পৃথিবী-দেবীর নিকট হইতে জন্মদিনের উপহার। গণেশের জন্মদিনে অনেক দেবতাষ্ট অনেক উপহার দিয়াছিলেন—

সরস্বতী মদৌ তাম্রৈ লেখনীং বর্ণলোচনা।

জপমালাং মদৌ ব্রহ্মা, ইন্দ্র গজরদং মদৌ ॥

পদ্মং পদ্মাবতী প্রাদাদ, ব্যাঘ্রচৰ্ম মদৌ শিবঃ।

বৃহস্পতির যজ্ঞসূত্রং, পৃথ্বী মৃষিকবাহনম্ ॥

বরাহ-পূরণ।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে গণেশের হাতের দাঁতটি ইন্ড্রের তৃতীয় দাঁত, গণেশের জন্মদিনে ইন্ড্রের দেওয়া উপহার।

আগে বহু গণপতি ছিলেন—শিব, গণেশ, কাশিক, নন্দী, কালভৈরব, বিরূপাক্ষ, কুবের,—এঁরা সবাই গণেশ বা গণপতি। নারসিংহ-পুরাণের ২৬ অধ্যায়ে বিনায়কের যে স্তব আছে তাতে গণপতিকে “ভববক্তৃসমুদ্ভূত বিনায়ক” বলা হইয়াছে। লিঙ্গ-পূরণ বলেন—বহু গণপতি ও গণেশ্বর মিলিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত জটায়ুর-বচনে পাই—

আমিত্যা বিশ্ববসবন্তমিতা ভাষয়ানিলাঃ।

মহারাজিকসাধ্যাস্ত কৃত্যাস্ত গণদেবতাঃ।

শারদাতিলকের টীকায় রাঘবভট্ট ৫১ জন গণেশের নাম করিয়াছেন; বিভিন্ন পূরণ ও তত্ত্বে ৫৪ জন গণেশের ধ্যান ও স্তব আছে।

এইসব নানা গণপতির রূপ গুণ ও মগ্যাদি ক্রমশঃ একস্থানে সম্মিলিত ও এক দেবতার আরাধিত হইয়া বর্তমান গণেশের উদ্ভব হইয়াছিল বোধ হয়। নাম-সাদৃশ্য হইতে জানি বৃহস্পতির গুণ গণেশে সংক্রামিত ও আরোপিত হইয়া গণেশ জ্ঞানীশেট হইয়া উঠেন।

ক্রমশঃ লোকের দেবকল্পনা উন্নত ও পরিমার্জিত হইলে বিশেষ গণেশ বিয়-  
নাশন হইয়া উঠিলেন।

শাস্ত্রের ভ্রায় সাহিত্যের ভিতর দিয়াও গণেশ-ঠাকুরের আবির্ভাব ও প্রভাব  
অমূল্যরূপে করিতে পারা যায়। পঞ্চতন্ত্র পঞ্চম শতাব্দীর রচনা; তার আরম্ভ হইয়াছে  
বহুদেবতাকে প্রণাম করিয়া, কিন্তু সেই দেববর্গের মধ্যে গণেশের নাম নাই।  
বৎস, ভট্ট, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোনো কবির কোনো  
এছাড়া গণেশের উল্লেখ নাই। ঐ যুগের প্রস্তরলিপিতেও গণেশের নাম পাওয়া  
যায় না। ভারতের নৃত্যশাস্ত্র বা নাট্যশাস্ত্র যত রাজ্যের দেবতার নাম করিয়াছে,  
কিন্তু গণেশের নাম করে নাই। বাণভট্ট ও ভবভূতি ৭ম শতাব্দীর কবি। বাণভট্টের  
কাদম্বরীতে গণেশের উল্লেখ আছে; সাহিত্যে এই প্রথম হস্তীমুণ্ড গণপতির সহিত  
সংক্রান্ত; কিন্তু এখানে গণপতি গন্ধর্ব্ব কিশোর প্রভৃতি গণদিগের সহচর মাত্র, স্বাধীন  
দেবতা নহেন। ভবভূতির মালতীমাধবে সর্বপ্রথমে গণেশের পূজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত  
দেখিতে পাই।—

নান্দী

নৃত্য করে শূণ্যপাণি তাধিয়া তাধিয়া,  
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী আনন্দে মাতিয়া।  
তাহা শুনি ডাকি উঠে কার্তিক-ময়ূরে,  
ফণিপতি ভয়ে পশে গণপতি-শুঁড়ে।  
চীৎকার করিয়া কাঁপে ভয়ে গজানন,  
গণ হতে ভুঙ্গ গুল্লি করে পলায়ন।  
এই সেই সিদ্ধিলাভা দেব বিনায়ক  
চিরকাল তোমাদের হউন রক্ষক।

—মালতীমাধব, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ।

যে-সব পুরাণে গণেশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখি সেগুলি সবই  
দাক্ষিণাত্যে রচিত। ভবভূতিও দাক্ষিণাত্যের কবি। এখনও দাক্ষিণাত্যেই গণপতির পূজা  
ও প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। গণেশের মহিমা বৃদ্ধির জন্য দ্রাবিড় দেশে অধ্বর্ষবেশের  
অনুকরণে একখানি জাল বৈদিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়া, তার নাম গণেশাধ্বর্ষশীর্ষ। ইহা ৮ম  
শতাব্দীরও পরের রচনা। এই-সব নানা কারণে মনে হয় গণেশ ঠাকুরের প্রথম জন্ম  
দক্ষিণ দেশেই।

গণেশের মূর্তি কবে হইতে গঠিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকিবে বলা যায় না। বেদ-সংহিতায় দেব-প্রতিমা ও স্বতন্ত্র দেব-মন্দিরের কোনো প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে গণেশের উৎপত্তিও হয় নাই।

মহাসংহিতা রচিত হইবার (২০০-৪০০ খৃঃ) পূর্বে প্রতিমা-পূজা প্রবর্তিত হয়, কারণ উহাতে দেবপ্রতিমা ও দেবল ভাঃণের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু দেবলের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইয়াছে (৩১৫২ এবং ৯২৮৫)।

পৌরাণিক যুগে গণেশ পূজা হইয়া উঠিলেও বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের পূর্বাণে গণেশ প্রভৃতির পূজা হীন বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

সৌরস্ত গাণপত্য শৈবাদের ভূরিমানিনঃ

শাক্ত বৈষ্ণবো বারি হস্তেহ্যঙ্গ পরিভাঞ্জেৎ।

সদ্য বিবর্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনাস্ত বৈষ্ণবঃ

ন কার্য্য প্রার্থনা তেভ্যস্ তেভ্যাং স্রব্যাস্থ অমেধ্যাবৎ ॥

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১০০ অধ্যায়

বৈষ্ণব ব্যক্তি সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত প্রভৃতির হোঁরা জল ও অন্ন ও স্নান বর্জন করিবেন এবং তাঁদের কাছে প্রার্থনাও করিবেন না ও তাঁদের স্রব্য অশুচি মনে করিয়া পরিহার করিবেন।

এইরূপ পরসম্প্রদায়বিদ্বেষ ও ধর্মকলহ অজান্ত পুরাণেও অল্পবিস্তর আছে; এমন কি বেদ সম্বন্ধেও পক্ষপাত দেখা যায়

সামধর্মনার্যুগ্-যজুধী নাধীযীত কদাচন।

বেদস্তাধীতা বাপাস্তমারণ্যকমধীতা চ।

ঋগ্বেদো দেবসৈবত্যো যজুর্বেদস্ত মাভুযঃ।

সামবেদঃ স্তুতঃ পিতৃস্তুতাস্তাস্তাশুচিধ্মনিঃ ॥

মহাসংহিতা, ৪ অধ্যায়, ১২৩-১২৪ শ্লোক

সামবেদের শব্দ কানে গেলে ঋক্ যজু পাঠ বন্ধ করিবে—ঋগ্বেদ দেব, যজুর্বেদ মাতৃঘ-সম্বন্ধীয়, এবং সামবেদ পিতৃপুরুষ-সম্পর্কীয়—সুতরাং তাহা ভূতের ব্যাপার, এবং সেইজন্য তার ধ্মনি ভূতুড়ে বলিয়া অশুচি।

এইরূপ বিবাদের মধ্য দিয়া সকল ধর্মমতকেই প্রতিষ্ঠার ভজ্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে গণেশও নির্বিবাদে পূজা আদায় করিতে পারেন নাই।

সে যাই হোক, সর্বপ্রাচীন গণেশ-মূর্তি বাহা দেখা যায় তাহা নেপালে পশুপতিনাথ শিবমন্দিরের উত্তর প্রাচীরে। ঐ মন্দির অশোকের কন্যা চারুদত্তী খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে

নিদ্রাণ করান। উহার প্রাচীরগাত্রের গণেশমূর্তি মন্দিরের সমকালে বা পরবর্তী কালে গঠিত তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। (Archaeological Survey of Mayura-bhanja—N. N. Bose.)

এলোরা গুহামন্দিরের ঢেই স্থানে করিবদন গণেশের মূর্তি আছে (Cave Temples by Fergusson)। এলোরার গুহামন্দির ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত হয়। যোধ-পুরের উত্তরপশ্চিমে ২২ মাইল দূরে ঘাটিয়ালা নামক স্থানে একটি স্তম্ভগাত্রে চারিটি গণপতি-মূর্তি উৎকর্ণ আছে। স্তম্ভটি ৮৬২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত (Ep. Ind., Vol. IX, p. 277)।

ভবিষ্যপুরাণ পার্জিটার সাহেবের মতে ৭ম শতাব্দীর রচনা, তবে উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত পরবর্তী রচনা যত আছে অত অল্প কোনো প্রাণে নাই। সে যাই হোক, ঐ প্রাণে দেখা যায়, বিনায়কের স্বতন্ত্র মন্দির তখনো রচিত হয় নাই, বিনায়ক শাকদ্বীপী মগ লাক্ষণদের স্বর্গ্যমন্দিরে পূজিত হইতেন।

বৌদ্ধরা তান্ত্রিক হইয়া উদ্ভিবার পর হিন্দু দেবদেবীকে নিজেদের দেববাহুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লয় এবং নিজেদের দেবমূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে সে-সব মূর্তিও গঠন করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের নির্বাণের ৩০০ বৎসর পরে প্রথম বুদ্ধমূর্তি গঠিত হইতে আরম্ভ করে। তারও অনেক পরে তাঁরই অম্লচররূপে তাঁর মূর্তির পার্শ্চর হিন্দুদেবমূর্তি গঠিত হয়। কিন্তু ললিতবিস্তর বলেন যে বুদ্ধদেবের জন্মের সময় তাঁকে গণেশ সন্দ্ব শিব প্রভৃতির মূর্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। প্রাথমিক বৌদ্ধ যুগের একটি মূর্তিতে দেখা যায় বিষাক্ত গণপতি বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের বিষ নিবারণ করিতে নিযুক্ত আছেন (Assistant au nirvāna du Jākyamuni.—A. Foucher, L'Iconographie Bouddhique)। অপব একটি বৌদ্ধ শিলাচিত্রে পাওয়া গিয়াছে বুদ্ধদেবের নির্বাণ-সময়ে মূষিকবাহন গণেশ, ময়ূরবাহন কাটিক, বৃষভবাহন শিব ও গজবাহন ইন্দ্র উপস্থিত হইয়াছেন।

On reconnaît aisément parmi les personnages accessoires de scènes de la vie du Buddha, Ganesa sur son rat, Kartikeya sur son paon, Indra sur son éléphant, Śiva sur son taureau, etc.—A. Foucher, L'Iconographie Bouddhique.

নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধ অত্র দেবতার মন্দিরে গণেশের পূজা হয়, গণেশের স্বতন্ত্র মন্দির বড় একটা দেখা যায় না। চীন জাপান মঙ্গোলিয়া যবদ্বীপ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানেও গণেশের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে গণেশের নাম বিনায়ক; জাপানীরা সেই শব্দকে উচ্চারণ করে বিনয়কিয়। কিন্তু ঐসব দেশে গণেশের ভিন্ন স্বতন্ত্র মন্দির গঠিত হয় নাই

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে গোড়ে শৈব কোমার প্রভৃতি ধর্মমত প্রচলিত ছিল (নগেন্দ্রনাথ বহু); কিন্তু গাণপত্য মতের প্রাধান্য বা প্রাচুর্য্য জানিতে পারা যায় না।

গণেশের ভক্তরা তাঁকে প্রাধান্য দিবার চেষ্টা করিতে তাঁদের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন গণেশের পূজা সর্গদেবতার অগ্রে স্বীকৃত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর ভেদন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, এবং গাণপত্য সম্প্রদায়ও বিস্তৃত ও প্রবল হয় নাই।

[ এই প্রবন্ধ রচনায় আমি নিম্নলিখিত বাকি, পুস্তক ও গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি:—*শ্রীহুঙ্ক* *অমূল্যচরণ* *বিদ্যাতৃষণ*; *সিদ্ধিবাটা*। *গণেশ*—*শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার* ( *বঙ্গদর্শন* ১৩১০ ); *গণেশপূজা*—*৩* *রামেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী* ( *বঙ্গদর্শন* ১৩১০ ); *গণেশ-প্রসঙ্গ*—*শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার* ( *বঙ্গদর্শন* ১৩১০ ); *ঠাকুর পুজার ইতিহাস*—*শ্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার* ( *প্রবাসী* ১৩১২ ); *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*; *Encyclopaedia of Religion and Ethics*; *Religious Sects of the Hindus*—*II. J. Wilson*; *Elements of Hindu Iconography*—*T. Gopinatha Rao*; *L' Iconographie Bouddhique*—*A. Foucher*; *Archaeological Survey of Mayurbhanj*—*Nagendranath Basu*; etc.]

### গণেশ-বন্দনার টীকা

বেদ অন্ত দর্শনে—বেদান্ত দর্শনে। যে দর্শন-শাস্ত্র বেদ রচনার অন্তে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, উপনিষদাদি গ্ৰন্থ।

ব্রহ্ম করি জারে ভনে—বেদান্ত দর্শনের মূল মত এই যে ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা নাই। অতএব সর্বকর্ম্মারম্ভে যে দেবতার বন্দনা তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই।

“ব্রহ্মেতি যং ব্রহ্মবিদো বরস্থি, তং শঙ্কুশৃঙ্গং সত্যং ভজামি।”

—তরসারে গণেশের স্তোত্র।

বেদান্ত-গীতাং পুরুষং ভজেষ্যম্।—তরসার।

পুরুষ প্রধান—বেদে পুরুষ নামে এক শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন। পরে তাঁর মাহাত্ম্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাগাভাগি করিয়া লন। ( ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য। ) সাংখ্য-দর্শনের মতে পুরুষ অর্থে প্রকৃতির শক্তিকে যিনি পরিপূরণ করেন—যিনি প্রকৃতিও নন, বিকৃতিও নন; পুরুষ বাতীত প্রকৃতির প্রচেষ্টা হয় না। অতএব পুরুষপ্রধান মানে শ্রেষ্ঠ দেবতা। তুঃ—

বিষবীজ ব্রহ্মময় বেদান্তে ব্রহ্মাদি কর অন্তমতে প্রধান পুরুষ।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে গণেশ-বন্দনা।

হেতু অন্তরায় পতি—অন্তরায় বা বিয়ের যিনি হেতু বা কারণ এবং যিনি বিয়ের পতি বা শাস্তা; অর্থাৎ যিনি বিষ ঘটান ও বিষ দূর করেন।

লাগ—সংস্কৃত লক্ষ্য>প্রা<sup>১</sup> লক্ষ্য।

নিগম—বেদাদি ধর্মশাস্ত্র; ত্যায় শাস্ত্র। [নি (নিয়ত)+গম্ (যেখানে মানুষেরা গমন করে)+অ] নিগম=বেদশাস্ত্র; আগম=মন্ত্রবিধি-শাস্ত্র।—শ্রী জীবপাদ-রচিত তক্তিসন্দর্ভ, ২০৭ সংখ্যা।

পুরাণ—বিশেষ বিশেষ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক পঞ্চলক্ষণায়িত ধর্মশাস্ত্র, সংখ্যায় অষ্টাদশ, উপপুরাণও অষ্টাদশ।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনস্তরাণি চ।

বংশানুচরিতৈশ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥—কুর্ম্মপুরাণ।

গিরিসুতা-অঙ্গজমু—হিমালয়-দুহিতা পার্শ্বতীর অঙ্গ হইতে জাত পুত্র। [অঙ্গজন= অঙ্গ+জন+উ] তুলনীয়—ভরদ্বাজ-অঙ্গজমু।—কাশীরাম দাসের মহাভারত।

তব অঙ্গজমু ত্যাজিব এ তমু।—অন্নদামঙ্গল।

খর্ব্ব সুপিবর-তমু—গণেশ আদিতে সুপুরুষ ছিলেন, তাঁকে দেখিয়া পার্শ্বতীর চিন্তাচাক্ষুয ঘটতে শিব গণেশকে শাপ দিয়া খর্ব্ব ও পীবর অর্থাৎ হুলকার করিয়া দেন (বরাহ-পুরাণ, ২৩ অধ্যায়)।

য়েকদন্ত কুঞ্জর-বদন—গণেশের একদন্ত ও গজমুণ্ড হইবার কারণ গণেশের উৎপত্তির ইতিহাসে দ্রষ্টব্য—৫, ৯, ১১, ১২, ১৩ পৃষ্ঠা।

নিয়—(নি+হ্ন+অ) আয়ত, বশীভূত, আশ্রয়। যাকে প্রণাম করিয়া বশীভূত করা যায় তিনি “প্রণত জনের নিয়।”

বিয়—বিয়।

চারী পুরুষার্থের সাধন—চারি পুরুষার্থ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—যাঁর রূপায় পাওয়া যায়।

## ২ পৃষ্ঠা

বন্ধক-ছটা—বন্ধক বা বাঁধুলী ফুলের ছায়ার অঙ্গের আভা। বাঁধুলী ফুল টকটকে লাল। পার্শ্বতীর রক্তবর্ণ পটুপটু গণেশে রূপান্তরিত হইয়াছিল (বৃহৎস্ম-পুরাণ) বলিয়া গণেশ লোহিতাঙ্গ, অথবা তদ্রূপে “দস্তাধাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরম্” দস্তাধাতে বিদারিত অরি-শরীরের রুধিরে সিন্দূরবর্ণ।

জটা—শাবদাতিলকের টাকায় রাশব-ভট্ট যে ৫১ জন গণেশের নাম করিয়াছেন তার মধ্যে দেখিতে পাই—জটা মুণ্ডী তথা খড়্গী বরেণ্যো বৃষকতনঃ। স্বল্পপূরণের কাশীধো “কপদী বিনায়ক” আছেন। কিন্তু গণেশের ধ্যানে বা স্তবে গণেশের জটার উল্লেখ পাওয়া যায় না। জটীধর শিব গণেশে পরিবর্তিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় গণেশও জটীধর (গণেশের উৎপত্তির ইতিহাস, ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তুঃ—

যোগপাটা জপমাল জটাজুট শোভে ভাল

যথেষ্ট ভূষণ যবাক্ষুশ।—মাণিক গাভুলির ধর্ম-মঙ্গলে গণেশ-বন্দন।

কুম্ভুম—কুম্ভ, জাম্বান।

হুও শোভে মাতুলঙ্গ—মাতুলঙ্গ মানে ডালিম বা ছোলঙ্গ নেবু (অমরকোষ ও বহুমাল্য)।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে গণেশের যে গায়ত্রীমন্ত্র আছে তার টীকায় সায়ণাচার্য্য গণেশের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—  
“বীজপূর-গদেকু-কার্ম্যকে ত্যাগমপ্রসিদ্ধ-মুর্তিদরং বিনায়কং প্রার্থয়তে।” বীজপূর  
মানে ডালিম। বৃহত্তন্ত্রকোষ গণেশ ও মহাগণেশের যে ধ্যান নির্দেশ করিয়াছেন  
তাতেও আছে—“হস্তপদ্মৈর্ দধানং দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্ঠাশ্চাক্রবিলসদ্ বীজপূরাভি-  
রামম্।” গণেশমূর্ত্তি গঠনের ব্যবস্থায় রূপমণ্ডন নামক মূর্ত্তিগঠন-বিষয়ক শাস্ত্রে  
দাড়িঘের উল্লেখ আছে।

শুনীদন্ত—বঙ্গবাসী ও বটতলা সংস্করণের পাঠ শূনদন্ত। শুনীদন্ত বা শূনদন্ত যদি শুনিদন্ত  
বা শুনদন্ত হয়, তবে মানে হয় কুকুরীর বা কুকুরের দন্ত। কিন্তু গণেশ স্বদন্তধ্বক—  
নিজের ভগ্ন দন্ত গ্রহণ রূপে ধারণ করেন, তিনি স্বদন্তধারী কোথাও না। ইজ  
তাকে হস্তীদন্ত দিয়াছিলেন, তাহাও গণেশের গ্রহণ হইতে পারে, কিন্তু কুকুরের  
দাঁত অস্ত্র হওয়ার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিজ্ঞাবিনোদ মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে ঐতিহাসিক প্রেসের  
কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে পাঠ ছাপা হইয়াছে—“শুণি দন্ত ইষ্টে পাশ করে।” শুণি=অঙ্কুশ,  
দন্ত=স্বদন্ত, ইষ্টে=বর, পাশ=ফাঁদ।

শিবহৃত লম্বোদর—গণেশের শিবহৃত ও লম্বোদর হওয়ার বিবরণ গণেশের জন্ম-ইতিহাসে  
দ্রষ্টব্য।

শোভরে—অরে=অরণ করে। স<sup>ং</sup>স্ব<sup>ং</sup>প্রা<sup>ং</sup> স্মরিস্য=অরণ করিয়া, ও<sup>ং</sup> স্মর।  
বিজ্ঞাপতিতে—স্মরিত=অরণ করিতে। রুম্বকীর্তনে—সোঁঅরী, সোঁওঁরী, =অরণ  
করিয়া।

সোঁওঁরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি।—বলরাম দাস।

পরিধান হিপ-চন্দ্র—গণেশের জন্মের পর নানা দেবতা তাঁকে নানা বস্ত্র উপহার  
দিয়াছিলেন—

সরস্বতী দদৌ তমৈ লেখনীং বর্ণলোচনা।

জপমালাং দদৌ ব্রহ্মা, ইজ্র গজদং দদৌ ॥

পদ্মং পদ্মাবতী প্রাদাদ, ব্যাঘ্রচন্দ্র দদৌ শিবঃ।

বৃহস্পতির যজ্ঞসূত্রং, পৃথ্বী মুখিকবাহনম্ ॥

—বরাহ-পুরাণ।



শিব গণেশকে ব্যাঘ্রচৰ্ম দিয়াছিলেন, গজাজিন নয়; স্মৃতরাং পাঠ দ্বিপ-চৰ্ম না হইয়া  
দ্বীপীচৰ্ম হইলে সঙ্গত হয়—বঙ্গবাসী ও বটতলা সংস্করণে দ্বীপীচৰ্ম পাঠই আছে।  
কিন্তু মাণিক-গাঙ্গুলির ধৰ্ম্মমঙ্গলে গণেশ-বন্দনায় হস্তীচৰ্মের উল্লেখ দেখা যায়—

পরি পরিধান ভাল

পিলু পুণ্ডরীক-ছাল

তিনয়ন মুখিকবাহন।—মাণিক গাঙ্গুলির ধৰ্ম্মমঙ্গল, গণেশ-বন্দনা।

হুই করে কুশ—কুশ সফলতা ও সিদ্ধির চিহ্ন—“সঙ্কল্পা বর্হিষো যত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ।”  
মৎস্তপুরাণ, ১৫ অধ্যায়, ২ শ্লোক।

যোগপাটা—যজ্ঞোপবীত, পৈতা। দেবতা মাত্রেই ব্রাহ্মণ বলিয়া উপবীতধারী। গণেশের  
উপবীত লাভ হইয়াছিল বরাহপুরাণের মতে বৃহস্পতির নিকট হইতে জন্মদিনে  
উপহার পাইয়া—বৃহস্পতিব্ যজ্ঞযুত্রম্, আবার মহাদেবের শাপে এই পৈতা সর্প  
হইয়াছিল—“ভবিষ্যসি তথা সর্পৈর্ উপবীতগতিব্ ধ্রুবম্”।—বরাহপুরাণ, ২৩  
অধ্যায়। আবার নাগযজ্ঞোপবীত হইবার উপাখ্যান দাক্ষিণাত্যের শিবসময়-পুরাণে ও  
ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে আছে অতুল্য—গণেশের ইঁহুর সাপ দেখিয়া ভয়চকিত  
হওয়াতে গণেশ পড়িয়া যান ও তাঁর পেট ফাটিয়া যায় এবং তিনি সেই সাপ  
জড়াইয়া ফাটা পেটে ব্যাণ্ডোজ বাঁধেন।

“নাগাননে নাগকৃতোত্তরীয়ে”—গণেশস্তোত্র, তন্ত্রসার।

গলাত নগুন দিল কপালেত ফোটা।

মাথাএ আলগ ছাতি বৃকে জুগপাটা ॥—গৌরক্ষ-বিজয়।

অলৌকুল মধুলোভে—গণেশের গজমুণ্ড হইতে সর্ষদা মদস্রাব হয়; সেই মদগন্ধে আকৃষ্ট  
হইয়া অলি বা ভ্রমর সর্ষদা গণেশের মুখের কাছে উড়িয়া উড়িয়া গুল্লন করে।  
গণেশের ধানে আছে—মদগন্ধলুক-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্।

নিরন্তর তপস্বতি—মদোরসংপঞ্চমুখৈর্ অজস্রম্ অধ্যাপয়ন্তং সকলাগমর্থান্।

দেবান্ ঋষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রং হেরষম্ অর্কারুণম্ আশ্রয়ামি ॥

—গণেশস্তোত্র, তন্ত্রসার।

জাপকঃ সর্ষদা পাতু জামুজ্জ্যে গণাধিপঃ।—তন্ত্রসার।

হৈমবতী হৃদয়ে নন্দন—হিমাশয়-হৃতিতা পুণ্ডরীক হৃদয়ে যিনি আনন্দ দান করেন।  
শুকপাঠ—হৈমবতী-হৃদয়-নন্দন।

গোবীন্দ-ভক্তি মাগে—চণ্ডীর মহিমা কীর্তনের উপক্রমে কবি গোবিন্দ-ভক্তি প্রার্থনা  
করিতেছেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি আসলে ছিলেন বৈষ্ণব—তাহা

আমরা কাব্যের মধ্যেই বহু আভাস্তর প্রমাণ হইতে ক্রমে জানিতে পরিব। কবির সময়ে দেশে যেমন একদিকে চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের তরঙ্গ চলিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি শাক্ত ধর্মও দেশে আসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিল। কবি তাঁর আশ্রয়দাতা রাজা রঘুনাথের আদেশে দেশের জনসাধারণের নবপ্রবর্তিত ধর্ম-বিশ্বাস-অমুযায়ী কাব্যরচনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ইহা যেন কবির task—বেগার সারা; কাব্য রচনার মধ্যে চণ্ডীর প্রতি আন্তরিক অমুরাগ বা ভক্তি কোথাও প্রকাশ পায় নাই, কবি যেন ছেলেমানুষদের রূপকথা বলিয়া তুলাইবার মতন শ্রোতাদের একটি গল্প শুনাইতেছেন মাত্র।

এই গণেশবন্দনা মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলের গণেশবন্দনার অনুরূপ।

## সূর্য্য-বন্দনা (২-৩ পৃষ্ঠা)

### সূর্য্যের দেবত্বের ক্রমবিকাশ

নিরুক্তবিৎ পণ্ডিতগণের মতে তিনটি দেবতা; তাহার মধ্যে অগ্নি-দেবতার স্থান পৃথিবী, বায়ু বা ইন্দ্র-দেবতার স্থান অশ্বরীক এবং সূর্য্য-দেবতার স্থান দ্যালোক। এই তিন দেবতাই—তাঁহাদের মহৎ ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া—বেদে নানা নামে অভিহিত ও স্তত হইয়া থাকেন (নিরুক্ত ২১)। বেদে আর যত দেবতার বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাঁহারা এই তিন দেবতারই আকার-ভেদ ও নাম-ভেদ। যাহা তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থের দেবতা-প্রकरणে বলিয়াছেন যে দেবতার মহৎ ঐশ্বর্য্য-হেতু একই দেবতাস্থা বহুরূপে স্তত হইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতাসকল একই দেবতাস্থার অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ (নিরুক্ত, ৭৭)। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগে এইরূপ অর্থ প্রকাশিত আছে বলিয়াই যাহা উল্লিখিতভাবে দেবতার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্য যে নানা-দেবরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহাও বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়।

“ইন্দ্রঃ মিত্রঃ বরুণমগ্নিমাহরিত্যাদি”। ষ, স, ১১৩৪৪১

“রূপঃ রূপঃ মঘবা যোতবীতি”। ষ, স,

“স ত্রেতা আশ্বানঃ বাভজদাক্টিয়ঃ তৃতীয়াঃ বায়ুঃ তৃতীয়ম্”।—বাহ্মসমের-ব্রাহ্মণ।

“রূপঃ রূপঃ প্রতিরূপো বহুব”।—ষ, স, ৩৪৪১৮

“হঃসঃ শুচিঃ বহুরক্তঃসং হোতা বেদিঃ”।—ষ, স, ও য, ষ, ১১১৪।

“ধমেতমাবিত্যে পুরুষঃ বেদরক্তঃ স ইন্দ্রঃ স প্রজাপতিঃ স ব্রহ্মা।”

শৌনক ঋষি তাঁহার বৃহদেবতাগ্রন্থে (১৬১—৭১) নিম্ন-লিখিতরূপে এই বিষয়টির বর্ণনা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ একমাত্র স্বর্ষ্যকেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও নাশের কারণ বলিয়া অবগত আছেন। এই প্রজাপতিই সং ও অসতের কারণস্বরূপ। ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। ইনিই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়—ইনিই শাস্ত্রতত্ত্বস্বরূপ। ইনি নিজ আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ও দেবতাগণকে নিজ রক্ষিতে নিবেশিত করিয়া পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যালোকে বিরাজ করিতেছেন। রশ্মি দ্বারা রস-গ্রহণ-পূর্বক বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া জলবর্ষণ করেন বলিয়া জগতে ইনি ইন্দ্র-নামে খ্যাত হইয়াছেন। পৃথিবীতে অগ্নি-রূপে, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু-রূপে ও দ্যালোকে স্বর্ষ্য-রূপে ইনিই বিরাজ করিতেছেন। বিভূতি বা মাহাত্ম্য-হেতু এই তিন দেবতাই বেদে বহুরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বেদে স্বর্ষ্য স্থাবর ও জঙ্গম জগতের আত্মা ;—জীবাত্মাই স্বর্ষ্য আদিত্য ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

স্বর্ষ্য আত্মা জগতন্তুভূষণ ।

যোহংসো মোহসো, যোহসো মোহং ।

অসৌ আদিত্যঃ ব্রহ্ম ।

বেদের সময় হইতেই স্বর্ষ্যদেব ভারতবর্ষে প্রধান-দেবভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বেদসংহিতায় উল্লিখিত দেবতাগণের নামের মধ্যে পাওয়া যায়—স্বর্ষ্য, সবিতা, অর্যামন্, আদিত্য, মিত্র, পৃষা, ভগ। সবগুলি পরে স্বর্ষ্যের সমনাম বা পর্যায়-শব্দ হইয়াছে। বরুণ মিত্র ইন্দ্র স্বর্ষ্য দক্ষ অংশ ভগ ও অর্যামন্—এই অষ্টদেবতার সাধারণ নাম আদিত্য। মিত্র নাম সর্ষদা বরুণের নামের সহিত সংযুক্ত দেখা যায়—মিত্রাবরুণ। বেদমতে স্বর্ষ্যের অপর নাম বিষ্ণু—বিষ্ণু স্বর্ষ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (ঋগ্বেদ ১৮।১০, ১৬, ২২, ৭৭)। নিরুক্তভাষ্যে হর্গাচার্য লিখিয়াছেন—বিষ্ণু আদিত্যঃ। বিষ্ণুর বামন অবতারের উপাখ্যান আদিত্যে স্বর্ষ্যের উদয় অস্ত ও মধ্যাগনস্থিতিরই রূপক ছিল (ঋগ্বেদ ১২২।১৭-১৮)। বিষ্ণুপূরণেও বিষ্ণুকে আদিত্য বলা হইয়াছে—

বিষ্ণুশক্তির্ অবস্থানং সদাদিত্যে কয়োতি সা ।

১৩ —বিষ্ণুপূরণ, ২য় অংশ, ১১ অধ্যায়।

বৈষ্ণবোহংসঃ পরং স্বর্ঘ্যো যোহন্তজ্যোতির্ অসংপ্রবন্।

—বিষ্ণুপূরণ, ২য় অংশ, ৮ম অধ্যায়।

ধোয়ার বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষররূপিণে ।

—বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ৫ম অধ্যায় ।

শতপথ-ব্রাহ্মণে বহুস্থানে সূর্য্যমাচাৰ্য্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, এবং বিষ্ণুই যে সূর্য্য তাহাও বলা হইয়াছে । সূর্য্যই যজমানের গতি, সূর্য্যই প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে ।—শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১ম কাণ্ড, ৭ম প্রপাঠক, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ৯ম অধ্যায়, ৩ ব্রাহ্মণ (যজমান-ব্রাহ্মণ) ।

পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে যখন পঞ্চ উপাসক-সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইল, তখন সূর্য্যদেব প্রধানতঃ সৌর উপাসক-সম্প্রদায়ের উপাস্ত দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন । প্রধানতঃ বলিবার অর্থ এই যে উপাসক যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হউন না কেন, তাঁহার অভীষ্ট উপাস্তদেবের উপাসনার সহিত অন্য সম্প্রদায়ের উপাস্তদেবের অপ্রধানভাবে উপাসনা করিবার বিধি সর্ব্বত্রই পালিত হইয়া থাকে । কারণ, সকল সম্প্রদায়ের উপাসকেই “গণেশং চ দিনেশং চ অগ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্ । দেবযটুকং প্রপূজাদৌ ততঃ কৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ॥”

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে দেবমন্দির নির্ম্মিত ও তথায় দেবমূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছে । পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে একস্থানে লিখিয়াছেন যে উৎসব-কালে ধনপতি, রাম ও কেশবের মন্দিরে মৃদঙ্গ শব্দ ও তৃণপুপকভাবে বাদিত হইয়া থাকে—“মৃদঙ্গশব্দতৃণবাঃ পৃথগ্ভ্ৰনদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতি-রাম-কেশবানাম্ ।” মহাভাষ্য—পা, ২।২।৩৪ । মহাভাষ্যের উদাহরণে অস্ত্র শিব স্কন্ধ ও বিশাখ এই কয়েক মূৰ্ত্তিরও উল্লেখ আছে (মহাভাষ্য—পা ৫।৩।৯৯) । সূর্য্যমূৰ্ত্তি ও তাঁহার মন্দির-প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে (১২৮ অ) একটি উপাখ্যান আছে । জাম্ববতী-গৰ্ভজাত কুম্ভপুত্র সাধু তাঁহার অবিনয়হেতু চৰ্ক্ষাসা ও নিজ পিতা কুম্ভ-কষ্টক অভিশপ্ত হইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হ'ন—পরে নারদের উপদেশে সূর্য্যের অৰ্চনা করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন । রোগমুক্ত হইয়া সাধু সূর্য্যের প্রতিমূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ সংকল্প করেন । কিন্তু কিরূপ মূৰ্ত্তি কোথায় কিরূপভাবে প্রতিষ্ঠা করিবেন—এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন । পরে একদিন চক্ৰভাগা-নদীতে স্নান ও সূর্য্যের বন্দনা করিবার পর তিনি দেখিতে পান একটি প্রতিমূৰ্ত্তি তাসিয়া আসিতেছে । সাধু সেই প্রতিমা নদী হইতে উত্তোলন করিয়া চক্ৰভাগা-নদীতীরে মিত্রবনে স্থাপন করিলেন, এবং প্রতিমাকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই মূৰ্ত্তি কোথায় কিরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল । প্রতিমা সাধুর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “এই সূর্য্যমূৰ্ত্তি পূৰ্বে বিশ্বকৰ্ম্মা করবৃক্ষের শাখা দ্বারা প্রস্তুত করেন; হিমবান্ পৰ্ব্বতে এই মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল । তোমার প্রতিমা-স্থাপনের একান্ত অভিলাষ জানিয়া তোমাকে অন্তর্গতীত করিবার জন্য এষ্ট প্রতিমা এখানে উপস্থিত হইয়াছে ।”

প্রতিমা-মুখে সাধকে এই কথা বলিয়া স্বর্ধ্যদেব অস্থহিত হইলেন। সাধ তখন ক্রুদ্ধে প্রতিমা-স্থাপন ও প্রতিমা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহার জ্ঞা চিন্তাঘিত হইলেন। সাধের সৌভাগ্যহেতু নারদ-মুনি তথায় উপস্থিত হইলে, সাধ নারদের নিকট প্রতিমা-স্থাপনের উপযুক্ত স্থান ও মন্দির-প্রতিষ্ঠার সমস্ত বিধি সম্যক্রূপে অবগত হইয়া চন্দ্রভাগা-নদীতীরে মিত্রবনে স্বর্ঘ্যের সুবর্ণ-মন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় স্বর্ঘ্যের সুবর্ণ-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন ( ভবিষ্যপুরাণ, ১৪০ অধ্যায় )। স্বর্ঘ্য-মন্দির নির্মিত হইলে সেই স্থানে সাধপুর নামে নগর-নির্মাণ করাইয়া সাধ বহু ঐশ্বর্যাদি দেবপূজার জ্ঞা নির্দিষ্ট করিলেন এবং স্বর্ঘ্যপ্রতিমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার পূজা-কার্য্যের উপযোগী ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব?” স্বর্ঘ্যদেব বলিলেন, “আমার পরিচর্য্যার উপযোগী কেহই এই জম্বুদ্বীপে নাই। আমার পরিচর্য্যার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ তুমি শাকদ্বীপ হইতে এখানে আনয়ন কর। সেই শাকদ্বীপে চতুর্ধ্ব-সমন্বিত পুণ্য জনপদ আছে। তথায় মগ, মগগ, মানগ ও মন্দগ নামে চারি বর্ণ বাস করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মগ ব্রাহ্মণ ( ব্রাহ্মণ-ভূয়িষ্ঠ ), মগগ ক্ষত্রিয়, মানগ বৈশ্য, ও মন্দগ শূদ্র।—ইহাদের মধ্যে কোন সঙ্কর বর্ণ নাই। তাহারা অব্যংগ ধারণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে সর্বদা আমার আরাধনা করিয়া থাকে। জম্বুদ্বীপে আমি বিষ্ণুরূপে বেদ-বেদান্ত দ্বারা পূজিত হইয়া থাকি। শাল্মলী-দ্বীপে আমি শক্ররূপে, ক্রৌঞ্চদ্বীপে শিব-রূপে, প্লক্ষদ্বীপে ভানু-রূপে, শাকদ্বীপে দিবাকর-রূপে, পুষ্পরে ব্রহ্ম-রূপে পূজিত হইয়া থাকি। এইজন্তই আমি মহেশ্বর। সেই মগগণকে আমার পূজার জ্ঞা শাকদ্বীপ হইতে আনয়ন কর।”

সাধ স্বর্ঘ্যদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গরুড়ে আরোহণ করিয়া শাকদ্বীপ হইতে মগগণকে চন্দ্রভাগা-নদীতীরে মিত্রবনে আনয়ন করিলেন ও চন্দ্রভাগা-নদীর তীরে নিজ-নির্মিত নগরে প্রতিষ্ঠিত স্বর্ঘ্য-প্রতিমার পরিচর্য্যা-কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

মগদের অগ্র পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—এই মগ উত্তম ব্রাহ্মণ ( ব্রহ্ম )। আদিভ্যের ঔরসে নিকুভার গর্ভে মগের উৎপত্তি হইয়াছে। নিকুভা-দেবী শাপ-প্রাপ্ত হইয়া মিহির-গোত্রসম্বৃত ঋষিপুত্র স্তুজিহ্নের কন্তা-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্তুজিহ্ন কন্যাটিকে অগ্নিপরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। স্বর্ঘ্য নিকুভার রূপে যুগ্ম হন; নিকুভাও অগ্নিকে লজ্জন করিয়া স্বর্ঘ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বর্ঘ্যের প্রতিমা ক্রুদ্ধে নির্মাণ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনাশ্রমকে নিকুভা স্বর্ঘ্যের জ্ঞী এইরূপ কথিত হইয়াছে। স্বর্ঘ্যের ঔরসে নিকুভার গর্ভে যে পুত্র হন, তাহার নাম জরশব্দ। এই জরশব্দ হইতে মগগণ উৎপন্ন হইয়াছে। স্তুজিহ্ন তাঁহার কন্তার অগ্নি-লজ্জন-অপরাধ-হেতু তাঁহার পুত্র অপূজ্য হইবে,—এই শাপ

প্রদান করেন। পরে নিকুভার প্রার্থনায় সূর্যদেব বলিলেন—“আমি সৃষ্টিত্বের শাপের অস্ত্রাঘাতি করিতে পারিব না; তবে আমি এইরূপ বিধান করিতেছি যে, তোমার এই পুত্র ও ইহার বংশোৎপন্ন মগগণ সূর্যের উপাসক-রূপে জগতে পূজিত হইবে।”

পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত সার ভাণ্ডারকর বলেন, ভবিষ্য-পুরাণে বর্ণিত সূর্যদেবের এই মন্দির মূলতান নগরে বহুকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। (‘Vaiṣṇavism’—by R. G. Bhandarkar, p. 154)। চীন দেশীয় ভ্রমণকারী হিউয়েন্ ত্সাং (৭ম শতাব্দীতে) এই মন্দিরের বর্ণনা করিয়াছেন। চারি শতাব্দী পরে মুসলমান ঐতিহাসিক আল্-বেরুনি, ও ১০ম শতাব্দীতে আবুরিহান এই মন্দির দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ঐ সূর্যমূর্তি ছিল কাষ্ঠনির্মিত। আরব ভৌগোলিকগণ শাখপুরকে সূর্যমন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Al Beruni's India; Cunningham's Ancient Geography of India)। আলেকজন্দার ভারত বিজয়ে আসিয়া পঞ্জাবে সূর্যপূজা প্রচলিত দেখেন। আলেকজন্দারের পরবর্তী গ্রীক ও শক রাজাদের যুদ্ধাভ্যাসে সূর্যমূর্তি খোদা থাকিত। তৎপরে সূর্যপূজার বহুল প্রচলন হয়। সূর্য-মন্দিরের দুটি প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ এখনো ভারতের দুই প্রান্তে বিদ্যমান আছে—কান্নীরের মার্কণ্ড-মন্দির আর কোনার্কের অর্কমন্দির।

মূলতানের সংস্কৃত নাম মূলস্থান। পণ্ডিত সার ভাণ্ডারকর বলেন যে, প্রথমে সূর্যদেবের নূতন-ভাবে উপাসনা এই স্থানে প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় এই স্থানের নাম মূলস্থান হইয়াছিল।

শকেরা প্রথমে সকলেই সূর্যোপাসক ছিল। মগাচার্য্য জরপুত্র অগ্নিপূজা প্রচার করিলে শকেরা অধিকাংশই অগ্নিপূজক হইয়াছিল। শকদিগের সূর্যদেবতার নাম ছিল মিত্র। অগ্নিপূজক শকগণ এই মিত্রকে আর শ্রেষ্ঠ দেবতা বিবেচনা করিল না। তখন মাত্র ১৮ ঘর মিত্রপূজক ছিল, অপর সকলেই অগ্নিপূজক হইয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণের মতে এই ১৮ কুলই ভারতে চলিয়া আসে; গ্রহনামল বলেন—সকলে আসে নাই, ৮ জন মাত্র আসিয়াছিল। এই শাকদ্বীপী মগব্রাহ্মণেরা ভারতে আসেন খুব সম্ভব এখন হইতে চার হাজার বৎসর পূর্বে।

এই মগগণ কোনো নূতন উপাসনাপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করিয়াছিল কি না তাহার কোনো নিদর্শন ভবিষ্যপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পুরাণে সূর্য-সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রমের বিধান আছে। এই-সমস্ত সূর্যপূজার যে ক্রম বিহিত হইয়াছে, তাহাতেও বিদেশীয় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই-সমস্ত ব্রতাদি সূর্যপূজার কোনোখানে বৈদিক মন্দের, কোনোস্থানে বা দৌরাসিক মন্দের ব্যবহার দেখা যায়। (ভবিষ্য-পুরাণ, ১ম, ১৪৩। ১৫-১৬।)

স্বর্গাপূজার যে ক্রম তাহা হৈছে “মিহিরায়” এই একটি মন্তব্য ব্যতীত হইয়াছে। ‘মিহির’ স্বর্গের একটি নাম। স্বর্গের ‘মিহির’ নাম খেদে দেখিতে পাওয়া যায় না, অমরকোষে পাওয়া যায়। সার্ব ভাণ্ডারকর বলেন, মিহির-শব্দ পারস্তভাষার ‘মিহর’ শব্দের সংস্কৃত আকার। পারস্ত ‘মিহর’ আবেস্তার মিথ্র-শব্দের অপভ্রংশ। মিথ্র-শব্দটি মিত্র-শব্দের অপভ্রংশ। কণিষ্ক-কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রায় একটি মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্তির পার্শ্বে ‘মীরো’ এইরূপ লিখিত আছে। সার্ব ভাণ্ডারকর বলেন, এই মীরো-শব্দ মিহির-শব্দের বাচক। মিহির-উপাসনা প্রথমে পারস্তদেশে উদ্ভূত হয়; পবে এশিয়া-মাইনর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এমন কি পরে রোম পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বীগণের উৎসাহে এই ধর্ম্ম পূর্ব্বদিকেও প্রসাৰলাভ করিয়াছিল। কণিষ্কের মুদ্রায় মিহির-মূর্তি তাহারই নিদর্শন। সুতরাং কৃষ্ণবংশীয় কণিষ্কের বাজ্যকালে এই ধর্ম্মমত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং মূল-তানের মন্দিরও প্রায় সেই সময়ে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। (Sir R. G. Bhandarkar, *Faismatism*, p. 154.) স্বর্গোপাসনা বৈদিক কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল; কাজেই মগগণের আচার যাহাই থাকুক না কেন, স্বর্গ-পূজায় ক্রমে ভারতবর্ষের প্রাচীন স্বর্গোপাসনার প্রণালী প্রাচাৰ্য্যলাভ করিয়াছিল। স্বর্গপূজাপদ্ধতিতে দেখিতে পাই—পূজক আচমন করিবার পর খাসরোধের নিমিত্ত বস্ত্র দ্বারা নাসিকা আবৃত ও কেশের জল অপনয়ন-হেতু মস্তক (বস্ত্র দ্বারা) আচ্ছাদিত করিয়া স্বর্গের পূজা করিবে। কোনও স্থানে আছে, ‘মস্তক নাসিকা ও মুখ যত্নপূৰ্ব্বক ভাল করিয়া আবৃত করিয়া স্বর্গের পূজা করিবে। এই আবরণ শিথিল করিবে না।’ মস্তক নাসিকা ও মুখ আবৃত করিয়া পূজা অথবা দেবতা-সম্বন্ধে লক্ষিত হয় না। সুতরাং এই আচার মগগণ কর্তৃক স্বর্গ-পূজায় ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পারস্ত-দেশীয় পুরোহিতগণের যে এইরূপ আচার ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্যাগোজিন্ তাহার মিডিয়া-নামক গ্রন্থে একস্থলে লিখিয়াছেন—‘বায়ু, জল, পৃথিবী ও অগ্নি—এই তৃত্ব-সকল অতি পবিত্র, অতএব কোনো অপবিত্র পদার্থের সংসর্গে ইহাদিগকে স্পর্শিত করা উচিত নয়। এই কারণে পারস্ত-পুরোহিত অগ্নিপরিচর্যা কালে মুখের উপর একপত্র বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকে; ইহার উদ্দেশ্য এই যে এইরূপ করিলে তাহার নিঃস্বাস অতিপবিত্র তৃত্ব অগ্নিকে অপবিত্র করিতে পারিবে না।’ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত লিখিত আছে, অথবন অর্থাৎ অগ্নিপূজার বথন অগ্নির সম্মুখে দাৰ্ঘ্য স্তেতবর্ণ পোষাকে আবৃত হইয়া ও মুখ আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহার দৃষ্টি মাহিমাম্বিত বলিয়া বোধ হয়। ব্যাগোজিন্-লিখিত পাবসী-পুরোহিতগণের বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, মগগণ স্বর্গাপূজার সময় পাবসী-পুরোহিতগণের তায় মস্তক নাসিকা ও মুখ বস্ত্র দ্বারা আবৃত

করিত। এই আচার তাহারা শাকরীপ হইতেই আনয়ন করিয়াছিল।—

Media (The Story of Nations Series)—By Zenaide A. Ragozin, pp. 114-116, 118.

মগগণ অব্যংগ ধারণ করিত। সূর্য্যভক্ত মগের এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।—যিনি সূর্য্যদা সূর্য্য-পূজারত জিতেন্দ্রিয় মুণ্ডোপনয়ন (?), অব্যংগী (অব্যংগ অব্যংগধারী) ও গুরুবস্ত্র-সম্বিত, তাঁহাকে সৌরবর্ষীক বলিয়া জানিবে। (ভবিষ্যপুৰাণ, ১৭১।১৭)

অতঃপর এক স্থানে আছে, ভোজক মুণ্ডিতমস্তক, অব্যংগধর, গৌর (গৌরবর্ণ), শম্ম-ও পুষ্পধারী। পারস্যদেশীয় পুরোহিতগণ পূর্বে অব্যংগ-জাতীয় সত্ৰ (কুশ্টি) ধারণ করিত। বর্তমান পারসিকগণও কুশ্টি ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বোধ হয়, সূর্য্যভক্ত ভোজক বা মগগণ কতকগুলি আচার তাহাদের দেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। যে মগ বা ভোজকগণ শাকরীপ হইতে ভারতে আসিয়াছিল, তাহাদের ভাষা কি ছিল এবং কোন্ ভাষা তাহারা সূর্য্যের পূজায় ব্যবহার করিত, পুৰাণ হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে মনে হয়, তখনকার ভোজকগণের ভাষা ও ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণের ভাষায় অধিক ভেদ ছিল না। সেইজন্যই তাহারা পূজকরূপে সম্মানিত হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ ও শমণ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) উভয়েই প্রায় তখনকার সমাজে সমান সম্মান প্রাপ্ত হইত। ভবিষ্যপুৰাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভোজক ও ব্রাহ্মণ সকলে সমান সম্মান প্রাপ্ত হইত, এবং কোনো কোনো স্থানে সূর্য্যভক্তের নিকট ভোজকই অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইত। মগগণ সূর্য্য-পূজকরূপে ভারতবর্ষে আনীত হইয়া বিশেষ সম্মান পাইয়াছিল। সেই সময় হইতে উত্তর-ভারতবর্ষে সূর্য্যদেবের বহু মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল ও যাত্রীগণ বহু দূর হইতে এই-সমস্ত মন্দিরে সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্তি দর্শন করিতে আসিত।

[ এই ইতিহাস প্রধানত অব্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয়ের লিপিত ও ১৩২২ সালের বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিপিত ও তাহাদের অন্তিমতিক্রমে মূদ্রিত হইল।

প্রাচ্যবিজ্ঞানমহাৰ্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অংশ” দৃষ্টব্য। ]

## ২ পৃষ্ঠা

বন্দো—আমি বন্দনা করি।

কমলানী বন্ধু—কমলিনীর বন্ধু।

যগত অধিপ—সূর্য্যের অপর নাম সবিতা—“সৰ্বলোক-প্রসবনাং সবিতা স তু কীৰ্ত্ত্যতে।”—বহুপুৰাণ। সেইজন্য সূর্য্যকে যগতের অধিপতি বলা



হইয়াছে। হৃগ্যের ধ্যানে আছে—“বক্তাশ্রুজাসনম্ অশেষগুণৈকসিদ্ধং ভাস্তম্  
সমস্তজগতাম্ অধিপং ভজামি।”

নিরঞ্জন—[ নির্ (নাই) অঞ্জন (কজ্জল—সাদৃশ্যে মল) যাহার ] শুদ্ধ, নিৰ্ম্মল,  
অকলঙ্ক।

### ৩ পৃষ্ঠা

কবে ধরি মণীবর—হৃগ্যের ধ্যানে হৃগ্যকে বারংবার “মাণিক্যমৌলি”  
বলা হইয়াছে—

“পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈর্ মাণিক্যমৌলিম্ অরুণাঙ্গকাঁচং ত্রিনেত্রম্।”  
হস্তে মণি ধারণের উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব ধ্যানের শব্দের  
অন্যে গোঁমাল করিয়া “দধতং করাজৈর্ মাণিক্যম্” মনে করিয়া  
কবিকঙ্কণ এই কথা লিখিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ( ৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায় )  
শ্রমশ্রুতমণির উপাখ্যানে দেখা যায় হৃগ্যের কর্ণদেশে মণি ছিল।

আদীদেব—যখন সৃষ্টি আরম্ভ হইল তখন হৃগ্য আবির্ভূত হইয়া জগৎকে প্রকাশিত  
করিয়াছিলেন, এইজন্ত তাঁকে আদি দেবতা বলা হইয়াছে।

সর্বস্ব জগতস্বাদির্ আদিতাম্ তেন উচ্যতে ॥

—বরাহ-পুরাণ, ২৬ অধ্যায়।

প্রভাকবস্ অং রবির্ আদিদেবঃ।

—বরাহ-পুরাণ, ২৬ অধ্যায়।

রথোপর—“স রথাধিষ্ঠিতো দেবৈর আদিত্যৈর্ ঋষিভিস্ তথা।”—বিষ্ণুপুরাণ, ২ অংশ,  
১০ অধ্যায়। দেবতা ও ঋষিগণ হৃগ্যকে রথে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

“হিরণ্ময়ো রথো যন্ত কেতবোহমৃতধায়িনঃ।

—বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৫ অধ্যায়।

“আকুঞ্চে ন বজ্রসা বর্তমানো নিবেশয়ন্ অমৃতং মর্ত্যঞ্চ  
হিরণ্ময়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশুন্ ॥”

—গ্রহযোগসংস্কারতত্ত্ব।

সপ্ত অশ্ব রথে নিজোজীত—

“তস্ম য়ে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সর্বলোকপ্রদীপকাঃ।

তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গৃহ্যোনয়ঃ ॥”

—কুর্শ্বপুরাণ, ৪০ অধ্যায়।

সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে সপ্তবর্ণ সম্মিলিত আছে তাহাটী সূর্য্যবর্ণের সপ্ত অংশ বলিয়া  
পরিচয়িত হইয়া আসিতেছে ।

“পদ্মহস্তধ্বং পূর্ব্বাননং সপ্তাংশবান্ধনম্ ।”

—গ্রহযোগসংস্কারতত্ত্ব ।

আবার—

গায়ত্রী চ বৃহত্‌যক্ষিণ্ জগতী পত্‌ক্‌তিৰ্ এব চ ।

অমৃতপ্ ত্রিষ্টূপপ্যুক্তা ছন্দাংসি হরয়ো হরৈঃ ॥

—কৃষ্ণপূৰ্ণাণ, পূর্ব্বভাগ, ৪০ অধ্যায় ।

সপ্তাংশযুক্তে চ রপে স্থিতস্‌ ত্বং

কালাক্ষমদ্বন্দ্বরবেগযুক্তে ।

বিষ্ণুপূৰ্ণাণ, ২ অংশ, ৮ অধ্যায়ে সূর্য্যরপের বিস্তৃত বিবরণ আছে ।

সপ্ত স্‌তা হরিতো রপে বহস্তি দেব সূর্য্য ।

শোচিৎস্‌শং বিচক্ষণ ॥

অযুক্ত সপ্ত শুদ্ধাবঃ সুরো রপশ্চ নপ্যাঃ ।

তাভির্গতি স্বযুক্তিভিঃ ॥

অথৈব, ১ম মণ্ডল, ৫০ সূক্ত, ৮, ৯ শ্লোক ।

দ্বাদশ আদিত্যবৰ—দ্বাদশ মাসে ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্য কর্ত্তনা করিয়া দ্বাদশ আদিত্য্য; অথবা  
অদিতির দ্বাদশ পুত্র—বিবস্বান্, অগ্ন্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা,  
বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম—দ্বাদশ আদিত্য্য ।

ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণঃ শক্র এব চ ।

বিবস্বান্‌ অথ পূষা চ পক্ষ্‌ত্‌ত্‌ চাংশুৰ্ এব চ ॥

ভগস্‌ ত্বষ্টা চ বিষ্ণুশ্‌ চ দ্বাদশৈতে দিবাকরাঃ ।

—কৃষ্ণ-পূৰ্ণাণ, পূর্ব্বভাগ, ৪১ অধ্যায় ।

আদিত্য্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়স্ত বিভাকরঃ ।

তৃতীয়ং ভাকরঃ প্রোক্তশ্‌ চতুর্থক্‌ প্রভাকরঃ ॥

পঞ্চমক্‌ সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠকৈব ত্রিলোচনঃ ।

সপ্তমং হরিদশ্চ অষ্টমক্‌ বিভাবসুঃ ॥

নবমং দিনকরঃ প্রোক্ত দশমং দ্বাদশাশ্বকঃ ।

একাদশং ত্রয়োমূৰ্দ্ধি দ্বাদশং সূর্য্য এব চ ॥

—বিষ্ণু-পূৰ্ণাণ ।

ଭବିଷ୍ୟାପୁରାଣ ୧୫ ଅଧ୍ୟାୟେ ଦ୍ଵାଦଶାଦିତୋର ନାମ ଆছে—

- (୧) ଆଦିତ୍ୟ (୨) ଧାତା (୩) ପର୍ଜନ୍ନ (୪) ପୂଷା (୫) ତୃଷ୍ଣା (୬) ଅର୍ଗ୍ୟା (୭) ଭଗ  
(୮) ବିବସ୍ଵାନ (୯) ଅଂଶୁ (୧୦) ବିଷ୍ଠ (୧୧) ବରୁଣ (୧୨) ମିତ୍ର ।

ଛାୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଛାୟା ନାରୀ—ସୂର୍ଯ୍ୟର ଛାୟା ନାରୀ—ଛାୟା ଓ ସଂଜ୍ଞା । ସଂଜ୍ଞା ବିଷ୍ଠକର୍ମାର କଥା ଓ ଛାୟା-  
ସଂଜ୍ଞାର ଦାସୀ ଛିଲେନ; ପରେ ଛାୟା ସଂଜ୍ଞା କର୍ତ୍ତୃକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପତ୍ନୀତ୍ଵେ ନିଯୋଜିତ ହେନ ।  
( ମାର୍କଣ୍ଡେୟ-ପୁରାଣ, ୧୦୦—୧୦୮ ଅଧ୍ୟାୟ; କାଳିକାପୁରାଣ, ଭବିଷ୍ୟାପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ) ।

କାଶ୍ଵପ ସଗୋତ୍ର—ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଶ୍ଵପ ମୁନିର ପୁତ୍ର; ଏହିଜନ୍ମ ତିନି କାଶ୍ଵପେୟ, କାଶ୍ଵପଗୋତ୍ର ।

ତ୍ରିଲୋଚନ—ସୂର୍ଯ୍ୟର ଧ୍ୟାନେ ଆছে—

“ମାଗିକାମୋଲିଂ ଦିନନାଥମ୍ ଜ୍ଞେତ୍ଵେ ବକ୍ତବ୍ୟକାନ୍ତିଂ ବିଳସଂତ୍ରିନେତ୍ରମ୍ ।”

ମାତଃ, ମହାରାଜ୍ଞ ଓ ମହାତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏହି ତ୍ରିନେତ୍ର । ଏହିଜନ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ନାମ ତ୍ରିଲୋଚନ ।

ଅନ୍ଧ କୁର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାଧି ଭୟ—

କ୍ଷେମଂ ବ୍ରହ୍ମିଂ ସୁଧଂ ରାଜ୍ୟମ୍ ଆରୋଗ୍ୟଂ କୀର୍ତ୍ତିମ୍ ଉନ୍ନତିମ୍ ।

ନରାଣାଂ ପରିତୁଷ୍ଟମ୍ ତ୍ଵଂ ପୂଜିତଃ ସଂପ୍ରଦାତ୍ସସି ॥

—ମାର୍କଣ୍ଡେୟ-ପୁରାଣ ।

ବ୍ରହ୍ମର ପୁତ୍ର ଶାବେର କୁର୍ଚ୍ଚବ୍ୟାଧି ହଟିଯାଇଛି । ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କରିବା ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହେନ  
( ଶାବପୁରାଣ, ବରାହପୁରାଣ ) ।

ବ୍ରହ୍ମଗନ୍ଧୋଦଭବେ ଯାତ୍ଵା ସୂର୍ଯ୍ୟମ୍ ଆରାଧ୍ୟ ଯତ୍ନତଃ ।

ସର୍ବପାପବିନିମୁକ୍ତିଃ କୁର୍ଚ୍ଚାଦିଭ୍ୟୋ ବିମୁଚ୍ୟାତେ ॥

—ବରାହପୁରାଣ, ୧୧୧ ଅଧ୍ୟାୟ ।

କୁର୍ଚ୍ଚାଦିରୋଗଶମନଃ ମହାବ୍ୟାଧିବିନାଶନମ୍ ।—ବ୍ରହ୍ମସାମଲ ତତ୍ତ୍ଵ ।

ସୁମେଘ ଉପର—

ମେଘଃ ସ୍ଵପ୍ନଭେ ଦିବ୍ୟୋ ରାଜବଂ ସମଧିଷ୍ଠିତଃ ।

ଆଦିତ୍ୟାତବ୍ୟାମାତାସୋ ବିଧୁମ୍ ଇବ ପାବକଃ ।—ମଂଜୁପୁରାଣ, ୧୫ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ତରେ—ବୈଦିକ ହି, ପାଳି ତରେ । ତରେ + ହି = ତର୍ହି > ତରେ = ଜନ୍ମ ( ଶ୍ରୀ ବିଜୟ-  
ଚନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁମଦାର ) । 'ତ୍ = ତରଣ, ଅତିକ୍ରମଣ ହେତେ ( ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ) ।

ମ' ଅନ୍ତରମ୍ > ( ବ୍ରହ୍ମକୀର୍ତ୍ତନେ ) ଆନ୍ତରେ > ତରେ ।—ଶ୍ରୀ ସତୀଶଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ।

ଏବେ ତୋର ତରେ କେଳ ଅବତାର କାହ ।—ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମକୀର୍ତ୍ତନ ।

ଧାଇବାର ତରେ ରାହି ନହିଲ ମାଗିଲା ।—ଚଣ୍ଡୀଦାସ ।

তৈল-জ্বয়ে যেন বুধবর—কলুর ঘানীতে জোড়া বলদের মতন সূর্য্য নিরন্তর চক্রাকারে  
পরিভ্রমণ করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অন্ন শম্প দানে—আতপ তুল ও দুর্গা সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

করবীর-জবা-শালি-কুশ-শ্রামাকতগুলান্।

নিঃকিপেং সলিলে তস্মিৎ ঐক্যং সম্ভাব্য ভাষুনা ॥—তদ্বৎসার।

## শ্রীচৈতন্য-বন্দনা ( ৩-৪ পৃষ্ঠা )

অবনীতে অবতরি—১৪৮'৩ পৃষ্ঠাশ্বে চৈতন্যদেবেব জন্ম হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।

অষ্টচম্পা বৎসব প্রকট বিহরি ॥

চৌদ্দশত-সাত লক্ষে জন্মের প্রমাণ।

চৌদ্দশত-পঞ্চাশে হট্টলা অশুকান ॥

চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।

নিবন্তর কৈল কৃষ্ণকীর্তন-বিলাস ॥

চব্বিশ বৎসর শেষে কবিতা সন্ধ্যাস।

চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥

তাৰ মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।

কতু দক্ষিণ, কতু গোড়, কতু পূৰ্ণাবন ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ১৩শ পবিচ্ছেদ।

হরি—চৈতন্যদেবের ভক্তগণ চৈতন্যদেবকে স্বয়ং বিষ্ণুব অবতাব বা ভগবান্ বলিয়া  
বিশ্বাস করেন।—

“আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।”—চৈতন্যভাগবত।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান।”—চৈতন্যচরিতামৃত।

“সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।”—চৈতন্যচরিতামৃত।

কিন্তু চৈতন্যদেব স্বয়ং ইহা স্বীকাৰ করিতেন না।—

“প্রভু কহে আমি মাতৃব, বাভাবে সন্ধ্যাস।”

—চৈতন্যচরিতামৃত।

বন্দই—আমি বন্দনা করি। বন্দচ' পদও প্রচলিত।

সন্ন্যাসী-চূড়ামণি—সন্ন্যাসীদের চূড়ামণি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী। চৈতন্তদেব ২৩ বৎসর বয়সে (চৈতন্তচরিতামৃতের মতে ‘চব্বিশ-বৎসর-শেষে’) ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কাটোয়ার জৈনপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

নিত্যানন্দ—গার্হস্থ্যশ্রমে এঁর নাম ছিল কুবের পণ্ডিত, সন্ন্যাসাশ্রমে নাম হয় নিত্যানন্দ। তাঁকে ভক্তেরা আনন্দ-কন্দ বা আনন্দের মূল বলিতেন—

একচাকা ধনতপুরেতে নিত্যানন্দ

জনম লভিলা প্রভু আনন্দের কন্দ।

—জয়কৃষ্ণদাস-রচিত ভুবনমঙ্গলগীত বা—

চৈতন্তপারিষদের জন্মস্থান-নিরূপণ।

নিত্যানন্দ বলরায়ের অবতার বলিয়া পরিচিত। ইনি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন। খড়্গহর গোস্বামীরা নিত্যানন্দ-বংশ।

রানন্দ-কন্দ—আনন্দের মূল বা মেঘ স্বরূপ।

শরণী—সংস্কৃত সরণি (স্ব + অন—যাহা দ্বারা লোকে গমনাগমন করে) = পথ।

### ৪ পৃষ্ঠা

শচি—শচী দেবী, চৈতন্তদেবের মাতা।

হৈরা অধিকন বস—“অধিকন অর্থাৎ সামান্য হইয়া” অর্থ করিলে বস শব্দের অর্থ হয় না; “অধিকন অর্থাৎ ইচ্ছার বশ হইয়া” অর্থ হইবে।

জম্বুদ্বীপ—পৃথিবী সপ্তদ্বীপ—

জম্বু-প্রকাঙ্কব্রহ্মো দ্বীপো, শাংলিচ্চাপরো দ্বিজ।

কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্কবৃশ্চৈব সপ্তমাঃ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ২-২-৫।

প্রত্যেক দ্বীপান্তর্গত এক এক বিভাগের নাম বর্ষ। জম্বুদ্বীপের বর্ষবিভাগ এইরূপ—

ভারতং প্রথমং বর্ষং, ততঃ কিল্পুকমং স্ততম্।

হরিবর্ষং তথৈবাত্মং মেরোদক্ষিণতো দ্বিজ ॥

রম্যাক্ষোত্তরে বর্ষং, তথৈবাত্ম হিবগ্নম্।

উত্তরাঃ কুরবৃশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥

এখানে জম্বুদ্বীপ ভারতবর্ষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাকে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে অধিক-অলঙ্কার বলে।

হরিনাম দ্বীপ—হরিনাম-রূপ দ্বীপ বলি-রূপ অলঙ্কারের মধ্যে।

ঘর—সং গৃহ > প্রাকৃত ঘর ।

মিশ্র পুন্দর—চৈতন্যদেবের পিতা । তাঁর অপর অধিক-পরিচিত নাম “জগন্নাথ মিশ্র” ।

অনন্তস—শিরোভূষণ, কিরীট, কর্ণভূষণ [ অব+তন্স ( ভূষিত করা বা যে ভূষিত করে বা যাহা দ্বারা ভূষিত হয় )+অ ] ।

অখিল—[ অ ( না )+খিল ( শূন্য ), যাহাতে শূন্য নাই ] সমস্ত ।

সার্কভোম—বান্ধুদেব সার্কভোম ।

তবে সেই মতে প্রভু চলিলা সত্তর ।

উত্তরিলা বান্ধুদেব-সার্কভোম-ঘর ॥

—চৈতন্যমঙ্গল ।

ইনি চৈতন্যদেবের সহচর, সার্কভোম ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন ( জয়কৃষ্ণদাস-বচিত ভূবনমঙ্গলগীত ) ।

সান্দীপনী—সান্দীপনি মুনি শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাগুরু ছিলেন । চৈতন্যপরিকবেশা সকলেই কৃষ্ণলীলার সময়ের এক-একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন ; সেই অন্তর্গত সার্কভোমকে সান্দীপনি বলা হইতেছে । কিম্বদন্ত্যবধাংশে গঙ্গাদাসকেই সান্দীপনির অবতার বলা হইয়াছে, সার্কভোমকে নহে ।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপনি ।

—চৈতন্যভাগবত ।

সার্কভোম পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁকে কবিকল্প সান্দীপনি বলিয়াছেন ।

ষড়ভুজ—চৈতন্যদেব প্রথমে নিত্যানন্দকে ও পরে সার্কভোমকে ষড়ভুজমুদ্রি দেখাইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে ।

অপূর্ব ষড়ভুজমুদ্রি কোটিগুণময় ।

দেখি মুচ্ছা গেল সার্কভোম মহাশয় ॥

—চৈতন্যভাগবত ।

চৈতন্যদেবের এই ষড়ভুজে পুত ছিল—

“শঅ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মূল্য ।”

—চৈতন্যভাগবত ।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত কড়ক প্রতিষ্ঠিত ষড়ভুজ চৈতন্যদেবের বিগ্রহ আছে ; তার চুই হাত চৈতন্যদেবের, ভ্রমমালাধারী ও করঙ্গধারী ; চুই হাত কৃষ্ণের, বংশধারী ; আর চুই হাত রামচন্দ্রের, ধনুর্ধারী ।

কেশব ভারতি—কেশব ভারতী চৈতন্তদেবকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন।—

ইজ্ঞাগী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।

তথা আছে কেশবভারতী শুদ্ধ নাম ॥

তান স্থানে আমার সন্ন্যাস স্থানিচিত।

—চৈতন্তভাগবত।

কপটে শত্ৰুশী-বেশ—মিথ্যা সন্ন্যাসী বেশ। চৈতন্তদেব দীনতায় আপনাকে সন্ন্যাসীর  
অনুপযুক্ত মনে করিতেন।

প্রভু বোলে শুন সার্কভৌম মহাশয়,

সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥

কৃষ্ণের বিবহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া,

বাহির হইলু শিখা সূত্র মুড়াইয়া ॥

সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।

রূপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥

—চৈতন্তভাগবত।

বাম—“প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীরাম পণ্ডিত।”—চৈতন্তভাগবত।

“সেই দেশে ( শ্রীহট্টে ) শ্রীরাম পণ্ডিত-শ্রীনিবাস।”

—তৃণনন্দপণ্ডিত।

লক্ষ্মী—চৈতন্তদেবের অষ্ট মঞ্জরীর অষ্টম বসোদ্গাদা মঞ্জরী লক্ষ্মীনাথ।—কবিকর্ণ-  
পুর-কৃত গৌরগোবোদৈশদীপিক।।

[ এখানে “লক্ষ্মী” কোন পুথক্ বাক্তি নয়। বৈষ্ণবগণ গদাধরকে ৮ লক্ষ্মীর শক্তির প্রকাশ বলিয়া  
জানেন। সুতরাং ঐ লক্ষ্মী-শব্দটি গদাধরেরই দ্ব্যন্তক। লক্ষ্মীর অংশসমুহ গদাধর ইতি লক্ষ্মীগদাধর,  
মধ্যপদলোপী কণ্ঠধারয় সমাস। শ্রীরামলীলা বিজ্ঞানিধি।

“রাম লক্ষ্মী গদাধর গৌরী বাহু পুরন্দর” এই উক্তিতে জানরা যে লক্ষ্মীর নাম দেবিতে পাই তিনি  
বোধ হয় চৈতন্তচরিতামৃত উল্লিখিত “পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ” হইবেন। গদাধর প্রভুর উপশাখা বর্ণনা কালে  
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

“শ্রীহর্য রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।

বঙ্গবাট চৈতন্তদাস শ্রীরঘুনাপ।” (বাণি, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।)

ইহার অতিরিক্ত লক্ষ্মীনাথের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায়না। চৈতন্তদেবের ভক্তগণের বিশ্বাস যে গদাধর  
লক্ষ্মীর অবতার বরূপ; সেইজন্যও হয়ত “লক্ষ্মী গদাধর” উল্লেখ হইয়া থাকিবে।—শ্রীজয়প্রসন্ন গুপ্ত।

কবিকঙ্কণ ভাঁহার চণ্ডীতে চৈতন্ত-পারিষদ লক্ষ্মীকান্ত আতৈবকেই “লক্ষ্মী” বলিয়া লিখিয়াছেন।  
অত্যেক বৎসর ২৩শ ভাদ্র কৃষ্ণেকাদশী তিথিতে ই’হার তিরোত্তাবোপলক্ষে ৮ ধূপগুরী সঙ্গে দক্ষি-সত্রে এবং

সুহানকুচিগ্রামে ইঁহার তিথি-মহোৎসব হয়। শি এম বাক্চির পল্লিকাতে কামরূপ আসামদেশীয় বৈষ্ণবদিগের পৰ্বদিন-মধ্যে ইঁহার নাম এবং উৎসবহানগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং এই হানগুলি এবং তাঁহার তিরোস্তাব আসাম প্রদেশের কামরূপে বর্ণিতাই মনে হয়।—শ্রীবৈষ্ণবনাথ দেখ। প্রবাসী, ১৩২২।]

গদাধর—প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস।—চৈতন্যভাগবত।

শ্রীহট্টে জন্মিলা পণ্ডিত গদাধর।—ভুবনমঙ্গলগীত।

গৌরী—গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।—চৈতন্যভাগবত।

বাস্ত—বাস্তদেব বোধ অতিপ্রেমসময়।—চৈতন্যভাগবত।

চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাস্তদেব নাম।

চাটীগ্রামে হটল ইহা সভাব প্রকাশ।—চৈতন্যভাগবত।

তপাই জন্মিলা দত্ত বাস্তদেব নাম।—ভুবনমঙ্গলগীত।

পূবন্দব—পূবন্দব পণ্ডিত এবং পূবন্দব আচার্য্য দুজন চৈতন্যপার্ষদ ছিলেন।

“পরম স্মৃতি সে আচার্য্য পূবন্দব।”

চৈতন্যভাগবত, অষ্টা ৫।

হবিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য পূবন্দব।

“বাপ” বলি থাকে ডাকে শ্রীগৌর স্তন্দব ॥

চৈতন্যভাগবত, অষ্টা, ৯ অ।

তবে আটলেন প্রভু পৃথুদহ গ্রামে।

পূবন্দব পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে ॥

চৈতন্যভাগবত, অষ্টা ৫ম অ।

মুকুন্দ—মুকুন্দ দত্ত বা মুকুন্দানন্দ। মুকুন্দ বিদ্বান্ ও স্তূপায়ক ছিলেন।

“একসঙ্গে মুকুন্দেবো জন্ম চাটীগ্রামে।”

চৈতন্যভাগবত, মধ্য ৭।

“ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ” বলাতে তিনি চৈতন্যদেবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

মুকুন্দ-সত্ত্ব নামে চৈতন্যদেবের অপর একজন সঙ্গী ছিলেন; তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্বস্তব বিতাসাগব (চৈতন্যদেব) টোল করিতেন।

“আটলেন শ্রীমুকুন্দ সত্ত্বের ঘরে।

আসিগা বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥”

—চৈতন্যভাগবত, মধ্য, ১ অ।

মুবারী—মুবারি গুপ্ত। ইনি বৈষ্ণ ছিলেন।



অপর একজন ছিলেন মুরারি পণ্ডিত—অপর নাম চৈতন্যদাস ।

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত ।—চৈতন্যভাগবত ।

বনমালী—বনমালী পণ্ডিত বা বনমালী আচার্য্য । বনমালী আচার্য্য চৈতন্যদেবের  
বিবাহের ঘটক ছিলেন ।

চলিলেন বনমালী-পণ্ডিত মঙ্গল ।

যে দেখিল স্রবণের শ্রীহল মুখল ॥—চৈতন্যভাগবত, অষ্টা, ৯ অ ।

তপ্ত-কলধোত-গোর—কলধোত মানে সোনা ; তপ্তকাঞ্চনের ত্রায় গোরবর্ণ ।

ভুবন-লোচন-চোর—যিনি লোকের অনিচ্ছাতেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । তুলনীয়—

রাজত রাজ-সমাজ মাহ কোসল রাজ-কিসোর ।

সুন্দর মার গোর তনু বিশ্ব-বিলোচন-চোর ॥—তুলসীদাসের রামায়ণ ।

করঙ্গ—পাত্র, কমণ্ডলু, ভিক্ষাপাত্র ।

কপিন—কোপীন । শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন ‘কুপিধান’ ইহাতে সংস্কৃত কোপীন  
শব্দের ব্যুৎপত্তি । ভূঃ—

কটিতে কোপীন ডোর করেতে করঙ্গ ।

—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, গোরাম-বন্দনা ।

লোর—অশ্রু । সং লোতক, হিন্দী লোরা, অস<sup>১</sup> লো । “নয়নে ঝরে লোর ।”—বিজ্ঞাপতি ।

এখনও পদ্যে এই শব্দের ব্যবহার আছে ।

ডোর—সংস্কৃত দোর । দড়ি সন্ন্যাসের চিহ্ন । শ্রুতপুরণে ডুরি ; কৃষ্ণকীর্ত্তনে দৌড়ী, দড়ী ।

বীরবান—বীরজ, বীরপনা । বীর + বান ( পতাকা, চিহ্ন ) । তে<sup>১</sup> বান = পতাকা ।

জগাই মাধাই—প্রসিদ্ধ পাপী ; তারা চৈতন্যদেবের প্রভাবে সাধু হইয় ।

মধ্যাংগে দুই অতি পাতকী মোচন ।

জগাই মাধাই নাম বিখ্যাত ভুবন ॥

ব্রাহ্মণ হইয়া মত্ত গোমাংস ভক্ষণ ।

ডাকা চুরি পরগৃহদাহ সর্ব্বক্ষণ ॥—চৈতন্যভাগবত ।

মহামিশ্র ইত্যাদি—

মহামিশ্র জগন্নাথ

কয়ড়ি কুলেতে জাত

একভাবে সেবিলা গোপাল ।

কবিত্ত মাগিরা বর

মহু জপি দশাকর

মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥

## শ্রীরামবন্দনা ( ৫-৬ পৃষ্ঠা )

### ৫ পৃষ্ঠা

শ্রীদশবৎ জাত—ইহা হয় “শ্রীদশবৎ পাত” নয় “শ্রীদশবৎ-জাত” হইবে। শ্রীদশবৎ-জাত পাঠই সমীচীন মনে হয়।

কোদণ্ডবাম—( কোদণ্ড = ধনু, বাম = সুন্দর ) সুন্দর ধনু।

জিনী মুখ কত সুধাকর—উপমান হইতে উপমেয়ের উৎকর্ষ বুঝাইলে ব্যতিবেক অথবা অধিকারক বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার হয়।

দষ্টয়াবান—দয়াবান, দয়ালু। এখানে ওড়িয়ায় ইয়-রূপে উচ্চারিত হয়।

### ৬ পৃষ্ঠা

কেবল নামের গুণে বাম তবে জগজনে—

বামেত্যক্ষবগুণং হি সৰ্বমস্বাধিকং দ্বিজ।

যতচ্চাবণমাত্রেণ পাপী যাতি পবাং গতিম ॥

\* \* \* \*

মৃত্যুকালে দ্বিজশেষ্ঠ বামেতি নাম যঃ শ্রবেৎ।

স পাপাশ্চাপি পবমং মোক্ষমাপ্নোতি বৈমিনে ॥

\* \* \* \*

জন্মকোটিত্বিতকয়মিচ্ছঃ সম্পদক বিপলাং ভুবি মর্ত্যঃ।

রামনাম সততং দ্বিজ ভক্তা মোক্ষদায়ি মধুরং শ্রবতু স ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ক্রিয়াযোগসর্গে ১৪ অধ্যায়।

বাম তবে জগজনে—বাম জগজনেকে তারণ করেন। জগৎ শব্দের সহিত অণু শব্দের সমাস হইলে জগৎ স্থানে বাৎস্য জগ হয়।

বাম-পদ-যুগ্মযুক্ত-মন্ত-মধু-অলি দ্বিজ—যে দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ বামের পদ-রূপ যুগল অমৃত মধুপানে মত্ত অলিসদৃশ।

নথ দশে ভাসে শশোধর—উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই উপমের রূপে নির্দেশ করা যায় তাহা হইলে অভিপ্রেয়াক্রি অলঙ্কার হয়।

## মহাদেব-বন্দনা (৬-৮ পৃষ্ঠা)

### মহাদেবের দেবত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস

দেবতা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। স্মৃতিরাজ্য মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে দেবতাদের ইতিহাস জড়িত। কালে কালে ও দেশে দেশে মানব-কল্পনা পুঞ্জিত হইয়া প্রবাল-দ্বীপের ভায় এক এক দেবতাকে গড়িয়া তোলে। যিনি দেবতাদিগের মধ্যে মহাদেব, যিনি বুদ্ধ অথচ শিব, যিনি গৃহী অথচ সন্ন্যাসী, যিনি ত্রিলোকপতি অথচ ত্যাগী দরিদ্র, সেই মহেশ্বর দেবতা বহু কালের বহু দেশের বহু সমাজস্তরের দেবকল্পনার সমষ্টি।

ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন বা সমসাময়িক বহু সভ্য দেশ ভারতবর্ষের বাহিরে ছিল—ঐজিপ্ট বা মিশরদেশ, বাবিলন বা বাবলন, ক্যাল্ডিয়া, সীরিয়া, গ্রীস, রোম, ইত্যাদি। এই-সব দেশের চিন্তাধারার পরস্পর যোগ অতি প্রাচীন কালেই যে ঘটয়াছিল তার বহু পরিচয়ের মধ্যে শিব-শক্তি পূজার ইতিহাস একটি প্রধান প্রমাণ। সমস্ত প্রাচীন জনপদের সভ্যতা অনেক বিষয়ে পরস্পরের নিকট ঋণী।

বৈদিক ঋষিরা ছিলেন বিশ্বদেবাঃ অর্থাৎ বিশ্বদেববাদী বা সর্বেশ্বরবাদী; তাঁরা জানিতেন জগতের যত কিছু ঘটনা সমস্তই ঐশী প্রকাশ। একই বহু ও বহুই এক—এই বোধ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার শক্তিপ্রকাশকে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করিতে থাকে। আদিতে বেদে একই পরমেশ্বরের প্রকাশকে ত্রিমূর্তিতে করণা করা হয়—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র বা বরুণ, এবং সূর্য্য বা যমিতা বা বিষ্ণু। এই ত্রিদেব বা ত্রিমূর্তি একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশের নামান্তর মাত্র ছিলেন (বেদপ্রবেশিকা, ২১৭ পৃষ্ঠা; উপাসক-সম্প্রদায়, অল্পক্রমণিকা)। মানুষের জ্ঞানের দ্বার একাদশ বলিয়া মানুষের নিকট দেবশক্তির প্রকাশের রূপ হইল ১১। এই ১১-কে ত্রিলোকের অধিষ্ঠাতা কল্পনা করিয়া হইল ৩৩। বেদ আবার দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ বলিয়া একের বহুত্বের কল্পনা করিল (মংগ্রণীত “বেদবাণী” দ্রষ্টব্য)। তাহা হইতে পৌরাণিক দেবতার সংখ্যা হইল ৩৩ কোটি। তিন সংখ্যাটার প্রতি লোকের কেমন একটা মোহ আছে—এই বাণীটিকে মানুষ রহস্যময় মন্তব্যক বলিয়া মনে করে। তাই হিন্দুর ত্রিমূর্তি, বৌদ্ধের ত্রিরত্ন, খ্রিস্টানের ত্রিনিটি দেবত্বরূপের প্রকাশক; তার পর ত্রিলোক, ত্রিতাপ, ত্রিগুণ, ত্রিবর্ণ, ত্রিকাল, ত্রয়ো বিদ্যা, ত্রিক, ত্রিকটু, ত্রিকলা, ত্রিধন, ত্রিকূল, ত্রিগণ, ত্র্যম্বক, ত্রিশতী, ত্রাহস্পশ, ত্রিদোষ, ত্রিধারা, ত্রিপিষ্টপ, ত্রিপুট,

ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুর, ত্রিবলি, ত্রিবৃং, ত্রিবেণী, ত্রিশূল, ত্রিসন্ধ্যা, ত্রাক্ষর, ইত্যাদি অনেক কিছুতেই ত্রিঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদ ৩৩৩৯ দেবতা করনা করিলেও পুরাণ রচনার আগে পর্যন্ত ৩৩ দেবতার বেশী স্বীকৃত হন নাই। রামায়ণ ও মহাভারতে ৩৩ দেবতারই উল্লেখ পাওয়া যায়—

“তৎ সৃষ্ট জগন্তিশং দেবাঃ সেন্তপুৰোগমাঃ।”

—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১:১১৩।

এতে দেবাস্ ত্রয়স্তিশং সৰ্বভূতগণেশ্বরাঃ।

—মহাভারত, অশ্বশাসনপর্ব, ১৫০, ২৪২৫।

বৈদিক প্রাথমিক ত্রিদেবতা অগ্নি, বায়ু বা বরুণ বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য বা সবিতা বা বিষ্ণু; ইহাদের মধ্যে শিবের সন্ধান আমরা পাই না। দ্বিতীয় স্তরের ১১ দেবতার নামের মধ্যেও শিবের পরবর্তী হাজার নামের সঙ্গে মিলে এমন একটি নামও নাই। এই দ্বিতীয় স্তরের ১১ দেবতার মধ্যে এক দেবতা মরুৎ; ইনিই শিব সৃষ্টির বীজ।

এই মরুৎ বৈদিক দেবসমাজে প্রবেশ লাভ করেন বহির্ভারত হইতে আসিয়া। ব্যাবিলনে এক বায়ু-দেবতা পূজিত হইতেন, তাঁর নাম ছিল মেরোডাক। বেদে এই মেরোডাক প্রবেশ করিয়া প্রথমে হন মার্ত্তীক—

“কন্তে দেবঃ অধি মার্ত্তীক আসাদ যং প্রাণিণাঃ পিতরঃ পাদগুহা।

অবগ্যা শুন আত্মাণি পেচে ন দেবেসু বিবিদে মর্ত্তিভারম্॥”

—ঋগ্বেদ, ৪ মণ্ডল, ১৮ হৃক, ১২-১৩ কক্।

‘এই মার্ত্তীক দেবতা কে যিনি তোমার (ইন্দ্রের) পিতাকে বধ করিয়াছেন? (ইন্দ্র বলিলেন) ত্রাতা লোকেরা কুকুরের ‘অন্ন পাক করিল, কিন্তু দেবতাদের মধ্যে মর্ডিত বলিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না।’ এই মার্ত্তীক বা মর্ডিত প্রথমে ইন্দ্রবিরোধী ছিলেন দেখা যায়। ইহাও দেখা যায় যে তিনি ত্রাতা বা নিরস্ত্রের লোকেরও অপরিচ্ছাদিত আগন্তু দেবতা ছিলেন। এই মার্ত্তীক বা মর্ডিত পরে হইয়া পড়েন মরুৎ ও মার্ত্তিক। মরুৎ যখন দেবমাতা অম্বিতার গর্ভে জন্ম হইয়া বৈদিক দেবসমাজে জন্মলাভের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁকে বধ করিবার জন্য হইবার বস্ত্র প্রহার করিয়া সাত সাতো ঊনপঞ্চাশ খণ্ড করেন; বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের বৈরিতা সত্ত্বেও মরুৎ বৈদিক দেবসমাজে জন্মলাভ করিয়া স্থায়ী দেবপদবী কায়মো করিয়া লইলেন। মেরোডাকের অন্য এক নাম ছিল বেল-মেরোডাক। বেদে নবগত মরুৎসিংগকে বীলু বলা হইয়াছে—বীলুচিদাকজরুতিঃ শুভা চিদিক্র বলিতিঃ।

বেদের তৃতীয় স্তরে দেবতাদের সংখ্যা যখন ৩৩ হইল, তার মধ্যে এক দেবতা আসিলেন রুদ্র। এই রুদ্র হইলেন মরুৎগণের পিতা—আ তে পিতর মরুতাম্—২ মণ্ডল,

৩৩ স্তব্ধ, ১ ঋক্। এজ্ঞা রুদ্রের অপর নাম হইল মূল বা মূলস্নাকু বা মূড়;—রুদ্রের এই নাম মরুৎ বা মাতরিশ্বা বা মর্ভিত বা মার্ভীক বা মেরোডাক শব্দেরই রূপান্তর। মরুৎগণ রুদ্রের পুত্র হইয়া নাম পাইল রুদ্রীয়। রুদ্র সর্বদা মরুৎগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতেন, এজ্ঞা রুদ্র হইলেন গণপতি, গণেশ।

মরুৎ বায়ু-দেবতা। রুদ্রও ঋগ্বেদে বিদ্যুৎ বা ঝড় মাত্র। যাস্ত নিরুক্তে রুদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন—রুদ্রো যোতীতি সন্তো রোরুয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তের্বা।—নিরুক্ত, ১০-১, ৫।—যে শব্দ করিতে করিতে গলিয়া যায় সেই রুদ্র। অর্থাৎ মেঘ। এই রুদ্র বজ্রধর।—মেঘই বজ্রধর।

আবার “অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে”—নিরুক্ত, ১০-৭। এইজ্ঞা তিনি “শিখা-ধূম-জটিলঃ।” এইখানে আমরা শিবের জটার বীজ দেখিতে পাইতেছি। এইজ্ঞা ঋগ্বেদে রুদ্রকে কপর্দী বলা হইয়াছে। যজুর্বেদে রুদ্র ও অগ্নি একই দেবতা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি স্তব্ধ রুদ্রের উদ্দেশে রচিত দেখা যায়, যদিও রুদ্র নামের উল্লেখ আছে ৭৫ বার।

“অগ্নি ষিষ্টকৃৎ রুদ্র দেবতার মূর্তি। এই রুদ্র দেবতাটিকে লোকে ভয় করিত। ইঁহার বাণকে সকলে ভয় করিত। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া ইঁহার নাম উচ্চারণে সকলে সাহসী হইত না। উগ্র ভীম কপর্দী অতৃতি বিশেষণে ইঁহার বভ্রাবের পরিচয় পাইবেন। ইঁহাকে খুসি রাখিবার জন্ত কখন কখন শব্দ বলা হইত। ফলে, বেদপন্থীদের অজ্ঞান দেবতাদের সহিত ইঁহার পার্থক্য ছিল। ইনি একবার দেবতাদের অনুরোধে যয়ঃ প্রতাপিতিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়িয়াছিলেন। দেবতারা খুসী হইয়া ইঁহাকে পশুপতির আধিপত্য দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি পশুপতি হইয়াছেন। অতি পূর্বে ইনি যজ্ঞের ভাগ পাইতেন না, জোর করিয়া যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। তদবধি ষিষ্টকৃৎ যজ্ঞের প্রচলন। ষিষ্টকৃৎ যজ্ঞে যে আতি দেওয়া হয়, তাহা রুদ্রদেবই অগ্নি ষিষ্টকৃৎ মূর্তিতে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ-বটিক গৌরানিক উপাখ্যান আপনাদের মনে আসিবে।”—“যজ্ঞকথা,” রামেন্দ্রচন্দ্রের শ্রিবেদী।

বেদে এক দেবতা ছিলেন পূষা; তিনিও ছিলেন কপর্দী। বৈদিক দেবতাদের পৃষ্ঠপোষক পুরোহিত দক্ষ যখন যজ্ঞ করেন, তখন তিনি রুদ্র বা শিবকে অবৈদিক দেবতা জানিয়া যজ্ঞে আমন্ত্রণ করেন নাই। রুদ্র যখন বাহুবলে বৈদিক দেব-সমাজে আপনাদের আসন প্রতিষ্ঠা করিতে আসেন তখন তিনি বৈদিক দেবতা ভগ্নের দস্ত ভগ্ন করিয়া তাঁকে যজ্ঞস্থল হইতে বিতাড়িত করেন এবং কপর্দী পুষার জটা আকর্ষণ করেন ও নেত্র উৎপাটন করেন। পরবর্তী কালে পুষার আর সন্ধান পাওয়া যায় না; পুষার জটার ও নেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় শিবের মাথায় ও ললাটে।

বেদের অগ্নির বা অগ্নিশিখার ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল—শিব, শর্ক বা সর্ক, কুমার, কালী, করালী, ইত্যাদি। শিব ও শর্ক রুদ্রের নামান্তর হইয়াই রহিল; কিন্তু কুমার

নাম হইল অগ্নির ও শিবের পুত্র কার্তিকেয়ের, এবং কালী কবালী হইলেন রুদ্র বা শিবের পত্নী।

ঋগ্বেদে রুদ্র দেবতার মাপায় মুকুট, অস্ত্র অলঙ্কার, গলায় নিকমালা। তিনি ধনুর্ধারী প্রয়োগে পটু, এবং স্বহস্তে বোণ-নিবারক ঔষধ প্রস্তুত করিতে দক্ষ। রুদ্র বনে পৰ্ব্বতে বিচরণকারী ভূত এবং তিনি অর ও বোণ দিয়া লোককে পীড়িত করেন। ঋগ্বেদে শিব ও শঙ্কর শব্দ আছে, কিন্তু তাহা বিশেষণ মাত্র, তখনো কারো নাম হইয়া দাঁড়ায় নাই। তিনি ত্র্যম্বক—অর্থাৎ ত্রৈমাত্ৰ, অর্থাৎ তিন মাতার সম্মান—স্বর্গ মণ্ড অন্তরীক্ষ তাঁর স্থান বা মাতৃকোড়। ইহাই তাঁর পবনভৌ কালে ত্রিনেত্র হইবার বীজ। হিমালয়ের উত্তরে মুচুবান নামক পৰ্ব্বতে রুদ্রদেবতার বাস ছিল।

যজুর্বেদে রুদ্র ও অগ্নি এক। তিনি গিরিশ অর্থাৎ গিরিবাসী এবং উমা হৈমবতী তাঁর গৃহিণী হইয়াছেন। কিন্তু শুক্লযজুর বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র ও উমা স্বামী স্ত্রী নহেন, তাঁরা ভাই বোন। শুক্লযজুর মধ্যে ঈশান ও মহাদেবের নাম পাওয়া যায়।

এই ঈশান বৈদিক দেবসমাজে বাহির হইতে আগত দেবতা। ঈজিপ্টেও প্রদান হইত দেবতা ছিলেন ইসিস ও অসিবিস; অসিবিস ইসিসের ভাই, কখনো বা পুত্র, কখনো বা পতি। ব্যাবিলনের ইশ্তাব ও তম্মুজ নামক দেব-দেবীও সম্পর্ক ও এইরূপ ত্রিবিধ; এবং ব্যাবিলনের ত্রিয়ারং ও মেবোডাকের সম্পর্ক ও এইরূপ ত্রিবিধ। এই ইসিস ও অসিবিস এবং ইশ্তাব ও মেবোডাক ভারতবর্ষের দেবসমাজে প্রবেশ করিয়া নুতন নাম গ্রহণ করেন ঈশ ঈশ্বর ঈশান ও ঈশানী। তাঁই ঈশান ও ঈশানী সম্পর্কে প্রথমে ভাইবোন, পরে পুত্র ও মাতা, ও আরো পরে স্বামী স্ত্রী হইয়াছেন দেখিতে পাঠ।

বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র চন্দ্রবাস বা কুন্দিবাস, নীলগৌর বা শিতিকর্ণ। ইহা অগ্নিবট রূপক—অগ্নি ও অঙ্গার হৃদে-কালো ফোঁটা-কাটা ব্যাঘচন্দ্রের মতন, এবং অগ্নির মধ্যে রুক্ষ অভা গেন নীলকর্ণ।

যজুর্বেদে রুদ্র হইয়াছেন দেবভিক্ষক, অধিবক্তা ও অধিশক—

“অধোবাচদধিবক্তা প্রথমে দেবোত্তমক্। অশীশ সর্দীশ্চ।

ভরুশ সর্দীশ্চ যাতুশ্চোত্তমগাণীঃ পরা যুবা।—যজুর্বেদ, ১৬৭।

প্রাচীন সকল দেশের ধর্ম্মেই দেবা যায় অতি নামক এক দৈত্য দেববিবাদী; ব্রাহ্মণের অপর নাম অতি; খ্রিস্টানদের শয়তান সর্পমূর্তি; ঈজিপ্টে ব্যাবিলনে ইসিস ও ইশ্তাব সর্পরূপ। ঈজিপ্টে স্ত্রী দেবতার নাম ছিল বা; একদিন এক সাপ তাঁকে কামড়ায়; বা দেবতা শেপেং নামক এক দেবীর সাহায্যে সেট সর্পকে

শাস্তি দেন, তখন আর তাঁর বিশেষ যত্নগা রহিল না। এই রা ও রুদ্র এবং শেখের ও শক্তি ক্রমে অভিন্ন হইয়া উঠেন। এই সর্প পরে সকল দেশের দেবতাদের ভূষণ হইয়া পড়ে।

যজুর্বেদে রুদ্র একদিকে রোগচিকিৎসক, আবার অপর দিকে তিনিই রোগ-উৎপাদক—যে অগ্নেয় বিবিধান্তি পাত্রেষু পিবতো ওনান্ (যজু, ১৬৬২)।—তিনি “সাপ হয়ে কামড়ান ও রোজা হয়ে ঝাড়ান।”

যজুর্বেদে রুদ্র অসংখ্য—অসংখ্যাতাঃ সহস্রাণি যে রুদ্রা অধিভূম্যাম্ (যজু ৩৬৫৪)।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উমা রুদ্রের স্ত্রী; সেইজন্ত রুদ্রের নাম হইয়াছে উমাপতি।

রুদ্রাধ্যায় বা শতরুদ্রীয় নামক যজুর্বেদের অংশে রুদ্র হইয়াছেন গিরিশ, গিরিত্র; তাঁর দেহবর্ণ লোহিত, কণ্ঠ নীল—কৃষ্ণবর্ণ মেঘের উপর বিদ্যাত্মক অথবা সূর্য্যদেবতার লোহিতাঙ্গে কৃষ্ণচিহ্ন। ঈজিপ্টের রা সূর্য্যদেবতা, পরে রুদ্রে পরিবর্তিত হন। অথবা রুদ্র অগ্নি—লোহিত শিখার অভ্যন্তরে অঙ্গারের কালিমা-কলঙ্ক থাকে, এইজন্ত রুদ্রের নাম নীললোহিত।

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ বলেন, যে দেবতা ঈশান ও মহাদেব নামে দেবসমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনিই পরে শিব হন; রুদ্রের সমস্ত গুণ পরে শিবে আরোপিত হয়।

শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নিকে মহাদেব বলা হইয়াছে; মহাদেব শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা অগ্নির অষ্ট নামের মধ্যে এক নাম। শতপথ ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ বলেন—রুদ্র সর্কলোকের ব্রাতাদিগের রক্ষক। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে অপরকবেদের ১২শ অধ্যায়ে মহাদেব ব্রাত্য নামক যাবাবর জাতির দেবতা, ইন্দ্রধনু তাঁহারও ধনু—সেই ধনুর উদর নীল ও পৃষ্ঠ লোহিত, তাঁর অষ্টমূর্ত্তি। আমরা আগে দেখিয়াছি যে মার্ভাক ছিলেন ব্রাত্য বা পতিতদিগের দেবতা। পরবর্ত্তী কালেও খৃদ চণ্ডাল ব্যাধ শবর ভিন্ন প্রভৃতি ব্রাত্য জাতির শিবপূজার অধিকারী যে হইতে পারিয়াছিল তার কারণ আমরা এখানে পাই।

অথেষ্টে ইন্দ্র বৃহস্পতি রুদ্র প্রভৃতি দেবতাকে বৃষ বা বৃষভ বলা হইয়াছে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্ত। এই বৃষ পরবর্ত্তী কালে রুদ্রের বাহন হয়। গৃহসূত্র রুদ্র-তোষণের জন্ত শূলগব যজ্ঞ অস্থতানের ব্যবস্থা দিয়াছেন; এই যজ্ঞে আন্ত যাঁড়কে শূলে বিদ্ধ করিয়’ আগুনে পোড়াইয়া আত্মত্ব দেওয়া হয়—যাঁড়ের শিক-কাবা! ইহা হইতে পৌরাণিক শিবের অস্ত্র শূল ও বাহন যগু কল্পনা করিবার সাহায্য হয়।

সীরিয়া দেশের প্রাচীন অধিবাসী হেট্টাইটদিগের (১৪০০ পূর্ব্বখ্রষ্টাব্দ) এক দেবদম্পতি ছিলেন—দেব ছিলেন বৃষরূপী ও দেবী ছিলেন সিংহী। পরে বুবারোহী

দেব ও সিংহবাহিনী দেবী পরিকল্পিত হন। দূষারোহী দেব ছিলেন বজ্রপাণি ত্রিশূলহস্ত এবং মুষলধর; ত্রিশূল বিদ্যৎ-শিখার ও মুষল বজ্রাঘাতের চিহ্ন। এই দেবতা-দম্পতি আমাদের শিবভূগা পরিকল্পনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন মনে হয়। (The Syrian Goddess—Prof. Herbert A. Strong, এবং ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের Modern Review পত্রের ৩০৫ পৃষ্ঠায় ঐ পুস্তকের সমালোচনা দ্রষ্টব্য।) জিজিণ্টের অসিরিস—যিনি পরে গিরিশ ঈশ হন—বৃষমূর্তি ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ বোড়শ ভাগের নাম তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। তার মধ্যে কুজ পূজার উল্লেখ আছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা কুজকে শিবরূপে প্রথম দেখিতে পাই। তিনি একদিকে কুজ—ভগ্নানক, আবার অপর দিকে শিব—মঙ্গলস্বরূপ; তিনি দেবতাদিগের প্রভব ও উদ্ভব, বিশ্বাধিপ, মহাবি; তিনি গিরিশস্ত ও গিরিজ (তৃতীয় অধ্যায়, ৪, ৫, ৬ শ্লোক)। তিনি ইমুহন্ত। এখানে আমরা প্রলয়ান্তক কুদের পিনাক বা অজগব ধ্বংস পূর্বাভাস দেখিতে পাইতেছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ভক্তিমার্গ প্রবর্তনের প্রথম দ্বার; সেইজন্ম আমরা এখানে পরমেশ্বর মহাদেবের কুজ ও শিব ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে—ঈশান “যোনিং যোনিং অধিষ্ঠিত” (৪।১১)। ইহাই পরবর্তী কালে যুক্তলিঙ্গ পূজার প্রবর্তনের প্রথম ইঙ্গিত বলিয়া মনে হয়। জাত প্রাণী মাত্রেই ভূত ও পশু; তাদের যিনি পতি তিনি সহজেই পরবর্তী কালে ভূতনাথ ও পশুপতি হইতে পারিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বহু কুজ এক হইয়া উঠিয়াছেন—একো কুজো, ন দ্বিতীয়ায়।—৩২।

অথর্কবেদে কুজ ও মহাদেব একই পরম-দেবতা—সোহর্য্যামা, স বরুণঃ, স কুজঃ, স মহাদেবঃ।—অথর্ক, ১৩।৪।৪।১২। অথর্কশিরোপনিষদে আত্মাকে রূপকচ্ছলে শিব ও বিষ্ণু বলা হইয়াছে, কিন্তু এ শিব কেবল বিশেষণ, বিশেষ দেবতার নাম নহে। অথর্কবেদের ভব ও শর্ক দেবতা পরে শিবের নামান্তর হইলেও ঐ দুই দেবতার সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য অথর্কবেদের মধ্যে নাই।

কৈবল্য উপনিষদে ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র উমাপতি শিব।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিবপত্নীর নাম হইয়াছে উমা ও পার্বতী। নারায়ণোপনিষদে মহাদেব ও উমা নাম আছে।

কৈবল্যোপনিষদে ভগবান্ মহাদেব স্বয়ং অশ্বলারনকে নিজ মহিমা কীর্তন করিয়া ওনাইতেছেন। অথর্কশিরোপনিষদেও এইরূপ।

সুত্রপিটকে শিব শঙ্কর নাম আছে।

নির্ঘণ্ট (৩।১৬) কুজকে জ্ঞাপ্তি করিয়া বলিয়াছেন—তিনি অক্ষ ও কবির দেবতা।



রুদ্রের নামাবলীর মধ্যে ক্ষেত্রপতি, বনপতি, অরণ্যপতি, স্থপতি, ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়। তদ্বরাণাং পতিঃ, প্রতরণঃ (প্রতারক) প্রভৃতি নামও আছে। এইজন্ত আমরা পরবর্তী কালে দেখিতে পাই শিবপার্বতী অক্ষকীড়ায় আসক্ত এবং শিব কৃষিকার্যে ব্যাপ্ত (শিবায়ন)। এইজন্ত পরবর্তী কালের শিব ও কালী “এবং নানা-স্নেহগুণৈঃ পূজ্যতে সৰ্বদেহাভিঃ” (ভবিষ্যোত্তরীয়-বচন তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত ভূর্গা-পূজা-প্রসঙ্গে)।

জৈন্-আবেস্তায় বৃহস্পতি বিষ্ণু ইন্দ্র অশুর বৃত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবদানবের উল্লেখ আছে, কিন্তু রুদ্রের কোনো উল্লেখ নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে রুদ্র পরবর্তী কালে আগন্তু দেবতা।

ইহার পর রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ। এই যুগে শিবের রূপ গুণ ঐশ্বর্য্য ক্রিয়া আরো স্পষ্ট ও বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষভাগের দেবকল্পনা ও বৈদিক ব্রাহ্মণ্য আৰ্য্য পরিকল্পনার সঙ্গে অনু-আৰ্য্য ও নিয়ন্ত্রণের স্থানীয় জাতি-সকলের দেবদেবীর সংমিশ্রণ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু মহাভারতের বনপর্বে স্কন্দ-উপাখ্যানে স্পষ্ট দেখা যায় যে প্রথমে অগ্নিরই নাম ছিল রুদ্র—“রুদ্রম্ অগ্নিং দ্বিজা প্রোহ, রুদ্রস্কন্দস্তু ততম্ তু সঃ (স্কন্দঃ)।”—“দ্বিজগণ অগ্নিকেই রুদ্র বলিতেন; অগ্নিপুত্র স্কন্দ সেইজন্ত রুদ্রপুত্র।” রুদ্র যখন পরে শিবের কায়েমী নাম হইয়া গেল, তখন কাদেকাজেই কাঙ্ক্ষিক শিবপুত্র হইয়া পড়িলেন এবং অগ্নিপুত্রকে শিবপুত্র করিবার জন্ত শিব ও অগ্নিকে মিলাইয়া এক উপাখ্যান রচনা করা আবশ্যক হইয়াছিল।

বৈদিক ত্রিদেবতা ক্রমশ পৌরাণিক ত্রিমূর্তিতে পরিণত হইয়া হন—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। বৈদিক অগ্নি হইলেন ব্রহ্মা; বৈদিক সূর্য্য ত বিষ্ণু নামে পরিচিত ছিলেনই; শিব আবির্ভূত হইলেন দেশ-বিদেশের বহু দেবতার সমষ্টি রূপে—অগ্নিরূপী রুদ্র, বজ্রপাণি ইন্দ্র, মরুৎ, মেঘোডাক, অসিরিস, রা, প্রভৃতির সমন্বয় হইলেন শিব। ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্রহ্মাই পূর্বে শ্রেষ্ঠ ও প্রধান দেবতা ছিলেন। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাই সৃষ্টি ও সংহারের কর্তা এবং তিনিই নারায়ণ, তিনিই পুরুষ।

“ব্রহ্মার মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক মনুসংহিতায় শিব ও বিষ্ণুর নাম উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের রচনা ও সকলনের সময়ে তাঁহারা এখনকার মত উন্নত পদ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা ঐ শাস্ত্রে কেবল অঙ্গবিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন—

মনসীন্সঃ দিশঃ শোকে, কাস্তে বিষ্ণুং, বলে হরম্।

বাচাগ্নিং, মিত্রমুৎসর্গে, প্রজনে চ প্রজাপতিম্ ॥

মনুসংহিতা, ১২।১২১।

যে বিষ্ণু ও শিব মনুসংহিতা সকলনের সময়ে পদ ও বস্ত্রের অধিষ্ঠাতা মাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও ভগ্নে তাঁহাদের মহিমা পরিবৰ্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাংপর পরমেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।”—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

মহাভারতের মধ্যে বৈদিক ঋত্বের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তবু এখনো ঋত্ব ও মহাদেব সম্পূর্ণ এক অভিন্ন দেবতা হইয়া উঠেন নাই। বেদে ঋত্বের স্বীয় নাম রোদসী ; মহাভারতে ঋত্বের পত্নী রুদ্রাণী ( উজ্জোগপর্ক ) ; কিন্তু মহাদেবের পত্নী পার্কীতী বা উমা ;—তখনো গৌরী অধিকা বা উমার সঙ্গে রুদ্রাণী একাত্মতা লাভ করেন নাই। শাস্তিপর্ব্বের ২৮২ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা আছে ; ঐ যজ্ঞে শিব বাদে সকল দেবতারই নিমন্ত্ৰণ হওয়াতে পার্কীতী ক্ষুব্ধ হইয়া শিবকে তাঁর অনিমন্ত্রণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শিব বলিলেন—পূর্ককাল হইতে দেবতারা যে বিধান করিয়াছেন, তাতে কোনো যজ্ঞেই তাঁর ভাগ কমিত হয় নাই—

যজ্ঞস্যু সর্পেবু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ । ২৬

ন মে হুয়াঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগঃ যজ্ঞস্ত ধন্বতঃ । ২৭

এই কথারই প্রতিধ্বনি আমরা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাই। দক্ষমহিষী প্রমত্তি শিবকে বলিতেছেন—

বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ় ।

দেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ় ॥

স্বাপনি বিচার কর, পরিহার রোগ ।

দক্ষের এ দোষ কেন, বেদের এ দোষ ॥

স্বামীর অনিমন্ত্রণে দেবীর ক্রোধ দেখিয়া মহাদেব আত্মমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞভাগ আদায় করিতে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৈদিক দেবতাদের পৃষ্ঠপোষক দক্ষ শিবকে বলিলেন—“সন্তি নো বহবঃ রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ, তুমি তাদের মধ্যে কোন্ জন ?” যজ্ঞভাগ না পাইয়া শিব যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন ; তখন ব্রহ্মা স্বীকার করিলেন এখন হইতে শিবকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হইবে। এখানে যজ্ঞবধ আছে, কিন্তু দক্ষের মৃণ্ডচ্ছেদ নাই ; পার্কীতী আছেন, কিন্তু তিনি দাক্ষায়ণী নছেন, এবং যজ্ঞে তিনি দেহভাগও করেন নাই। বৈদিক ঋত্বও প্রথমে যজ্ঞভাগী ছিলেন না, মহাদেবকেও যজ্ঞভাগের জন্য জোর করিয়া স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করিতে হইল। শিব যে বাহির হইতে ভারতীয় দেবসমাজে আগন্তু দেবতা, তাহা পুরাণেও স্বীকৃত দেখা যায়। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“এই শব্দর নামক আগন্তু আমাদের অপেক্ষা কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ ?”—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ২৫ অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

মহাভারতের শিব আদিতে সাধারণ মনুষ্যাকৃতিই ছিলেন—এক মাথা, দুই চোখ। একদিন উমা কোতুক করিয়া শিবের পিছন হইতে তাঁর চোখ দুটি দুই হাতে চাপিয়া ধরেন ; শিবের চক্ষু আবৃত হওয়াতে সৃষ্টি স্বন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইল ; তখন দেবতাদের অনুরোধে শিব ললাটে তৃতীয় নেত্র প্রকাশ করিলেন। সেই তৃতীয়

নেত্রের তেজে পর্ত্ত অরণ্য প্রভৃতি দগ্ধ হইতে লাগিল (অমুশাসন পর্ব, ১৪০)। পরবর্ত্তী কালের মদনভঞ্নের মূল তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতেজ প্রথম ছিল অগ্নিরূপী রুদ্রের মধ্যে এবং দ্বিতীয়তঃ পাওয়া গেল এই তৃতীয় নেত্রের তেজে।

মহাদেবের নীলকণ্ঠ হওয়ার কারণ দেববিরোধের ফলে পরে অন্তরূপ হইয়া পড়ে।— একদিন শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দের সময় নারায়ণ মহাদেবের গলা টিপিয়া ধরেন, তাহাতে মহাদেবের গলায় কালশিরা পড়িয়া যায়—

তত এনং সমুদভূতং কণ্ঠে জগ্গাহ পাণিনা।

নারায়ণঃ স বিদ্বান্ধা, তেনাস্ত শিতিকণ্ঠতা ॥

শাস্তি পর্ব, ৩৪৪।৮৬, ৮৭।

একদিন বৈদিক দেবতা ইন্দ্র শিবকে বজ্রাঘাত করেন, সেই আঘাতে শিবের কণ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়—

ইন্দ্রেণ চ পূরা বজ্রং দ্বিপুং ত্রীকাক্ষিণা মম।

দক্ষা কণ্ঠঃ তু তদ যাতঃ, তেন ত্রীকণ্ঠতা মম।

—অমুশাসন পর্ব, ১৪১ অধ্যায়, ৮ শ্লোক।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, ইন্দ্র মার্কট-বিরোধী মরুৎ-বিরোধী ছিলেন। দেব-বিরোধে শিবের পরাজয়ের এই অপমান পরবর্ত্তী কালে সমুদ্রমন্ত্রনের বিষ দিয়া ঢাকা হয়।

বেদে সোম জলের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে ছিলেন; সোম একদিকে চন্দ্র, অপর দিকে অমৃত। পুরাণে সমুদ্রমন্ধান করিয়া চন্দ্র ও অমৃত দেবতার লাভ করেন; চন্দ্র পাইয়া-ছিলেন শিব, এবং অমৃতের বদলে পাইয়াছিলেন বিষ। কিন্তু সেই বিষও বিদেশের আমদানী, ঐজিপ্টের সূর্য্যদেবতা রা সাপের কামড়ের বিষ লইয়া ভারতবর্ষে আসিয় শিবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।

মহাদেব একদিন তিলোত্তমাকে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হন; তিলোত্তমা মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, শিবের ইচ্ছা হইতেছিল তিনি তাঁর চতুর্দিকে ভ্রমণা তিলোত্তমাকে মুখ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখেন; অতঃপর দেবতার উপস্থিত থাকাতে শিব লজ্জায় মুখ ফিরাইতে না পারিয়া চারি দিকে চাব মুখ উদ্গত করেন। সেইজন্য শিব চতুর্মুখ। মহা-ভারতের চতুর্মুখ শিব পৌরাণিক যুগে দেববিরোধের সময় শ্রেষ্ঠত্বগর্ভী ব্রহ্মার পঞ্চ মুণ্ডের একটি মুণ্ড নখে করিয়া ছিঁড়িয়া নিজে হন পঞ্চমুখ ও ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ করিয়া নিকৃষ্ট প্রতাপ করেন (কাশীখণ্ড)।

মহাভারতের মধ্যে শিব-বিষয়ক বহু উপাখ্যান রচিত হইয়াছে—কিরাত-অর্জুন-সংবাদ, পাণ্ডবদের দ্বার রক্ষা, অশ্বখামার সঙ্গে যুদ্ধ, ইত্যাদি। এইসব উপাখ্যানে শিব

ভক্তবাৎসল্যবশত, এমন কি ভক্তসেবক। মহাত্মার শিব হিমালয়বাসী, পিনাকী, বৃষভবাহন, ভূতনাথ। তাঁর পত্নীর নাম উমা, পার্শ্বতী, দুর্গা, কালী, করালী, ইত্যাদি। কালী করালী নাম উপনিষদে অগ্নিশিখার নাম ছিল, তাদেরই অগ্নিরূপী কব্জের পত্নী করা হয়। মহাত্মার অমুশাসনপক্ষে শিবলিঙ্গ পূজারও হত্ৰপাত দেখা যায়।

রামায়ণেও মহাদেবের রূপ গুণ ঐশ্বর্য ও প্রভাব এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও পরিণত দেখা যায়।

পৌরাণিক যুগে ত শিব রীতিমত গৃহস্থ, বহু পত্নীর ভর্তা, পুত্রকন্টার জনক এবং নামকমেবী। সকল পুরাণেই শিবের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রচারক পুরাণগুলিতে শিবকে একটু নিকট পদনো দেওয়া হইয়াছে। শৈব পুরাণে মহাদেবকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্রষ্টা বলা হইয়াছে; আবার ব্রহ্মা ও বৈষ্ণব পুরাণ নিজের নিজের দেবতাকেই শিবের স্বজনকর্তা করিয়াছে (লিঙ্গপুরাণ, ১৭ অধ্যায়; ভাগবত : স্বন্ধ ৬ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ; ইত্যাদি)। দেবীমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও দ্বন্দ্বপুরাণের কাশীখণ্ডে শিবপত্নী ভগবতীকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের জননী বলা হইয়াছে।

যিনি আদিজননো তিনিই পরে পত্নী—এই পরিকল্পনা প্রাচীন সকল দেশের পুরাণেই দেখা যায়। ঈজিপ্টের ইসিস ছিলেন অসিরিসের জননী ভগিনী পত্নী; ব্যাবিলনের ইশতার তমুজ এবং তিয়াব ও মোবোডাকের সম্পর্কও এইরূপ ত্রিবিধ; ক্রিস্থানদের কুমারী মামেবী ঈশ্বরের পত্নীও বটেন, মাতাও বটেন। পিতা-ঈশ্বর হইয়াছিলেন পুত্র-ঈশ্বর।

হরিবংশ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইলেও সেখানে শিবের মর্গ্যাদা খুব বেশী। বামুদেব বদরিকা-প্রমে গিয়া শিবের তপস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন দেখিতে পাই।

ভিন্ন-ভিন্ন পুরাণে শিব ও তাঁর পরিবারবর্গের অবস্থা বিভিন্ন। শ্রীমদভাগবতে শিব হাটক (স্বর্ণ)-রস পান করেন; শিব-অমৃতচরদের প্রিয় পানীয় তাত্তী সিক্তি, এবং তয়ে তাহা গাছায় উঠিয়াছে (প্রাণচোষিণী তন্ত্র); শিব অশানবাসী। বামন পুরাণের শিব দরিদ্র; গণেশ ও কার্তিকেয়ের পিতা। নারদীয় ধর্ম ও কুর্ম পুরাণে লক্ষী ও সরস্বতী শিবের কন্ডা—বদিও তাঁরা শিবজননী ও শিবপত্নী শক্তিরই অংশ। বৃহদ্ধর্মপুরাণে শিবপার্কতী দ্যুতাসক্ত—কার্তিক মাসে দ্যুতপ্রতিপদে পার্কতী শিবকে পরাস্ত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বাজির অণু শোধ করিতে বাধ্য করেন। এবং ভিক্ষায় প্রস্থিত শিবের বিচ্ছেদ অসম্ভ হওয়াতে পার্কতী শিবের অর্দ্ধাঙ্গ হরণ করেন।

পৌরাণিক যুগে শিবমাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নাওয়ার পর আমরা শিবমূর্ত্তির ও শিববিভূতির নানাবিধ পরিচয় পাই।—পঞ্চবক্ত, জটিল, জটায় গঙ্গা, ললাটে অর্ধচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, অশ্বিনাম, অর্দ্ধনারীকর, বৃষভানন; তিনি পঞ্চবিদ্যার প্রবর্তক,

গঙ্গা উৎপাদনের কারণ ; তাঁর মর্তনিবাস কাশী পৃথিবীবহির্ভূত, তাঁর ত্রিশূলের উপর অবস্থিত ; তিনি দক্ষযজ্ঞধ্বংসকারী, দক্ষের ছাগমুণ্ড হওয়ার কারণ, তিনি মদনভঙ্গকারী ; তিনি পশুপতি, রুদ্রিবাস, ফণীভূষণ ; তিনি লিঙ্গমূর্তি ; তিনি শূলপাণি, ভূতনাথ । এই-সমস্ত আখ্যায়িকার মধ্যে দেশ-বিদেশের বহু সমাজজন্তরের ধর্মবিশ্বাস ও পুরাণকথা পুনঃ পুনঃ প্রক্ষেপের দ্বারা পুঞ্জীভূত হইয়াছে ।

শিবের চতুর্ভুজ হওয়ার কারণ তিলোত্তমার রূপদর্শনলালসা ও পঞ্চবক্ত হওয়ার কারণ ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদন, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীর রূপদর্শনলালসাতে চতুর্ভুজ হন ও পাপবাসনায় তাঁর সমস্ত তপঃপুণ্য নষ্ট হইয়া পঞ্চম মুখ সৃষ্টি করে ; ব্রহ্মা সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্ত পঞ্চম মুখকে জটাজালে আবৃত করেন ; শিব ব্রহ্মার আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ ছিন্ন করিয়া নিজে লন ( মৎস্যপুরাণ, ৩য় অধ্যায় ) । ব্রহ্মা ও অগ্নি একই দেবতা ; অগ্নি শিখাধুমজটিল, ব্রহ্মাও সেইজন্ত জটাদারী । রুদ্রও অগ্নি ; সুতরাং ব্রহ্মার জটা তাঁর পাওয়া স্বাভাবিক । যদিও এই মুণ্ডচ্ছেদনের গল্পের মধ্যে দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিবোধের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে ।

শিব ত্রিনেত্র হইয়াছিলেন উমা তাঁর দুই চক্ষু আবৃত করিলে । ইহা দেবতাকে ত্রিকালদর্শী বুঝাইবার রূপক ।

শিবের ললাটে তৃতীয় নয়নের উপর শশিকলা স্থাপিত । যে মূজবান্ পরীতে রুদ্রের বাস ছিল, সেট পরীতেই ছিল সোমলতার জন্মভূমি । সোম মানে পরে যখন চন্দ্র হইল, তখন চন্দ্র হইয়াছিল মহাদেবের চিহ্ন । এর পৌরাণিক ইতিহাস এই যে, শিব সতী-বিরহে তপস্রায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁর তপের তেজে বিশ্ব দধু হইবার উপক্রম হয় ; তখন দেবতার শতাংশ চন্দ্রকে শিবের ললাটে স্থাপন করিয়া তাঁর তপের তেজ শান্ত করেন ; এই শশিভূষণের মধ্যে প্রাচীন ঐজিপ্টু ব্যাবিলন সিরিয়া প্রভৃতি দেশের সূর্য্য-উপাসনা ও চন্দ্র-উপাসনা সম্মিলনের চেষ্টা দেখা যায় ; ঐজিপ্টের সূর্য্যদেবতা রা, চন্দ্রদেবী-পূজকদের দেশ ব্যাবিলন হইতে এদেশে আসিয়া রুদ্র হইয়াছেন ; তাই শিব সূর্য্যপ্রভ রজতশূল কর্পূরবর্ণ, এবং তাঁর ললাটে চন্দ্র । বেদের মরুৎগণ সূর্য্যভ্যুত ; এবং তাদের রথধ্বজ ছিল চন্দ্র—আচক্ষণ রথেন । শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে একমূর্তি সূর্য্য ও অপর মূর্তি চন্দ্র । শাকদ্বীপী বা সিংহীয় মগব্রাহ্মণরা যখন এদেশে আসে তখন তারা সূর্য্যপূজা লইয়া আসে ; তারা সূর্য্যকেই শিব বলিয়া ; সারদাতিলকতন্ত্রে শিবের একটি ধ্যানে তাঁকে ‘বন্ধকাভং’ বলা হইয়াছে ; সে বর্ণ সূর্য্যের এবং শিবই সূর্য্য । মেগাস্থিনিস ( ৩০২ খৃষ্টপূর্ব ) লিখিয়া গিয়াছেন যে, বৈদিক রুদ্র শাকদ্বীপী মগদের সূর্য্যদেবতা শিবের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিলেন । এরিয়ান বলেন—গ্রীক দেবতা ব্যাকাস ভারতে

আসিয়া শিবস্বরূপে নিমজ্জিত হন; ব্যাকাসের এক নাম ত্রিষদন, তাহা সংস্কৃত হাঁচে পড়িয়া হইয়াছে আশ্বক।

বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্করদের সঙ্গে শিবও ক্রমশঃ একই ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। বোধিস্তমমূলে ধ্যানী বুদ্ধ, অশোক-তরুমূলে জৈন তীর্থঙ্কর, বিষমূলে যোগী শিবে পরিণত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপুরুষলক্ষণ বলিয়া কতকগুলি দৈহিক বিশেষত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে,—যেমন, আজামুলম্বিত বাহু, উকীষাকার মস্তক, যুগ্ম ক্র, ইত্যাদি। বুদ্ধদেব মহাপুরুষ নিঃসন্দেহ; স্তম্ভাং তাঁর মস্তক উকীষাকার ও ক্র যুগ্ম হওয়া উচিত মনে করিয়া বুদ্ধমূর্ত্তি সেইরূপ করিয়াই রচিত হইতে থাকে।

বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী হইলেও তাঁর মূর্ত্তি মুণ্ডিতকেশ করিয়া গঠিত হইত না; তাঁর সকল মূর্ত্তির মস্তকের মধ্যস্থল উকীষাকৃতি উচ্চ, মাথার দক্ষিণাবর্ত্তে কুঞ্চিত অলিকেশ। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত প্রতিরোধের জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন চেষ্টা করিতেছিল, তখন বুদ্ধদেবের সমস্ত গুণ মহাদেবে আরোপ করা ত হইলই, শিবমূর্ত্তিও বুদ্ধমূর্ত্তির নকল হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের কুঞ্চিত অলিকেশে আবৃত উচ্চ ব্রহ্মতালু ক্রমে শিবের মাথার জটীর চূড়া হইল অতি সহজেই। যুগ্ম ক্র মধ্যস্থলে যে রোমাবর্ত্ত হয়, তার পারিভাষিক নাম উর্গা। এই উর্গা বুদ্ধমূর্ত্তিতে ক্রমে ক্র ছাড়াইয়া কপালের মধ্যস্থলে ঈষৎ উন্নত টিপের আকার ধারণ করে; বুদ্ধদেব যখন মহাদেব হইলেন, তখন সেই উর্গা হইল তৃতীর নৈত্র বা শশিনেত্র। বুদ্ধমূর্ত্তি যখন বিষ্ণুমূর্ত্তি জগন্নাথ হইয়া গেল, তখন ত আর তাকে ত্রিলোচন বা চন্দ্রশেখর করা চলিল না; তখন পুরীর জগন্নাথমূর্ত্তির কপালের উর্গা উজ্জল হীরকখণ্ডে ঢাকা দেওয়া হইল। উয়ান চুয়াং এদেশে আসিয়া (৬ষ্ঠ শতাব্দী) লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে অবলোকিতেশ্বর বা শিব অভিন্ন দেবতা। অবলোকিতেশ্বরের মাথার অমিতাভ বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতেন। তারই অমুকরণে শিবের মাথার গঙ্গা প্রতিষ্ঠিত হন। বজ্রপাণি বুদ্ধকে পিনাকপাণি শিব করা হয়। লোকেশ্বর বুদ্ধের ধ্যান শিবের ধ্যানের মতনই—

চতুর্ভুজস্ব ত্রিনেত্রঃ চ চন্দ্রাঙ্কিতঃ জটায়কঃ ।

সর্পাতরঙ্গাযুক্তঃ শেতবর্ণঃ লোকেশ্বরঃ ॥

বুদ্ধদেবের নির্জ্ঞান ও মহাদেবের প্রলয়সামাধির মধ্যে ভাবগত সমতা আছে। ব্রাহ্মণ্য পুরাণের অমুকরণে বৌদ্ধ ও জৈন পুরাণ রচিত হয়। বৌদ্ধ পুরাণে একটি আখ্যায়িকা আছে যে, শকদিগের আক্রমণ হইতে বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধদেব মহাদেবকে নিযুক্ত করেন; শিব বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে চাসুণ্ডাকে তার দেওয়া হয়। এই আখ্যায়িকার এই বোকা বার যে বৌদ্ধধর্ম ক্রমান্বয়ে শৈব ও শাক্ত ধর্মের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল এবং শকেরা শৈব ছিল। গীত

পরিত্রাজকেরা বলিয়া গিয়াছেন যে কপিলবাস্তুর শাক্যরা শৈব ছিল। শাক্যবীণী মণী  
ব্রাহ্মণেরাও শৈব ছিল। এইরূপে ক্রমে বুদ্ধদেব শিবস্বরূপে এমন বেমালাম নিমজ্জিত  
হইয়া গিয়াছিলেন যে ভক্তদের চিনিতে ধোকা লাগিত—সে দেবতাকে বুদ্ধদেবই বলা  
যাইবে, না মহাদেবই বলা যাইবে। ভক্তিশতকে আছে—

জ্ঞান যন্ত সমস্তবস্তুবিষয়ং, যন্তানবজ্ঞং বচো,

যস্মিন্ রাগলবোহপি নৈব, ন পুনর বোমো, ন মোহস্ তথা।

যস্তাহেতুর অনন্তনিত্যত্বদানন্দা কৃপামাধুরী,

বুদ্ধো বা গিরিশোহথবা স ভগবাংস্ তস্মৈ নমস্কৰ্ণ্যহে ॥

মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। এই উপাখ্যানের মূল স্ত্র এই যে শিব যজ্ঞভাগ  
পান নাই। তা-ছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন আখ্যায়িকা আছে। রামায়ণে হরধনুর  
পরিচয়-প্রসঙ্গে জানা যায় যে শিব যজ্ঞভাগ না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদের অঙ্গশাতন  
করেন; পরে তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ছিন্ন অঙ্গ জোড়া লাগাইয়া দেন। মহাভারতে  
দক্ষযজ্ঞধ্বংসের জ্ঞাত শিব স্বীয় মুখ হইতে এক ভীষণ প্রহর্ষণ স্রষ্ট করিয়া তাকে দক্ষযজ্ঞ  
বধ করিতে আজ্ঞা দেন; সেই অঙ্গ তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ বধ করিল—ছিদ্রা শিরো বৈ যজ্ঞস্ত।  
তখন ব্রহ্মা ও দক্ষ করজোড়ে সেই অঙ্গকে ও মহেশ্বরকে স্তব ও প্রণাম করিলে প্রীত  
মহেশ্বর দক্ষকে যজ্ঞসাকল্যের বর দিয়া প্রস্থান করেন। বরাহ ও কুর্মপুরাণের দক্ষ  
পার্কীতীর পূর্বজন্মের পিতা (কুর্মপুরাণ ১৫ অধ্যায়); দক্ষ শিবকে তাগ করিয়া  
যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পার্কীতী শিবকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন; শিব তাঁর গণপতি  
বীরভদ্রকে যজ্ঞ ধ্বংস করিতে পাঠাইলে উভর পক্ষে যুদ্ধ বাধে; দক্ষের পক্ষে বিষ্ণুও যুদ্ধ  
করেন; শেষে ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন এবং শিবপার্কীতী দক্ষকে ক্ষমা  
করেন। এইসব গ্রন্থে দক্ষের ছাগমুণ্ড বা সতীর দেহত্যাগের কাহিনী নাই। বরাহ-পুরাণের  
২১ অধ্যায়ে দেখা যায় দক্ষ শিবের ক্ষমা পাইয়া তাঁকে গোরী নামী কন্যা সম্প্রদান করেন।

সতীর দেহত্যাগের কাহিনী ঈজিপ্টের ইসিস ও অসিরিসের কাহিনীর  
অনুরূপ। ঈজিপ্টের লোকেরা ছিল মাতৃতন্ত্র; সেইজন্য সেখানে দেব অপেক্ষা দেবীর  
প্রাধান্য ছিল। অসিরিস মরিয়া গেলে ইসিস শোকবিহ্বলা হন ও পরে মন্তৃতন্ত্র ও  
তপস্তার দ্বারা নিজের প্রিয় সচচরকে পুনর্জীবিত করেন। ঈজিপ্টের লোকেরা ছিল  
শিল্পদেবতাঃ। অসিরিস মরিয়া গেলে ইসিস শিল্পধ্বজ হইয়াছিলেন। এষ্ট কাহিনী  
শিত্ততন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষে উদ্ভিতা গেহু; এখানে মরিলেন স্ত্রী, শোকাক্ত হইলেন  
স্বামী এবং স্ত্রীকে পাইবার জন্য শিব তপস্তা করিঃ মীনধ্বজকে ধ্বংস করিলেন। কিন্তু  
লিঙ্গ হইয়া রহিল শিবেরই স্বরূপ। ইসিস-অসিরিসের পূজা অত্যন্ত চর্চীতিপূর্ণ; শিবশক্তি-  
পূজাও তদ্রূপ। ইসিস অসিরিসের লিঙ্গ ছেদন করিয়া লইয়াছিলেন; অসিরিস

পুনর্জীবিত হইলে নপুংসক হইয়া ছিলেন; এইজন্য পৰবর্তীকালে দেবীপূজক পুরোহিত-দিগকেও নপুংসক করা হইত। এর দ্বারা এই বোঝানো হইত যে দেব-দেবী স্বামী-স্ত্রী হইলেও তাঁহাদের সম্পর্ক কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক। আমাদের দেশেও সেইজন্য শিব কামারি ও উর্দ্ধলিঙ্গ। যিতুমাতা মেরীও গর্ভবতী হন God the Holy Ghost এর আধ্যাত্মিক মিলনে—Immaculate conception। ইসিস ও ইশ্‌তর নীলবর্ণা; আমাদের কালীও নীলবর্ণা। ঈজিপ্টে অসিরিস বৃষমূর্ত্তি, বেদে রুদ্র বৃষমূর্ত্তি, পরে শিব বৃষবাহন। ব্যাকাসপুঞ্জার অঙ্গ ছিল লিঙ্গ, শিবপূজা ক্রমে লিঙ্গপূজাতেই পর্যাবসিত হয়। ঈজিপ্টে মৃতদেহ মমি করার প্রথা হইতে তাহাদের দেশেও ভূতের ভয় প্রবল হয়; শিব ভূতনাথ ও শ্মশানচারী বলিয়া আমাদের দেশেও পরিচিত।

মহাভারতে শিব পার্বতীকে নিজের শ্মশানপ্রায়তার কারণ বলিয়াছেন—

তত্র চৈব রম্যীমে ভূতসঙ্গা শুচিস্মিতে।

ন চ ভূতপণ্যেব দেবী বিনাশং বশ্মম উৎসহে ॥

—অমৃতাশন পর্ব, ১৪১ অধ্যায়।

শ্মশানে ভূতেরা বিচরণ করে, আমি ভূতদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, তাই শ্মশান আমার প্রিয়।

শিব কালাস্তক, সংহাবকণ্ঠা; সেইজন্য তিনি শ্মশানবাসী; এজন্য চিতাভস্ম তাঁর ভূষণ (শিবপুরাণ, ৩০ অধ্যায়)। মহাদেব মদনভস্ম করিয়া সেই ভস্ম অঙ্গে লেপন করেন—

কামদেবস্ত ভস্মানি লিঙ্গেপাঙ্গে মহেশ্বরে:।—

বৃহদ্রথপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ২৩৪৩।

মহাদেবোঃপি তদভস্ম মনোভব শরীরজম।

আধার সর্গপাত্রেণ ভূতিলেপঃ তবাকরোং ॥

—কালিকাপুরাণ, ৪২।১৮।

সতী যোগেব অগ্নিতে দেহ ভস্মসাৎ করিলে শিব প্রেমভরে তাঁর ভস্ম ও অগ্নি ধারণ করিয়াছিলেন—

বিকৃতগাত্রঃ স বিদুঃ সতীসংকারভস্মনা।

ধন্তে তস্তা অহিন্দাঃ প্রেমভারেণ ভস্ম চ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ঐক্ককরমধ্যখণ্ড, ১৬ অধ্যায়।

এক ব্রাহ্মণ তপস্তা করিয়া শরীর হইতে শাকরস নির্গত করিবার শাক লাভ করেন ও গর্জিত হইয়া উঠেন। শিব তাঁর গর্জ খর্ব্ব করিবার জন্য স্বীয় অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দেখান রক্তের পরিবর্তে তাঁর দেহ চটতে ক্ষার নির্গত হইতেছে। তদবধি বিকৃত শিবের ভূষণ।—শিবপুরাণ।



লিঙ্গপুরাণ (১৭ অধ্যায়) শিবকে বলিতেছেন—“তুমি রুদ্ররূপী অগ্নি; এবং সেইজন্য তোমার দেহ ভস্মলিপ্ত।” বেদের রুদ্ররূপী অগ্নি যে শিব হইয়াছেন তার চিহ্ন আছে তাঁর ভস্মলেপনে ও নীললোহিত নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নামে ও গুণে।

নীলকণ্ঠ রজতগিরিনিভ শিব আবার খানিকটা তুষারধবল হিমালয়ের দেবত্ব আশ্রয় করিয়াছেন; হিমালয়পর্বতের শুভ্র পিরামিট্ দেহের কণ্ঠসামুতে নীলমেঘ সঞ্চরণ করে, তাহা হইতে ত্রিশূলের জ্বালা বিদ্যায় ক্ষুরিত হয়—দেখিয়া কবিকল্পনায় নীলকণ্ঠ শূলপাণি শিব আবির্ভূত হইয়াছিলেন; শিবের বাসভূমি হিমালয়, শ্বশুরালয় হিমালয়, স্বয়ং শ্বশুর হিমালয়, গৃহিণী পার্বতী, পুত্র শুভ, তাঁর জটাজালে গঙ্গা—এ একেবারে হিমালয়ের রূপক বলিয়াই অনুমান হয়।

গঙ্গা ও উমা দুজনেই হিমালয়-চুহিতা। দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়-মহিষী মেনকার গর্ভে গঙ্গা ও উমা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিব উভয়কেই বিবাহ করিয়া গঙ্গাকে মন্তকে ও পার্বতীকে বামাদ্বে ধারণ করেন (বৃহদ্রুপপুরাণ)। এই আধ্যাত্মিক পরবর্তী কালে ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে পরিবর্তিত হইয়া যায়। কেউ বলেন ভগীরথের স্তবে এবং কেউ বলেন স্বয়ং শিবেরই হরিগুণগানে দ্রব বিষ্ণুর পদসমুত্তা গঙ্গা বিগলিত হইয়া পড়িলে বিষ্ণুভক্ত শিব সেই বিষ্ণুচরণামৃত বিষ্ণুপাদোদক মন্তকে ধারণ করেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)। ইহার মধ্যেও একটু প্রাকৃতিক রূপক আছে; বেদে দেখা যায় বিষ্ণু মানে সূর্য—বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, তিনি ত্রিপাদক্ষেপে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় ত্রিলোককে অতিক্রম করেন; সেই বিষ্ণু বা সূর্য দ্বারা হিমালয়ের তুষার বিগলিত হওয়াতে গঙ্গার উৎপত্তি ও হিমালয় হইতে গঙ্গার অবতরণ।

গঙ্গাকে মন্তকে ও পার্বতীকে বামাদ্বে ধারণের মধ্যেও প্রাকৃতিক রূপকের আভাস পাওয়া যায়। পার্বতী আগে কালী ছিলেন, পরে গৌরী হন; হিমালয়ের অঙ্গে কালো মেঘ সংলগ্ন হইয়া শুভ্র তুষারে পরিণত হওয়ার ছবি হইতে অর্দ্ধনারীধর রূপ কল্পনা করা হইয়াছিল।

লিঙ্গপুরাণে ও কালিকাপুরাণে অর্দ্ধনারীধর-মূর্ত্তি ধারণের যে আধ্যাত্মিক আছে তাহা জীপুত্রের আসক্তির রূপক মাত্র। কালিকাপুরাণে অপর একটি উপাখ্যান আছে।—একদিন হুন্দরী অপ্সরারা শিবপার্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কৈলাসে আসে; সেইসব হরহুন্দরীদের সম্মুখে শিব ভিন্নাঙ্গনজামলা পত্নীকে বারবার কালী কালী বলিয়া সম্বোধন করিতে কালী অপমান বোধ করিয়া কুপিতা হন। কালী মনের খেদে তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন ও ব্রহ্মার বরে গৌরী হইলেন। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পার্বতী ফটক-গোর শিবের বিশাল মুকুরবৎ বক্ষে নিঃসর গৌরীমূর্ত্তির ছায়া দেখিয়া নিঃশব্দে চিনিতে পারেন নাই, মনে করেন—অপর নারী শিবের হৃদয়ে রহিয়াছে; এতে গৌরী কুড়া হইয়া

খণ্ডিতা হন। খণ্ডিতা গৌরীকে সতত স্বামী-পাহারা দিবার স্বযোগ দিবার জন্য শিব মহর্দাভাগ ছাড়িয়া দিয়া শাস্ত করেন।

পার্বতীর এই কালী রূপ হঠাৎ গৌরী হওয়ার উপাখ্যানের মধ্যে অন-আর্য্য কৃষ্ণকায় লোকের কৃষ্ণকায় দেবতার গৌর আধ্যাত্মিক গৌরবর্ণ দেবতার পরিবর্তিত হওয়ার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। কালী যখন প্রথম আবির্ভূত হন তখন তিনি ছিলেন বদ্যবাসিনী—অনার্য্য দেশের দেবতা; পরে তাঁকে হিমালয়-গ্রহিতা দক্ষ-গ্রহিতা করা হয়।

কৃষ্ণপূরণ বলেন—সৃষ্টিকর্ষের জন্য তপস্তারত ব্রহ্মার মুখ হঠাৎ কদ একেবারে অর্দ্ধনারীশ্বর ( Hermaphrodite ) মূর্তিতে আবির্ভূত হন এবং পরে বিভক্ত হইয়া শিব ও শক্তি রূপ ধারণ করেন। এই আধ্যাত্মিকার মধ্যে ভারতবর্ষভাগের "আদি দেব-কল্পনার আভাস পাওয়া যায়। ইজিপ্ট্ ব্যাবিলন সীরিয়া তিব্বত প্রভৃতি মাতৃত্বের দেশের পুরাণ বলে—আদিতে এক দেবী ছিলেন; তিনি সৃষ্টিকার্য্য প্রবৃত্ত হইয়া আপনাতে আপনি পুত্র উৎপাদন করেন এবং সেই পুত্র তাঁর সহচর পতি হয়। মাতৃত্বের আধ্যাত্মিক পুরুষত্বের পরিবর্তিত হইয়া শিবের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছে।

এইরূপ যুক্ত-রূপ কল্পনার কারণ পরবর্তী কালে দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া পুরুষ-প্রকৃতির অভেদত্ব-প্রতিপাদক বলা হইয়াছে। এর মধ্যে বিভিন্ন বিবদমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আপোষ রফার চেষ্টারও ইতিহাস পাওয়া যায়। [ শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের আপোষের ফল হবগৌরী-মূর্তি; শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মিলনের ফল হরিহর-মূর্তি ( বিষ্ণুপূরণ ও স্বল্পপূরণ ); এবং বৈষ্ণব ও শাক্তের মত-সম্বন্ধের ফল কৃষ্ণকালী-রূপের পরিকল্পনা ( বাধাতন্ত্র ) । ] প্রাচীন ইজিপ্ট্ ব্যাবিলন সীরিয়া প্রভৃতি দেশে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব সমাজব্যবস্থা পাশাপাশি দেখা যাইত; মাতৃত্বের লোকেরা ছিল চন্দ্র-উপাসক; এবং পিতৃত্বের লোকেরা ছিল সূর্য্য-উপাসক। এই দুই সমাজের মিলনে যখন উভয়ের উপাসনাপদ্ধতিও সম্মিলিত হয়, তখন মাতাপিতার একত্র মিলন কল্পনার ফল এইরূপ যুক্ত বা যুগল মূর্তি; সূর্য্যরূপ শিবের ললাটে চন্দ্র স্থাপন, শকদের ভারতে আসিয়া সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় হওয়া প্রভৃতির মধ্যেও এই সূর্য্যচন্দ্র-উপাসনার আভাস পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিরোধিতার সময় মহাদেবকেই যখন বুদ্ধদেবের সকল গুণে ভূষিত করা হইতেছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের উপর শৈবধর্ম্মের বিজয়ক্ষমতা জুলিয়া মহাদেবকে বৃষক্ষণ করা হয়। এই বৃষ আসলে হইতেছে ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম বৌদ্ধদের আদিত্য, ত্রিহস্তের মধ্যমণি। আমরা দেখিয়াছি ঋগ্বেদে স্বয়ং ব্রহ্মকেই বৃষত বলা হইয়াছে; গজস্বত্র ব্রহ্মত্যাগের জন্য শূলগব যজ্ঞ করা হইত; তখনো বৃষ মহাদেবের বাচন হয় নাট। বৃষবাহন মহাদেবের সাক্ষাৎ পাঠ প্রথম মহাভারতে। ব্রহ্মা দেবধেয় স্বরভী স্বর

করেন; সুরভীর বৎস হৃদ পান করিয়া ফুৎকার দেওয়াতে তার মুখোৎসৃষ্ট ফেন গিয়া শিবের গায়ে লাগে; শিব ক্রুদ্ধ হইয়া গাভীদের দক্ষ করিতে উদ্ধত হন; ষাণ্ডতোষ শিব ব্রহ্মার বিনয়ে নিবৃত্ত হন। শিবরোধের একটু যে আঁচ গাভীর গায়ে লাগে তাতেই তার শুভ্র বর্ণ কর্কর হইয়া যায় এবং সেই অবধি গাভীগণ নানা বর্ণের হয়। তখন ব্রহ্মা শিবকে তুষ্ট করিবার জন্ত সুরভীর বৎস বৃষকে শিবের বাহন করিয়া দেন—

বৃষকেনং ধ্বজার্থং মে দদৌ বাহনমেব চ।

—মহাভারত, অমুশাসনপর্ক, ১৪১ অধ্যায়।

এখন পর্য্যন্ত এ বৃষ সামান্য বৃষ মাত্র। তার পর পুরাণে দেখি ধর্ম্ম বৃষরূপী, শিবের বাহন।—

ধর্ম্মস্ ভৃং বৃষরূপেণ জগদানন্দকারকঃ

অষ্টমুর্তের অধিষ্ঠানম্, অতঃ শান্তিঃ প্রযচ্ছ মে

ধর্ম্মোহয়ং বৃষরূপেণ নন্দী নাম গণাধিপঃ

—মৎস্তুপুরাণ, ২৫ অধ্যায়।

নন্দীর বৃষরূপ ধারণ সম্বন্ধে বৃহদ্রত্নপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে। দক্ষ শিববিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাঁর কন্যা দুর্গা শিবের রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁর অমুবাগিনী হন। শিব ইহা জানিতে পারিয়া রুদ্ধের ছদ্মবেশে দুর্গার অন্তঃপুরে অভিসারে আসেন। নন্দী ছিলেন দক্ষালয়ের প্রহরী; তিনি মহাদেবকে চিনিতে পারেন, এবং নিজে বৃষ-রূপ ধারণ করিয়া শিব-দুর্গার পলায়নের বাহন হন। বৃহদ্রত্নপুরাণেই আবার আর একটি উপাখ্যান আছে—মহাদেব রুদ্ধবেশে দুর্গার অন্তঃপুরে অভিসারে আসিলে দুর্গার এক সখী নীলকুস্তলা ছদ্মবেশী শিবকে চিনিতে পারেন। তাঁর কথার অপ্রত্যয় করিয়া অপর সখী রত্নমুখী বাঙ্গ করিয়া বলেন—

বৃষবৃক্ষে মহামুর্খে বদ মা নীলকুস্তলে।

বৃষকঃ যাহি, যেনায়ং বৃষাক্রোড়ো ব্রজেৎ পথি ॥

‘ওগো বৃষবৃক্ষ নীলকুস্তলা, তুমি বৃষ হও, বৃড়োটা তাহা হইলে ষাঁড়ে চড়িয়া পথে পথে বেড়াইতে পারিবে।’ এই কথার উত্তরে নীলকুস্তলা বলেন—

এবম্ অন্তঃপুরং ভাগ্যৈঃ শিব-বাহনতাম্ অগাম্

শিবঃ শিবাক সততং ব্রহ্মামোষ যথেক্ষমা।

ইত্যাঙ্ক। সা বৃষো ভূতা। তাং সমাকরহে শিবঃ।—

বৃহদ্রত্নপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৪।২৫—১০

জামার ভেতন সৌভাগ্য হোক যে আমি শিবের বাহন হইয়া সতত শিব ও শিবাকে দেখিতে পাই।—এই বলিতেই নীলকুন্ডলা বুধ হইলেন ও শিব তার উপর চড়িয়া বসিলেন।'

বৃহদ্ধৰ্মপুরাণেই আবার এই শিববাহন বৃষকে চতুশ্চাদ ধৰ্ম বলা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে শিবসময় নামে এক পুরাণ আছে। তাতেও আছে যে ধৰ্ম আসিয়া বৃষরূপে শিবের বাহন হন।—এক সময় লিঙ্গরূপী শিব সপ্তর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলে অরুন্ধতী ছাড়া আর ছয় ঋষিগণীদের চিত্তচাকলা ঘটে (তুলনীয় মহাভারতে অগ্নির উপাখ্যান ও লিঙ্গপুরাণে শিবোপাখ্যান)। তাহা দেখিয়া ঋষিরা শিবকে বিনাশ করিবার জন্য এক বাঘ লেলাটয়া দেন; শিব বাঘকে মারিয়া তার চর্ম ছাড়াইয়া পরিধান করিলেন। ঋষিরা এক মন্ত্রপুত শূল চালনা করিলে শিব তাহা নিজের আয়ুধ করিয়া শূলপাণি হইলেন। ঋষিদিগের দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইহা দেখিয়া ভীত ধৰ্ম বৃষরূপ ধরিয়া শিবের কাছে তাঁর বাহন হইতে প্রার্থনা করিলেন; শিব ধর্মের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া হইলেন বৃষভবাহন।

শিবের ত্রিশূল ইত্যাদি অস্ত্র ধারণের উপাখ্যান আবার অজবিসম্বাদ পাওয়া যায়।—

দেবকাব্যার্থসিদ্ধার্থঃ পিনাকং মে করে স্থিতম্।

মহাভারত, অদ্রুশাসনপর্ব, ১৪১ অধ্যায়।

দুর্গোর প্রচণ্ড তেজ ছিল; দুর্গোর দ্বী সংজ্ঞা সেই তেজ সত্ত্ব করিতে পারিতেন না; দুর্গোর শস্ত্রের বিধকন্দা জামাতার তেজ পানিকটা তক্ষণগত্রে শান্ত করিয়া দেন; দুর্গোর সেই শান্তিত তেজ হইতে শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর স্তনদশন চক্র ও ইন্দ্রের বজ্র নির্মিত হয় (মন্ত্র-পুরাণ, ১১ অধ্যায়)।

শিবসময়-পুরাণের উপাখ্যান হইতে আমরা এই জানিতে পারি যে ঋষিরা প্রথমে শিবাবিনোদী ছিলেন, যেমন দক্ষও ছিলেন। পরে শিব আর্গ্যসমাজের দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হন। শিব যে খাঁটি বৈদিক আর্গ্যসমাজের দেবতা নন তার প্রমাণ এইরূপ পদে পদে পাওয়া যায়। মহাভারতে অর্জুন শিবকে কিরাত-বেশে দেখিয়াছিলেন; শিবপুরাণে শিব ভিন্নরূপে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন; লিঙ্গপুরাণে শিব লিঙ্গরূপী ও পত্নপতি; শিবপুরাণে ব্যাধবেশী শিব ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত, কারণ শিবকে দেখিয়া ঋষিগণীদের চিত্তচাকলা ঘটয়াছিল; শিববাঁহ-ব্রত প্রচলিত হয় ব্যাধের দ্বারা; বৈদিক দেবতাদের পূজায় শূন্যের অধিকার নাই, কিন্তু শিব-পূজায় আচণ্ডাল সকলেরই অধিকার—শিব ত্রাতাদেরই দেবতা। বৃক্ষপুরাণ বলেন—কিরাতের শিবপূজাপদ্ধতিট অজ্ঞিত। বরাহপুরাণে মহাদেব দ্যুতক্রীড়ায় কোপীন পর্যাঙ্ক চারিরা পার্শ্বভীর বিক্রমে বনে যান ও সেখানে পার্শ্বভী শবরীর বেশে শিবকে প্রসূক্ত করেন,—বাংলা শিবায়ন প্রভৃতিতেও

শিবের কুঁচুনির প্রতি টান দেখা যায়। ঈশানসংহিতা বলেন—শিব “আচণ্ডালমল্লয়ানাং  
ভুক্তিযুক্তিপ্রদায়কঃ” (নাগরখণ্ড)। স্বল্পপুরাণে স্বয়ং শিব বলিতেছেন—

শুভ্রঃ কৰ্ম্মাণি যো নিত্যং যীমানি কুরুতে শ্রিয়ে,  
তত্ত্বাহম্ অৰ্চ্যঃ গৃহামি চন্দ্রখণ্ডবিভূষিতে ॥

শিব অনু-আর্য্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের পরিকল্পিত দেবতা ও ভারতের বাহির হইতে  
আগন্তুক দেবতার সংমিশ্রণ বলিয়া আর্য্যেরা শিবের পূজা নিষেধ করিবার যথেষ্ট  
চেষ্টা করে—বেদে লিম্বোপাসকদিগকে শিল্পদেবতা বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।

অগ্রাণ্যং শিবনিম্মালাং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ॥

—তিথিতত্ত্বে বহুচণ্ডীপরিশিষ্ট-বচন।

সকৃৎ এব হি যোঃস্মাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ ।

নিম্মালাং শঙ্করাধীনং স চাণ্ডালো ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥

কলকেটাসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা ॥

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৭৮ অধ্যায়।

শুদাদীনাম্ভ রুদ্রাঙ্কো অৰ্চনীয়া প্রযত্নতঃ ॥

যত্র রুদ্রার্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষণি ।

তদ্ অত্রকণ্যাবিষয়ম্ এবম্ আই প্রোজাপতিঃ ॥

রুদ্রার্চনং ত্রিপুণ্ড্র পুরাণেষু চ গীয়তে ।

কত্র বিদুঃ শূদ্রজাতীনাম্ভ নেতরেনাম্ভ উদ্রচ্যতে ॥

বশিষ্ঠ-স্মৃতি।

• রুদ্রার্চনং ত্রিপুণ্ড্রং ধারণং যত্র দৃশ্যতে ।

তচ্ছ্রদ্ধায়াং বাধঃ প্রোক্তো, ন বিজানান্ভ কদাচন ॥

—বৃদ্ধহারিত-সংহিতা।

স্বয়ম্ অন্নং ফলং হোমঃ শিবস্ত ন স্পৃশ্যেৎ কচিৎ ।

ন নরেষু ছিবনিম্মালাং কূপে সৰ্ব্বং বিনিম্বিপেৎ ॥

—পদ্মপুরাণ।

দ্রুণভং তব নিম্মালাং ব্রহ্মারীনাম্ভ কুপানিধে ।

তৎ কথং পরমেশান নিম্মালাং তব দূষিতম্ ॥

—লিম্বার্চন-তত্ত্ব।

শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য লইয়া বিরোধের বহু উপাখ্যান রামায়ণ (১।৭৫), বিষ্ণুপুরাণ,  
হরিবংশ (১৮৩-১৮৪), ভাগবত (১০।৬৪), ইত্যাদিতে আছে। ওয়েবার মুইর  
প্রভৃতি পণ্ডিতেরা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকে শৈব-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু  
মহাভারতের যুগেই শৈব ধর্ম ভারতের সর্বত্র প্রাতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শিব মগ-ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন; তারা আবার নাগপূজক ছিল; তাই দেবতাকে একত্র করিয়া তারা ফণীভূষণ শিব পরিকল্পনা করে। জৈন তীর্থঙ্করদিগের মূর্তি ফণীভূষণ দিগম্বর করিয়া গঠিত হইত; তার মানে তাঁরা হিংসা ও হিংস্রতাকে বশ করিয়াছেন, এবং তাঁরা লৌকিক প্রথা লঙ্কার বশবর্তী ও বিষয়াসক্ত নহেন। জৈন ধর্মের প্রতিকূলে শৈব ধর্ম যখন উদ্ভূত হইল, তখন দিগম্বর জৈন তীর্থঙ্কর ফণীভূষণ দিগম্বর শিব হইয়া পূজা পাঠিতে লাগিলেন।

লিঙ্গপূজা শিবপূজার বহু পূর্ব হইতে বহু দেশে অস্তিত্ব হইত—ঈজিপ্টে, ব্যাবিলনে, মারিয়াতে, গ্রীসে, রোমে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। এই-সমস্ত লোক শিল্পদেবতা বলিয়া আর্ঘ্য-সমাজে ঘৃণিত ছিল; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রাবল্য হওয়াতে এই পূজা-পদ্ধতিকে শৈব ধর্মের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হয়। এইজন্ম শিবশক্তি-পূজার মধ্যে বহুবিধ অন্তরীল জঘন্ত দুর্নীতিপূর্ণ অমুঠান স্থান পাইয়াছে। গোড় জাতির এক বীরপুরুষের নাম ছিল লিঙ্গো; তারা লিঙ্গোকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত; পরে এই লিঙ্গো শিবলিঙ্গের সঙ্গে এক হইয়া যায়। এইরূপে অনাৰ্য্য অস্বাক্ত ভারতবাসী যত সমাজের যত দেবতা যখন যখন প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন, তখন তখন তাঁহাদের সকলকেই এই শিবস্বরূপে নিমজ্জিত করা হইয়াছে।

শিবের মহিমা এইরূপে যখন বহু দেশ-বিদেশের দেবতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছিল, তখন শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল কাশী। এই কাশীতে বৃদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার করেন; স্তূতবাং বৌদ্ধ ধর্মকে শৈবধর্মে নিমজ্জিত করিয়া বৃদ্ধকে শিবস্বরূপ করিয়া তুলিতে শৈবদের বেগ পাইতে হয় নাই। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অনাৰ্য্য বৌদ্ধ দেবতার সংমিশ্রণে প্রস্তুত শিবকে যেমন স্বীকার করিতে চাহেন নাই, শিবের পুরী কাশীকেও তেমনি তীর্থ বলিয়া প্রথমে স্বীকার করেন নাই। এইজন্ম বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রতি-নিধি বেদ-বাস্য ব্যাসকাশী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেন; কিন্তু বেদবাস্যের চেষ্টা বিফল হয়। ক্রমে কাশীমাহাত্ম্য প্রবল হইয়া এমন বিশ্বাস প্রচারিত হইল যে সেখানে মরিলেই লোক শিব হয় ও কাশী পৃথিবীবহির্ভূত স্থান। কাশী যে ভুলোকে সংলগ্ন নয় তাহা সকল পুরাণেই আছে—

“ভুলোকে নৈব সংলগ্নম্, অন্তরীক্ষে মহালগ্নম্।”

—মৎস্কপু্রাণ, ১৮২ অধ্যায়।

“সপাদবোজনঃ তত্ত্ব দেশঃ পৃথিবীহিত্তম্।”

—বৃহদ্রত্নপু্রাণ, মধ্য, ২২:২৩।

কুর্মপুরাণ ( ৩০ অধ্যায় ), কালিকাপুরাণ ( ৫০ অধ্যায় ) প্রভৃতিতেও আছে। কাশী যদি ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত নয়, তবে আছে কোথায় ?

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাকী অবন্তিকা ।  
 পুরী ধারাবতী চৈব সশ্বেতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥  
 এতাসু তু পৃথিবীমধ্যে ন পণ্যস্তে কদাচন ॥  
 পুরী ধারাবতী বিকোঃ পাকজস্তোপরিস্থিতা ।  
 শ্রীরাম-ধমুর্-অগ্রহা অযোধ্যা সা মহাপুরী ॥  
 মথুরা কেশবোৎসৃষ্টে-হৃদর্শন-বিধারিতা ।  
 মায়া চ শিবলিঙ্গস্ত ব্রহ্মবিষ্মুনির্দেশিতা ॥  
 কাশী শিব-ত্রিশূলহা কাকো হরিহরায়কঃ ॥

—বৃহৎকুর্মপুরাণ, মধ্য, ২৪ । এবং ভূতশুদ্ধিতত্ত্ব ।

এই কাশী অনাদি ও অনন্তকাল স্থায়ী ; বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেও কাশী শিবের শ্রীচরণে ছিল—

ন যদা ভূমিবলয়ঃ ন যদাপাঃ সমুদ্ভবঃ ।  
 তদা বিহস্তুম্ ঈশেন ক্ষেত্রম্ এতৎ বিনির্দ্ভিতম্ ॥  
 পরমানন্দরূপাভ্যাং পরমানন্দরূপিণি ।  
 পাকক্রোশ-পরীমাণে স্বপাদতলনিস্থিতে ॥

—কাশীখণ্ড ।

এবং বিশ্ব যখন প্রলয়পয়োধিজলে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে তখন শিব তাঁর পুরাকৈ ত্রিশূলের ডগায় ক্রমশঃ উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিবেন—

যথা যথা হি বদ্ধেত জলম্ একাণ্ববস্ত চ ।  
 তথা তথোন্নয়েদ্ ঈশস্ তৎ ক্ষেত্রং প্রলয়াদপি ॥  
 ক্ষেত্রম্ এতৎ ত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্ তিষ্ঠতি বিশ্ব ॥

—অম্বপুত্রাণ, কাশীখণ্ড, ২২ অধ্যায় ।

দৈনন্দিনে০থ প্রলয়ে ত্রিশূলকোটো সমুৎক্ষিপ্য পুরীঃ হরঃ স্বাম্ ।  
 বিভর্ত্তি সংবর্ধ মহাহিভূষণস্ । ততো হি কাশী কলিকাল-বর্জিতা ॥

—অম্বপুত্রাণ, কাশীখণ্ড, ৩০।১১০ ।

ব্রহ্মণোহপি দিনে বিশ্বঃ বিনশতি স্মৃতিশ্চিন্তিতম্ ।  
 তদা শিব-ত্রিশূলে ন দধতি চ সুনীষরাঃ ॥

—শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৪২।৪৪-৪৫ ।

শিবের সঙ্গে পাঁচ সংখ্যার একটা ঘনিষ্ঠবোধ দেখা যায়—তাঁর পাঁচ মুখ, কাশী পাকক্রোশী, তিনি ভূতনাথ, এবং ভূত-পক্ষ—এই পক্ষভূত তাঁর অষ্টমুখের পক্ষমুখি । তাঁর পক্ষমুখ পক্ষবিজ্ঞারও চিহ্ন—ধনুবিজ্ঞা, গরুড়বিজ্ঞা ( সঙ্গীত ), যোগ, আয়ুর্কেন্দ্র, পদ্মবিজ্ঞা । শিব যে ধনুর্দ্ধর তাহা আমরা বৈদিক রুদ্রের আমল হইতে হিমালয়ের উপর বিদ্যাময়রূপ

বা রামধনু বিকাশের রূপকের মধ্যে দেখিতে পাই। বেদে বৃহস্পতি ছিলেন সঙ্গীতকারী গণের গণপতি; সেই গণপতিত্ব পরে গণেশ ও শিব আয়ুসাৎ করেন; শিবের আদি বীজ রুদ্র ও মরুৎ দুজনেই রোদন করিতেন; সেই রোদন পরে গান হইয়া উঠিল। তাই প্রবাদ হইল—“প্রভুণা শব্দরেণাত্ গীতবাত্তং প্রকাশিতম্”—সঙ্গীতদামোদরঃ। শিব যোগী বুদ্ধদেবকে আয়ুসাৎ করিয়া যোগশাস্ত্রের প্রবর্তক। শিব আগে জ্বর ও অজ্ঞান পীড়া জন্মাইবার ভূতনাথ ছিলেন; যে পীড়ক তারই শরণাগত হইয়া তাঁকে চিকিৎসকও করা হইয়াছিল; শিব আয়ুর্কেন্দ্রের প্রবর্তক সেইজন্ত। শিব পশুপতি; স্তূতবাং পশুবিজ্ঞা তাঁরই জ্ঞানিবার কথা। বিশেষত তিনি অশ্বচিকিৎসক, কারণ পারশ্ব ও ব্যাবিলন হইতে ভারতে অশ্ব প্রথম আনীত হয় এবং শিবও ব্যাবিলনের ও পারস্যের মগ ব্রাহ্মণদের দেবতা হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন, স্তূতবাং অশ্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে—তাঁরা উভয়ে একদেশী।

ডাক্তার ইউজেন বুব্রুফ বলেন যে ৬০০ খৃষ্টপূর্বের ও ভারতে শিবপূজা প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক ভাষায় রচিত পেরিপ্লাস নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে ভারতের দাক্ষিণাত্যে শিবপূজা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। মেগাস্থেনিস ( ৩০২ খৃষ্টাব্দে ) দেখিয়া গিয়াছিলেন যে বৈদিক রুদ্র ও শাকদ্বীপী মগদের দেবতা শিব মিলিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। চীনপরিব্রাজকেরাও শৈবধর্মের অভ্যাস দেখিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের সময় ( ১৫০ খৃষ্টপূর্ব ) হইতে শিবের বিগ্রহ মানবাকৃতি করিয়া গঠিত হইত প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরী দশকুমারচরিত প্রভৃতি পুস্তকেও শিবমূর্তি মানবাকৃতি। চর্যাপ্তঃ কাশীতে এক বিরাট মানবাকৃতি শিবমূর্তি দেখিয়াছিলেন ( ৬ষ্ঠ শতাব্দী )। বরাহমিহিরের সময় ( ৬ষ্ঠ শতাব্দী ) পর্যন্ত শিবের সাকার উপাসনা প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতে অনাগ্য লিঙ্গ-দেবতা শিবের বিগ্রহরূপে পূজিত হইতে আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল।

শিব-ঠাকুরকে যেমন বহু দেবতার সহিত ধন্দ্ব করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, তাঁর ভক্তদেরও সেইরূপ বহু বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবোধ ঘটিয়াছে। অশোক প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। শৈব-বৌদ্ধদের দ্বারা শিবলিঙ্গ বৌদ্ধস্তুপে পরিণত হয়। সেই সুদূর কাল হইতে বহু শৈব রাজা—হয় বৌদ্ধ, নয় জৈন, নয় জোরোস্ট্রীয় ধর্মাবলম্বী-দিগকে অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া শৈবধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। কুষণ-রাজ কাড্‌ফাইসেস দ্বিতীয় ( ৮৫ খৃষ্টাব্দ ) ভক্ত শৈব ছিলেন; চর্চবর্দ্ধন ( ৬০৬-৬৪৮ ) মূলতানে জোরোস্ট্রীয়দের হত্যা করিয়া শৈবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন; দাক্ষিণাত্যে কল্যাণ-রাজ্যের ( আধুনিক নিজাম রাজ্য ) বিজয়ল রাজার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসব বেদবিরাগী



ও ব্রাহ্মণবিরোধী বীরশৈব বা লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন ( ১১৬৭ খৃষ্টাব্দ ) । এইরূপে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সর্বত্র, গান্ধার, বেলুচিস্থানের হিন্দলাজ, বলিষ্টপ, কাশোজ ( কাশোডিয়া ), চম্পা, আনাম, শ্রাম, চীন প্রভৃতি স্থানে শৈব তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় । শৈবধর্মের প্রভাব সাহিত্যেও সুপরিষ্কৃত—শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের কাব্য নাটক, প্রভৃতি বহু গ্রন্থে শিবের মহিমা পরিকল্পিত ।

ভারতে প্রাচীনতম দেবমন্দির যা বর্তমান আছে তা শিবমন্দির ; এই মন্দির প্রাচীন অহিচ্ছত্র বা বর্তমান বেরেলি জেলার রামনগরে আছে ; নির্মাণকাল ভিন্সেন্ট স্মিথের অনুমানে প্রথম শতাব্দী খৃষ্টপূর্ব বা খৃষ্টপূর্ব । এই মন্দিরের গায়ের ইট ও টালিতে শিবের উপাখ্যানাবলীর পুতুল তোলা আছে ( A History of Fine Art in India and Ceylon—Vinecent Smith ) । অনেকে অনুমান করেন শিবমন্দিরগুলি বৌদ্ধ বিহার চেতা ও স্তূপের রূপান্তর বা প্রতিক্রম ( The Folk-Element in Hindu Culture—Benoykumar Sarkar ) ।

বুদ্ধদেবের জন্মের বহুপূর্ব হইতেই গোড়ে বঙ্গ শৈব কোমার ও জৈন ধর্ম প্রবর্তিত ছিল । অশোকের প্রভাবে দেশ বৌদ্ধ হয় । পরে গুপ্ত রাজাদের প্রভাবে বঙ্গদেশ পুনরায় শৈব হয় । সেই সময় বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্করদের আত্মসাৎ করিয়া শিব আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয় উদাসীন যোগী দেবতা হইয়া পড়িলেন । তখন বঙ্গদেশের এমন এক দেবতার আবশ্যক হইল যিনি উত্তমপূর্ণ, যিনি শরণাগতবৎসল ও আর্তিজ্ঞানে সক্ষম, শক্তিসম্পন্ন । সেই দেবতা আবির্ভূত হইলেন চণ্ডী—তিনিও বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মকে আত্মসাৎ করিয়াই অবতীর্ণ হইলেন ; তিনি একদিকে হইলেন শিবের পত্নী, অপর দিকে বৌদ্ধশক্তি বাঙালী ও বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যমি ধর্ম, অথচ তিনি পৌরাণিক শক্তির স্থায় উত্তমশীলা ; তিনি নিতান্ত নিরীহ দেবতা হইলেন না—তাহা তাঁহার চণ্ডী নাম হইতেও বুঝিতে পারা যায় ।

[ এই শব্দ রচনায় আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তি পুস্তক ও শব্দ হইতে সাহায্য পাইয়াছি—ঐযুক্ত অম্বল্যচরণ বিদ্যাবূষণ ; ঐবিজয়চন্দ্র মজুমদার—“শিবপূজা” ( বঙ্গদর্শন ১৩০২ ), ঠাকুরপুজার ইতিহাস ( প্রবাসী ১৩১২ ) ; ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ; Encyclopaedia of Religion and Ethics ; Religious Socts of the Hindus—H. J. Wilson ; Elements of Hindu Iconography—T. Gopinatha Rao ; L' Iconographie Bouddhique—A. Foucher ; Archaeological Survey of Mayurbhanj—N. N. Basu ; The Folk-Element in Hindu Culture—B. K. Sarkar ; Vaisnavism, Saivnism and Saktaism—R. G. Bhagdarkar ; A History of Fine Art in India and Ceylon—Vinecent A. Smith ; The Syrian Goddess—Herbert A. Strong ; Indo-Aryan Races—Ramaprasad Chanda ; Mui 's Sanskrit Texts ; The Quarterly Journal of the Mythic Society, April 1920 ; Vedic Mythology—A. A. Macdonnel ; History of Mythology etc.—Dowson ; Vedic Magazine, 1920 ; বঙ্গকথা—রামেন্দ্রচন্দ্র

ত্রিবেদী; পুরাণ: শ্রীঅম্বাচরণ বিজ্ঞানভূষণের জাবিড় ও বাঙ্গালী প্রবন্ধ, প্রবালী, মাস ১৩২৮, ৪৫৮-৪৫৯ পৃষ্ঠা; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'মহাদেব' প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৮, ৩য় সংখ্যা; Dr. S. Krishnaswami Aiyangar's *Ancient India*; নানা প্রবন্ধ—রাজকুল মুখোপাধ্যায়; A Study of Hindu Social Polity—Chandra Chakravarty; বাসনিকা, প্রথম খণ্ড, ১৩২৯, ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বহির্ভাগতে ভারতীয় সভ্যতা প্রবন্ধ; ইত্যাদি।]

## ৬ পৃষ্ঠা

বায়ুচন্দ্র-পরিধান—দাক্ষিণ্যাতোর শিবসময় নামক পুরাণে শিবের ব্যাঘ্রচন্দ্র পরিধানের আখ্যান আছে। শিবকে মারিবার জন্য সপ্তর্ষি বাঘ লেগাইয়া দেন। শিব সেট বাঘকে মারিয়া চামড়া ছাড়াইয়া পরিধান করেন ( শিবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য, ৪১ ও ৫৫ পৃষ্ঠা )।  
বৃষভজান—বৃষভয়ান, বৃষবাহন। এই বৃষ স্বয়ং রুদ্র অথবা ধর্ম, অথবা নন্দী, অথবা দুর্গার সখী নীলকুন্তলা ( শিবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য, ৫৩—৫৫ পৃষ্ঠা )।  
ত্রিলোচন—উমা কোতুক করিয়া শিবের চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিলে সমস্ত সৃষ্টি প্রলয়ে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল; তখন শিব ললাটে তৃতীয় নেত্র প্রকাশ করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করেন।

ধর্মনিরঞ্জন শব্দ হইয়া ভাসিতোছিলেন, তাঁতাকে চিনিতে পারার ফলে—

ঈশান পাটলা বর ঈশ্বর-বচনে।

তিনিয়ন হৈলা শিব তপিব কারণে ॥

—কদরাম চক্রবর্তীর দ্বষ্টীমঞ্জল, সৃষ্টিপঙ্কন।

( গন্ধবণিক পত্রিকা, ১৩২৮ )

ত্রিপুরারী—ত্রিপুরের অরি বা শত্রু। ময় তারক ও বিদ্যাম্বালী নামে তিন দানব স্বর্ণ রোপ্য ও লৌহের ত্রি-পুর নির্মাণ করে; সেট ত্রিপুর দেবগণের অজ্ঞেয় ও অভেদ্য হওয়াতে দেবতাদের অন্তরোধে শিব এক বাণে ত্রিপুর দগ্ধ করেন ( শিবপুরাণ, মংস্তপুরাণ, ভাগবত, মহাভারত )।

জটায় জাহ্নবী স্থিতি—শিবের মাথায় জটী হটবার কারণ শিবের দেবদুলাভের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য, ৪৮ পৃষ্ঠা।

ভালে শোভে বহুমতি—বহু মানে দীপ্তি, রশ্মি, অনল ( অমরকোষ )। কবিকঙ্কণ যদি বহুমতী অর্থে চন্দ্র অথবা অনল মনে করিয়া লিখিয়া থাকেন তবে একটা সঙ্গত অর্থ হয়; নতুবা বহুমতী মানে পুণ্ডরী করিলে সঙ্গত অর্থ চরনা। শিবের ললাটে চন্দ্র ও অগ্নি ধারণের ইতিহাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

বান্ধকী-ভূষণ—শিব সর্পকে ভূষণ করিয়াছিলেন, নাগপূজক ও জৈনদিগের দেবতাদের আস্থাসাৎ করিয়া। ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শূলধারী—সমুর্ষি শিবকে বধ করিবার জন্ত মন্ত্রপূত শূল চালনা করিলে শিব সেই শূল ধারণ করিয়াছিলেন (শিবসময়)। সূর্যের শাতিত তেজ হইতে বিশ্বকর্মা দেবতাদের জন্ত নানা প্রহরণ প্রস্তুত করিয়া দেন; শূলও সেই সময় নির্মিত হয়। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ; মৎস্ত পুরাণ, ১১ অধ্যায়)।

“দেবকাগ্যাপসিদ্ধার্থং পিনাকং মে করে স্থিতং।”

(মহা, অনুর, ১৪১)।

সিদ্ধা সে ডমরুধারী—?

জিগী তনু রূপাগীরী—রোপাময় গিরি হইতেও শুভ্র সুন্দর তনু। “ধ্যায়েন্ নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভম্।”—শিবের ধ্যান, তনুসার।

অস্থিমালা—শিব অস্থিমালা ধারণ করেন (১) কালান্তক বলিয়া, (২) সতীদেহের অস্থিতে জপমালা করিয়া—“ধৃত্তে তস্তা অস্থিমালাং প্রেমভাবেণ ভষ্ম চ।”—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ত্রীকুটজমুখণ্ড, ৩৬ অধ্যায়। গোরক্ষবিজয়, ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিভূতি-ভূষণ—শিব বিভূতিভূষণ হইয়াছিলেন (১) বিভূতিগাত্র স বিভূঃ সতীসংকার-ভষ্মনা (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)। (২) শিব কালান্তক, সূতরাং চিতাভষ্ম তাঁর ভূষণ, (৩) তপস্তাগর্ভিত শাকরসনিঃসারী ব্রাহ্মণকে হতগর্ষ করিবার জন্ত (শিবপুরাণ ৩০ অধ্যায়), (৪) কামদেবস্ত ভষ্মানি লিলেপাদ্বে মহেশ্বরঃ (বৃহদ্রত্নপুরাণ, কালিকাপুরাণ), (৫) শিব রুদ্ররূপী অগ্নি, সেইজন্ত তাঁর দেহ ভষ্মলিপ্ত (লিঙ্গপুরাণ, ১৭ অধ্যায়)।

রুতাস্রদ্ধার বসনে—?

নৃত্যগীত অনুরূপ—“প্রভুনা শঙ্করেণাত্ৰ গীতবাত্তং প্রকাশিতম্।”—সম্বীতদামোদর।

## ৬-৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

সম্পূট—রুতাজ্জলি।

মাঝে—মাঝার, কটীতে, কোমরে। স<sup>১</sup> মধ্য > প্রা<sup>২</sup> মজ্জ > বা<sup>৩</sup> মাঝ, মাঝা, মাংজা।

যোগপাটা—যজ্ঞোপবীত, পৈতা। গণেশ-বন্দনার টীকা—২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অরুণ-বন্ধ অধর—অধর অরুণের বন্ধ-সদৃশ, অর্থাৎ লোহিত বর্ণ। অরুণ-বন্ধ = সূর্য্য, বাজুলী ফুল।

অর্দ্ধ তার সতী অঙ্গ—অর্দ্ধনারায়ণ মূর্তিধারণের কাহিনী শিবের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

জটাতে আছেয়ে গঙ্গা—শিবের মাথায় জটা হইবার কারণ—

(১) ব্রহ্মা কন্তার রূপে মুগ্ধ হইলে তাঁর পঞ্চম মুখ উদগত হয়, এবং

হষ্টার্থঃ যৎ কৃতং তেন তপঃ পদ্মদারণম্

তৎ সর্বং নাশম্ অগমৎ সমুদ্রোপগমেচ্ছয়া।

তেনোচ্ছিন্নং বস্তুম্ অভবৎ পঞ্চমং তন্ত ধীমতঃ

অবিভবজ্জটাক্তিক তদ বস্তু কাশ্যপোৎ প্রভুঃ ॥—সংস্কৃত-পুরাণ, ১।

সেই জটামুক মাথা শিব ছিঁড়িয়া আত্মসাৎ করেন বলিয়া তিনি জটিল।

(২) রুদ্রগণ জটা ছিল। তাদের সঙ্গে একায়তা হেতু শিবও জটা।

বিভূতিভূষণ কলেবর

গলে শোভে হাড়মাল

} মহাদেবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

অন্ধচন্দ্রেরথা ভাল—সতী বিবছে শিব উগ্র তপস্যায় বিধ দণ্ড করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। সেই তপস্যালব্ধ তেজ প্রশমনের জন্য দেবতারা হিমাংশু চন্দ্রকে শিবের মস্তকে স্থাপন করেন। তদবধি শিব চন্দ্রশেখর। শিব চন্দ্রের রেখা মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া অমৃত-দীপ্তি করিয়াছিলেন। রাগ মান ভাল ভেদ—মহাদেব সঙ্গীতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা।

“প্রভুনা শঙ্করেণায় গীতবাণ্যঃ প্রকাশিতম্।”

—সঙ্গীত-নামোদরঃ।

বদনে নাচয়ে যার বাণী—তুঃ—নিষোন্ম জিহ্বা সরস্বতী (বামন-পুরাণ, ৩২)।  
যার গানে হৈলা মন্দাকিনী—শিব-সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণরাদিকার দ্রবীভূত অঙ্গ হইতে গঙ্গা সমুদ্র হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ড, ৩৬ অধ্যায়)।

ভবভীম ভঞ্জে পরায়ণ—এই পদের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে—(১) যিনি ভবভীম অর্থাৎ জন্মগ্রহণের ভয়-উৎপাদক, অর্থাৎ যাকে ভজনা করিলে পুনর্জন্ম রহিত হয়; যিনি পরায়ণ—পরম অরন বা শ্রেষ্ঠ গতি; তাঁকে আমি ভজনা করি। (২) যিনি ভঞ্জে অর্থাৎ ভজনাকারী ব্যক্তির পক্ষে ভবভীম ও পরায়ণ। ভঞ্জে মানে ভজনাকারী, আশ্রিত। তুলনীয়—

পাত্রে হরিল রাজ্য নৈবের লিপন।

ভজজন শ্রেষ্ঠ চৈল, মুঠ আইলুম বন ॥

—বলদ্বন্দ্ব-রচিত দুর্গাবিজয়।

নিরঞ্জন নিরাকার ইত্যাদি—এখানে কবি একবার বেদান্ত-মত ও একবার স্বীয় বৈষ্ণব-মত দিয়া খিচুড়ি করিয়া আসল শিবকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। তুমি হরি—কবিকঙ্কণ হরকে হরি ও বারাণসীকে বৈকুণ্ঠ রূপে দেখিয়া নিজের বৈষ্ণবত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শূল-অগ্রে বারাণসী—বারাণসী বা কাশী যে ভূতলে অবস্থিত নয় ইহা বহু পুরাণের মত। শিবের দেবত্বের ইতিহাস দৃষ্টব্য ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা।

তাতে যেই মরে.....শিব—

কালেন নিধনঃ প্রাপ্তাঃ শ্ববিমুক্তে বরাননে।

চন্দ্রাঙ্কামৌলয়গ্রাক্ষা মহাবুবভবাহনাঃ।

শিবে মম পুরে দেবি জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

গত্র সাক্ষান্ মহাদেবো দেহান্তে স্বয়ং ঈশ্বরঃ।

—কুর্মপুরণ, ২৮ অধ্যায়।

মহামিশ্র জগন্নাথ—কবির পিতামহ।

হৃদয়-মিশ্র—কবির পিতা।

কবিচন্দ্র—কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; ইহা নাম না উপাধি ঠিক বলা যায় না।

## চণ্ডী-বন্দনা

( ৮—৯ পৃষ্ঠা )

### শক্তি পূজার ইতিহাস

মাত্র যখন আদিম অসভ্য অবস্থায় ছিল, যখন জীবিকা সংগ্রহের জন্ত মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলে সমবেত হইয়া এক স্থান হইতে অত্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, যখন পর্য্যন্ত বাযাবর অবস্থা হইতে স্থায়ী সমাজবন্ধন হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের পিতৃপরিচর নির্দিষ্ট হইবার অবকাশ পায় নাই। এক দলের সঙ্গে অপব দলের পথে সাক্ষাৎ হইলে উভয় দলের প্রৌপুত্রদের মধ্যে মিলন ঘটিত; তার পরেই আবার তাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইত। এই অবস্থায় যে-সব সম্ভানের জন্ম হইত, তারা চিনিত কেবল তাদের মাকে, বাম্মাদের, মামার জাতি গোত্রীয়দের। ছেলে যে সম্পত্তি পাইবার প্রত্যাশা রাখিত তাহা বাম্ম বা মায়ের সম্পত্তি; পিতার সে ত পরিচয় জানে না, তা তার সম্পত্তির সন্ধান

করিবে কোথায়? এইরূপে সমাজে প্রথমতঃ মাতৃপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবের যাযাবর জাতিবৈবাহিক মধ্য, প্রাচীন ঈজিপ্ট বা মিশরের রাজবংশে, এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যে বহু জাতির ভিতর এই মাতৃনামে পরিচয় ও মাতৃসম্পত্তি দায়াদশ্বত্রে লাভ প্রথা হইয়াছিল বা এখনো আছে। এই স্ত্রীপ্রাধান্য হইতে আর-একটি প্রথা হইয়াছিল—মার সম্পত্তি মেয়ে পাইত; পুরুষ স্ত্রীর সম্পত্তি হইতে প্রতিপালিত হইত, এখন যেমন স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি হইতে প্রতিপালিত হয়। ভাই যে-সব সম্পত্তির সহিত আবালা পরিচিত ছিল, বড় হইয়া দেখিত কোথাকার একজনকে তার ভগিনীকে বিবাহ করিয়া দে-সমস্ত উপভোগ করিতেছে, সে একেবারে বঞ্চিত। আবালা-পরিচিত সামগ্রীর প্রতি মাতৃঘের একটি মমতার টান থাকে; এইজন্য পৈতৃক বা মাতৃক সম্পত্তিতে স্বোপার্জিত সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক টান হয়। এই মাতৃক সম্পত্তি আয়ত্ত করিবার জন্য অনেক সমাজে সহোদরা-বিবাহ, মাতুলের মৃত্যুর পর মাতুলানী-বিবাহ, মাতুলকন্যা-বিবাহ এবং অপরদিকে আবার ভাগিনেয়ের মৃত্যুর পর মাতুল কর্তৃক ভাগ্নে-বো-বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরে সহোদরা-বিবাহ রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তার জন্যই নবতী ক্লিয়োপেট্রা শিশু ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া পরে কিরূপ উচ্ছ্বাস হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। শাকা ইক্ষাকু রাজবংশে সহোদরা-বিবাহ রীতি ছিল। সিংহলী মহাবংশ বলেন তৎকালে বঙ্গদেশে সহোদরা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। দশরথ-জাতকে সীতাকে রামের সহোদরা করিয়া এই প্রথাটির সমর্থন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এখনো মাতুলকন্যা বিবাহ সুপ্রচলিত; মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজেও ভগ্নী-বিবাহ অবিদ্যমান।

এইরূপে সমাজে স্ত্রীপ্রাধান্যের ফলে মাকে কেন্দ্র করিয়াই গৃহস্থালি ও সমাজ গঠিত হইতেছিল। পুরুষ বাহিরের কর্মে ব্যাপৃত থাকিত, সে পশু শিকার করিয়া বা বন ভ্রমণ হইতে স্বচ্ছন্দজাত ফল মূল কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিত; আর সেই-সমস্ত রক্ষা বন্টন রক্ষণ পরিবেষণ প্রভৃতি সর্বকর্মের নিয়ন্ত্রী হইত স্ত্রী বা মাতা। এইজন্য প্রত্যেক পরিবার পরিবারের প্রধানা স্ত্রীর নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। তাহা হইতে ক্রমে দল গোষ্ঠী গোত্র—clan ও tribe—পদ্যন্ত স্ত্রীর নামেই পরিচিত হয়।

এই সমাজস্তরের লোকেরা যখন ভূত-প্রেত ছাড়িয়া দেবকল্পনা করিতে লাগিল তখন স্বভাবতঃই স্ত্রীদেবতাকেই তারা প্রধান করিয়া তুলিল। এইরূপে স্ত্রী-দেবতা ও মাতৃভাবের দেবতার উদ্ভব।

মানব যেমন অনাদি, মানবের যত কিছু ভাব—প্রজা ভক্তি ইত্যাদি সব অনাদি। এই অর্থে মাতৃদেবতা অথবা শক্তিপূজা অনাদি।

ভারতবর্ষের লোকেরা বহু মিশ্রণে উৎপন্ন। তার মধ্যে আর্ঘ্য, দ্রবিড়, মোঙ্গল ও কোল এই চার শাখা প্রধান। প্রত্যেক মানববংশের এক-একটি স্বতন্ত্র স্বভাব আছে। ভারতবর্ষের লোকচারিত্রে প্রধানতঃ চারি মানবশাখার চার প্রকার স্বভাবের প্রভাব বদ্ধমূল হইয়াছে। আর্ঘ্যজাতির স্বভাব—ইন্দ্রিয়-সংযম, স্ত্রী-পুরুষের একনিষ্ঠতা, দেব-কল্পনায় বুদ্ধিমার্জিত ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা আরোপ। দ্রবিড় জাতির স্বভাব—সন্তোষবিলাসিতা, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে বাধাবন্ধন অনাবশ্যক বোধ, দেবকল্পনায় উচ্চভাব বা পবিত্রতার অভাব। কোল স্বভাব—আর্ঘ্য ও দ্রবিড় স্বভাবের মধ্যবর্তী—যতক্ষণ স্বামী স্ত্রী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ততক্ষণ তারা পরম একনিষ্ঠ; কিন্তু বিবাহ-বন্ধন তাদের এ-বেলা ও-বেলা পসে এবং যখন নর বা নারী বিবাহে আবদ্ধ নয়, তখন তারা যা-খুসী অনাচার করে; তাদের দেবকল্পনা অত্যন্ত নিম্নস্তরের,—ভূত প্রেত ডাকিনী তুচ্ছতাক মন্ত্র ঝাড়ুন মাত্র তাদের সম্বল। মোঙ্গল-স্বভাব—আর্ঘ্য দ্রবিড় ও কোল এই তিনের মধ্যবর্তী; তারা একনিষ্ঠ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অমুঠান ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে তারা বাধা-বন্ধনহীন; তাদের দেবতা একাধারে মাতার ছায় পূজনীয়া আবার স্ত্রীর ছায় সন্তোষসামগ্ৰী।

এই চতুর্বিধ স্বভাবের প্রভাবে পরিকল্পিত স্ত্রী-দেবতা ক্রমশঃ শাস্ত্রস্তরে উত্তীর্ণ হইয়া শাক্তধর্ম প্রবর্তন করিয়াছিল। এই ধর্মের আত্মা ত্রাক্ষণ্য এবং দেহ দ্রবিড়-কোল-মোঙ্গল; ইহার অন্তরে অত্যাচ্ছ আধ্যাত্মিকতা বিরাজিত, কিন্তু তাকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করিয়া আছে বিবিধ অমুঠান তত্ত্বময় ভূত পিশাচ ঝাড়ু'ক অনাচার অতিচার।

আত্মশক্তি সমস্ত সৃষ্টিরহস্তের কেন্দ্র ও মূল; তিনি সমস্ত দেবতার জনয়িত্রী। আবার তাঁরই অংশ দেবতাদের শক্তি ও স্ত্রী। এই একাধারে মাতৃকা ও পত্নীভাবে উপলব্ধি তাত্ত্বিক সাধনার মূল।

এইরূপে জগতের আদিকারণ শক্তিকে (Primordial or Cosmic Energy) স্ত্রীমূর্তিরূপে কল্পনা আর্ঘ্য বা ইরাণীয় নহে; আর্ঘ্যসমাজ ছিল পিতৃতন্ত্র; সেইজন্ত আর্ঘ্যদের দেব-কল্পনায় পুরুষ-প্রাধান্য দেখা যায়; বেদে স্ত্রীদেবতার উল্লেখ অল্পই আছে, এবং যারা আছেন তাঁরাও প্রধান দেবতা নন। স্ত্রী-দেবতার পরিকল্পনা দেখা যায় মধ্যযুগীয়-সাংগের সন্নিহিত জনপদগুলিতে;—এসিয়া মাইনর, সিরিয়া, ব্যাবিলন, ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশে সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের কারণ-শক্তিকে মাতৃভাবে কল্পনা করা হইয়াছিল। সর্বত্রই সেই আত্মশক্তি বা জগদম্বা পুরুষ বিনা সন্তান প্রসব করিয়াছেন এবং পরে সেই সন্তানের সহযোগে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন। *Encyclopedia of Religion and Ethics* বলেন :—

“Everywhere is she unwe, but made the mother first of her companion by immaculate conception, and then of the Gods and all life by the embrace of her own

son. In memory of these original facts, her cult is marked by various practices and observances symbolic of the negation of true marriage and obliteration of sex. A part of her male votaries are castrated; and her female votaries must ignore their married state when in her personal service, and often practise ceremonial promiscuity."

এই ভাবেই প্রকাশ, ঈজিপ্টের দেবতা ইসিসে, মেসোপটেমিয়ার দেবী ইশ্তরে, বাইবেলের দেবী Virgin Mary হইতে যিশুর উৎপত্তি ও পূজাপ্রদায়ক অন্বেষণ স্বীকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাবে অবলম্বন করিয়া দেবমন্দিরে নপুংসক বা উচ্ছবেতা সন্ন্যাসী পুরোহিত ও দেবমন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ হইতে থাকে; ঈজিপ্টের ইসিস দেবীর মন্দিরে ও মেসোপটেমিয়ার ইশ্তর দেবীর মন্দিরে পুরোহিতের ও আমাদের দেশের দেবদাসীর দেবী ও দেবের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক করিত হইত।

Virgin soul অর্থাৎ যে আত্মায় কোনো কিছুই প্রভাব স্পর্শ করে নাই তাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গ করাই ঐ-সব কল্পনা বা অমুষ্ঠানের অর্থ। পূজক ও পূজিত এক অভেদ—এই বোধ জন্মিলেই সাধনা সম্পূর্ণ হয়; সেইজন্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম হইবার আগ্রহে ধর্ম্মাচারে নানাবিধ অমুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপের প্রাচুর্য্য হয়। এই একই ভাবের জিহা প্রকাশ আমাদের দেশে দেখা যায়—শক্তিতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র ও বৈষ্ণবতন্ত্র। এই ভাবটি বাংলাদেশে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই মাতৃভাবে ও স্ত্রীভাবে দেবতার উপাসনা প্রণালী যখন দেশের দ্রবিড়-মোঙ্গল অংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া বহুমূল হইতেছিল, তখন কোল অংশ তাতে ভূত-প্রোক্ত-ডাকিনী-পিশাচ যোগ করিয়া দিতেছিল এবং আর্ঘ্য অংশ সেই সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় রং লাগাইয়া উজ্জল ও উচ্চ করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। যখন স্বীদেবতার প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল তখন অনার্য্য ভূতপ্রোক্ত পর্ষ্যন্ত দেবীর মহিমা অর্জন করিতে লাগিল এবং আর্ঘ্য ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ধর্ম্ম ও দেবতার সঙ্গে সুসঙ্গতি করিয়া দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক গোঁজামিল দিয়া বিবিধ পূর্ণ রচনা করিল। যে পুরুষদেবতার প্রাধান্ত বৈদিক ধর্ম্মে ছিল, তাহা পুরাণে ধর্ম্ম হইল; কিন্তু বঙ্গ ও কাশ্মীর ভারতের চইপ্রান্ত বহুজাতির মিলনভূমি বলিয়া এই পূর্ণ লইয়াও সম্বলিত থাকিতে পারিল না, তাহা তন্ত্র সৃষ্টি করিয়া শক্তিপূজাকেই প্রধান ও প্রবল করিয়া তুলিল। যারা পুরুষদেবতারই ভজনা করিতে লাগিল—যেমন শৈব বা বৈষ্ণব—তারাও তন্ত্রের প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাইল না; শৈব তান্ত্রিকতা ও বৈষ্ণব ভজনা দ্বাভাবে ভাবিত হইয়া উঠিল। আত্মীয় বৃদ্ধি ভাবিত বৈষ্ণব হইল বটে, কিন্তু তাদের স্থানীয় রীতিপদ্ধতি তারা ত্যাগ করিল না, তাহা বৈষ্ণব পদ্ধতিতে পরিগৃহীত হইল। বাংলার তন্ত্রেও দ্রবিড় কলিঙ্গ উৎকলের বহু রীতিপদ্ধতি স্থান পাইয়া অমুষ্টিত হইল। কারণ, মায়া ধর্ম্মের কল্পনার উন্নত হইয়া উঠিলেও অত্যন্ত অমুষ্ঠান পদ্ধতি আচার সহসা ত্যাগ করিতে পারে না।



একই দেবীকে একবার মাতা ও অতুবার স্ত্রী কল্পনা হইতে দেবদেবীর যুগলমূর্তির কল্পনা হয়। ঈজিপ্টে ইসিস ও অসিরিস, মেসোপটেমিয়ায় ইশ্তর ও তমুজ, সীরিয়ায় তিয়াবৎ ও মেরোডাক, হিট্টাইটদের বৃষ ও সিংহী যুগলমূর্তি।

ভারতবর্ষে বহু জাতীয় স্বভাবের মিশ্রণের ফলে তিনটি প্রধান যুগলমূর্তির সৃষ্টি হইয়াছিল—রামসীতা, শিবদুর্গা, রাধাকৃষ্ণ। শুদ্ধ আৰ্য্য আদর্শের সৃষ্টি রামসীতা—পরম্পর অমুরক্ত, একনিষ্ঠ, নৈতিক ধর্মপালনে দৃঢ়ব্রত। রাধাকৃষ্ণ আৰ্য্যপ্রভাবান্বিত দ্রবিড় আদর্শ—কৃষ্ণ বহুভোগী, গোপীগণ স্বামী সত্ত্বেও কৃষ্ণামুরাগিণী,—কিন্তু তারা ঐ এক কৃষ্ণেই আসক্ত, বহুতে নহে। শিবদুর্গা এই দুয়ের মাঝামাঝি—শিব একদিকে এক সময়ে মহাযোগী, তিনি মদনকে ভ্রম্য করেন; আবার অতুদিকে অতু সময়ে শবরপল্লীতে কোচপল্লীতে বা ঋষিপল্লীতে ঋষিপত্নীদের পর্য্যন্ত চিত্তবিক্ষেপ উৎপাদন করিয়া ফিরেন; কিন্তু দুর্গা সতী, পতিনিন্দা শুনিয়াই তিনি দেহত্যাগ করেন, পতিলাভের জ্ঞাত হুঙ্কর তপস্য়ায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি উমা ও অপর্ণা; কিন্তু তাঁর স্বামীর সঙ্গে ব্যভিচার ভব্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; এবং তাঁর কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধিক-দেবভোগ্যা ত বটেই, মাঘুষেরও ভোগ্যা—লক্ষ্মী প্রথমে ইন্দ্রের, পরে বিষ্ণুর, এবং এখন পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজা ও ভাগ্যবানের ভোগ্যা হইয়া আসিতেছেন; কমলার সহিত ঋষি-সহবাসের কথা কাদম্বরীতে আছে; সরস্বতী প্রথমে এক্ষার, পরে বিষ্ণুর, এবং এক সময়ে বাণভট্টের পূর্বপুরুষের অধীন হইয়াছিলেন। দুর্গাকে তস্মৈ আরো হীন করা হইয়াছে। দুর্গার এক নাম কন্যাকুমারী; সেইজন্ত তাস্মিক সাধকেরা চক্রে দেবীপ্রতিনিধি কুমারী ভজনা দ্বারা পূজা ও পূজকের একান্ততার আনন্দ স্থল ও কৃত্রিম উপায়ে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন।

বেদের স্বপক শব্দের আশ্রয় লইয়া ও সাংখ্যাদর্শনের পুরুষের পত্নীকৃপণী প্রকৃতি ও মান্নবাদের মিশ্রণে খৃষ্টাব্দের পূর্ব ও পর প্রথম শতকে শক্তিপূজা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে বলিয়া অনুমান করা হয়। বৈদিকের বিপরীত তাস্মিক। বেদের নাম নিগম, তস্মৈ নাম আগম। আগম অর্থে যাহা আগত, অর্থাৎ যাহা বৈদিক প্রক্রিয়ায় ছিল না। সেই জন্তই তস্ম শিবমুখ হইতে আগত বলা হয়। বহুকাল হইতেই হিন্দুধর্ম তাস্মিক; এই বঙ্গদেশে তার বিশেষ প্রতিষ্ঠা।

এই শক্তিপূজার ক্রমবিকাশ বা পরিবর্তন কতবার কতরকমে হইয়াছে তার সোপান-পরম্পরা বৈদিক যুগ হইতে অনুসরণ করিয়া দেখা যাক্।—

বেদ-সংহিতা হইতে গৃহসূত্র প্রাচীন আৰ্য্যশাস্ত্রের মধ্যে দেবীর নাম থাকিলেও দেবীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রোদসী রুদ্রাণী ভবানী নাম আছে বটে, কিন্তু সেগুলি রুদ্র ও ভব শব্দের স্ত্রীত্বচক শব্দ মাত্র, কোনো স্বতন্ত্র দেবী নহে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের

১২৫ সূক্তটি দেবী-সূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং উহা শক্তিপূজার মূল বলিয়া ধরা হইলেও তাহার মধ্যে দেবীর কোনো নাম নাই। একমাত্র হিরণ্যকেশী গৃহস্থে ভবানীকে যজ্ঞাহুতি দিবার ব্যবস্থা আছে। সাংখ্যায়ন গৃহস্থে ভদ্রকালী নাম পাওয়া যায়; তিনি নগণ্য কুটো দেবতার একজন। বাজসনেয়ী সংহিতায় অধিকা দেবীর নামমাত্র পাওয়া যায়; তিনি রুদ্রের ভগিনী। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়—ঈজিপ্টের ইসিস ও অসিরিস আদিতে ভাই-বোন ছিলেন; পরে স্বামী-স্ত্রী হন; এ-সব মাতৃতন্ত্র সমাজের কল্পনার ফল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অধিকা রুদ্রের স্ত্রী।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা কাত্যায়ন ও বৈবোচনী দেবীর সাক্ষ্য পাই; তিনি সূর্য্য বা অগ্নির কন্যা। ঈজিপ্টের সূর্য্যদেবতা রা ও দেবী শেখেন্ড ভারতবর্ষে আসিয়া রুদ্র ও শক্তি হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মেগাস্থিনিস (৩০২ খৃষ্টপূর্ব) লিখিয়া গিয়াছেন, যে, বৈদিক রুদ্র শাকদ্বীপী মগদের সূর্য্য দেবতার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন। শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণরা তাদের সূর্য্য দেবতাকে শিব বলিত। সারদা-তিলকতন্ত্রে শিবের একটি ধ্যানে তাঁকে 'বন্ধুভা' বলা হইয়াছে; সে বর্ণ সূর্য্যের এবং সূর্য্যের নামই আগে ছিল শিব। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ঋগ্বেদ শাখায় রুদ্রের এক নাম পাওয়া যায় উমাপতি।

সামবেদীয় কেন-উপনিষদে হৈমবতী উমা নাম দেখি, কিন্তু তিনি তখন শরীরিণী ব্রহ্মবিজ্ঞা, শিবগৃহিণী নহেন। এই উমা নামের সঙ্গে হৈমবতী শব্দ সংস্কৃত থাকতে তিনি পরবর্তী কালে হিমালয়-গ্রহিতা হইবার স্বযোগ পাইয়াছিলেন (রমাপ্রসাদ চন্দ, Indo-Aryan Races)। যজুর্বেদে গিরিশ রুদ্রের স্ত্রী উমা হৈমবতী। এই উমা তখনো স্বতন্ত্র স্বাধীন দেবতা নহেন, দেবপত্নী মাত্র।

Apparently Uma was not an independent goddess, or at least a kind of divino being, perhaps a female mountain ghost haunting the Himalayas, and was later identified with Rudra's wife. —Prof. Jacobi in Encyclopaedia of Religion and Ethics.

দেবুপনিষৎ ও বহুব্র্যচোপনিষদেও শক্তিকে সকলের সৃষ্টিকর্ত্রী রূপে স্থব করা হইয়াছে।

তার পর অথর্ববেদীয় মণ্ডুক-উপনিষদে অগ্নির শিখার সাহচি নাম পাওয়া যায়—কালী, করালী, মনোজবা, স্নোহিতা, স্তম্ভবর্ণা, স্কুলিন্দিনী, বিশ্বরূপিণী। দুর্গা অগ্নির অপর নাম। বেদে নিম্নলিখিত পদ্ম গোবী। এই সব নামগুলিই শেষে পার্বতী দুর্গার নাম করিয়া চালানো হইয়াছিল। দুর্গা হইয়াছিলেন প্রধান দেবী, কালী করালী দুমাবতী বিশ্বরূপিণী প্রভৃতি তাঁর গুণবাচক অথবা অপর রূপ বা অবতারের নাম হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আচার্য্য ভাণ্ডারকার বলেন—

Different names indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions, but who were afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে সহস্রাঙ্ক মহাদেব রুদ্র, বক্রতুণ্ড গণেশ, নন্দী, ষণ্মুখ কার্তিক ও দুর্গার গায়ত্রী দেওয়া আছে। দুর্গার গায়ত্রীর মধ্যে তাঁর অপর দুই নাম দেওয়া হইয়াছে কাত্যায়ন ও কল্কুমারী।— “কাত্যায়নার বিদ্যাহে, কল্কুমারী ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।” আচার্য্য রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী বলেন—“যাজ্ঞিকী উপনিষদকে ব্রহ্মবিজ্ঞা বলাই কঠিন; ইহা মন্ত্রতন্ত্রে পরিপূর্ণ;—পাঠের সময় মনে হয়, বেদ পড়িতেছি না, তন্ত্র পড়িতেছি।” আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন এই উপনিষৎ তন্ত্ররচনার পরে দ্রবিড়দেশে তৈয়ারী জাল (বঙ্গদর্শন, ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন)।

বেদে উষা, পৃথিবী, ভারতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি আরো দেবী আছেন, তাঁদের কেহই শক্তিক্রপণী দেবী নহেন, কাহাকেও মাতৃভাবে অনুভব করা হয় নাই।

মহাসংহিতায় ভদ্রকালী দেবীর নিকট বলি উপহার দিবার ব্যবস্থা আছে সিকি শ্লোকে।

উচ্চীর্য্যাকৈ শ্রিষ্টৈ কুর্য্যাদ্ ভদ্রকালৌ চ পাদতঃ।

ব্রহ্মবাস্তোপ্ততিভ্যাস্ত বাস্তুমধ্যে বলিং হরৎ ॥

৩ অ, ৮৯ শ্লো।

কাত্যায়ন-সংহিতায় গণেশ, গৌরী, পদ্মা, শচী, সাবিত্রী, জয়া, বিজয়া প্রভৃতি আধুনিক দেবদেবীর উল্লেখ আছে। এইজন্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এই সংহিতাকে অপ্রাচীন মনে করেন। পাণিনির ব্যাক্তিকপ্রণেতা কাত্যায়ন ছাড়াও বহু অপর কাত্যায়ন শাস্ত্র-সঙ্কলন করিয়াছিলেন; স্তরতাঃ সংহিতাকার কাত্যায়নকে পাণিনির ব্যাক্তিককার মনে করা যায় না।

রামায়ণে দুর্গার কোনো উল্লেখ নাই। মহাভারতের বনপর্বে কতকগুলি রাক্ষসী-রূপিনী মাতৃকা স্বন্দের অম্বচরী ছিলেন। ঐ মাতৃকা কথটার অপর অর্থ মাতা হওয়ায় ও শিশু স্বন্দকে মাতৃকাগণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া মাতৃকা স্বন্দমাতা হইয়া উঠিলেন; এবং যখন স্বন্দ শিবপুত্র হইয়া উঠিলেন, তখন মাতৃকা অধিকা নামের সাদৃশ্বে ও সমার্থে শিবপত্নী হইয়া পড়িলেন। এই মহাভারতের মধ্যে প্রথম দুর্গাকে স্বতন্ত্র প্রধান দেবীরূপে স্তব ও পূজা হইতে দেখি। ইহার কারণ সমগ্র মহাভারত এক সময়ের বা একজনের রচনা নহে। মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তুতি করিয়াছেন (বিরাত পর্ব, ৬ অধ্যায়), অর্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছেন (সৌপ্তিক, ৬ ও ৭ অধ্যায়); ভীষ্মপর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ-জয়ের কামনায় দুর্গাকে প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই-সব ত্রোত্রে দুর্গার বহু নাম উল্লেখ করা হইয়াছে—দুর্গা, উষা, স্বন্দমাতা, কাত্যায়নী, চণ্ডী, চণ্ডা, বিজয়া, কালী, করালী, ইত্যাদি। তিনি অম্বরনাশিনী,

বিন্দ্যবাসিনী, মত্তমাংসপ্রিয় (সীধুমাংসপণ্ডপ্রিয়)। এই বিন্দ্যবাসিনী নাম হইতে অমুমান হর হিমালয় ও বিন্দ্য প্রভৃতি পার্শ্বত দেশের অধিবাসীদের ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে একত্র সম্মিলিত করিয়া হৈমবতী পার্শ্বতী ও বিন্দ্যবাসিনী পার্শ্বতী একই দেবতার নাম করা হইয়াছিল। বহু দেবতা একই এবং একই দেবতা বহুরূপে প্রকাশ পান এই দার্শনিক মত হইতে অবতার ও বহুমূর্তির সৃষ্টি।

মহাভারতে যে দুর্গার উল্লেখ আছে তিনি চতুর্ভূজা ও কৃষ্ণবর্ণা। কিন্তু তিনি ঠিক আধুনিক কালীও নহেন, কারণ তিনি চতুর্ভুজা। তিনি হিমালয়-চুক্তি বা শিবপত্নীও নহেন,—তিনি কুমারী।

মহাভারতের এই দুর্গাস্তোত্র পরবর্তীকালের যোজনা বলিয়াই অনেক পণ্ডিত অমুমান করেন। মহাভারতে শক্তিপূজার উল্লেখ ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত কোনো সাহিত্যে শক্তিমূর্তির কোনো প্রাধান্য বা প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

কনোজপতি যশোবন্ধার সভাকবি ধোয়ি গউড়বহো (গোড়বধ) কাব্য বচন করেন (৭ম শতাব্দী)। সেই কাব্যে হলুদের পাতা মাত্র পরিহিতা অনাগ্য শবরদের বিন্দ্যবাসিনী দেবীর পূজার উল্লেখ আছে। ইনিই তখন নাম পাইয়াছিলেন পর্ণশবরী—অর্থাৎ শবরদের পর্ণপরিহিতা দেবী। বহু প্রাচীনকালে কদম্ব ও চালুক্য বংশের কুলদেবতা ছিলেন সপ্তমাতৃকা। পঞ্চম শতাব্দীতে মালব দেশে মাতৃকা দেবীর মন্দির নির্মিত হয়।

মহাভারতের বিরাটপর্বে দুর্গাস্তবে তাঁকে বলা হইয়াছে “নন্দগোপকুলে জাতা।” এ পর্যন্ত তিনি কুমারী, শিবের পত্নী নহেন। সম্বলপুর জেলার অনাগ্য লোকেরা এখনও কুমারী ওলা নামক এক দেবীর পূজা করে এবং তাদের প্রবাদ—

আখিনে কুমারী স্তনম

গোপিনীকুলে পূজন।

বিন্দ্যপার্বত্যের দিকে গোপ আত্মীর আঁতরি বাস ছিল। দুর্গা তাদেরই কুলদেবতা ছিলেন বোধ হয়।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে দুর্গা শবর পুলিন্দ বর্করদিগের দেবতা, তিনি মত্তমাংসপ্রিয়।—“শবরৈর্ব বর্করৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ তু পূজিতা।” বৈদিক প্রাকৃতিক-শক্তি-বোধক দেবতার অনাগ্য দেবদেবীর সঙ্গে মৈত্রী করিয়া ক্রমে ব্যক্তি ও গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন; কারণ, সাধারণ লোকদের ভক্তিপাত্র দেবদেবী ঈশ্বরগ্রাহ্য ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক। সেই পূজনীয় দেবতাদের ভক্তদিগকে অমুভাবে ধারণা করাইবার জন্য তাঁদের পূজকের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতে হইয়াছিল। মাতৃবৈষ্ণব ভগবদেবী তাঁতাদিগের উপর আরোপিত হইতে লাগিল; তাঁরা এখন মাতৃবৈষ্ণব জায় অর্থে দ্ব্যংগে বিচলিত হন;

কাম-ক্ৰোধ প্রভৃতি রিপূর বশবর্তী। বৈদিক সময়ে শাস্ত্রকথার প্রবক্তা ছিলেন—গায়ত্রী সাবিত্রী; এখন আগম প্রচারের ভার লইলেন হরগৌরী।

এই বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে অনার্য দেবকল্পনার অনিবার্য মিলনের সময় বৈদিক আৰ্য্য-প্রাধান্য রক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণ্য চেষ্টার ফল পুরাণ রচনা। পুরাণগুলির মধ্যেও দেবতাদের ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং তাঁহাদের বংশ-পরিচয়ও পাওয়া যায়; পুরাণ-গুলি এই গোজামিল দিয়া সমন্বয় ও রফা করিবার ব্যাকুল চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া পুরাণে পুরাণে পরস্পর-বিরোধিতা এবং একই পুরাণে পূর্বাপর অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। পুরাণের মধ্যে বায়ু মৎস্য ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু ভাগবত গরুড় খুব সম্ভব যথাক্রমে ৩য়—৪র্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল; অত্যাঁচ পুরাণগুলি ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীর রচনা।

শ্রীমদ্ভাগবতে উমা-পূজার ব্যবস্থা আছে; ব্রহ্মকুমারীরা কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়া-ছিলেন। অত্যাঁচ পুরাণেও শক্তি-প্রাধাত্য সুস্পষ্ট। দুর্গা-পূজার ব্যবস্থা বহুদেশের বহু সংগ্রহকার লিখিয়া গিয়াছেন—শ্রীদত্ত, হরিনাথ, বিজাধর, রত্নাকর, ভোজদেব, জীমূতবাহন, হলার্যুধ, রায়মুকুট, বাচস্পতি মিশ্র, প্রভৃতি।

পুরাণগুলির মধ্যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপারে আমরা এই পরিচয় পাই যে বৈদিক যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ ঋষি দক্ষ পার্বতী ও শিবকে প্রথমে দেবতা বা আহুত্বানযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। মহাভারত হইতে সকল পুরাণে শিবপার্বতীকে উপেক্ষা করার কাহিনী নানা ভাবে বর্ণিত আছে। সেই যজ্ঞে অপমানিতা দক্ষদুহিতা সত্য দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু শিবের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইবার জন্ত তাঁকে দুষ্কর তপস্তা করিয়া উমা ও অর্পণা হইতে হইয়াছিল। শিব যখন অবশেষে তাঁকে পত্নীরূপে স্বীকার করিলেন, তখনও সকল বিরোধ মিটল না; শিবকে অর্দ্ধনারীষ্যর হইতে হইল, অনার্য্য কুম্ভবর্ণা কালীকে আর্ঘোচিত গৌরী হইবার জন্ত আবার তপস্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইল (মৎস্য ও কালিকা পুরাণ)। হৈমবতী-পার্বতীকে পিত্রালয় হিমালয় বা স্বামীগৃহ কৈলাস ছাড়িয়া অনার্য্য দেশের সীমান্ত বিদ্যাপর্কতে গিয়া বাস করিতে হইল; এই বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের দ্বারা, নতুবা অম্বরগণ যে অগসর হইয়া আসিয়া বৈদিক দেবরাজের স্বর্গরাজ্য অপহরণ করিতে যায়। যখন যখন অম্বরেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন তখনই হয় দুর্গা, নয় শিব, নয় তাঁদের পুত্র কান্তিকৈয়ের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে,—ইন্দ্র সূর্য্য যম প্রভৃতি যে-সমস্ত বৈদিক দেবতা পরবর্তী কালেও নামে মাত্র টিকিয়া ছিলেন তাঁদের সাথো কুলায় নাই।

শিবদুর্গা যে স্ত্রীপ্রধান গৃহস্থালির আদর্শ হইতে আৰ্য্য ভিন্ন অপার নানা জাতির দেবতাকল্পনার সংমিশ্রণে ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন তার অনেক নিদর্শন শাস্ত্রে ও ইতিহাসে ও অমুমানের দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃদেবতার প্রাধান্য মধ্যযুগীয়াগরের

উপকূল হইতে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। রোমানদের এক দেবী ছিলেন অন্নপূর্ণা; তিনি অন্নাদাত্ত্রী; তাঁর পূজা হইত বসন্তকালে ১৫ই মার্চ। ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশের অন্নদাত্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা বহু পরবর্ত্তী কালে রাজা কুম্ভচন্দ্রের সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সুদূর অতীতে রোমানদিগকে দেবীর যে মহিমা ঐ ১প করনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল, বাঙ্গালীকেও স্বতন্ত্রভাবে সেই মহিমা আকৃষ্ট করিয়াছিল। ক্রীষ্ট ধীপে পর্ত্তবাসিনী সিংহবাহিনী দেবী পূজিত হইতেন। রোমানদের ব্যাকাস ও মিনার্ভা দেবীর উপাখ্যান ও পূজাপদ্ধতি এমন অবিকল যে হঠাৎ মনে হয় যে ঐ দুই দেব-দম্পতি এক অভিন্ন। শ্রীরামপুরের পাদ্রী ডব্লিউ ওয়ার্ড সাহেব ১৮১৮ সালেরও পূর্বে A View of the History, Literature and Mythology of the Hindus, Including a Minute Description of Their Manners and Customs—নামক অতি আশ্চর্য্য তথ্যপূর্ণ বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলন করেন; তাতে তিনি শিবদর্গা ও ব্যাকাস-মিনার্ভাকে অভিন্ন প্রতীপন্ন করবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে The object of worship is the same throughout India, Tartary, China, Japan, Burma, etc., as also among the Assyrians, Chaldeans, the Magians of Persia, etc.

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী অমৃত্যম করেন এই শক্তিপূজার করননাট্য আমাদের দেশে শক ও মোঙ্গল প্রভৃতি বহির্ভারতের জাতিদের আগমনের দ্বারাই বদ্ধমূল হয়। পারস্ত দেশে ম্যাগিয়ানরা শক্তি-উপাসক ছিল; তাদের বিরোধী ছিলেন জরথুষ্ট্র। মুসলমান-ধর্ম্ম বিস্তারের সময় উত্তর সম্প্রদায়ের গোঁড়া পুরোহিতেরা স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। জরথুষ্ট্র-শিষ্যেরা জলপথে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ করেন, তাঁরাই আধুনিক পার্সী; আর শাকবীপী মগ পুরোহিতেরা স্থলপথে কাস্মীর, তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও আসামের পথে ভারতে প্রবেশ করেন; এবং পথ হইতে মোঙ্গল ভাবও খানিকটা সঙ্গে করিয়া আনেন। তাঁরা ভারতের আর্ঘ্যভূমির চৌহদ্দি বেড়িয়া পাঁচটি আন্তানা গাড়েন—জলন্ধর (পাঞ্জাব), ওড়িয়ান (পূরী), কামাখ্যা, পুনা, ক্রীশ্ণল (কেহ বলেন, কুম্ভা নদীর দক্ষিণে বেলারী জেলায়; কেহ বলেন, বলর পর্ত্তের উত্তরাংশ, পাল্‌নি হিল্‌স নামে অধুনা পরিচিত; আবার কেহ বলেন নিজাম রাজ্যের দক্ষিণ ও মাদ্রাজ প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত)। এক তত্ত্বে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। শিব দর্গাকে বলিতেছেন,—গজ্ঞ ঋ ভারতে বর্ষে অধিকারার সর্কতঃ। ভিন্‌লেট্‌ ঐথ বলেন,—Through Kamarupa successive hordes of immigrants from Western China poured into India. From them developed Tantricism of both Buddhism and Hinduism.

এই-সব অনুমানের সমর্থন পুরাণ ও তন্ত্র হইতে এবং তাৎকালিক অপর সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। শিবের উৎপত্তির পর তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল কৈলাসে, ভারতের সেই দিকে যে দিক হইতে আসে শক হুন ও কিরাত; তার পরে তিনি বিবাহ করিলেন হিমালয়ে, যে দিকে মোঙ্গল জাতির বাস; এবং তার পরে দুর্গার লীলাক্ষেত্র হইল বিদ্যাপর্বতে যে দিকে ভিল শবর পুলিন্দ জাতিদের প্রাধান্ত। বহু পুরাণে দেখা যায় যে শিবপার্বতী কিরাত-বেশে কৈলাসে হিমালয়ে এবং ভিল-বেশে বিদ্যাপর্বতে ক্রীড়া করিয়া সেই সেই জাতিদের তুষ্ট করিয়াছিলেন। ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত কোনো সাহিত্যে বা শিলালিপিতে দুর্গা বা চণ্ডীর প্রাধান্ত দেখা যায় না। এ পর্য্যন্ত সকল লেখকই চণ্ডীকে শবর কিরাতাদি অনার্য্যের দেবতা স্মৃতির হীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মালতীমাধব, বাসবদত্তা, কাদম্বরী, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে চণ্ডী ও তাঁহার অনুধরী ভূতপ্রেত ও তন্ত্রমন্ত্র তখন অনার্য্য বলিয়া ঘৃণিত ছিল। ভবভূতির সমসাময়িক ষাকপতি তাঁর রচিত প্রাকৃত গউড়বহা কাব্যে চণ্ডীকে শবরী বলিয়াছেন এবং তখন তাঁর পূজা করিত শবরী ও কোলী স্ত্রীলোকেরা। বরাহপুরাণে চণ্ডীর এক নাম কিরাতিনী। হেমচন্দ্র অভিধানচিন্তামণি-পরিশিষ্টে চণ্ডীর এক নাম দিয়াছেন কিরাতী। শবৎকালের চণ্ডীপূজার উৎসবকে শাবরোৎসব বলে; কালিকা-পুরাণের ব্যবস্থা যে দেবীর বিসর্জনের সময় শাবরোৎসব ‘অবশ্যকর্তব্য’। এই শাবরোৎসবে অশ্লীল নৃত্যগীত অনুষ্ঠেয় এবং এখনও বিসর্জনের সময় ঢুলিরা মাতৃবোধে পূজিতা দেবী সঞ্চক্ষে অকথ্য অশ্লীল নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রতিমা বিসর্জন দিতে যায় এবং ভদ্রলোকেরাও তাহা সহ করেন। মেরুতন্ত্রে পঞ্চবিধ দেবী-সাধনার মধ্যে অগ্রতম শাবর সাধনা। বৃহৎকথায় ( ৭ম শতাব্দী ) বিদ্যাবাসিনী-পূজার কথা আছে।

দশমহাবিজ্ঞার অনেক মূর্তি পরে শাক্তসম্প্রদায়ে গৃহীত হয়। অনেক মূর্তির বর্ণনা ও রূপ নিতান্ত অনার্য্য। দেবী এক দিকে যেমন প্রথমে কুমারী ছিলেন, অপর দিকে ধ্রুবাতী আসিলেন বিধবা।

মালব দেশের অনার্য্যদিগের মধ্যে বহু মাতৃকার পূজা প্রচলিত ছিল। এই-সব মাতৃকা ক্রমে শিবদুর্গার সহচরী বা দুর্গারই রূপান্তর বলিয়া ভদ্রসমাজে চল হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যোত্তরীয়ে আছে—“এবং নানা য়েচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্বদম্ভাতিঃ।” (শারদীয় দুর্গাপূজার ব্যবহার তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত)।

এখনো অনেক জেলার গ্রামে রীতি আছেঃ—দুর্গার পূজা প্রথমে অশ্লীল অনাচরণীয় জাতির—বিশেষতঃ হাড়ির—বাড়ীতে না হইলে ব্রাহ্মণবাড়ীতে পূজা হইতে পারে না। জয়দ্রথ-যামল বলেন দেবী তৈলকার দ্বারা পূজার বিশেষ প্রীত হন (হরপ্রসাদ)। দাক্ষিণাত্যের গ্রামদেবতাদের পূজার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নয়, বরং সব অশ্লীল অনাচরণীয় জাত।

নিয়ন্ত্রণের দেবস্বরূপ যে উচ্চ করনার আরোপিত হইয়া উচ্চ পদবী লাভ করে তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কট, বিঠ্ঠল, দেবী শিঠপুরী নিয়ন্ত্রণী হইতে উদ্ভিত হইয়া এখন সর্বজনপূজিত হইয়াছেন। ভিন্সেন্ট্‌ স্মিথ বলেন—The Tamils were demon-worshippers. The most powerful demoness of the Southern races, Koltavai “the Victorious”, has now taken her place in the Hindu pantheon as Uma or Durga, the consort of Siva.

অক্ষয়কুমার দত্ত দেখাইয়াছেন বিঠোবা বিঠ্ঠল রজনাপ মীনাক্ষী প্রভৃতি দেবদেবী অনার্য হইতে আৰ্য্য-স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার দেখাইয়াছেন সামলাই নামক গোড় দেবতা শেষকালে সামলেস্বরী কালী হইয়াছেন; গোড়দিগের গোড়-বাবা গোড়েশ্বর শিব বলিয়া পূজিত হইতেছেন (বঙ্গদর্শন ২য় বর্ষ চৈত্র সংখ্যা, শিবপূজা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

কিরাত প্রভৃতি যে-সমস্ত জাতি মৃগয়াজীবী তাদের দেবস্বরূপ যেমন শিব-ভূর্গার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, আবার আভার প্রভৃতি যে-সমস্ত জাতি কৃষিজীবী তাদেরও দেবতা ঐ শিব-ভূর্গার মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। যে শক্তিতে শস্ত উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিতেই জীবসৃষ্টি হয়, এই সমতাবোধ শিব-ভূর্গারূপ দেবদম্পতির মধ্যে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। দেবী ভূর্গার অপর নাম সেইজন্ত শাকম্বরী—যে দেবী শাক অর্থাৎ উদ্ভিজ্জকে ভরণ করেন। কর্ণেল টড রাজস্থানের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন যে শাকম্বরী আদিগে শকদিগের দেবতা ছিলেন। সে যাই হোক, বৎসরের যে দুই ঋতুতে ফসল উৎপন্ন হয় সেই দুই ঋতুতেই—শরৎ ও বসন্তে—দেবী ভূর্গার পূজার উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভূর্গাপূজার কলাবো নবপত্রিকার পূজা করিতে হয়; ঐ নবপত্রিকা কৃষিসম্পদের প্রতীক বা Symbol (মহামহোপাধ্যায় চরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নবপত্রিকা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, নারায়ণ ১৩২৪)। এইজন্ত নবপত্রিকার আর-এক নাম নবভূর্গা। এই নবপত্রিকার মধ্যে ফল ফুল মূল শস্ত সমস্তই পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

রস্তা কটী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিষদাড়িমৌ।

অশোক-মানকণ্ঠব ধাত্তক নবপত্রিকা ॥

তদ্বশস্ত্রের অপর নাম কোলশাস্ত্র; একথানি তন্ত্রের নাম কুলচূড়ামণি তন্ত্র। ঐ তন্ত্রের আদেশ, প্রাতে শয্যাভ্যাগ করিয়া প্রথমেই কুলবৃক্ষকে নমস্কার করিবে—ও কুলবৃক্ষোভ্যঃ নমঃ; এবং কুলবৃক্ষ দেখিলেই শক্তিপূজক সেই বৃক্ষকে শক্তির আধার জানিয়া নমস্কার করিবে। শাক্তানন্দতরঙ্গিনীর মতে কুলগাছ বলিতে বুঝায় অনেকগুলি গাছ—অশোক, কেশর (বকুল), বিব, কণিকার, চূত, নমেরু (কুদ্রাক), পিয়াল, সিদ্ধবার (নিওল), মরষ, বরবক (বিকটিকা), চম্পক, দেয়াতক (বহেড়া), করজ, নিষ, অম্বথ।



তন্ত্রসার-মতে অপর কয়েকটি গাছও ‘কুল’ সাধারণ নামের অন্তর্গত—বট, উদম্বর, ধাত্রী ( আমলক ), চিঞ্চা ( তিণ্ডী )। এইসব বৃক্ষে কুলযোগিনীরা সর্বদা বাস করেন। কুলযোগিনী উদ্ভিদ-দেবতা বা বৃক্ষাশ্রয়ী ভূতপেয়ী ছিলেন বোধ হয়, পরে দেবী শাকম্বরীর অনুরূপ-মধ্যে পরিগণিত হন। কুল মানে বংশও হয়; অনেক জাতির বংশ-চিহ্ন ( totem ) থাকে গাছ; এই বৃক্ষপূজা সেই বংশ-চিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদিম রীতির স্ফের হইতেও পারে।

পুরাণগুলি যখন রচিত হইতেছিল উত্তর-ভারতে বা দাক্ষিণাত্যে, তখন ভারতের পূর্ব কোণে বঙ্গদেশে ( এখন পূর্ববঙ্গ বলিতে যে দেশকে বুঝায় সেখানে ) শিব-শক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য যে শাস্ত্র রচিত হয় তার নাম তন্ত্রশাস্ত্র। এই দেশে মোঙ্গল-দ্রবিড়-কোল-সংমিশ্রণ অধিক ঘটিয়াছিল বলিয়া মাতৃদেবতার প্রাধাত্য এই দেশেই অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়; এমন কি বৌদ্ধরা পর্যন্ত তাদের তন্ত্রে বহু শক্তির পূজা প্রবর্তন করে এবং ধর্মমূর্তিকে স্ত্রী-রূপিনী করিয়া তোলে। অন্ততঃ কতকগুলি তন্ত্র যে বঙ্গদেশে রচিত তার বহু প্রমাণ আছে; তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে তান্ত্রিকদের বিশ্বাস এই—

গোড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা, মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতাঃ।

কচিং কচিন্ মহারাষ্ট্রে, গুজ্জরে প্রলয়ংগতা ॥

তন্ত্রে বর্ণনাক্রমিক স্তোত্র রচনায় মাত্র একটি ‘ব’ ব্যবহৃত দেখা যায়; ক অক্ষরকে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বাংলা অক্ষরের অমুরূপ এবং উচ্চারণ-স্বত্র করা হইয়াছে যে, হকার যদি ঘকারের পূর্বে থাকে তবে তাদের যুক্ত উচ্চারণ ঝকার হইবে, এবং য পদের প্রথমে থাকিলে জকারের স্থায় উচ্চারিত হইবে ( বরদাতন্ত্র, দশম পটল )। এইসব উচ্চারণ বাংলা দেশের বিশেষত্ব।

এইরূপ নানা প্রমাণ দেখিয়া উইল্‌সন সাহেব বলিয়াছেন—Assam or at least North-east Bengal seems to have been the source from which the তান্ত্রিক and শাক্ত corruptions of the Religion of the Vedas and Puranas proceeded.

ইহা বাঙালীর race-culture-এর ফল। যোগশাস্ত্র প্রচারের সঙ্গে তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে পতঞ্জলের যোগশাস্ত্র রচিত হয়। ইহার পূর্বেও যোগমত নিচর প্রচলিত ছিল।

সুতরাং বঙ্গদেশে বহু জাতি মিশ্রণের ফল দেখিতে একই কালে মাতা ও পত্নীরূপে সাধনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাণে এই ভাব অস্পষ্ট হইলেও ছিল—

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণম্ অহম্ জ্ঞানান এব চ কারিতা।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

দেবী বিষ্ণুর আমার (ব্রহ্মার) ঈশানের শরীর উৎপাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মাভাস্  
 যৎ সমুদ্ভবাঃ।—কাশীখণ্ড। ব্রহ্মাদি তোমা হইতেই সমুদ্ভূত। তৎপরে তুমি চক্র-  
 সাধনা স্পষ্ট আকার ধরিয়া সেই ভাবে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভাব যে  
 বেদবিরোধী তাহা ভয়ে স্বীকৃত হইয়াছে (নিত্যাত্ম, প্রথম পটল)। বৌদ্ধ-তন্ত্রগুলি  
 অধিকাংশই মোঙ্গল-প্রভাবের রচনা; এবং বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রভাবে হিন্দু-তন্ত্র অনেক  
 পরিমাণে গঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দু-তন্ত্রের আদর্শ লইয়াই আবার বৌদ্ধ-তন্ত্র রচিত  
 হইয়াছিল। বৈদিক ঋষিরা বেদের দেবতার পূজা করিতেন। কিন্তু মাহুয স্থির হইয়া  
 থাকে না। তার চিত্ত নিত্য নব নব সৃষ্টি করে। এইরূপে বেদান্তিরিক্ত বহু দেবদেবীর  
 উপাসনা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রবর্তিত হইতেছিল। দেশীয় লৌকিক বিশ্বাস গ্রাহ্য  
 করিয়া দেবসব দেবতাকেও শাস্ত্রত্বের তুলিয়া স্পষ্ট হইয়াছিল পুরাণ, হিন্দু-শাস্ত্র ও  
 বৌদ্ধ-তন্ত্র।

গোড়ায় হিন্দু-ধর্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্মের বড় বিবাদ ছিল না। কিন্তু হিন্দু-ধর্মে  
 ছিল ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত ও শূদ্রের ধর্মচর্চায় অনধিকার। এই দুই কারণে নানা শ্রেণীর লোক  
 দলে দলে বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করে।

ইহারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও নিজেদের কুলরীতি পরিত্যাগ করে নাই।  
 বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর-তত্ত্বাদির কোনো আলোচনা ছিল না; কেবল শীল ও সদাচার চর্চাতেই  
 চরিত্রের উৎকর্ষ ও তার ফলে নির্লিপ্য লাভ হয়,—এই ছিল বুদ্ধদেবের উপদেশ; স্মৃত্তরাং  
 এই ধর্ম গ্রহণ করিতে কাহাকেও বংশগত আচার ও সংসার ত্যাগ করিতে হয় নাই বলিয়াই  
 বৌদ্ধদের দলপুষ্টি হইয়াছিল। নবাগত লোকেবা নিজেদের কুলদেবতা ভূতপ্রেত  
 ভাবজন্তু প্রভৃতির পূজা লইয়াই বৌদ্ধ হইতে পারিয়াছিল। মৌর্য-গোরবের অবসানে  
 বৌদ্ধধর্মের অল্প ভাব যখন নিবিয়া আসিল এবং নিরীশ্বরতা ও সংসার-বৈরাগ্য কঠোর  
 হইয়া উঠিল, তখন বুদ্ধদেবই প্রধান উপাস্ত দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং নানা জাতি নানা  
 কোলিক দেবতা বুদ্ধদেবের সহচর দেবতার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। তৎপরে  
 পৃষ্ঠীয় প্রথম শতাব্দীতে কাম্বোজরাজ কণিকের সময় বৌদ্ধ আচার্য্য অশ্বঘোষ ও নাগার্জুন  
 মহাবান অর্থাৎ ধর্মের সহজ পথ ও সাধারণের গম্য পথ প্রবর্তিত করেন। তাঁর পরে  
 পেশওয়ারনিবাসী অসঙ্গ নামক সন্ন্যাসী ষষ্ঠ শতাব্দীতে যোগাচার ভূমিশাস্ত্র প্রভৃতি  
 যোগদর্শন-সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়া যোগমত প্রচার করেন। নাগার্জুন ও অসঙ্গ যে মহাবান  
 মত প্রবর্তন করিলেন তাতে এক ঐতিহাসিক বুদ্ধের স্থানে বহু বুদ্ধ কল্পিত হইল;  
 হিন্দু ত্রিমূর্তির অমুকরণে জ্ঞান মঙ্গল ও শক্তির আধার বৌদ্ধ ত্রিরত্ন কল্পিত হইল—ব্রহ্মা  
 হইলেন মহামুখী অথবা বাগীশ্বর, বিষ্ণু হইলেন পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর, শিব হইলেন  
 বজ্রপাণি। তিনের অঙ্কে কি এক যোহিনীশক্তি আছে, তার আদর সর্বত্রই—ত্রয়ী

বিজ্ঞা, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিমূর্তি, সবোতাই ত্রিষ্ম। এই ত্রিষ্মবাদের অপর ফল—বুদ্ধ ধর্ম সত্য। দেবতা যদি আসিলেন তবে তার সঙ্গে সঙ্গে দেবশক্তিরও আমদানী হইল। এই মহাবান মত ভোট সিকিম তিব্বতে গিয়া মোঙ্গল-প্রভাবে বৌদ্ধ-তন্ত্র সৃষ্টি করিল। এই মোঙ্গল-প্রভাবে ধর্ম মঙ্গল দেশে স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিলেন; অবলোকিতেশ্বর আপানে স্ত্রীমূর্তিতে পূজা পাইতে লাগিলেন। প্রধান বৌদ্ধ-তন্ত্রের প্রধান দেবী তারা হিন্দুতন্ত্রে প্রবেশ করিলেন এবং যন্ত্র মন্ত্র আঁক জোঁক তুক তাক ও নানা অসভ্য জাতির ভূতপ্রেত উভয় তন্ত্রকে ভরিয়া তুলিয়া তান্ত্রিকদিগকে অনাবশ্যক ভয়ে সম্বৃত্ত করিয়া তুলিল।

মহাবান-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধ্যমিক পন্থাদিগের বজ্রবান-সম্প্রদায় নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারই অগ্র শাখা মন্থয়ান। ধারণী নামক শাস্ত্রগ্রন্থ পুরাতন হইয়া অবোধ্য হইলে এঁরা সেই অবোধ্য শব্দগুলিকে মন্ত্র করিয়া তাতে শক্তি আরোপ করেন।

বৌদ্ধধর্মের পরাভবের পর যখন আবার হিন্দুধর্মের অভ্যাস হইল, তখন বৌদ্ধরা যেমন হিন্দু অহিন্দু বহু দেবদেবী আত্মসাৎ করিয়াছিল, তেমনি হিন্দুরাও বহু দেবদেবী বেমালাম আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল—বুদ্ধ ধর্ম সত্য হইলেন জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম; বুদ্ধাঙ্গি হইল বিষ্ণুপঞ্জর; বৌদ্ধ যন্ত্র-চিহ্নগুলি হইল জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের মুখ চোখ নাক; বুদ্ধপদ হইল বিষ্ণুপদ। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির নিওঁর্ণ ব্রহ্মবাদকে শাস্ত্রীয় করিবার জন্ত যখন পৌরাণিক স্তরে বসাইয়া শিবকে সমাধিষ্ট বুদ্ধতুল্য করিয়া তোলা হইল, তখন সাধারণ লোকের মন সুখ-দুঃখের সমভাগী আশ্রয়দাতা ও নিগ্রহ-অনুগ্রহ-সমর্থ প্রত্যক্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবতার জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। এমন অবস্থায় শক্তিওক্ত লোকের মনে বদ্ধমূল হইবার খুব সহজ সুযোগ পাইয়াছিল। এই ভাবে সাহায্য করিয়াছিল মুসলমানদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট শক্তি, এবং সেই শক্তি তারা দেবতার দোহাই দিয়া লোককে ভাগে করিয়াই সম্বাহিয়া দিতেছিল।

বঙ্গদেশের সংলগ্ন নেপাল সিকিম ভোট হইতে বৌদ্ধ তান্ত্রিকেরা আসিয়া বঙ্গ তান্ত্রিকতা প্রচার করেন। এই তান্ত্রিকতার শ্রোত যে তিব্বত প্রভৃতি মোঙ্গল দেশ হইতে আগত তার একটি উপাখ্যান বহু তন্ত্রে আছে, যথা, রুদ্রবামলতন্ত্র, ব্রহ্মবামলতন্ত্র, মহাপ্রাচীনচারণতন্ত্র, ইত্যাদি। উপাখ্যানটি এই—বশিষ্ঠ পিতা ব্রহ্মার উপদেশে দেবী বুদ্ধেশ্বরীর সাধন করিতে কামাখ্যা পর্বতে যান। তিনি বহুকাল তপস্বী করিয়াও দেবীর সাক্ষাৎকার পাইলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠ দেবীকে শাপ দিতে উদ্ভূত হইলেন। তখন দেবী আবির্ভূত হইয়া বলিলেন বশিষ্ঠ সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম পথে সাধনা করিতেছেন; বেদাচারে দেবীর সাধনা হয় না, ঐ সাধনার উপায় মহাচীন (তিব্বত) দেশে পরিজ্ঞাত আছে। বশিষ্ঠ যদি মহাচীনে গিয়া বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবের পরামর্শ গ্রহণ করেন তবে তাঁর

সিদ্ধি হইবে। এই উপদেশ অনুসারে বশিষ্ঠ মহাচানে গিয়া দেখিলেন বুদ্ধদেব বামাচায়ে বামামণ্ডলে বলিয়া মন্ত্র পান করিতেছেন। বশিষ্ঠ বুদ্ধদেবের নিকট নীক্ষিত হইলেন।

ভারতবর্ষের দুই প্রান্ত কাশ্মীর ও বঙ্গ—মৌর্যসম্রাটের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযুক্ত বলিয়া এই দুই স্থানে তন্ত্রাচার প্রবল হইয়া বহুযুগ হইতেছিল। কুষাণ সম্রাট কণিক ঘনন কাশ্মীরের রাজা, তখন তিনি শৈব শাক্ত ধর্মের প্রধান পোষক এবং তাঁরই সময়ে নাগার্জুন ও অম্বাধোষ তান্ত্রিকতার প্রধান প্রচারক ছিলেন।

বঙ্গদেশে এককালে শক আধিপত্য ছিল; এবং শকেরা ছিল শৈব-শাক্ত। তৎপরবর্তীকালে বঙ্গে বর্দ্ধন-গুপ্ত-পাল বংশের রাজারা শৈব ও শাক্ত ধর্মাবলম্বী হইয়া তান্ত্রিক ধর্মে অম্বরক্ত হন। এইকাল বঙ্গে তান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পায়। এই সময়ে বৌদ্ধতন্ত্র ও শৈব-শাক্ত ধর্ম পরস্পর সম্মিলিত হইতে হইতে একাকার ধারণ করিতেছিল এবং বৌদ্ধতন্ত্র ও শৈব-শাক্ত-তন্ত্র পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গুপ্ত রাজাদের সময়ে ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তান্ত্রিকতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং এই সময়েই পীঠস্থানের করনা হইয়া থাকিবে। যতগুলি মহাপীঠ ও উপপীঠ আছে তার অনেকগুলি বঙ্গে অবস্থিত। প্রধান পীঠ কামাখ্যা আসামে; সুরগা বরিশালে, দেবীর নাসিকার পতনস্থান; দেবীর অধর যেখানে পড়িয়াছিল সেই স্থানের নাম অটুহাস, দেবীর নাম ফুল-রা অর্থাৎ মল্লভাষিনী, আহমদপুর স্টেশন হইতে লাভপুরে যাইতে হয়; বামতন্ত্র পতনের স্থান বগুড়া সেরপুরের সম্মিলিত করতোয়া; কাটোয়ার কাছে জুড়নপুরে দেবীর মুণ্ড পতনের পীঠের নাম কালীঘাট; কলিকাতার কালীঘাটও দেবীর দক্ষিণ চরণের চার অঙ্গুলির দাবী রাখে; অজিমগঞ্জের নিকট কিরীট গ্রাম দেবীর কিরীট পতনে দাঁড় পাইয়াছিল; শ্রীহট্ট দেবীর গ্রীবা পতনের স্থান; নলহাটিতে দেবীর নলা পড়িয়াছিল; চট্টগ্রামে দক্ষিণ-হস্তাঙ্গ; উজানিতে দেবীর কন্ডাই; কাটোয়ার নিকট কেতুগ্রামে বাম বাহু পড়ে, পীঠের নাম বহলা; বোলপুরের কোপাই নদীর তীরে কাঞ্চি পীঠ দেবীর কঙ্কালের স্থান; বাম জন্ম পাইয়াছিল জয়ন্তী—নামের সাদৃশ্যে শ্রীহট্টে ও আমতার নিকটে এই স্থান সেই সোভাগ্য দাবী করিয়া আসিতেছে; দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পড়ে কীরগ্রামে, কাটোয়ার কাছে; মন বা ক্রমধা লাভ করে বক্রেশ্বর—আমদপুরের নিকট; হার পাইয়াছিল সাঁইখিয়ার সন্নিকট নন্দীপুর; বামগুলক পতনের স্থান মেদিনীপুরের তর-লুকের নিকটস্থ বিভাস; বাম পদ পড়িয়াছিল জলপাইগুড়ির তিত্তা বা ত্রিশোক্তার বৃক্; মালদহের পোণ্ড বর্দ্ধন ও চণ্ডীপুর দুই জায়গাই পীঠস্থান বলিয়া দাবী করে। এই-সব নামা পীঠের অবস্থান ও সংখ্যা হইতে দেখা যায় ক্রমশঃ বহু পীঠ কল্পিত হইয়া আসিয়াছে। পীঠমালায় পীঠ বলিয়া অসংখ্য স্থানের নাম আছে। উক্তর রাজের সহিত তান্ত্রিক ধর্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল বোধ হয়। গুরুবর্ণিত মহাপীঠ ও উপপীঠের মধ্যে অনেকগুলি

এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। গুপ্তরাজাদের পরে পালবংশের অভ্যুদয়। মাৎস্ত্রায় অল্পসারে প্রজাপুঞ্জ প্রবল হইয়া নিজেরা নির্বাচন করিয়া গোপালদেবকে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে রাজা করে। তখন সাধারণতঃ বঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সাধারণের ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবতা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও দেবতাদের অভিতুত ও পরাভূত করিয়াছিল। ৭ম শতাব্দীতে শবরগণ বঙ্গ ও উৎকলের কিয়দংশ অধিকার করে। এই সময়ে কাশ্মীর ও বঙ্গ মিত্র রাজ্য ছিল। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারা যায় গোড়ে সিংহের উৎপাত হইলে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় সিংহ বধ করিয়া গোড়রাজকুমারী কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন। এই সময়ে উভয় তান্ত্রিক রাজ্যের মিত্রতায় ঐ ধর্ম আরো বদ্ধমূল হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। বাঙালী তান্ত্রিক প্রচারকেরা গুজরাটে ও দাক্ষিণাত্যে গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম প্রচার ও তান্ত্রিক দেবমূর্তি কালিকা ও চামুণ্ডা প্রতিষ্ঠা করেন। এলোরা গুহায় ( ৭৬০ খৃঃ অব্দ ) কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে দেখা যায়। ভবভূতির মালতী-মাধব, সুবন্ধু'র বাসবদত্তা ( ৬ষ্ঠ শতাব্দী ), নাগানন্দ নাটক প্রভৃতিতে দাক্ষিণাত্যে তান্ত্রিকপ্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিমে জলন্ধর ও হিংলাজ, পূর্বে কামরূপ কামাখ্যা এবং দক্ষিণে পুনা হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত রেখা টানিলে যে ভূভাগ সীমাবদ্ধ হয় তার মধ্যে তান্ত্রিক দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও আরাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুর বিহারের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে তান্ত্রিক ধর্ম প্রচার করিতে গমন করেন, এবং তাঁর প্রভাবে বঙ্গে গোড়ে মগধে তান্ত্রিক মত বহুল প্রচারিত হয়। এইরূপে যে বঙ্গদেশ এক সময়ে অপবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচিত হইত, গুপ্তরাজ-দিগের সময়েই তাহা তীর্থস্থান-মধ্যে পরিগণিত হয়; স্কন্দপুরাণে গোপু বর্দ্ধন একটি তীর্থ বলিয়া বীকৃত হইয়াছে। ৬৪৭ সালে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তিব্বতী ও নেপালীরা মিথিলা বঙ্গ আক্রমণ ও জয় করে। তারা নিজের প্রভাব এই দেশে বদ্ধমূল করিয়া রাখিয়া যায়। তৎপরে সেনারাজগণের সময়। কারো কারো মতে গোড়রাজ জয়ন্ত ও আদিশুর অভিন্ন ( ৮ম শতাব্দী )। আদিশুর বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত কাঞ্চকুল হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ইহা সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গেই বঙ্গে বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন লুপ্ত হইতে থাকে। মহারাজ বল্লালসেন সিংহগিণি নামক বৌদ্ধ আচার্য্যের উপদেশে বীরচাঁর তান্ত্রিক হন, পরে হিন্দু তান্ত্রিক লীলা গ্রহণ করেন ( ১২শ শতাব্দী )। আবার মহারাজ লক্ষণ সেন পিতামহ বিজয়-সেনের ছাত্র বৈদিক আচারের পক্ষপাতী হইয়া তান্ত্রিকপ্রধান গোড়বঙ্গসমাজে তান্ত্রিক আচারের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বৈদিক আচার প্রবর্তনের জন্ত তাঁর প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধকে দিয়া মৎস্তহন্ত নামে এক মহাতন্ত্র রচনা ও প্রচার করান। কিন্তু তাঁহার বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার ও বৈদিক-তান্ত্রিক আচার সম্বন্ধের চেষ্টা সফল হয় নাই।

বঙ্গদেশের অধিকাংশই অনেককাল পর্যন্ত জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল ও সেই অরণ্যবাসী আরণ্যকদিগকে কিরাত বলিত। বঙ্গের আৰ্য্য অপেক্ষা অনাৰ্য্য অধিবাসীরা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল; তাদের প্রভাব সুতরাং অধিক বিস্তৃত হইবারই কথা; তার উপরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে সাধারণ লোকে স্বাভাব্য লাভ করিতে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও দেববস্তু প্রধান হইয়া উঠে। সুতরাং শক শব্দ কিরাত জাতির অধিকৃত দেশে শবরী দেবী চুর্গা বা চণ্ডীর পূজা প্রবর্তিত হওয়ার একটা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত কারণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

বঙ্গদেশে যে শক্তিপূজা প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে চুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজাই প্রধান। চুর্গাপূজা আবার দুইকালে হয়—বসন্তে ও শরতে। চুর্গা-পূজার উল্লেখ—মার্কণ্ডেয়-পুরাণে, শিব-পুরাণ ১০ম অধ্যায়ে, মৎস্ত-পুরাণ ২৬০ অধ্যায়ে, গরুড়-পুরাণ পূর্ব খণ্ড ১৩৪ অধ্যায়ে, অগ্নিপু্রাণ ৫০ ও ২৬৮ অধ্যায়ে, দেবীপুরাণ ৩৭ ও ৫০ অধ্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ২য় ও ৫৭, ৬৪-৬৫ অধ্যায়ে, কৃষ্ণ-পুরাণ পূর্বভাগ ১২ অধ্যায়ে, ব্রহ্মপুরাণ ৩৬ অধ্যায়ে, দেবীভাগবত প্রথম স্কন্ধ ৮ অধ্যায়ে, ও ৩য় স্কন্ধ ৩০ অধ্যায়ে, কাশীখণ্ড ৭২ অধ্যায়ে, বরাহপুরাণ ৯১-৯৫ অধ্যায়ে, বৃহদ্রাশ্মপুরাণ পূর্ব খণ্ড ২১-২২ অধ্যায়ে, বৃহদ্রাশ্মকেশবপুরাণে, কালিকাপুরাণ ৬০-৬১ অধ্যায়ে, ও বিবিধ তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাসংহিতার টীকাকারক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কুন্ডক ভট্টের সম্মান, রাজসাহী জেলার তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, মহামাতি আকবর শাহের রাজত্ব সময়ে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রথম চুর্গাপূজা প্রচলন করেন। আচার্য্যাগ্রগণ্য রমেশ শাস্ত্রীর বিধান-মতে রাজসিকভাবে চুর্গোৎসব করিতে কংসনারায়ণের প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে আস্তি রঘুনন্দন চুর্গোৎসবের বিধি-ব্যবস্থা সংগ্রহ ও প্রচার করেন। মহারাষ্ট্র-পুরাণ নামক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে বাংলার চৌধ আদার করিতে আসিয়া বগী-সর্দার রঘুজী ভৌঁস্লে বঙ্গদেশের কাটোয়া নগরে দেশীয় প্রথাগু-সারে চুর্গাপূজা করেন।

( ১৩২৮ সালের প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে, ও ১৩২৯ সালের প্রবাসীর কাষ্টিক মাসের কষ্টিপাথরে চুর্গাপূজার ইতিহাস-সংগ্রহ ও নারায়ণে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ত্রিযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “চুর্গাপূজা” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। )

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১০৭ সূক্তে ২-৩ শ্লোকে রাত্রিদেবীর পূজার কথা আছে; এট সূক্তটির নাম সেইজন্ত রাত্রিসূক্ত। রাত্রিদেবী বৈদিক দেব-ব্যাখ্যা-গ্রন্থ বৃহদেবতার ( ২।৭৯ ) বাক্ সরস্বতী অদিতি ও চুর্গাদেবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন : এই রাত্রিদেবীট কালী। ঋগ্বেদের ঋগ্বেদেও এ সূক্তে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয়

আরগ্যকে (১০।১) রাজিদেবীর মন্ত্র আছে। রাজিদেবীই কালী বলিকা কালী কৃষ্ণবর্ণা ও রাজিকালে পূজিতা। পুরাণে ও ভক্ত্রে কালী-পূজার বহু ব্যবস্থা আছে।

জগদ্ধাত্রী-পূজা ও অন্নপূর্ণা-পূজা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বঙ্গে প্রবর্তিত হয়।

বহু পুরাণে চণ্ডীদেবীর উল্লেখ আছে। পুরাণে শক্তির নাম বা অবস্থান্তররূপে কয়েকজন চণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। নিম্নে ইহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১। চণ্ডাংগুনারিকা—জয়াভিষেক-কালে এই শক্তির পূজা হইয়া থাকে। ইনি তৃতীয় আবরণে দীক্ষা, দীক্ষারিক, চণ্ডা, স্মৃতি, স্মৃত্যারী, গোপা, গোপারিকা, দেবীর সহিত অবস্থান করেন।

—লিঙ্গ-পুরাণ।

২। চণ্ডাক্ষী তিনজন আবরণ শক্তির নাম ;—

(ক) সৌভদ্রবাহুর ২য় আবরণস্থিত শক্তি।

(খ) বাগীশ্বরীবাহুর ২য় আবরণের শক্তি।

(গ) ছদ্মবাহুর ১ম আবরণস্থিত শক্তি।

—লিঙ্গ-পুরাণ।

৩। চণ্ডিকা—পুরাণে এই নামে পাঁচজন শক্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) চণ্ডিকা—সাবিজীদেবীর নামান্তর। অমরকটকস্থিতা সাবিজীদেবীর মূর্ত্তি এই নামে খ্যাতা।

—অগ্নিপু্রাণ।

(খ) চণ্ডিকা—হরাবাহুর অধিষ্ঠিতা দেবী।

—লিঙ্গপুরাণ।

(গ) চণ্ডিকা—এক মাতৃকার নাম। ইনি ভগবতী-দেহ-সমুদ্ভূতা ও ভগবতী-সহচারিণী।

—শিব, দেবী, কালিকা ও লিঙ্গপুরাণ।

(ঘ) শিবের এক শক্তির নাম চণ্ডিকা। ইনি অষ্টনারিকার অন্তর্ভূতা একটি নারিকা। বাণেশ্বরের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধের সময় ইনি বাণেশ্বরের পক্ষা-বলধনপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

(ঙ) ভগবতীর নামান্তর চণ্ডিকা।

ততো নামান্তনেকানি প্রাপ সা পর্ত্তাঙ্গজা।

কালিকা চণ্ডিকা ভদ্রা চামৃত্তা বিজয়া জয়া ॥

—শিবপুরাণ জ্ঞান-সংহিতা ৬ অ ২৩।

ইনি রক্তনয়ন মহিষাসুরকে বধ করেন। রক্তবীজ, শুভ্র, নিশুভ্র প্রভৃতিকে বিনাশ করেন।

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

৪। চণ্ডী—ভগবতী ভবানীর অপরা মূর্তি বা নামান্তর। শৈব পুরাণসকলে চণ্ডী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার কোধ-সম্বৃত স্বর্ধাসম-দ্যাক্তিমান নীলগিরি-তেজা অর্দ্ধ-নর-নারী-মূর্তি রক্তরূপ প্রাপ্ত হওয়ার পরে বানি তাঁহাকে “আত্মদেহ বিভক্ত কর” বলিয়া অতৃপ্ত হইলে, সেই নারী-পুরুষ-মূর্তি বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত হইলেন। পুরুষ-মূর্তি একাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়া ১১ রক্ত হইলেন। আর নারীমূর্তির অর্দ্ধাংশ ষেত ও অর্দ্ধাংশ রক্তবর্ণ ছিল। অবশ্য তাঁহার দেহটিও বিভক্ত করিতে বলার সেই দেহ হইতে স্বাহা, স্বধা, মহাবিভা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অগর্ভা প্রভৃতি গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। তিনি বিশ্বরূপা পৃথক্ দেহে প্রকৃতি, নিয়তা, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমাণিনী, কালরাত্রি, মহামায়া, বেনতী ও ভূতনাথিকা মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। ষাপরাক্তে আবার এই মূর্তি অস্ত্রাজ্ঞ নামে কীর্তিতা। সেই সময় হইতেই এই দেবী গৌতমী, কোশিকী, আৰ্য্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, দেবী, মায়ী, মহিষমর্দিনী, নিকানিলমা, প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। অগ্নিপূরণ-মতে ভগবতী ভবানীর এই চণ্ডীমূর্তির ২০টি রক্ত। এই চণ্ডীর দক্ষিণ পদ সিংহরূপে ও বাম পদ নীচগ অঙ্গুর-পৃষ্ঠে বিভক্ত।

—লিঙ্গ, শিব, দেবী, কালিকা ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

- ৫। চণ্ডেশ্বরী—এই শক্তি অষ্ট নায়িকার মধ্যে একজন। ইনিও বাগাৱরের পঞ্চাবলম্বন করিয়া অপার সপ্ত নায়িকার সহিত ধর্পর-হস্তে যুদ্ধ উপস্থিত ছিলেন।
- ৬। চণ্ডোগ্রা—নবদুর্গাস্বর্গতা ভবানীর মূর্তি। ইহার ষোড়শ বাহ।

—অগ্নিপূরণ।

কিন্তু পুরাণের এই-সব চণ্ডী ও বাংলা মঙ্গল-কাব্যের চণ্ডী একই দেবতা নহেন। এই মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ প্রধান আধুনিক পুরাণে পাওয়া যায়—ব্রহ্মবৈবর্ত ও বৃহৎসং পুরাণ। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ “টংরেডী আট শত সালের পরের লেখা।” পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন—বৃহৎসংপুরাণ “রচনার কাল খ্রীষ্টাব্দ ১২ শতাব্দির পরে, বঙ্গ লিখিত।”

এই মঙ্গলচণ্ডী দেবীর রূপ গুণ ইতিহাস ও পূজার ক্রম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে ৩৪ অধ্যায়ে বাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা চুইতে আমরা ষোটামুটি এই অর্থগুলি পাই—(১) ধর্ম-ঠাকুর মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা প্রথম প্রকাশ করেন, (২) তিনি মঙ্গলকারিণী বলিয়া নাম মঙ্গলচণ্ডী, (৩) তিনি প্রথমে শব্দ (মঙ্গল) কর্তৃক, ও পরে মঙ্গল-গ্রহ, মনুষ্য-নীর মঙ্গল নামক রাজা, মঙ্গলবারে স্নানীয়গণ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নরগণ কর্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডিকা, (৪) তিনি কুল



প্রকৃতি জৈবরী ও মূর্ত্তিভেদে তিনিই দুর্গা, (৫) তিনি ঘোষিদিগের ইষ্টদেবতা, (৬) তিনি সঙ্কট-দুর্গতি-নিবারিণী ও ভক্তদিগের সর্বকামদা, (৭) তাঁহাকে মেঘ, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতির মাংস ও মস্ত ও বিবিধ নৈবেদ্য দিয়া সঙ্গীত-নৃত্য-বাণ্য ইত্যাদির সহিত প্রতি মঙ্গলবারে পূজা করিতে হয়।

বৃহদ্বাক্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে ১৬ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে এই মঙ্গলচণ্ডিকার উল্লেখ পাওয়া যায়—

স্বং কালকেতু-বরদা জ্ঞানগোধিকাসি  
যা স্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকায়া ।  
শ্রীশালবাহন-নৃপাদ্ বধিজঃ সঙ্গনোঃ  
রক্ষে হৃষীকেশ করিচয়ঃ এসতী বমজী ॥

বাংলা চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মঙ্গলচণ্ডিকার প্রসঙ্গে যে ছটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে কেবল সেই ছটি উপাখ্যানের উল্লেখ সংস্কৃত পুরাণের এই শ্লোকে পাওয়া যায়, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে যে কমলে-কামিনীর গজ গ্রাস ও বমনের ব্যাপার আছে তাহা ধর্ম্ম-ঠাকুরের সৃষ্টিলাভের রূপান্তর মাত্র। ধর্ম্ম হইতেছেন বুদ্ধ ত্রিরত্নের অমৃতম; বুদ্ধশাস্ত্রের মতে ধর্ম্ম আদিদেব এবং সৃষ্টিকর্ত্তা; মোঙ্গলদেশের প্রভাবে ধর্ম্ম স্মৃতিতে পূজিত হইয়া আদিদেব আত্মশক্তি-রূপে গণ্য হইতে থাকেন।

সেই ধর্ম্ম সৃষ্টিকর্ত্তে প্রবৃত্ত হইয়া—

জলেতে আসন গোসাই, জলেতে বৈসন ।  
জলভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন ॥

\* \* \*  
সম্মুখে রচিলা গোসাই পদ্মফুল ।  
তাহাতে বসিয়া গোসাই জপে আত্মমূল ॥

\* \* \*  
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হইল ।  
গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল ॥

—মাণিকদত্তের চণ্ডী ।

সমুদ্রে কমলাসনা দেবীর মুখ হইতে গজ নির্গত হওয়ার ব্যাপার ধর্ম্ম কর্ত্তক সৃষ্টিকার্য্যের ও কমলে কামিনী আবির্ভাবের সমান ঘটনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী পৌরাণিক চণ্ডী নহেন, তিনি বুদ্ধ দেবতার রূপান্তর মাত্র।

মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীকে ডাকিনী, বাণ্ডলী, বিশালাক্ষী বলা হইয়াছে—

তোমার মোহিনী বাণা শিক্ষা করে ডাকিনী কলা,  
নিতা পুঞ্জে ডাকিনী দেবতা।

—ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে লহনার উক্তি।

বাণ্ডলীর এক নাম ডাকিনী—“ডাকিনী বাণ্ডলী নিত্যা-সহচরী—” (পদসমুদে চণ্ডীদাসের পদ)। বামাচারে সিদ্ধা স্ত্রীলোক ডাকিনী—বোদ্ধ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—“নিগ্যাণ্ডোলা নামে এক দেবী আছেন বোদ্ধদের। তাঁহার ষোল জন সহচরী ছিল।.....বাহুলী তাঁহার এক সহচরী।.....ধর্মপূজার বিধিতে ধর্মঠাকুরের মত আবরণ-দেবতা আছেন, তাঁহার মধ্যে একজন আছেন বিশালাক্ষী, একজন আছেন বাহুলী।.....বাহুলীর নমস্বারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পূরণ দেবতা। তিনি ব্রাহ্মণের দেবতা নন। বোদ্ধদের অকল হইতে আসিয়াছেন।”—সাক্ষিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯ সাণ, ২৯৪, ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা।

রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধানে ধর্মের শক্তি বা আবরণ-দেবতা বাহুলীর ধ্যান ও আবাহনমন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে—(১) বাণ্ডলী “আরাতা স্বর্গলোকাদ ইহ ভুবনতলে”, (২) বাণ্ডলীর “পদগুণ-কমলে”, (৩) বাণ্ডলী “শ্রুতা মঙ্গলচণ্ডিকা”, (৪) তিনি “সরিং-তীরে সমুৎপন্ন।” (৫) তাঁহাকে “অষ্টতুল-দুর্গাক্তা অর্চনা” করিতে হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মঙ্গলচণ্ডীকে বার বার বাণ্ডলী ও বিশালাক্ষী বলা হইয়াছে—

এক ভাবে চিন্তে রামা চণ্ডীর চরণ।

বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাতারনী ॥

মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর আবির্ভাব সরিং-তীরে—কংসনদীর তীরে, সমুদ্রে ও ভূমরা নদীর তটে—হয়; তাঁহাকে অর্চনা করিতে “হেমবারী জলগর্ভা অষ্ট তুলদুর্গা” আবশ্যক হয়।

এইসব বিবিধ প্রমাণ (বিশুদ্ধ বিবরণ পরিশিষ্ট ও ভূমিকার দৃষ্টব্য) হইতে ঠোকা স্পষ্ট জানা যায় যে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী বোদ্ধ বহু দেব-দেবী (ধর্ম নিত্যা বাণ্ডলী বিশালাক্ষী) সম্মিলনে ও ব্রাহ্মণ্য দেবতা হর্গাব রূপভেদ স্বরূপে প্রকল্পিত হইয়াছেন।

বাংলা দেশে মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারক বহু উপাখ্যান প্রচলিত আছে। সেটসব লৌকিক ব্রতের নাম—বারমেসে মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী, জয়-মঙ্গলচণ্ডী, সন্ধ্যা, সো-দো, নাটাই-চণ্ডী, কুলুই-চণ্ডী, উদ্ধার-চণ্ডী, সন্ধ্যা-মঙ্গলচণ্ডী, ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্রতেরই এক-একটি উপাখ্যান আছে (মেয়েদের ব্রতকথা—শ্রীঅন্ততায় মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক সঙ্কলিত—দ্রষ্টব্য)। অতগুলি উপাখ্যানের মধ্যে কেবল ছাট উপাখ্যান—কালকেতু ও ধনপতি-শ্রীমন্ত—মঙ্গলকাব্যে স্থান পাইয়াছিল; বাকী উপাখ্যানগুলিকে কোনো কবি কাব্যের মর্যাদা দান করেন নাই। মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যান ছটিরই কেবল উল্লেখ বৃহদ্রথপুরাণে আছে; তাহাতে মনে হয় ঐ পুরাণখানি—অন্ততঃ ঐ শ্লোকটি—বঙ্গে মঙ্গল-কাব্য রচনার পরে রচিত বা পুরাণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মাণিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা, তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বোধে ভাব যত বেশী, পরবর্তী কাব্যে তত নয়। আবার পরবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম অপেক্ষা চণ্ডীর প্রভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে দেখা যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বোধে দেবতা ধর্ম ও চণ্ডী অভিন্ন দেবতা বা ঘনিষ্ঠসম্পর্কিত দেবতা।

[ আমি আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়া এই প্রবন্ধের প্রথমংশের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ বিভিন্ন পুরাণে চণ্ডীর নামের তালিকাটি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। গণেশ ও মহাদেবের দেবত্বের ক্রমবিকাশ রচনার শেষে স্বীকৃত পুস্তকাদি হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যপরিষৎ পরিচার প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক লিখিত “প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল” নামক উপাদেয় শ্রবক দ্রষ্টব্য। ]

## চণ্ডী-বন্দনা ( ৮-৯ পৃষ্ঠা )

### ৮ পৃষ্ঠা

পূরবি—পূরবী বা পূর্বী, মল্লার রাগের অন্তর্গত রাগিণী, পূর্ব দেশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয় ঐ নাম। সঙ্ক্যাকালে গের; ইহা আনন্দাংশ হুর বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রে নির্দিষ্ট।

নারায়ণী—প্রলয়পরোধিজলে শয়ান নারায়ণের যোগনিদ্রা মহামায়াই আত্মশক্তি; তিনি নারায়ণের অংশ বলিয়া নারায়ণী, বিষ্ণুর শক্তি বলিয়া বৈষ্ণবী। দেবী দুর্গা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে প্রোদ্ভূত। এজন্ত তিনি ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিরূপিনী। নারায়ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জ্ঞাননী পরা।

মম তুল্যা চ মন-মায়া তেন<sup>১</sup> নারায়ণী স্মৃতা ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশখণ্ড, ৭ অধ্যায়।

কামধাত্রী—যিনি ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন।

কাত্যায়নী—দুর্গা। হিমালয়ে কাত্যায়ন-মুনির আশ্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মহিষাসুর-বধের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দেহ হইতে এক দেবী সৃষ্টি করেন ও মহর্ষি কাত্যায়ন প্রথমে সেই দেবীকে পূজা করেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে ইনি উদ্ধৃতা, ও শুক্লা সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে কাত্যায়ন কর্তৃক পূজিতা হন, দশমীতে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। কাত্যায়ন-পূজিতা দেবী দুর্গা কাত্যায়নী। অথবা কাত্যায়ন-গোত্রীয়দের পূজিতা দেবী।

অবিদীত তম্বু বিনাশিনী—দেবী দুর্গা দাক্ষায়ণী সতী রূপে স্বীয় তম্বু যোগানলে ভাঙ্গ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন; এবং পার্বতী উমা রূপে মননের তম্বু বিনাশের কারণ হইয়াছিলেন।

### ৯ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়াস্ত-তাস-বিনাশিনী—দ্বিতীয় পুত্র দৈত্যদের ভয় ঘিনি বিনাশ করেন।

মাইয়াতি ভীষণ শোনা—মাইয়া অর্থাৎ কল্যা—যে কল্যার সেনা অতি ভীষণ। সঃ মাতৃ <মাই। মাই+ইয়া=মাইয়া<মেরে।

গুহ—গোপন গুহার মধ্যে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কার্ত্তিকেশ্বরের নাম গুহ।

বৈহার—বিহার, বিহার কর।

সুখবর নাগ নর নতা—সুখবর-নাগ-নর-নতা; যিনি দেবতা নাগ নর প্রভৃতিকে অবনত করিয়া শ্রেষ্ঠ সুখ দান করিয়া থাকেন।

সিংহের কঙ্কে—কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে রাখিয়া বসুদেব যশোদার কল্যা যোগমায়াকে বলল করিয়া আনেন; সেই কল্যােকে দেবকীর কল্যা মনে করিয়া কংস দিলার আছাড় মারিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিলে যোগমায়া অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরিয়া আকাশে উৎখিত হন। তখন ইন্দ্র আসিয়া সেই দেবীকে বিদ্যাপরীতে স্থাপন করেন এবং

“তজ্জ স্থাপ্য চরিত্ব দেবীঃ স্বাঃ সিংহক বাহনম্।

জবামরাহিহরীতি ভাক্ত। স্বপদম্ অবাপ্তম্ ॥

—বামনপুরাণ।

কালী তাঁর কৃষ্ণবর্ণ মোচনের জন্য তপস্বী করিতে গেলে এক ব্যাঘ্র কালীকে আহ্বান করিতে আসে এবং দেবীর তপঃপ্রভাবে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। সে কুখার্ড অবস্থার স্তম্ভিত হইয়া কালীকে কেমন করিয়া ষাটবেসেই চিন্তাই করিতে থাকে। ব্যাঘ্র একমনে কালীচিন্তা করিতেছিল বলিয়া দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া তাকে ক্রুদ্ধ করেন। এবং দেবী ব্যাঘ্রের নাম রাখেন সোমনন্দী এবং তাকে নিজের বাহন করেন। (শিবপুরাণ, বারবীর সংহিতা, ১১—২৩ অধ্যায়।) স' স্বক্ক>কক। প্রঃ—কক্ক ভূজ আঅতন ইদী বিসজ বিসাক্কজ পহজ।—বৌদ্ধগান ও পোহা।

বামপাদ মহিষ-আসনে—দেবী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী ; এজ্ঞা তাঁর পদতলে মহিষমূর্ত্তি  
সন্নিবিষ্ট করা হয়।

দেবাস্তা বক্ষিণঃ পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্।

কিঞ্চিদ উচ্চং তথা বামম্ অকুণ্ঠং মহিষোপরি ॥

—কালিকাপুরাণ ও বৃহন্নিকেশ্বর পুরাণ।

ষাট বেহানন শূলে—মহিষাসুরের বক্ষ দেবী দুর্গা শূলে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। সাট>স°

ছটা—চাবুক, দণ্ড ; বেহানন মানে বোধ হয় বিদ্বেন, বিদ্ধ করেন। অতএব

ষাট বেহানন শূলে—শূলদণ্ড বিদ্ধ করেন।

অমৃয়ুগ অবতার—প্রতি যুগে যুগে আবির্ভাব।

—

## লক্ষ্মী-বন্দনা ( ১০-১১ পৃষ্ঠা )

বৈদিক ত্রীদেবতাদের মধ্যে লক্ষ্মী ও শ্রী নাম পাওয়া যায়। তখন লক্ষ্মী বা শ্রী  
অরূপ ছিলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের স্ত্রী। শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রী প্রজাপতি  
হইতে উৎপন্ন। তিনি সৌভাগ্য সম্পদ ও সৌন্দর্যের দেবতা ( শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।৪।৩।১ )।

মহাভারতের বনপর্বে দেখিতে পাই শ্রী বা লক্ষ্মী স্বন্দপত্নী। পঞ্চমী তিথিতে তাঁর  
বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া গুরুা পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে আখ্যাত হইয়া ঐ দিনে শ্রীর পূজা  
হইত। এখন কিন্তু শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীর পূজা হয়।

মহুসংহিতায় ( ৩,৮৯ ) শ্রীকে বলি উপহার দিবার ব্যবস্থা আছে।

এ পর্যান্ত শ্রী অশরীরী দেবতাই আছেন। পুরাণেও প্রথম দিকে তিনি অশরীরী  
সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য মাত্রই ছিলেন : কেবলমাত্র কথার রূপকে দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-  
শ্রী সম্বোধন করিতেছিলেন। ইন্দ্র চর্যাসার শাপে ত্রৈলোক্যশ্রী হারাইয়াছিলেন,  
( বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯ )।

সেই নষ্ট শ্রী পুনর্লভের জন্ত দেব-অশুরে সমুদ্র মন্থন করিলে রত্নাকর হইতে লক্ষ্মী  
আবির্ভূত হন। রামায়ণে আছে যে লক্ষ্মী সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন ফেন হইতে আবির্ভূতা  
( স্কন্দরাকাণ্ড, ৭ অ )। তিনি তখন দেবীপ্যাম্বলী কান্তিমতী, বিকশিত কমলে স্থিতা,  
ধূতপঙ্কজা, অম্লান-পঙ্কজমালা-বিভূষণা ; তিনি হরির বক্ষস্থল আশ্রয় করিয়া হরিশ্রিয়া  
হইলেন। এই লক্ষ্মী যুগে যুগে হরির অবতারে তাঁর পত্নীরূপে অবতীর্ণ হন ( বিষ্ণুপুরাণ,  
১।৯ )

লক্ষ্মী আবার ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে কতাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন।

নারদীঃ, ধর্ম ও কুর্ম পুরাণে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিবপার্বতীর কন্যা হইয়াছেন।

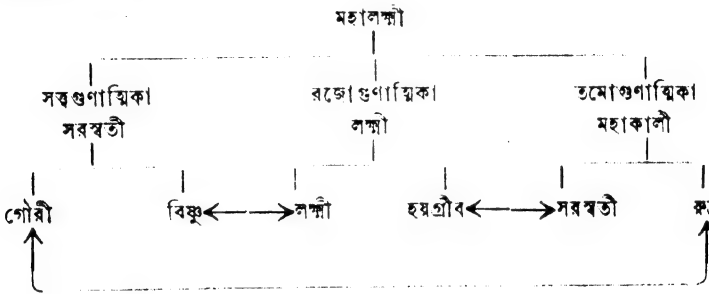
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলেন, প্রকৃতি পঞ্চধা মূর্তি পরিগ্রহ করেন, তার এক মূর্তি লক্ষ্মী ইনি কৃষ্ণের মানসকন্যা, অথচ ইনি বিষ্ণুর পত্নী। অত্ৰ পুরাণে আবার লক্ষ্মী পার্বতীর অংশসম্ভূতা।

গরুড় স্বল্প প্রভৃতি পুরাণে লক্ষ্মীচরিত্র অর্থাৎ লক্ষ্মীর প্রিয় অপ্রিয় কাণ্ডা ও বস্ত্র বিবরণ আছে।

ইলোরার কৈলাসমন্দিরে গজলক্ষ্মী-মূর্তি আছে, ইলোরার মন্দির ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্মিত। (Fergusson and Burgess, P. 458).

গুপ্ত রাজাদের মুদ্রায় কমলা-মূর্তি অঙ্কিত হইত।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবীমাহাত্ম্যে মহালক্ষ্মী হইতে সরস্বতী লক্ষ্মী প্রভৃতির উদ্ভব বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ—



১০ পৃষ্ঠা

মল্লার—ছয় রাগের এক রাগ। বর্ষাকালে গেয়।

অজিত-বল্লভা—অজিত (বিষ্ণু) বল্লভ (স্বামী) গাও।

ব্রহ্মার জননী—প্রলয়-পরোধ-ভলে শয়ান নারায়ণ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন; তখন একমাত্র জাগ্রত ছিলেন বিষ্ণুশক্তি, যিনি পরে লক্ষ্মী নাম লাভ করেন; বিষ্ণুর নাভি হইতে এক পদ্ম উদ্গত হয়, তার মধ্যে ব্রহ্মার উদ্ভব হয়। এই কারণে লক্ষ্মীকে ব্রহ্মার জননী বলা হইয়াছে।

বন্দো—আমি বন্দনা করি। সঁ বন্দামি > বন্দম, বন্দোম > বন্দোঁ, বন্দো।

জুড়ি—সঁ/যুজ (=যোজন করা) > বাঁ জুড়্ ধাতু।

পাণী—পানি, হাত।

গ—সংস্কৃত অঙ্গ—সম্বোধন-বাচক, অব্যয় শব্দ ; যে সম্বোধিত ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গ স্বরূপ  
আখ্যায়। অঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ—গ, গো। প্রয়োগ—

ভাল কথা রাউলের ঝি গ কহিছ বচন।—গোরক্ষবিজয়।

এহা ছুখ বড়ায়ি গ সহিতে না পারী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

থাক—স° স্থা ধাতু হইতে। প্রে:—

নিঅ পরিবারে মহামুহে থাকউ।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ঘর—স° গৃহ > প্রা° ঘর। প্রে:—

আঙ্গন ঘরপণ স্নান ভো বিআতী।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

হতে—সংস্কৃত শব্দের পঞ্চমী (অপাদান) বিভক্তির চিহ্ন আং > প্রা° হন্তে—ইতে—হতে।

‘হইতে’ লেখা অশুদ্ধ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বলে—স° বল > প্রা° বোল > স° বল্ > বা° বল ধাতু কথা কহা অর্থে। প্রে:—

হরিণী বোলঅ হরিণা স্নং হরিআ তো।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ভগ কইসে° সহজ বোল বাজায়।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ছাড়হ……তার দোষ দেখি—কোন কোন দোষ দেখিলে লক্ষ্মী বিরূপ হইয়া দোষীকে  
ত্যাগ করেন তার দীর্ঘ তালিকা ব্রহ্মবৈবর্ত স্কন্দ ও গুরুড় পুরাণে আছে। মোটের  
উপর সামাজিক শৃঙ্খলা ও পারিবারিক ব্যবস্থা ভঙ্গ করিলে, ব্যক্তিগত  
ও সমাজগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, ভাব্যতা ও শিষ্টতা পালন না করিলে  
লক্ষ্মী কুপিতা হন বলা যাইতে পারে।

ছাড়হ—স° √স্থ + গিচ্ = √সারি > ছাড়ি > বা° √ছাড়। সংস্কৃত অমুজ্জার হি > হ।

প্রাকৃতে √তাজ স্থানে ছডড আদেশ হয় ( শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যমল্লভ )।

কাব্যকোস—কাব্য ও কোষ অর্থাৎ অভিধান।

দইয়া—দয়া। ওড়িয়ায় এখনও দইয়া মাইয়া উচ্চারণ শুনা যায়।

### ১১ পৃষ্ঠা

আছুক—থাকুক। স° অন্ > প্রা° অচ্ছ > বা° আছ ধাতু হইতে নিম্পন্ন আছুক শব্দের  
প্রয়োগ এখন অপ্ৰচলিত হইয়াছে, তার স্থান অধিকার করিয়াছে থাকুক।

প্রাচীনকালে আছুক ব্যবহার সুপ্রয়োগ বলিয়া গণ্য হইত।—তুলনীয়—

আছুক রাজার দায়, দেবতা আইলে।—সরল কবির মহাভারত।

আছু যুবজনের বুদ্ধের জাএ মন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ইশ্বের আছুক কাজ যম যদি আইসে।

যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে॥

—কৃত্তিবাসের রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

এক দিন বিজ় কড়ি গবিয়া দেখিল।

আছুক লাভের কাজ মূলে হারাইল ॥

—অহানন্দের চৈতন্ত-মঙ্গল।

দারা নিম্নে তারে—তুলনীর—

মাতা নিম্নতি, নাভিনম্নতি পিতা, জাঃ ন সত্তাধতে,

ভৃত্যঃ কৃপতি, নাশুগচ্ছতি হৃতঃ, কাশ্বা চ নালিক্ততি।

অৰ্থপ্রার্থনশব্দরা ন কুরুতেঃপালাপমাত্রঃ স্বহঃ,

তন্মাদ্ অৰ্থন্ উপাচ্ছয়ষ চ সখে, স্বার্থন্ত সৰ্ব্বে বশাঃ ॥

—উত্তরোক্ত।

চর্যাসার শাঁপেতে রাখিলা পুরন্দরে—শত্রুপূর বিদারণ করেন যিনি তিনি পুরন্দর—

ইন্দ্র। ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় চর্যাসা শুধি সন্তানক পুশের মালা পরিয়া সেইখানে উপস্থিত হন; চর্যাসা সেই মালা প্রসাদ স্বরূপ ইন্দ্রকে দান করেন; ইন্দ্র সেই মালা নিজের মস্তকে ধারণ না করিয়া হাতীর মাথার রক্ষা করেন; হাতী গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শুড়ে তুলিয়া মাথা হঠতে মালা নামাইয়া মাটিতে ধলার নিক্ষেপ করে। ইহাতে চর্যাসা অগমানিত বোধ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে শাপ দেন—তোমাৰ বৈলোক্যলক্ষ্মী নষ্ট হইবে। পরে দেবতার। সমুদ্র মন্থন করিয়া লক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করেন।—বিষ্ণুপুরাণ, প্রথম অংশ, ৯ম অধ্যায়। [ বিষ্ণুপুরাণের নবম অধ্যায়ে ইন্দ্রকৃত লক্ষ্মীস্তব অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণ লক্ষ্মীবন্দনা লিখিয়াছেন। ]

লক্ষ্মী গুণ কথা—লক্ষ্মী-গুণ-কথা—লক্ষ্মীর গুণের কথা।

## সরস্বতী-বন্দনা ( ১১-১২ পৃষ্ঠা )

সরস্বতী বৈদিক দেবতা। সরস্ব শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতি; সরস্বতী মানে জ্যোতির্ময়ী। সরস্বতীর অপর নাম ভারতী ধিষণ বাগ্‌দেবী বেদে আছে। বেদে সরস্বতী অরুণা; তিনি দ্রোণ নন, পুরুষও নন; তিনি এক অদ্বুত জ্যোতি মাত্র। যেমন সূর্য্যের আলোকে বৃক্ষলতাাদি প্রত্যক্ষ হয়, তেমনি এই জ্যোতিতে জ্ঞান বাগ্‌বের গোচর হয়। বেদে সরস্বতীর তির নাম সরস্ব; সরস্ব মানে স্বর্ধ্য; সরস্বতী বাগ্‌দেবী জ্ঞানবর সূর্য্যের কস্তা; এই স্বর্ধ্য মানে অস্ত্রধারী



পরমেশ্বর। ( উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিরচিত “বেদপ্রবেশিকা” ও মংগ্রণীত “বেদবাণী” দ্রষ্টব্য )।

এই বৈদিক সম্পর্ক-বিপর্যয়ের সূত্র ধরিয়া পুরাণে সরস্বতীকে ব্রহ্মার কন্যা ও ব্রহ্মাকে কন্যাগামী করা হইয়াছিল বোধ হয়। মংগ্রণাণ তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মার দশজন মানস পুত্র ও নয়জন শরীরোৎপন্ন অথচ মাতৃহীন পুত্র ও একজন কন্যা জন্মলাভ করেন। সেই কন্যার নাম সরস্বতী গায়ত্রী সাবিত্রী ও শতরূপা, তিনিই আবার ব্রহ্মাণী। ব্রহ্মা সেই কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া—অহো রূপম্ অহো রূপম্ ইতি প্রাহ পুনঃ পুনঃ। সরস্বতী জন্মলাভের পর যখন জনককে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন কন্যারূপে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা সেই রূপ দেখিবার আগ্রহে চতুর্দিকে ও উর্দ্ধে মাথা গজাইয়া পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। এই পুরাণে সরস্বতী অনিন্দিতা স্তন্দরী এইমাত্র বল হইয়াছে ; তাঁর রূপ-বর্ণনা নাই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে ব্রহ্মাণীর বাহন ও আভরণের উল্লেখ আছে—

হংসমুক্তাবিমানাগ্রে সাক্ষস্বত্রকমণ্ডলুঃ ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আত্মপ্রকৃতি পঞ্চধা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া হন—

গণেশজননী-দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।

সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী শ্রুতা ॥

রাগাধিষ্ঠাতৃদেবী যা শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা ।

কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা যা চ সা চ দেবী সরস্বতী ॥

এই সরস্বতী-প্রকৃতি—

বাগ্-বুদ্ধি-বিজ্ঞা-জ্ঞানাদিদেবতা পরমাত্মনঃ ।

সর্ববিজ্ঞা সর্বরূপা সা চ দেবী সরস্বতী ॥

স্ববুদ্ধি-কবিতা-মেধা-প্রতিভা-স্মৃতিদা সত্যম্ ।

নানাপ্রকার-সিদ্ধাস্ত-ভেদার্থ-কল্পনা-প্রদা ॥

ব্যাখ্যা-বোধ-স্বরূপা চ, সর্বসন্দেহভঞ্জনী ।

বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী ॥

স্ববসন্তীতসন্ধান-তাল-কারণরূপিণী ।

বিষয়জ্ঞান-বাগ্-রূপা প্রতিবন্ধেষু জীবিনাম্ ॥

ব্যাখ্যা-মুদ্রা-করা শাস্ত্রাণ্যাম্পুস্তকধারিণী ।

হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কুমুদাভোজ-সন্নিভা ॥

জয়স্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং বহুমালয়া ।

যয়া বিনা চ বিমোহো মুকো মৃতসমঃ সদা ॥

এই দেবী সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য উৎসুক হইলে সাধাগত-চিন্তা শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই স্বরূপ বিষ্ণুকে বরণ করিতে উপদেশ দেন। এবং সরস্বতীর পূজা “মাবন্ত শুক্ল পঞ্চম্যাং বিজ্ঞানম্ভ-দিনেংপি চ” স্থির করিয়া দেন।

নারদীয়, ধর্ম ও কৃষ্ণ পুবাণে সরস্বতী ও লক্ষ্মী শিবের কন্যা হইয়াছেন। বৃহন্নীলতন্ত্র কুলাৰ্ণবতন্ত্র ও সারদাতিলক-তন্ত্রে সরস্বতী ও লক্ষ্মীকে শিব-ভগ্নার কন্যা বলা হইয়াছে।

সরস্বতী শিবপার্কীতীর কন্যা বলিয়া অন্ততঃ কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। দেবীপুরাণে আছে যে শিব স্বশক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর প্রতি শিবের য়েহ সম্ভাত হইয়াছিল—

ক। পুনঃ শ্রষ্টুঃ স্নেহো সদাতিপ্রতিপক্ষম্ভিঃ।

তত্তাঃ শক্তিঃ স্মিত্যাক সৃজামি অপরাঞ্জিতাম্।

ব্রহ্মাওপুবাণ বলেন অৰ্দ্ধনারায়ণ-মূৰ্ত্তির নারীভাগ বিভক্ত হইয়া লক্ষ্মী সরস্বতী উমা হৈমবতী ষষ্ঠী প্রভৃতি উৎপন্ন হন।

ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণে পার্কীতী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

তব্রজয়া মহালক্ষ্মীন্ অহং বৈকুণ্ঠবাসিনী।

সরস্বতী চ তৈজস্ব বামপাশে চত্রেণ অপি ॥

বরাহপুরাণ বলেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলিত মূৰ্ত্তি হইতে উৎপন্ন ত্রিকলা দেবীর তিন কলা—ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী। ব্রাহ্মী কলার নাম সৃষ্টি। তিনিই সৰ্বাক্ষরা বাগীশা বিজ্ঞেশ্বরী সরস্বতী; তিনি ষ্বেতবর্ণা সৰ্বান্নসুন্দরী।

বেদে মরুংগণ সরস্বতীর সঙ্গী। মরুংগণ কুদ্রীয়, কুদ্রসন্ধান; সূতরাং সেট সূত্রে বোধহয় সরস্বতীও কুদ্ররূপী শিবের কন্যা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উপনিষদের অধিকা ও উমা পরে সরস্বতী হইয়াছেন।

হরিবংশ বলেন, “সরস্বতী চ বামীকে স্মৃতিং দৈপায়নে তথা” স্বয়ং ভগীষ্ট। বামন-পুরাণের মতে ( ৩২ অধ্যায় ) “বিষ্ণোর জিহ্বা সরস্বতী”।

শিবপুরাণে দক্ষযজ্ঞসংসের ব্যাপাবে বাগীশা দেবী দত্তিত হইয়াছিলেন; শিব পরে তাঁহাকে অন্ন দান করেন।

তন্মুক্ত নীল সরস্বতী স্বৰ্গলোক হইতে মৰ্ত্তলোকের মধ্যে বিজ্ঞাকে পরিবেষণ করিয়া থাকেন।

সরস্বতীর কোনো বিশেষ পূজক-সম্প্রদায় নাই। ইনি বিষ্ণুশক্তি মাত্র। বৌদ্ধ তন্ত্রেও বাগীশ্বরী দেবী বুদ্ধের শক্তি। এই বাগীশ্বরী দেবীর মন্দির বুদ্ধগয়ার ও নালন্দা-বিহারে ছিল।

দাক্ষিণাত্যে সরস্বতীর বাহন হংস নয়, ময়ূর। হংসবাহনের উল্লেখ দেবীপু:  
আছে—

ততো জ্যোতির্বান্ শব্দুঃ স্বশক্তিঃ কিরণোজ্জ্বলায় ।

হংসস্তম্বনন্ আরাঢ়া স্বকীয়াযুধধারিণী ।

সরস্বতী যে তিথিতে পূজিতা হন, তার নাম শ্রীপঞ্চমী। সেদিন লক্ষ্মীর সঙ্গে স্কনে পরিণয় হয় বলিয়া ঐ তিথির নাম হইয়াছিল শ্রীপঞ্চমী (মহাভারত, বনপর্ক, স্কন উপাখ্যান)। এখন সেই তিথি অধিকার করিয়াছেন সরস্বতী।

### সরস্বতী-পূজা

সরস্বতী-পূজা ঠিক কবে কোন্ সময় কাহার দ্বারা আরম্ভ হইল, তাহা নির্ণয় ক: কঠিন। তবে ইহা যে পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে সরস্বতীপাখ্যানের চতুর্থ অধ্যায়ে মহমুনি যাম্ববক্য কিক্রাে গুরুশাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া সৃষ্টির উপদেশে সরস্বতীর স্তবস্ততির দ্বারা সেই নষ্টজ্ঞান ফিরা: পাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। সরস্বতীর ইতিহাস অব্যবহাে প্রবৃত্ত হইলে আম: মূর্তি-পূজার ক্রমাভিব্যক্তিও দেখিতে পাই।

বর্তমান সময়ে হিন্দুগণ দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি যে-সকল দেবী পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র সরস্বতী দেবীর নামই বেদে দেখি: পাওয়া যায়। বেদে স্ত্রী-দেবতাদিগের স্থান নগণ্য বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না; কিন্তু ঐ সকল দেবতার মধ্যে যাঁহাদের প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে সর্ব প্রথম উষা এবং তৎপরেই সরস্বতী। ঋগ্বেদের তিনটি সম্পূর্ণ স্তোত্র এবং অজ্ঞাত স্তোত্র: তিন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে সরস্বতীর স্তব করা হইয়াছে। ‘সরস্বং’ শব্দের অর্থ ‘প্রভূত-জলবিশিষ্ট’ ইহার স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী হইয়াছে। ঋগ্বেদে সরস্বান্ ও সরস্বতী দুইজনের স্তব আছে অধিকাংশ স্থানেই তাঁহাদিগকে প্রভূত-জলবিশিষ্ট (নদ বা নদী) রূপেই মনে করা যায় ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৯৫ স্তোত্রে আছে—

বধা গুপ্তে স্তবতে রাসি বাজান ॥ ৬ ॥

অর্থ্যং “শুভ্রবর্ণে দেবী! বদ্ধিত হও, স্তবকারীকে অন্ন দান কর।”

উভে বস্ত্রে মহিনা শুভ্রে অক্ষসী অধিক্ষিগ্নতি পূরবঃ। সা নো বোধ্যাবিত্তী ॥ ৭।৯৬২  
অর্থ্যং হে শুভ্রবর্ণে (সরস্বতী), যে তোমার মহিমার দ্বারা মহুযাগণ উভয়বিধ (দ্বিঃ ও পার্শ্বঃ) অগ্নি অথবা গ্রামা ও আরণ্য (অন্ন, প্রাপ্তি হয়, সেই তুমি আমাদিগের রক্ষা- কারিণী হইয়া আমাদিগকে অগ্নত হও (বা জ্ঞান দান কর)।

ঋষিদিগের স্তবস্ততি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সরস্বতী একটি অজ্ঞেয় জলপ্রবাহ। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে চেতনাবিহীন জলপ্রবাহ বলিয়া মনে করিতেন না। ইহার মধ্যে

এক জ্যোতিষ, অদৃষ্ট দেবতার সাক্ষ্যকার যেন তাঁহার পাইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল অন্নদাত্ত্রী ও জলবাহিকা তাহা নহেন, তিনি অন্নযুক্ত-বজ্রবিশিষ্ট, বজ্রকলরূপ ধনদাত্ত্রী ( সরস্বতী বাজ্জেতি: বাজ্জনীবতী ষিষাবমুঃ—১৩৭১০ ), স্নাত্ত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, স্মৃতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী ( চোদয়িত্রী স্নূতানাং চেতন্তী স্মৃতীনাং—১৩৭১১ ), এবং সকল জ্ঞানের উদ্বীপয়িত্রী ( যিষো বিখা বিরাজতি—১৩৭১২ )। সরস্বতীর এই যে-সকল গুণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার বাগদেবীত্বও অক্ষর থাকিতে পারে।

বেদের মন্দের দ্বারা ঐহার বিষয় বলা হয়, তিনিই দেবতা (যা তেন উচ্যতে সা দেবতা); স্মৃতরাং নদীপ্রবাহ 'দেবতা'। এই সরস্বতীকে আমরা কখন কখন ইলা ও ভারতী নামী দুইটি জ্বীদেবতার সহিতও যুক্ত দেখিয়া থাকি। ইলা পৃথিবী বাক, অন্ন ও গো-পর্যায়ের অন্তর্গত। ভারতীও বাক-পর্যায়ান্তর্গত। কিন্তু ১০ম মণ্ডলে ১১০ স্তবের ৮ম মন্ড্রে এই তিনজনকেই আহ্বান করা হইয়াছে। সেস্থানে ভারতীর ব্যাখ্যা হইয়াছে—সর্গভূত জল দ্বারা পূর্ণ করেন বলিয়া ভারত অর্থে আদিতা, ভারতী তাঁহার স্বভূতা ভা অর্থাৎ নীতি।

অথেষে সরস্বতীর এই বিবিধ প্রকৃতি দেখিতে পাইলেও ত্রাক্ষণের যুগে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগদেবীতে পরিণত হইয়াছেন, এবং পরবর্তী পুরাণের যুগে ইনি সর্গবিজ্ঞা-ধিষ্ঠাত্রী বেদশাস্ত্র-যোগমাতা বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী সর্গজ্ঞানাত্মিকা শাস্ত্রজ্ঞান-বাগ্‌বিভবপ্রদা ত্রাক্ষণী বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিতা হইয়াছেন।

সরস্বতী নদী আর্ঘ্য অধিগণের জীবন চিন্তা বাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বন্ধ হইয়াছিলেন। সিন্ধু-সরস্বতীর তীরে বৈদিক আর্ঘ্যগণের জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। এই সরস্বতীর সাহায্যে আর্ঘ্য অধিবাসীগণ পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার আদান-প্রদান করিতেন। কি ধর্ম, কি সামাজিক জীবন, কি বাণিজ্য, কি জ্ঞানানুশীলন, সমস্ত ব্যাপারই নদীর কূপায় সুসম্পন্ন হইতে থাকার, নদী তাঁহাদের জীবনে অতি প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এবং ইহা তাঁহাদের জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যানুকৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। এইসকল বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে সরস্বতী নদী হইলেও কিরূপে বিজ্ঞা জ্ঞান ও কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়াছিলেন। জ্ঞানের সচিৎ সরস্বতীর এই অভেদ-কল্পনা তাঁহাকে বাগদেবী করিয়া তুলিল।

জ্ঞান উপলব্ধি করিবার বিষয়, প্রকাশ করিবার নহে। ইহা অপূর্ণ জ্যোতিষ্ময় ও সৌন্দর্য্যময়। সাধারণ মানব যাহাতে ক্রমে ইহার নিকট উপনীত হইতে পারে তাহার জন্ত তাঁহারা তাঁহাকে আধুনিক সরস্বতী-দেবীর মূর্ত্তিমান করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির গুণ-বর্ণ জ্ঞানের বিস্তৃত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিষ্ময়রূপ প্রকাশ করিতেছে। হস্ত-বিগত বীণা পুস্তক লেখনী ও পদ্মপুগল এবং আসনশয়ন শেখোজ সাহিত্য ও শিল্পবিজ্ঞানকে বাক্ত করিতেছে। শব্দ দুই প্রকার—ঋতায়ক ও

বর্ণাত্মক। ধ্বজাত্মক শব্দ বীণার দ্বারা ও বর্ণাত্মক শব্দ পুস্তকের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে।  
হস্তস্থিত বীণার দ্বারা ইহাও বুঝান হইয়াছে যে, জ্ঞান চিত্ত-তত্ত্বীতে অহিনিশি স্পন্দন উৎপন্ন  
করিতেছে। এইরূপ অজ্ঞাত বস্তুও তাঁহার এক-একটি গুণের প্রকাশক।

সরস্বতীর তোষে আছে—

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।

শ্বেতাধরধরা নিভা শ্বেতগন্ধাম্বলপনা ॥

শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেত-চন্দনচর্চিতা।

শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা ॥

—দেবীর আসন শ্বেতপদ্ম, তিনি শ্বেতপুষ্প-শোভিতা, তাঁহার বস্ত্র শুভ্র, তাঁহার অঙ্গে  
শ্বেত গন্ধদ্রব্য অমূল্য, তাঁহার বীণা শুভ্র, হস্ত শুভ্র, নেত্র শুভ্র, তিনি শ্বেত-চন্দনে চর্চিতা  
এবং শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা। তাঁহার পূজোপচার দ্রব্য নবনীত, দধি, ক্ষীর, খৈ (লাজ), গুরু  
ধাতু, গুরুবর্ণ-পঙ্ক-গুড়, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত শুভ্র হবিষ্যাস, যবগোধূম-চূর্ণ-নির্মিত ঘৃতসংস্কৃত শুভ্র  
পিষ্টক, শুভ্র পুষ্প—সমস্তই শুভ্র। তিনি স্বয়ং কুন্দেলুতুয়ার-হার-ধবলা সর্বা-শুভ্রা  
সরস্বতী। নদীতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সমস্তই ইহার রহিয়াছে। পদ্ম, হংস,  
কচ্ছপী (বীণা)—এ সমস্তেরই জলের সহিত সম্বন্ধ। এই তথ্য আমরা গ্রীক পুরাণের  
মধ্যে দেখিতে পাই। তথায় বলা হইয়াছে, দেবদূত হার্মিস্ কচ্ছপের নাতিগভীর দূত  
দেহবর্ষের উপরে তত্ত্বী সংযোগ করিয়া বীণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পদ্ম শিল্পের পরিচায়ক; আবার তাহা ছাপদ্মেরই প্রতিকল্পক শ্বেতজ। •

\* ভূত্বংস প হইতে আনীত প্রস্তর-প্রাচীরের গাত্রে অঙ্কিত বৃত্তাকার কারুকার্যময় চিত্রগুলি পদ্ম-  
ফুলের প্রতিচ্ছবি। সচিত্রপুস্তকের পূর্বভাগের শুভ্রগুলির উপরও পদ্মের ফুলের অতিক্রান্ত আছে।  
অতি প্রাচীনকাল হইতেই পদ্ম শিল্পীগণের একটি প্রিয় বস্তু এবং সৌন্দর্য্যবোধের উদ্দীপকরী। কবিগণ  
পদ্মের সৌন্দর্য্যে এরূপ মুগ্ধ যে, সমস্ত বস্তুসম্বন্ধ বিবেচনা না করিয়াই তাহার কাব্যে বর্ণনায় নদীতড়াগাদির  
সলিলমাঝেই পদ্মাদি বর্ণনের নিয়ম করিয়াছেন।

হার্মিস্ দেবদূত বলিয়া বাগ্মতায অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বুদ্ধির দেবতা, বীণা বংশী সম্বন্ধিত  
কবিতা জ্যোতিষ ও অক্ষরের সৃষ্টিকর্তা। তাহার প্রিয় জীবগণের মধ্যে কচ্ছপ একটি।  
তাঁহাকে সম্ভট করিবার জন্য যে খাদ্যোপহার দেওয়া হইত তাহার মধ্যে ধূপ ধূনা মধু  
ও পিষ্টক থাকিত। সরস্বতীর সহিত গ্রীক দেবতা হার্মিসের গুণের কতকগুলি সাদৃশ্য আছে। কিন্তু  
ইনি পুরুষ, উনি স্ত্রী। গ্রীকদিগের জ্ঞান ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা (বা মিনার্তা), দেবতাজ  
জিউসের কন্যা—তাঁহার মন্তক হইতে উদ্ভূত। সরস্বতীও এইরূপ পরমাত্মার মুখোদ্ভূত। মিনার্তাকে  
কেহ কেহ বংশীর আবিষ্কারী বলিয়া নির্দেশ করেন।<sup>১</sup> গ্রীকদিগের দেবী আর্টেমিসের সহিত সরস্বতীর  
একটি সাদৃশ্য আছে। দুইজনেই ললাটে নবচন্দ্রকলাধারিণী। আর্টেমিস সঙ্গীত-দেবতা হ্যাপোলোর  
যমজ-ভগিনী।

ঐক্যবৈবর্তপুরাণে সরস্বতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বীণাপুস্তক-হস্তা গুরুবর্ণা এক দেবী আবির্ভূতা হন। সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতি। রাধা, লক্ষ্মী, দুর্গা, সাবিত্রী ও সরস্বতী,—সৃষ্টি-কাণ্ডে এই পাঁচটি প্রকৃতি। যিনি পরমাত্মার বাক্য বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনিই প্রকৃতি সরস্বতী। তিনি পুস্তক-রচয়িত্রী ও সঙ্গীত তানমান প্রভৃতির কারণ-স্বরূপা দেবী! তাঁহার করে ব্যাখ্যা-মুদ্রা ও তিনি বীণা-পুস্তক-ধারণী; তাঁহার বণ শ্বেতপদ্ম-সম্ভিত।

ঐ পুরাণেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণই প্রথমে সরস্বতীর পূজা প্রবর্তিত করেন। মাঘের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভে মানবগণ ষোড়শ উপচারে তাঁহাকে পূজা করিবে, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলেন। তাঁহার পর অহাশ্র দেবগণ এবং মানবগণ সরস্বতীর পূজা করিলেন। গুরুশাপে ভ্রষ্টজ্ঞান যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যোপদেশে সরস্বতীর উপাসনা করিয়া নষ্টজ্ঞান পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার গুরুব কলহের কথা উল্লেখ করিয়া কেবল মাত্র সূর্য্যের স্তব দ্বারা গুরুযজুর্বৈদ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐক্যবৈবর্তপুরাণ সূর্য্যের সহিত সরস্বতীর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সরস্বতীর মাহাত্ম্য বাড়িল।

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সরস্বতী বিষ্ণুর ভাগ্যা হন। বিষ্ণুর অস্ত্র চুই পত্নীর নাম লক্ষ্মী ও গঙ্গা। একদিন কলহ করার ফলে গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন, তিনি নদী হইবেন। স্বামী নারায়ণের আদেশে সরস্বতীর এক অংশ ব্রহ্মার স্ত্রী হইলেন। বাকী অংশ লইয়া তিনি নারায়ণের নিকট অবস্থান করিলেন। সরস্বান্ শব্দের অর্থ প্রভূত-জলবিশিষ্ট। সর্বব্যাপী হরি দীর্ঘকাল সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, একান্ত তাঁতাকে জলশায়ী বলা হয় এবং তাঁহার পত্নী বাণীকে সরস্বতী বলা হইয়াছে। বেদে সরস্বতীর যে বিভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, পুরাণে এইভাবে তাহাদিগের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল।

বৈদিক যুগে প্রতিমার সৃষ্টি হয় নাই। পাণিনির আবির্ভাবের কাল খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী (কাহারও কাহারও মতে পাণিনির আদির্ভাব-কাল আরও পূর্বে) ধরিলে পাণিনির আবির্ভাবকাল বুদ্ধের আবির্ভাবের পরে হয়। পাণিনিতে প্রতিকৃতি-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। পাতালে কোনো কোনো দেবতার মূর্ত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, হিন্দুগণও প্রতিমা গড়িত; কিন্তু ভাস্কর-শিল্প যৌদ্ধগণের হস্তেই চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্তূপ, চৈত্য, বুদ্ধের নানারূপ মূর্ত্তি প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত ছাইয়া ফেলিল। যখন খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্তরাজ্যের অভ্যাস হয়, তৎকালীন খোদিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি এখন পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বের আর ৪ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির নিদর্শন এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই।

সুতরাং যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ যুগেই স্ক্রলিত মূর্তির প্রথম সৃষ্টি। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর শেষ হইতে বৌদ্ধ যুগের আরম্ভ। বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-ধর্মের বিরোধী ছিল না। অবশ্য বুদ্ধের জীবনী-সম্বন্ধে যে-সকল প্রস্তর-মূর্তি আছে তাহাতে দেখা যায় ব্রহ্মাদি প্রধান হিন্দু দেবগণ বুদ্ধের স্তব করিতেছেন; ইহা দ্বারা বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইতেছে। ইহা হইতে আরও বুঝা যাইতেছে যে, তখন ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার মূর্তি হিন্দুগণ পূজা করিতেন ও সেইগুলি কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের বেশ ধারণা ছিল। ক্রমে অনেক হিন্দু বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দেবতাগণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। বৌদ্ধগণের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক হিন্দু দেবতা আপন আপন নামে আশ্রয় পাইলেন। আর-এক সম্প্রদায়ে তাঁহাদের নাম পরিবর্তিত হইল। ইন্দ্র বজ্রপাণি-রূপে, বিষ্ণু অবলোকিতেশ্বর-রূপে এবং ব্রহ্মা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুবোধ-রূপে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করিলেন। মঞ্জুশ্রীর পত্নী রহিলেন সরস্বতী বা বাগীশ্বরী। মঞ্জুশ্রীর অনেক প্রতিমূর্তিতে বাগীশ্বরী একটি দেবী লঙ্কিত হয়। সম্ভবতঃ ইনিই মঞ্জুশ্রীর শক্তি-স্বরূপা সরস্বতী। একটি তিব্বতীয় প্রস্তরমূর্তিতে দেখা যায়, সরস্বতী স্কন্দর ভক্তিতে উপবিষ্টা রহিয়াছেন ও বাগীশ্বরী পূজা করিতেছেন। যবদ্বীপস্থ যোগীকোটায়াং সিংহাসনাসীনা এক সরস্বতীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে; নকুল ইহার বিশিষ্ট পরিচায়ক।

গান্ধার হইতে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন প্রস্তর-মূর্তি দেখিলে মনে হয় তাহা বাগীশ্বরী দেবীর প্রতিমা। ইনি সিংহবাহিনী ও বাগীশ্বরীরত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নিৰ্মিত একটি বাগীশ্বরী-মূর্তি আছে। দেবী উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন, দক্ষিণ চরণ একটি কমলের উপর স্থাপ্ত। ইনি চতুর্ভুজা-মূর্তি, নিয়ে একটি সিংহ।

মঞ্জুশ্রীর মূর্তিতে দুইটি সিংহমূর্তি দেখা যায়। জাপানে অঙ্কিত মঞ্জুদেবতার কোনো কোনো মূর্তিতে সিংহবাহন আছে। এইজন্ত সম্ভবতঃ বাগীশ্বরীরও বাহন সিংহ। বৈদিক যুগে ঋষিগ্-ব্রহ্মা বেদবিদ্যা-পারদর্শী। পুরাণে আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদাদিশাস্ত্র নিঃসৃত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সহিত বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সম্বন্ধ স্থাপন করা কঠিন হয় নাই। ব্রহ্মার বাহন হংস, সেইজন্ত সরস্বতীর বাহনও হংস।

মৎস্যপুরাণ-মতে সাবিত্রী ও সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-অনুসারে সরস্বতী প্রথমে বিষ্ণুপত্নী, পরে তাঁহার এক অংশ ব্রহ্মাপত্নী হন। কিন্তু গরুড়-ও মৎস্যপুরাণ-মতে পৃষ্টি ও লক্ষ্মী বিষ্ণুর যুগল পত্নী। তন্মধ্যে বলা হইয়াছে, বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে ইন্দ্রিা (লক্ষ্মী) ও বহুমতী। বরাহ-অবতারে বিষ্ণু বহুমতীকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বহুমতীর পতি। সুতরাং মনে হয়, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীযুগে বাণী বিষ্ণু-পত্নীরূপে কল্পিত হন। ব্রহ্মার অনেক প্রাচীন কীৰ্ত্তি পৌরাণিকযুগে বিষ্ণুর প্রতি

আরোপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও রামায়ণে ব্রহ্মার মন্ত কুর্শ ও বরাহরূপ ধারণের কথা আছে। পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু বিভিন্ন যুগে ঐ-সকল মূর্তি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আবার হিন্দুগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের পৃথক উপাসনা করিতেন ও সেই সঙ্গে তাঁহাদের অভেদরূপও কীর্তন করিয়াছেন। ইহার পরে ব্রহ্মাপরী সরস্বতীর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। সরস্বতী-মূর্তিযুক্ত বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্তিও অনেকটা আধুনিক।

তন্ময় বৌদ্ধ মঞ্জুষ্যকে বিকৃত করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাঁহার আকার-কল্পনার বৈভিন্ন্য হয় নাই; তবে পূজার প্রণালী বীভৎস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাগীশ্বরী দেবীকে তন্ময় উচ্চস্থান প্রদান করা হইয়াছে। দেবীর ললাটে তরুণ শশিকলা, তিনি শ্বেতবর্ণা ও শ্বেত-পদ্মোপরি উপবিষ্টা, তাঁহার হস্তদ্বয়ে লেখনী ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি মালা-ও শুভ্রবস্ত্র-বিভূষিতা, চন্দনামূলিপুষ্পদেহা, ললাটে চন্দ্রকলাধারিণী, হস্তবন্দনা ও ত্রিনয়না; তাঁহার চারি হস্তে ব্যাঘ্রামুদ্রা, অক্ষমালা, স্নানপূর্ণ কলস ও পুস্তক। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় প্রতীমা-লক্ষণে চতুর্হস্তা দেবী-মূর্তির বিষয় বলা আছে;—বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম, এবং দক্ষিণ হস্ত-দুইটিতে অক্ষহস্ত ও বরাভয়। কোথাও বা তিনি হংসোপরি উপবিষ্টা; হস্তে বীণা, অক্ষহস্ত, স্নানপূর্ণ কলস ও পুস্তক। কোথাও বা তিনি ভালোম্বলিত-লোচনা, পদ্মোপরি উপবিষ্টা, তাঁহার হস্তে কপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক। সর্ষহানেই তিনি মুকুন্দ-কুন্দপ্রভা ও তরুণেন্দ্রকমুদ্রা। তিনি প্রবোধপ্রদায়িনী এবং বাণিতব-বুদ্ধি-কারিণী। ধ্যানভেদে তাঁহার হোম হৃদ্র, তিল, মধুমিশ্রিত শ্বেত-পদ্ম, নাগকেশর, চম্পক ও আকন্দ-পুষ্পের প্রয়োজন হয়। এই মূর্তি কল্পনার আনিলে আধুনিক সরস্বতীর মূর্তির সহিত সাদৃশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তন্ময় পারিজাত-সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ইনি হংসাকৃতা, শুভ্রবর্ণা, স্মিততরমুখী এবং মৌলিবন্ধেন্দ্রলেখা। ইঁহার হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতময় ঘট এবং অক্ষমালা। ইঁহার হোমে আকন্দ, নাগকেশর বা চম্পক পুষ্প ব্যবহৃত হয়।

তন্ময় মাতৃকা-দেবীকেও বাগেন্দ্রবতা বলা হইয়াছে। মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি-পঞ্চাশদ্বর্ণময়। ইঁহার ললাটে ভাস্কর চন্দ্র বিবাহিত, চারি হস্তে মুদ্রা অক্ষমালা স্নানপূর্ণ কলস ও বিদ্যা (পুস্তক)। ইনি বিশদ-প্রভা-যুক্তা ও ত্রিনয়না।

দেবীগণের আকার তুলনা করিলে বেশ বৃদ্ধা যাইবে যে বাগীশ্বরী, পারিজাত-সরস্বতী ও মাতৃকাদেবী, সরস্বতীরই বিভিন্ন মূর্তি। ইঁহা বা বর্ণময়কার্য-রূপে কল্পিত হইয়াছেন। ললাটের চন্দ্রকলা বর্ণমালার চন্দ্রবিন্দু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কাত্যায়নোক্তস্বায়ম্বরে চণ্ডীপূজার সময় চণ্ডিকাদেবীর ত্রিভাবে ধ্যান করিতে হয়। এই ত্রিভাব তাঁহার তামসী, রাজসী ও সত্ত্বগুণাশ্রয়া মূর্তি। প্রথম চরিতে তিনি মলকালী, তাহার পরে মহালক্ষ্মী ও সর্বশেষে সরস্বতী।



এই মহা-সরস্বতী গৌরীদেহ-সমুৎপত্তা, সঙ্কটকণ্ঠগাশ্রয়া, শুভাসুর-নিহুদনী। তাঁহার  
অষ্টহস্তে বাণ, মূল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, হল, ধনু। যেন দেবী এই-সকল অস্ত্র দ্বারা  
মোহরূপ শুভাসুরকে বিনাশ করিতেছেন।

( বামাবোধিনী পত্রিকা, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৯, হইতে সংকলিত। )

### ১১ পৃষ্ঠা

মুইবসন্ত—মুইই বা শুভগা রাগিনী ও বসন্ত রাগের মিশ্র সুর। শুভগা শ্রী-রাগের  
রাগিনী, পূর্বাহ্নে গায়। বসন্ত রাগ গাহিবার সময় শ্রীপঞ্চমী হইতে জন্মাষ্টমী  
পর্যন্ত। সরস্বতী-পূজার দিনকে শ্রীপঞ্চমী ও বসন্তপঞ্চমী বলে; এজন্য সরস্বতী-  
বন্দনা গাহিতে শ্রী-রাগ ও বসন্ত-রাগ একত্র সংযুক্ত করা হইয়াছে।

বিধিমুখে বেদবাণী—ব্রহ্মার মুখে যে বেদধ্বনি নির্গত হয় তাহাই দেবী সরস্বতী। কিন্তু  
বৈষ্ণব বামন-পুরাণের মতে ( ৩২ অধ্যায় ) “বিষ্ণোর জিহ্বা সরস্বতী”।

ইন্দুকন্দ তুষার শংকশা—ইন্দু-কন্দ-তুষার-সঙ্কশা—ইন্দু কন্দ ও তুষার সদৃশ শুভ্র।

[ সং + কাশ ( দীপ্তি পাওয়া ) + অ ]

এই—এই, অয়ি। পাঠান্তর—ত্রয়ী = ঋক সাম যজু।

বিষ্ণু-মাইয়া—বিষ্ণুমায়া, বিষ্ণুর মায়া রূপিনী। যাহাকে দিয়া বিষ্ণু বিশ্বকে পরিমাণ  
করেন [ মা ( পরিমাণে ) + য ( করণে ) + আপ্ = মায়া ]

বর্ণময়ী—দেবী সরস্বতী লেখাপড়ার দেবতা, এজন্য তিনি বর্ণময়ী বা অক্ষরময়ী।

পঞ্চাশন্ লিপিভিন্ন-বিভক্ত-মুখ-দোঃ মাতৃকা সরস্বতী।—তন্ত্র।

অষ্টাদশ ভাষা—অষ্টাদশ বিদ্যা—

অত্রানি বেদশব্দারো মীমাংসা স্তায়বিস্তরঃ।

ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিজ্ঞা স্তেতান্ততুর্দশঃ ॥

আয়ুর্কৌদো ধনুর্কৌদো গাকর্কৌচৈতি তে ত্রয়ঃ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থক বিজ্ঞাতষ্টাদশৈব তাঃ ॥

—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্।

৪ বেদ + ৬ বেদান্ত + পুরাণ + মীমাংসা + শাস্ত্র + ধর্মশাস্ত্র + আয়ুর্কৌদ  
+ ধনুর্কৌদ + গাকর্কৌদ সাধনা + অর্থসাধনা = ১৮ বিদ্যা।

অথবা—

শিক্ষা + কল্প + ব্যাকরণ + নিকৃষ্ট + জ্যোতিষ + ছন্দ + ৪ বেদ + মীমাংসা + ন্যায়  
+ ধর্মশাস্ত্র + পুরাণ + আয়ুর্কৌদ + ধনুর্কৌদ + গাকর্কৌদ + অর্থশাস্ত্র = ১৮ বিজ্ঞা।

অথবা—

১৮ প্রকার প্রাকৃত ভাষা। তুঃ—

ক খ আঠার ফলা বানান প্রভৃতি।

অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি।—কুন্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

অষ্টাদশ-ভাষা-বারবিশাসিনী-ভূজঙ্গঃ।—দ্বিখনাথ কবিরাজ

( ১৫ শতাব্দী ) সাহিত্যদর্পণে আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

১২ পৃষ্ঠা

ধূতি—যাহা ধোত করা যায়; বস্ত্র। প্রাচীন বাংলায় ধূতি ও শাড়ী সাধারণ বস্ত্র  
অর্থেই পুরুষ ও নারী উভয়ের পরিধেয় রূপেই ব্যবহৃত হইত।—স<sup>১</sup> ধোতি; তে<sup>২</sup>  
ও<sup>৩</sup> ধোতি; হি<sup>৪</sup> ধোতী; ম<sup>৫</sup> ধোতব, ধোত্র। প্রঃ—

পরিষে লোহিত শাড়ী বৃকে আচ্ছাদিত দাড়ি।—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

পরিয়া লোহিত ধূতি বামদিকে শিবদূতী।—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

কেমন বরন আপুনি কেমন পরিছ ধোতি।—শুভপুরণ।

তম্বুরাচি—তম্বু-কুচি, দেহের জ্যোতি ( অস্ত্রান ) অন্ধকার খণ্ডন করে।

শিরে শোভে ইন্দুকলা—চন্দ্রকলা বহু দেবদেবীর ললাটভূষণ, সরস্বতীরও। প্রমাণ,—

জটাতটধরা শুদ্ধ চন্দ্রাঙ্কুরতপেধরা।

—শুভপুরণ, মৃতসংহিতা, সরস্বতীর ধ্যান।

স্বপ শিশু—শুকশিশু। শুক পাখী বাকপটু; শুকদেব নানা শাস্ত্রের বক্তা; সেইজন্য  
বাকশক্তির চিহ্নরূপে বাকদেবতার হাতে শুকশিশু আরোপিত হইয়াছে। দেবী-  
ভাগবতে সরস্বতীর ধ্যানের মধ্যে তাঁর বর্ণনায় আছে—

বহিগুচ্ছাং শুকাধানাং বীণাপুস্তকধারিণীম্।

( দেবীভাগবত, ২ অঙ্ক, ৪র্থ অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক )।

এই পদের দুয়কম অর্থ ও অর্থ হইতে পারে—( ১ ) বহিগুচ্ছ-অংগুতক-আধানাং  
অর্থাৎ বহুবং বিগুচ্ছ উজ্জলবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন যিনি, আর  
( ২ ) বহিগুচ্ছাং শুক-আধানাং অর্থাৎ যিনি বহিভূলা শুদ্ধ শুচি এবং যিনি  
শুকধারিণী। এই দ্বিতীয় অর্থ ও অর্থ হইতে সরস্বতীর হাতে শুক আছে  
বলা হইয়াছে বোধ হয়।

সরস্বতী ভিন্ন অস্ত্র দেবতার হাতে শুক হাপনের উল্লেখ শাস্ত্রে স্পষ্ট দেখিতে  
পাওয়া যায়।—ক্রিয়াক্রমজ্যোতিত লক্ষীগণেশের ধ্যান নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপ—

বিভাগশ্ শুক-বীজপূর-কমলং মাণিক্য-কুস্তাহুশ্চম্।

জমাতকীকর রাজমাতকীর ধানে বলিয়াছেন—

রত্নাসনাং শ্রামণীয়াং শৃগুতীং শুকজন্মিতম্ ।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল-বিজ্ঞানস্বরূপে স্তব্ধের বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

শুক-সঙ্গে শাস্ত্র-কথা কহে কুতূহলে ।

শুক শুভলক্ষণযুক্ত পাখী—

নামঃ পঠন্ রাজশুকঃ প্রয়াণে শুভং ভবেদ্ দক্ষিণতঃ প্রবেশে ।

বনেচরঃ কাঠশুকাঃ প্রয়াতুঃ স্বাঃ সিদ্ধিমা সংমুখম্ আপত্যন্তঃ ॥

—বসন্তরাজলহন, ৮ বর্গ ।

সরস্বতীর হাতের শুক খেচরী-মুদ্রা হইতেও পারে । তুঃ—মাণিক-গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেন হুগার স্তব করিতে করিতে বলিতেছে—

সকল আত্মলিময় শুকশিশু সাজে ।

পুথি—পুস্তক । সংস্কৃত—পোস্তী, সংস্কৃত প্রাকৃত—পোস্তী, হিন্দী ওড়িয়া মরাঠী—পোস্তী ।

প্রঃ—আগম পোস্তী ইষ্টমালা ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

খুজি—বই রাখিবার পেটিকা । সং—করক । প্রঃ—

মাধারধবল ছাতি খুজি পুণি কাঁথে ।—ঘনরাম ।

খুজি পুঁথি মন্তাধার নিরবধি সঙ্গে যার

নিজ করে লেখনী রঞ্জিত । —মাণিক গাঙ্গুলি ।

খুজী পুথি ধুতি ধরে তাণ্ডা ;—ভারতচন্দ্র ।

জড়িমা—জড়তা । [ জড় + ইমন্ ( ভাবে ) = জড়িমন্ ; প্রথমার একবচনে জড়িমা । ]

সমাব—সঁ সমাজ ।

তুয়া—সঁ তব > তুয়া ; সঁ তয়া > তুয়া । তোমাকে । তোমার অর্থও হয় । প্রঃ—

জীবনে মরণে তুয়া পাব ।—চণ্ডীদাস ।

নাহি তুয়া আদি অবসানা ।—বিজ্ঞাপতি ।

আলো ডোষি তোএ সম করিবে ম সাদ্র ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

নোতুন—সঁ নূতন । প্রঃ—

নোতন মণ্ডপে ধর্ম্মর সমীপে রানী মাগে পুত্র বর ।—শুভপুয়োগ ।

মঙ্গল—মঙ্গল গান, বিশেষ হুগ ও প্রণালীর মঙ্গল সামক গান ; কল্যাণ ।

উরগ—উর গো. আবর্ত্ত হও গো । সঁ উৎ + ত্ ধাতু অমুজার—উত্তর > হি°

উৎরো > উর = অবতীর্ণ হও । প্রঃ—উরিলেন ধর্ম্ম জুগপতি ।—শুভপুয়োগ ।

শিবরাম—কবিকঙ্কণের পুত্র।

চিত্রলেখা—শিবরামের স্ত্রী, কবিকঙ্কণের পুত্রবধূ।

যশোদা—কবিকঙ্কণের কস্তা।

মহেশ—যশোদার স্বামী, কবিকঙ্কণের জামাতা।

### পাঠান্তর ( ১১ পৃষ্ঠা )

নমহ—আমি প্রণাম করি। বা° নম ধাতুর উত্তম পুরুষের প্রাচীন রূপ, মধ্যম পুরুষে হর  
নমহ, প্রণমহ। কিংবা, স° নমঃ+হ-ধাতু হইতে হই অর্থে হঙ হঙো=নম হই,  
নমস্কার করি, নত হই।

পদ্মাসনে—পূজা করিতে বসিবার বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীকে আসন বলে ও পৃথক পৃথক  
ভঙ্গীর পৃথক পৃথক নাম আছে।

পদ্মাসনঃ স্তম্ভিকাথাঃ ভক্তঃ বজ্রাসনঃ তথা।

বীরাসনম্-ইতি শ্রোতঃ ক্রমাত্ম আসনপঞ্চকম্।

পদ্মাসনের তম হতেছে—

উর্কোর উপরি বিষ্ণুস্ত সম্যক পাবতলে উত্তে।

অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবগ্নীয়াৎ হস্তাত্যাং স্নাংক্রমাৎ তথা।

—তত্ত্বসার।

বামোজ্জগরি দক্ষিণঃ নিরমতঃ সংস্থাপ্য বামঃ তথা।

দক্ষোজ্জগরি পশ্চিমেদে বিধিনা ধৃত্য। করাত্যাং ধৃতম্।

অঙ্গুষ্ঠঃ কণ্ঠে নিধায় চিবুকঃ নাসাগ্রম্ আলোকয়েৎ

ব্যাবিধিকারনাশনকরঃ পদ্মাসনঃ প্রোচ্যতে।

—গৌরবসংহিতা।

পূজক পদ্মাসনে বসিয়া পূজা করুক।

অথবা—ব্রজা সরস্বতীর রূপমুখ হইরা তাঁকে যে পদ্মাসনে স্থাপন করিয়া সন্তোষ  
করিয়াছিলেন ( মৎস্তপুরাণ, ৩৪ অধ্যায় ) সেই পদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা দেবীর  
পূজা করুক।

আসর—কার্সী শব্দ। সভা, মজ্জলশ। প্রঃ—

আসরে সজ্জন-সভা, আমি অন্ধ গাব কিবা।—ঘনরায়।

অকথা কথন—কথন-অশকা, কথার অতীত, অনির্জনীয়। প্রঃ—

শ্রের যন্তে শচীহঃখ সাকথা কথন।—চৈতন্যভাগবত।

প্রাচীন হিন্দীতেও কবীর, দাদু, তুলসীদাস, মালিক মহম্মদ জৈসী প্রভৃতি  
কবিদিগের রচনায় এই অর্থে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ পাওয়া যায়। তুঃ—

বহু সব কহ অকথ কহানী।

মরম জানে সেই সময়ে বাণী ॥

—দাদু, আসাবরী।

এখন এই শব্দের এই অর্থ পরিবর্তিত হইয়া হইয়াছে—উচ্চারণের অযোগ্য।

## শুকদেব বন্দনা ( ১৩-১৪ পৃষ্ঠা )

### ১৩ পৃষ্ঠা

শুকদেব—বাসদেবের পুত্র। স্মৃতাটীকে দেখিয়া বাসদেবের চিত্তবিক্ষেপ হয়; স্মৃতাটী  
বাসের আক্রমণ হইতে পলায়নের জন্য শূকরূপ ধারণ করে; বাসও শূকরূপ  
ধারণ করিয়া স্মৃতাটীর অনুসরণ করেন; তদবস্থায় উৎপন্ন পুত্রের নাম রাখেন  
শুক। ( মহাভারত ; হরিবংশ ; বায়ুপুরাণ ; অগ্নিপু্রাণ ; বিষ্ণুপুরাণ । )

প্রবেশ করিল কোপে বন—গর্ভবাসকালেই শুকদেবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, এবং সংসারে  
বৈরাগ্য জন্মে। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র বাহাতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে পারেন  
এজ্ঞ তিনি গর্ভে থাকিয়াই পিতৃ-অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু বাসদেব  
স্নেহমোহের বশবর্তী থাকায় আজ্ঞা না দেওয়াতে শুকদেব ষোলো বৎসর গর্ভ ত্যাগ  
করিলেন না এবং গর্ভে থাকিয়াই পিতাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতে থাকেন।  
ষোলো বৎসর পুত্রের উপদেশ শুনিয়া বাসদেবের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইলে মায়ামুক্ত  
হইয়া তিনি পুত্রকে বানপ্রস্থ অবলম্বনে অনুমতি দিলেন! অমনি শুকদেব ভূমিষ্ঠ  
হইয়াই উল্লস অবস্থাতেই বনে তপস্বী করিতে গমন করেন।

কোপে=সংসারে বিরক্ত হইয়া।

লিখন নিগমের সার—যার লেখা রচনা শাস্ত্রের সার। নিগম=বেদ, তন্ত্র, স্থায়শাস্ত্র।

প্রকাশিল ভাগবত—শুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতকথা প্রকাশ  
করিয়াছিলেন।

উত্তর দিলান তাকে—তাকে উত্তর ন দিলা—পিতার ডাকে উত্তর দিলেন না।

কথ—বৈদিক কতি>স° কিয়ং>বাংলা কত। প্রাচীন বাংলার কথ, কথো। প্রঃ—  
রহিলেন নীলাচলে কথোজন লৈয়া।—চৈতন্যভাগবত।

ডাকে—স° ড=শব্দ। পালি ডাক, ডকার=শব্দ। তাহা হইতে বাংলার অর্থ—  
আহ্বান। প্রঃ—

কিসের কারণে মোহর ডাকিল মাআধর।—শূন্তপুরাণ।

দেখে—স° দৃশ্ ধাতুর ভবিষ্যৎকালে দ্রক্ষ রূপ হয়; তাহা হইতে প্রা° দেখ্,   
দেখ্>বা° দেখ। প্রঃ—

আপনার কলেবর আপুনি সে দেখি।—শূন্তপুরাণ।

তা দেখি কারু বিমন ভইলা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বাসপি স্মৃত—বাসবী-স্মৃত। ব্যাসদেবের মাতা মংস্তগন্ধা সত্যবতীর অম্ম নাম বাসবী;  
বাসবীর পুত্র=ব্যাসদেব।

জান—স° জা ধাতু হইতে। প্রঃ—লুট ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।—বৌদ্ধগান।  
বুঝিআছি—স° বুধ ধাতু হইতে স° বুচ্ছি>প্রা° বুজ্জি>বা° বুঝি। প্রঃ—

ঢেটণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

কতু—স° কদাপি>হি° কতী>বা° কতু। প্রাচীন বা° কড়ো।

## ১৪ পৃষ্ঠা

য়েমন—স° বং, মং, মস্ত তুল্যার্থে। এ+মস্ত=এমস্ত, এমত, এমন। প্রাচীন বাংলার  
এমস্ত, যেমস্ত।

ছাড়ীলান—স° স্ ধাতু+ণিচ=সারি ধাতু দ্রবীকরণে। সারি>ছাড়ি=তাগ করি,  
দূরে রাখি। বাংলার স>ছ হইবার প্রবণতা প্রবল, দথা—মুসলমান>মোছলমান;  
বসি>অছি; ইত্যাদি। স°/তাজ স্থানে প্রাকৃত হুড্ ড আদেশ হয়। প্রা°  
হুড্ ড>স° ছর্দি—তাগে, মোচনে। ম° সাঁড়ণে। প্রঃ—

উজু রে উজু ছাড়ি মা লেহ রে বক।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

নারায়ণ—ব্যাসদেবের এক নাম কৃষ্ণ, এবং তিনি কৃষ্ণের পঞ্চকলা (চূর্ণা রাধা  
লক্ষ্মী সরস্বতী সাবিত্রী) হইতে উদ্ভূত—স ব্যাসঃ পঞ্চকলোদ্ভবঃ (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ,  
প্রকৃতি খণ্ড, ৪ অধ্যায়)। ভাগবত-পুরাণের মতে ব্যাসদেব বিষ্ণুর অবতার। একমুখ  
ব্যাসদেবকে কবিকল্পন নারায়ণ বলিয়াছেন।

গোবিন্দ পাদারবিন্দে—মুকুন্দরাম কবিকল্পন যে বৈষ্ণব তার অন্য এক পরিচয়—তিনি  
নিজেকে গোবিন্দের পাদারবিন্দ হইতে বিগলিত মকরন্দে অঙ্গি বরণ বলিয়াছেন।

## গণেশ বন্দনা ( ১৪-২০ পৃষ্ঠা )

১৪ পৃষ্ঠা

লম্বোদর তমু খর্ব্ব—মহাদেবের শাপে গণেশের স্নানর দেহ খর্ব্বাকৃতি ও লম্বোদর হইয়া-  
ছিল ( বরাহপুরাণ, ২৩ অধ্যায় )। গণেশের দেবত্ব-ক্রমবিকাশের ইতিহাস  
১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তুই করে শোভে দর্ভ—মহাগণেশের ধ্যানে আছে—

ত্রীহগ্র-স্ববিধাণ রত্নকলসান্ হস্তৈব বহন্তঃ ভজে ।—তন্ত্রসার ।

গণেশের হাতে আছে ত্রীহগ্র=ধান যব গমের শীষ ।

অথবা গণেশ কুশহস্ত—কুশ সফলতা ও সিদ্ধির চিহ্ন—

সকল্যা বর্হিষো যত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ ।—মৎস্যপুরাণ, ১৫৭২ ।

নিরন্তর জপ স্তুতি ধ্যান—গণেশের স্তোত্রে আছে—

মদোন্নসংপদমুখৈব অজশম্ অধাপয়ন্তঃ সকলাগমার্থান্ ।

পদং স্তুতীনাম্ পদং স্তুতীনাম্ ।

জাপকঃ সর্করা পাতু জামুজ্জ্বে গপাধিপঃ ।—তন্ত্রসার ।

কপালে কুঙ্কম ফোটা—গণেশের স্তোত্রে আছে—

কৃতাস্তরাগং নবকুঙ্কমেন ।—তন্ত্রসার ।

শূন্যপুরাণে ফোটা শব্দের প্রয়োগ আছে—চিট্টা ফটা দেখ দৃত গলাঅ তুলসী ।

হৃদে শোভে যোগপাটা—গণেশের ধ্যানে আছে—“ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষণ ভজত গণপতিম্” ।

গণেশের যজ্ঞোপবীত সর্প । গণেশের স্তোত্রে গণেশকে বলা হইয়াছে

“নাগকুতোত্তরীয়” “ব্যালযজ্ঞোপবীতী” ।—তন্ত্রসার ।

শাদ্দুল-অজিন পরিধান—গণেশের জন্ম হইলে গণেশকে “ব্যাঘ্রচর্ম্ম দদৌ শিবঃ” ।

১ পৃষ্ঠার গণেশ-বন্দনার টীকা এবং গণেশের ইতিহাস দ্রষ্টব্য ।

১৫ পৃষ্ঠা

বিপলিত মদজল...সিন্দূর মণ্ডলে—গণেশের ধ্যানে গণেশের রূপ এইপ্রকার বর্ণিত  
হইয়াছে—

খর্ব্বং তুলতমুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং স্নানরং

প্রস্তলন-মদপঙ্ক-লুক-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডুলম্ ।

দন্তাঘাত-বিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরং

বন্দে পৈলহুতা-হৃতং গণপতিং সিদ্ধিশ্রবঃ কামদম্ ।

—তন্ত্রসার ।

১৬ পৃষ্ঠা

শ্রী অভিমত বর—শ্রী অভিমত বর—প্রার্থনা শ্রীবা মাত্র তুমি ঈশ্বরি বর  
দান কর। অথবা গণেশের হাতে আছে শ্রী (=অম্বুশ) ও অভিমত বর।

অথবা গণেশ শ্রী ( শ্রীধারী ) ও অভিমত-বর-দাতা।

করাহ—সংস্কৃত লোটের হি বিভক্তির অবশেষ হ পরে বাংলায় প্রচলিত হইয়াছিল—

করাহ=করাও। প্রঃ—

বারেক কাহের মোর করাহ পিরিতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

১৯ পৃষ্ঠা

সকল কলার যুত—

মদোন্নসংপক্‌মুখৈব অজগ্ৰন্ অধাপন্নঃ সকলাগমার্থিন।

দেবান্ ঋত্বীন্ ভক্তগ্ৰনৈকমিত্রঃ হেরথন্ অকারণম্ আশ্রয়ামি।

—গণেশস্তোত্র, তন্ত্রসার।

ত্রিনয়নগণের প্রধান—মহাদেবের গণ সকলেই ত্রিনয়ন। গণপতিও ত্রিনয়ন ও গণপতি  
বলিয়া ত্রিনয়নগণের প্রধান।

২০ পৃষ্ঠা

অজিত ভকতি বরদান—অজিত=বিষ্ণু। কবিকল্প বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিরূপ বর বারম্বার  
প্রার্থনা করিতেছেন।

অথ ঠাকুরাণী বন্দনা ( ১৪-১৬ পৃষ্ঠা, পাঠান্তর )

১৪ পৃষ্ঠা

বিন্ধ্যাবলাসিনী—মহাভারতে শিব-পূজা বা দ্বন্দ্ব-পূজার প্রসঙ্গে যে ছটি ভূগীতব পাওয়া যায়  
তাতে দেবী ভূগী বিন্ধ্যাবলাসিনী; তাতে কোথাও তাঁর হিমালয়-বাসের উল্লেখ নাই।

বিন্ধ্যো চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানঃ চি শাশ্বতন্।

কালী-কালী-মহাকালি সৌধমাঃসপ্তশ্রিমে।—বিরাট, ৬, ১৭।

দেবী চণ্ডী স্তম্ভনিগুপ্ত অস্তুরকে বিন্ধ্যাপর্কতে হত্যা করেন। “দেবী কহিলেন,  
সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক যুগে স্তম্ভ ও নিগুপ্ত নামে অস্ত অস্তুরের জন্মগ্রহণ  
করিবে; তখন আমি নন্দগোপ-গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচল-  
বাসিনী হইয়া তাহাদিগকেও বিনাশ করিব।”—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯১ অধ্যায়।

“বিন্ধ্যো হবতীয় দেবার্ণাং হতো যোয়ো মহাতটঃ।

অজ্ঞাপি ভক্ত সাবাসা তেন সা বিন্ধ্যাবলাসিনী।”



দেবী চণ্ডী যশোদা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পর বহুদেব তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের  
সহিত পরিবর্তন করিয়া আনেন এবং কংস তাঁকেই দেবকীর সন্তান বিবেচনা করিয়া  
যেই পাথরে আছাড় মারেন অমনি—

সহস্রাক্ষোপিতাং গৃহ্য বিদ্যাং বেগাক্ষগাম হ ।

তত্র গম্বা তথোবাচ তিষ্ঠন্ত্যত্র মহাধনে ।

পূজ্যমানা হরৈর্ নার্যা খ্যাতা স্বং বিদ্যাবাসিনী ।

তত্র স্থাপ্য হরির্ দেবীং দম্বা সিংহক বাহনম্ ।

স্তবামরারিহস্তীতি ত্যাক্ত্বা স্বর্গম্ অবাপু যুগ্মং ।

—বামনপুরাণ ।

ভৈরবী—[ ভীক্ + অ = ভয়ঙ্কর ; ভাব ( শৃঙ্গার-চেষ্টা ) + ইন্ ( অন্ত্যার্থে ) + ঙ্গেপ্ ]

কামুকী স্ত্রী । অথবা ভয়ঙ্করমূর্ত্তি শিবের স্ত্রী ।

নগের নন্দিনী—নগ = পর্বত, হিমালয় । তাঁর নন্দিনী, কন্যা । নগ—ন গচ্ছতি যঃ সঃ ।

বাজায়া—স° বাদি ধাতু হইতে স° বাজ ধাতুর অর্থ শব্দ । স° বাজ > প্রা° বাজ > বা°  
বাজ ।

দণ্ডি—ডিণ্ডিম, আনন্দ বাস্তব, অমুকার শব্দ হইতে নাম ।

স্থলনগদল—স্থলকমলদল । নল = কমল ।

তমুহাঙ্গুর-দাম—তমুতে অরুণ্ড যাহা ( বহুব্রীহি ) তার আঙ্গুর ( ৬ঙ্গীতংপু ) তার  
দাম । লোমাবলী ।

করী করে জল পান—স্তনদ্বয় যেন করিকুণ্ড ; উদরের রোমরেখা যেন হাতীর শুঁড় ;  
নাভি যেন সরোবর ; এই তিনের উৎপ্রেক্ষায় মনে হইতেছে যেন হাতী শুঁড়  
ব্লাইয়া সরোবর হইতে জল পান করিতেছে । উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার । যে স্থলে  
বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের অভেদ করণা করা যায় সেইস্থলে উৎপ্রেক্ষা  
অলঙ্কার হয় ।

## ১৫ পৃষ্ঠা

বিষুক-ভোর—বিষকলের তুল্য ভাতি, বর্ণ বা আভা । উপমা অলঙ্কার ।

নয়নে ধ্বজ জোর—বোধ হয় ‘জোর’ স্থলে ‘জোড়’ হওয়া উচিত । নয়ন-রূপ ধ্বজন-  
মূল । রূপক অলঙ্কার । স° যুগ্ম > বা° জোড় ।

ইবু—বাণ । ইবু শব্দ পুংলিঙ্গ ; কিন্তু কবি ইহার স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন  
—অতুরনাশিনী । ইহাতে চ্যুতলংস্কৃতি দোষ ঘটয়াছে । ( ইবু = ইব্ + উ—যে  
হিংসার জন্য গমন করে ) ।

হেয় কলঙ্কিনী ইন্দু—শুভ্র ললাটফলকের উপর কৃষ্ণ অলকশৃঙ্খের শোভা দেখিয়া তারই অম্লকরণের চেষ্টায় চন্দ্র কলঙ্ক-লাঞ্ছন হইয়াছে। চন্দ্র ও ললাট এবং কলঙ্ক ও অলক পরস্পর তুলিত হইয়াছে। প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার। এবং প্রসিদ্ধ উপমানের হীনত্ব প্রতিপাদন দ্বারা প্রতীপ অলঙ্কার হইয়াছে। পুংলিঙ্গ ইন্দু শব্দের বিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ কলঙ্কিনী ব্যবহার করাতে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ ঘটিয়াছে।  
গায়ন—গায়ক। প্রঃ—

গায়নে বায়নে মা মাগি এই বর।

অগ্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর ॥—শিবায়ন।

বেদস্তুতিমতে—বেদের দোহাই না দিলে কোন কিছুই শুদ্ধ বা সম্মানার্থ respectable হয় না, তাই এখানে বেদের দোহাই, যদিও বেদে ভূর্গা বা চতুর নাম পর্য্যন্ত নাই।

### ১৬ পৃষ্ঠা

দৈবকীনন্দনে ভনে—এখানে কবিকঙ্কণের মাতার নাম পাওয়া গেল দৈবকী। সং ভণ্ণ-ধাতু কথনে।

## অথ দিগ্ বন্দনা ( ১৬-২০ পৃষ্ঠা, অতিরিক্ত পাঠ )

### ১৬ পৃষ্ঠা

নারায়ণ সবাহনে—নারায়ণের বাহন গরুড়। গরুড় যখন মাতার দাসীত্ব ঘোচনের জন্য স্বর্গ হইতে অমৃত হরণ করেন তখন বিষ্ণুর সহিত গরুড়ের যুদ্ধ হয়। বিষ্ণুব যুদ্ধকৌশলে তুষ্ট হইয়া গরুড় বিষ্ণুকে বর দিতে চাহিলে বিষ্ণু গরুড়কে বাহন হইতে বলেন। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন।

ব্রহ্মোপরে শিব—শিবের বৃষবাহন হইবার পাঁচটি বৃত্তান্ত শিবের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

বিধি হংসঘানে—ব্রহ্মা হংস-রূপ ধরিয়া শিবলিঙ্গের আদি অন্ত্র নির্গণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদবধি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী সরস্বতীর বাহন হংস ( লিঙ্গ-পুরাণ )। ঋষৈদিক দেবতা বিশ্বকর্মা ব্রহ্মাতে রূপান্তরিত হন। বিশ্বকর্মার ডানা ছিল; স্বর্গমর্ত্যাদি প্রস্তুত হইয়া গেলে তিনি এই ডানার সাহায্যে সেগুলিকে ঘুরাইয়া দিতেন। বিশ্বকর্মার এই ডানার বদলে ব্রহ্মাকে জনাসংযুক্ত হাঁস বাহন করিয়া দেওয়া হইয়াছে বোধ হয়। ( শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্যের ব্রহ্মার মূর্তিপরিচয়, সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৮, ও বামাবোধিনীপত্রিকা দ্রষ্টব্য )।

সিংহপৃষ্ঠে...ভগবতি—ভগবতী দুর্গাকে ইন্দ্র সিংহবাহিনী করিয়াছিলেন।—বামন-  
পুরাণ। অথবা শিবকে পরস্মীতে অমুরকৃত মনে করিয়া দুর্গার ক্রোধসজ্জাত সিংহকে  
ব্রহ্মা দেবীর বাহন নিযুক্ত করিয়াছিলেন।—কালিকাপুরাণ। অথবা কালীকে  
বধোদ্ধত ব্যাঘ্র ( ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )।

মূষিকবাহনে...গণপতি—গণেশের জন্মদিনে নানা দেবতা নানা উপহার দিয়াছিলেন,  
তন্মধ্যে “পৃথ্বী মূষিকবাহনঃ” দিয়াছিলেন ( বরাহপুরাণ )।

দশদিক্‌গাল—দশ দিকের রক্ষক দেবতা ইন্দ্র অগ্নি যম নিখাত বরুণ বায়ু কুবের ঈশান  
ব্রহ্মা ও অনন্ত।—বহুপুরাণ। ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

গণপূর গণাতে—যমপুরে যমাসুচরদিগের সহিত।

তথলিপ্তে...বর্গভীমা—মেদিনীপুর জেলার রূপনারায়ণের দক্ষিণ তীরে তাম্রলিপ্তি বা তমলুক  
তামিল জাতির প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন নগর; এখানে বর্গভীমা দেবীর মন্দির আছে।  
প্রবাদ আছে যে ধনপতি সদাগর ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন, কারণ বাণিজ্য-  
যাত্রাকালে সদাগরের নৌকার সমস্ত পিতল বর্গভীমার কুণ্ডলের স্পর্শে সোনা  
হইয়া গিয়াছিল। “তাম্রলিপ্তি প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।”—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।  
বর্গভীমার মূর্তি নাকি আসলে পদ্মপাণি বুকের; এখন স্ত্রী-দেবতার নামে  
পরিচিত ও পূজিত হইতেছে।

### ১৭ পৃষ্ঠা

সঙ্কেত মাধব—উড়িষ্যায় যেখানে রাজা গালমাধবের সঙ্গে ইন্দ্রভায় সাক্ষাৎ করিয়া  
জগন্নাথের মন্দির যে তাঁরই রচিত তাহা সঙ্কেত দ্বারা সাব্যস্ত করেন সেই স্থান।  
—উৎকল-খণ্ড।

নীলগিরি পঞ্চতীর্থে—উড়িষ্যার নীলগিরির সম্মিহিত পঞ্চতীর্থ—( ১ ) পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র  
( পুরীধাম )—বৈষ্ণবতীর্থ; ( ২ ) ভুবনেশ্বর—শৈবতীর্থ; ( ৩ ) অর্কক্ষেত্র  
( কোনার্ক )—সৌরতীর্থ; ( ৪ ) বিরজাক্ষেত্র ( বাজপুর )—শাক্ততীর্থ; ( ৫ )  
মহাবিনায়কক্ষেত্র ( ধানমণ্ডল ষ্টেশন হইতে চার মাইল দূরে মহাবিনায়ক পর্বত )  
—গাণপত্যতীর্থ।

জাজপুর—উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ যাঙ্গপুর নহে, এ জাজপুর রাঢ়দেশে হুগলি জেলায়।  
এখানে ধর্মঠাকুরের দেহায়া আছে।

জতেক দেবতাগন

হুয়া সডে একমন

প্রবেশ করিল জাজপুর।—শূন্যপুরাণ।

জাড়া গ্রামে কালুয়ায়ে কামিতা সহিত।

জাজপুরে দেহারে বন্দি দাট্য করি চিত ॥

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

গদীর—ছাপার ভুল। হইবে গঙ্গার।

চরণবেন্দ—চরণ বন্দ।

মুণ্ডথোপ—বা মুণ্ডথোপ ; এখন নাম মন্ত্বেশ্বর ; কালনা মহকুমার খড়ি নদীর পূর্বতীরে।

জড়িয়া নগরী—মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত, বর্তমান জাড়া।

“কেমন করে বলি জগা জাড়া গোলোক বৃন্দাবন ?”—কবির গান।

কোঙকিনগরে—কোঙকিনগর কাটোয়ার সম্মিহিত বর্তমান কোগ্রাম, অজয় ও কুহুর নদীর সঙ্গমস্থলে। ইহারই অপর নাম উজানী উজাবনী বা উজ্জয়িনী।

চন্দ্রকোণা—মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায়, মাত্র পাটি ঘি কাপড় প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ নগর। এর কাছেই আরড়া-ব্রাহ্মণভূমি। চন্দ্রকেতু নামে এক রাজপুত্র খ্যেব মল্ল নামক রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজের নামে রাজধানীর নাম রাখেন। কিন্তু পূর্ববর্তী মল্ল রাজাদের স্মৃতি এখনো রক্ষা করিতেছেন চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর শিব।

বেতারগড়—মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা থানার অন্তর্গত, গড়বেতা হইতে তিন মাইল পশ্চিমে।

নীলপুর—কেশপুর থানার অধীন, খড়াপুর রেল-স্টেশন হইতে প্রায় চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

খেপ্ত—মেদিনীপুর জেলায়, কোলাঘাট রেল-স্টেশনের চার মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে, ঘাটাল মহকুমার মধ্যে ; এখানে পোষ্টাফিস আছে।

রাইপুর—মেদিনীপুর জেলায় ডেব্রা থানার উত্তর-পশ্চিম দিকে নওদার নিকট। অথবা বাঁকুড়া জেলার গ্রাম, বি এন রেলওয়ের গিধনী স্টেশন হইতে ৮ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। অথবা ২৪ পরগনার অন্তর্গত, গঙ্গার ধারে, হোরমিলার কোম্পানীর ষ্ট্রিমার-ঘাট।

খড়গপুর—বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের প্রসিদ্ধ জংশন স্টেশন এখানে আছে।

বোড়গ্রাম—কাটোয়ার সম্মিহিত বর্তমান জেলায়। বি ডি আর রেলওয়ের রায়গ্রাম স্টেশনের দুইক্রোশ উত্তরে একটি তীর্থস্থান, এখানে বলরামের মূর্তি আছে। অথবা হাওড়া-বর্ধমান-কর্ড্‌ লাইনে বর্ধমান জেলার মশাগ্রামের নিকট বোড়গ্রাম বা বেড়ুগ্রাম।

গোতান—বর্ধমানের রায়না থানার অধীন, রত্নাঙ্গ নদীর পূর্বতীরে। দশঘরা হইতে ষাড়া পশ্চিমে ৪ ক্রোশ, দামোদরের অপর পারে। গোতানের দক্ষিণ-পাড়ার নাম চণ্ডীবাটা।

পলাশন—রায়নার দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে।

দামিষ্ঠার ঠাকুর.....রচিল কবিত্ব—দামিষ্ঠা বা দামুষ্ঠা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার অধীন। কবিকঙ্কণের পৈতৃক বাসস্থান। দামিষ্ঠার ঠাকুর চক্রাদিত্য শিব।

এই ঠাকুরের সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ ২০ পৃষ্ঠায় বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন।

কাইথি—কাইতি, রায়না হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ও গোতান হইতে উত্তর-পশ্চিম।

আগে—স° অগ্র > প্রা° অগ্গ > বা° আগা, আগ।

মোলা—চকদীঘি হইতে এক ক্রোশ দূরের গ্রাম।

রন্ধিণী—বুদ্ধ তান্ত্রিক শক্তি, চণ্ডাল-পুঞ্জিতা।

পাগ—স° প্রগ্রহ > প্রা° পগ্গহ > বা° পগ্গ, পাগ; হি° পাগড়ী।

### ১৮ পৃষ্ঠা

ঘাটশিলা—খড়্গপুর ও টাটানগর ষ্টেশনের মধ্যে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের ধারে, কলিকাতা হইতে ১৩৩ মাইল দূরে।

নাড়িচা—হাওড়া জেলায়, বর্ধমান নাম নারীচে। অথবা বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের চার ক্রোশ উত্তর-পূর্বে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে তীর্থস্থান; এখানে সর্কমঙ্গলার মন্দির আছে; বর্ধমান নাম নাড়িচে।

বিক্রমন্তপুর—বিক্রমপুর, জাহানাবাদ হইতে দেড় মাইল পূর্ব দিকে।

সেহাখালা—হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায়, শ্রীরামপুর হইতে ষাড়া পশ্চিমে; হাবড়া হইতে সেহাখালা পর্য্যন্ত রেল আছে।

বালিডাঙ্গা—ধনেখালির দেড় ক্রোশ পশ্চিমে।

শালিঘাট—?

কুমারহট্ট—বর্ধমান হালিশহর, ত্রিবেণীর আড়পার, ২৪ পরগনা জেলায়। অথবা মেদিনীপুর জেলার নওদা হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে দাসপুর থানার অন্তর্গত এক গ্রাম।

মণ্ডলগ্রাম—মোড়লগাঁ, বর্ধমান শহর হইতে ৩৪ ক্রোশ দূরে, মন্তেশ্বর থানার অধীন। আষাঢ় নবমীতে এখানে মেলা হয়।

নারিকেলডাঙ্গা—মেদিনীপুর জেলায় তমলুকের নিকট, বর্ধমান নাম নারিকেলড বা নারিকেলদা।

টিকুরি—বর্ধমান জেলায়।

হাসনহাট—বর্ধমান শহরের নিকট দামোদরতীরে।

কেজাপুর—?

পাঁচড়া—বর্ধমান জেলায় মেমারী ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে। অল্প একটি পাঁচড়া

গ্রাম বীরভূম জেলায় আছে—অণ্ডাল-সাঁইথিয়া-কর্ড্‌ লাইনে পাঁচড়া ষ্টেশন।

কীরগ্রাম—বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর ও মঙ্গলকোটের মাঝামাঝি।

ভেড়য়া—নারায়ণপুরের নিকট, হুগলি আরামবাগ মহকুমায়।

তালপুর—মেদিনীপুর জেলায়, বালিচক রেল-ষ্টেশনের প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে।

রাজবলহাট—শ্রীরামপুর মহকুমার আটপুর হইতে এক ক্রোশ দূরে দামোদরের পূর্বতীরে।

সঁতাকুল নাউয়ার—মেদিনীপুর জেলার সবং পরগনায়, বালিচক রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে নাউয়ার গ্রাম।

তারেশ্বর—?

সাতীনন্দ্যো—?

মহানাদ—হুগলি জেলায়, দ্বারবাসিনী হইতে ১ ক্রোশ দূরে, বর্তমান নাম মানাদ।

গোমহু—?

বর্ধমান—প্রসিদ্ধ শহর।

মঙ্গলকোট—কুহুর ও অজয়ের সঙ্গমের নিকটে প্রসিদ্ধ গ্রাম।

নগরকোট—?

আমতা—হাবড়া জেলার উলুবেড়ি মহকুমায় দামোদরের পূর্বতীরে, হাবড়া হইতে আমতা পর্য্যন্ত রেল চলে।

হিঙ্গুলাট—মেদিনীপুর জেলার কাঁথীর নিকটে, বর্তমান নাম হিঙ্গুলায়।

## ১১ পৃষ্ঠা

কিরীটকোণা—?

মাণিক দত্ত—১৩ শতাব্দীতে মালদহ জেলায় ছিলেন; তিনি প্রথম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন, তাতে বৌদ্ধ প্রভাব স্পষ্ট। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল গান শুনিয়া কলিঙ্গের কোনো লোক রাজাকে খবর দায়। রাজা বোধহয় চণ্ডী-বিরোধী ছিলেন, রাজার আদেশে কোটাল কবিকে বন্দী করে। পরে কবি চণ্ডীর কৃপায় কারাবুক্ত হইয়া কলিঙ্গে চণ্ডীপূজা প্রচার ও প্রচলন করেন। এই কলিঙ্গ দেশ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কলিঙ্গদেশ নয়; ইহা হিমালয়ের নিকটে কোচবিহার ও আসামের উত্তরে পশ্চিমেশের সম্মিলিত কোনো দেশ। Broucke কৃত ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে এইরূপ স্থান কলিঙ্গবন

বলিয়া চিহ্নিত দেখা যায়। (শ্রীযুক্ত হরিন্দাস পালিত বিরচিত “আদ্যের গম্ভীরা” পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

শ্রীকবিকঙ্কণ—বলরাম-কবিকঙ্কণ। তাঁর রচিত চণ্ডীমঙ্গল মেদিনীপুর অঞ্চলে গীত হইত।

মেড়—বর্দ্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপের নিকট, বর্দ্ধমান মেড়তলা। অথবা বর্দ্ধমান জেলার বোড়গ্রামের কাছে বর্দ্ধমান মেড়াল গ্রাম।

রামাইপণ্ডিত-রচিত ধর্মপূজাবিধানে দিক্‌ডাক অংশে বহু গ্রাম ও নগরের নামের তালিকা আছে। মালিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে ও সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে এইরূপ দিগবন্দনা আছে।

## অথ আদি পালারম্ভ (২০-২৪ পৃষ্ঠা)

### ২০ পৃষ্ঠা

নিরবধা—নিরবধ; বিগুহ, নির্দোষ, উৎকৃষ্ট। নির্ (না) + অ (না) + বদ্ (বলা) + য (নিন্দার্থে)—নিন্দনীয় নয় যাহা।

দামিত্যাতি—দামিত্যা অতি।

রাড়া—লিপিকরের ভুল, পাড়া হইবে।

রত্নানু নদ—বর্দ্ধমান জেলার পূর্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত, অধুনা লুপ্ত।

দেউল—স° দেবালয়, দেবকূল > হি° দেবালা > বা° দেউল।

চলদলে করিয়া সঞ্চার—চল (চঞ্চল) দল (পত্র) যাহার—এমন অশ্বখবৃক্ষে অধিষ্ঠান করিলেন। অশ্বখচলদলঃ পিঙ্গলঃ। চক্রাদিত্য শিব বোধহয় অশ্বখবৃক্ষতলে ছিলেন।

ত—পাদপুরণে। স° তু।

রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে—কবিকঙ্কণ বাল্যকালে শিবের গান রচনা করিয়াছিলেন জানা যাইতেছে, কিন্তু তাহা এখনো পাওয়া যায় নাই। রচিলাঙ = রচিলাম।

### ২১ পৃষ্ঠা

ধামাদিকরণী—ধামাধিকারী, সেই স্থানের বা মন্দিরের অধিকারী।

কাঁটাদিয়া বন্দিঘাটা—“মারুদেশে শূররাজ্য দূরপ্রাতিষ্ঠিত হইলে ভূশূরতনয় মহারাজ কিতিশূর মারুদেশবাসী ভট্টনারায়ণাধির সম্ভানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের জন্ত ৫৬ খানি গ্রাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গ্রামের নামানুসারে গ্রামী

বা গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে” (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস)। সেই ৫৬ গ্রামের প্রথম বন্দ্য বা বাঁড়র বা বন্দীঘাটা গ্রাম বর্ধমান জেলার মেমারি ট্রেন হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বাঁড়র অথবা বীরভূমের অন্তর্গত কাগানদীর নিকট বন্দীঘাট হওয়া সম্ভব। ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ “মকরন্দের পুত্র বন্দ্য দাশরথি (দাশো) কাঁটাদিয়া গ্রামে গিয়া বাস করেন, তাহা হইতে দাশরথির বংশীয়গণ কাঁটাদিয়ার বন্দ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন” (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস)। ভট্টনারায়ণের প্রথম পুত্র বরাহ বাঁড়র গ্রামে গিয়া বাস করেন।

নিগমপাটী—নিগমপাঠী, শাঙ্গপাঠী।

বান্ধালপাসী—বঙ্গপাশ বা বান্ধালপাশ গ্রামের বাসিন্দা বন্দ্য-বংশ। ৩৬ মেলের এক মেল বান্ধাল—“হইল বান্ধাল মেল মঘ-দোষ-হেতু।” “হেড়া হিরণ্যের দোষ বঙ্গপাঠী মেলে।”—সম্বন্ধনির্ণয়।

কাঞ্জড়ি—সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের এক গাঞি কান্তপকাজারী। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের উপাধি চক্রতি বা চক্রবর্তী।

সাতশতী দলে বলে মেশে যে চক্রতিকুলে।—নুলা পঞ্চাননের ঘটক-কারিকা।

আদিপুরের আনীত কাণ্ডকুজের পঞ্চব্রাহ্মণের অগ্রতম বাৎসগোত্রীর ছান্ডের কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের বাসগ্রাম কাজাড়ী। বাকুড়া জেলায় ছাতনা শহরের ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান কাজাকুড়া গ্রাম।

নিধাম—নিধান, আধার।

কয়ড়ি—গোড়বাসী আদি ব্রাহ্মণ সারস্বত শাখার সপ্তশতীদিগের প্রধান এক গাউ। বর্ধমান জেলায় সেলিমাবাদ পরগনার মধ্যে সেলিমাবাদ হইতে ৪৮ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রাম এখন কোয়ড়া বা কয়ড়া নামে পরিচিত। এই গ্রাম হইতে কয়ড়ি গাঞি হইয়াছে।

২৩ পৃষ্ঠা

মিশ্রয়—পাঠাস্থর নিশ্চয়।

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ (২১-২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

২২ পৃষ্ঠা

উরিয়া—উদর হইয়া। উর ধাতুর অর্থ উত্তরণ। স° উৎ+তৃ ধাতু হইতে স° উত্তরণ> হি° উত্তরনা> বা° উর, উল।



আচম্বিত—স° অসম্ভাবিত, অত্যন্ত বা অশ্চর্য্যকৃত শব্দজ। অকস্মাৎ। প্রঃ—

পরভূর বিষুকে জল হইল আচম্বিত।—শূন্তপুরাণ।

আচম্বিত খরতর বাহিলেক বাজ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সেলোমাবাজ—বর্দ্ধমানের অন্তর্গত এক পরগনা। বর্দ্ধমান শহরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দামোদর-নদের পূর্বতীরে অবস্থিত। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ইহা রাঢ়দেশের একটি সরকার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

তালুক—আরবী তআলুক। প্রঃ—

থানে থানে তালুক সব ছন হইয়া গেল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মানসিংহ—“মানসিংহ আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ পদে থাকেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইবার পর তাঁহাকে (১৪ অক্টোবর ১৬০৫) ঐ কর্ষে বহাল রাখিয়া রাজধানী হইতে বাঙ্গলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই (১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই আগষ্ট মাসে) তাঁহাকে সরাইয়া কুতুবুদ্দীন খাঁকে মুন্সেফ হস্তগত করিবার জন্য তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করেন।”—ইকবলনামা, ২ ও ১৯ পৃষ্ঠা হইতে অধ্যাপক যত্নাথ সরকার কর্তৃক লিখিত।

মামুদ সরোপ—দামিলা বা সেলিমাবাজের ডিহিদার ছিলেন। হুগলির আরামবাগ থানার মায়াপুর গ্রামে মামুদ সরোপের বংশের লোক এখনো আছেন।

বেপারি ক্ষত্রিয় খেদা—পাঠান্তর বেপারিরে দেয় খেদা অর্থাৎ ব্যাপারীদের তাড়া করে।

খেদা—স° খিদ ধাতু হইতে। খেদ বা দুঃখ অর্থ হইতে তাড়না অর্থ।

মাপে—স° মাপি ধাতু পরিমাণে।

দড়া—স° দোর।

মাপে কোণে দিয়া দড়া—জমির চৌহদ্দী সোজা না মাপিয়া কোণাকুলি মাপে, ঘাতে মাপ বেশী হয়।

পোণের—স° পঞ্চদশ > পালি পন্নরস, প্রা° পন্নরহ > হি° পনরহ। প্রাচীন বা° পন্দর।

কাঠা—স° কাঠা = সীমা; কাঠা = ৪ হাত দীর্ঘ কাঠদণ্ড, ভূমিমান। ৪ × ৮০ হাত ক্ষেত্র।

কুড়া—বিধা; কুড়ি কাঠায় এক কুড়া বা বিধা হয়। স° কুড়ব।

গোহারি—নিবেদন, দোহাই, কাতরোক্তি।—তুঃ—

উমত সবরো পাগল শবরো মা করগুণী শুভাড়া গোহারি।

—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ত্রুদার সদনে গিয়া করিল গোহারি।—কাশীরাম দাস।

স° গো ( বাক্য )+হারি ( উপহার, উপস্থিত )=কাতর বাক্য উপস্থিত বা  
নিবেদন করিয়া প্রার্থনা।

স° গোচর>গোঅর। তুঃ—জো মণ গোএর আলা জালা।

—বোধ গান ও দোহা।

সরকার—ফার্সী শব্দ। অর্থ—প্রধান, প্রভু, শাসনকর্তা।

খীল ভূমি লিখে লাল—অম্বুর্কর আটক জমিকে উর্কর উৎকৃষ্ট বলিয়া লিখে।

খীল—স° খিল=শূত্র>শত্ৰুশূত্র অকৃষ্ট ভূমি। লাল-ফা°। উৎকৃষ্ট।

ধুতি—উৎকোচ, ধূষ। ধুতি বা কাপড় পরিবার জন্ত যাহা দেওয়া হয়; তুলনীয়  
এখনকার পান খাইতে দেওয়া; স্পষ্ট কথায় উৎকোচ বা ঘুষ না বলিয়া ঘুরাইয়া  
ভদ্র আবরণ দিয়া বলা। তুঃ—

ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল, মালিনী পলায়।—ভারতচন্দ্র।

পোতদার—ফাঃ ফোতেদার=রাজস্ব-আদায়কারী; খাদ্যাকী।

টাকা—স° টকা=মুদ্রা।

আড়াই—স° অর্দ্ধতীয় > প্রা° অডটতীয় > অডটতির > শৌরসেনী ও মাগধী  
অডটদিয়>অডটইয়>অটাই>অড়াই। অশোকলিপিতে আড়াই অর্থে অটতির,  
অটতির শব্দের প্রয়োগ আছে। দিঅড্‌ট=দুয়ের অর্দ্ধ বা আধ কম; অড্‌ট-  
তীয়=তিনের অর্দ্ধ বা আধ কম। জার্মান ভাষাতেও অমুরূপ zwei-halb  
( two minus half =দেড় ) ও drei-halb ( three minus half =আড়াই )  
শব্দের প্রয়োগ আছে।

প্রঃ—আড়াই অক্ষরে ষগুন ব্যবহার নয়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান (১১-১২ শতক)।

রামাই-পণ্ডিতের ধর্মপূজা-বিধানে ( ১৫৫ পৃষ্ঠায় ) আড়াই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আনা—প্রা° আগক।

কম—ফার্সী শব্দ।

পাই—স° পাদ—আগকপাদ=এক আনার চতুর্থাংশ=পরমা।

জাঁদা—এই শব্দের কোনো মানে হয় না। পাঠান্তর পাওয়া যায় পাদা।

রহে—স° অস ধাতু>প্রা° রহ=থাকা।

নাছ—ফার্সী নহজ>যাত্রা, পথ। তাহা হইতে খিড়্‌কী দরজা।

পাছে—স° পক্ষাৎ>প্রা° পছা>পাছ, পাছা, গিছন। তুঃ স° পুচ্ছ, পিচ্ছ।

জাঁতিয়া—স° বহু>জাঁতা=তারি জিনিসের চাপ দেওয়া।

থানা—স্থান। মম্বুর টাকাকার গোবিন্দরাজ থানা অর্থে স্থানক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

কুটতালি—কুট—ঘর, কুঁড়ে; তালি=আচ্ছাদন। ঘরের আচ্ছাদন।

টাকাকের—প্রায় এক টাকা দামের।

চণ্ডীবাটী—গোতানের দক্ষিণপাড়ার নাম। সেখানে এখনো শ্রীমন্ত-পুষ্করিণী বর্তমান।  
সনে—স° সঙ্গে > সঙ্গে > সনে। স° সম্ম (সহিত) > সমে > সনে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—  
সমে ও সনে দুই রূপই আছে।

### ২৩ পৃষ্ঠা

ভালিয়া—বর্তমান জেলায় নারায়ণপুরের নিকট মুণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে।

রূপরায়—রাজপুত্র দম্ভা।

বৃত্ত—পাঠান্তর বিস্তৃত।

বহুকুণ্ড—যত্র কুণ্ডর বংশ এখনো ভেলিয়ার নিকটে নারায়ণপুরে আছে।

আপনার—স° আত্মন > প্রা° অন্তন, অপ্পন > বা° আপন।

ডর—স° দর = ভয়।

মুড়াই—মুণ্ডেশ্বরী নদী।

ভেউটিয়া—পাঠান্তর তেউটিয়া। তেউটিয়ার বর্তমান নাম তেউড়ী, জাহানাবাদের  
পূর্বোক্তর জ্ঞান কোণে।

দারিকেশ্বর—দ্বারকেশ্বর নদ।

পাণ্ডুলপুরী—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ইহা ‘মাতুলপুরী’ আন্দাজ করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণের মামার বাড়ী ছিল আরামবাগের নিকট দ্বারকেশ্বর নদের পরপারে  
কালীপুর গ্রামের সংলগ্ন গ্রামে।

গঙ্গাদাস—কবিকঙ্কণের মামাত ভাই।

বড়—স° বৃদ্ধ > প্রা° বড়, বড়, বড়ত > বড়, বুড়া > বড়, বড়া > স° বড় = বৃহৎ, বিপুল।

নারায়ণ পরাশর আমোদর—বর্তমান ও হুগলি জেলার অধুনা লুপ্ত ক্ষুদ্র নদী।

গুহিতা—বর্তমান নাম গোথরা। গোথরা গড়-মান্দারগের নৈঋত কোণে।

শিশু—কবির পৌত্র, শিবরামের পুত্র, অভিরাম; অথবা কবির কনিষ্ঠ পুত্র পঞ্চানন।

গদন—খাদ্য। [ উন্ম (আত্ম হওরা) + অন্। ]

পুথুর আড়া—পুথুর-পাড়। আড়া—স° আলি। প্রঃ—

চানক দিল মাণিক ভাণ্ডার পুথুর আড়র উপর।—শ্রুতপূরণ।

শালুকনাড়া—কুম্ভ ফুলের মূল। সং নাড়া = মূল। শালুক (সংস্কৃত শল) =  
পদ্মাদির মূল।

কুম্ভ গ্রহনে—কুম্ভ ফুল দিয়া পূজা করিবার উল্লেখের অংশ। এই যে কুম্ভ ফুলে  
কোনো দেবতার পূজা শাস্ত্রে নির্দেশ নাই; অস্ত্র ফুলের অভাবে শাস্ত্রবহির্ভূত  
ফুলে পূজা করিতে হইয়াছিল।

ভ্রম—ভ্রমণ ।

চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে—দেবতার স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করিতেছি বলিয়া প্রচার করার কোশল প্রাচীন কবির একটা বাধা দত্তর হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রহ্মা ও নারদের উপদেশে বায়ীকি রামায়ণ রচনা করেন ; ব্যাসদেব গণেশের সাহায্যে মহাভারত লেখেন ; হোমর দেবাদেশে কাব্য রচনা করেন ; ইংলণ্ডের আদি কবি কেড্‌মন স্বপ্নাদেশ পাইয়া কবি হন ( J. R. Green's Short History of the English People, Ch. I, Sec. 3, দ্রষ্টব্য )। বাংলার বহু কবির ও কাব্য দেবতার স্বপ্নাদেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ—কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল দক্ষিণ-রায়ের আদেশে, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল কালীর আদেশে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কালীর আদেশে—

স্বপনে রজনী শেষে

বসিয়া শিয়র-দেশে

কহিলা মঙ্গল রচিবারে ।

সেই আজ্ঞা শিরে বহি

নূতন মঙ্গল কহি,

পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে ॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ মনসার আদেশে—

হেন মতে স্বপ্নকথা কহি উপদেশ ।

নাগরথে চড়ি দেবী গেলা নিজ দেশ ॥

স্বপ্ন বেধি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিদ্রে ।

কবি রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের চণ্ডীমঙ্গল চণ্ডীর স্বপ্নাদেশে, রুদ্ররাম চক্রবর্তীর বটীমঙ্গল বটীর স্বপ্নাদেশে, ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি সমস্তই ঈশ্বরের স্বপ্নাদেশে রচিত হইয়াছিল। যথা—

নিশিষেষ চৈত্ৰমাসে বৃধবার দিনে ।

গীত রচিবারে দেবী কহিলা স্বপনে ॥

সে কথা অনুসারে করিলাম বর্ণন ।

—বিত্তাকৃষ্ণ রুদ্ররাম চক্রবর্তীর বটীমঙ্গল ।

( গঙ্গারাম চক্রবর্তীর পুত্র )

না যায় ঋগুন কভু কপালের লেখা ।

দেসড়ার মাঠে বারে ধর্ম্ম দিলেন দেখা ॥

হুকুম হটল গীত করিতে বর্ণন ।

নিজ বীজমন্ত্র লেখা দিলা নিরঞ্জন :

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল ।

শিলাই—মেদিনীপুর জেলার উত্তর সীমা দিয়া প্রবাহিত নদী, অপর নাম শিলাবতী।

শিলাই ও দ্বারকেশ্বর নদ মিলিয়া রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছে।

আরড়া—মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে ব্রাহ্মণভূম পরগনার গ্রাম। রাঢ়-বহির্ভূত বলিয়া নাম আরড়া। চন্দ্রকোণা হইতে দুই ক্রোশ দূরে, নাড়াঙ্গোলের উত্তর ও পশ্চিম সীমায় ব্রাহ্মণভূম পরগনা। দামুছা হইতে আরড়া ১৮ ক্রোশ অন্তর। তড়িয়া গ্রামের নিকটে আরড়া-গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে।

ব্রাহ্মণ রাজা—ব্রাহ্মণভূমি আগে মাঝি রাজাদের অধীন ছিল। প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা ৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইহা অধিকার করেন; সেই রাজার নাম উমাপতি দেব ভট্টাচার্য্য, কারো মতে ত্রিলোচন দেব (গেজেটির)।

দশ আড়া—এক আড়ার ৪ মণ; দশ আড়ার ৪০ মণ। আড়া < স° আটক।

বাকুড়া রায়—ধর্মঠাকুরের এক নাম। তদনুসারে আরড়ার রাজার নাম। ইহা হইতে অনুমান করা যায় ঐ রাজবংশে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। তুঃ—

বিশ্বের কারণ আমি বাকুড়া রায় নাম।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

ভাঙ্গিল সকল দায়—সকল অভাব ও বিপদ দূর করিলেন। দায়—(সংস্কৃত শব্দ) অভাব, ক্ষতি।

সুতপাঠে—ছেলেকে পড়াইতে।

রঘুনাথ—১৫৭২-১৬০৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

অবদাত—[অব (রক্ষা, শোধন) + দৈ (পরিকার করা) + ত্ত] নিশ্চল, বিশুদ্ধ।

## ২৪ পৃষ্ঠা

ডামাল নন্দী—পাঠান্তর দামোদর নন্দী (কবিকঙ্কণের শিষ্য, ধনেখালির কাছে আলা-গ্রামে বাড়ী ছিল) অথবা ভাই রামানন্দী (কবিকঙ্কণের ভাই রামানন্দ)।

গায়নেরে দিলেন ভূষণ—গায়ককে উপাধি দিলেন কবিকঙ্কণ।

মন্ত্র জপি দশাক্ষর—গোপীজনবরভায় স্বাহা।—তন্ত্রসার; বৃহৎ গোতমীয় তন্ত্র।

ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা।—হরিতত্ত্ববিলাস।

চৈতন্তদেবকেও তাঁর গুরু এই মন্ত্র দিয়াছিলেন—

গোপাল মন্ত্র দশাক্ষর প্রেম-ভক্তি-শক্তিধর

ঈশ্বর পুরী কহিল উদ্দেশ।—জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল।

## মঙ্গলবারের পালা আরম্ভ (২৪ পৃষ্ঠা, অতিরিক্ত পাঠ)

পালা—স° পালি = গানের বিষয়।

বারি—(স°) ঘট। প্রঃ—

পূজা ভাঙ্গি বাড়িয়ে ভাঙ্গিল ঘট বারি।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

ভাল—স° ভদ্র > প্র° ভল্ল > বা° ভাল, ওড়িয়া ভল, হি° ভলা, মরাঠা ভলা।

অষ্ট বাসর—মঙ্গল গান আট দিন ধরিয়া দুইবেলায় যোল পালায় শেষ হয়। একত্ৰ

মঙ্গল গানের অষ্ট নাম অষ্টমঙ্গলা।

লক্ষ্মী বাণী আদি—আত্মপ্রকৃতি বিভক্ত হইয়া দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী মূর্তি ধারণ করেন;

ত্রুক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব তেজ হইতে দেবীকে রূপ দিলে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী ত্রিদেবীর

আবির্ভাব হইয়াছিল। (ত্রুক্ষবৈবর্ত পুরাণ ও দেবী পুরাণ)।

শরজন্মা—কার্তিকের। কার্তিকেয় পার্শ্বতীর দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হন;

অগ্নি নিক্ষেপ করেন গঙ্গাগর্ভে; গঙ্গা নিক্ষেপ করেন শরবনে। সেখানে কার্তিকেয়ের

জন্ম হয়।

## হরগৌরীর দ্যূতক্ৰীড়া (২৫ পৃষ্ঠা)

২৫ পৃষ্ঠা

দ্যূতক্ৰীড়া—পাশা-খেলা অতি প্রাচীন ব্যসন। ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০ মণ্ডল ৩৪ সূক্তে

পাশা-খেলার উপকরণ ও আসক্তির বিষয় পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে (মৎপ্রণীত

“বেদবাণী” দ্রষ্টব্য)। যজুর্বেদীয় মাধ্যম্নি পাশা ১০ম অধ্যায় ২৮-২৯ কণ্ডিকাতে

অক্ষপাত বিহিত বলিয়া ব্যবস্থা আছে। স্মৃতি ও পুরাণে বিশেষ উপলক্ষে ও

পর্বে অক্ষক্ৰীড়া করিবার ব্যবস্থা আছে। কোজাগর পূর্ণিবার নাম দ্যূতপূর্ণিমা।

নিম্নীখে বরদা লক্ষ্মী: কো-জাগর্তীতি-ভাষিণী।

তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অকৈ: ক্ৰীড়াং কয়োতি য: ॥

—তিপিত্ত্ব।

কার্তিক মাসের গুরুপ্রতিপদ তিথির নাম—দ্যূতপ্রতিপদ।—

শঙ্করশচ পুরা দ্যূতং সসঙ্ক্ৰ জ্ঞানোত্তরম্।

কার্তিকে গুরুপক্ষে তু প্রথমেনহনি ভূপতে ॥

দ্বিতশ্চ শঙ্করসু তত্র, জয়ং লেভে চ পার্শ্বতী ।  
 অতোহথাচ্ছঙ্করো হুংখী, গৌরী নিত্যং সুখোষিতা ॥  
 তস্মাৎ দ্যুতং প্রকর্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ ।  
 তস্মিন্ দ্যুতে জয়ো যন্ত তন্ত্ৰ সংবৎসরঃ শুভঃ ॥  
 পরাজয়ো বিরুদ্ধশ্চ লক্ষনাশকরো ভবেৎ ।

—ব্রহ্মপুরাণ ।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ৭৫ সর্গে দ্যুতক্রীড়ার উল্লেখ আছে । মহাভারতের পাশা-খেলার কথা সর্বজনবিদিত । নীতিশাস্ত্রে এই ব্যসন নির্দিত হইয়াছে ।—

দ্যুতং সমাহবয়ৈকৈব রাজা রাষ্ট্রান্ নিবর্তয়েৎ ।

\* \* \* \* \*  
 অপ্রাণিভির্ যৎ ক্রিয়তে তন্ লোকে দ্যুতম্ উচ্যতে ।  
 প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যন্ তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহবয়ঃ ।  
 দ্যুতম্ এতৎ পুরা কল্পে সৃষ্টং বৈরকরং মহৎ ।  
 তস্মাদ্ দ্যুতং ন সেবেত হান্তার্থম্ অপি বুদ্ধিমান্ ॥

—মহু ।

দেবনে বহবো দোষাসু তস্মাৎ তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥

—মহাভারত, বিরাট পর্ক, কন্ধের উক্তি ।

প্রাচীন কালে মাটিতে ছক কাটিয়া বহেড়া-ফল বা বহেড়া-কাঠের গুটি চালিয়া খেলা হইত ( ঋত্থেদ, ১০৩৪ ) । পরে কড়ির প্রচলন হয় । সর্বশেষে কাপড়ের উপর ঘর-কাটা ছক ও অস্থির পাটি প্রবর্তিত হয় । মহাভারতে শকুনি পিতার অস্থিতে পাটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন ।

প্রাচীন কালের পাশা-খেলার ক্রম এখন সম্পূর্ণ জানা যায় না ।

কার্ত্তিক মাস—কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য অবস্থানের মাস ।

কুবেরের ঘর—কৈলাস । কৈলাস আগে কুবেরের আশ্রয় ছিল, পরে শিবের হস্ত ও কুবের শিবের ভাগ্যবান হন ।

শুশক—সুসক = সুশৃঙ্খল ।

পাঠ্যা—?

পাশা—স° পাশক ।

ঐ

পাটা—পাশা খেলিবার চোকা লম্বা অস্থিখণ্ড । পাঞ্চি' বা পাটি ।

বামঞ্চ—?

বাহির—স° বহিঃ > প্রা° বহিঃ > বাহির ।

ফেলিলা—প্রাচীন বাংলায় পেলিল, পেলাইল! স° পেল > প্রা° পেল ( নিকেশ ) > স°  
ফেল ( গতি )। ফেলা ভুক্তসমুজ্জ্বিতম্।—অমরকোষ। ফেলা-ভাত হইতে  
✓ফেল ধাতুর অর্থ হইয়াছে ত্যাগ। চৈতন্যচরিতামৃতের সময় পর্য্যন্ত “কৃষ্ণের যে  
ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম।”

পড়িলা—স° পত ধাতু হইতে মাগধী-প্রা° পড়।

মনিকর্ণ—কুবেরের পুত্র :

তিন—স° ত্রিণি > প্রা° তিগ্নি। পিন্ধলে—তীণি, তিগ্ন।

## ২৬ পৃষ্ঠা

শ° ফেলে—শাপ ফেলেন।

অবিধান—অভিধান, নাম।

ধনপতি—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় উপাখ্যানের নায়ক ধনপতি ও নায়িকা লহনা।  
নায়ক-নায়িকাদিগকে শাপভ্রষ্ট দেবতা—অন্তত পক্ষে গন্ধর্ব্ব—করা প্রাচীন কালের  
রীতি হইয়া পড়িয়াছিল; মাহুষ যেন আপনি ভাল হইতে পারে না। এইরূপে সকল  
মঙ্গলকাব্যের নায়কই শাপভ্রষ্ট দেবতা।

## প্রার্থনা ( ২৬—২৭ পৃষ্ঠা )

### ২৬ পৃষ্ঠা

পিতৃগণ—ঋগ্বেদে ( ১০।১৪, ১৫, ১৫৪ ইত্যাদি ) পূণ্যাত্মা মৃত ব্যক্তিগণ পিতৃগণ নামে  
পরিচিত ছিলেন ( মন্ত্রগীত “বেদবাণী” ভ্রষ্টব্য )। পুরাণে পিতৃগণ ৩১ জন—

বিশ্বো বিশ্বভৃগু আরাধ্যো ধর্ম্মো ধন্যঃ শুভাসনঃ।

ভূমিদো ভূমিকৃদ্ ভূতিঃ পিতৃগাং যে গণা নব ॥

কল্যাণঃ কল্যাদঃ কল্যাতরঃ কল্যাতরাশ্রয়ঃ।

কল্যাতাহেতুর অনবঃ ষড়্ ইমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥

বরো বরেণ্যো ববদো ভূতিদঃ পৃষ্টিদস্ তথা।

বিশ্বপাতা তণা ধাতা সপ্তপতে চ গণাঃ স্মৃতাঃ ॥

মহান্ মহাত্মা মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ।

গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈবতে পিতৃগাং পাপনাশনাঃ ॥



অখদো ধনদশ্ চাত্তো ধর্মদোহন্তশ্চ তৃতিদঃ ।  
 পিতৃণাং কথ্যতে চৈতৎ তথা গণচতুষ্টয়ম্ ॥  
 একত্রিংশৎ পিতৃগণা যৈর্ ব্যাপ্তম্ অখিলং জগৎ ।  
 তে মেহত্র তৃপ্তাস্ তুষ্যন্ত দিশস্ত চ সদা হিতম্ ॥

—গবড়-পুরাণ, ৮৯ অধ্যায় ।

নাট—নৃত্য । স° নট ধাতু + অ ।

অনবিজ্ঞ—অনভিজ্ঞ ।

আনে—অন্তে । প্রঃ—ক্টে মোর বাঁশী নিল আনে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

বোদ্ধগান ও দোহায় অণ, অণা=অন্য । প্রঃ—অণ চাহন্তে অণ বিণঠা ।  
 তুমি কবি মোর ব্যপদেশ—আমাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া তুমিই কবি । ব্যপদেশ=ছল,  
 নাম । “ব্যাজেনায়াভিলাষোক্তির্ ব্যপদেশ ইতীয়াতে ।”

নারক—যিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশেষ মর্মে অবগত, যিনি রস ও অলঙ্কার জানেন, যিনি  
 সকল গুণ ও দোষের পরীক্ষক ।

সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শালি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর । ( ৮৯-৯১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য )  
 যগজন—জগজন—জগজ্ঞান । জন ও বক্তৃ শব্দের সঙ্গে সমাস হইলে জগৎ শব্দ বাংলায় জগ  
 হয়, যথা—জগবক্তৃ, জগজন । প্রঃ—

নাসা তিলকুল তোর জগজন মোহে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

নারায়ণী—মম তুল্যা চ মনমায়ী তেন নারায়ণী স্মৃতাঃ ।—

কৃষ্ণের উক্তি, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ ।

## অথ সৃষ্টিপালারম্ভ ( ২৮—৩১ পৃষ্ঠা )

২৮ পৃষ্ঠা

আদিদেব

আদিদেব নিরঞ্জন—বুদ্ধ মতে ধর্ম নিরঞ্জন আদিদেব; এক বুদ্ধেরও নাম আদি বুদ্ধ,  
 তিনি শূন্য, অনন্তিত্ব । নিরঞ্জন=নির্+অঞ্জ=কালিমাশূন্য । শূন্যপুরাণে নিরঞ্জন  
 শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে—নীরেত নিরমল কাআ নাম নিরঞ্জন ।

পুরুষ পুরাতন—ঋগ্বেদসংহিতা ( ১০।২০ ), অথর্ব-বেদ ( ১০।১৭ ), যজুর্বেদোপনিষৎ  
 ( ২।১।১০ ), বাজসনেয়ী-সংহিতা ও শতপথ-ব্রাহ্মণে ( ১।১।৩।১ ) বলা হইয়াছে

পুরুষ হইতে এই জগৎ ও জগতের অন্তর্গত সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। বৈদিক দেবতা পুরুষ কালে আপনাত্মক স্বাভাবিক ও প্রাথমিক হারাইয়া ফেলিলে তাঁর পদবী একদিকে বৌদ্ধ দেবতা আদিবুদ্ধ ও অপর দিকে পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা দখল করিয়া জগৎস্রষ্টা হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধ ভক্তের মতে আদিবুদ্ধ হইতে সমুদ্র বুদ্ধ বুদ্ধশক্তি ও বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে।

শূন্যে করিয়া স্থিতি ইত্যাদি—বেদে আছে যে প্রথমে জগৎ জলময় ছিল ও তাহা অন্ধকার শূন্য দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তার মধ্যে ‘এক’ উৎপন্ন হইলে তাঁর ‘কাম’ জন্মিল,—ইহাই ‘মনস্’ সৃষ্টির প্রথম বীজ। মনস্ হইল সং ও অসতের সংযোজক। জলই প্রাচীন সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার আদি কারণ।

ন অসদ আসীদ নো সদ আসীৎ তদানীম্  
ন আসীদ রজো নো ঘোমো পরো যৎ।  
ন মৃত্যুর আসীৎ অমৃতম্ ন তর্হি  
ন রাত্ৰ্যা অহ আসীৎ প্রকেতঃ।

তম আসীৎ তমসা গৃহ্মম্ অগ্রে অপ্রকেতঃ সলিলং সর্ষমা ইদম্।  
কামস্ তদ অগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রোতঃ প্রথমং যদ আসীৎ।

ইত্যাদি। ঋগ্বেদ, ১০। ১২৯।

বিষ্ণুপুরাণে বেদামুরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ আছে—

নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীৎ তনো জ্যোতির্ অভূদ ন বন্যৎ।  
শ্রোত্রাদিবৃদ্ধ্যান্ উপলভ্যম্ একম্ প্রাধানিকম্ ব্রহ্ম পুমাংস্ তদাসীৎ ॥—১-২-২১।

কালিকাপুরাণেও আছে—

ন দিব্যরাত্রিভাগোহত্র নাকাশং ন চ কাশ্মণী (পৃথিবী)  
ন জ্যোতির্ ন জলং বায়ুর্ নান্যং কিঞ্চন সংস্থিতম্ ॥—১২।৬

মহাসংহিতায় আছে—

আসীদ ইদম্ তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতম্ অলক্ষণম্ ইত্যাদি।—১।৫।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও বেদামুরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ আছে—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বস্তু নিন।  
রবি সসী নহি ছিল নহি রাত্রি দিন ॥  
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ।  
মেরু মন্ডার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥

নহি ছিল ছিটি আর না ছিল চলাচল ।  
 দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥  
 দেবতা দেহরা ন ছিল পূজিবাক দেহ ।  
 মহাশূন্য মধ্যে পরভূর আর আছে কেহ ॥

\* \* \*  
 দেহেত জনমিল পরভূর নাম নিরঞ্জন ।  
 পরভূ সঙ্গতি কেহ নহ একজন ॥ ইত্যাদি ।

বৌদ্ধগান ও দোহায় এইরূপ শূন্য অবস্থার বিবরণ আছে—

নাদ ন বিন্দু ন শশিমণ্ডল ।  
 চিহ্নরাশি সহাবে মুকল ।

ঘনরামের ( ১৬৬৯ ) ধর্মমঙ্গলের গীতারস্ত্রেও এইরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ আছে—

এক ব্রহ্ম সনাতন                      নিরাকার নিরঞ্জন  
 নিগুণ নিদান শূন্যভরে ।  
 দেখি সব অন্ধকার                      সচিস্তিত কর তাঁর,  
 নাহি সৃষ্টি কেমনে সঞ্চরে ॥  
 পৃথিবী পাতাল স্বর্গ                      নাহি সুরাসুরবর্গ,  
 দিবা নিশি রবি শশা নাই ।  
 নাহি জল জীব জন্তু                      বিষম প্রলয়ে কিন্তু  
 এক ব্রহ্ম আছেন গোসাঁই ॥  
 শূন্যভরে সনাতন                      মনে হলো ত্রিভুবন  
 সৃজন পালন অভিলাষ ।  
 কে ব্যথিতে পারে মর্থ                      আপনি হলেন ব্রহ্ম  
 বিশ্ববীজ শরীর-প্রকাশ ॥

“সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত জলময় ছিল।.....সেই জলমধ্যে পদ্মপত্রে একা প্রজাপতি অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার কামনা হইল—আমি সৃষ্টি করিব।.....সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্টিকামনাকেই পৌরাণিকেরা প্রজাপতির স্তন্যপুত্র মনসিজ কামে পরিণত করিয়াছেন। জলমধ্যে পদ্মপত্রস্থ প্রজাপতিতেও আপনারা কারণসলিলশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইবেন।” —আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত যজ্ঞকথা, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

বৈদিক সৃষ্টিপ্রকরণের পদ্মপত্রাসনস্থ প্রজাপতি বোধধর্মের পদ্মপত্রাসনস্থ ধর্ম বা আদিদেব বা আদিদেবী হন। এবং বোদ্ধ আদিদেবী হিন্দুধর্মের ভোল ফিরাইয়া হন কমলেকামিনী।

সিদ্ধ—

অগ্নিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।

ঐশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥

দূরশ্রবণমেবেতি দ্বারকারাঃ প্রবেশনম্।

মনোবায়িত্বমেবেতি সর্কজ্ঞত্বভীষিতম্ ॥

বহুস্তম্ভং জলস্তম্ভং চিরজীবিত্বমেব বা।

বায়ুস্তম্ভং ক্ষুৎপিপাসা-নিদ্রাস্তম্ভনমেব চ ॥

কাম্যবাহুঞ্চ বাক্‌সিদ্ধিং মৃতানয়নমীপ্সিতম্।

সৃষ্টীনাং কারণৈকৈব প্রাণাকর্ষণমেব চ ॥

প্রাণানাঞ্চ প্রদানঞ্চ লোভাদীনানাঞ্চ স্তম্ভনম্।

ইন্দ্রিয়াণাং স্তম্ভনঞ্চ বুদ্ধিস্তম্ভনমেব চ ॥—

বাহারা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার। সিদ্ধ। ইহার। ৩৪ প্রকারের।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণসংখ্যে, ৭৮ অধ্যায়।

ভাগবত-পুরাণে ( ১১।১৫ ) শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

সিদ্ধয়ো হৃষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।

তাসাম্ অষ্টৌ মৎপ্রদানা দশৈব গুণহেতবঃ ॥ ইত্যাদি।

সেখানে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের “দ্বারকারাঃ প্রবেশনম্” স্থলে “পরকায়-প্রবেশনম্” পাঠ আছে।

চারণ—গন্ধর্ষ।

কটক—স°✓কট ( বেহন করা ) + অক = বলয়।

পরট-মুকুট—স্বর্ণ-মুকুট। তুঃ—

ব্রত-দধি-ঋধু-পূর্ণ পূবটের বাট।—ঘনরাম।

কৌস্তভ—[ কু (পৃথিবী) + স্তভ ( ব্যাপ্ত করা ) + অ = কুস্তভ ( বিষ্ণু )। কুস্তভ + অ (সম্বন্ধার্থে) = কৌস্তভ। অথবা, কুস্তভ (সমুদ্র) + অ (জাতার্থে) = কৌস্তভ (বাহা সমুদ্রে জন্মিয়াছে)। ] বিষ্ণু ও কৃষ্ণের জলস্কার-মণি, সমুদ্রমহানে ইহা উৎপিত হইয়াছিল। অথবা সূর্য্যের নিকট হইতে যে মণি সত্রাজিৎ পাইয়া কনিষ্ঠ দাতা প্রসেনকে দান করেন, এবং প্রসেন-হস্তা সিংহ ও সিংহহস্তা ভল্লুককে বধ করিয়া বাহা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাঁতি—পংক্তি। ব্যতিরেক অলঙ্কার—যে বস্তুর সঙ্গে উপমা দেওয়া যায় তার চেয়ে উপমিত বস্তুর উৎকর্ষ দেখাইলে ব্যতিরেক বা অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার হয়। প্রঃ—

ললিত আলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

### ২৯ পৃষ্ঠা

কথার সংহতি ইত্যাদি—শব্দ ব্রহ্ম; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত শব্দ ও বাক্য সৃষ্টি হয় নাই, কেবল ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ও চিন্তা মাত্র আছে।

তমু হৈতে হইলা প্রকৃতি—স্বাভা দেবী প্রকৃতি আদিদেবের তমু হইতে চিন্তাপ্রসূত। শূন্যপুরাণ ও ধর্ম্মমঙ্গল দ্রষ্টব্য।

একেশ্বর রাজ্যভার পালিব কেমনে।

ইহা বোলি ধর্ম্ম তবে ভাবেন আপনে ॥

হাসাতে জন্মিঞা আত্মা পড়ে ভূমিতলে।

উঠিঞা ডাড়াইল আত্মা দেখেন সকলে ॥

—মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী।

শতপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতেও আছে যে প্রজাপতির কামনা বা চিন্তা হইতেই সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল—সেই কামমত। বাইবেলেও গড্ ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্টি করেন।

## আদি দেবী ( ২৯—৩১ পৃষ্ঠা )

দশ নখে দশ চান্দ ভাসে—অতিশয়োক্তি বা নিদর্শনা অলঙ্কার।

চান্দ—সঁ চন্দ্র > প্রাঁ চন্দ। প্রঃ—উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা।—যৌদ্ধগান ও দোহা।

যাবক—[ যু ( মিশ্রিত করা ) + অ = যাব। যাব + কণ্ = যাবক ] অলঙ্কার, আলোড়।

যেন গঙ্গা স্রমেক-শিখরে—শ্রীমদ্ভাগবত-মতে গঙ্গা বিষ্ণুচরণচ্যুত হইয়া দেবমার্গ দিয়া স্রমেক-পর্ব্বতের শিখরে পতিত হন, এবং সেখান হইতে সীতা অলকনন্দা বংসু ভদ্রা নামে চারি ধারায় চারদিকে প্রবাহিত হইয়া যান ( ৫ম স্কন্ধ, ১৭ অধ্যায়, ৮ শ্লোক )। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

### ৩০ পৃষ্ঠা

হেম মণিহার ছলে—অপকৃতি অলঙ্কার।

স্থির হয়ে সোদামিনী বসে—নিদর্শনা বা অতিশয়োক্তি-অলঙ্কার।

দুহ সে বদল করে ছবি—অধরের বিক্রম-জ্যোতি অর্থাৎ প্রবাল বা কিশলয়ের ন্যায়  
লালিমা মাণিক্যদর্পণের ন্যায় দস্তে এবং দস্তের শুভ্র জ্যোতি রক্তাধরে পরস্পর  
প্রতিকলিত হইয়া রক্তাধরকে উজ্জ্বল ও শুভ্র দস্তপংক্তিকে আরক্ত করিয়া তুলিয়াছে।  
প্রতিবস্তু পমা অলঙ্কার।

নব অরবিন্দ-বন্ধু—নূতন রবি অর্থাৎ অরুণ।

ধরিয়া কুস্তল ছলা—অপহৃতি অলঙ্কার।

বন্দী সে করিলা রবি ইন্দু—সিন্দুরের কোঁটা নবরবির ন্যায় ও চন্দনবিন্দু ইন্দুর ন্যায়,  
কেশরূপ তিমির-জালে বন্দী হইয়া আছে। নিদর্শনা অলঙ্কার।

বলুকি—পাঠান্তর বনপ্রিয়=কোকিল।

ধ্বজনগঞ্জন আঁধি অকলঙ্কশীমুখী—ব্যতিরেক অথবা অধিকারুঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার।

চাপ সহোদর—ধনুকের সহোদরের ন্যায় ক্রমবক্র ক্র, অথবা ছুট সহোদর ধনুকের  
জায় দুই ক্র।

শিরোরুহ—কেশ। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

পরিহরি চাপল্যতা দোষে—ব্যতিরেক বা অধিকারুঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার।

বলয়া—সং বলয়, তামিল বটেল।

রঙ্গ—দরিদ্র।

বিজুলি—সং বিজাৎ > প্রা° বিজ্জল/বা° বিজুলী, বিজুলি, বিজলি। প্রঃ—

বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

### ৩১ পৃষ্ঠা

উমাপদ-হিতচিত্ত—উমার পদে আদিত অর্থাৎ স্থাপিত বা গুপ্ত চিত্ত বার। [ ধা + ক্ত =  
হিত ( স্থাপিত ) । ]

## গৌরী রাগ ( ৩১—৩৪ পৃষ্ঠা )

### ৩১ পৃষ্ঠা

গৌরী রাগ নহে রাগিণী, শ্রীরাগের অন্তর্গত। সাধারণে গের, বীরব-ভাব-প্রকাশক।

গৌরীর আবির্ভাব সূচনা করিবার দ্রষ্ট কবিকল্প এই গৌরী রাগিণীর অবতারণা  
করিয়াছেন।

বেদদেব—? দেবদেব হইবে বোধ হয়।

হৈতে—প্রা° হৈতে>ইতে, হতে। হইতে বা হৈতে লেখা ভুল; হতে শুদ্ধ।

হেম হৈতে বসন্ত কুণ্ডল ভিন্ন নয়—বেদান্ত-মত।

প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান—বৌদ্ধ শূন্যপুরাণ-সম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব। সাংখ্য-মতও বটে।

তনয় মহান্—সাংখ্যাত্মক সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—সত্ত্ব-রজস্-তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতির মহান্। মহতো হহঙ্কারঃ। অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি। উভয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্ তন্মাত্রৈভাঃ। স্থলভূতানি (চতুर्वিংশতি তত্ত্ব) + পুরুষ ইতি = পঞ্চবিংশতিঃ গণঃ।

পঞ্চতন্মাত্র হইতেছে শব্দ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ। তাহা হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি—শব্দ-হইতে ব্যোম, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে অগ্নি, রস হইতে জল, ও গন্ধ হইতে স্মৃতি। অহঙ্কার অর্থাৎ আমি আছি বা আমি হই এই বোধ হইতে কালের সহযোগে সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার ত্রিবিধ—সত্ত্ব রজ তম।

শ্রীমদভাগবত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে এইরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ আছে। পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব থাকা নিয়ম। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলও বাংলা পুরাণ, তাই এতেও সৃষ্টি-প্রকরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সৃষ্টিপ্রকরণে বেদান্ত ও সাংখ্যমতের সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের সর্বশ্রেণীর সাধারণ লোকের মধ্যে যে দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল তাহা না-বৈদান্তিক না-সাংখ্য, উভয়ের মধ্যবর্তী মিশ্রিত কিছু। তার এক দিকে ঝোঁক দিয়া বেদান্ত-মতবাদ ও অপর দিকে ঝোঁক দিয়া সাংখ্য-মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল। কবিকঙ্কণের মতও বেদান্ত-সাংখ্যের মিশ্রণ, তার সঙ্গে আবার লোকায়ত বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ ও পৌরাণিক মতবাদের মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

বহত—স° প্রভূত>প্রা° বহুঅ, বহুত হইতে, অথবা স° বহুতর হইতে। প্রঃ—

আল বহুত ফল খায়িলে°।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ওগভেদে একদেব হৈল তিন জন ইত্যাদি—বৃহদ্রত্নপুরাণ, মধ্য খণ্ড ৬৯৩-৯৭ শ্লোক অমুসারে লিখিত।

### ৩২ পৃষ্ঠা

নীললোহিত কুমার—অথর্ববেদে ব্রাত্য-দেবতা রুদ্রের উদর নীল ও পৃষ্ঠ লোহিত; যজু-বেদের শতরুদ্রীয় বা রুদ্রাধায় নামক অংশে রুদ্রের দেহ লোহিত, কণ্ঠ নীল; রুদ্র অগ্নি, এজন্ত তাঁহার উদর নীল ও পৃষ্ঠ লোহিত। অথর্ববেদের ১৫ অধ্যায়ে সপ্তমূর্তির উল্লেখ আছে। (১৩২৮ সালের ৩য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের “মহাদেব” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে যে, ভূতপতি গৃহপতি ও তাঁর পত্নী উষা। উষা এক কুমার প্রসব করেন। সেই কুমার ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা করেন যে আমাকে নাম দাও। প্রজাপতি সেই কুমারকে রোদন করিতে দেখিয়া নাম রাখেন রুদ্র। পরে ক্রমে ক্রমে সৰ্ব্ব পশুপতি উগ্র অশনি ভব মহানদেব ঈশান এই আট নাম রাখেন। নবম নাম কুমার—ইনি অগ্নি।

মাংখ্যায়ন বা কোশিতকী ব্রাহ্মণেও এইরূপ উপাখ্যান আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র তাম্রবর্ণ ও লোহিতবর্ণ। পুরাণে রুদ্রের নীললোহিত নামের কারণ বলা হইয়াছে—কণ্ঠে নীল ও কেশে লোহিত। মহাভারতের মতে শিবের কণ্ঠ হৈমন্তের বস্ত্রে দধ্ব হইয়া অথবা বিষ্ণুর গলাধাক্কা খাইয়া নীল হইয়াছিল এবং তাঁহার জটা লোহিতবর্ণ ছিল।

বৈদিক রুদ্র অগ্নি যখন শিব মহাদেবে রূপান্তরিত হইলেন তখন এই উপাখ্যানও পুরাণে পরিবর্তিত হইয়া শিবে আরোপিত হইল।—

ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আশ্চর্য্যত্ব এক পুত্র কামনা করিলে তাঁর কোলে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁর গায়ের রং নীল-লোহিত। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন রোদন করিতেছ ? নীললোহিত কুমার বলিলেন—আমার নাম জায়া ধাম নিরূপণ কর। তখন ব্রহ্মা কুমারের রোদন হেতু প্রথম নাম রাখিলেন রুদ্র; পরে অস্ত্র নাম রাখিলেন—তব সৰ্ব্ব ঈশান পশুপতি ভীম উগ্র মহাদেব। রুদ্রের অষ্ট মূর্তি নির্দিষ্ট হইল—সূর্য্য জল মহৌ বহু বায়ু আকাশ দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও সোম। আটটি পত্নী নিরূপিত হইল—সুবৰ্চলা উষা বিকেশা বৃধা স্বাহা দিক্ দীক্ষা বোহিণী। তাঁদের আট সম্ভান—শনৈশ্চর ভ্রুক লোহিতাক্ষ ( মঙ্গল ) মনোজব স্বন্দ সর্গ সম্ভান বৃধ।—শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়; মার্কণ্ডেয় পুরাণ; ইত্যাদি।

পুরাণ-বর্ণিত নামগুলির সঙ্গে কবিকঙ্কণের দেওয়া নামগুলির মিল নাট। কবি কোন পুরাণ হইতে ঐসব নাম সংগ্রহ করিয়াছেন আবিষ্কার করিতে পারি নাট। থুইল—স<sup>১</sup> স্থাপি ধাতু। প্রঃ—রূপা থোই মহিকে ঠাবী।—গৌড়গান ও দোহা। পরমাই—স<sup>১</sup> পরমায়ু।

জম্মাইব—জন্মিল।

### ৩২ ক পৃষ্ঠা

আপনার তম্বু ধাতা কৈল ছইখান—এই উপাখ্যান ব্রহ্মাওপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১২ অধ্যায়ে এবং অন্ত্যন্ত পুরাণে আছে। খান>স<sup>১</sup> খণ্ড।



নিবেদন—নিবেদন করেন ।

বসিব—বসিবে ।

অম্বরে হরিয়া নিল—হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হরণ করিয়া পাতালে লুকাইয়া রাখিয়াছিল  
( ভাগবত ) ।

পাতাল—সরণী—পাতালের সরণিতে অর্থাৎ পথে ।

নাসাপথে বরাহ—ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই উপাখ্যানটি আছে—

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ ।

বরাহতোকে নিরগাধদ্বুঠপরিমাণকঃ ॥

বরাহ-অবতারের উপাখ্যান নানা বিভিন্ন আকারে তৈত্তিরীয় সংহিতায়, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, রামায়ণ ২য় কাণ্ডে, লিঙ্গপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, বহুপুরাণে, পদ্মপুরাণে ও হরিবংশে আছে । প্রথমে বরাহ ব্রহ্মার অবতার ছিল ; শৈবপুরাণে শিবের অবতার হয় ; পরে বিষ্ণু যখন অবতার হইবার অধিকার আশ্বাস্য ও একচেটিয়া করিলেন, তখন বরাহও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কায়েনী হইয়া গেল । ( ১৮৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য ) ।

আচম্বিত—স° অসম্ভাবিত, আচমৎকৃত, আশ্চর্য্যভূত বা অত্যদ্ভুত শব্দ হইতে আসিয়া থাকিতে পারে । অর্থ—অকস্মাৎ । ও° আচম্বিত, হি° আচম্বিত, ম° আচম্বণে° । প্রঃ—

তাহে আত্মশক্তির জনম হইল আচম্বিতে ।—শৃঙ্গপুরাণ ।

মজ্জ—স° মজ্জ বা মজ্জ ধাতু ।

নাচাড়ি—যাহা নাচিয়া নাচিয়া গান করা হয় ।

মায়—মায়ী—মায়া আছে যার, মায়াবী ।

যজ্ঞপত্রজাল—কুণ ; যে পত্র যজ্ঞে আবশ্যক বলিয়া অপর নাম হইয়াছিল—যাজ্ঞিক, যজ্ঞভূষণ, পবিত্র । আদিত্যে বরাহ-অবতার যজ্ঞবরাহ বা যজ্ঞের রূপক মাত্র ছিল ।

বর্হিখতী নাম পুরী সর্কসম্পৎসমম্বিতা ।

জপতনু যত্র রোমাণি যজ্ঞভাজঃ বিদুষতঃ ॥

কুশকালস্ত এবাসন শব্দকরিতবর্চসঃ ।

অথয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞজান্ যজ্ঞসীমিতৈঃ ॥

—ভাগবত ।

৩২খ পৃষ্ঠা

মহারাজ—মহান আরজ, বৃহৎ উদ্‌যোগ ।

হিরণ্যাক্ষ—দ্বিতীয় গর্ভে জাত কশ্যপের পুত্র । হরির অম্বচর জয় বিজয় বৈকুণ্ঠে উলঙ্গ  
ঋষিদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে ঋষিশাপে অম্বরূপে দ্বিতীয় গর্ভে

জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হরণ করিয়া পাতালে লুকাইত হইলে  
বিষ্ণু বরাহরূপ ধরিয়া আদি-দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন  
( ভাগবত, গরুড়পুরাণ )।

তথি—স° তত্র বা তৎহি>প্রা° তথ। প্রঃ—

যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।

তথি মাঝে কাঙ্ক্ষাঈব থানে॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সিদ্ধ—চতুঃসিংশদ্বিধঃ সিদ্ধঃ সর্বকামোপকারকঃ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃক্সস্মৃতি, ৭৮ অধ্যায়।

সিদ্ধয়ে হষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।—ভাগবত, ১১।১৫।

২৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

ঝাড়েন—স° ৪ট, জট ধাতু রাশীকরণে। তাহা হইতে ঝাট, ঝাড়=মার্জন। প্রঃ—

ধেঅন করিঅ' করে' ঝাড়ে বনমালী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

উঠে বিষ্ণু সটা ধৃত—কম্পিত দেহ হইতে সটা বা জটা অর্থাৎ লোম ঝাড়া পাইয়া  
বারিবিধ উঠিতেছে।

মহ তপ সত্য জন—সপ্তলোকের চার লোক। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহ জন সত্য তপঃ এই  
সপ্ত লোক।

মথ—যজ্ঞ।

### ৩৩ পৃষ্ঠা

অখিলপর্কতগুরু...মেরু—ভূগোলকের অভ্যন্তরবর্ষ ইলাবৃত, তার নাভিদেবে অবস্থিত  
সর্বতঃ-সৌবর্ণ কুলগিরিরাজ মেরু।—ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণ  
২য় অংশ, ২য় অধ্যায়। অজ্ঞাত মতের জ্ঞাত “মানবের আদিজন্মভূমি” দ্রষ্টব্য।

মন্দার—মন্দরো মেরুমন্দরঃ সুপাশঃ কুমুদ ইত্যুত-যোজন-বিস্তারোরহা মেরোশ্চতুর্দিশম্  
অবষ্টষ্ঠগিরয়ঃ উপক্লিপ্তাঃ।—ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়।

মন্দর পর্কত—বিদ্যাপর্কতের একাংশ, ভাগলপুরের নিকটে বর্তমান।

গন্ধমাদন—ইলাবৃতবর্ষের পূর্বে, কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমায় ( ভাগবত ৫।১৬ )।

কৈলাশের উত্তরে মানস-সরোবরের নিকটে তিব্বতে ( ভারবাচাগের সিদ্ধাস্ত-  
শিরোমণি )। সুমেরুর দক্ষিণ দিকে ( বিষ্ণুপুরাণ, ১।১০ )। লক্ষ্মণের  
শক্তিশেলের পর বিশল্যকরণীর জন্ত হস্তমান ইহাকে উৎপাটন করিয়া সমগ্রট  
লক্ষ্য লইয়া গিয়াছিলেন ( রামায়ণ )।

মালাবান—ইলাবৃতবর্ষের পূর্বে ( ভাগবত ৫।১৬ )। কেতুমাল ও ইলাবৃতবর্ষের সীমাপর্কত, নীলগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ( সিন্ধাস্তশিরোমাণি )। কিঙ্কিঙ্কার ( রামায়ণ )। ইহার অপর নাম প্রস্রবণগিরি ( উত্তররামচরিত )। মাদ্রাজের রত্নগিরি জেলায় এই পর্কত বিদ্যমান।

নীল—নীলগিরি। ইলাবৃতবর্ষের উত্তর হইতে রম্যক পর্কত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ( পুরাণ ) উত্তরনীলাচল আসামে; দক্ষিণনীলাচল ওড়িষায়; নীলগিরি বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বিদ্যমান।

শ্বেত—শ্বেতগিরি বা দলগিরি, হিমালয়গুপ্ত।

শৃঙ্গবান—উত্তরোত্তরেণেলাবৃতং নীল: শ্বেত: শৃঙ্গবানিতি ত্রয়ো রম্যক-হিরণ্ময়-কুরুণাং বর্ষণাং মর্যাদাগিরয়: ( ভাগবত, ৫।১৬ )। শ্বেতবর্ষের উত্তরদেশবর্তী শৃঙ্গবান নামে পর্কত ( বিষ্ণুপুরাণ ২।৮ )।

হেমহিমকূট—হিমালয়ের শিখর কাঞ্চনশৃঙ্গ বা কাঞ্চনজঙ্ঘা। দক্ষিণেনেলাবৃতং নিম্নোধো হেমকূটো হিমালয় ইতি ( ভাগবত, ৫।১৬ )।

উদয়গিরি—অন্তঃশিখরী—কাল্পনিক পৌরাণিক পর্কত। পৌরাণিক মতে সূর্য্য পূর্বাঙ্গের এক গিরি হইতে রথ চালাইয়া পশ্চিমদিকের পর্কতে গিয়া রাত্রি যাপন করেন। ভূবনেশ্বরের নিকটে উদয়গিরি নামে এক পর্কত আছে; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিদর নগর হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরে অপর এক উদয়গিরি আছে।

লোকালোক—সপ্তরীপা ও সপ্তসমুদ্রা পৃথিবীকে প্রাচীরের জায় বেটন করিয়া আছে যে পর্কত, তার ভিতর দিকে সূর্য্য ভ্রাম্যমাণ বলিয়া এদিক্ লোক অর্থাৎ আলোকিত এবং বাহির দিকে সূর্য্য যাইতে না পারায় সেদিক্ অলোক অর্থাৎ অন্ধকার; এইরূপে এক পৃষ্ঠ লোক ও অপর পৃষ্ঠ অলোক বলিয়া পর্কতের নাম লোকালোক ( রামায়ণ )।

তায় যোগেশ্বর পতি—ভূগোলক নয় বর্ষে বিতক্ত; সেই 'নবম্বশি বর্ষে ভগবান্ নারায়ণে মহাপুরুষ: পুরুষাণাং তদন্তঃপ্রহায়াস্বতস্ব্যাহেনাস্বনাস্বাহুপি সন্নিধীযতে' ( ভাগবত, ৫।১৭ )। যোগেশ্বর = বিষ্ণু, নারায়ণ।

শিশুমার—শিশুমারস্ত য: প্রোক্ত: স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি। তারকা-শিশুমারস্ত নাস্তম্ এতি। ইত্যাদি ( বিষ্ণুপুরাণ, ২।৯, ২।১২ )। “আকাশে শিশুমারাকৃতি তারাপুঞ্জময় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর যে রূপ দ্রষ্টব্য যায়, তাহার পুচ্ছাগ্রভাগে ধ্রুব অবস্থিত।”—বিষ্ণুপুরাণ, ২।৯। “শিশুমার-সংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্ত” ইত্যাদি ( ভাগবত, ৫।২৩ )। “সর্কাধ্যক্ষ হনান্দিই শিশুমাররূপে সকল গ্রহগণের ও ধ্রুবের আধার।”—( বিষ্ণুপুরাণ, ২।৯ )। বিষ্ণুর বরে ধ্রুব-পদ লাভ করিয়াও

ধ্রুব সঙ্কষ্ট হন নাই ; তিনি বলেন—বিষ্ণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে তাঁর তৃপ্তি হইবে না। তখন বিষ্ণু ভক্তের তৃপ্তির জন্য শিশুমার রূপ ধারণ করিয়া ধ্রুবলোকের নিকটে অবস্থান করিবেন স্বীকার করিলেন। Ursa Minor অথবা The Little Bear নামে পরিচিত তারকাপুঞ্জ। (রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

মেরুশৃঙ্গে হৈল চারি ধারা—গঙ্গা মেরুশৃঙ্গে পতিত হইয়া সীতা ভদ্রা বংকু অলকনন্দা চারি ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছিল (ভাগবত, ৫।১৭; বৃহদ্রত্নপুরণ, মধ্য, ১১ অধ্যায়)।

রাজা কৈলা মঙ্গল প্রকাশ—রাজা মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে কহিলা, অথবা রাজা মঙ্গলকাব্য প্রচারে সাহায্য করিলা। প্রাচীন বাংলায় উভয় √কহ ও √কর হানে √ক ধাতুর প্রয়োগ বিকল্পে হইত।

কথো—বৈদিক কতি > স<sup>১</sup> কিয়ৎ > বা<sup>২</sup> কত, কথো।

কথো দূর পথ গিঅ<sup>৩</sup> দেখিল বড়ায়ি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

### ৩৪ পৃষ্ঠা

প্রিয়ব্রত—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের উপাখ্যান বিষ্ণুপুরাণে (১ম অংশ, ১১ অধ্যায়) আছে; মহুর কথা ও জামাতাদের বিবরণ আছে ভাগবতে (৩।১০)।

রথচক্রে হইল যার এ সাত সাগর—স্বায়ম্ভুব মন্থর পুত্র বাজা প্রিয়ব্রত ভগবদ্ভক্ত তপস্বী ছিলেন বলিয়া তাঁর অলৌকিক শক্তি ছিল। সৃগা পৃথিবীকে দিনমানের মাত্র আলোক দেন ও রাত্রে অন্ধহিত হন, ইহাতে বিবর্ত হইয়া এই কৃষ্টি সংশোধনের জন্য প্রিয়ব্রত প্রতিজ্ঞা করেন—আমি স্বকায় তেজে রজনীকেও দিন করিব। অনন্তর তিনি হৃগ্যভূষা বেগবান জ্যোতিষ্ময় রথে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয় ভাস্করের ভায় সাতবার সৃগের পশ্চাৎদিকে ভ্রমণ করেন। তাঁর রথচক্রাঙ্গ দ্বারা সাতটা গর্ভ হইয়াছিল। ঐ-সমস্ত খাত সমুদ্ররূপে পরিণত হইয়াছে।—শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এই আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। ৮৯-৯১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। তুঃ—

তাহার তনয় নামে পুত্ন নরবর।

গার রথচক্রে ছয় হইল সাগর ॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বোল—স<sup>১</sup> বোড়হ > প্রা<sup>২</sup> বোড়হ, বোলহ; হি<sup>৩</sup> বোলহ, বা<sup>৪</sup> বোল।

পাঠাল্যা—স<sup>১</sup> প্রস্তাপন > প্রা<sup>২</sup> পট্টারণ > বা<sup>৩</sup> পাঠাওন।—প্রঃ—

পুরুবে তাহাক আক্ষে পাঠায়িল পান।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

## অথ ভৃগুমুনির যজ্ঞারম্ভ ( ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা )

৩৪ পৃষ্ঠা

এই প্রসঙ্গের মূল ভাগবত ৪।৪ ।

ভৃগু—ব্রহ্মার মানসপুত্র। বৈদিক ঋষি।

বিরিঞ্চি—বি ( বিবিধ ) + রচ্ ( সৃষ্টি ) + অ + ইন্ ( করেন যিনি )। ব্রহ্মা।

হোতা—যে পুরোহিত যজ্ঞস্থলে দেবতাদের আহ্বান করেন।

৩৫ পৃষ্ঠা

চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়—মাতার দাসীও মোচনের জন্ত গরুড় স্বর্গে অমৃত লুণ্ঠন করিতে গেলে দেবতাদের পক্ষে বিষ্ণু গরুড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বিষ্ণুর যুদ্ধ-কোশলে তুষ্ট হইয়া গরুড় বিষ্ণুকে বর দিতে চাহে ; তখন বিষ্ণু প্রার্থনা করেন যে গরুড় যেন তাঁর বাহন হয়। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন।—মহাভারত, আদি পর্ক, ৩৩ অধ্যায়।

বৃষভবাহনে.....চন্দ্রচূড়—শিবের দেবত্বের ইতিহাস ( ৫৪ পৃষ্ঠা ) দ্রষ্টব্য।

মহিষে .....চতুর্দশ যম—যম বৈদিক দেবতা ( ঋগ্বেদ ১০।১৪, ১৩৫, ১৫৪ )। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ( ৬।৫।২ ) ও আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রে ( ১৬।৬ ) যমের বাহন হিরণ্যাক্ষ আয়সখুর অশ্ব। যমলোক জ্যোতিষ্ময়, তাহার নিম্নে মহিষরূপী অন্ধকার ও মেঘ বিচরণ করে। ইহা হইতে পুরাণে যমের বাহন মহিষ কল্পিত হয়। পুরাণে যম চৌদ্দ জন, যথা—

যমায় ধর্মরাজায় সত্যবে চাস্তকায় চ ।

বৈবস্বতায় কালার সর্কভূতক্ষমায় চ ॥

উড়ম্বরায় দণ্ডায় নীলার পরমেষ্ঠিনে ।

সুকোবরায় চিরায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ।

—তিথিতত্ত্ব-সূত্র ভবিষ্যপুরাণ-বচন।

ধর্ম বৃষরূপ ধারণ করিয়া শিবের বাহন হইয়াছিলেন, আর অধর্ম বা পাপ মহিষ-রূপ ধরিয়া যমের বাহন হইয়াছিল। দ্রঃ পদ্মপুরাণ, ক্রিয়ার্যোগসার, ২২ অধ্যায়। হরিণ উপরে উনপঞ্চাশ পবন—ঋগ্বেদে মরুৎগণের সংখ্যা সপ্ত ( ৫।৫২।১৭ )। এই সংখ্যা উল্লেখের সময় সপ্তমে সপ্ত—সাত সাতজন মরুতের উল্লেখ থাকাতে পুরাণে সাত সাত ৪২ জন মরুৎ হইয়াছিল। ঋগ্বেদে একস্থানে ( ৮।২৬।৮ ) তেতি জন মরুতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পুরাণের মতে—দ্বিতীয় গর্ভে দৈত্যাদিগের জন্ম; তারা সকলেই ইন্দ্রশত্রু। দ্বিতীয় পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইলে দ্বিতীয় গর্ভের সন্তান বধ করিবার জন্য ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে ত্র্যম্বকে সপ্তধা ছেদন করেন এবং সেই সপ্ত খণ্ড রোদন করিতে লাগিলে ইন্দ্র আবার ঐ সাত খণ্ডকে সাত সাত খণ্ডে ছেদন করেন। ইহাদিগকে “সাত বদনঃ” বলিয়া ক্রন্দন করিতে নিবেদন করা হয়; তাহা হইতে এদের নাম হয় বদনঃ। এই বদনঃগণই বায়ু বা পবন।—মৎস্কপুরাণ, ৭ অধ্যায়; বামনপুরাণ, ৭১ অধ্যায়।

পবন দ্রুতগামী; জন্তুদের মধ্যে হরিণ সর্কোপেক্ষা দ্রুতগামী; তাই হরিণকে বায়ুর বাহন করন। করা হইয়াছিল। ঋগ্বেদেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় (২।৩৪।৩; ১।৩৭।২)।

বহুপুরাণের গণভেদনামাধ্যায়ে উনপঞ্চাশ পবনের প্রত্যেকের নাম আছে। দশ লোকপাল—দশ দিকে দশ লোক; প্রত্যেক লোকের পালক এক এক দেবতা;—পূর্বাদিকপাল ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণ দ্বারারে যম, নৈঋত কোণে নিঋত, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে কুবের, ঈশানকোণে ঈশান, উর্ধ্বে ব্রহ্মা, এবং অধরে অনন্ত।

পাশ্চ—পা ধুইবার পুষ্পবাসিত জল।

“কেবলং ত্যোমৈব তৎ”।—কালিকা-পুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

অর্ঘ্য—দুর্গা আলোচাল ফুল ও জল দ্বারা পূর্ণ পাত্র, পূজাজনকে স্বাগত অভ্যর্থনার চিহ্নস্বরূপ দিতে হয়।

পাশ্চৈ চার্ঘ্যে জলং তাবদ গন্ধ-পুষ্পাক্রান্তং বধাঃ।

দুর্গাস-তিলাক চম্ভারঃ কুশাগ্র-ধেতসর্গপাঃ ॥—তন্ত্রসার।

(৪১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)

মধুপর্ক—

দধি সর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিংহা তাম্বিস্ চ পকতিঃ।

প্রোচ্যতে মধুপর্কস্ত সর্কদেবোবভূট্টয়ে ॥

তদ্ব দস্তাং কাংস্তপাত্রেণ রৌদ্র-ধেতভবেন বা।

—কালিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

কাঁসা সোনা বা রূপার পাত্রে দই বি জল মধু চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়ারকে মধুপর্ক বলে।—কাংস্তে মধুপর্কে স্তুতং মধু দগ্না সহ পলৈকস্ত।—তন্ত্রসার। সিদ্ধান্ত—বীমাংসা।

পূর্বপক্ষ—প্রম। ভায়শাস্ত্রের পারিতোষিক শব্দ।

দক্ষ কাঁপে রোবে—দক্ষ ব্রাহ্মণ; তিনি সকলের সম্মান পাইয়া অহঙ্কৃত; শিবের সম্মান না পাওয়ারে ক্রুদ্ধ। এই ঘটনার অনাধ্যগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অবীকারের

আভাস পাওয়া যায়। ভৃগু ও দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র, বৈদিক যজ্ঞ অমুঠানে রত ; শিব অনার্য্য শবরকিরাতদের দেবতা, বৈদিক যজ্ঞে তাঁর ভাগ বৈদিক ঋষি ও দেবতার। নির্দেশ করেন নাই ; ইহাতে একদিকে যেমন বৈদিকগণ শিবকে অগ্রাহ্য করিতেছেন, অপর দিকে শিবও তেমনি ব্রাহ্মণকে অমাত্য করিয়া যজ্ঞ পণ্ড করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দক্ষের কোপের বর্ণনা ভাগবতের ৪২।৮ শ্লোক অনুসারে লিখিত।

## দক্ষের শিবনিন্দা ( ৩৬—৩৭ পৃষ্ঠা )

৩৬ পৃষ্ঠা

দক্ষ—ঋগেদে দক্ষ অগ্নির বিশেষণ মাত্র, অর্থ—নিপুণ, সমর্থ, কুশলী ; পরে দক্ষ অগ্নি-যজ্ঞের ঋত্বিক হইয়া দক্ষযজ্ঞব্যাপারের নায়ক হইয়াছেন।

ঝি—সংস্কৃত হুহিতা > প্রাকৃত ধীদা, পালি ধিতা, ধী, ধি > বাংলা ঝি = কত। ধীদা, ধিতা > ঝিঅ, ঝিয়া, ঝিয়ে > ঝি। প্রঃ—

হরুবার দিনে গো ঝিএ করিব হবিস্ত।—শৃঙ্গপুরাণ।

হেন ক—এখন ‘ক’ অব্যয় কেবল মাত্র না শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়—সে করেনাক, যারনাক, ইত্যাদি। ‘হেন ক’ স্থলে এখন ‘হেন ত’ ব্যবহার চলিতেছে। প্রঃ—

বার বার না বলিহ হেনক উত্তর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কোন গুরু শিখাইল হেনক চরিতে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

হেনক গোবিন্দ বিনে না ভাবিহ আন।—শ্রীকৃষ্ণবিলাস।

হেনক আমার ভায়।—চণ্ডীদাস।

ভাঙড়—ভাঙ্খোর, যার মতি বুদ্ধি ভাঙের নেশায় বিকৃত। স° ভঙ্গা > ভাং।

অধিপাপ—শ্রেষ্ঠ পাপ, পাপিষ্ঠ।

নাহি জানি আদি মূল ইত্যাদি—এই পদে দ্ব্যর্থ সংগোপনে আছে। সুতরাং ব্যঙ্গস্তুতি অলঙ্কার (Irony)। শিব অনাদি অনন্ত অজ্ঞ স্বয়ম্ভু, সুতরাং তাঁর জাতি কুল পিতামাতা নাই ; অপর পক্ষে শিবের বংশমর্যাদা সম্বন্ধে ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ করা হইতেছে।

মন্দধিয়ে—মন্দ ধী ( বুদ্ধি ) যার।

হেট—সংস্কৃত অধঃ > প্রাকৃত হেট্টং, পালি হেট্টা > বা° হেট, হেঠ, হেট = নত।

দেববুদ্ধি করে কোন্ জন—এমন অনার্য্য-আচারী লোককে কে দেবতা বলিয়া বিবেচনা করিল ? এই কথার মধ্যে শিবকে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দেবতা বলিয়া স্বীকার করার আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

দান—দানব শব্দজ।

দিগপতি—শিব ঈশানকোণের অধিপতি।

চাহিবারে ভাল ভাল—উত্তম জামাতা খুঁজিতে খুঁজিতে।

৩৭ পৃষ্ঠা

শ্বশুর যেমন তাত—শ্বশুর পিতৃতুল্য, শাস্ত্রনির্দিষ্ট সপ্ত বা পঞ্চ পিতার অন্ততম।—

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যন্তু কন্যা বিবাহিতা।

জনয়িতা চোপনেতা চ পঠিতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥—চাণক্য।

কন্যাদাতাহন্নদাতা চ জ্ঞানদাতাহভরপ্রদঃ।

জন্মদো মনুদো জ্যেষ্ঠদাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৫ অধ্যায়।

কুর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১১ অধ্যায়ে শ্বশুরকে পিতৃতুল্য গুরুজন বলা হইয়াছে।—

উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ।

মাতুলঃ শ্বশুরস্তাতা মাতামহ-পিতামহৌ ॥

বন্ধুর জ্যেষ্ঠপিতৃবান্ চ পুংসেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ।

লয় লোকে অমুরাগ……বেদপথে নয় অবধান—লয়=নয়, নাই। লোকের সঙ্গেই তার স্রীতি নাই অথবা সংসারে তার আসক্তি নাই; যজ্ঞভাগ্য হওয়া ত দূরের কথা সে বেদাচারই অবগত নয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যসমাজের লোকে এখনো শিবের পরিচয়ই জানে না, সেও লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া পরিচিত হয় নাই, তাকে যজ্ঞস্থান দিব কেমন করিয়া; বেদনির্দিষ্ট যজ্ঞবিধির মধ্যে ত শিবের উল্লেখও পাওয়া যায় না, শিব বৈদিকদিগের অপরিচিত, স্মৃতিরূপে দেবতা কি না সন্দেহ।

ভাগবত ৪।২ অধ্যায় অবলম্বনে এই অংশ লিখিত।

## দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ ( ৩৭ পৃষ্ঠা )

৩৭ পৃষ্ঠা

নন্দী—শিলাদ-মুনির যজ্ঞকুণ্ডোদ্ভব পুত্র, শিবপার্বতীর দ্বারা পুত্রীকৃত ( শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ৪৫ অধ্যায় )। অথবা পার্বতীরই পুত্র গণপতি ( কালিকা পুরাণ, ৬৩ অধ্যায় )। অথবা দক্ষাত্মচর হইতে শিবাত্মচর হইতে লাভ করেন—

অহং নন্দী নাম নামা দক্ষাত্মচরঃ সদা।

শিখো নন্দীচরঃ বিপ্রর্ষে হংপ্রভাববিদঃ সতঃ ॥



শিবো হরঃ সনাতনো মহেশ্বরঃ পুরাতনঃ ।

বৃষেশপৃষ্ঠশোভনো নমামি তে পদাঙ্কজম্ ॥

ভবৎসমীপবাসিতাং শ্রয়ামি চিত্তবাহুগা ।

সমাগতোহহম্ অত্র তে সতীপতে প্রসীদ মে ॥

—বৃহদ্রত্নপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৪ অধ্যায় ।

শাপ দিতে নন্দী কুশ লৈলা—স<sup>১</sup> কুশ = জল ।—

পিত্র্য-মহামুহুরণে আক্সাগন্তে হ্রবেক্ষণে ।

সাপোবায়ু-সমুৎসর্গে প্রহাসে হনুত-ভাষণে ॥

মার্জার-মূবিক-স্পর্শে আকুটে জোদসম্ভবে ।

নিমিত্তেষ্ চ সর্কেষ্ কপ্ত কৰ্কস্ননপঃ স্পৃশেৎ ॥

—চন্দোগ্যপরিশিষ্ট, কাত্যায়ন, শ্রাঙ্কতত্ব ।

রৌদ্র পিত্র্য হরান্ মহান্ তথা বৈ চাতিচারিকান্ ।

ব্যাক্রতালত্যা চান্নানম্ অপঃ স্পৃষ্ট্বাস্তদ-আচারেৎ ॥

—যজ্ঞবল্ক্য, শ্রাঙ্কতত্ব ।

বরদাত্তে ( ১ম পটল ) লিপিত আছে যে পূজাকালে বা কোন মন্ত্র উচ্চারণের সময় সর্কদা কুশহস্ত হইয়া থাকিবে; কুশহস্ত না হইলে পূজা বিফল হয় এবং মন্ত্রেরও ফল পাওয়া যায় না । অভিশাপ দেওয়ার একপ্রকার মন্ত্রবিশেষের উচ্চারণ মাত্র ; সুতরাং অভিশাপ দেওয়ার সময়ে কুশহস্ত হওয়া শাস্ত্রানুমোদিত ।

( শ্রীঅম্লারতন গুপ্ত, প্রবাসী । )

শাপ দেওয়ার সময় যাহাতে শাপবাক্য নিষ্ফল না হয় সেজন্য শাপদাতা আচমনাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া লয়েন, একপ্রমাণ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে । শুদ্ধ এবং পবিত্রভাবে যে কথা বলা যায় তাহার গুরুত্ব যে সাধারণ কথা হইতে অনেক বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । শাপদাতা শুদ্ধ হইয়া ইহাও দেখান যে তিনি ঠাট্টা করিতেছেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষেই শাপ দিতে উদ্ভূত । কুশ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র জিনিষ । সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের সর্কদা কুশ হাতে রাখিবার নিয়মও রহিয়াছে । কোনও শাস্ত্রীয় কার্যাদির সময় কুশ না লইলে অপবিত্রই থাকিতে হয়, ইহা আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে । এ অবস্থায়, শাপ-দান-কালে কুশ হাতে লওয়া অতি স্বাভাবিক ।

তুঃ— ( শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রবাসী । )

তুঃ—

মুনিকে শাপিতে রাণা হাতে নিল জল ।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড ।

মহাক্রোধ করি মূনি জল নিল হাত ।

অতিশাপ দিল তারে হইয়া কুপিত ॥

—কুন্তিবাস, কিঙ্কিকাণ্ড ।

লৈল—স° নী ধাতু বা লত ধাতু > বা° ল ধাতু । প্রঃ—

যেক শিখর লই গঅণ পইসই । —বৌদ্ধগান ও দোহা ।

ব্রাহ্মণের রাজা—দক্ষ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিনিধি, কাজেই তিনি অবৈদিক দেবতা শিবের বিরোধী ।

ধরাইল ছাতা—ছত্র রাজচিহ্ন ; কারো মাথায় ছাতা ধরা মানে তাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করা ।

ইত্যং নবদণ্ডাখ্যং ছত্ররাজো মহীভূজাম্ ।

অভিলেখে বিবাহে চ গ্রহাণাং ক্রীতিধর্মনঃ ॥

—ভোজরাজকৃত বৃত্তিকল্পতরু ।

কনক পইতা—

সত্যে স্বর্ণময়ঃ সূত্রং ত্রেতায়াং রাজতং তথা ।

দাপরে ভায়জং প্রোক্তং কলৌ কার্ণাদিসম্ভবম্ ॥

—বৃহদ্রাজমার্ত্তণ্ড ।

দক্ষ সত্যযুগের লোক, তাই তাঁর কনক পইতা ।

পইতা—স° পবিত্রা । উপবীত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণের জন্য “অর্চনা” ভাদ্র ১৩৩০,

“প্রবাসো” আশ্বিন, ১৩৩০, ৮১৩ পৃষ্ঠা, Vishwa-bharati 1923 July-Sravan

দ্রষ্টব্য । প্রঃ—

নবগুন পইতা গোশাঞ্জে ব্রাহ্মণে দিল ।—ধর্মপূজাবিধান ।

যোড় যোড় পৈতা দিলে গলায় তুলিয়া ।—মানিকচন্দ্র রাজার গান ।

কনক পৈতা খুলিয়া লইল ততখন ।—শুভপুরণ ।

ওঝা—স° উপাধায় < প্রা° উজ্জ্বায়, ওজ্জ্বায় ; সিংহলী বাঝো ।

ব্রাহ্মণে পালিতে……ইল পালধি—ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ পালধি-বংশীয় ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ কবিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন । এইজন্য রুতজ কবিকল্প আশ্রয়দাতার স্তুতি করিতেছেন দক্ষ রাজার কথার ছলে ।

নিবেদন—নিবেদন করেন ।

খোঁটা—গজনা । স° কূট=কৌলক, গোঁজ ; মিথ্যা । গোঁজ-খোঁটার সদৃশ তীক্ষ্ণ স্ফটিকমুখ বাক্য, বা মিথ্যা গজনা । প্রঃ—

তোমার যৌবন রাধে পাণির কোটা ।

চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা ॥—ত্রীকৃৎকীর্তন ।

মাণিক গান্ধুলির ধর্মমঙ্গলও খোঁটা শব্দ গল্পনা অর্থে আছে। কীলক অর্থে খোঁটা খুঁটি শব্দ বৌদ্ধগান ও দোহায় এবং শূন্যপুরাণে আছে।  
ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় অবলম্বনে এই অধ্যায় লিখিত।

## শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা ( ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা )

৩৯ পৃষ্ঠা

বাপা—স<sup>১</sup> বপ ধাতু হইতে। যিনি বীজ বপন করেন। বাপা > বাবা। প্রঃ—  
মূল নথলি বাপ সংঘারা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।  
তুমি হেন থাকিতে বাপা কেমনে মরিল।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।  
কৃতিবাসের রামায়ণে—বাপ, বাপু।  
সুপড়সি—উত্তম প্রতিবাসী। সং পটুবাসী। পাটক গ্রামাঙ্কে।—হেমচন্দ্র।  
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেঘী।  
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥—বৌদ্ধগান ও দোহা।  
জুড়াইতে—স<sup>১</sup> জড়=হিম। প্রঃ—  
জুড়াইলে সোআদ লাগে তপত হুধ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।  
সুমঙ্গল সূত্রকরে—বিবাহের সময় হাতে দক্ষিণাওচ্ছ সহ সূত্র বন্ধন করিতে হয় মিলনবন্ধন  
ও বংশবিস্তারের চিহ্ন-স্বরূপ। যখন সেই সূত্র হাতে বাধা ছিল। আট দিন  
পর্যন্ত সূত্র হাতে বাধা থাকে। তাহা হইতে অর্থ—নববধূবেশে।  
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত—গৌরীর এই সাধ বাঙালী মেয়ের সাধ।  
করিবে ব্যাভার—ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্য উপহার দিবে।  
এই প্রসঙ্গের মূল ভাগবত ৪।৩।

৪০ পৃষ্ঠা

এইখানে কবিকঙ্কণের একটু পরিচয় আমরা পাই—তিনি হৃদয় মিশ্রের সূত, সঙ্গীতকলায়  
রত ও সঙ্গীতে অভিনায়ী, অনেক পুরাণ পাঠ করিয়া এই কাব্যে তাঁর জ্ঞান  
প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং তিনি দামিষ্ঠা-নগরবাসী।

## গৌরীর দক্ষালয় গমন ( ৪০-৪২ পৃষ্ঠা )

৪০ পৃষ্ঠা

দক্ষালয় কৈলাসের পশ্চিম দিকে ছিল, এবং দক্ষযজ্ঞ হয় রবিবারে; যেহেতু সতী পিতৃযজ্ঞে যাইবার অনুমতি চাহিলে শিব বলিয়াছিলেন—“পশ্চিমা দিক্ সা রবিবারোত্তমে সদা।”—বৃহদ্রত্নপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৬ অধ্যায়। হরিদ্বারের নিকট কনথলে দক্ষের আলয় ছিল ও যজ্ঞ হইয়াছিল।

পশুপতি—বেদে রুদ্রকে পশুপতি বলা হইয়াছে; অথ্যেদে রুদ্র পশুর মঙ্গলকর্তা; অথর্ববেদ ও বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র পশুহস্তা; লোকে পালিত পশু রক্ষার জন্ত রুদ্রের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিত।

মৈত্রায়ণী সংহিতায় উপাখ্যান আছে যে, প্রজাপতি স্বীয় কন্যা উষাকে দেখিয়া প্রলুব্ধ হইলে উষা পলায়নের জন্ত হবিণী হইলেন; প্রজাপতিও অমনি হরিণ হইয়া পশ্চাদ্ভাবন করিলেন; ইহা দেখিয়া রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজাপতিকে বাণবিক্ত করিতে উদ্বৃত্ত হইলে প্রজাপতি রুদ্রকে এই বলিয়া প্রসন্ন করেন যে—আপনাকে পশুপতি করিব।

এই উপাখ্যান ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩।৩৯), শতপথ-ব্রাহ্মণ (৬ প্রপাঠক ২ ব্রাহ্মণ ৭ অধ্যায় ৪ ব্রাহ্মণ), তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ (৮।২।১০), অথ্যেদ-সংহিতা (১০।৬। ৫-৭) প্রভৃতিতেও আছে।

জয়তীর্থ এই বৈদিক উপাখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন—অগ্নিঃ সূর্যমানঃ শুনঃশেকম্ উবাচ—রুদ্রম্ স্তুহি, রোদ্রা হি পশবঃ।

পূরণে এই উপাখ্যান পল্লবিত হইয়াছে;—রুদ্রকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা রুদ্রকে প্রজা সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিলেন। রুদ্র প্রজা সৃষ্টি না করিয়া জলমগ্ন হইলেন ও বহুকাল নিরক্ষণ রহিলেন। তখন ব্রহ্মা দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে মানস হইতে সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত করিলেন। সৃষ্টির বাহুল্য হইলে ব্রহ্মযজ্ঞ আরম্ভ হইল। তখন রুদ্র জল হইতে উঠিয়া যজ্ঞ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুষার দন্ত বিপাটিত, ভগের নেত্র উৎপাটিত ও ক্রতুর বৃণশয় বিদ্ধ করিলেন। দেবগণ পশুবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ভবের পদে প্রণত হইলেন। তার পর ব্রহ্মা ও দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব বলিলেন—‘তোমরা সকলে পশু হও এবং আমি তোমাদের পতি হই।’ দেবগণ তাহাই স্বীকার করিয়া অব্যাহতি লাভ করিলেন।—বরাহপুরাণ, ৩৩ অধ্যায়।

পূবা ভগ ক্রতু ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতা। এই উপাখ্যানে বৈদিক দেবতাদের কেবল পরাজয় হয় নাই, তাদের একেবারে পশু বানাইয়া অপমান করিয়া ছাড়া হইয়াছে এবং শিবরূপ রুদ্রের জয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

বরাহপুরাণেই আবার মহাদেবকে দিয়া বলানো হইয়াছে যে—

অহং সৰ্ববিদ্যানাং পতির্ আদ্যাঃ সনাতনঃ ।

অহং বৈ পতিভাবেন পশুস্বৰ্ণে ব্যবহিতঃ ॥

অতঃ পশুপতির্ নামকং লোকে খ্যাতিম্ এখ্যতি ।

শিবপুরাণ বলিতেছে—

ব্রহ্মাস্তাঃ স্থাবরান্তাক্ত দেবদেবন্ত শূলিনঃ ।

পশবঃ পরিকীৰ্ত্ত্যন্তে সংসারবশবর্জিনঃ ॥

তেষাং পতিত্বাদ্ দেবেশঃ শিবঃ পশুপতিঃ কৃতঃ ।

—শিবপুরাণ, বারবীরসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৯-১০ শ্লোক ।

মৎস্তস্কৃততন্ত্রে এক এক পশুর এক এক ভিন্ন ভিন্ন দেবতা পতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই পশু সেই দেবতার বাহন। ঐ তন্ত্রে সাধকদের পারিতোষিক নাম—পশু।

“পশুভাবহিতো মর্ত্যো মহাসিদ্ধি লভেদ্ ব্রহ্ম।”

কুদ্রঘামলতন্ত্রে সাধনার প্রথম সোপান পশুভাব, তৎপরে বীরভাব নির্দিষ্ট হইয়াছে। জীবমাত্রই পশু, তাদের পতি পশুপতি।

দাক্ষায়ণী—(দক্ষ + আয়ন + জ) দক্ষের কন্যা।

সভারে—সবারে, সকলের প্রতি। প্রঃ—

বলিব কি আর সুনহে তংপর বিদ্যএ সভারে কর।—শুক্লপুরাণ।

বৃষভের করিয়া সাজন—দেবীর বাহন সিংহ; কিন্তু কোনো কোনো রূপে তাঁর বাহন বৃষত।

শিবা বৃষাসনা কাথ্যা ত্রিনেত্রা বরপাশিকা।

মাহেশ্বরী বৃষাক্ষড়া পঞ্চবক্ত্রা ত্রিলোচনা।

মাহেশ্বরী শ্রকর্ভব্যা বৃষভাসনসংহিতা।

—রূপমণ্ডন।

সারীকা—সারিকা। স্র ধাতুর অর্থ গমন করা; বা গড়াইয়া যায় তাই সারিকা।

সারিকা=পাটি, পাশার দান কেলিবার অস্থিফলক, পাশক।

কন্দক—কন্দুক, গোলা, বল।

পেড়ি—পেটারী। পিটক পেটক পেড়া মজ্জা।—অমরকোষ। বোড়গান ও দোহার

পুট অর্থে পুড় শব্দের প্রয়োগ আছে।

চেড়ী—স° চেটা > প্রা° চেড়ী=দাসী। প্রঃ—

অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী।—কৃষ্ণিবাসী রামারণ, সুন্দরকাণ্ড।

বিউনী—বাজনী, বাজন, পাখা। প্রঃ—

গোসাই দিলেন তবে বিউনির বাজ।

জত ছিল ছার পাঁস উড়িআত জাজ ॥—শূন্তপুরাণ।

ঝারী—ঝাহা হইতে ধারা নির্গত হয়, গাড়ু। অথবা ঝু ধাতু ক্ষরণে। ধারা+ঈ=ঝারী;

ঝু+ঈ=ঝারী; অথবা স° ভূজার > ঝারী। তু: হিন্দী ঝঝর। প্রঃ—

চামর ঢলার কেহ কার হাতে ঝারি।—কৃষ্ণিবাস, সুন্দরকাণ্ড।

রাজা ধূলা মাথে গায়—যুদ্ধে রক্তপাত করিবার সূচনা বুঝাইবার জন্য বোকারা গায়ে  
রাজা ধূলা বা বীরমাটি মাথে।

রাজা—স° রঙ্গ=বর্ণ। পরে বিশেষ একটি রঙ্গের নাম রাজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গাএ মাথে রাজা ধূলা পরে বীর ঘাটা।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

হরশীতা—হরষিতা, স্ট্রী।

### ৪১ পৃষ্ঠা

চাপে—সংস্কৃত চপ্ ধাতু নিপীড়নে; তাহা হইতে চাপ দেওয়া মানে ভার  
দেওয়া; তাহা হইতে কিছুর উপর চড়িয়া বসা—কিছুর উপর চড়িলে  
তাতে ভার লাগে।— প্রঃ—

তিঅজ্ঞা চাপী জোইনি দে অজ্ঞবালী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বন্ধী—বন্ধি', বন্দনা করিয়া।

দুই পরে—দুই প্রহরে। প্রঃ—

ঠিক দুপুর ভাড়ুয়া যম করিয়া গেল মেলা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

পাত্ত—পদ প্রেক্ষালনের জন্য জল পাত্ত—“কেবলঃ তোয়মেব তং।”—কালিকাপুরাণ,

৬৮ অধ্যায়।

অর্ঘ্য—অতিথিকে সম্মান ও অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁর সামনে—

কুদপুশ্যাক্তৈকৈব সিদ্ধার্থৈশ্চন্দ্রমৈশ্চ তথা।

তোয়ৈর্ গন্ধৈর্ যথালেকৈর্ অর্ঘ্যঃ দত্ত্বাৎ তু সিদ্ধয়ে ॥

—কালিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

### (৩৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)

আসন—বসিবার আধার—পুষ্পময়, দ্বারকময়, বস্ত্র চর্ম বা কুশনির্মিত হওয়া বিধি—

আসনঃ প্রথমঃ দ্বন্দ্বাৎ পৌক্যঃ দ্বাবমেব বা।

বারং বা চার্মবঃ কোশঃ সত্বাসোত্তরে যজ্ঞেৎ।

—কালিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

আসন মঙ্গণ ও সুখকর হওয়া আবশ্যক। আসনের আকার ও পরিমাণ ইত্যাদিরও বিস্তৃত বিবরণ কালিকা-পুরাণে আছে। সতীকে কনক-আসনে বসিতে দেওয়া হইল, কারণ স্বর্গাসন—

সর্বোৎকৃষ্ট ভৈরবাসনাক আসনঃ শ্রেষ্ঠম্ উচ্যতে ।

আসনং বর্জয়িত্বা তু কাংস্ত-সীসকম্ এষ বা ॥

পাঞ্চালী—স° পাঞ্চালী=বিশেষ প্রকারের গীতপদ্ধতি। প্রা° পাঞ্চাল=ছন্দবিশেষ। অথবা পাঞ্চাল দেশ হইতে আগত পণ্ডরচনাপদ্ধতি। অথবা পাদচারণ করিয়া যে গান হয়। অথবা পাঁচ জনে মিলিয়া যে গান করে। অথবা গান বাজনা নাচ ছড়া-কাটা ও গানের উত্তর কাটিয়া লড়াই—এই পাঞ্চালবিশিষ্ট বিশেষ গীতপদ্ধতি। পুতুল-নাচ ধারা অভিনয় হইতে পাঞ্চালী বা পাঁচালী শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্যদত্ত অল্পমান করিয়াছেন ( তাঁহার গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর টীকা ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) । হেট—সংস্কৃত অর্থঃ, প্রাকৃত হেট্ঠং, পালি হেট্ঠা, বাংলা হেট, হেঁট, হেঁঠ। প্রঃ—

আছে হেটমুণ্ডেতে স্নগ্ধীব অপমানে ।—কুন্তিবাস, কিক্কিয়া কাণ্ড ।

আইয়াত—আয়ুয্যতী শব্দজ; স্ত্রীলোক বিধবা হইলেই তাকে সহমরণে যাইতে হইত, যারা সহমরণে যাইত না তারা বাঁচিয়াও মরার সমান সর্ববধিত হইয়া থাকিত; সুতরাং স্ত্রীলোকের আয়ু ততদিনই ধরা হইত যতদিন সে সধবা থাকে; ইহা হইতে আইয়াত বা এয়াত শব্দে স্ত্রীলোকের সধবা অবস্থা বুঝায় ও এয়া মানে আয়ুয্যতী অর্থাৎ সধবা বুঝায়। সতীকে দক্ষ আইয়াতে থাকিতে আশীর্বাদ করিয়া শিবের মৃত্যুঞ্জয় অস্বীকার করিলেন।

চিরজীবী হউক স্বামী—শিব যে মৃত্যুঞ্জয় তাহা তখনো প্রমাণিত হয় নাই, তাই দক্ষ এইরূপ আশীর্বাদ করিতেছেন।

সুস্থির স্মৃতি—শিব অভব্য অনাচারী বলিয়া দক্ষের ধারণা; তাই দক্ষ কতাকে এই আশীর্বাদ করিতেছেন। এসব দেবতার কথা নয়, এসব বাঙালী গৃহস্থের ঘরের কথা। এই বাক্যগুলির মধ্যে বাংলার সামাজিক ছবি লুকাইয়া আছে।

বাপ—সং বপ্ ধাতু হইতে নিম্পন্ন; যিনি জীবন বপন করেন তিনিই বাপ। প্রঃ—

মূল নখলি বাপ সংঘারা ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

নিবেদন—নিবেদন করেন।

টুটল—সং ক্ৰুট্ ধাতু হইতে। কমিল। প্রঃ—

তা মহামুদেয়ী টুটি গেল কংথা ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

অবধান—লক্ষ্য, মনোযোগ।

ধর্ম আদি—দক্ষের বন্ধুদের মধ্যে প্রথম ও আদি জন হইলেন ধর্ম। চতুর্থজন কাষো  
মধ্যে বৌদ্ধ দেবতা ধর্মঠাকুরের প্রভাবের ইহা একটি পরিচয় বলিয়া মনে হয়।  
মথ—বজ্র।

৪২ পৃষ্ঠা

হরাদৃষ্ট—হরদৃষ্ট।

## দক্ষের শিবনিন্দা ( ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা )

৪২ পৃষ্ঠা

বামপাণি—বামাচারী, বামমাগী, যে ধর্ম্মাচারে আবদ্ধক—

পঞ্চতন্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্র পৃষ্ঠয়েৎ কুলযোগিতায়।

বামাচারো ভবেৎ তত্র বামা ভূত্বা যজ্ঞেৎ পরাম্ ॥

—আচারভেদ-তন্ত্র।

বামং বিরুদ্ধরূপস্ত বিপরীতস্ত গীয়তে।

বামেন স্তম্ভদা দেবী, বামা তেন মতা বৃধৈঃ ॥

—দেবীপুরাণ, ৪৫ অধ্যায়।

অথবা—অনাচারী, সদাচারবহির্ভূত।

পরিধান বাণছাল—সপ্তর্ষিরা শিবের উপর বাঘ লেলাইয়া দিলে শিব সেই বাঘকে মারিয়া  
তার ছাল পরিয়াছিলেন।

গলাতে হাড়ের মাল—শিব কালাস্তক, একজ্ঞ শ্মশান তাঁর প্রিয়স্থান ও চিত্তাভ্যাস ও  
হাড়মাল তাঁর ভূষণ ( শিবপুরাণ )। হাড়—স<sup>১</sup> অস্থি>প্রা<sup>২</sup> হড্‌ড>স<sup>৩</sup>  
হড্‌ড। প্রঃ—

তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিল চাড়েরি মালী।—বৌদ্ধগান।

বিভূতি ভূষণ—শিব শাকরসনিঃসারী ব্রাহ্মণের গর্গর ধর্ম্ম করিবার অস্ত্র অস্ত্রলি হইতে তন্ম  
বাহির করিয়াছিলেন, তদনধি তিনি বিভূতিভূষণ। শ্মশানবাসীর সঙ্গে চিত্তাভ্যাস।  
শিব রক্তরূপী অগ্নি, একজ্ঞ তন্মলিপ্ত। মদনের বা সতীর দেহভঙ্গ সঙ্গে লেপন  
করিয়া তিনি বিভূতিভূষণ হইয়াছিলেন ( ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ )। কিন্তু এখানে  
সতী দেহত্যাগ করেন নাই, কাজেই এটি কারণ হইলে anachronism বা  
কালানৌচিত্যতা দোষ ঘটে।



প্রোত ভূত সঙ্গে—রুদ্র হৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াই উৎপাদন করেন প্রোত ভূত; তদবধি  
তার শিবের অনুচর। (৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আরোহণ বুঝবরে—বুধ ধর্ম অথবা নন্দী অথবা দুর্গার সখী নীলকুন্তলা (৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।  
শিলা সে ডমরু করে—?

থায় শিব ধতুরার ফল—শিব যে ধতুরাপ্রিয় সে বিষয়ে প্রমাণ আছে।—

“ধতুরাকৈশচ যো লিঙ্গং সক্রুং পুজয়তে নরঃ।

স গোলকফলং প্রাপ্য শিবলোকে মহীয়তে ॥”—ভবিষ্যপুরাণ।

নাগে বড় অভিলাস—(শিবের দেবত্বের ইতিহাস ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

### ৪৩ পৃষ্ঠা

ডেরি—স° দ্বিঅর্দ্ধ, দ্ব্যর্দ্ধ > প্রা° দিঅড্ > বা° দেঢ় > দেড় = দ্বি + আড় = দুইয়ের  
আধ কম = দেড়; ঠিক এইরূপ প্রয়োগ জার্মান ভাষাতেও পাওয়া যায়।—  
zwei-halb=two, less by half=দেড়। ডেরি=দেড় দিনের, এক  
দিনের ও এক বেলার। ডেরি অন্ন নাহি থাকে—অর্থাৎ রোজ আনে রোজ  
খায়, একদিন ভিক্ষা না মিলিলে উপবাস করিতে হয়।

য়েক ঠাই না করে নিবাস—দেবসমাজে শিব যে সহজে স্থান পান নাই তারই আভাস  
এই বাক্যে আছে।

তু—স° তু পাদপূরণে।

থরথর—হৃবিরের তাব থরথর। প্রঃ—

ডরএ জম কাঁপএ থবথব।—শুভপুরাণ।

ব্রাহ্মণ মহীধর—ব্রাহ্মণভূম পর্বগনার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথ (১৫৭২—১৬০৩)।

## সতীর দেহত্যাগ (৪৪ পৃষ্ঠা)

হেন—বৈদিক এনা। প্রাচীন বাংলায় সেমন্ত > সেমত, সেমন > হেমন, এমন > হেন।

স° এবং, অনেক = অপভ্রংশ-প্রাকৃত হিঙ্গি, হের। অস° হেন, এনে। প্রঃ—

হেন বর পাঈ সখ দেব গেলা বাঙ্গা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পিনাক—শিব প্রলয়কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া “স ভুক্ত, তাণ্ডবরসং যেচ্ছন্নৈব পিনাকধৃক্”  
হইয়াছিলেন।—কুর্ধপুরাণ, উপনিষদাগ, ৪৪ অধ্যায়। পিনাক = ধনু ও বাজবর।

অনন্ত—শেষ নাগ।

সিক্তাণী—শিঞ্জিনী, ধনুকের গুণ বা ছিল। মন্ত্রপুরাণের মতে শিবের ধনুকের ছিল হইয়াছিলেন বাহুকি—“গাভীৰং মন্দরং কৃতা গুণং কৃতা চ বাহুকি” (১৮৮ অধ্যায়), কিন্তু শিবপুরাণের মতে ছিল হইয়াছিলেন জগৎপতি বিষ্ণু—“জ্যৈষ্ঠেব ধনুষ্চক্রং দেবদেবং জগৎপতিম্”। (সনৎকুমারসংহিতা, ৫৩ অধ্যায়)।

শর জায় চক্রপাণী—যে ধনুকের শর হইয়াছিলেন চক্রপাণি বিষ্ণু—স্বয়ম্বেব ততশ্ চক্রে শস্ত্রং বিষ্ণুং শরোত্তমম্।—শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ৫৩ অধ্যায়।

বিষ্ণুং কৃতা শরোত্তমম্।—মন্ত্রপুরাণ, ১৮৮ অধ্যায়।

ত্রিপুর—ময় তারক ও বিদ্যাম্বালী নামে তিন দানব স্বর্ণ রোপ্য ও লৌহের ত্রিপুর নির্মাণ করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিত; সেই ত্রিপুর দেবগণের অজ্ঞেয় ও অভেদ্য হইয়াছিল; দেবতাদের অমুরোধে শিব এক বাণে সেই ত্রিপুর দগ্ধ করেন। (মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মন্ত্রপুরাণ, শিবপুরাণ)।

অব্যাক্তং জগতো যোনিঃ সংহরেদ্ একম্ অব্যয়ঃ।

—কুর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ৪৪ অধ্যায়।

অনোত্তর—কহুত্তর, কুকথা, কটুকথা।

নিছনি—নির্মল; মুছিয়া ফেলা; যা দিয়া অমল মুছিয়া ফেলা হয়; আরতি বা বরণের দ্রব্য। প্রঃ—

শতেক হাত নেতে কৈল ঘোড়ার নিছনি।—শৃঙ্গপুরাণ।

অজ—যিনি অজ্ঞারহিত স্বয়ম্, ব্রহ্ম।

গুরু নিন্দা স্তনী ইত্যাদি—তুলনীয়—

ন কেবলং ভগ্নেং পাপং নিন্দাকর্তা শিবস্ত চ।

যো বৈ শৃণোতি তাং নিন্দাং পাপভাক্ স ভবেদ্ ইহ ॥

অয়ং চুটঃ পুনর্ নিন্দাং করিষ্যতি শিবস্ত চ।

স্বলমেতৎ তথা হিঙ্গা যাত্তামোহন্ত্র মা চিরম্ ॥

—শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ১৪ অধ্যায়।

ন কেবলং যো মহতো হপভাবতে।

শৃণোতি তস্মাদ্ অপি যঃ স ঐপভাক্।

ইতো গমিষ্যাম্যধবেতি।

—কুমারসম্ভব, ৫ম সর্গ, ৮৩ শ্লোক।

## দক্ষযজ্ঞ নাশে শিবদূতের গমন ( ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা )

৪৫ পৃষ্ঠা

দানা—স° দানব ।

পত্তি—[ পদ্ ( গমন করা ) + তি—মাহারা পদব্রজে গমন করে ] পদাতিক; অথবা—

একো বথো গজশ্চকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ ।

ত্রয়শ্চ তুবগাস্ তজ্জৈঃ পতিরিতাভিধীয়তে ॥

অথবা—নরাণাং পঞ্চপদাশদ্ এষা পত্তির্ বিধীয়তে ।

অথবা—একৈভেকরথা ত্রাশা পত্তি পঞ্চপদাতিকা ।

—ইতামরঃ ।

ধাউয়াধাই—( ধাবন শব্দজ ) দৌড়াদৌড়ি, লীয়া । প্রঃ—

তুনি সখিগণে ধাওয়াধাই যাই ।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ।

আনন্দের সীমা নাই যায় ধাওয়াধাওয়ায় ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল ।

ছিণ্ডিয়া = স° ছিদ্ ধাতু । ছিন্ন > ছিণ্ড । প্রঃ—

ছিণ্ডিয়া পেলাইবো বড়ায় সাতেশীর হার ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

ক্ষেতী হৈলা—সৃষ্ট হইল । ক্ষেতী = ক্ষেত্রকর্ম্ম, চাষ-আবাদ । শস্ত্র উৎপাদনের জায়

উৎপন্ন হইল ।

তিন বিলোচনে—শিবের গণের মধ্যে অনেকেরই ত্রিলোচন ছিল ( মৎস্তপুরাণ ) ।

লাগিলা—স° লগ্ ধাতু সংস্পৃষ্ট হওয়া ।

৪৬ পৃষ্ঠা

দামা—স° দম্যম ।

ব্যালিশ বাজনা—ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মিলিয়া বিয়ালিশ; তাহার বাজনা ।

অথবা ৪২ রকম বাজনা ।—প্রাচীন কাব্যে এই ৪২ বাজনার ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায় ।

বেয়ালিশ বাজনা বাজে জঅচাক্ষোজো ।—শৃঙ্গপুরাণ ।

দামামা দগড় বাজে বেয়ালিশ বাজনা ।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড ।

লাথালোথা—সং লভা = পদাঘাত । লভা হইতে লাথা লাথি লোথা । শব্দের দ্বিকৃতি

দ্বারা লাথি ও তৎসদৃশ অপরবিধ প্রহার নির্দেশ করা হইয়াছে । প্রঃ—

লাথাল্যাথি চড়চাপড় ধাক্কাধুকা মেরে ।

রেখে এল নিরাগেশে পত্নী পার করে ॥

কেহ মারে লাথালুথা কেউ চড়চাপড় ।

অকালে অনর্থ যেন বয়ে যায় ঝাড় ॥—মাণিক গাভুলির ধর্মমঙ্গল ।

অধবর—যজ্ঞ ।

## দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ ( ৪৬-৫৩ পৃষ্ঠা )

৪৬ পৃষ্ঠা

পশারিলা—( প্রেসর শব্দজ ) অগ্রসর হইল । প্রঃ—

মাআজাল পসরি উরে বাধেলি মাআহরিণী ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

অমিয়া ঘট ভরি হাথ পসারলু বাঢ়ল গরলক ধার ।—জানদাস ।

বেকত বিভূষণ অঙ্গ পসারল অধরে মিলায়ই বোল ।—বিজ্ঞাপতি ।

কাড়িয়া—স° কর্ণণ > প্রা° কড়্‌ঢ়ণ > বা° কাঢ়া, কাড়ি ।

ডোর—সং দোর, ডোর । দড়ি । প্রঃ—

পাটের ডুরি ধরি দিল পরমেশরের আগে ।—শূর্যপুরাণ ।

দাড়ী—সং দাড়িকা শব্দ মনুসংহিতায় আছে । প্রঃ—

পাকিল দাড়ী মাথার কেশ ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাঁড়ি ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

ছিঙিলান—ছিঙ্গ করিল । প্রাচীন বাংলায় সর্বত্র ছিঙ্গ স্থানে ছিঙ ।

ঐপ—ঐব, যম্যগ্নিতে দ্রুত চকু ঢালিবার চমস বা হাতা, কাঠে নিশ্চিত ।

বাড়ী—আঘাত । রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় স° বাট শব্দ হইতে বাড়ি

বলিতে চান । প্রঃ—

লাতে কিল বাড়ী খাই বাকিল জাই ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

মুটকি—মুষ্টিক শব্দজ । তুঃ—

এক মুটকির দায় লটতাও প্রাণ ।—কুন্তিবাসী রামায়ণে বালির উক্তি ।

পানি-পশালা—পানীর অর্থাৎ জল বর্ষণ । ফার্সী পাশীদন্‌ ধাতুর অর্থ প্রবর্ষণ । তুঃ—

গুলাব্-পাশ=গোলাপজল ছড়াইবার ধারাবয় ।

জইছন—সং যাদৃশ বা যস্মিন্‌ শব্দজ ; হিন্দী যৈসন । যেমন, যথা ।

ক্রৈসণে রতি জাগবো । তেসণে কারু আগিবো ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

মাহ শাওন বরিষে বৈছন ঐছন নয়নক নীর রে ।—বিজ্ঞাপতি ।

জইসনে অছিলে স তইছন অছ ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

টান—সং তন্ ধাতু বিস্তারে ।

ভাঙ্গিল নো মুণ্ড—বোধ হয় ‘ভাঙ্গিলান মুণ্ড’ পাঠ হইবে । মুণ্ড ভগ্ন করিল ।

কাকড়ি—সং কর্কাটা । প্রঃ—

কঙ্কুরি ন পাকৈলা রে শবরাশবরি মাতেলা ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

থান থান—খণ্ড খণ্ড ।

ফড়া—( ফার্সী ফরা=শাখা ; সং ফটা=ফণা ) কাটা বা ছেঁড়া পা ছিন্ন-শাখাকৃতি বা সর্পফণাকৃতি দেখিতে হয় বলিয়া ফড়া মানে কাটা বা ছেঁড়া পা ।

অষ্ট কু চলাচল—অষ্ট কুলাচল শুদ্ধ পাঠ । কুল=দেশ, অচল=পর্যন্ত ; ভারতবর্ষের আটটি দেশের প্রসিদ্ধ পর্যন্ত—

( ১ ) মহেন্দ্র—চিক্সা হ্রদ হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত পর্যন্ত ।

( ২ ) মলয়—নীলগিরি পর্যন্তের শৃঙ্গ ;

( ৩ ) সহ্য—পশ্চিম ঘাট ;

( ৪ ) শক্তিমান—বিন্ধ্যপর্বতের সম্মিহিত উত্তর ও পশ্চিম দিকের ঋক্ষবান্ ও পূর্বের মহেন্দ্রগিরির সংযোজক পর্যন্তশ্রেণী ;

( ৫ ) ঋক্ষবান্—নন্দদার নিকট চিন্দোয়ারা বিলাসপুর ও বালঘাটের অন্তর্গত পর্যন্ত ।

( ৬ ) পারিপাত্র বা পারিপাত্র—বিন্ধ্যগিরির উত্তরপশ্চিমাংশ অথবা পশ্চিম সমুদ্রে স্থিত পর্যন্ত ;

( ৭ ) বিন্ধ্য ;

( ৮ ) হিমালয় ।

“মানবের আদি জন্মভূমি”—প্রণেতা পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন ( ভূতত্ত্ববিচার-প্রণেতা ) অষ্ট কুলাচলের সংস্থান অশ্রুপ নির্দেশ করিতে চাহেন । মৎস্তপুরাণে হিমালয় ভিন্ন অপর সাতটি কুলপর্বতের নাম আছে—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমান্ ঋক্ষবান্ অপি ।

বিন্ধ্যাশ্চ পারিপাত্রাশ্চ ইত্যেতে কুলপর্বতাঃ ॥—২৫অ ।

ফণীপতি—বাসুকি, যার মাথায় পৃথিবী ধৃত আছে ।

উত্ত—উচ্চ । প্রঃ—

ধীর ননী ছেনা চাছিঁ

উভু করি শিকাগাছি

যতনে তুলিয়া রাখি তাতে ।

—অপ্রকাশিত পদ্যদ্বাবলী ।

শূণীতে—শোণিতে ।

পান—স° পানীয়, পানক ।

ভগের বিলোম করিল বিবেচন—‘ভগের লোচন করিল মোচন বা বিলোচন’ পাঠ শুদ্ধ ও অর্থযুক্ত । শতপথ-ব্রাহ্মণে এই উপাখ্যানের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়—যজ্ঞরূপী প্রজাপতির স্থলিত রেত দেখিয়া ভগের নেত্র দণ্ড হইয়াছিল; পুষা ইহা ভক্ষণ করিতে তাঁহার দন্ত ভগ্ন হইয়াছিল।—৬ প্রপাঠক, ২ ব্রাহ্মণ, ৭ অধ্যায়, ৪ ব্রাহ্মণ ।

শতপথ-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একটু বড় আখ্যায়িকা দেখা যায় গোপথ-ব্রাহ্মণে ( গোপথ-ব্রাহ্মণ, উত্তরভাগ, ১১২ ) । এখানে যজ্ঞকর্ত্তা প্রজাপতি রুদ্রকে অস্বীকার করেন; রুদ্র যজ্ঞাঙ্গ ছেদন করেন; এবং সেই যজ্ঞাঙ্গ দেখিয়া ভগের “চক্ষুঃ পরাপতৎ, তন্মাদ্ আহর্ অক্কো বৈ ভগ ইতি” এবং তাহা ভক্ষণ করিয়া “অদন্তকঃ পুষা” ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ( ৪র্থ স্কন্ধ ৫ম অধ্যায় ) দক্ষযজ্ঞবিনাশে বীরভদ্র কর্ত্তক ভগের চক্ষু উৎপাটন ও পুষার দন্ত ভগ্ন করার কথা আছে । বায়ু ও কালিকাপুরাণেও আছে ।

ভগ ও পুষা বৈদিক দেবতা ; পরবর্ত্তী কালে তাঁরা অপরিচিত হইয়া দেবসমাজ হইতে নির্বাসিত হইয়া পড়েন ও অবৈদিক দেবতা শিব প্রধান দেবতা হইয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন; পুষার দন্ত ভগ্ন ও ভগের চক্ষু উৎপাটনের ব্যাপারে আগন্তুক শিবের পরাক্রমে পুরাতন দেবতাদের পরাজয় সূচিত হইয়াছে ।

### ৫০ পৃষ্ঠা

লঙ্কট্টা—উলঙ্গ, নগ্ন । স° লিঙ্গবস্ত্র > প্রা° লিঙ্গবস্ত্র > লংগোট ; লংগোট মাত্র বাহার সম্বল সে লংগোটিয়া বা লেঙ্গটা = প্রায় নগ্ন । অথবা, স° নগ্নাট, হি° লঙ্কট্টাঙ্গা = বাহার অনাবৃত লম্বা পা লোকচক্ষুর গোচর । প্রঃ—

আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শূন্ত ।

সন্ধে করি নিয়া যাবে পাপ আর পুণ্য ॥—ময়নামতীর গান ।

### ৫১ পৃষ্ঠা

ঢালয়ে—ধার, ধারা শব্দ হইতে ঢালা ।

### ৫২ পৃষ্ঠা

পেলাইলা—ফেলিল । সং পেল্ ধাতু গতিতে । প্রা° পেল্ল—ক্ষেপণে । অস° ও° পেল । ফেলা ভুক্তসম্বন্ধিতম্ ।—অমরকোষ । প্রঃ—

আপনার শরে তাক কাটিয়া পেলাইল ।—মাধবকন্দলির রামায়ণ ।

পাএ পেলাইল রাধা তোর গুণা পান ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ।

জাতি কুল জীবন

এ রূপ যৌবন

নিছিয়া পেলিলুঁ তার পায় ।—জ্ঞানদাস ।

অতিরিক্ত পাঠ ( ৪৮-৫৩ পৃষ্ঠা ) ।

দক্ষের ছাগমুণ্ড ( ৪৮ পৃষ্ঠা )

কৃষ্ণের রূপায় দক্ষ পাইল জীবন—কৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষযজ্ঞের কোনো সম্পর্ক নাই, তবু  
কৃষ্ণের রূপা উপস্থিত করা কবির বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় ।  
রহাবারে—থাকাইতে, নিবৃত্ত করিতে । ষোগেশ-বাবুর মতে সং  $\sqrt{\text{অস}} > \text{প্রা}^\circ$   
 $\sqrt{\text{রহ}} = \text{থাকা}$  । বসন্তবর্ণন-বাবু বলেন  $\text{স}^\circ \sqrt{\text{রহ}} = \text{ত্যাগে বা বর্জনে}$  । আবার  
অপর কাহারো আন্দাজ  $\text{স}^\circ \sqrt{\text{রাজ}} > \text{বা}^\circ \sqrt{\text{রহ}}$  । প্রঃ—

সুরসরি সিরমহ রহই [ সুরসরিং শিরোমধ্যে রহতি ( বসতি ) ] ।—

প্রাকৃতপৈঙ্গল, ১১১১ ।

সুপুরুষ গুণেণ বদ্ধা থির রহই ।—প্রাকৃতপৈঙ্গল, ২৮৫ ।

যোল শত গোপী জাএ আপন ইছাএ ।

দারুণ করম-দোষে আশ্বাকে রহাএ ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

ছুটিল পরমহংস জোজন সত জাম ।

ঠাকুর উলুকে দুহ উঠিআ রহাঅ ॥—শৃঙ্গপুরাণ ।

৪৯ পৃষ্ঠা

ঘাটশিলা—বেঙ্গল-নাগপুর রেল-লাইনে খড়্গাপুর ও টাটানগর ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থান ।

যাজপুর—কটকের নিকট প্রসিদ্ধ জেলা, অথবা হুগলী জেলার গ্রাম ।

রাজবোলহাট—শ্রীরামপুর মহকুমার আটপুর হইতে এক ক্রোশ, দামোদরতীরে ।

বাগিডাঙ্গা—ধনেখালীর দেড় ক্রোশ পশ্চিমে ।

খীরগ্রাম—বর্ধমান রেল-ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল উত্তরে, কাটোয়ার নিকট ।

ধুর্জটে—ধুর্জটি শব্দ মিলের খাতিরে বিকৃত করা হইয়াছে । চ্যুতসংস্কৃতি দোষ ।

নগরকোট—?

আলামুখী—পঞ্জাবে ।

হিংলাজ—বেলুচিস্থানে ।

দেবকরে তত্ত্ব মান—?

কামরূপ কামাখ্যা—আসামে ।

কারুণ্য পদান্ত—?

তস্মৈ যে স্থানে সতীর যে অঙ্গ পতনের উল্লেখ আছে, কবিকঙ্কণ তার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। পীঠমালা বা উপপীঠমালা কিছুরই সঙ্গে কবিকঙ্কণের পীঠস্থানগুলির মিল হয় না। কবিকঙ্কণের উল্লিখিত পীঠস্থানের অনেকগুলিই কবির বাসস্থানের সন্নিকটস্থ গ্রাম, লৌকিক প্রবাদে পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

## বীরভদ্রের কৈলাস গমন ( ৫০—৫১ পৃষ্ঠা )

### ৫০ পৃষ্ঠা

কেশ নাহি বাক্কে কেহ—প্রাচীন বাংলার পুরুষেরাও বড় চুল রাখিত অসুমান হয়,  
 কারণ—প্রাচীন কাব্যে সর্বত্রই পুরুষের দীর্ঘ কেশের বর্ণনা পাই, যথা—কৃষ্ণের  
 “আজি কেন পিঠে দোলে বেণী।”—চণ্ডীদাস। চৈতন্যদেবের কেশমুণ্ডনের সময়—

কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।

কিমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥

—চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড।

পলায় রামের সৈন্ত নাহি বাধে কেশ।—কৃত্তিবাস।

পরম সুন্দর লখাইর দীর্ঘ মাথার চুল।—বিজয় গুপ্ত।

উর্দ্ধ্বাঙ্গ হীনবাস আউদড়চুলি।

দণ্ড কমণ্ডল পড়ে, নাহি লয় তুলি ॥—কাশীরামদাস।

ত্রিদশ—যাদের কেবল তৃতীয় দশা ঘোবন আছে তাঁরা; যারা জীবের আধ্যাত্মিক  
 আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ নষ্ট করেন; অথবা যারা সংখ্যায় ত্রি  
 ত্র্যধিক ত্রিরাবৃত্ত দশ পরিমাণ=৩৩৩; অথবা যারা সংখ্যায় ৩৩—দ্বাদশ আদিত্য,  
 একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় (কোনো মতে প্রজাপতি ও ইন্দ্র)।

গজেন্দ্রগমনে—ঐরাবত-বাহনে; হাতীর মতন গতিভঙ্গীতে অর্থ এখানে নয়।

নাকে মুখে রক্ত পড়ে—স্বর্ঘ্য আরক্তিম; তাহা প্রহার খাইয়া রক্তারক্তি হওয়ার ফল  
 কল্পনা করায় কবিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

### ৫১ পৃষ্ঠা

ঠেকিয়া—স্বগ ধাতু=বাসা প্রাপ্ত হইয়া; তাহা হইতে অর্থাস্তর সৃষ্ট হওয়া।

ফাপরে—স<sup>৩</sup>√প্রক্ষার=ক্ষীতি=ছিদ্র>বিপদ।

বেণু ফেল্যা পালাইলাম হইয়া ফাফর।—লোচন দাস।

জমরাঝা পড়িল ফাপরে।—শূর্যপুরাণ।



কুটা নিল দাঁতে—নিজকে তৃণভোজী পশুর সমান স্বীকার করা, চরম দীনতার লক্ষণ।

প্রাচীন কালে এইরূপে দীনতা প্রকাশ করা হইত—

দশনেত ত্বন করি বোলোঁ মো তোন্ধারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

দাঁতে খড় গগায় বড় চুনকালি কপালে।—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল।

কিঙ্কিয়ায় আসি বেটা দাঁতে করে খড়।—কুন্তিবাস কিঙ্কিয়াকাণ্ড।

কাণ্ড মাঙ করএ জম দাঁতে করএ খড়।—শূত্রপুরণ।

তুই শুচ্ছ তৃণ দৌহে দশনে ধরিয়া।

গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হএণ ॥

উঠি তুই ভাই তবে দশ্তে তৃণ ধরি।

দৈন্ত্য করি স্তুতি করে কর জোড় করি ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

দাঁতে কুটে করে এলি পরশুরামের স্থানে।

—কুন্তিবাসের রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, অঙ্গদ-রাগবার।

কোন রাবণ মাকাতার বাণে দশ্তে করিলেক তৃণ।—কবিচন্দ্রের রামায়ণ।

রণজিৎ সিংহের সেনাপতি হরিসিং হুলিয়া পাঠানদিগকে এমন শাসন করিয়াছিলেন যে তাঁর আগমনের সংবাদ পাইলেই তারা দাঁতে কুটা করিয়া হামাগুড়ি দিয়া বলিত—মায় গো হুঁ—অর্থাৎ হিন্দু তোমার অধা।—See Sir Lepel Griffin's Ranajit Singh.

কুটা—সি কুট ধাতু ছিন্ন করা। কুটা=ছিন্ন তৃণ। কুন্তিবাসের রামায়ণে কুটা শব্দ আছে।

## ব্রহ্মা কর্তৃক শিবের স্তব (৫১—৫২ পৃষ্ঠা)

৫১ পৃষ্ঠা

নিরঞ্জন—নিঃ+অঞ্জন ( কালিমা, বর্ণ ) = নিখিল, নিরাকার।

অহঙ্কার—অহং ( আমি ) + কার ( বোধ করায় হেতু ) = আমি হই বা আছি এই বোধ।

কৈবল্যাধার—কেবল সংস্করণের পরম জ্ঞান কৈবল্য, সেই জ্ঞানানন্দের আধার যিনি।

অথবা, কেবল ব্রহ্ম আছেন এই জ্ঞানে আত্মনির্বাণ কৈবল্য; সেই অবস্থার আধার যিনি।

বাথানি—ব্যাখ্যা করি, প্রশংসা করি। প্রঃ—

রাধা যেহু সতী তাক ভগতে বাথানী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মৈল—মরিল। প্রঃ—

মিশ্র পুরন্দর শুনি মহিলা আচম্বিতে।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

বিভা-দিনে পতি মৈল তোমার কপালে।—কৈতকাদাসের মনসামঙ্গল।

জীয়াও অমর নর—যারা অমর তারা ত মরেই নাই, তাদের আবাব জীয়ানো কি ?

এখানে দেবতা অর্পে অমর ভ্রমক্রমে প্রয়োগ হইয়াছে। কালানৌচিত্য দোষ।

ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ—বৈদিক দৈব কার্যে শিবের সংশ্রব এখানে স্বীকৃত হইল প্রথম।

এই স্তবে সাংখ্যমত বেদান্তমত ও বৌদ্ধধর্মের ধর্মপুঞ্জার মত একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

হৈলু সুখী—হই কারণে সুখী হইলাম—(১) যজ্ঞভাগ পাইয়া ও (২) সতী পুনর্জন্ম লাভ করিবেন জানিয়া।

## দক্ষের জীবন-লাভ এবং হেমন্তগৃহে গৌরীর জন্ম

( ৫২—৫৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ )

৫৩ পৃষ্ঠা

মুখলাজে—চক্ষুলাজায়, লোকের সম্মুখে খাতিরে পড়িয়া যে লজ্জা হয়।

নাহি দেয় যজ্ঞভাগ—যজ্ঞভাগ না পাওয়াটা শিবের মনে বড় বাজিয়াছিল, তাই বার বার

ঐ একই কথা উল্লেখ করিতেছেন।

বাঘর—বুড়ুর। স° ঘরঘর শব্দজ। প্রঃ—

চন্দন চর্চিত গাএ বাগর মগর পাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

উরমাল—কা° রুমাল। প্রঃ—

মোর মুকুট কাটি-কাছনী কর মুরলী উরমাল।—হিন্দী-কবি বিহারীলাল।

লঘু টালৈ, লঘু লঘু করবারলৈ, লঘু লঘু কর উরমালৈ।—হিন্দী-কবি রঘুরাজ।

পালান—সং পর্যাপ, প্রা° পলান; পত্তপুঠে বসিবার আসন।

ভিড়িয়া—বেঠন করিয়া। স° মীল খাতু সঝোচে। মীল > মীড়, ভিড়। তুঃ—

তোমার নাকাল ডোর কোপীন বাক্সি ভিড়িয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

লক্ষমালতীএ খোপা ভরাজ। ভিড়িঅ। বান্ধে লোটনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কৈদো—কাঠের কুঁদার মতন বড়। প্রঃ—

কতনা পরিব গোসাই কেওদা-বাবের ছড়।—শ্রুতপূরণ।

মেঘের পশ্চাতে যেন ঐরাবত গজে—এখানে মেঘ ও ঐরাবতের সঙ্গে কার উপমা দেওয়া হইয়াছে বুঝা কঠিন; ঐরাবত হস্তী খেতবর্ণ, অতএব উহা খেত বৃষ বা রক্তাগিনি নিভ শিব উভয়েরই উপমান হইতে পারে, এবং বাঘছাল ঢাকা শিব বা বৃষ মেঘের উপমান হইতে পারে। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

বেতাল—শিবগণাধিপের অগ্রতম। ভৃঙ্গী ও মহাকাল বেতাল-ভৈরব রূপে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে; এরা হরায়জ—

সোহসো ভৃঙ্গী হরমুতো মহাকালোহপি ভর্গজঃ।

বেতাল ভৈরবো জাতো পৃথিব্যাং নৃপবেশ্মনি ॥

—কালিকাপুরাণ, ৪৬ অধ্যায়।

### ৫৪ পৃষ্ঠা

সঞ্চে সঞ্চ—সন্ধি শব্দজ; প্রত্যেক সন্ধিতে সন্ধিতে, প্রত্যেক গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।—  
তুলনীয়।—

দাসী-সনে ছিল কিছু সঞ্চে সরস।

সঞ্চ জানি হানি চোট বাড়ালে পৌকষ ॥—ঘনরাম।

অমুবন্ধ—উপক্রম। প্রঃ—

কাস্ত সনে করিয়া কথার অমুবন্ধ।—শিবায়ন।

শঙ্করে ছলিতে তবে হলো অমুবন্ধ।—ঘনরাম।

তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পীবইতে কর অমুবন্ধ।—গোবিন্দদাস।

রড়ে—বেগে। সং রণ ধাতু গতিতে।

বরষাত্রগণ লইয়া জীবন পলাইল দিয়া রড়।—ভারতচন্দ্র।

কিঙ্কিঙ্ক্যানগর-পথে যান রড়ারড়ি।—কুন্তিবাসী রামায়ণ, কিঙ্কিঙ্ক্যাকাণ্ড।

সর্ব দেব হাসে—(১) সর্ব=শিব। (২) সর্ব=সকল। যদি শেবোক্ত অর্থ হয় তবে দেব-চরিত্র মানুষেরও অধম করিয়া চিত্রিত হইয়াছে। যে দক্ষ দেবতাদের প্রধান সমর্থক, যজ্ঞে যিনি সকল দেবতাকে যুক্ত দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁরই ভূগতি দেখিয়া অকৃতজ্ঞ দেবতারা নীচ লোকের মত হাসিয়া অস্থির! কবিকঙ্কণ শুধু অজ্ঞবালকতুল্য শ্রোতাদের প্রেহসন শুনাইয়া আনন্দ দিবার জন্য ইহা লিখিয়াছেন, দেবচরিত্র যে হীন হইয়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই।

৫৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ।

আন—অন্তথা । স° অন্ > প্রা° অন্ > বা° আন । প্রঃ—

দুইজনে করিবু ছিষ্ট ইথে নাহিক আন ।—শ্রুতপুরাণ ।

তোকাকার বোলত আক্ষে না করিব আন ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

সমাধান—মীমাংসা । প্রঃ—

কর সমাধান বুঝিলাম কান আর না বলিহ মোরে ।—চণ্ডীদাস ।

ঠাকুরাণীর জন্মপালা ( ৫৪—৫৫ পৃষ্ঠা )

৫৪ পৃষ্ঠা

ছাগমাথে দক্ষকক্ষে—দক্ষযজ্ঞের বীজ শতপথ-ব্রাহ্মণ, কোষিতকী-ব্রাহ্মণ, গোপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে আছে । পরে অনুরিত দেখা যায় রামায়ণ ও মহাভারতে ; পল্লবিত হইয়া উঠে পুরাণে ।

দাক্ষায়ণী সতীর পার্কতী হইয়া জন্মগ্রহণের বীজ শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় । সেখানে প্রজাপতি দক্ষ যে যজ্ঞ করেন তাহা দাক্ষায়ণ যজ্ঞ নামে পরিচিত ; দক্ষসন্তানগণও দাক্ষায়ণ নামে উক্ত হইরাছে ; এবং স্বয়ং দক্ষের অপরা নাম পার্কতি ( পার্কতপুত্র ) পাওয়া যায় ।—শতপথ-ব্রাহ্মণ, ৪ প্রপাঠক, ১ ব্রাহ্মণ, ৪ অধ্যায়, ৪ ব্রাহ্মণ ।

রামায়ণে হরবহুর পরিচয়প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞের যে বর্ণনা আছে তাতে দেখা যায় মহাদেব যজ্ঞভাগ না পাওয়াতে ধমু দিয়া দেবতাদের অঙ্গশাতন করেন ; পরে স্তবে কুট্ট হইয়া শাতিত অন্ন আবার জোড়া লাগাইয়া তান ।

মহাভারতে আছে—দক্ষ যজ্ঞভাগ দিতে অস্বীকার করাতে দেবী পার্কতী দুঃখিত হইয়া শিবকে উদ্বেজিত করেন ; শিব মুখ হইতে এক তীষণ গ্রহর্ষণ সৃষ্টি করিয়া সেই অন্ত্রকে যজ্ঞ বধ করিতে আজ্ঞা তান ; সেই অন্ত্র তৎক্ষণাৎ দক্ষযজ্ঞ বধ করিল—“ছিবা শিরো বৈ যজ্ঞস্ত ।” তখন ব্রহ্মা ও দক্ষ করজোড়ে সেই অন্ত্রের ও মহেশ্বরের স্তব করিলেন, দক্ষ মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন, এবং মহেশ্বর প্রীত হইয়া দক্ষকে যজ্ঞসাক্ষ্য বর দিয়া প্রস্থান করিলেন । এখানে যজ্ঞের শিরশ্ছেদের কথা আছে, দক্ষের নহে ।

পুরাণেও দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার নানারূপ দেখা যায়। শিব যজ্ঞভাগ না পাইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া শিব দক্ষকে ক্ষমা করেন; দক্ষ শিবকে প্রসন্ন করিবার জন্য গৌরী নারী কন্তাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করেন।—বরাহপুরাণ, ২১ অধ্যায়।

দক্ষ পার্কতীর পূর্জ্ঞয়ের পিতা। দক্ষ শিবকে ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া পার্কতী শিবকে দক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। শিব তাঁর গণপতি বীরাভদ্রকে প্রেরণ করেন দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিতে। তাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়—বিষ্ণু পর্য্যন্ত দক্ষের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন। পরে ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মীমাংসা করিয়া শিবকে যজ্ঞভাগ দিলে শিব ও পার্কতী দক্ষকে ক্ষমা করেন।—কুর্শপুরাণ, ১৫ অধ্যায়।

বায়ু ও কালিকাপুরাণে যজ্ঞধ্বংসের কথা আছে, কিন্তু দক্ষের ছাগমুণ্ডের কথা নাই। পরে অজ্ঞাত পুরাণে দক্ষের ছাগমুণ্ডের আখ্যায়িকা রচিত হয়। প্রচলিত আখ্যায়িকা ভাগবত পুরাণের।

দক্ষযজ্ঞের অমরূপ একটি উপাখ্যান প্রাচীন ইজিপ্টেও প্রচলিত ছিল।

The myth on the subject must be of considerable antiquity, seeing that we have a ram-headed divinity among the most ancient sculptures of Egypt, representing one of the eight great gods of the country. His name was variously spelt Kneph, Neph, Nef, Cnouphis, Chnoubis, Noub, and, perhaps also, Nou..... Sati, the daughter of Daksha, became, among the Egyptians, Saté (Juno), one of the wives of their Jove. Anyhow there is a remarkable analogy between the two gods, and the idea suggests itself that perhaps they owe their origin to a common source, or one of them is derived from the other.—Raja Rajendralala Mitra's Introduction to the Gopatha Brahmana, p. 35.

শিবের অমরূচরদের মধ্যে অনেকেরই পশুমুণ্ড ছিল—বনরী বানর-মুখ, ভল্লরী ছাগমুখ, গণেশের গজমুখ, কাণ্ডিকের ছয়মুখের একমুখ ছাগলের, ইত্যাদি। এখানে বেদমতী শিববিরোধী দক্ষকে পরাসিত করিয়া একেবারে শিবামরূচরদের সামিল করিয়া ফেলা হইল। এই বিরোধ যে বৈদিক দেবসমাজের সঙ্গে শৈবধর্মের বিরোধ তাহা অস্বাভাবিক ভাৱতন্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন; দক্ষমহিষী প্রস্থতি শিবকে বলিতেছেন—

বেদেতে মহিষা তব পরম নিগূঢ়।

সেই বেদ পঢ়ি ঘোর পতি হৈল মূঢ় ॥

আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।

দক্ষের এ দোষ কেন, বেদের এ দোষ ॥

শিবপূজা যে বেদবিরোধী তাহা প্রায় সকল পুরাণেই স্বীকৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণের রূপায় দক্ষ পাইলা জীবন—অকস্মাৎ কৃষ্ণের রূপা অবতারণা করার কারণ কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্ব বলিয়া মনে হয়। ভাগবতে (৪।৭) এইটুকু আছে যে বিষ্ণু অবশেষে দক্ষযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল পুরাণের মতেই দক্ষ জীবন পাইয়াছিলেন আশুতোষের রূপায়।

হৃন্দপুরাণ কাশীখণ্ড ৮৮ অধ্যায়ে আছে যে দক্ষ হরিদ্বার-সমীপে নীলাচলে রবিবার জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে নবমী তিথিতে যজ্ঞ করেন, এবং সতীর জন্ম হইয়াছিল ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে; এবং যজ্ঞস্থান কৈলাস-পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। এবং সতীর বিবাহ হইয়াছিল স্বায়ম্ভুব মনুর আদিতে হাটকেশ্বর-ক্ষেত্রে। হাটকেশ্বর-ক্ষেত্র আনন্তদেশে বর্তমান গুজরাটের কাঠিয়াবাড় প্রদেশ (হৃন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড ৭৭ অধ্যায়, নাগরখণ্ড ১২২।৫২ শ্লোক, হরিবংশ, হরিবংশপর্ব ১০ম অধ্যায়, বিষ্ণুপর্ব ১১২ ও ১১৩ অধ্যায় হইতে আনন্তদেশের অবস্থান জানা যায়)।

বৃহদ্রত্নপুরাণ মধ্যখণ্ড ৬ অধ্যায় ও হৃন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কেন্দারখণ্ড ২ অধ্যায় অনুসারে দক্ষযজ্ঞের স্থান কনখল।

### ৫৫ পৃষ্ঠা

দইয়া—দয়া। য=উচ্চারণে ইয়; ওড়িয়ায় এখনো—দইয়া উচ্চারণ।

চণ্ডী লভিলা জনম—বৃহদ্রত্নপুরাণের (পূর্বখণ্ড, ১৬ অধ্যায়) মতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে উমার জন্ম হয়, সেইজন্ত সেই তিথিতে উমাচতুর্থী ব্রত করিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্থ্যান্ তু জাতা পূর্বম্ উমা সতী।—১২ শ্লোক।

কিন্তু কালিকাপুরাণের মতে দেবী উমার জন্ম হয় বসন্তনবমীর অর্দ্ধরাত্রিতে মৃগশিরা নক্ষত্রে—

বসন্তসময়ে দেবী নবম্যাম্ ঋক্ষযোগতঃ।

অর্দ্ধরাত্রৌ সমুৎপন্না গজ্জৈব শশিখণ্ডলাং ॥

—কালিকাপুরাণ, ৪১ অধ্যায়, ৪১ শ্লোক।

বরাহ পুরাণের (২২ অধ্যায়, ৫০-৫১ শ্লোক) মতে গৌরীর জন্ম ও বিবাহ তৃতীয়া তিথিতে সম্পন্ন হয়।

মৈনাক—হিমালয়মহিষী মেনকার পুত্র—

ততঃ কালে তু সম্প্রাপ্তে মৈনাকম্ অচলোত্তমম্ ।

পক্ষেণ সহ যো হুতাপি সিদ্ধমধো প্রবর্ততে—

মেনকা স্মরবে দেবী দেবেন্দ্রং স্পর্ধিয়াগতম্ ।

—কালিকাপুরাণ, ৪১ অধ্যায়। স্বন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড

২৬ অধ্যায় ৬৩ শ্লোক। হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব ১৭ অধ্যায়।

বৈদিক সংস্কৃতে পর্বত মানে মেঘ ; মেঘ উড়িয়া বেড়ায় ; ইন্দ্র বা বায়ু মেঘের পক্ষ ছিন্ন করেন। পরে পর্বত মানে যখন পাহাড় বুঝাইতে লগিল, তখন মেঘের পক্ষছেদনের উপাখ্যান পাহাড়ের পক্ষছেদনে পরিবর্তিত হইল। ইন্দ্র কেবল মৈনাকের পক্ষছেদন করিতে পারেন নাই, মৈনাক সমুদ্রগর্ভে আত্মনিমজ্জন করিয়া প্রাণ দিয়া মান বাচাইয়ছিল।

পুরন্দর—দৈত্যদের পুর যিনি বিদীর্ণ করেন, ইন্দ্র।

কর্মদীন—কর্মধীন।

ওদন-প্রাশন—অন্নপ্রাশন। প্রঃ—

ছয়মাস বয়স হইলে চারিজন।

করাইল সবাকার ওদনপ্রাশন ॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

## ঠাকুরাণীর বাল্যখেলা ( ৫৬—৫৭ পৃষ্ঠা )

৫৬ পৃষ্ঠা

গোৱী—পার্বতী, উমা বাল্যাবধিই গোৱাক্ষী ছিলেন না ; সতী ছিলেন গোৱাক্ষী ( বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৩ অধ্যায়, ১১ শ্লোক )। কিন্তু উমা ছিলেন কালী ; শিবের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে একদিন উরুঙ্গী প্রভৃতি স্তম্ভরী অঙ্গরাদের সম্মুখে শিব উমাকে বার বার কালী কালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ; ইহাতে কালী অপমানিত বোধ করিয়া নিজের কালীত্ব মোচনের জন্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মার বরে কালীরূপের কোষ বা নিম্নোক্ত ত্যাগ করিয়া তিনি গোৱী হন। কোষ বা খোলস ছাড়ার জন্ত তাঁর অপর নাম হয় কোষিকী।—কালিকাপুরাণ, ৪৪-৪৫ অধ্যায় ; মৎস্তপুরাণ, ১৫৫ অধ্যায় ; শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ১০ অধ্যায় ; শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, ২১ অধ্যায় ; স্বন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২৭-২৯ অধ্যায় ; ইত্যাদি।

ব্রহ্মার অমুরোধে রাত্রিদেবী মেনাগর্ভে প্রবেশ করিয়া উমার বর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে কুম্ভকায়া করেন (পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪৩ অধ্যায় ; স্বন্দপুরাণ, মাহেশ্বর-খণ্ডে কুমারিকাখণ্ড, ২২ অধ্যায় ও আবস্তাখণ্ডে অবস্তীমাহাত্ম্য ১৮ অধ্যায়) । ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে বৈদিক রাত্রিদেবীই পৌরাণিক পার্কৃতীতে পরিবর্তিত হইয়াছিলেন ( ৮১ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য ) ।

উৎকৃষ্ট করিকর, নাভি সে গভীর সর—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ।

গৌরীর দশনকটি ইত্যাদি—উপমান হইতে উপমেয়ের উৎকর্ষ প্রকাশ করিলে ব্যতিরেক বা অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার হয় (Excess of object and subject) ।

হেন লখি অমুরানে ইত্যাদি—প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিত বিষয়ের যে কবিকল্পিত সংশয়, তাকে সন্দেহ অলঙ্কার (Rhetorical Doubt) বলে ।

অধব বন্ধকবন্ধ, বদন শারদ ইন্দু—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ।

কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন—ব্যতিরেক অলঙ্কার ।

তারা শোভে স্ন্যধাকর মাঝে—দৃষ্টান্ত অলঙ্কার ।

লখীতে নারিয়া কিবা ইত্যাদি—সন্দেহ অলঙ্কার ।

লখি, লখীতে—স' লক্ষ্য, লক্ষ ।—লখি আগে না দেখিছ ।—চণ্ডীদাস ।

মনের সুকৃতি কেহ লখিতে না পারে ।—জ্ঞানদাস ।

মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা—নিদর্শনা অলঙ্কার (Transference of Attributes) ।

হুলতা উদরে ছিল ইত্যাদি—আপনার গুণ পরিহার করিয়া অতের গুণ গ্রহণের নাম তদুৎপন্ন অলঙ্কার (Exchange of Quality) ।

বাল্যে পেট মোটা ও বক্ষ হস্ত পদ রূপ থাকে ; যৌবন-সমাগমে তরুণরীতি হয় । সেই পরিবর্তনগুলি যেন একে অতের নিকট হইতে জ্ঞেয় করিয়া দখল করিতে লাগিল—ইহাই কবির অলঙ্কার । ইহা রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত ।—

চরণ চপলগতি লোচন লেল ।

শৈশব যৌবন চুহঁ মিলি গেল ॥

শ্রবণক পথ চুহঁ লোচন লেল ।—বিজ্ঞাপতি ।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল ।

চুহঁ পথ হেরইতে মনসিঙ্গ গেল ।

মদন-কিতাব পহিল পরচার ।

তিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ॥



কটিকে গোরব পাওল নিতম্ব ।  
 ইনকে ক্ষীণ, উনহি অবলম্ব ॥  
 প্রকট হাস অব গোপত ভেল ।  
 বরণ প্রকট ফের উল্কে নেল ॥  
 চরণ চপলগতি লোচন পাব ।  
 লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥  
 নব কবিশেখর কি কহিতে পার ।  
 ভিন ভিন রাজা, ভিন ব্যবহার ॥—পদকল্পতরু ।

উল্লিখিত অলঙ্কার ছাড়া রূপক ও উপমা অলঙ্কার পদে পদে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

## নারদাগমন ( ৫৮—৬২ পৃষ্ঠা )

৫৮ পৃষ্ঠা

কোথা—স<sup>০</sup> কুত্র > প্রা<sup>০</sup> কুথ > বা<sup>০</sup> কোথা । শৃঙ্গপুরাণে—কথি; চৈতন্তচরিতামৃতে  
 কতি; বাকুড়ায় কুথা; ঢাকায় কনে; বিক্রমপুর ও মালদহে কোন্ঠে, কুন্ঠে;  
 ফরিদপুরে কোন্ঠাই; চাটিগায়ে কনতে; ওড়িয়া কৌঠি, কোআড়ে, কঁড়ে;  
 হিন্দী কহাঁ, কিধর; মারাঠী কোঠে । মাণিকচন্দ্র রাজার গানে—কোন্টি ।  
 অকুলিনে দিলা স্নাতা ইত্যাদি—বল্লাল সেনের প্রবর্তিত কোলীন্য-কঠোরতায় বাঙালী  
 বাপের কস্তার বিবাহ দেওয়ার সমস্যা যে কেমন ব্যাপক ভাবে দেশকে আচ্ছন্ন  
 করিয়াছিল তাহা গৌরীর বিবাহের জ্ঞাত উদ্ভিন্ন হিমালয়ের কথায় প্রকাশ  
 পাইয়াছে ।

বিদ্যানিবেশিত মন ইত্যাদি—কুলীনের লক্ষণাবলী এই—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্ ।

নিষ্ঠা বৃত্তিস্ তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

হিমালয় এইসব লক্ষণযুক্ত পাত্র খুঁজিতে ব্যস্ত ।

মিলি করি—মিলিত করিয়া, একত্র করিয়া । ৪

শ্রীনারদ—

কান্তকুঞ্জে চ দেশে চ দ্রমিলো গোপরাজকঃ ।

কলাবতী তন্ত পত্নী বক্ষ্যা চাপি পতিব্রতা ॥

সেই গোপরাজমহিষী কলাবতী কাশ্মপবংশীয় নারদ নামক এক মুনির দ্বারা গর্ভ-  
বতী হন। ইহার পর গোপরাজ ক্রমিল স্বীয় পত্নী ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া বদরিকা-  
শ্রমে গঙ্গাতীরে গিয়া ষোগাবলম্বন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন এবং বৈকুণ্ঠে হরিদাস্ত  
লাভ করিয়া হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। স্বামীপরিত্যক্তা কলাবতীও অগ্নিতে  
আত্মহত্যার উপক্রম করিতেছিলেন; এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রক্ষা করেন ও নিজগৃহে  
লইয়া গিয়া রাখেন। সেই দাসী অবস্থায় কলাবতী যে পুত্র প্রসব করেন,  
তিনি নারদ।

অনারুষ্ঠ্যবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।  
নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥  
দদাতি নারং জ্ঞানঞ্চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ।  
জাতিশ্রবো মহাজ্ঞানী তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥  
বীৰ্য্যেণ নারদশ্চৈব বভূব বালকো মুনে।  
মুনীন্দ্রস্ত পরৈগৈব তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥  
কল্পান্তরে ব্রহ্মকণ্ঠান্ বভূবুর্ বহবো নরাঃ।  
নারাদ্ দদৌ তং কণ্ঠঞ্চ তেন তন্ নারদঃ স্মৃতঃ ॥  
ততো বভূব কালশ্চ নারদাং কণ্ঠদেশতঃ।  
ততো ব্রহ্মা নাম চক্রে নারদশ্চেতি মঙ্গলম্ ॥  
মরীচিমিশ্রেণ্ মুনিভিঃ সাদ্ধং কণ্ঠাদ্ বভূব সঃ।  
নারদশ্চেতি বিখ্যাতো মুনীন্দ্রস্ম তেন হেতুনা ॥

ঐ বালক অনারুষ্ঠির শেষে জন্মলাভ করিবামাত্র নার (জল) দান করিয়াছিলেন  
বলিয়া তাঁর নাম নারদ; জাতিশ্রব মহাজ্ঞানী বালক অপর বালকদিগকে নার (জ্ঞান)  
দান করিতেন বলিয়া তাঁর নাম নারদ; নারদ নামক মুনীন্দ্রের ঔরসে জন্ম বলিয়া  
নাম নারদ; ধর্ম্মের পুত্র নর নামে মুনির বরে এই পুত্র জন্মিয়াছিলেন বলিয়া নাম  
নারদ; কল্পান্তরে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে বহু নরের উৎপত্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মার কণ্ঠকে  
নারদ বলে, নরদ হইতে জন্ম বলিয়া নাম নারদ।

নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র; সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইতে অস্বীকার করায় ব্রহ্মার  
শাপে শূদ্রাপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ব্রহ্মপঞ্চ ২১-২২ অধ্যায়।  
শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়। হরিবংশ, হরিবংশপর্ব ৩ অধ্যায়।

নারদ জন্মাবধি হরিভক্ত ছিলেন, এবং কৃষ্ণাধ্যান করিতে করিতে জীবন ত্যাগ  
করিয়া শূদ্রজন্ম হইতে মুক্ত হন।

ব্রহ্মার শাপে নারদ গন্ধর্ব উপবর্হণরূপে ও পরে নররূপে জন্মগ্রহণ করেন।  
দক্ষ প্রজাপতি যখন দেখিলেন যে নারদের উপদেশে তাঁহার পুত্রগণ সৃষ্টিকার্যে  
প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করিলেন তখন—

তাংস্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষপ্রজাপতিঃ ।

ক্রোধং চক্রে মহাভাগঃ নারদং স শশপ চ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ১৫ অধ্যায় ।

এই শাপহেতুই নারদ বিশ্বপর্গাটক ।

তস্মাল্ লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্ ।—ভাগবত ।

অথবা নারদের পিতা ব্রহ্মা—

নারদায় বরং প্রাদাদ্ ঋষীগামুত্তমো ভবান্ ॥

ভবিতা মনুপ্রসাদেন কলিকেলিকথাপ্রিয়ঃ ।

গতিশ্চ তেহ প্রাতিহতা দিবি ভুমৌ রসাতলে ॥

—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪।১৩৩-১৩৪ শ্লোক ।

নারদ সত্যযুগে এক জন্মে অবশীপুত্রীতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল  
সারস্বত । পুরুষতীর্থে তপস্বী করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তখন  
নারায়ণ বিষ্ণু তাঁহাকে বলেন—

নারং পানায়ম্ ইভ্যাক্তং পিতৃগাং তদ দদৌ ভবান্ ।

তদাপ্রভৃতি তে নাম নারদোতি ভবিষ্যতি ॥—বরাহপুরাণ ৩ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা ও ভৃগু ও উলূকেশ্বর নামক গন্ধর্বদের কাছে ও কৃষ্ণ ও কৃষ্ণগীর কাছে  
নারদ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ডের ১৫২ অধ্যায়ে আছে যে  
নারদ ভৈরবের পূজা করিয়া গীতজ্ঞ হন। ব্রহ্মার বরে নারদ বীণাবাদনপটু,  
কাহারো কাহারো মতে নারদই বীণাযন্ত্রের উদ্ভাবক। ইনি চিরযৌবন। ইনি  
টেকিবাহনে সর্বত্র গমনাগমন করিতেন এবং দেবতাদের বটকালি দোতা ও  
কম্ব পণ্ড করিতে তিনি সদাই বিনা আস্থানে প্রস্তুত থাকিতেন। নারদ সাক্ষাৎ  
কলির ভায় কলহপ্রিয় ( হরিবংশ, হরিবংশপর্ব ৫৪ অধ্যায় ; শিবপুরাণ, জ্ঞান-  
সংহিতা ৩৪ অধ্যায়ের ৭১ শ্লোক ) ।

শিব-বিবাহের ঘটক নারদ—ইহা প্রায় সকল পুরাণেই আছে। কিন্তু বৃহদ্রত্ন-  
পুরাণ মধ্যখণ্ড ৫ অধ্যায়ে আছে যে শিব সতীকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন ;  
ব্রহ্মপুরাণ ৩৬ অধ্যায়ে আছে যে দাক্ষারণী সতী স্বরস্বর-সত্য শিবকে পতিষে  
বরণ করেন।

নারদের নামে একখানি পুরাণ, স্মৃতি ও সংহিতা আছে। ছানোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ে দনংকুমারের সহিত নারদ ব্রহ্মবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছিলেন। স্মৃতরাং নারদ অতি প্রাচীন ঋষি। রামায়ণ মহাভারতেও নারদের উপাখ্যান আছে।

আচমন—মুখ ধোবার জল—

“দত্তাদ্ আচমনীয়ন্তু স্নগন্ধিসলিলৈঃ শুভৈঃ।”

“শুদ্ধং বারি তথাচম”।—তন্ত্রসার।

৫৯ পৃষ্ঠা

বিভা—বিবাহ। প্রঃ—

শ্রীহরি-শরণে বিভা অহুচিত প্রায়।—ঘনরাম।

সপ্তম বছরের কালে জানি বিভা কৈলা।

—ময়নামতীর গান।

অর্দ্ধ রত্ন দিব—শিবের ইতিহাস ( ৫২ পৃষ্ঠা ) এবং লিঙ্গপুরাণ, পূর্বভাগ ৯৯, কুর্শপুরাণ, পূর্বভাগ ১১, কালিকাপুরাণ ৪৫, দন্দপুরাণ মাহেধরখণ্ডে কুমারিকাণ্ড ২৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শোল উপচার—পূজার ষোল রকম উপকরণ—

আসনং স্বাগতং পাদ্যং অর্ধ্যাম্ আচমনীয়কম্।

মধুপর্কাচম-স্নানং বসনান্তরণনি চ।

গন্ধ-পুষ্পে ধূপ-দীপৌ নৈবেদ্যাং বন্দনং তথা ॥

অথবা—

পাদ্যম্ অর্ধ্যং তথাচামং স্নানং বসন-ভূষণে।

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাচমনং ততঃ।

তাষ্ম লম্ অর্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া।

অয়োজয়েচ্চ পূজারাম্ উপচারাংস্ত যোড়শ ॥—তন্ত্রসার।

তারক—বজ্রাক নামক দৈত্য একদিন জীকে রোদন করিতে দেখিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈত্যপত্নী বলিলেন—

ত্রাসিতাম্যপবিদ্ধামি কথিতা শীড়িতামি চ।

মৌদ্রেন দেবরাজেন নষ্টনাথেন ত্রিশঃ ॥

তাহাতে বজ্রাক ইন্দ্রকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিলেন যে তাঁর পুত্র দ্বারা ইন্দ্র লাহিত হইবে। সেই পুত্র

তারক। তারক আবার তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বর পাইল যে সাত দিনের শিশুর হাতে ছাড়া তার মৃত্যু হইবে না। তারকাম্বরের বিক্রমে দেবগণ পরাজিত হইয়া মহাদেবের বিবাহসম্পন্ন করিল এবং ষড়ানন জন্মের সপ্তম দিবসে তারককে যুদ্ধে নিহত করিলেন।—মৎস্যপুরাণ, ১৪৭-১৬০ অধ্যায়; মহাভারত, শল্যপর্ক, ৪৬ অধ্যায়; অন্ত্যশাসন পর্ক ৮৬ অধ্যায়; শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৯ অধ্যায়; বামনপুরাণ ৫৮ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪২ অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ ৭১ অধ্যায়; বৃন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ১৪, ১৫ অধ্যায়; ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পান দিয়া—কোনো কক্ষে নিয়োগের চিহ্ন, অতি প্রাচীন প্রথা। পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ডের ৫৪, ১৫১৭ শ্লোকে কর্মনিয়োগ ও স্বীকার স্বরূপ পান দেওয়া ও লওয়ার উল্লেখ আছে।

আক্ষার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে।

তাক লঅঁ জাই আক্ষে রাধিকার থানে।

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আড়তি—আরতি, নিয়োগ, আদেশ, ইচ্ছা। স<sup>১</sup> আষ্টি=ইচ্ছা।—নির্দেশ অর্থে প্রয়োগ—

হুনিঞাঁ রাধার আরতী।

কাহাকেহো না কৈল সংহতী ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আরতি কৈল দিয়া পুষ্প পান।—কৃতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ইচ্ছা অর্থে প্রয়োগ—ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি।

—কৃতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে।

আরতিল কাক তাক ভথিত্তে না পারে ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পণ্ডিত আসন—যোগসাধনে বসিবার পঞ্চপ্রকার করচরণাদি-সংস্থান-বিশেষকে আসন বলে,—

পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।

বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদ্ আসনপঞ্চকম্ ॥

স্বস্তিক আসনের ক্রম এইরূপ—

জানকৌরবস্তরে সম্যক্ কৃত্বা পানতলে উভে।

ঋজুকায়ো বিশেষায়ী স্বস্তিকং তং প্রচক্ষ্যতে ॥

—তন্ত্রসার।

ঝারী—(যু ধাতু করণে) বাহা হইতে জল করিত হয় তাহা ঝারী। অথবা ধারা  
হইতে ঝারা, ঝারী—যে পাত্র হইতে ধারা আকারে জল ঢালা যায়। তুঃ  
হিন্দী ঝঝঝর=ঝারী। প্রঃ—

চরিত্রা তুরিতে রূপার ঝারিতে লইল খীর পুরিআ।—শূভপুরাণ।

ঝাট—স° ঝটিতি।

ফুলময় পঞ্চবাণ—

অরবিন্দম্ অশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।

রক্তোৎপলঞ্চ পট্টকতে পঞ্চবাণস্ত সায়কঃ ॥

এড়িলা—বৈদিক✓ইড়=ত্যাগ। বেদে সরস্বতী ও যজ্ঞহবির নাম ইড়া=বাহা ত্যাগ  
করিতে হয়, দান করিতে হয়।

দেখিতে দেখিতে ভণ্ড হৈলা মদন—এই মদনভণ্ড ব্যাপারে মহাদেবের চরিত্রমাহাত্ম্য  
প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি পত্নী-শোকাক্ত, পত্নীকে পুনর্লভের জন্ত তপস্যানিরত;  
এই অবস্থায়ও উমাকে দেখিয়া তাঁর বিভবিক্ষেপ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা দমন  
করিলেন—এবং তাহাই মদনভণ্ড। তিনি ইহাই দেখাইলেন যে পত্নীকে  
কামের সামগ্রীরূপে লাভ করার গৌরব নাই, পত্নীকে অর্জন করিতে হইবে  
পরম্পরের আত্মিক অনুসরণের তপস্তার দ্বারা।

পুরাণের কাহিনীকে কালিদাসের জায় মহাকবি যে মর্যাদা দান করিয়াছিলেন  
তাহা বাংলার ছোট কবিদের হাতে পড়িয়া অনাবশ্যক অশ্লীল রসিকতার চেষ্টায়  
একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণও মদন ভণ্ড হইলে শিবকে  
অস্ত্রস্থানে পাঠাইয়া মহাদেবের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু অশ্লীলতালোলুপ  
ভারতচন্দ্র শিবকে অপমান না করিয়া ছাড়েন নাই—

মরিল মদন তবু পঞ্চানন

মোহিত তাহার বাণে।

বিকল হইয়া নারী তপাসিয়া

ফিরেন সকল স্থানে ॥

কামে মত্ত হর দেখিয়া, অঙ্গর

কিন্তুরী দেবী সঞ্চল।

যায় পলাইয়া; পশ্চাতে তাড়িয়া

ফিরেন শিব চঞ্চল ॥

—অন্নদামঙ্গল

রামায়ণে মদনভাস্কর যে কথা আছে তাহা হরপার্কীতির বিবাহের পূর্বসময়ের ব্যাপার নহে, এবং মদন হিমালয়ে মহাদেবের তপশ্চাক্ষেত্রের দক্ষ হন নাই; হরগৌরীর বিবাহের পরও মহাদেব সংযমী হইয়া ছিলেন, তখন কাম তাঁর দেহে প্রবেশের চেষ্টা করিতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া কামকে অনঙ্গ করেন।

মহাদেবের এই ক্রোধ বড়বানল হইয়া সমুদ্রে বিগ্ৰহমান আছে।

—কালিকাপুরাণ, ৪২ অধ্যায়।

## অতিরিক্ত পাঠ ( ৫৯—৬০ পৃষ্ঠা )

৬০ পৃষ্ঠা

গাছ আরোপিয়া মাঠে ইত্যাদি—কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের একটি উপমার অমুবাদ—

বিষবৃক্ষোহপি সংবন্ধা স্বয়ং ছেতুন্মু অসাপ্ততম্।

—দ্বিতীয় সর্গ, ৫৫ শ্লোক।

আরতি দেই কামবাণে—অঙ্গীকার করেন, সমাদর করিয়া গ্রহণ করেন।

আরতি < স' আর্তি = ইচ্ছা। তু :—মনে মনমথ-সর আরতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

[ আ + √রম্ + তি = বিরতি, নিবৃত্তি অর্থ এখানে নয়। ]

## রতির খেদ ( ৬২—৬৩ পৃষ্ঠা )

৬২ পৃষ্ঠা

পাসরিলা—স' বিস্মরণ > পাসরণ। বৌদ্ধ গান ও দোহায় বিশমই=

ভুলিয়া গিয়াছি।

আমিয়া আচ্ছত্তে' বিস গিলেসি বে চিঅ পসর বস অপা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

পরম আনন্দ রাজা পাসরে আপনা।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

জইয়া—জায়া।

অনাথিনী—সংস্কৃত অনাথা, বাংলায় অনাথিনী স্ত্রীলিঙ্গ পদ। অনাথী পদও দেখা যায়।

—শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হে। অনাথী নারীক' সঙ্গে নে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

অনাথী জনের বেতন কই।—চণ্ডীদাস।

মোর তরে পোহাল রজনী—এই রজনী যেন আমার অমঙ্গল ঘটাইবার জন্তই প্রভাত হইয়াছিল মনে হইতেছে।

৬৩ পৃষ্ঠা

সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ—

সম্মোহনোন্মাদনো চ শোষণস্ তাপনস্ তথা ।

স্তম্ভনশ্ চেতি কামস্ত পঞ্চবাণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥—ভরত ।

সম্মোহনং সমুদ্বগবীজং স্তম্ভনকারণম্ ।

উন্মত্তবীজং জলনং শব্দচ্ চৈতনহারকম্ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩২ অধ্যায় ।

তোমায়ে করিলা বল—প্রবল হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিল ।

য়েই বড় রহিল গজ্ঞান—তোমার বিষয়ে রতি তিলেক কালও বাচেনা, লোকের এই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন তার অজ্ঞতা দেখিয়া লোকে আমাকে নিন্দা করিবে ।

কুড়ি—স° কুটু ধাতু ছেদনে । কুট > কুট > কুড় । ও° কোড়ি, কুড়ি=কোদাল । এখন পুনন অর্থে বাংলায় খুঁড়ু ধাতু প্রচলিত হইয়াছে, কেবল 'নারিকেল কোরা' 'কুকণী' প্রভৃতি দুই একটি শব্দে কুড়ু ধাতুর রূপান্তর ব্যবহার আছে । প্রাচীন বাংলায় কিন্তু কুড়ু ধাতুরই ব্যবহার ছিল ।—তুলনীয়—কুড়িতে কুড়িতে ঠেকিল কৃষ্ণর পিঠি ।—শৃঙ্গপুরাণ । কুন্তিবাস ও বৈষ্ণবপদাবলীতেও কুড়ু ধাতুর প্রয়োগ আছে ।

অমুমুতা হব রতি—বৈদিক কালে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল কি না তাহা লইয়া মতবৈধ আছে ; কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় মাদ্রী পাণ্ডুর সহমরণে গিয়াছিলেন । দশাচি দেহদান করিলে তাঁহার পত্নী স্ববর্জ্য সহমরণে গিয়াছিলেন (বৃন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড ১৭ অধ্যায়) ; পরশুরামের মাতা রেণুকা পতির সহমরণে গিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গণেশখণ্ড ২৮ অধ্যায়) ; শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃহীদীগণ সহমরণে গিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ ৫৩৮) ; মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৩৪ অধ্যায়ে একটি সহমরণের উল্লেখ আছে ; বৃন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড উত্তরখণ্ড ২ অধ্যায়, কাশীখণ্ড ৪৭ অধ্যায়, প্রতাপখণ্ড ২২ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৬৫, সৃষ্টিখণ্ড ৫২, উত্তরখণ্ড ২১৩, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতিতে সহমরণের দৃষ্টান্ত ও প্রশংসা আছে ; স্মৃতিশাস্ত্রে (অগ্নিরা, উশনা, মদনপারিজাত, আপস্তম্ব-সংহিতা ইত্যাদিতে) উহার ব্যবস্থা আছে ; শাস্ত্রে পতিব্রতের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে “মৃতে স্মিরেত বা পত্যৌ সাঙ্গী জ্যেষ্ঠা পতিব্রতা” (ছন্দোগপরিশিষ্ট কল্পতরু ; শুদ্ধিতর) । সুতরাং দেশে সহমরণ বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল । কবিকঙ্কণ শচক্ষে সহমরণের বেসব বাণীর দেখিয়াছিলেন তারই ছবি রত্নির সহমরণে দিয়াছেন অস্বাভাবিক ভাবে ।



রেভারেণ্ড্ ওয়ার্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বহু-পরিচয়-বিবরণক বইএ সহ-  
সরণের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়। মাণিকচন্দ্রের গানে সহসরণের একটি চিত্র  
আছে ( বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ৪১ পৃষ্ঠা )।  
কবিকঙ্কণের রত্নির খেদের সহিত পুরাণের ও কালিদাসের ও ভারতচন্দ্রের রত্নিবিলাপ  
তুলনীয়।

## রত্নির প্রতি দৈববাণী ( ৬৪—৬৫ পৃষ্ঠা )

৬৪ পৃষ্ঠা

পুড়িয়া—স° পুট > প্রা° পুড়হ > বা° পুড়।

সম্বর—অম্বর। ইহাকে কামদেব নিহত করিয়া সম্বরারি নামে অভিহিত হন। এই  
আখ্যায়িকার ভিতরে একটি রূপক লুক্কায়িত আছে—সম্বর মানে ইন্দ্রিয়সংযম,  
তার বাড়ীতে রত্নি গিয়া ছদ্মবেশে থাকিয়া কামকে লালন পালন করে, এবং কাম  
প্রবল হইয়া উঠিলে সম্বর নিহত হয়। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই—মদন  
শিবরোষে ভয়সং হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র প্রহ্লাদরূপে পুনর্জন্ম লাভ করেন ;  
যুতিকাগৃহ হইতে প্রহ্লাদকে সম্বরাসুর চুরি করিয়া আনিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দায়;  
শিশুকে বৃহৎ বোয়াল মাছে গিলিয়া থায়; সেই মাছ আবার জেলের জালে ধরা পড়িয়া  
সম্বরাসুরের বাড়ীতে আনীত হয়; সম্বরাসুরের কৃতদাসী পাচিকা মারাবতীরূপিনী  
রত্নি মাছ কুটিতে গিয়া মাছের পেটের ভিতর হইতে ঐ শিশুকে বাহির করেন,  
ও তাকে স্বীয় বামী মদন বলিয়া চিনিতে পারিয়া পালন করেন। মদন বড় হইয়া  
উঠিলে রত্নির অম্বরোধ ও উপদেশে সম্বরকে বধ করেন। অম্বর নিধনের পর  
প্রহ্লাদ বা মদন ও মারাবতী বা রত্নি বিবাহিত হন।—বিকুপুরণ ৫১৭; ব্রহ্মবৈবর্ত  
পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১১২ অধ্যায়; স্বন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড ২১ অধ্যায়;  
হরিবংশ বিকুপর্ক ১৬৩ অধ্যায়; ইত্যাদি।

ভাতীব—স° তত্তন=প্রভারণ। প্রঃ—

ভিরী কলা পাতি ভাণ্ডিবারে চাহ কাঁই।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

উদ্বাস—স° উদ্বাস=যোচন। ও° উদাস। প্রঃ—

বিদাহি ছরদে উর ধক ধক ধকি কর উসসি উসসি তৈ শাস।—বিদ্যাপতি।

৬৫ পৃষ্ঠা

বোয়ালী—সি বোদাল ।

ভেট—সি মেল ধাতু > ভেট । মিলন ; মিলন উপলক্ষে উপহার ; উপহার । শূন্তপুরাণে  
সাক্ষাৎ অর্থে ভেট ধাতুর প্রয়োগ আছে ।

কাথে—কক্ষে । সি কক্ষ > প্রাি কক্ষ > কাথ, কাঁথ ।

কোলে—কোড়ে । সি কোল=আলিঙ্গন । সি কোড় > কোল=অঙ্ক । মণিক-  
চক্ষ রাজার গানে কোলা । প্রঃ—

মাআজাল কি লেহ রে কোলে ।—বোদ্ধগান ও দোহা ।

নাচাড়ি—( নাচ + আড়ি ) যে গানের ছন্দে নৃত্য করা চলে, নাচিতে নাচিতে যে ছন্দ  
আবৃত্তি করা হয় ।

বতির প্রতি দৈববাণী ভাগবত ( ১০।৫৫, ১-১৭ ) প্রভৃতি বহু পুরাণে ও কুমারসম্বৎসবে  
আছে ।

গৌরীর তপস্যা ( ৬৫—৬৬ পৃষ্ঠা )

৬৫ পৃষ্ঠা

টুটাল্যা—টুটাইল, কম করিল । সি ক্রট ধাতু ভঙ্গে, ছেদনে, স্বল্পতার । প্রঃ—

তা মহামুদেয়ী টুটি গেলি কংখা ।—বোদ্ধগান ও দোহা ।

৬৬ পৃষ্ঠা

পঞ্চতপ—চারিদিকে চার অগ্নিকুণ্ড জালিয়া উক্কে তপন-তাপ সঙ্ক করিয়া কুচ্ছ সাধন ।

পঞ্চমঃ পঞ্চতপসস্তপনো জাতবেদসাম্ ।—যায ।

তপশ্ চচার পঞ্চানাম্ অগ্নীনাং মধ্যম্ আশ্রিতা ।

চতুর্গাং দিখিনাং মধ্যে স্থিতা সূর্য্যাবিনিষ্টদৃক্ ॥

—হৃদয়পুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্যাম্ ২০ অধ্যায় ২৪ শ্লোক

বন্ধবাশা—বাস বা কাপড় আঁট করিয়া পরা বার ।

শিখকেশা—কৃষ্ণকেশা ।

পারণা—উপবাসের পর নিয়মপূর্ব্বক আহার ।

সবে—সর্ব্ব সাকল্যে, যোটের উপর ।

কপীথা—কপিথ, কয়েতবেল।

বদর—কুল।

পুঙ্কর—যে পোষণ করে, জল।

ছলিতে আইলা হর—বহু পুরাণে, কুমারসম্ভবে, দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গলে এই ব্যাপারটি আছে।

এই আখ্যায়িকার মূল দেখা যায় বহু পুরাণে—মংস্তপুৰাণ ১৫৪।৩০৮—৩১০ শ্লোক ; শিবপুরাণ ১২ অধ্যায় ; ইত্যাদি।

পুরুষ যখন স্ত্রীকে পাইবার জন্য তপস্তা করে, তখন সেই স্ত্রীও যদি সেই পুরুষকে পাইবার জন্য তপস্তা করে, তবেই তাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়, তাতেই অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব ধারণের সম্ভাবনা জন্মে। পরস্পরের ঐকান্তিক আগ্রহ ব্যতীত মিলন স্থায়ী হয় না, তা শুধু কামের ঘটকালি মাত্র হয়—হরগৌরীর তপস্তার ইহাই নিগূঢ় অর্থ।

## শঙ্করের ছলনা ( ৬৭—৬৮ পৃষ্ঠা )

৬৭ পৃষ্ঠা

কেনী—স° কেন হেতুনা > বা° কেন। প্রাচীন বাংলায় কেনে, কেনী ব্যবহৃত হইত।

তুলনীয়—

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি হইলা বাউরী পারা।—চণ্ডীদাস।

কই—স° কথ > বা° কহ, ক ধাতু।

মিলিলা গল্পা রত্নাকরে—এ কথায় কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার ( Implied Causality )

হইয়াছে ; যাহা প্রকৃত কারণ নয় তাহাকেই প্রকৃত কারণ বলিয়া আরোপ করা হইলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়।

৬৮ পৃষ্ঠা

নিধনে কেহ না আদরে—এ সম্বন্ধে একটি উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক আছে—

বৃক্ষং কীর্ণকলং ত্যজন্তি বিহগাঃ, শুকং সুরঃ সারসাঃ,

পুল্পং পশু্যবিতং ত্যজন্তি মধুগাঃ, দধীং বনাস্তং মৃগাঃ,

নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকাঃ, ভট্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ,

সর্গঃ স্বার্থবশজ্ জনো হৃতিরমতে, কত্মন্তি কো বহুভঃ ॥

কাহার পুত্রবর ইত্যাদি—এই বাক্যে দ্ব্যর্থ আছে ; ( ১ ) 'হর-স্বয়ম্' অনাদি সৰ্ব্বাণী পুণ্ডপতি, একজ্ঞ তাঁর পিতা কেহ নাই, সৰ্ব্বত্র তাঁর বাসস্থান, সকলেই তাঁর আত্মীয় বলিয়া কেউই বিশেষ আত্মীয় নয়, তিনি জীব মাত্রেয়ই পতি ; ( ২ ) তিনি কুলশীলহীন দরিদ্র স্বজনভ্যক্ত । এই বাক্যে দ্ব্যর্থ থাকতে বক্তৃক্তি বা শ্লেষ অলঙ্কার হইয়াছে । তুলনায়—ভারতচন্দ্র ; স্বন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড, ২৬ অধ্যায় ও কেদারখণ্ড ২৫ অধ্যায় ; পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১০ অধ্যায় ২৪ শ্লোক । দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে—কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—

অনন্তরত্নপ্রভবন্ত যন্ত

হিমং ন দৌভাগ্যবিলোপি জাতম্ ।

একো হি দৌষো গুণসম্মিপাতে

নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বধাকঃ ॥

এই শ্লোকের উত্তরে এক দরিদ্র কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

একো হি দৌষো গুণসম্মিপাতে

নিমজ্জতীখং কবি বদ বভাষে ।

নুনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন

দারিদ্র্য-দৌষো গুণরাশিনাশা ॥

এই শ্লোকের শেষ চরণ স্মরণ করিয়াই কবিকল্পণ তাঁর পংক্তিটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় । তুঃ—

ঐছন বহুগুণ এক দৌষে নাশই

এক গুণ বহু-দৌষ-নাশা ।—পদকল্পতরু ।

অপুত্রস্য গৃহং শূন্তং দিশঃ শূন্তা হবাক্রবাঃ ।

মুখস্য দদয়ঃ শূন্তং সৰ্ব্বশূন্তং দরিদ্রতা ॥

—স্বন্দপুরাণ, আবন্তাখণ্ড, রেবাখণ্ড, ১০৩।১২৮ শ্লোক ।

দারিদ্রে কেহ না সম্ভাসে—এই উক্তির মূল বোধ হয় স্বন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ড ১৬৫

অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষ্মীমাহাত্ম্যের অনুরূপ একটি উদ্ভট শ্লোক—

মাতা নিব্রতি, নাভিনন্দতি পিতা, ভ্রাতা ন সম্ভাবতে,

ভৃত্যঃ কুপ্যতি, নাশুগচ্ছতি স্ত্রুতঃ, কাঙ্ক্ষা চ নালিজতি,

অর্থপ্রার্থনশরয়া ন কুরুতেঃ প্যালাপমাত্রং স্কন্ধং,

তস্মাদ্ উপাৰ্জকরব সখে, দ্ব্যর্থত্ব সৰ্ব্বো বশাঃ ।

কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে ।

আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জনে ॥

ধনে হতে ধর্ম ভাই ধনে হতে ঝাকা ।

দ্বাদশ মোহর লও দুই শত টাকা ॥—মাণিক গাঙ্গুলি ।

কে যার মনে তার শে নারী ভজে তায়—তুলনীয় কবির মাইকেল মধুসূদন দত্তের  
ব্রজাঙ্গনাকাব্যের এই চরণ—

যে যাহারে ভালোবাসে সে যাইবে তার পাশে ।

তায়—প্রতিভাত হয়, শোভা পায় ।

শব্বরের এইরূপ ছলনার বিবরণ বহু পুরাণে ও কুমারসম্ভব কাব্যে আছে ।

## হরগোরীর কথোপকথন ( ৬৮—৬৯ পৃষ্ঠা )

৬৮ পৃষ্ঠা

অষ্টদিকি—

( ১ ) অগ্নিমা ( ২ ) মহিমা চৈব ( ৩ ) লঘিমা ( ৪ ) প্রাপ্তিঃ এব চ

( ৫ ) প্রাকাম্যঞ্চ ( ৬ ) তথৈশিষ্যং ( ৭ ) বশিষ্যঞ্চ তথাপরম্ ॥

যত্র ( ৮ ) কামাবসায়িতং গুণান্ এতান্ অথৈশ্বরান্ ।

প্রাপ্তোতাঠৌ নরব্যাগ্ন পরনির্কাণস্থচকান্ ॥—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

( ১ ) অগ্নিমা=অগ্নিতুল্য হৃদয় হইবার ক্ষমতা, ( ২ ) মহিমা=স্বীয় শরীরকে কুল  
করিবার শক্তি, ( ৩ ) লঘিমা=শরীরকে লঘু করিবার শক্তি, ( ৪ ) প্রাপ্তি=  
ইচ্ছামাত্র সর্বত্র গমনাগমনের ক্ষমতা ও অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তির ক্ষমতা, ( ৫ )  
প্রাকাম্য=কামনা পূর্ণ করিবার শক্তি, ( ৬ ) ঐশিষ্য=সর্বভূতের প্রভুত্ব,  
( ৭ ) বশিষ্য=সকল প্রাণীকে বশ করিবার ক্ষমতা, ( ৮ ) কামাবসায়িত্ব=ইন্দ্రిয়-  
নিগ্রহ করিবার শক্তি, অথবা অস্ত্রের উপর ইচ্ছা প্রয়োগে তাকে বাভিমত করার  
ক্ষমতা, will power. ১২৭ পৃষ্ঠার ২৮ পৃষ্ঠার টাকা ও স্বন্দপূরণ বাহেধরখণ্ডে  
কুমারিকাখণ্ডে ৫৫ অধ্যায়ের ১১৬—১২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

৬৯ পৃষ্ঠা

চকল অধর—বাক্য বলিবার উদ্ভমে অধরের স্ফূরণ বা কম্পন ।

অন্তস্তর—অন্ত স্থানে, হানাস্তর ।

শমুখে—সমুখে । তুঃ—সুন্দরী রাধে সূণ সমুখে :—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

সম্মুখে—হর্ষ-ভয়-শ্রদ্ধা-ভক্তি-জনিত আবেগময় বরায় ।

ত্রিাদশ—১৫৫ পৃষ্ঠায় ৫০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য ।

দিয়ে বরদান—এখানে বর শব্দ দ্ব্যর্থ—(১) প্রার্থিত বস্তু দিতে দেবতার আশীর্বাদ বা অঙ্গীকার, (২) স্বামী, পতি । ইহাতে শ্লেষ বা বক্রোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে ।

আমার পিতারে নাথ করহ প্রমাণ—আমার পিতাকে প্রধান জ্ঞানিয়া তাঁর কাছেই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া আমাকে প্রার্থনা করো । একবার শিব স্বপুত্রকে মাথা না করাতে বিপদ ঘটয়াছিল, তাই এবার গৌরী তাড়াতাড়ি শিবকে এই অনুরোধ করিতেছেন ।—ততঃ প্রাহ মনোমানং প্রমাণং মে পিতা গুরুঃ ।

—সুন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৪৫ অধ্যায় ১৫ শ্লোক ।

আনন্দে তরল—আনন্দে গদগদ । এমন আনন্দ যেন কেহ মন দ্রব হইয়া গলিয়া বহিয়া যাইবে । প্রঃ--

চারিদিশি চাহে রাধা তরল নয়নে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

আনন্দে তরল বাক্সিআ মঙ্গল দিচ্ করি নিল মুষ্টি ।

—শুশ্রূষাপুরাণ ।

এই প্রকরণের উপাখ্যান বৃহদ্রত্নপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ২৩ অধ্যায়, ২৬-৩৬ শ্লোক, ও অন্ত্যান্ত বহু পুরাণে আছে ।

## হরগৌরীর বিবাহ ( ৭০—৭১ পৃষ্ঠা )

৭০ পৃষ্ঠা

মঙ্গল বাগ—বিবাহরূপ মঙ্গল কাণ্ডের বিবরণে মঙ্গলবাগ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে ।

আজু—স° অদ্য > প্রা° অজ্জ > আজ, আজি, আজু । প্রাচীন পণ্ডে আজু ।

আজু রজনী হাম

ভাগ্যে পোহায়তু

পেপনু পিয়া-মুখচন্দা ।—বিদ্যাপতি ।

আজু কে গো মুরলী বাঁচায় ।—চণ্ডীদাস ।

অস্তিক বচন—শুভ বাক্য উচ্চারণ—ওঁ পূণ্যাহং; কৰ্ত্তব্যোদ্ভিন্ বিবাহকর্ম্মণি ক্ষুদ্রিং ভবন্তো ক্রবন্ত; ওঁ ক্ষমাতাম্; ওঁ অস্তি নো ইত্বেনা নৃক্সবাস; অস্তি নঃ পুয়া বিশ্ববেদা ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্ৰ ।

ব

হেমবারী—[ বৃথা তু মানে আবরণ করা; বৃ+ণিক=বারি; বারি+ই=বারি, বারী। ]

স্বর্ণময় জলপাত্র; স্বর্ণকলস। তুঃ—

ধাতুময়ী মোর বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া।

যেই জন রাখে ঘরে প্রতাহ পূজিয়া ॥—মনসামঙ্গল।

পূজা ভান্ধি বাড়িয়ে ভাস্কর ঘট বারি।

—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

গন্ধাধিবাসন—[ গন্ধ+অধি+বাসি ( সুগন্ধীকরণ সংস্কার )+অন ] গন্ধমালাদির দ্বারা  
মঙ্গলাচার সংস্কার; একটি ডালায় ২০ রকম মাংগল্য দ্রব্য রাখিয়া অধিবাস করা হয়।—

মহী গন্ধঃ শিলা ধাত্তং দূর্ধ্বা পুষ্পং ফলং দধি।

দ্ব্যতং স্তম্ভিক-সিন্দূরং শঙ্খ-কঙ্কল-রৌচনা ॥

সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রো দীপশ্চ দর্পণম্ ॥

[ অথবা তাম্রশ্চামরদর্পণম্ ]

সিদ্ধার্থ=শ্বেতসর্ষপ।—ভবদেব।

স্তম্ভিক=পিটুলি দিয়া তৈয়ারি ত্রিকোণ যন্ত্র।

কর্ণপুর—কর্ণভূষণ। বরণডালায় সোনা দিতে হয়; মেয়েরা প্রায় কান থেকে সোনার  
মাকড়ি খুলিয়া দেয়; তাহা হইতে লোকের সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে বরণডালায়  
ঝুঁকি কর্ণভূষণই দিতে হয়।

বাঙ্কিলা করে হুত্র—হাতে হুতা বাঁধার তাৎপর্য বরবধুর মিলন।

প্রশস্ত ঘিপপাত্র—প্রশস্ত দীপপাত্র। একটি পাত্রে চাল রাখিয়া তার উপর প্রদীপ  
বসাইয়া জালা হয়; ইহা পূর্ণতা ও উজ্জলতার প্রতীক; এই পাত্রকে পূর্ণপাত্র  
বা প্রশস্ত পাত্র বলে। প্রশস্ত=শ্রেষ্ঠ।

দীপঃ প্রশস্তিপাত্রং চ বন্দনীয়ং শুভে দিনে।

হর্ষাদ্ উৎসবকালে যদ্ অলঙ্কারাংস্তদাদিকম্।

আকৃষ্যা গৃহতে পূর্ণপাত্রং পূর্ণালককং তং ॥—জটাধরঃ।

বিনা পার্বেণ যঃ কুর্গ্যাৎ প্রতিষ্ঠা যাঞ্জিকীং ক্রিয়াম্।

বিফলা ভবতে সর্বা বাহনাদিনাপহা ॥—দেবীপুরাণ।

দীপেন লোকান্ জয়তি দীপন্তেজোময়ঃ স্তুতঃ।

চতুর্কর্ণপ্রদো দীপস্ তস্মাদ্ দীপঃ স্তুতঃ শ্রিয়ে ॥

—কালিকাপুরাণ, ৬৮ অধ্যায়।

বাঙ্কিলা প্রশস্ত পাত্র হুত্র বাধে করে।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

সিঁথি—স° সীমন্ত । সীমন্তদেশের অলঙ্কার ।—

সুবর্ণ চিহ্নগী করি আঁচড়িলা কেশ ।

নানা ছাঁদে কবরি বাক্সি বনাইল বেশ ॥

কিবা শোভা পায় তার সুবর্ণের সিঁথি ।

গজমুকুতা তাহে দিলেন পাতি পাতি ॥

নয়নে কাজল-রেখা সিঁথায় সিম্বর ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

কাণা হরিদন্তের মনসামঙ্গলে সীমন্ত অর্থে সীতা শব্দ আছে ।

### ৭১ পৃষ্ঠা

মাতৃকা—ষোড়শ মাতৃকা—গৌরী পদ্মা শতী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা  
বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা ও কুলদেবতা ; এঁরা অমৃত্রবধে দেবী  
চূর্ণাকে সাহায্য করিবার জন্য দেবশক্তি হইতে উৎপন্ন হন ।—বরাহপুরাণ,  
কৃষ্ণপুরাণ, দেবীপুরাণ, স্কন্দপুরাণ মাছেশ্বরবণ্ড অরুণাচলমাহাত্ম্য উত্তরার্ধ ১৯  
অধ্যায় । ইত্যাদি । স্কন্দসহচরীদিগের নামও মাতৃকা ( মহাভারত, বনপর্ক ) ।

বিবাহের সময় “ গৌরাদি ষোড়শমাতৃকাভ্যো নমঃ ” বলিয়া পূজা করা মানবীর  
বিধি ; কিন্তু গৌরীর বিবাহে গৌরীরই পূজার কথা বলাতে কবিকল্পের উক্তি  
অসুচিততা দোষ হইয়াছে ।

বহুধারা—বহু ছিলেন চেদিরাজ্যের রাজা ; তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রের মিত্রতা ছিল, ইন্দ্র  
বহুকে একখানি পুষ্পকরথ উপহার দেন ; তিনি সেই রথে শুল্বে বিচরণ করিতেন  
বলিয়া তাঁর অপব নাম হয় উপরিচর ; এঁরই কস্তা মন্ত্রগন্ধা—ব্যানদেবের মাতা !  
উপরিচর বহু চন্দ্রবংশীয় কুন্তিরাজের পুত্র ; তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন । একদা  
ঋষিগণে ও দেবগণে বিবাদ উপস্থিত হয় যজ্ঞে কোন বলি মেধা তার মীমাংসা  
নইয়া—ঋষিগণ বলিতেছিলেন ওষধি বলি সমীচীন ও দেবগণ বলিতেছিলেন পশু  
বলি মেধা । উভয় পক্ষ উপরিচর বহুকে মধ্যস্থ মানিলেন । চেদিরাজ বহু  
বলিলেন—পশু বলিই বিধেয় । ইহাতে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বহুকে শাপ দেন—  
যেমন তুমি দেবপক্ষপাতে অশাস্ত্রীয় মীমাংসা করিলে, সেইহেতু তুমি পাতালে যাও ।  
শাপ উচ্চারিত হইয়া মাত্র বহু ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন । বিষ্ণু ভক্তের  
ভক্তগণের জন্য নির্দেশ করিলেন যে নানৌশ্রদ্ধাদিতে গৃহভিত্তিতে দ্বুতধারা গিতে  
হইবে এবং চেদিরাজ বহু সেই দ্বুতধারা পাতাল হইতে পান করিবেন ।

—সহায়িত ।



চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে গৃহপাচীয়ে পঞ্চযুতধারা দিবার ব্যবস্থা  
শ্রাদ্ধতত্ত্বত্ব ছানোগপরিশিষ্টের কাত্যায়ন-বচনে পাওয়া যায়। স্বাভাবিক পরবর্তী  
কালে স্বয়ং চেদিরাজ বসু ও দক্ষ দীর্ঘায়ু ও স্বর্গকামনায় বসুধারা দিয়াছিলেন।

—দেবীপূরণ, ৩৫ অধ্যায়।

বসুধারা দিবার নিয়ম ও তাৎপর্য—

কুডালয়াং বসোর্ ধারাং সপ্তবারান্ ঘৃতেন তু  
কাৰয়েং পঞ্চবারান্ বা নাতিনীচাং ন চোচ্ছি তাম্।  
আয়ুর্ন্যাপি চ শাস্ত্যর্থং জপ্তু। তত্র সমাহিতঃ  
যদ্ভাঃ পিতৃভ্যাস্ তদ্ অমু শ্রাদ্ধদানম্ উপক্রমেং ॥—শ্রাদ্ধতত্ত্ব।

নান্দী—[ নন্দ + ট = নান্দি (আনন্দিত হওয়া) + ট্র ] অভিপ্রেত কার্যেব নির্দিষ্ট  
পরিসমাপ্তির জন্য মঙ্গলাচরণ উদ্দেশ্যে শুভবন্দনায় দেবতার আনন্দবিধান নান্দী।  
“নন্দন্তি দেবতা যস্মাৎ তস্মান্ নান্দী প্রকোষ্ঠিতা।”—অমরকোষের টীকায় ভরত।  
বুদ্ধিশাক্তে পিতৃপূজা ও তর্পণ কর্তব্য (গোভিলসূত্র)। মালতীমাধবের টীকায়  
আছে—

দেবর্ষিজ্ঞানপাদীনাম্ আশীর্কননপূর্কিকা  
নান্দী কাগ্যা বৃধৈর্ যত্নান্ নমস্কারেণ সংযুতা।  
গঙ্গা নাগপতিঃ সোমঃ সূর্য্য নন্দা জয়াশিষঃ।  
এতিগ্নামপদৈঃ কাগ্যা নান্দী ধারাভির্ অম্বিতা।  
আশীর্কাদপরা নান্দী যোজ্যেয়ং মঙ্গলাস্মিক। ॥

নান্দী বা নান্দীমুখ করিতে হয়—

কঙ্কাপুত্রবিবাহেন, প্রবেশে নববৈশ্বনরঃ,  
নামকন্দ্যগি বালানাং, চূড়াকন্দ্যাদিকে তথা,  
সৌমন্তোন্নয়নে চৈব, পুত্রাদিমুখদর্শনে,  
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥—বিষ্ণুপুরাণ।  
দেব-বৃক্ষ-জলাদীনাং প্রতিষ্ঠায়াং বিশেষতঃ।  
তীর্থযাত্রা-ব্রহ্মোৎসর্গে বুদ্ধিশাক্তং প্রকোষ্ঠিতম্ ॥—মৎস্যপুরাণ।

জল সে শয়ে—জল সাধে অর্থাৎ জল প্রার্থনা করে। গ্রামস্থ প্রত্যেক গৃহস্থের সম্মতি  
ও আশীর্কাদের চিহ্ন স্বরূপ প্রত্যেক গৃহ হইতে জল চাহিয়া চাহিয়া ঘট ভরিতে  
হয় ও সেই জলে যার কলাগে অচ্ছান সেই শিশু বা বর বা কঙ্কাকে স্নান

করাইয়া তার অমঙ্গল ধোত করিয়া ফেলা হয়। ইহা বোধ হয় শৌকিক  
স্ট্রীআচার মাত্র, শাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়। তুঃ—

নগরে চতবে                      প্রতি ঘরে ঘরে  
নাছে বাটে হাটে ঘাটে ।

আনন্দ-কোলাহলে              পাণি সাহি বলে

রসিক রমণী ঠাটে ॥—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ।

সি সংগ্রহ, সাধ > সহ্য, সওয়া ; অ' সহী (=সম্মতি, স্বীকার, ইচ্ছা) > সহ্য, সওয়া ।

আয়্য—সধবা । আয়ুত্মতী শব্দের সংক্ষেপ । স্ত্রীলোক বিধবা হইলেই হয় সে সহমরণে  
যায়, নয় সর্ববক্ষিতা হইয়া মৃতকল্পা হইয়া থাকে ; এতজ্ঞ যে পর্য্যন্ত তার স্বামী  
জীবিত থাকে সে পর্য্যন্তই তারও আয়ু ধরা হয় ; তাহা হইতে আয়ুত্মতী শব্দ  
সধবা শব্দের সমার্থক হইয়াছে ।

চলাহলি—মুখবিবরে দ্রুত ক্রিয়াতাড়না করিয়া চল্‌চল শব্দ ; একে সংস্কৃতে মুখঘণ্টা  
বলে ( ত্রিকাণ্ড-শেষ ) ।

মঙ্গলকর্মে চলুধ্বনি করা মঙ্গলজনক—

বিবাহে স্নানস্ত্রীস্বভূষোল্লুধ্বনীরবাঃ ।

দেবীসঙ্গীততাবেক্য লাজমঙ্গলবর্তনম্ ॥

—কবিকল্পলতা ১ স্তবক ৩ কৃষ্ণম ।

চলুধ্বনি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রবিধি হইলেও এখন বোধ হয় এক বঙ্গদেশ ছাড়া  
অত্র কোনো প্রদেশে প্রচলিত নাই । বর্তমান ইজিপ্টের কপ্ট জাতির মধ্যে  
উলুধ্বনি করিবার প্রথা প্রচলিত আছে ।—The Manners and Customs of  
the Modern Egyptians, by Lane. প্রঃ—

সন্ধ্যা চলাহলি পড়ে              নেতর পতকা উড়ে

ধবল আসনে নিরঞ্জন ।—শৃঙ্গপুৰাণ ।

জয় জয় চলাহলী দিল দেবগণ ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

পঞ্চ বৈরাটী তখনই আনিল ডাক দিয়া ।

উলু উলু শব্দ করিবার লাগিল ।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

তড়ল মঙ্গলন—ভূতপ্রেতের কুদৃষ্টি অপসারণের জন্য শুড়চাল ছুড়িয়া খণ্ডরাংলয়ের দ্বাৰে  
সমাগত বরকে মাঝে ; উদ্দেশ্য—যেসব ভূত বরের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে তাহা  
গুড়মাথা চাল খাইবার লোভে বরকে ছাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া-পড়া গুড়চাল

খুঁটিয়া খাইতে থাকিবে ও সেই অবসরে বরকে খণ্ডরগৃহে প্রবেশ করাইয়া লওয়া  
হইবে। এইরূপ তুক বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন আকারে আছে; ইংরেজের  
ছেঁড়া জুতা ছুড়িয়া বরের ভূত ভাগায়।

দেয়ড়ি—দীপালি>দীয়ালি>দীয়াড়ি>দেয়ড়ি>দেউটি। স° দীপিকা=মশাল। স°

দীপ্তি>দেউটি>দেয়ড়ি। রুত্তিবাসী রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে—অলস্ত দীপতি।

শূভপুরাণে দৌবর=দৌপ। বৌদ্ধগান ও দোহায় দিধলি=দধ করিল।

দান—স° দানব শব্দজ। আরবী দানা=ভূত।

ঝড়—স° ঝর=বর্ষণ। চট্টগ্রামে ঝড়=বৃষ্টি; মালদহে ঝড়ি=বৃষ্টি। তাহা হইতে

ঝড় অর্থান্তর পাটয়াছে জোর বাতাস। স° ঝঙ্কা>প্রা° ঝড়>স° ঝটিকা।

আহিলা—ছাপার ভুল। শুদ্ধ পাঠ—আইলা।

বিরল করি স্থল—পাছে কুলোকের কুদৃষ্টি লাগিয়া অমঙ্গল হয় এই ভয়ে বরণের ও  
শুভদৃষ্টির সময় অপর লোককে অপস্থত করা হয়। এখনো বিবাহের  
শুভদৃষ্টির সময় নাপিতেরা কুলোকদের ভয় দেখাইয়া ছড়া কাটে—

আমার মতন হাত হবে,

ভাতার-পুতের মাথা পাবে।

পাছে ইহাতেও কুলোক না সরিয়া যায় তাই বরকন্ডার মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়া  
শুভদৃষ্টি করানো হয়।

হরগোরীর এট বিবাহবর্ণনার মধ্যে দেবত্ব কিছুই নাই, ইহা যেন বাঙালী দম্পতিরই  
বিবাহ বর্ণনা। কবিকঙ্কণ স্বসময়ের ও স্বসমাজের বিবাহের ছবির শব্দচিত্র  
আঁকিয়া রাখিয়াছেন।

## মেনকার খেদ ( ৭২—৭৩ পৃষ্ঠা )

### ৭২ পৃষ্ঠা

ঢালিলা দধি—বিবাহের সময় আমাতার পদপ্রক্ষালন করিতে হয় এই মন্ত্বে—প্রজাপতির  
অধির্ বিরাড়-গায়ত্রী ক্রন্দঃ শ্রীর্ দেবতা সবাপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ। সবাং  
পাদম্ অবনেনিজে অগ্নিন্ রাষ্ট্রে শিয়ং দধে।° এই মন্ত্বে দধে শব্দের অর্থ দান  
করা; কিন্তু দধির সঙ্গে রূপসাদৃশ্য থাকিতে বরের পায়ে দধি ঢালা রীতি হইয়া

দাঁড়াইমাছে অসুমান করি। দধি ঢালা বরের মেজাজ ঠাণ্ডা করার প্রতীক হইতে পারে। এই রীতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত দেখা যায়।

চরণে তালিল দধি হরষিত চিতে ।—চৈতন্যমঙ্গল ।

পায়ে নখি দিল, শিরে দুর্কীধান ।

মাথায় নিছিঞা পেলেন শত শত পান ॥

—কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড।

माईया—स<sup>०</sup> मातृ > माई । माई + ईया = माईया । ०<sup>०</sup> माईकिनिआं, असमयी माईको =  
मातृकातीया, कथा । प्र:—

কাঞ্চন পাটে ধরিয়া বসিয়া মহেশ্বরে ফিরায় যতেক মেয়া ।

—-রমাই পণ্ডিত ।

মোয়—মোহে, মমতায় । প্রঃ—

সম্পদ সম্মান সুখ সংসারের মো।—ঘনরাম।

বলক—স° জলকা, বলা, বল্লী=আত্মপেৰ উল্লি বা অগ্নিশিখা।—জ্বালান্ধিৰলকা।—  
 হেমচন্দ্ৰ। প্রঃ—

সুন্দর আলকে সিম্ধুর ঝলকে ।—কৃষ্ণানন্দ (অপ্রকাশিত পদ্যদ্বাবলী)।

লোয়—স<sup>০</sup> লোতক > লোত > লোহ > লো = অশ। লো + য় সম্প্রসারিত।

ପଢ଼ିତା—ମ<sup>ଠି</sup> ପବିତ୍ରା ଶବ୍ଦ ।

চকু খায়া—দৃষ্টিহীন হইয়া। Typical মেয়েলি গান।

হেন—বেদিক এনা; এমন > হেমন > হেন। স' এবং, অনেন > অপভ্রংশ প্রাকৃত  
হিঙ্গি, হেঙ্গ।

বাঙ্গিয়া—স<sup>০</sup> বৈষ্ণব বা ব্যাধ শব্দজ; অথবা আরবী নাম (জমলা) + ইয়া = জমুলে, বনচৰ।

ଆବନୀ ବଳ = ବେହେନ ସାଥୀର ଜାତି ।    ପ୍ର:—

বাদিস্বার বেশ ধরি বেড়ার সে বাড়ী বাড়ী ।—চণ্ডীদাস ।

ডাকিনী-যোগিনী-ভয়                      ধড়ে প্রাণ নাহি রয়

বাদিয়া সাধিয়া আনে যায় ।

—ରାଜକ୍ଷେତ୍ର ( ଅପ୍ରକାଶିତ ମନରହାନୀ ) ।

পোয়—স<sup>১</sup> পোত > প্রা<sup>২</sup> পোম > বা<sup>৩</sup> পো, ও<sup>৪</sup> পুম, তে<sup>৫</sup> পৈয়, তা<sup>৬</sup> পৈয়ন। প্রঃ—

যশোদার পোষ আক্ষে হাতে ধরৌ তাঁনা ।—শ্রীকৃষ্ণকোঠিন ।

বিরহে বিকলী পোতো মো নন্দের পোএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ছোয়—স° কবল > ছোবল > ছো=হঠাৎ দংশন। কিংবা স° √ ছূপ=ঈষৎ স্পর্শ।

স° √ ছম—ভক্ষণে। প্রঃ—

কাফাঙ্কি মোরে নাহি ছো।

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছো দিয়া সে পড়ে।—কৃত্তিবাস।

বৌদ্ধগান ও দোহার ছুপই=ছোয়।

ঔষধ সাধিয়া—ঔষধ সংযোগ করিয়া, ঔষধের দ্বারা সিদ্ধি করিয়া।

ধাক্কা—স° দ্বন্দ্ব শব্দজ। প্রঃ—

কিছু নাহি কর অপরাধ।

তভো কোপ তোব এ বড় ধাক্কা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সাপের মাথায় চান্দা—সাপের মাথায় মণি।

হের—স° √ ভল, জৈন সংস্কৃত √ হের=নিরীক্ষণ, নিরূপণ। তুলনীয় সংস্কৃত শব্দ

হেরিক=গুপ্তচর ( তুঃ ই° spy )।

হের আসে আইহন গোআল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বৌদ্ধগান ও দোহার হের=দেখ।

গরুড় মণি—মরকত মণির নামান্তর। প্রঃ—

গলায় গরুড়মণি গজমতি হার।—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল।

কানাকানি—কানে কানে কথা কানাকানি। বছরীহি সমাস।

ছানো—স° ছন্ন, ছাদন হইতে। চক্ষের তারা আবরক খেতবর্ণ ঝিল্লি যাতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

## ৭৩ পৃষ্ঠা

ঈষরমূল—স° অকম্বলা; বাংলা অপর নাম পাখীলতা; *Aristolochia indica*.

তথি—তথায়, তাহাতে। স° তত্র > প্রা° তথ।

ডালা—ডল্লক, বংশনিশ্চিত পাত্র। প্রঃ—

ফলে তাষ্লে ভরি লয়া বাহা ডালী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ফালি—স° √ ফল=ভেদন; অসমীয়া ফাল=টুকরা। লঘা টুকরা। প্রঃ—

উঠিয়া সত্বরে নারায়ণ বাহ ফাল করিলা তখন।

হুফার হৈল শিলা কালীর রূপায়।—মাণিক গাঙ্গুলী।

চান্দ স্নেহ এনি পথ ফাল।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

গুড়ি গুড়ি—( স° √ গুর = গতি ) দ্রুতগতি ; অথবা ( স° [গুর = গোপন ) সঙ্কুচিত হইয়া ।

সিংহনাদ—স° শৃঙ্গনাদ—নাথপন্থী কানফট যোগীদের গলার গণ্ডারের শিঙ্গা । প্রাচীন বাংলায় শৃঙ্গ > সিংহ হইত ।

অলকা তিলকা ভালে

বনমালা দেহ গলে

সিংহা বেত্র বেণু দেহ হাতে ।—পদসজ্জাবলী ।

ধূত ধূত করি দিল সিন্ধাতে নাদয় ।

চমকিত হইল তবে মীননাথের গাও ॥

পুরির ভিতরে থাকি সিংহনাদ শুনি ।

আস পাশ চাহে মীনে নিজ মনে গুণি ॥

সিংহনাদ সুনী তবে মীনে কহে ছলে ।—গোরক্ষবিজয় ।

পদক—দেবতা-পদ-অঙ্কিত কণ্ঠভূষা ।

এই পরিচ্ছেদের মূল শিবপুরাণের ( ১৭ অধ্যায় ) মেনকার খেদ । মুকুন্দভারতী-বিরচিত জগন্নাথবিজয় কাব্যে কাঠের জগন্নাথের বিবাহ উপলক্ষে জগন্নাথের শান্তিডৌও মেনকার খেদোক্তির স্থায় খেদ করিয়াছেন দেখা যায় ।

এইসব উপাখ্যান ছেলেমানুষকে রূপকথা শুনাটবার মত—সম্ভব-অসম্ভবের ঝিচুড়ি পরিবেষণ । শ্রোতাদের খাতিরে দেবতাদের কেবল মানুষ নয়—নিতান্ত পাড়াগায়ে মানুষ করিয়া ফেলা হইয়াছে ।

## নারীগণের পতিনিন্দা ( ৭৪—৭৫ পৃষ্ঠা )

৭৪ পৃষ্ঠা

এই প্রসঙ্গটির ছন্দ একটু নূতন ; এর ওজন অক্ষর গণনায় নয়, ইহা মাত্রাবৃত্ত ; শব্দের অন্তের হ্রস্ব ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে শব্দের অপর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে চঞ্চল নর্তনপর ছন্দ সৃষ্টি হইয়াছে । ইহা বাংলার ছড়ার বিশেষ নিজস্ব ছন্দ ; ইহা কেবল চলতি কথায় রচনা করা চলে, সংস্কৃত-বাংলায় রচনা করা অসম্ভব । কবিকঙ্কণ কিস্তি ছন্দটি ঠিক আয়ত্ত করিতে পারেন নাট, প্রতি পদে ছন্দপতন ঘটিভঙ্গ হইয়াছে ।

শাক হুণ ঘণ্ট—অর্থাৎ বাহা কোমল, সুপাচ্য, সহজে গলাধঃ করা যায়, এমন ব্যঞ্জন।

ঘণ্ট—সংস্কৃত শব্দ। ঘাঁটিয়া পাক করা ব্যঞ্জন। প্রঃ—

কমল-কুলিশ-ঘণ্ট করছ' বিআলী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক।—ভারতচন্দ্র।

দড়—দৃঢ়, কঠিন। প্রঃ—

লোচন বোলে আগো দিদি বুক করে গা দড়।—

—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

মারয়ে পিড়ির বাড়ি—সেকালে স্বামীরা স্ত্রীকে মারিত, স্ত্রীরা পতি-দেবতার মার খাইয়া প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, কেবল রোদন সম্বল ছিল। সেকালে মারিবার অস্ত্র ছিল পিড়ি; ইহা বারবার দেখা যাইবে।

পিড়ি—স° পীঠ। শূন্তপুরাণে পিড়ি; রমাই-পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধানে পেড়ি।

বাড়ি—? আঘাত।

গোদা, গোদ—? প্রঃ—

তখনে গোদা ঘম চলিল হাটিয়া।—রাজা মাণিকচন্দ্রের গান।

বারমাস দারুণ গোদে গন্ধ ছাড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল।

কোরা—স° কোর।

কতি—স° কুত্র > প্রা° কুথ > বা° কতি, কোথা। প্রঃ—

দেখ সন্ধে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ভাদ্রপদমাস—যে মাসে সূর্য্য পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকে।

পাঁকাইড়—স° পঙ্ক > প্রা° পাঁক। পাঁক + আটড় = পাঁক সম্বন্ধীয় বা পাঁক হইতে সজ্জাত রোগ। পাকুই।

নাকার—ন° শুদ্ধার।

পারা—স° প্রার = সদৃশ।

কাল—তেলেণ্ড তামিল কেল = শোনা। যে শোনে না সে কাল। তাহা হইতে অর্ধাট্টীন সংস্কৃত কল > ওড়িয়া কাল, আসা° কলা। প্রঃ—

গুরুবোধসে সীসা ( = শিষ্য ) কাল।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

আনের—অন্তের। প্রঃ—অণ চাহন্তে অণ বিণঠী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ভাল—স° ভদ্র > প্রা° ভল্ল > ও° ভল, হি° ম° ভলা, বা° ভাল। প্রঃ—

মরে ভাল জীএ ভাল জানাইলোঁ তোরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ঠারেরে—স° √ স্ব—আচ্ছাদনে। চোখের পাতা চাপিয়া ইজিত। বা° ঠাহর  
শব্দের সঙ্গে যোগ আছে; শব্দের উদ্ভব অনিশ্চিত।—প্রঃ—

ঠারেরা ঠারেরা জ্বী আতুল দেখাইল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ঠারেরে তোর তোরেরে দেখিলাম নয়ানে।—গোচনদাস।

শনে—স° সঙ্গ > সঞ্চে > সনে। স° সমস্ > বা° সমে (কৃষ্ণকীর্তন) > সনে।  
গরুর শরনে—(১) গরুর শ্রায় নিকোঁথের সঙ্গে, অথবা (২) গরুড়ের শ্রায় গভীর  
নিদ্রাবিষ্টের সঙ্গে। গরুড় হাজার বছর ডিমের ভিতর ছিল।

—মহাভারত, আদিপর্ব ১৬ অধ্যায়।

নাতি—স° নপ্ত < নপ্তা > প্রা° নতি। প্রঃ—

আন্ধে তোর বড়ায়ি, তোন্ধে মোর নাতি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ঝি—স° হুহিতা > প্রা° ধীদা > পালি দিতা, ধীতা, ধা, ধি > ঝি। স° ধীলাট, ঝলা  
= কস্তা।

প্রয়োগ তেল—ঔষধ্যুক্ত তেল।

বটে—স° বর্ত্ততে > পালি বট্ঠতি, প্রা° বট্ঠই > বা° বটে। বৌদ্ধগান ও মোহায়  
বত্তই বট্ঠই বট ত্রিবিধ রূপই আছে।

ঝোড়া—স° ঝজ > প্রা° ষোড়—(ষোড় ধোরো তু ঝজকে।—হেমচন্দ্র।) > অর্কাটীন  
স° ষোড়, পোড়র। প্রঃ—খনে হএ ধোর ধোণেকৈ কানে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কুজা—স° কুজ। প্রঃ—কুজা কুটুজ কদম।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

খান্দা—স° কুদ > প্রা° খুদ > বা° খাদা=ছোট (নাক বার)। প্রঃ—

খান্দা নাকে খান্দা লেগে রক্ত পড়ে শোভে।—কুন্তিবাস, অরণ্যকাণ্ড।

## ৭৫ পৃষ্ঠা

মন্দার—মন্দর পর্বত।

কামনা করিয়া গিয়া সাগরে মরিব—কোন কিছু কামনা করিয়া সাগরে আত্মহত্যা  
করিলে পরজন্মে সেট কামনা পূর্ণ হয় এট জনপ্রবাদে বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসের  
শাস্ত্রবিধি খুঁজিয়া পাঠি নাই।

রহিব—স° √ অস বা √ রাজ > প্রা° রহ।

ঘরে—স° গৃহ > প্রা° ঘর।

কেন—কমন। প্রঃ—

আন্ধা এড়ি কেনমতে ধরিলে পরাণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।



মনকলা—মানসাক্ষ কবীর প্রচলিত কথা। কাউকে বলা হয় তুমি মনে মনে কলা খাও, কটা কলা খাইলে তাহা আমি বলিয়া দিব। তার পর তার সেই খাওয়া কলার সঙ্গে একটা অঙ্ক যোগ করিয়া যোগফল জানিতে হয় ও যোগফল হইতে শেষের অঙ্ক বাদ দিলেই তার কলা খাওয়ার সংখ্যা বলা যায়। এই অঙ্ক নানা উপায়ে জটিলও করা চলে। সে ঘাট হোক, যে ব্যক্তি কাল্পনিক কলা খায়, তার সেই কলাকে মনকলা বলে। তাহা হইতে মনকলা খাওয়ার মানে—কল্পনায় সুখভোগ করা, যে স্থলের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। প্রঃ—

দেখি বিশ্বস্তর

যেন পাঁচশর

জানি মনকলা খাহ।

—লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গল, আদিখণ্ড।

মজুক—স<sup>১</sup>✓মঙ্গ, মজ্জ। বৌদ্ধগান ও দোহায় মজ্জ ধাতু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মজ ধাতু।

সুপুরুষ দর্শনে স্বীলোকদিগকে দিয়া পতিনিন্দা করানো প্রাচীন কাব্যের একটা মামূলি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জগৎজীবনের মনসার গীতে লখিন্দরের রূপ দেখিয়া, ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের রূপ দেখিয়া, অন্নদামঙ্গলে সুলকের রূপ দেখিয়া ও অজ্ঞাত বহু কাব্যে রমণীগণের পতিনিন্দা আছে। এমনকি জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে চৈতন্তদেবের রূপ দেখিয়া নারীদের পতিনিন্দা আছে।

স্বীলোকদের দিয়া এইরূপে পতিনিন্দা করাইয়া স্বীচরিত্রকে হীন ও হেয় করা ত হইয়াছেই, স্বীলোকদের নৈতিক বলের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইয়া সমাজকেও অধঃপাতে ফেলা হইয়াছে ও দেবকাহিনীকে শুধু মর্ত্য নয়, হেয় করিয়া ছাড়া হইয়াছে। ইহা Epic বা মহাকাব্যের একেবারে উল্টা পিঠ। এখনকার কোনো কবি এমন করিতে পারে না, তার কারণ সেকালের তুলনায় একালের outlook ঢের উন্নত ও প্রসারিত হইয়াছে।

শিবের মোহন রূপ দেখিয়া নারীগণের পতিনিন্দার মূল—মৎস্যপুরাণ, ১৪৫ অধ্যায়, ৪৭০-৪৭৮ শ্লোক।—

দধ্মনোভব এষ পিনাকী

কামরতে স্বয়মেব বিহন্তু ম্।

কাচিদপি স্বয়মেব পতন্তী

প্রাচ পরাং বিরহশ্লিতান্নীমূ। ইত্যাদি।

কিন্তু কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের এই পতিনিন্দার আদর্শ মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে ( সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ ৮৫ পৃষ্ঠায় ) দেখিতে পাওয়া যায়।

## হরগৌরীর বিবাহ ( ৭৫—৭৬ পৃষ্ঠা )

হরগৌরীর বিবাহ হইয়াছিল ইমালয়ের প্রিয় আলয় ঔষধিপ্রস্তুত বৈবস্বত মনস্তরে ।

—স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড ৭৭ অধ্যায় ।

### ৭৫ পৃষ্ঠা

কাণ্ডার পটু—স<sup>০</sup> স্বক্কাবার, কাণ্ডপট (দশকুমারচরিত) । কানাত, পর্দা ।

কাপড় কাণ্ডার আড়ে কানড়া রূপসী ।—ঘনরাম ।

শিশুরে আনিয়া রাখ কাণ্ডার ভিতরে ।—উদ্ধবের রাধিকামঙ্গল ।

চৈতন্তমঙ্গলে—অন্তঃপট ।

নিছিয়া—বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে সুপ্রচলিত শব্দ । বা<sup>০</sup>√নিছ (=অন্তঃ মুছিয়া ফেলা) > স<sup>০</sup> প্রতিক্রপ নিম<sup>০</sup>ছন । নিছনি শব্দের প্রয়োগ শূর্যপুরাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর দেখা যায় ।

পেলীয়া—স<sup>০</sup>√পেল=গতি । প্রা<sup>০</sup>পেল > বা<sup>০</sup>ফেল=নিক্ষেপ করা । তুঃ—

আল-মাণ-বাবহারে পেলহ ।—বোদ্ধগান ও দোহা ।

মাণায় নিছিয়া পেলেন শত শত পান ।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উ, কা ।

সুন ভার পেলাইয়া হাটে । রাধা সঙ্গে যায় বাটে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

ছামনি—স<sup>০</sup> সমুখ > বা<sup>০</sup> সাম্নে, সাম্না-সাম্নি । দস্তা স-এর বাংলা প্রতিক্রপ ছ হয়, যথা—ওসি > ওছি, সৈয়দ > ছৈয়দ, মুসলমান > মুছলমান, ইত্যাদি । সামনি > ছামনি । উভয়ে মুখামুখী হইয়া শুভদৃষ্টি । প্রঃ—

ছামনি নাড়িয়া অভিচারে দিল মন ।—শিবায়ন ।

ছামুনি নাড়িল দোহে আনন্দে বিভোলা ।—চৈতন্তমঙ্গল, আদিখণ্ড ।

হলাহলী—৭০-৭১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য ।

বাক্যের বিশদ—ব্রজা হইতে বাক্য ও বাগ্‌দেবতার উদ্ভব । (মৎস্যপুরাণ ১৫৪ অ, ৪৮৩-৪৮৫ শ্লোক । স্কন্দপুরাণ বদরিকা ৬, অরুণাচল ৯, অবন্তী ২, প্রোতাস ২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।)

গ্রহছড়া—গাঁটছড়া, বরকত্তার অঞ্চলে অঞ্চলে গ্রহি—উভয়ের মিলনের প্রতীক ।  
গ্রহি+ছটা ।

বন্ধনে—বন্ধন ।

## ৭৬ পৃষ্ঠা

দেখিলা অরুন্ধতী—অগ্নি (পূর্ববর্তী উপাখ্যানে শিব) সপ্তর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইলে অরুন্ধতী ভিন্ন অপর ছয় ঋষি-পত্নীর চিত্তচাক্ষুণ্য ঘটয়াছিল (মহাভারত, বনপর্ক স্বন্দজ্ঞাপান)। বিকারহেতু উপস্থিত হওয়া সবেও অরুন্ধতী পাত্তিব্রতাম্বলিত হন নাই। তাই তিনি আদর্শ সতী, তাঁহার সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্থান হইয়াছে। বিবাহের পর বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র (Alkor of Ursa Major) দেখানোর তাৎপর্য—অরুন্ধতী দেবীর আশীর্বাদে এই বধূও পতিব্রতা হইবে।—স্বন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ১৮ অধ্যায়; গৃহস্থত্র।

তবে ধ্রুব অরুন্ধতী দরশন করি।

শুভুর-মন্দিরে গৌর বঞ্চিল সর্বরী।

—জ্ঞানেন্দ্রের চৈতন্যমঙ্গল।

সখী দিলা—প্রাচীনকালে রাজকন্যার বিবাহ হইলে সঙ্গে সখী বা দাসী দেওয়া পদ্ধতি ছিল, তারা বরের উপপত্নীরূপে রাজবাড়ীতে থাকিত। তুঃ—

একশত বান্দী দিলে ব্যবহার কারণে ॥

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

পদ্মাবতী—পদ্মাবতী পরে চণ্ডীর সপত্নীকন্যা পদ্মসন্তবা মনসা দেবী হইয়াছেন। পদ্মাপুরাণ দ্রষ্টব্য।

গোঙল্যো—স<sup>০</sup>✓গম=যাপন করা। প্রঃ—

সকল রজনী ধনি কোপে গোঙায়লি

কেলি করাবি কোন বেরা।—বিজ্ঞাপতি।

## গণেশের জন্ম (৭৬—৭৮ পৃষ্ঠা)

## ৭৬ পৃষ্ঠা

গণেশ-জন্মের উপাখ্যান নানা পুরাণে নানারূপ। তাহার কতকগুলি গণেশের ইতিহাসে ৯-১০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। অপর কয়েকটির সংক্ষেপ পরিচয় এখানে দিতেছি—

(১) পার্শ্বতীর স্নানের সময় শিব উপস্থিত হওয়াতে পার্শ্বতী লজ্জা পান; এবং পাঁচারা দিব্যর জন্তু ভলাশয়ের পক্ষ তুলিয়া গণেশকে গঠন ও গ্রাণধান করেন; পরে

শিবকে পার্শ্বতীর স্নানের স্থানে যাইতে বাধা দেওয়াতে শিবের হাতে গণেশের মাথা কাটা যায় ও পরে একদন্ত এক হস্তীর মুণ্ড সংযোজিত হয়।—শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা ৩২—৩৪ অধ্যায়।

(২) শিব দেবতাদের শত্রু দৈত্যদের বিরূ ঘটাইবার জন্য স্বয়ং উমাগর্ভে প্রবেশ করিয়া গজানন বিদ্রুপিত গণেশ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।—লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ ১০৫ অধ্যায়।

(৩) পার্শ্বতী স্বীয় গাত্রমল হইতে গজানন পুত্র সৃষ্টি করেন।—বামনপুরাণ ৫৪ অধ্যায়। স্বন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২৭ অধ্যায়। প্রভাসখণ্ডে প্রভাসমাহাত্ম্য ৩৮ অধ্যায়।

(৪) পার্শ্বতী উজ্জ্বললেপ হইতে একটি পুতুল প্রস্তুত করেন, কিন্তু লেপ কম পড়ায় উহার মস্তক গঠিত হয় না; কার্তিক এক গজমুণ্ড তানিয়া জুড়িয়া দেন। তখন কার্তিক কুঠারাস্ত্র ও গোবী মোদকপূর্ণ ভোজ্যপাত্র উপহার দেন। মোদকের গন্ধে এক মূষিক গষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসে ও সেই মোদক খাইয়া অমর হইয়া গণেশের বাহন হয়।—স্বন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে অর্কদখণ্ড ৩২ অধ্যায়।

(৫) ত্রীকৃষ্ণ গণেশরূপে পার্শ্বতীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন।—ত্র্যম্বকবৈবর্তপুরাণ, গণেশখণ্ড ৮ অধ্যায়।

(৬) পার্শ্বতীর গাত্রমল হইতে একেবারে গজানন গণেশ প্রস্তুত ও প্রাণবান হইলে শিব তাঁহাকে উপহার দিলেন কুঠার, পার্শ্বতী দিলেন অক্ষয় মোদকপূর্ণ পাত্র, কার্তিকেয় দিলেন বাহন মূষিক, ত্র্যম্বক দিলেন অত্যন্ত অনাগত বর্ধমান সম্বন্ধে জ্ঞান, বিষ্ণু দিলেন প্রজ্ঞা, ইন্দ্র ও কামদেব দিলেন উত্তম সৌভাগ্য, কুবের দিলেন বিভব, হৃগ্য প্রতাপ, চন্দ্র কান্তি, এবং অগ্নি দেবীগণ বিবিধ ইষ্টবস্তু।

—স্বন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ১৪২ অধ্যায়।

(৭) বিষ্ণু নিজ পাণিতল মছন করিয়া সর্কদেবময় গজাননকে সৃষ্টি করেন।

—দেবীপুরাণ ১১২ অধ্যায়।

গণেশের জন্ম ও বাসস্থান মালব্য পর্বত।—দেবীপুরাণ ৪৪ ও ১১২ অধ্যায়।

পাকে—কর্ণের ফলে, উপায়ে। তুঃ—

কোন্ পাকে সে পত্রা আইলা প্রভুস্থানে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

তুল্ল—তুল্ল। স° তুণ্ড = মুখ।

৭৭ পৃষ্ঠা

আলা—আইলা, আসিলা।

কহ—স° √ কথ > প্রা° কহ।

শালভঞ্জী—স° শালভঞ্জী=শালকাঠে গড়া পুতুল, তাহা হইতে কাঠের পুতুল। তুঃ—

রাজশেখর-রুত বিকশালভঞ্জিকা নাটক।

নিখিতি—নিখাগ।

দিলান—দিলেন।

আখিঠার—স° অক্খি>প্রা° অক্খি>বা° আখি, আঁখি, ও° আখি, হি° আঁখি।

তুলনীয় আরবী আইন=চোখ। ঠার—√ স্থ, স্থ < আচ্ছাদনে। ও° ঠার।

চোখের পাতা টিপিয়া ইঙ্গিত।

চোটে—স° √ চুট ছেদনে, আঘাতে। প্রঃ—

লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়।

—কুন্তিবাস, লক্ষাকাণ্ড।

কন্ধে—স° কন্ধ>প্রা° কন্ধ>বা° কাঁধ>অর্ধাচীন স° কন্ধ।

কাটা কন্দে নাচে সর্ককাল।—শৃঙ্গপুরাণ।

হই আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

### ৭৮ পৃষ্ঠা

উঠি—উঃ+√ ঠা হইতে উত্থান>প্রা° উট্ঠ>বা° উঠ ধাতু।

নাহি—স° ন হি>প্রা° নহিঃ>ম° হি° নাহী, ও° নাহি, বা° নাহিঁ, নাই।

কেমতে জাইব পুত্র দেবতা-সমাক্ষ—দেবসমাজের উপযুক্ত পুত্র হয় নাই বলিয়া উমার খেদ। ইহার মধ্যে দেবত্বের এই ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে যে ভদ্রলোকদের দেবসমাজে গণেশ পরবর্তী কালে আগন্তুক দেবতা, এবং গণেশের সঙ্গে অপর দেবতাদের রূপসাদৃশ্য না থাকায় প্রথমে গণেশের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল।

সুতবুদ্ধি গণাধিপে করিলা পার্কতী—গণেশ-ঠাকুর যে পার্কতীগোষ্ঠীর কেউ নন, তিনি যে বাহিরের ঠাকুর আসিয়া পার্কতীর পোষাপুত্ররূপে দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন তার ইতিহাস এই পদে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ১১ অধ্যায়ে আছে যে গৌরী বক্ষা কৃত্রিমপুত্রিকা। ইহা ঠিক; কারণ, গণেশ কাস্তিক লক্ষ্মী সরস্বতী কেহই গৌরীর গর্ভজাত সন্তান নহেন।

এই গল্পে বাস্তবতার সঙ্গে অনৈসর্গিকতার, Realism এর সঙ্গে Transcendentalism এর খিচুড়ি করিয়া শ্রোতাদের নিকিচারে পরিবেশন করা হইয়াছে। কিন্তু এইসব স্বপ্নবৎ কাহিনীতে কাব্যে আপত্তি নাই। এর মধ্যে গৌরীর পুতুল গড়ার চিত্রে যে বাস্তবতা আছে সেইটাই শ্রোতাদের ভালো লাগে, তারা আর অন্য কিছু

সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন মনেও আনে না। গ্রাম্য শ্রোতাদের কাছে Idealism দেবতাতেও দরকার নাই মাহুখেও না। অসুত অসঙ্গতির ভিতর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে পাড়্যাগেয়ে দৈনিক গৃহযাত্রার যে চিত্রটুকু ফোটে, সকলে তাতেই খুসী।

## কার্তিকের জন্ম ( ৭৯—৮০ পৃষ্ঠা )

বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে কুমার কার্তিকের নাম নাই। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নির বহনামের মধ্যে কুমার নাম পাওয়া যায়। ললিতবিস্তরে দেখা যায়, বুদ্ধদেবের জন্মের পর সূতিকাগৃহে তাঁকে স্বন্দমূর্ত্তি দেখানো হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে রচিত মহাভাষ্যে দেখা যায়, দেবলেরা স্বন্দমূর্ত্তি গঠন করিয়া বিক্রয় করিত। ইহার পরেই মহাভারতে ও রামায়ণে স্বন্দ-উপাখ্যান লইয়া পুরাণ রচনার হুত্রপাত দেখা যায়। মহাভারতের বনপর্বে আছে যে শ্বাহা সপ্তর্ষিপত্নীদের মধ্যে এক অরুন্ধতী ছাড়া অপর ছয় জনের রূপ ধরিয়া অগ্নিকে ভজনা করেন ও অগ্নির স্বপ্ন বা স্থলিত তেজ হইতে স্বন্দ উৎপন্ন হন। অগ্নির এক নাম বদ্র ছিল বলিয়া, এবং অঙ্গিরার অগ্নির পত্নীর নাম শিবা ছিল বলিয়া, পরে সহজেই স্বন্দ রুদ্রপুত্র ও শিবা-পুত্র নামে পরিচিত হন। লোহিত-সাগরের কন্যা ( গ্রীক পুরাণে ঐর নাম এংবা ) কুমারকে ইন্দ্রপ্রেরিত জাতহারিণী মহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃকাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। ইন্দ্র কুমারকে বজ্র গ্রহণ করিলে কুমারের দেহ হইতে অপস্মার পুতনা প্রভৃতি মাতৃকাদের উৎপত্তি হয় (মহাভারত বনপর্ব; স্বন্দপুরাণ)। কুমারের ছয় মন্তক, তার একটি ছাগমুণ্ড। কুমারের বাহন তাত্রচূড় কুঙ্কট—ময়ূর নহে। এই “কুঙ্কটশ্চায়ািদত্তম্ তন্ত্র কেতুর্ অলঙ্কৃতঃ” (মহাভারত, বনপর্ব, ২২৮ অধ্যায়)। মৎস্তপুরাণে এই কুঙ্কট কুমারকে দেন বিশ্বকর্মা—দদৌ ক্রৌড়নকং ষষ্ঠী কুঙ্কটং কামরূপিনম্—মৎস্তপুরাণ, ১৫২ অধ্যায়। এই পুরাণেই আবার স্বন্দকে ময়ূরবাহনও বলা হইয়াছে। স্বন্দপুরাণেও তাঁহার এক নাম কুঙ্কটী (মাহেশ্বর কুমারিকা ২২)। কুমার স্বন্দ লক্ষ্মী ও দেবসেনা বধীকে বিবাহ করেন। মাদ মাসের শুক্লাপকর্ষীতে স্বন্দ ও লক্ষ্মীর পরিণয় হয় বলিয়া ঐ তিথি আজ পর্যন্ত ত্রীপকর্ষী নামে প্রসিদ্ধ আছে এবং বধী তিথিতে স্বন্দ তারকবিজয় করেন।

কুমারজন্মের সঙ্গে সপ্তর্ষির সম্পর্ক আগেই দেখিয়াছি। সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে কৃত্তিকা বলিত; কৃত্তিকা সম্পর্কে কুমারের নাম হয় কার্তিকের।

পরে যখন রুদ্র-অগ্নি রুদ্র-শিবের পরিণত হইলেন, তখন রুদ্রপুত্র ও শিবপুত্র সমার্থক হইল। কিন্তু শিবের পুত্ররূপে জন্মলাভের উপাখ্যানেও অগ্নি মধ্যস্থ থাকিলেন; অগ্নি (অথবা বায়ু—স্কন্দপুরাণ, নাগরথও ৭০ অধ্যায়) হরপার্কসীতীর রতিবিষয় ঘটাইলে শিববীৰ্য্য অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়; অগ্নি তাহা ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন; এবং সেখানে কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয় নক্ষত্র কুমারকে গোপনে পালন করেন বলিয়া স্কন্দের নাম হয় শুভ ও কার্তিকেয়। কুমারজন্মের মধ্যস্থ হইয়া গঙ্গা মহাদেবের পত্নী হইয়া গেলেন (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৩৬, ৩৭ অধ্যায়)।

কার্তিকেয়ের সঙ্গে ছয় সংখ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ দেখা যায়। সপ্তর্ষির ছয় পত্নীর রূপ ধরিয়া স্বাহা স্কন্দের জন্ম-হেতু হন। কুমারের ছয় মুণ্ড। তাঁর স্ত্রী যম্বী। তাঁকে পালন করেন কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয় নক্ষত্র। ছয় দিনের দিন তিনি তারকাসুরকে বধ করেন।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যখন শকেরা এদেশে আসে, তখন তারা স্কন্দকে স্রষ্টামুচর করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করে।

চতুর্থ শতাব্দীর পরে গুপ্ত-সম্রাটদের উপর স্কন্দ কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেন; গুপ্ত রাজাদের মধ্যে কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। কালিদাসের সময় স্কন্দপূজা বহুপ্রচারিত হয়। দক্ষিণ প্রদেশের চালুক্য রাজারা সপ্তম শতাব্দীতে স্কন্দপূজা বিস্তারিত করেন। কিন্তু তখনও একদল লোক স্কন্দকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না।—মৃচ্ছকটিক, দশকুমারচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে স্কন্দকে চোরের দেবতা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্কন্দমহিমা প্রচারের জন্তই রচিত স্কন্দপুরাণেও কুমারনাথ চোরের দেবতা।

ত্রক্ষাণ্ডপুরাণে ও বরাহপুরাণে (২৫ অধ্যায়) স্কন্দ ও শিব অভিন্ন। মন্ত্রপুরাণে (১৬৮ অধ্যায়ে) ষড়্‌মুখ কুমার পার্কসীতীর কুক্ষি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন।

বঙ্গদেশের প্রাচীনতম ধর্ম ছিল স্কন্দপূজা (রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞা-মহার্ণব বিরচিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ)। দাক্ষিণাত্যে এখনও স্কন্দ কুমারস্বামীর প্রভাব প্রবল; স্কন্দপুরাণ নিঃসন্দেহ দাক্ষিণাত্যে রচিত তাহার আভাস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কার্তিকেয় আগে গণদেবতা ছিলেন। পরে প্রমথনাথ শিবের পুত্র ও গণপতি গণেশের স্রোষ্ঠীভাতা হইয়া পড়েন। গণেশের ফাঁকিতে পড়িয়া ইনি বিবাহ করিতে পারেন নাই (গণেশের জন্ম-ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। এজন্ত ইনি চিরকুমার—অথচ দেব-সেনা ঐর পত্নী। ইনি দেবসেনাপতি, দেবসেনা রূপক মাত। মহাতারতের মতে এই দেবসেনা প্রজাপতি-হুহিতা, কিন্তু স্কন্দপুরাণের মতে মৃত্যু-হুহিতা (মহেশ্বরথও

কেন্দারখণ্ড ২৮ অধ্যায়। কার্তিকের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়াতে তিনি বিবাহ করেন নাই (স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৬৪ ; ব্রহ্মপুরাণ ৮১ অধ্যায়)।

মহাভারতে আছে যে কার্তিকেয় জন্মলাভ করিয়াই ক্রৌঞ্চ পর্বত বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন (বনপর্ব ২২৪ অধ্যায়) ; কিন্তু স্কন্দপুরাণের মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৩২ অধ্যায়ে আছে যে কার্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করিয়া বলাসুর-হৃত বাণাসুরকে বধ করিবার জন্য শক্তি-গ্রহারে ক্রৌঞ্চ-পর্বত ভেদ করেন। এই ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের বর্তমান নাম ক্রিতিপাস্—গাড়োয়ালের ও তিব্বতের সংযোজক গিরিগণ।

ব্রহ্মপুরাণে আছে (৮৮ অধ্যায়) যে উষা ও সূর্যের সমাগমে গঙ্গা হইতে কুমার কার্তিকেয় উৎপন্ন হন। কার্তিকের জন্মস্থান শোণিতপুর (বর্তমান আসামের তেজপুর) নগর (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ১৭৫ অধ্যায়)। কার্তিকেয়ের জন্ম হয় চৈত্র মাসের অমাবস্তা তিথিতে (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড ৪৪ অধ্যায়)। স্কন্দপুরাণে কার্তিকেয়-জন্মের ক্রমাবয়ব তিথি দেওয়া আছে :—শিববীৰ্য্য গুহ্যপ্রতিপদে শরবনে ক্ষিপ্ত হয়, দ্বিতীয়ায় উহা সন্নীকৃত হয়, তৃতীয়ায় উহা সৰ্বলক্ষণ-লক্ষিত আকার প্রাপ্ত হয়, চতুর্থীতে পরিপূর্ণাঙ্গ বড়মুখ ও দাদশচক্ষু হয়, পঞ্চমীতে কুমার অলঙ্কৃত ও ষষ্ঠীতে সমুখিত হন। ব্রহ্মা কুমারের জাত-সংস্কার করেন, এবং কুমার-জন্মে তুষ্ট হইয়া শিব শক্তি দান করেন, কুবের তাঁহার নাম রাখেন (স্কন্দপুরাণ আবাস্ত্যখণ্ডে অবস্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্যাবর্ণনায় ৩৪ অধ্যায়)। কুমারের বাহন ময়ূর স্বয়ং নীলকণ্ঠ চক্রে শেখর ত্রিলোচন শিব (রেবতখণ্ড ৬ অধ্যায়)। শিব সেই ময়ূর কার্তিকেয়কে দান করেন কার্তিকের বাহন স্বরূপ (নাগরখণ্ড ৭১ অধ্যায়)। অনুরবধের জন্য আহৃত মন্ত্রণা-সভায় প্রত্যেক দেবতা স্ব স্ব শক্তি প্রকাশ করেন ; তখন কোমারী শক্তিও আবির্ভূত হন ; তিনি ময়ূরবাহনা শক্তিকুকুটধারিণী কুম্ভবর্ণা করালদশনা রক্তমালাশ্রবধরা ধর্ম্মরাজবাহনস্বরূপা দৈত্যদেহমথিনী দণ্ডমূকার-ধারিণী ললাটলোচনা নীলা কপালভূষিতা সিংহাজিনধরা ক্রৌঞ্চহস্তা, তাঁহার শরীরে চর্ম্ম অস্থি কেশ বিবাজিত, তিনি চামুণ্ডা (অবস্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৩৭ অধ্যায়)।

কার্তিকের রূতাস্ত পুর্নোন্মিখিত পুরাণগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত পুরাণগুলিতে আছে :—শিব জ্ঞানসংহিতা ১৯ অধ্যায় ; বরাহ ২৫ ; বামন ৫৭ ; ব্রহ্মবৈবর্ত, গণেশখণ্ড ১৪ ; স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২৯ ; বৃহদ্রত্নপুরাণ মধ্যখণ্ড ২৩৫৪-৫৯।

জেন—সঁ যেন > প্রাঁ জেন, জন্তু > আধুনিক বাংলা যেন।

হিমভাঙ্গ—শীতল স্ফা।

শরমুলে কৈল বিভূষিত—শরমুলকে বিভূষিত করিল। শরমুলে—কর্ম্মকারকে বিতীয়ায় এ বিভক্তি।



চন্দ্র—স° চন্দ্র > প্রা° চন্দ্র। শূন্যপূরণে চান। প্রঃ—

কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ্র।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চন্দ্র হৃজ্জ ছুই চক। সিঁঠি সংহার পুলিন্দা।—বৌদ্ধ গান ও দোহা।

ছয়—স° বট > প্রা° ছয় > বা° ছয়। প্রঃ—

ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ছ মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি।—কুন্তিবাস আদিকাণ্ড।

আচম্বিত—স° অত্যন্ত > প্রা° অচম্বিত। স° আশ্চর্য্যভূত, অসম্ভাবিত।

অহু—(স°) প্রাণ।

কলি—(স°) কলহ।

দৈব নিজোজনে—দৈব-নিয়োজনে, দৈব-নিয়োগে। মহেশ্বর ও আত্মশক্তি ধারী, তাঁদেরও যে দৈবনিয়োগ এড়াইবার উপায় নাই এই বিশ্বাস উৎপীড়িত অত্যাচারিত দরিদ্র কবি ও শ্রোতাদের পরম সাধনা। কিন্তু সেই প্রবল দৈব যে কোন্ দেবতার প্রভাব সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করার তাগাদা করে নাই। মহেশ্বর ও আত্মশক্তিরও যে প্রবল দৈবের হাতে নিষ্কৃতি নাই ইহা জানাই যথেষ্ট ও তাহাতেই সকলে নিশ্চিন্ত।

ভাসে—ভাষে, ভাষণ করে, বলে।

## হরগৌরীর পাশাক্রীড়া

(৮০—৮২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

পুরাণের শিবভূগা অত্যন্ত দ্যুতাসক্ত (স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড ৩৪ অধ্যায়; বৃহদ্রথপুরাণ, পূর্বখণ্ড ১৫ অধ্যায়)। দ্যুতপ্রতিপদ বলিয়া একটা ত্রুতেরই ব্যবস্থা হইয়া গেছে (পদ্ম, বামন, ব্রহ্মপুরাণ ও তিথিতত্ত্ব); এই কার্তিকী শুক্লাপ্রতিপদে মহাদেব অক্ষকৌড়া সৃষ্টি করেন ও প্রথম পার্কতীর সঙ্গে খেলেন।—ব্রহ্মপুরাণ। কোলাগর পূর্ণিমায় দ্যুতক্রীড়ায় রাত্রি জাগরণ করিতে হয় (ব্রহ্ম ও লিঙ্গপুরাণ; তিথিতত্ত্ব); কালীপূজার অমাবস্তা রজনীও দ্যুতক্রীড়ায় বাপন করা শাস্ত্রবিধি (তিথিতত্ত্ব)। ২৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

### ৮০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ত্রিপুরা—নাভিদেশে মণিপুর (ব্রহ্মগ্রন্থি), হৃদয়ে অনাহত (বিষ্ণুগ্রন্থি), ও ক্র-মধ্যে আজ্ঞাচক্র (রুদ্রগ্রন্থি)। এই ত্রিচক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম ত্রিপুর। এই ত্রিপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরা=ভূগা (তত্ত্ব)। যে দেবীর শক্তিতে আবিষ্ট

হইয়া শিব ত্রিপুর দধ্ব করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার নাম ত্রিপুরা ( স্বন্দপুরাণ  
মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৪৭।২৪, ২৫ ) ।

পাশা—স° পাশক ।

খেল—স° খেল, খেল, ক্রীড়া । প্রঃ—

করুণা পিছাড়ি খেলহ° নয় বল ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

হারি—স° হা হাতু । পরাভূত হই । প্রঃ—

ইন্দ্রিতকারে° হারিল রাধা কাহের বচনে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

ত্রিপুরারি—ময়, তারক ও বিদ্যামালী নামে তিন দানবের স্বর্ণ—রোপ্য—ও লৌহ-নির্মিত  
ত্রি-পুর যিনি দধ্ব করেন,—শিব । ( মহাভারত কর্ণপর্ক ৩৩; শিবপুরাণ  
জানসংহিতা ৮০, সনৎকুমার-সংহিতা ৫৪; লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ ৭১ ইত্যাদি;  
মৎস্তপুরাণ ১৪১; স্বন্দপুরাণ রেবাখণ্ড ২৮ ইত্যাদি ) ।

খেলহ°—সংস্কৃত অনুজ্ঞার হি বিভক্তির অবশেষ হ । তুমি খেল । বৌদ্ধগান ও দোহায়  
—খেলহ°=খেলা করক ।

লইতে—স° √লভ>প্রা° লহ, লে>বা° লহ, ল হাতু । স° নী হাতু হইতেও বা°  
ল হাতু আসা সম্ভব ।

বন্নি—স° বধ>প্রা° বঝ । প্রঃ—

ঢেংঢেং-পাএর গীত বিরলে বুঝঅ ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

### ৮১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ঝুলি—স° ছল>প্রা° ঝুল । বাহা ঝুলে বা ছলে তাহা ঝুলি=খলি । তুঃ—মাণিকচক্র  
রাজার গানে ঝোলা । মাণিক গাঝুলির ধর্মমঙ্গলে ঝুলি ।

সারি—স্ব+গিচ=সারি=গমন করানো । বাহাকে গমন করানো যায়, ঢালা যায়  
তাহা সারি; পাশক, পাষ্টি° ।

হীরার ঢাল—বাহা ঢালিয়া বা ফেলিয়া দিতে হয় তাহা ঢাল; পাশক, পাশা, পাষ্টি° ।  
হীরায় নির্মিত বা খচিত ঢাল—হীরার ঢাল । শিবের সম্বল মাত্র ত সিক্কির  
ঝুলি, কিন্তু তিনি খেলিতেছেন হীরার পাষ্টি° দিয়া ।

কহিতে—স° কথ>প্রা° কহ হাতু ।

চরের গতি খেলে—?

পাষ্টি—স° পাষ্টি°=জিগীষা হইতে । পাশক ।

পাষ্টি ঘষি বুকে—অভিলষিত সংখ্যার দান ফেলিবার চেষ্টায় খেলোয়াড়েরা পাষ্টি ঘষিয়া  
ঘষিয়া ফেলে ।

চৌরঙ্গ—চক,  $২+১+১=৪$ । স° চতুৰ্ক।

দানে—একবার পাশা ফেলা বা বাজি খেলা। পূর্বে পাশা খেলায় পণ রাখিয়া খেলিতে হইত বলিয়া খেলার নাম হইয়াছিল—দান।

এক দানে দুই কাট—একবার পাশা ফেলিয়া দুই গুটি কাটা।

সাতা সাতা—সাত অথবা চৌদ্দ।

দোয়া চারি— $১+১+২=৪$ ।

দুই—দুই+দুই+দুই=তিন দুই। পাশায় কেবল মাত্র দুই পড়িতে পারে না।

পাশার চার পাশে যথাক্রমে ১, ২, ৫, ৬, দাগ কাটা থাকে; সুতরাং দান ফেলিলে তিনটি পাশায় সব চেয়ে কম  $১+১+১=৩$  ও সবচেয়ে বেশী  $৬+৬+৬=১৮$  পড়িতে পারে।

দু-তিয়া— $১+২+২$ , দুই ও তিন=৫ (পঞ্চডুই)। কিংবা তিনটি দুই— $২+২+২=৬$  (তিন দুই)।

হিয়া—স° দদয় > প্রা° হিঅঅ > বা° হিয়া। প্রঃ—

হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর থাই।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

## ৮২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বাড়ে—স° বৃদ্ধ > প্রা° বড্ > বা° বড়, বাড়। প্রঃ—

নান্দোঘরে বালা বাড়ে তোকা বধিবারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বলে পাত আর চাল—শিবের খেলায় বোখ চাপিয়া গিয়াছে, পরাজিত হইয়া পুনরায় খেলিবার প্রস্তাব করিতেছেন।

লেখ—লহ, লও।

ঠাকুর—অর্ধাটীন সংস্কৃতে ঠকুর = শ্রেষ্ঠ, মাননীয় ব্যক্তি। হি° ঠাকুর = ক্ষত্রিয়, রাজপুত, নাপিত। প্রঃ—

কীটউ হুআ মাদেসিরে ঠাকুর।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

আছয়ে—স° √ অস > প্রা° আছ।

কাজ—স° কার্য > প্রা° কজ্জ > বা° কাজ।

সাথ—স° সাক্ষং, সহিত > বা° সাথ।

দশ দুই চারি—১৬।

৪.

হরিণলাঞ্জনমৌলি—হরিণ হইয়াছে লাঞ্জন (চিহ্ন) যার সে হরিণলাঞ্জন (চন্দ্ৰ); হরিণলাঞ্জন মৌলিতে যার তিনি হরিণলাঞ্জনমৌলি (মহাদেব)। ডবল বহুব্রীহি সমাস। চন্দ্র দক্ষশাপে হরিণলাঞ্জন হন (দ্বন্দ্বপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ২১ অধ্যায়;

রেবাথও ৮৫; কালিকা ২১ অধ্যায়)। এবং শিব চন্দ্রমৌলি হন বিষপান করিয়া তাহার আলা উপশমের জন্য (স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৮ অধ্যায়), অথবা সতীবিরহী শিবের তপস্তাতেজে দগ্ধ বিধকে নীতল করিবার জন্ত।

দিগম্বর—দশ দিক্ অম্বর যার; অথবা দিক্ (শূন্ত) অম্বর (বস্ত্র) যার। মহাদেব। মহাদেব সর্বব্যাপী বলিয়া তিনি দিগম্বর। অথবা জৈন তীর্থঙ্করদিগের অমুকরণে শিব দিগম্বর। এবং পাশা-খেলায় পার্শ্বতী শিবের সর্বস্ব জয় করিয়া লন এবং শিব দিগম্বর হইয়া ভিক্ষা করিয়া পার্শ্বতীর ঋণ শোধ করেন (স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে কার্তিকমাসমাহায়া বর্ণনায় ১০ অধ্যায়, কেদারখণ্ড ৬ ও ৩৪ অধ্যায়; বৃহদ্রত্নপুরাণ মধ্যখণ্ড ১১ অধ্যায়; বামনপুরাণ; ইত্যাদি)।

ওহে কভু ভিন্ন নহে—বেচার। শিব ত সর্বস্ব পুঁজি সিদ্ধির ঝুলি ও বাঘছাল খোয়াইয়া দফতুর হইয়া দিগম্বর হইয়াছেন, তবে আহার জুটিল কোথা হইতে, প্রসন্ন হইতে পারে। তাই কবি বলিতে চাহিতেছেন যে গৌরীর অন্তেই শিব ভাগ বসাইলেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে দান গ্রহণের কথা শুনিয়া পাছে কোনো পুরুষ রুষ্ট হইয়া উঠে এই ভয়ে কবি বলিয়াছেন—ওহে কভু ভিন্ন নহে।

কভু—স° কদাপি > হি° কব্‌হী, কভী, ও° কেবেই, ম° কঁধী, বা° কভু। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে কবহ্, কবহ, কবাহ।

পরিবন্ধ—প্রবন্ধ, রচনা।

## গৌরীর সহিত মেনকার কলহ ( ৮১—৮৩ পৃষ্ঠা )

### ৮১ পৃষ্ঠা

কালী—কাং তমিস্রম্।—দেবীনামমালা। যুরোপীয় জিপ্সী-ভাষায় Kaulo (কাউলো)=কালো, কৃষ্ণবর্ণ। স° কাল, কালী=কৃষ্ণবর্ণ।

রাক্ষী—স° রক্ষ=বর্ণ। ক্রমে রাক্ষা একটি বিশেষ বর্ণের নাম। রাক্ষী=লোহিতবর্ণ।

হাথে—স° হস্ত > প্রা° হথ > বা° হাথ, হাত; হি° হাথ।

সুনিঞা চিত্রগুপ্ত কর্ণে হাথ দিল।—রমাই পণ্ডিতের ধর্মপূজাবিধান।

গরবাল—স° গর > বা° গরব; গরব+জ (অন্ত্যার্থে)=গরবী; গরবী+আল (ভাবার্থে)=গরবাল। বাংলায় ভাব-অর্থ বা অন্ত্যার্থে আল প্রত্যয় হয়, যথা—কাঁটা+আল=কাঁটাল; ঘোর+আল=ঘোরাল; গোল+আল=গোলাল; দাঁত+আল=দাঁতাল; জাঁক+আল=জাঁকাল; জমক+আল=জমকাল; ইত্যাদি।

## ৮২ পৃষ্ঠা

গণাঞ—গণেশ শব্দের বাংলা-প্রাকৃত অপভ্রংশরূপ।

সজ্জাপনা—লিপিকর-প্রমাদ—সম্ভাবনা।

নাঞ—স° ন হি > হি° নেহি, বা° নাহি, নাঞ, নাই।

দারিদ্ৰ—লিপিকর-প্রমাদ—দরিদ্ৰ।

ছাল—স° ছল্লী = চন্দ্র। বাহা ছাড়ান যায় তাহা ছাল। প্রঃ—

বনের হরিণ মায়া ছাল তুলে তখন।—ধর্মপূজাবিধান।

সবে—স° সর্ব > প্রা° সর্ব > বা° হি° সব। সবে = সাকল্যে, মোট।

মাল—তা° মালা = ফুল। স° মাল, মালা > প্রা° মল্লং > বা° মাল, মালা = অনেক ফুল  
একত্র গ্রথিত হার।

উথালীলা—স° উত্তাল > বা° উথাল, উথল (কুতিবাস)। উথালীলা = উথলিলে,  
উত্তাল হইয়া উঠিলে। (স° উৎ-স্থল ধাতু গতিতে।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।)

বৌদ্ধগান ও দোহায়—উতলিঅ = উথিত অর্থে আছে।

বৃষকে উথলে জল ঝাঁট মার পানী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সোল জোজন জুড়িআ অগ্নিপ্রভা উথল তংপর।—শৃণুপুরাণ।

পানী—স° পানীয়। বাংলায় অর্থ—জল। প্রঃ—

তরাতুরি আইলা তীর্থ বারানসীর পানি।—শৃণুপুরাণ।

হুধ জাল দিলে হুধ ফুটিতে থাকে ও হুধের মধ্যকার বাতাস বৃদ্ধ হইয়া  
ক্রমাগত উপরে ভাসিয়া উঠে; খানিকক্ষণ জাল পাইলেই হুধের জলাংশ বাষ্প হইয়া  
উঠিয়া যাইতে থাকে ও কঠিনাংশ ঘন হইয়া উপরে সরের আবরণ সৃষ্টি করে;  
তখন বৃদ্ধ সেই আবরণ ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না, সরের তলা হইতে ঠেলা  
মারিতে থাকে; তখন হুধ ফুলিয়া পাত্র ছাপাইয়া উথলিয়া পড়িতে চায়; সেই  
সময় একটু জল দিলে হুধ আবার তরল হইয়া যায় ও উপরের আবরণ সর ছিন্ন  
হইয়া যাওয়াতে বাতাস নির্গত হইবার পথ পায়, এবং হুধ উথলানো ধামিয়া যায়।  
মেনকা বলিতেছেন যে, হুধ উথলাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলে জল ঢালিয়া  
দেওয়ার মতন সামান্য কাজও তুমি করো না, চোখের সামনে অপচয় হইতে দেখ।  
চাশ বাস—বাংলার গৃহস্থের উপার্জনের প্রধান উপায় চাষ। তাই মেনকা বাগিচা  
বা চাকরির কথা না তুলিয়া চাষের কথা বলিলেন। ঋগ্বেদে রুদ্রকে কৃষাণ্ বলা  
হইয়াছে। কৃষাণ্ ও কৃষাণ শব্দদ্বয়ের ধ্বনি-সাদৃশ্য হইতেই বোধ হয় শিবকে

বাংলার কবিরা চাষাৰূপেই চিত্র করিয়াছেন। স°✓চষ্ (ভক্ষণ করা) + অ  
( ষঞ্ )=চাষ—কৃষিকৰ্ম। স° চাষ=লাঙ্গলবিদ্যার্ণ ভূমিরেখা >কৃষিকৰ্ম।  
স° বাস—অবস্থান। চাষ বাস—সহচর শব্দ।

### ৮৩ পৃষ্ঠা

অবাগত—অভ্যাগত। অতীতবাগতের—অতিশি-অভ্যাগতের।

বেলে বাত—স° বেল চালনে। বাত ধরিল।

সাবুড়ি—স° ষষ্ > প্রা° শাস্ত ( বোধগান ও দোহায় )। শাস্ত + ডি ( তেলেও  
প্রত্যয়—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে )। বোধগানে সুসুয়া। স° ষষ্ >  
জীলঙ্গে খণ্ডরী > শান্তকা।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কিনী—স° ক্রী ধাতু। স° ক্রাণাতি > পা° কিনাতি > বা° কিনা, কেনা।

বড়িমাঠ, ভাল বিকি কিনি শিখাইলি।—জ্ঞানদাস।

সুখের বাজারে যেন করে বিকি কিনি।—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী।

ভাঙ্গে—স° ভঙ্গ। অমর/কাষ প্রভৃতিতে ভঙ্গা মানে ণ। ভাং গাছ হইতেও  
শব্দ পাওয়া যায়। বহুপদবতীকালে ভাং অর্থে মানকদ্রব্য বুঝাইতে আরম্ভ  
করে।

মহাদেব অগ্নিমানি অষ্টসিদ্ধির ঈশ্বর ছিলেন এবং তাঁহার এক নাম সিদ্ধিদেব।  
বটুক-ভৈরবস্বত্বে আমরা মহাদেবকে “সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসেনিতঃ” রূপে বর্ণিত দেখিতে  
পাই। কালক্রমে লৌকিকমতে বোধ হয় এই সিদ্ধি হইতেই ‘ভাং’ খাওয়ার কথা  
মহাদেবে আরোপ করা হয়।—শ্রীঅমলাবতন গুপ্ত। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৯।

শিব দক্ষশাপে পানশাল হইয়াছিলেন।—দ্রুতপূর্ণা মাতেশ্বরপণ্ড, কেদারপণ্ড  
১ম অধ্যায়।

কোচবধুকে শক্তি করিয়া শিব সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ( শক্তিকাগমসংস্কৃত  
তন্ত্র )। সেই সিদ্ধি পরে মানকদ্রব্যে পরিণত হইয়া ভাং হইয়াছে।

আপনি ভিখারী ভূঁচি ভাঙ্গ নাই ঘরে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পাকে—জন্ম।

তথি—স° তত্ব > প্রা° তপ > বা° তথি, তথা, তথায়। বোধগান ও দোহায়—ততি,  
তর্হি। ( স° তৎহি > তথি।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। ) প্রঃ—

তথি চিত্ত মজিল আকার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি।—চণ্ডীদাস।

সুহ—স° সৌভাগ্য > প্রা° সৌহগ > সৌহাগ। স° সুভগা > বা° সৌহাগী > বা° সুহ,  
 সুহো = সৌভাগ্যবতী, স্বামীসৌহাগী, স্বামীর প্রিয়। মহাশব্দে, ওজস্বীতে আজও  
 সধবার নামের পূর্বে সৌভাগ্যবতী লেখা রীতি প্রচলিত। তুঃ—

আইহ-সুহ লঞা শচী করে শুভ কার্য।—চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড।

নাহ-সুহাগে

অছল জগ-বল্লভ

অব হেরি পুছই না কোই।—জ্ঞানদাস।

সতা—স° সপত্নী > প্রা° সবতী, বা° সতীন, সংক্ষেপে সতা। গৌরীর সুহ সতা  
 গঙ্গা, থাকে স্বামী মাথার করিয়া রাখিয়াছেন। (৫২ পৃষ্ঠা ত্রৈব্য।)

কব—স° √কথ > বা° √কহ, ক।

মাস—মাষ, মাষ কলায়। প্রঃ—

ভূষ্ট-মাষ মৃদগ-স্থপ অমৃতে নিন্দয়।—চৈতন্যচরিতামৃত।

শরশা—স° সর্ষপ > সরিষা।

কাপাষ—স° কাপাঁস > বা° কাপাস। প্রঃ—

কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।—শুভপূরণ।

ধান—স° ধাত্ত > প্রা° ধাম, ধর, ধর; বৈদিক ধান = শত। প্রঃ—

ঘরে ধান থাকিলেক পরভু স্থখে অন্ন খাব।

জতেক ধান গোসাঞি সকলি বুলিল ॥—শুভপূরণ।

খোঁটা—স° কুট = মিথ্যা, কীলক। তাহা হইতে তীক্ষ্ণ মিথ্যা গল্পনা। প্রঃ—

তোক্ষার যৌবন রাধে পাণির ফোটা।

চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আপ্ত ছিদ্র না জানিস পরকে দিস খোঁটা।—কৃষ্ণবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কাঁটা—স° কণ্টক। যেখানে কাঁটা সেখানে লোকে যায় না; গৌরী মার বাড়ীর পথে  
 কাঁটা মিলেন, মানে—এ পথ আর মাড়াইবেন না।

মৈনাক—মেনকার পুত্র।

অন্তর—অন্তান্তর, অন্ত + অন্তর—অন্য দূরখানে।

চণ্ডী—ক্রোধবতী।

এই প্রসঙ্গগুলিতে দৈব ও মানবিকতার অদ্ভুত মিশ্রণ করা হইয়াছে। এক  
 দিকে গ্রাম্যতা, অন্যদিকে ঈশিত্ব, ছোড়াতাড়ি দিয়া খাড়া করা হইয়াছে। দেব-  
 কাহিনীতে এমন গ্রাম্যতা ও মানবিকতার আরোপ এক বঙ্গদেশ ছাড়া অন্যদেশে  
 পাওয়া দুর্ঘট। ইহা ব্যাপক বৌদ্ধপ্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়।

কবিকল্প তাঁর পূর্ববর্তী শিবের গানগুলির অন্তর্করণে ছয়গোঁরার এই গৃহস্থালির চিত্র বর্ণে দিয়া গিয়াছেন, কোনো বিধা করেন নাই। তাঁর শ্রোতাও দেবতাকে নিজের মতন একঘর গৃহস্থ মনে করিয়া খুসী হইয়াই কাহিনীগুলি শুনিয়াছে।

কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতচন্দ্র দেবতার মামুলিকতার বর্ণনা করিয়াছেন ভয়ে ভয়ে ও সেইসঙ্গে তার জবাবদিহি করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়া কারণ দেখাইয়া লোককে সন্তুষ্ট করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি গৌরীকে দিয়া বলাইয়াছেন—

হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।

তাঁহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই ॥

কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।

রূপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ ॥

মেনকার মুখে শিবনিন্দা ও জামাতাভৎসনা শিবের গান ও শিবায়নেও আছে। কাশীদাসমুজ্জ গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল কাব্যেও আছে।

## শঙ্করের ভিক্ষা ( ৮৪—৮৫ পৃষ্ঠা )

### ৮৫ পৃষ্ঠা

চলিলা কৈলাশ-গিরি—রামায়ণের কিক্কিঙ্কাকাণ্ডে কৈলাশ কুবেরপুরী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শিব সেখানে কুবেরের সঙ্গে পাশা খেলিতে যাইতেন, কৈলাশের সঙ্গে তাঁর এই ছিল সম্পর্ক। পরবর্তী কালে কৈলাশ শিবপুরী ও কুবের শিবের ভাণ্ডারীতে পরিণত হইয়াছিল।

সহস্রের—শঙ্করের।

সম্বলহীন—বামন-পুরাণে শিবের দারিদ্র্যের বর্ণনা আছে। স্বন্দপুরাণে ও বৃহদ্ধর্ষপুরাণে পার্বতী মহাদেবকে দ্যুতক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া দক্ষিণ জিতিয়া লটরা ভিক্ষায় যাইতে বাধ্য করেন। বৃহদ্ধর্ষপুরাণে ( মধ্যখণ্ড, ১১ অধ্যায় ) আছে যে সতীর দেহভ্যাগের পর শিব সতীরেই মন্তকে করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন; বিষ্ণু তাহা স্তম্ভন-চক্রে ছেদন করিয়া সতীর আসন্ন প্রাণকে আবার আশ্রয়দাতা করেন; একজ্ঞ সতী বিষ্ণুকে শাপ দেন; সতীর শাপে বিষ্ণু বৎসরে চার মাস নিমজ্জিত থাকেন এবং রাম-অবতারে পদ্মী-বিচ্ছেদ-দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন; এবং হরিহর অভেদাভা বলিয়া—

এবম্ এষ মহেশো হুয়ং শাপম্ অর্হতি নাশুখা।

প্রোক্তকুমিপ্রায়ো হুত্বৈষ দরিত্রো খনবান্ অপি ॥



মাগেন—স° যুগ ধাতু অবেষণে। স° মার্গ > ও° মারগঃ; ম° মারগ্; বা° মার্গ, মার্গ।

অবেষণ অর্থ হইতে গোণ অর্থ প্রার্থনা, ভিক্ষা আসিয়াছে।

ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিআ বলেন ঈশ্বর।—শৃংখপূরণ।

পাটা—স° পট। যজ্ঞোপবীত, পৈতা।

কপাল—স° করোটি অর্থ হইতে অর্থ সম্বৃচিত হইয়া বাংলায় লালোট, অদৃষ্ট, নিয়তি।

চাঁদ—স° চন্দ্র > প্রা° চন্দ > বা° চাঁদ। শৃংখপূরণে—চান। বৌদ্ধগানে চন্দ, চান্দ;

শ্রীকৃষ্ণকৌন্তনে চান্দ, চাঁদ।

ফোটা—স° ফুট, ফোট—বৃদ্ধ। বৃদ্ধদাকৃতি তিলক। প্রঃ—

চিটা ফটা দেখ দ্ত গলাঅ তুলসী।—শৃংখপূরণ।

বাজ্যা—বাজাইয়া।

বাজয়ে—স° বজ ধাতুর গতি অর্থ হইতে অর্থান্তর—আরম্ভ হওয়া, আঘাত লাগা।

পাঠান্তর আছে বাড়য়ে।

রঙ্গ—ব° রঙ্গ, ফা° রঙ্গ্—নৃত্য, আনন্দ, কৌতুক। প্রঃ—

চৌরী পিরতি হোয় লাখ গুণ রঙ্গ।—বিষ্ণুপতি।

নগর্যা—নগরিয়া, নগরবাসী, নাগরিক।

যোগান—স° যুজ্, যুগ—যোগ করা। সর্ববাহ, অভাবপূরণ। যোগান আসি

ধরে—অভাব বস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করে, অথবা অনুসরণ করে, অনুগমন করে।

প্রঃ—উদভা ছায়ে রঙ্গা আমিনি গতি নিলা জগানে মধু বাটী।—শৃংখপূরণ।

বেড়িত—স° বেষ্টিত। স° বেষ্ট > ও° হি° বেঢ়, ম° বিঢ় > প্রাচীন বাংলা বেঢ়, বেড়।

তুঃ—জালি দিল চার চৌদিকে সারি সারি মুকুতা করিয়া বেটিত।—শৃংখপূরণ।

উজান—স° উর্ক > উর্ধান > উয়ান > উজান; অথবা উর্ধান (উদগমন) > উজান।

অথবা স° উর্কা, উধ্য (জলোৎক্ষেপক নদ) > উজান। উর্ক + জলবার > উজান।

উয়ান > উজান। উল্টা দিকে জলস্রোতের গতি। প্রঃ—

ধশ্বে নোকা বাহে উজানি ভাটালি।—শৃংখপূরণ।

ভাটী—“সুন্দরবন ও সমুদ্র-সমীপবর্তী ভূভাগ এক সময়ে ভাটি বা ১৮ ভাটি নামে পরিচিত

ছিল। উহার পূর্বসীমা মেঘনা নদ এবং পশ্চিমে হিজলি-পরগনা। বর্তমানে

বাধরগঞ্জ ও খুলনা জেলার দক্ষিণাংশকে ভাটি বলে। ভাটি অর্থে নিম্নভূমি, দক্ষিণ

দেশ।”—গোপীচন্দ্রের গানের টীকা,—শ্রীবসুধরজ্ঞন রায়। স° ঘট্ট ধাতু চালনে;

কিংবা হট, হঠ্ ধাতু পরাবর্তনে। নিম্ন দিকে জলস্রোতের গতি। প্রঃ—

ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

লমেন উজান ভাটী—এদিক্ ওদিক্ করিয়া ভ্রমণ করেন। Up and down।

চৌদিকে—স° চতুর্দিকে>প্রা° চউদিকে>বা° চৌদিকে। তুঃ—

চৌপথর মাঝত রাজা যুড়িল কান্দন।—মাণিকচন্দ্ররাজার গান।

জালি দিল চারি চৌদিকে সারি সারি।—শুভপুরাণ।

কোচের পটি—কোচ জাতির বসতির পাড়া। হিমালয়-সামুদ্র বাসিন্দা মৌক্ল শাখার জাতি। শিবের সঙ্গে কোচ জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। শক্তিকাগম-সর্বস্ব তন্ত্রে শিব বলিতেছেন—কোচবধু তাঁর শক্তি, এবং শক্তিহীন শিব শব্দ মাত্র। কোচবধুর সঙ্গে থাকতেই শিবের সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল—এই সিদ্ধি নামসাদৃশ্যে শেষে নেশা ভাঙে পরিণত হইয়া থাকিবে।

শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শব্দরূপকঃ।

\* \* \* \*

সাবিত্রী-সহিতো ব্রহ্মা সিদ্ধোহুভূন্ নগনন্দিনী।

দ্বারবত্যাং কৃষ্ণদেবঃ সিদ্ধোহুভূন্ সত্যয়া সহ ॥

তথা কোচবধুসঙ্গান্ মম সিদ্ধির্ বরাননে।

—শক্তিকাগমসর্বস্ব তন্ত্র।

যোগিনীতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে কোচবিহার-রাজবংশ শিব হইতে উৎপন্ন এবং কোচকে কুবাচা ও তাদের কাঠিনীকে শাবরীচরিত বলা হইয়াছে।

এই শবর কোচজাতির সঙ্গে শিবের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে শিবের দেবত্ব বিবর্তনের ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—শিব আসলে আদিত্য ছিলেন এইসব অনাথ্য অসভ্য জাতিরই দেবতা।

পটি—স°। পল্লী, পাড়া। প্রঃ—

পাত্র মিত্র সবে বলে করি ষোড়পাণি।

হরিশ্চন্দ্রভূপে দিতে পটি একখানি ॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

থালে—স্থালী>থালী>থাল>থালী। প্রঃ—

থালি খুরি ডাবরে পুরিআ লহি চন্দন।—শুভপুরাণ।

হৈতে—অপাদান কারকের ৫মী বিভক্তির প্রাকৃত রূপ হিংতো, হন্তে>ইতে>হতে, হইতে, হৈতে।

চাল্—স° তুল>বা° তাঁড়ুল, তাঁউল (শুভপুরাণে)>চাউল>বর্ণবিপর্যয়ে চাল। প্রঃ—  
কে ফেলিল সর্দগুহে ধাত্ত চাল মুদগ।—চৈতন্যভাগবত, আদিশ্লোক।

গুলি—তা° গল=সমূহ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। স° কুল>প্রা° গুল। গুলি গুলা  
বাংলার বহুবচনান্ত প্রত্যয় মাত্র।

ঝুল—স° তুল। বাহা তলে তাহা ঝুলি=গুলি।

ডালী—স° দ্বিদল>বা° দাইল, দাল, ডাল। দাইল, ডাইল হইতে বর্ণবিপর্যয়ে দালী

ডালী>স° দলি, দলী=কলায় শস্ত।

বড়ি—স° বটা। দাল-বাটা দিয়া প্রস্তুত বৃদ্ধাকার বাটকা শুক, রন্ধনের তরকারী। প্রঃ—

ফুলবড়ী পটোলভাজা কুয়াণ্ড মানচাকী।—চৈতন্তচরিতামৃত।

কৌপি—স° কুপী=কুপসদৃশ গভীর পাত্র। চামড়ার বা মাটির বা বাঁশের চোঙের শিশি। হি° কুপ্ণী।

তেলী—তেল বেচে দে সে তেলী। স° তৈলী, তৈলিক>মাগধী তেলিএ।

লবণীঞা—লবণ-বিক্রয়ী।

লোণ—স° লবণ>প্রা° লোণ>ও° লুণ-অ, হি° লোন নোন লুন, প্রাচীন বা° লোণ, আধুনিক বা° লুন।

বাণ্যা—স° বণিক>প্রা° বণিঅ>হি° বাণিয়া, 'ও° বণিআ, বা° বাণিয়া>বাণ্যা, বেনে।

নাগ্যের—স° নাগ=সীসা, রাং, সিন্দূর।

পুটলী—স° পুট=আচ্ছাদিত পাত্র। পুট+লী=পুটলী>অর্ধাচীন স° পোটলী।

স° পুলক=পুটলী=ছোট বোচ্কা।

### ৮৫ পৃষ্ঠা

খই—স° খদী। প্রঃ—

ছড়াইয়া ফেলে সেইখানে খই কলা।—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড।

গুয়া—স° গুবাক। প্রঃ—

কার হাতে চাউল গুয়া চলিল একত্র হুয়া।—শূন্তপুরাণ।

পান—স° পর্ণ>প্রা° পন্ন>বা° পান।

পর—প্রহর। প্রঃ—

হু হ পরে দেই এক থেয়া।—অপ্রকাশিত পদ্যত্বাবলী।

আগুয়ান—স° অগ্রবান্>হি° অগ্ণয়ান=অগ্রযায়ী, অগ্রসর। স° অগ্রযান>আগুয়ান।

তব রণে কোন জন হবে আগুয়ান।—কুন্তিবাস।

একলি চলিল ধনি হয়ে আগুয়ান।—পদকল্পতরু।

ঝাড়িলা—স° জট, ঝট ধাতু রাণীকরণে। তাহা হইতে ঝাট ধাতু মার্জনে। ঝাট>ঝাড়। প্রঃ—

অসংখ্য বানর উঠে দিয়া গাত্র ঝাড়িলা—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঝাড়া কাপড় পরি যদি বোলে দ্বিচারিণী।—লোচনদাস।

খুল্যা—খুইলা, স্থাপিলা। প্রঃ—

পথে মাহাদাগী খুলিল হেন আছিন্নর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ঠাই—স° স্থান, ধাম > প্রা° ঠান, ঠাম > বা° ঠাঞি, ঠাই, ঠাই।

গউ তস্তু দোসজে এককবি ঠাই।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ধাই—স° ধাব ধাতু হইতে বাংলা ধা ধাতু ক্রতিগতি।

ধাআ ধাআ মথুরা পালাসী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নন্দ যশোদা ধারিআ আইল সেই থানে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কন্দল—স°। কং ( মুখ ) + দল ( ভিন্ন হয় যাতে ) + অ। বগড়া, বিবাদ, বচসা।

বাটিয়া—স° বন্ট ধাতু হইতে বাংলা বাট, বাট ধাতু = বিভাগ করা। প্রঃ—

হইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাটিবি না ছুঁইবি হাড়ী।—চণ্ডীদাস।

গুহ—গুহ্ ( সংবরণ করা ) + অ—যিনি তারকাশ্রয়ের বলবীৰ্য্য সংবরণ বা আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, অথবা যিনি গুহার অর্থাৎ গোপনস্থানে আশ্রিয়াছিলেন—কার্ত্তিকের।

## হরগৌরীর কলহারস্তু ( ৮৫—৮৮ পৃষ্ঠা )

৮৫ পৃষ্ঠা

রাম রাম শোভরণে—রাম নাম স্মরণ করিলে সৰ্বাপদ শাস্তি হয়, দিন ভাল যায়, কারণ—

ব্যাস উবাচ

রামৈত্যক্ষরযুগ্মং হি সৰ্বমদ্ব্যধিকং দ্বিজ।

যদুচ্চারণমাত্রেণ পাপী য়াতি পরাং গতিম্ ॥

বিষ্ণোর্ নামসহস্রং হি পঠন্ যল্ লভতে ফলম্।

তং ফলং লভতে মৰ্ত্ত্যো রাম নাম স্মরণপি ॥

রাম নাম দ্বিপ্রশেষ্ট সৰ্বাশুভনিবারণম্।

কামদং মোক্ষদং চৈব স্তব্ধবাং সততং বৃধৈঃ ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ক্রিয়াযোগসার, ১৪ অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৫৬

অধ্যায়েও রামনামের মাহাত্ম্যকীর্তন আছে।

পোহাল্য—স° প্রভাত শব্দজ। প্রঃ—

নিফলে পোহাইল রাতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জোইগিজালে রএণি পোহাঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বসিলান—বসিলেন।

জনী—মুদ্রাকর-প্রমাদ। শুদ্ধ পাঠ ডানি। স° দক্ষিণ > প্রা° দহিণ, দাহিণ > ডাহিন,

ডাইন, ডানি, ডান।

গৃহী—গৃহিণী ।

শমুখে—সমুখে ।

### ৮৬ পৃষ্ঠা

পালা—পাইল, পাইলাম ।

শকলে—সকালে, যথাকালে, বেশী বেলা না করিয়া ।

গণেশের মাতা—পুত্রের মাতা ইহাই রমণীর প্রধান পরিচয় । তুঃ—

করে কণা কষ্ট দিলে কার্তিকের মা ।

উচিত করিলে ঠক গণেশের মা ।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে হরগৌরীর আহাং লইয়া কলহ ।

সিম—স° শিখী ।

নিম—স° নিষ ।

বাগানে—স° বার্তাক, বার্তাকী, বার্তাক ; স° বাতিগ, বাতিঙ্গণ, বাতিঙ্গন, বঙ্গন ।

বাতিঙ্গন > বা° বাইঙ্গন > বাইগন > বাগান, বাগন, বাগুন, বেগুন । গুণ-শব্দ-সাদৃশ্যে  
বাগন হইয়াছে বাগুন, বেগুন । মাগধী বংগন । শূভপুর্বাণে বাগন, কুন্তিবাসে  
বাগুন । ময়মনসিংহে বাইঙ্গন, বরিশালে বাইগুন, চট্টগ্রামে বাইগুন । হি° বৈগন,  
বৈঙ্গন ; ম° বৈগণ, বৈগন, বাঙ্গ ; তে° বঙ্গ । ফা° বাদজ্ঞান ; ইংরেজী Brinjal.  
প্রঃ—

সধু মাধবলতা বুনেন বাগন-বিচি ।—শূভপুর্বাণ ।

তিত—স° তিত্ত > প্রা° তিত্ত > বা° তিতা, তিত ; হি° তিতা, তিত্ । প্রঃ—

চুন বিহনে যেক্ তাণুল তিতা ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

স্কত—স° স্কিত্ত > স্কতা । বৈজ্ঞক গ্রন্থে স্কতা স্কত বিশেষ ব্যঞ্জন ।

কল্ম-মূল-ফলাদীনি সম্মেহ-লবণানি চ ।

যং তদ্ দ্রব্যো হ ভিত্ত্বন্তে তচ্ চুত্বম্ অভিধীয়তে ॥—রাজনির্ঘণ্ট ।

দশ প্রকার শাক নিষ-স্কুতার ঝোল ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

অগ্নিপুর্বাণ ২৭৯২৫, ২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

কুমড়া—স° কুম্ভাণ্ড > প্রা° কুম্ভাণ্ড > মাগধী কমটএ (কমঠকঃ) > হি° কৌম্ভা ; বা° কুম্ভাড়,  
কুম্ভা । বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে—কুম্ভর । মাণিকচন্দ্র রাজার গান,  
ষিঙ্গবংশীবদনের মনসামঙ্গল প্রভৃতিতে কুম্ভা । গোরক্ষবিজয়ে—কোমড়া ।

কড়ই—স° কঠোর কটু > কড়া = কঠিন, শুষ্ক ।

কটু তৈল—সর্ষপ-তৈল ঝাঁঝাল বলিয়া নাম । প্রঃ—

কটুতৈল-সমাযুক্তং নস্ত্রে পানে চ দাপয়েৎ ।—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৭৮।৫৩।

অভাগঃ কটুতৈলেন রক্তাশ্বরবিভূষিতঃ ।—দেবীপুরাণ ১৩ অধ্যায় ।

অগ্নিপুরাণ ২৮৯।২৩ শ্লোকেও কটুতৈলের উল্লেখ আছে ।

সাজ কটু তৈলে রান্ধে কুমারের চাক ।—বিজয়গুপ্ত ।

বাথুয়া—স° বাস্তক । ও° বাথুয়া । *Chenopodium album*. প্রঃ—

কোমল বাথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা ।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ।

ভাজি—স° ভুজ ধাতু হইতে ভজ্জ > বা° ভাজ । ভাজি=ভাজিয়া, অথবা আমি ভাজি ।

এখানে অর্থ ভাজিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া ।

ফুলবড়ী পটোলভাজা কুয়াণ্ড মানচাকী ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

ফেল—ফেলা ভুক্ত-সমুজ্জ্বলিতং ।—অমরকোষ । ভুক্তাবশিষ্টে ফেলা ভাত । তাহা হইতে ক্রিয়ার অর্থ ত্যাগ, নিক্ষেপ । তুঃ—

কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

স° পেল > প্রা° পেল > প্রাচীন বা° পেল > ফেল ।

ফুলবড়ি—ফুল + বড়ি । ফুলের মতন ফুল ফুলো ফাঁপা কোমল বড়ি ।

চড়ীচড়ী—স° চট ধাতু ভেদনে । চড়চড়ি=রসশূন্য শুষ্ক ব্যঞ্জন ।

পলতা—পটোল-পাতা । প্রঃ—

বেগুণ দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোলতা ।

পাটায় ছেচিয়া লয় পোলতার পাতা ।—

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ( ১৪ শতাব্দী ) ।

পলতা-শাক রুহি-মাছ । বলে ডাক ব্যঞ্জন সাছ ।—ডাক ।

কড়ি—স° কলি । কুড়ি ।

ছোলা—তা° তে° চোলাম । স° চণক, হি° চনা, ও° সোলা ।

খণ্ড—(স°) যে গুড় খণ্ড খণ্ড করা যায়, খাঁড় গুড়, পাটালি গুড়, গুঙ্গ গুড়পিণ্ড । প্রঃ—

খণ্ডমোদকমিব চক্রে উদিতম্ অবলোকয় ।—শকুন্তলা ।

নটিয়া—স° তণ্ডুলীয়—বীজ বা ফল তণ্ডুলাকার বলিয়া এই নাম । হি° নাম চোলাই—

চাউল হইতে । বৈদ্যাশাস্ত্রে নাম—লুটক । তণ্ডুলীয় > তুটিলিয়া > নটিয়া >

লুটক হইয়াছে বোধ হয় । *Amarantus*.

কাঁঠালবিচি—বা° কাঁটা + আল (অন্ত্যর্থ) = কাঁটাল । স° কণ্টকফল, কণ্টাফল (অমর-

কোষের টীকা) > প্রা° কণ্টভাল (টীকাসর্গ) > হি° কটহল, কটহর, মা°

কণ্টকহাল, কামতাবিহারী কঠোআর। কাঁটালের বিচি (বীজ)—কাঁটালবিচি  
( ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস )।

গুআ নারিকেল কঠোআল তাল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

স্বধু মাধবলতা বুনেন বাগন-বিচি।—শৃংখপূরণ।

সারী—সারি (স্ব + গিচ), সরাইয়া, ছাড়াইয়া (খোসা), সংস্কার করিয়া, মেরামত করিয়া।

গোটা—একটি, একটা > এগটা > গটা > গোটা।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। তে°

ওকটি (=একটি) > গুটি, গোটা।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। গোটা = অখণ্ড।

সংখ্যার পূর্বে বসিলে সংখ্যার অনিশ্চয়তা ও কাছাকাছি অর্থ বুঝায়।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে—গোটেক, গোঠে, গোঠ; কুন্ডিবাসে—গুটি, গোটা;

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে—গটা।

কাঠে—স° কাঠ > প্রা° কটঠ > বা° কাঠ।

আদা—বৈদিক আদার > বা° আদা, অর্বাচীন স° আদ্রক, হি° আদ্রক। শ্রীযুক্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—আদার হইতে আদা আসে নাই, আদ্রক  
হইতেই আসিয়াছে। প্রঃ—

লাড়িয়া চাড়িয়া বান্ধে দিয়া আদা-ছেঁচা।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

জিরা—স° জীরক।

সম্বলন—সং + তোলন—সম্যাকভাবে উত্তোলন। বাঞ্ছনে সম্বরা দিয়া, ফোড়ন বি তেল  
দিয়া রন্ধন শেষ করা।

ঘণ্ট—(স°) একত্র বহু সামগ্রী মিশ্রিত বাঞ্ছন। প্রঃ—

কমল-কুলিশ-ঘাণ্ট করহুঁ বিআলী।—বুদ্ধগান ও দোহা।

মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পুরিব—পুরিবে। প্রথম পুরুষের একবচনে।

মুসরি—স° মসুর।

টাবা—স° মাতুলঙ্গ, ও° টভা। এক জাতের নেবু। Citron. প্রঃ—

হিকী পিআল টাভাগণে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বাজপুৰ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

করঞ্জা—স° করঞ্জক, ও° করঞ্জ। Pongamia indica.

মান—স° মানক। কচু বিশেষের মূল। Alocasia indica.

বেশারি—স° বেসবার, বেষবার।—

হরিদ্রা সর্ষপং পিষ্টমার্ককঞ্চ মরীচকম্।

জীরকং গুৰুপত্রঞ্চ বেসবারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥—অমরকোষের টীকা।

দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে—বসবাস ।

বেশারি = রন্ধন মসলা । অথবা, বিশেষ কোনো ব্যক্তির নাম । প্রঃ—

হুঙ্করুখী হুঙ্করুখাণ্ড বেশারি লাফরা ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

ভাঙ্গিয়া—স° ভন্স খাতু হইতে বা° ভাঙ্গা । খণ্ড করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া ।

কুড়ি—স° কুড়ব । বিজয়-বাবু বলেন এটি মোগল শব্দ ।

কোরা—স° কুটু খাতু ছেদনে । প্রাচীন বাংলায় কুড় খাতুর প্রয়োগ সুপ্রচলিত ছিল—

কুড়িতে কুড়িতে ঠেকিল কুম্বর পিঠি ।—শুভপুরণ ।

নখে কোড়ে হুম্মান দীর্ঘ সরোবর ।—কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৯২ পৃষ্ঠা ।

এখন কেবল কুফলী, নারিকেল-কোরা, কুমড়া-কোরা, মূলা-কোরা প্রভৃতি দুই তিনটি শব্দে কুর বা কুড় খাতুর প্রয়োগ প্রচলিত দেখা যায় । প্রঃ—

নারিকেল কোরা দিয়া রান্ধে মুগুরীর রূপ ।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ।

নারিকেল—কেরল দেশে নাম—কেল । নাল (উত্তম) + কেল (ফল) = নারিকেল = উত্তম ফল ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

গুবাক নারিকেল

অমৃত সম ফল

দাড়িষ টাবা সারি সারি ।—শুভপুরণ ।

“বান্ধালী ও দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্পর্শ সমালোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, নারিকেল, তাম্বুল ও চন্দন দ্রাবিড় দেশ তইতেই বান্ধালী পাঠিয়াছে । এগুলি দ্রাবিড় দেশেরই নিজস্ব সম্পত্তি । নারিকেলকে তামিলভাষায় তেল্ল-মরম্ অর্থাৎ দক্ষিণ দেশের বৃক্ষ বলে । নারিকেল ফলকে ইহার “তেল্লংকাই” ও “তেংকাই” বলে ( Asiatic Quarterly Rev. July 1897, p. 100 ) । তেল্লগুভাষায় ইহার নাম “নারীকেলমু” । ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে য়ুন চয়ঙ্ “নাকীকের-দীপে”র উল্লেখ করিয়াছেন । বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, নালীকের জাতি নালীকের-দীপেরই অধিবাসী ছিল । কথা-সরিৎসাগরে নারীকেল নামে একটি বড় ও সুন্দর দীপের কথা আছে । পুরাতত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন যে প্রথমে নারীকেল নিকোবার দীপেই জন্মিত । তথা হইলে সিংহলে আসিয়া সিংহলের উর্বরভূমিতে বহু পরিমাণে জন্মিতে থাকে । দক্ষিণভারত হইতেই বান্ধালায় নারীকেলের আগমন হইয়াছে । দ্রাবিড় প্রভাবের পর হইতেই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পূজা ও ক্রিয়ায় নারীকেলের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় । পূর্বের শাস্ত্রাদিতে নারীকেলের নামগন্ধই ছিল না । সম্ভবতঃ দ্রাবিড় প্রভাবের অবাস্তব ফলে ক্রমশঃ শাস্ত্রাদিতেও নারীকেল প্রবেশ লাভ করিয়াছে । মহাভারতে নারীকেল অনেক পরে



সংযোজিত হইয়াছে।”—শ্রীঅম্ভাচরণ বিজ্ঞাতৃষণ, “বান্দালী ও ডাবিড়,” প্রবাস  
মাঘ, ১৩২৮, ৪৫৮-৪৫৫ পৃষ্ঠা।

চৈতন্যদেবের সময় বঙ্গদেশে নারিকেল প্রচুর পাওয়া যাইত দেখা যায়  
—চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড ৯ অধ্যায়; চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড ১৫ অধ্যায়;  
অন্তখণ্ড ১০ অধ্যায়। শৃংখপুরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ( ২০৬ পৃষ্ঠা ) প্রভৃতি প্রাচীন  
পুস্তকেও নারিকেল ফলের উল্লেখ আছে।

সমুলিয়া—সন্তোলন করিয়া, সম্বরা দিয়া।

চক্ৰী—স° চবিকা > বা° চই। ইহা লতা, ফল পিপুলের মতন, ঝাল। Piper chab  
প্রঃ—

চৈ মরিচ স্নজা দিয়া সব ফল মূলে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ঝাল—স° জালা। বিজয়-বাবু বলেন—স° ধার, ধারা (তীক্ষ্ণ, Sharp) হইতে। প্রঃ—

মরিচের ঝাল ছানাবড়া বড়ী ঘোল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

আমড়াঞা—স° আম্রাতক > বা° আমড়া। আমড়াঞা ( সহযোগে তৃতীয়া বিভক্তির  
প্রাচীন রূপ ) = আমড়ার সহিত।

পালঙ্ক—স° পালঙ্কা, পালঙ্ক্য > আধুনিক বাংলার পালং (শাক)।

ঝাট—স° ঝটিতি। প্রঃ—

ঝাট করী জাই আন্ধে রাখার উদেশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

গোটা—মেথি কালো-জিরা সর্ষে প্রভৃতি মসলা ভাজিয়া একত্র গুঁড়া করিলে যে মসলা  
হয় তাহাকে গোটা বলে।

কাসন্দী—স° কাশমর্দ। বৈদ্যকগ্রন্থে—কাসন্দী। হি° কাসোন্দী। সরিষা বাটা বা  
গুঁড়া, তৈল, লবণ যোগে রক্ষিত কাঁচা আমের আচার। প্রঃ—

নিমপাতা কাসন্দির ঝোল।—ডাক।

কাসন্দি আচার আদি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পূর্ববঙ্গে আচারের গোটা নামক মসলাকেই কাশন্দী বলে।

জাঘীর—স° জঘীর, এক জাতীয় নেবু—Citrus medica. পূর্ববঙ্গে বাতাবী-নেবুকে  
জামীর বলে।

হাণ্ডী—স° ভাঙ্গন > ভান্গ > স° ভাণ্ড > ঝা° ভাড়া > বা° হাঁড়ি > স° হণ্ডী, হণ্ডা >  
বা° হি° হাণ্ডী। প্রঃ—

হিণ্ডীর সমীপে চণ্ডী দিল হাণ্ডী ভরি।—শিবায়ন।

কীরি—কীর, মিলের খাতিরে ইকার যোগ।

৮৭ পৃষ্ঠা

গোসাঞী—স° গোসামী=পৃথিবীপতি > প্রভু, স্বামী। প্রঃ—

গোসাঞি সোঁঅরি কাহাঞি ঝাঁট বাহ নাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

থাকুক পাহ্কার দাএ ছলিল গোসাঞি।—শ্রুতপুরাণ।

পৈল—স° প্রথম > প্রা° পথম > মাগধী পটমিলে, মাগধী অপভ্রংশ পটইলে > প্রাচ্য

হি° পহিলে, হি° পহিলা, বা° পয়লা। প্রঃ—

জননীর চরণে রাজা পৈল ভজিয়া। মধু নাপিতক আনিল ডাকিয়া।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

পৈল পত্রে যাগ্য দিব—অথাৎ অন্নের উপকরণ চাল।

উদ্ধার—(স°) ঋণ। লইয়া যাহা প্রতাপর্ণ করিতে হয় তাহা উদ্ধার।

স্থধিল—স° শুধ ধাতু। প্রতাপর্ণ করিলাম। প্রঃ—

স্থধিব সেনের ধার সত্ত্ব দিয়া প্রাণ।—মাণিক গান্ধুলি।

আপনারে বেচি শুধিলাম সে কাঞ্চন।—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বাকী—(আ°) অবশিষ্ট। প্রঃ—

কারকুন কাগজ বুঝে বাকী ওয়াশীল।—মাণিক গান্ধুলি।

পালী—স° পালি=রাশি; স° পারী=গোদোহন-পাত্র। পালী=ধান চাল মাপিবার  
বেত্র-নির্মিত পাত্র।

জলপান—জলখাবার, জলযোগ, লণ্ডু আহার।

আজীকার—স° অন্য > প্রা° অজ্জ > বা° আজ, আইজ, আজি। আজি+কার (যষ্টি  
বিভক্তির চিহ্ন)—ক, বব, কার, কের, কু প্রভৃতি যোগে সম্বন্ধ পদ হয়। অজ্ঞ-  
সম্বন্ধীয়, আজের। প্রঃ—

তবে কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বান্ধা—বন্ধক, ঋণের বিশ্বাস স্বরূপ গচ্ছিত রাখা। প্রঃ—

তোপ্কা বান্ধা দেউ মোর ঘরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

তবে শে—স° তহি, তদা > প্রা° তহবি, তহবিহ > হি° তদৌ, ও° তেবে, ম° তেবট্টা; বা°  
তবে, তবু। স° যিৎ > সিন, সেন সি, সে; স° হি > সি, সে = নিশ্চয়, চেষ্টা।

প্রঃ—সেই সে এখানে করিলাম অবস্থান।—কুন্তিবাসী রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড।

পস্থপতি—৪০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন কব্যের এক প্রথা (Convention) দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে একটি করিয়া  
রচকের ফর্দ দিতে হইবে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল,

মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, নরসিংহ বহুর ধর্মরাজের গীত, বহনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃত, প্রভৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে রন্ধনের ও ধান্য-দ্রব্যের তালিকা আছে, এবং এক তালিকার সঙ্গে অপর তালিকার অত্যন্ত মিল দেখা যায়। এমন কি চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি জীবনচরিতের মধ্যেও এই তালিকা বাদ পড়ে নাই। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রন্ধন-তালিকা পাওয়া যায় ডাকের বচনে।

সতন্তর—স° স্বতন্ত্র। প্রঃ—

কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্তর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

দুঃস্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন শব্দ করিয়া। ধন্যাত্মক শব্দ।

পাকে—জ্ঞাত, চেতু। স° পক্ষ > বা° পাক (বুদ্ধ গান ও দোহায় পাথ, পাখি)।

প্রঃ—

রাজা বলে দ্বিজ তুমি ও কথা কও কাকে।

দেশত্যাগী হয়ে আছি আমিও ওই পাকে ॥

বুদ্ধ গান ও দোহায় উদ্ধৃত প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত।

খেদি—স° খেদ = ছঃখ। তাহা হইতে গোণ অর্থ বিতাড়িত করা। খেদি—খেদাইয়া,

তাড়াইয়া। প্রঃ—

অনন্ত বাহুকি তারে খেদাড়িয়া থাএ।—শূর্যপুরাণ।

জ্বায়—স° যজ্ঞ ধাতু হইতে। যোগ্য হয়। প্রঃ—

যার লাগি মোর মন সদা করে উচাটন

তারে নাকি এমতি যায়।—অপ্রকাশিত পদরচাবলী।

কারণ—করণা পাঠান্তর।

বুলে—স° বল ধাতু সঞ্চরণে। প্রঃ—

পলাইতে নারে হংস বুলে স্তম্ভ ভরে।—শূর্যপুরাণ।

ধায়া—স° ধাব ধাতু দ্রুতগমনে।

চাহনী—স° চত ধাতু অব্যবহায়ে। স° চায় ধাতুর অর্থ পূজা, অর্চনা, চাক্ষুষ জ্ঞান। হি°

ম° চাহ ধাতু ইচ্ছা, প্রেম করা। অশোক-অম্বুশাসনে দৃষ্টি অর্থে ‘চাগ’ আছে।

চাহনি = দৃষ্টি।

বলদ—স° বলীবর্দ।

টলটল—স° টল ধাতু সঞ্চালনে, বৈকল্যে। বিজয়-বাবুর মতে চল বা ঝল ধাতু হইতে টল। প্রঃ—

টল

নাঅ টলবলাঅ আধিকে দামোর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কুন্তিবাসে—টলবল।

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মরাজের গীতে—টলবল।—

টলবল করে শ্রমপত্রে যেন জল।

৮৮ পৃষ্ঠা

ফিরি—স° শুর অর্থে সঞ্চলন, কম্পন।

শিক্ষা—স° শৃঙ্গ।

আস্য—আইস, এস।

আত্মঘাতি—আপনাকে আপনি আঘাত করা।

কান্দে—স° ক্রন্দ্ খাতু।

ভণে—স° ভণ। কহে, রচয়িতার নাম বলে।

শিব পাইতে চাহিলে গৌরীর ক্রোধ ও কলহ মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে ঠিক এইরূপ আছে; কবিকল্প খুব সম্ভব উহার অনুকরণ করিয়াছেন। মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## গৌরীর খেদ ( ৮৮—৮৯ পৃষ্ঠা )

৮৮ পৃষ্ঠা

পায়্যাছি—পাইয়াছি।

সই—স° সহী > প্রা° সহী, সহি > বা° সহ। বোধগানে সহি।

সাংহাতীন—স° সংহত বা সঙ্গত শব্দজ। যে সঙ্গ থাকে, সঙ্গিনী। তুঃ—

আলো ডোষি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।—বোধগান ও দোহা।

সই সৈগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গো।—মানিক গাঙ্গুলি।

নঙ্গট—স° ন + ণ (জন্মহিলা) = নয়া। নয়া হইতে পুংলিঙ্গ নয়। নয়াট > নাজট,

নাজটা, নঙ্গট। অথবা নিগ্গহ (জৈন) > নিগ্গস্তী > নিগন্ঠি > নেংটি, নেঙ্গট।—

ত্রিবিজয়চন্দ্র মজুমদার। নিগ্গহ জৈনরা উলঙ্গ থাকিত অথবা কোপীন পরিত,

তাহা হইতে নেঙ্গট মানে উলঙ্গ ও কোপীন ছইই হইয়াছে জীবৎ উচ্চারণ-ভেদে।

স° লিঙ্গপট্ > প্রা° লিঙ্গবট্ > লেঙ্গট, লেংট > নেঙ্গট, নেংট। হি° লঙ্ঘটাকা > লেঙ্গট,

লেংট। প্রঃ—

আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শূত্র।

সঙ্গে করি নিরা যাবে পাপ আর পুণ্য ॥—ময়নামতীর গান।

নারী—না পারি > নারি। প্রঃ—

শরানে সপনে পাসরিতে নারি বাক্যাছে প্রেমের ডোরে।—চণ্ডীদাস।

পোড়ে—স° পুট > প্রা° পড়হ।

ছাল—স° ছল্লী।  $\sqrt{স্ব} + গিচ = সারি > ছাড়ি$ । যা ছাড়ানো যায় তাই ছাল > স°  
ছল্লী। প্রঃ—

তথির উপরে ফেলে, যায় গার ছাল।—কৃতিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

দস্তাদস্তি—দন্তে দন্তে যে যুদ্ধ তাহা দস্তাদস্তি। বহুব্রীহি সমাস।

কন্দল—স° কং (মুখ) + দল (ফাঁক হয় যাতে) = ঝগড়া।

কলি—(স°) দ্বেষ, কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ।

করম—স° কর্ম।

ভাত—স° ভক্ত > প্রা° ভত্ত > বা° ভাত।

### ৮৯ পৃষ্ঠা

পোয়ের—স° পোত > প্রা° পোঅ > বা° পো। তে° পৈয়, তা° পৈয়ন।

মুশায়ে—মুঘাতে। কর্তৃকারকে ৭মী বিভক্তি।

দকদক—স° দহ ধাতু স্তম্ভাপে। প্রঃ—

হিয়া-দগদগি পরাণ-পোড়ানি কি দিলে হইবে ভাল।—চণ্ডীমাস।

উধার—স° উদ্ধার = ঋণ। হি° উধার।

উরে—স° উরঃ = বক্ষ।

জাহ্নবী—জঙ্ঘু মুনি গঙ্গাকে পান করিয়া জাহ্নু ভেদ করিয়া নির্গত করিয়াছিলেন বলিয়া  
গঙ্গার এক নাম।

জাহ্নু দ্বারা পুরা দত্তা জঙ্ঘু সংপীড় কোপতঃ।

তত্ত্ব কল্পা বরুণা চ জাহ্নবী তেন কৌত্তিতা ॥—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

“সামান্য খাবার জন্ত এই যে ঝগড়া, ইহা ভদ্রমাহুঘের পক্ষেই হয়, দেবতার ত  
কথাই নাই। দেবতাকে বড় করিয়া চিন্তা করার অভাব, তাঁকে ছোট করার  
চেয়েও বেশী, তাঁকে হীন করা। আজকের দিনে কোনো উপন্যাসে স্বামীজীর  
এমন বাস্তব চিত্র আঁকিলে সমালোচক গুরুমশায়রা লেখককে বেঞ্চে পাড় করাইয়া  
ছাড়েন।”—রবীন্দ্রনাথ।

যে সতী শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, যে গৌরী শিবকে পাইবার  
জন্ত অপর্ণা হইয়া তপস্তা করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালী কবিদের হাতে পড়িয়া  
প্রাকৃত স্ত্রীলোকের মতন কোন্দল করিয়া নিজেই স্বামীনিন্দা করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গের ছন্দটি একটু নূতন ধরণের—পয়ার ও ত্রিপদীর মাঝামাঝি।  
কিন্তু আগাপোড়া ছন্দের স্তম্ভস্ত সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

এইখানে কাব্যের প্রস্তাবনা শেষ হইল।

## পদ্মার উপদেশ ( ৮৯—৯১ পৃষ্ঠা )

## ৮৯ পৃষ্ঠা

এই প্রসঙ্গ হইতে কাব্যের উপাখ্যানের উপক্রম হইতেছে।

সপ্ত দ্বীপে—স্বায়ম্ভুব মনুর ছই পুত্র—প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। প্রিয়ব্রত রাজা তপস্বী ভগবদ্ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁর অলৌকিক শক্তি ছিল। স্বর্গ্য পৃথিবীকে দিনমানে মাত্র আলোক দেন ও রাত্রে তিনি অস্তহিত হন, এই ক্রটি সংশোধনের জন্ত প্রিয়ব্রত রাজা প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমি স্বকীয় তেজে রজনীকেও দিন করিব। অনন্তর তিনি স্বর্গ্যতুলা বেগবান্ জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করিয়া, দ্বিতীয় ভাস্করের দ্বায় সাতবার স্বর্গ্যের পশ্চাৎদিকে ভ্রমণ করিলেন। তাঁহার রথচক্রাণ্ড দ্বারা সাতটা গর্ত হইয়াছিল। ঐ সপ্ত খাত সাত সমুদ্র রূপে পরিণত হইয়াছে। সেই সপ্ত সাগর দ্বারাই পৃথিবীর সাতটি দ্বীপ বিবর্তিত হয়—জম্বু দ্বীপ, শাল্য, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। সপ্ত সাগর সপ্ত দ্বীপের পরিখা স্বরূপ। বহিঃসীমিত প্রিয়ব্রত উল্লিখিত জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপে স্বসদৃশ-চরিত্রসম্পন্ন আর্যীধ ইথ্যজিহব যজ্ঞবাহু হিরণ্যরেতা দ্ব্যতপৃষ্ঠ মেধাতিথি ও বীতিহোত্র নামক সাত আয়ুজকে এক এক করিয়া এক এক দ্বীপের আধিপত্যে অভিষেক করেন।—শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়। স্বন্দপুরাণ আবন্ত্যখণ্ড চতুর্থশীতিলিপিসংহিতা ৫৪, কুমারিকাখণ্ড ৩৭, রেবাখণ্ড ৭; দেবীভাগবত ৮৪; মার্কণ্ডের পুরাণ প্রভৃতিতে এই আখ্যানিকার উল্লেখ আছে।

আগে—সি অগ্র>অগ্গ>আগ।

## ৯০ পৃষ্ঠা

কলিঙ্গ—“কলিঙ্গ প্রাচীন ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ। ভারতের সেই প্রাচীন যুগে কলিঙ্গ বলিতে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমকূলের অধিকাংশ স্থানই বুঝাইত।

মহাভারতের মতে গঙ্গাসাগরের পর হইতেই কলিঙ্গ দেশ আরম্ভ। উড়িষ্যার ‘বৈতরণী’ নদী মহাভারত অনুসারে কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত। মহাভারতের এই মতের সহিত ‘টলেমীর’ মতের বেশ মিল আছে। (Indian Antiquary, XIII, 363.)

কবিবর কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ পড়িলে বুঝিতে আর বাকী থাকে না যে তাঁর আমলে উৎকলের দক্ষিণ দিকে কলিঙ্গ রাজ্য বর্তমান ছিল। তিনি উৎকল ও কলিঙ্গ নামে দুটি পৃথক রাজ্যের পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ রঘুর

দ্বিধিজয়-বর্ণনায় দেখা যায় যে তিনি কলিঙ্গ জয় করিয়া দক্ষিণ দেশে অগ্রসর হইতে না হইতে কাবেরী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই বর্ণনা কলিঙ্গ-জনপদের সনাক্ত ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

শক্তিসম্মত-তন্ত্রে প্রকাশ যে জগন্নাথের পূর্বদিক্ হইতে কুষাভীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গ-দেশ। বলা নিশ্চয়োক্ত যে এ মতটির সহিত বেশ সামঞ্জস্য রহিয়াছে রঘুবংশের মতের। পুণ্যলোক মহারাজ অশোকের অনুশাসনেও উল্লেখ রহিয়াছে যে তিনি কলিঙ্গদিককে কুষানদী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক হিউএনসাং কলিঙ্গদেশে ভ্রমণে আসিয়া-ছিলেন। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন কলিঙ্গ ও বর্তমান গঙ্গাম-ভিজাগাপত্তন প্রদেশ প্রায় পূরাপূরি অভিন্ন। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে চীনা পরিব্রাজকের কলিঙ্গ ও কবি কালিদাসের কলিঙ্গ অবস্থান হিসাবে অভিন্ন।

কোলকৃত্ সাহেব বলেন যে কলিঙ্গ জনপদ গোদাবরীতটপ্রদেশেই বর্তমান ছিল (Essays, II, 1791)। Hultzsch's South Indian Inscriptions প্রকাশ করে যে প্রাচীন কলিঙ্গ গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল।

দশম ও একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে চালুক্যরাজগণের শাসনাধীনে কলিঙ্গরাজ্য উত্তরে উৎকল ও দক্ষিণে চোলমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গদেশের দক্ষিণ অংশ 'তেলিঙ্গা'। 'তেলিঙ্গা' শব্দের মূল লইয়া যতই মতভেদ থাকুক না কেন উহা যে কলিঙ্গের অংশবিশেষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন কলিঙ্গের বর্তমানে আর কোন চিহ্ন নাই। সে রাজ্য ও তার গৌরব স্বপ্নসম লুপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র সমুদ্রতীরস্থ 'কলিঙ্গপত্তন' ও গোদাবরীর মোহানাস্থিত 'করিঙ্গ' নগর কালের গ্রহরীর হাত এড়াইয়া সেই অতীত যুগের 'গঙ্গসাধন' 'কলিঙ্গ' রাজ্যের জীবন্ত জাগাইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছে।

সকল দিক্ দেখিয়া বিচার করিলে একথা বেশ জোর করিয়াই বলা যায় যে উৎকল ও কলিঙ্গ অভিন্ন নয় এবং বর্তমান উড়িষ্যার দক্ষিণ দিকেই কুষানদী পর্য্যন্ত কলিঙ্গরাজ্য বিস্তৃত ছিল। তবে একথাও ঠিক যে কলিঙ্গগণ এক সময় উৎকল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল এবং সেই কারণেই কোথাও কোথাও উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ অনেকটা অভিন্ন এইরূপ আভাস পাওয়া যায়।—শ্রীহরিচরণ চট্টোপাধ্যায়। (প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮, ৫২২—৫২৩ পৃষ্ঠা)

‘অতি প্রাচীন কাল হইতেই কলিঙ্গদেশের বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন। অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু (অশোক, অষ্টম অধ্যায়) ইহার নানা বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। “মহাভারত হরিবংশ ও কালিদাসের বর্ণনা হইতে

স্পষ্টই অস্বীকৃত হয় যে একসময় সমগ্র উৎকল প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কাল-সহকারে এই সীমা ক্রমশঃই বর্ধ হইতেছিল।”

“ভারত-গৌরব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ত্রিকলিঙ্গ অর্থে তিনটি কলিঙ্গ নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—কলিঙ্গ, মধ্য কলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গের অপভ্রংশ উৎকল।”

“প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েনসাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত-ভ্রমণকালে কলিঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি কোনযোধ প্রদেশ অতিক্রমপূর্বক কলিঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনেকেই বর্তমান গঙ্গার প্রদেশকে কোনযোধ রাজ্য বলিয়া অস্বীকার করেন।” —শ্রীমহাসিনী শ্রাম। (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৮, ৬৬১ পৃষ্ঠা)

“মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কলিঙ্গ নামে এক দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ এই যে, দীর্ঘতম ঋষির বরে বলির পত্নী সূদশনা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুত্র এবং সূক্ষ নামে পঞ্চপুত্র লাভ করেন এবং তাঁহাদের শাসিত রাজ্যপঞ্চক তাঁহাদের নামানুসারে খ্যাত হয়। গ্রীক-লিখিত বিবরণ পাঠে অস্বীকৃত হয় যে, প্রাচীন ভারতে গঙ্গানদীর সাগরসঙ্গমস্থল হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্য নামে খ্যাত ছিল।

গ্রীক-লিখিত বিবরণের পর অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে কলিঙ্গ দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ অশোকের আদেশে বিপুল বাহিনী কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করে। কলিঙ্গবাসী স্বদেশ রক্ষার জন্য তিন বৎসরকাল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। অশোক স্বয়ং অমৃতপ্ত চিত্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, এই রণকাণ্ডে দেড়লক্ষ লোক বন্দী, একলক্ষ লোক নিহত এবং ইহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক লোক হতভিক্ষ এবং মারীর আক্রমণে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। তাদৃশ বোর-রণের পর মহারাজ অশোক কলিঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ভীষণতা মহারাজ অশোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া দিল। দ্বিতীয়তঃ কলিঙ্গ দেশে বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা কলিঙ্গদেশের উন্নতির মূল ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই দেশ সমৃদ্ধিশালী ও গণ্য হইয়া উঠে।

কলিঙ্গদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অবস্থান এবং বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতার প্রভাববশতঃ অনেক দেশের সহিত তাহার যোগ সাধিত হয়। বস্তুতঃ কলিঙ্গরাজ্য দীর্ঘকাল সামুদ্রিক শক্তিরূপে পরিগণিত ছিল। অধিবাসীরা কন্দানিগুণ এবং তেজস্বী ছিল; শিল্প, বাণিজ্য প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। খৃঃ ৭৫ অব্দে কলিঙ্গবাসীরা জাভাবীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন।



এতৎকালের একজন দিগ্বিজয়ী রাজার বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইনি চেতাবংশোদ্ভব খারবেল। তিনি মগধ ও উত্তরাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। আর-একজন রাজা ঐর প্রথমে সনাতন-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তার পর তিনি প্রাচীন রাজত্বকালে উপনিবিষ্ট শ্রমণদিগকে আহ্বান করিয়া বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহাদের নিকট পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন।

খৃষ্টীয় শতকের আরম্ভকালে বিস্তৃত কলিঙ্গ রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা হইতে কালক্রমে তাম্রলিপ্ত ( দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ ) ওড় ( উড়িষ্যা ) প্রভৃতি কতিপয় রাজ্যের উদ্ভব হয়। কলিঙ্গ রাজ্যের সীমা চিহ্না হ্রদ হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

প্রথমতঃ অন্ধ্রগণ খণ্ডিত কলিঙ্গ রাজ্যে অধিকার স্থাপন করেন। একসময় পূর্বাধিপত্যবৃত্ত চালুক্যগণ তথায় রাজত্ব করিতেন। খণ্ডিত কলিঙ্গরাজ্য সমৃদ্ধিশালী ছিল।

প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের দ্বিতীয় অংশ ওড়নামে পরিচিত হইয়াছিল। হাণ্টার সাহেবের মতে ওড় শব্দ অনার্য্য ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ওড় শব্দের পর দেশ শব্দ যুক্ত হওয়াতে এই দেশ ওড়দেশ ও কালক্রমে উড়িষ্যা নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। উড়িষ্যার সংস্কৃত নাম উৎকল। সনাতন-শাস্ত্রবেত্তাগণের নিকট উৎকল দেশ অপবিত্র ছিল। মহু ( দশম অধ্যায় ৪৪ শ্লোকে ) ওড়দেশীয় ক্ষত্রিয়-দিগকে শূদ্ররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধাত্যই তাদৃশ অপবিত্রতার কারণরূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে। জৈন ধর্মও এক সময় উড়িষ্যায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।”—শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, উড়িষ্যা প্রবন্ধ, প্রাচী আশ্বিন ১৩৩০।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

এতে কলিঙ্গাঃ কোন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।

—মহাভারত বনপর্ব ১১৪ অধ্যায়।

রঘু দিগ্‌বিজয় করিতে যাইবার সময় কপিলা বা কাঁসাই নদী উত্তীর্ণ হইয়া “উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ।”—রঘুবংশ ৪।৩৮।

জগন্নাথং পূর্বাধিপত্যং কৃষ্ণাতীরাস্তগং শিবে।

কলিঙ্গদেশঃ সংপ্রোক্তো বামমার্গপুরায়ণঃ ॥

ওড়দেশাদ্ উত্তরে চ কলিঙ্গো বিস্তৃতো ভূবি।

—কবিরাম-কৃত দিগ্‌বিজয়প্রকাশ।

প্লিনি বলিয়াছেন গঙ্গাসাগরের নিকট ও টোলেমী বলিয়াছেন তাম্রলিপ্তের নিকট

কলিঙ্গ রাজ্য।—Indian Antiquary, vol. III, p. 363.—বিশ্বকোষ,  
কলিঙ্গ শব্দ দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ভারতের পূর্ব উপকূল প্রায় সমস্তটাই কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল ;  
পরে তাহা তিন ভাগে ভাগ করা হয়—উত্তর কলিঙ্গ, মধ্য কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কলিঙ্গ।  
এই তিন ভাগের নাম হয় ত্রিকলিঙ্গ। ত্রিকলিঙ্গ শব্দেরই অপভ্রংশ ত্রৈলঙ্গ,  
তেলেঙ্গা, তেলেগু, করিঙ্গ। বম্বায় এখনো মাদ্রাজী মাট্রেই করিঙ্গা নামে পরিচিত  
হয়। কলিকাতায় কলিঙ্গা-বাজার তাহে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর কলিঙ্গদেশের  
চৌহদ্দি ঐ পুস্তকে এইরূপ পাওয়া যায়—

দক্ষিণে বিজয়ীহাট বামে গোলাহাট।

সম্মুখে মদনপুর, শত কোশ বাট ॥

গোলাহাট রমুলপুর নদীর তীরে প্রসিদ্ধ গঞ্জ। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস  
তাঁহার অভিধানে কলিঙ্গদেশকে কঁাসাই ও ধামরাই নদীর মধ্যবর্তী মেদিনীপুর  
জেলার অংশ স্থির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন যে “প্রাচীন  
কলিঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া পড়ে, এবং কলিঙ্গের পরেই উৎকলিঙ্গ, বর্তমান  
উৎকল।”—প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩০, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

বিশ্বকর্মা—আগেকার বা কিছু উৎকৃষ্ট শিল্প তাই হয় বিশ্বকর্মা নয় ময়দানবের সৃষ্টি বলিয়া  
প্রচার করা হইত। প্রাচীন বহু কাব্যেই বিশ্বকর্মা ও হনুমানকে দিয়া রাতারাতি  
অসাধ্যসাধন করানো হইয়াছে। বেদে প্রজাপতি বিশ্বকর্মা ছিলেন; পরে  
বিশ্বকর্মা হইয়াছেন একজন দেবকাক। ৯১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

রচিব—রচনা করিবে।

দেহারা—স<sup>১</sup> দেবালয় > হি<sup>২</sup> দেবালা > দেয়ারা, দেহারা। অথবা স<sup>১</sup> দেবগহ > দেবঘর  
> দেওঘর > দেহারা। মন্দির, দেউল।

দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ।—শৃঙ্গপুরাণ।

মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে—শক্তির একটি বিশেষ রূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে চণ্ডীমাহাত্ম্য  
আছে সেই চণ্ডী হইতে এই মঙ্গলচণ্ডী একেবারে স্বতন্ত্র। স্বন্দপুরাণে ভদ্রকালী  
মঙ্গলচণ্ডী। ধর্মপূজা-বিধানে বাস্তবিক মঙ্গলচণ্ডী বলা হইয়াছে। দেবীভাগবত  
৯৪৪, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (প্রকৃতিখণ্ড ৪৪ অধ্যায়) ও স্বন্দপুরাণে এই স্বতন্ত্র  
মঙ্গলচণ্ডীর কথা আছে।

শপন করিয়া—বহুদেবতা স্বপ্নাদেশ করিয়া নিজের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন দেখা যায়।  
বৈদ্যনাথ তারকেশ্বর প্রভৃতি ঠাকুরের প্রসিদ্ধি স্বপ্নের উপরই নির্ভর করিয়া।

পূজা প্রচারের জ্ঞাত স্বপ্নাদেশ করিয়া কবিদের দ্বারা কাব্য রচনা করানোও পূজাপ্রচারের এক পন্থা ছিল। ২৩ পৃষ্ঠার “চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে” পদের টীকা দ্রষ্টব্য।

পূজা লবে দৈত্য়-হঃখ-হরা—এই পদটির দুটি অর্থ হইতে পারে—( ১ ) হে দৈত্য়-হঃখ-হরা চণ্ডী, তুমি পূজা লইবে, ( ২ ) তুমি দৈত্য়-হঃখ-হরা পূজা লইবে—অর্থাৎ এমন পূজা লইবে যাহাতে তোমার দৈত্য় হঃখ হরণ হইবে, পূজার নৈবেদ্য পাইয়া তোমার দৈত্য় হঃখ দূর হইবে। দৈত্য়হঃখহরা পদ চণ্ডীর অথবা পূজার বিশেষণ।

পশুর লইবে পূজা—শিব পশুপতি ; কিরাত শবর নিষাদ ব্যাধ পশুহন্তা যুগাজীবী। শিবপত্নী চণ্ডীরও প্রথম পূজক হইতেছে পশু। ইহাতে চণ্ডীর সঙ্গে আরণ্য জাতিদের সম্পর্ক প্রকাশ পাইতেছে।

সিংহে করাইবে রাজা—ইন্দ্র চণ্ডীকে বিক্র্যাচলে প্রতিষ্ঠা করিয়া সিংহকে তার বাহন নির্দিষ্ট করিয়া দেন ( বামনপুরাণ )। সেই সম্মানের জোরেই সিংহ পশুরাজ।

নিরীশন—নিরীশ=লাঙ্গলের ফাল। নিরীশন কি? নিরীক্ষণ বা নিদর্শন হইবে বোধহয়। বঙ্গবাসী, ‘ইণ্ডিয়ান প্রেস’ ও বটতলা সংস্করণের পাঠ—নিদর্শন।

নিজ ঘণ্টা দিয়া নিরীশন—চণ্ডীর হস্তে ঘণ্টা থাকে—ঘণ্টাঃ পরশুঃ বাপি বামতঃ সমিবেশয়েৎ ( কালিকাপুরাণ )—সেই ঘণ্টা সিংহের রাজপদের চিহ্ন স্বরূপ প্রদত্ত হইবে।

সম্পদ-বিপদ-ভূমি—সম্পদ ও বিপদের ভিত্তি বা মূল স্বরূপ। ইহা চণ্ডীর অথবা দারু-দুর্সাকর-ভূমি পদের বিশেষণ।

দারু দুর্সাকর ভূমি—যে ভূমিতে বৃক্ষ ও দুর্সী প্রচুর জন্মে। দারু-দুর্সাকর—দারু ও দুর্সী যে ভূমিতে জন্মে। তুলঃ—ফলকর, জলকর, বনকর।

কলি—সৃষ্টিকালের চতুর্থ যুগ।

মাহেন্দ্র-কুমার—মহেন্দ্র-কুমার, অথবা মাহেন্দ্র কুমার। ইন্দ্রপুত্র।

নীলাশ্বর—কোথাও ইন্দ্রের কোনো পুত্রের নাম নীলাশ্বর পাই নাই। বোধ হয় এটি লৌকিক নাম। ইন্দ্র মেঘের সৃষ্টির দেবতা; তাই তাঁর পুত্র হইয়াছেন নীলাশ্বর।

ছলিয়া—ছলনা করিবার উপদেশ দিতে পদ্মার একটুও সঙ্কোচ বোধ হইল না, চণ্ডীরও তাহাতে আপত্তি দেখা গেল না। ধর্ম-প্রতিষ্ঠা হইতে যাইতেছে অধর্মের ভিত্তিতে। এই ব্যাপারে যে দেবতার দেবত্ব-লোপ ও ধর্মের পিণ্ডদান হইয়া যাইতেছে, সেদিকে কবি বা শ্রোতা কারো খেয়াল নাই। সেকালে ধর্ম ও নীতি এমনই অসংলগ্ন ছিল।

সদাগর—ফা° সওদাগর=বণিক্। সওদা ( কেনাবেচা )+গর ( করে যে )।

আগ হুয়ারে সদাগর পসার খেলার।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দেখে দেখে বেড়াল ছলভ সদাকর।—মাণিক গাঙ্গুলী।

হইব—হইবে, প্রথম পুরুষের একবচনে।

উজানী নগর—বর্দ্ধমান জেলার উত্তরে অজয় ও কুহুব নদীর সঙ্গমস্থলে বর্তমান মঙ্গলকোট  
ধানার সন্নিকটে অবস্থিত গ্রাম, এখন নাম কোগ্রাম।

সতাস্তর—স° স্বতন্ত্র। প্রঃ—

সামী দুরবার মোর নহৌ সতস্তর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সতা—স° সপত্নী>প্রা° সবস্তী, বা° সতীন>সতা। প্রঃ—

সব বিভালনী সতা সতী আমি ভালে জানি।—লোচনদাস।

হব—হইবে, প্রথম পুরুষের একবচনে। প্রঃ—

সহজে তোমাক স্মধী হইব জগন্নাথ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সমুখ—স° সমুখ=প্রসন্ন, অভিযুখ।

অমুবল—অমুসারে। পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাত হইয়া। সহায় হইয়া। প্রঃ—

ধর্ম অমুবলে তাহা হইল পূরণ।—কাশীরাম দাস, সভাপর্ক।

বাস জপে অনশনে অন্নদা জানিল মনে

ব্যাসের তপের অমুবলে।—ভারতচন্দ্র।

বিশঙ্কটে—বিসঙ্কটে, বিশেষ বিপদে।

সাত—স° সপ্ত>প্রা° সত্ত>বা° সাত।

লংঘিয়া—লঙ্ঘন করিয়া, অমান্ত করিয়া, নষ্ট করিয়া। প্রঃ—

কভৌ না লঙ্ঘিভেঁ যবে আক্ষার বোল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কনিটে লংঘিব জেষ্ঠ হই। হঠ মনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কাঠে পোকা বিক্রে যেন বাহুড়ে লজ্য কলা।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

ছয়—স° ষট্>প্রা° ছঅ, ছ>বা° ছয়, ছ।

ডিঙ্গা—স° দ্রোণ শব্দজ। মনসামঙ্গলে ডিঙ্গা শব্দ প্রচুর।

নট—স° নষ্ট। প্রঃ— চিরকাল দধি দুধ ঘরে নষ্ট হএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

## ৯১ পৃষ্ঠা

সাত তরী—সাত তরী লইয়া বাণিজ্যযাত্রা করানো তখনকার কবিদের একটা পদ্ধতি  
দীড়াইয়াছিল। মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের বণিকেরাও  
সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে গিয়াছিল।

শ্রীপতি, ধনপতি—এইরূপ নাম বণিকের ধনশালিতার পরিচায়ক। ধন লক্ষ্মী শ্রী শব্দ দিয়া বণিকের নাম রাখা শাস্ত্রবিধি। প্রাচীনকালে বৈশ্বগণ বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জন করিতেন; এই কারণে তাঁহাদের নামান্তর “ধনী” ছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে সমাধি বৈশ্ব বলিয়াছেন :—“সমাধিনাম বৈশ্বোহম্ উৎপন্নো ধনিনাং কুলে।” অর্থাৎ, “আমার নাম সমাধি বৈশ্ব; আমি ধনিগণের (বৈশ্বগণের) কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।”

ধর্মপুরাণে লিখিত আছে, “ধনো বৈশ্ব।” অর্থাৎ বৈশ্বের উপাধি “ধন” হইবে। এখনও গন্ধবণিকগণের “ধন” উপাধি দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে :—“ধনোপেতং বৈশ্বশ্রু।” ধনবাচক শব্দ বৈশ্বের উপাধি বা নাম।

বিক্রমকেশরী—৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষকালে বা ৭ম শতাব্দীর প্রথমে মঙ্গলকোটের শৈব রাজা। এঁর প্রতিষ্ঠিত নাংটেম্বর শিব (জিনমূর্ত্তি) অস্তাপি বিদ্যমান আছে। এঁর সময়ে ধনপতি উজানীবাসী বণিক বিদ্যমান ছিলেন। অতএব এঁর সময়েই বঙ্গ চণ্ডীপূজা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় বোধ হয়।

বাসর মঙ্গল—মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মঙ্গলবারে জলপূর্ণঘটে দূর্ধ্বা-তুলাদি দিয়া করিতে হয়।—

পূজ্য মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে।

\* \* \* \*  
প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজাং রুদ্ভা গতঃ শিবঃ।

\* \* \* \*  
চতুর্থে মঙ্গলবারে স্তম্বরীতিশ্চ পূজিতা।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ পূজা কার্য্যা বিবৃদ্ধয়ে।

পটেমু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম॥—কালিকাপুরাণ।

অষ্টতুলাদূর্ধ্বাক্তাং অর্চেন্ মঙ্গলকারিণীম্।—ধর্মপূজাবিধান।

এই পরিচ্ছেদে কাব্য-বর্ণিত ছুটি উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত আভাস দিয়া কবি শ্রোতা ও পাঠকদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইলেন। কাব্যবর্ণিত উপাখ্যান দুটির সংক্ষিপ্ত আভাস বৃহদ্ধর্মপুরাণে একটি মাত্র শ্লোকে আছে—

ঔং কালকেতু-বরদা ছলগোধিকাসি

যা ঔং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকায়া।

শ্রীশালবাহন-নৃপাদ বণিজঃ সম্মনো

রক্ষে হৃদয়ে করিচয়ং এসতী বমস্তী ॥

—বৃহদ্ধর্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৬।৪৫।

কবি লালা জয়নারায়ণ রচিত চণ্ডিকামঙ্গল কাব্যে কাব্যের মূল দুইটি উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত আভাস এইরূপে দেওয়া আছে—

যেৰূপে প্রকাশ হৈল চণ্ডীর এ কথা ।

পূৰ্ব্বাচাৰ্য্য-প্রসঙ্গ যেমত আছে গাথা ॥

সেই অনুসারে শুন নূতন রচন ।

আছয়ে যেমত কথা পুরাণ-বচন ॥

বৃহদ্ধৰ্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেতে ।

লিখা মহামায়া-প্রতি বিষ্ণুর স্তবেতে ॥—

অবতীর্ণ হৈয়া তুমি যশোদার গর্ভে ।

কংস ছলি বিক্ষ্যবাসী হবে নিজ-গর্বে ॥

এইরূপ স্তব আছে বিস্তর কথন ।

তাতে এক শ্লোক এইরূপেতে লিখন ॥

ভারত-ভূমেতে চণ্ডী লীলা প্রকাশিয়া ।

কালকেতু উদ্ধারিবে গোধিকা হইয়া ॥

মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ ।

সম্বরণে করিবর করিবেন গ্রাস ॥

বণিক-সুতকে ফেলি ঘোর সঙ্কটেতে ।

উদ্ধার করিবে নৃপ শালবান্ হতে ॥

( সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ১৩০৭ ) ।

## পুরানির্মাণ ( ৯১—৯৩ পৃষ্ঠা )

৯১ পৃষ্ঠা

মনে লাগে—সঙ্গত বলিয়া মনে হইল ।

বিশ্বকর্মে.....ধেয়ান—এতক্ষণ চারটি চালের জন্য শিব বেচারাকে খাইতে দিতে না পারিয়া দাম্পত্যকলহ হইতেছিল, আর এখন স্মরণ মাত্র বিশ্বকর্মা মন্দির গড়িতে ছুটিতেছেন । ঘিনি ত্রিলোকপতি মহেশ্বর ও ধীর গৃহিণী জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা, ঋদের ভাগুরী ধনেশ কুবের, এবং আজ্ঞাবাহী বিশ্বকর্মা ও হনুমান, তাঁদের খাওয়া জোটে না, ভিক্ষা করিতে হয় ; আবার ইচ্ছা মাত্রেই অসম্ভব সম্ভব হইয়া উঠে । সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত স্বপ্নের মতন সুসঙ্গতিহীন ।

বিশ্বকর্মা—বিশ্বকর্মা বৈদিক দেবতা, সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের বিশেষণবাচক নাম। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে মাত্র ৫ বার এই নামটির উল্লেখ আছে, এবং ইন্দ্র ও অগ্নির বিশেষণ রূপে বিশ্বকর্মা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশ্বকর্মার ডানা ছিল; স্বর্গমর্ত্যাদি প্রস্রুত হইয়া গেলে তিনি এই ডানার সাহায্যে সেগুলিকে ঘুরাইয়া দিতেন।

পরে বাজসনেয়ী-সংহিতার ও শতপথ-ব্রাহ্মণে বিশ্বকর্মা প্রজাপতিরই নামান্তর হইয়া গিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে বিশ্বকর্মা কে ভোবন অর্থাৎ ভুবনের পুত্র বলা হইয়াছে। তার পরে পুরাণে দেখা যায়—

বৃহস্পতেম্ তু ভগিনী বরদ্রী ব্রহ্মচারিণী।

প্রভাসন্ত তু ভার্যা সা বহু নাম্ অষ্টমন্ত তু ॥

বিশ্বকর্মা মহাতাগস্ তত্তাং জজ্ঞে মহামতিঃ।

—বিষ্ণুপুরাণ, ৯।১৫।

তিনি মন্ত কারিগর, সেজন্ত—

প্রাসাদ-ভবনোত্তান-প্রতিমা-ভূষণাদিষু।

তড়াগারাম-কূপেষু স্মৃতঃ সো হমরবন্ধকিঃ ॥

—মৎস্যপুরাণ ৫ম অধ্যায়।

বিসাই—বিশ্বকর্মা নামের অপভ্রংশ। প্রঃ—

আচাষিত বিসাই ঠেকিল রাজার সম্মুখে।—শূন্যপুরাণ।

আশংলীয়া—স<sup>০</sup> আশংসা=ইচ্ছা, আশা, সম্ভাষণ। আশংসিয়া=ইচ্ছা বা আশা প্রকাশ করিয়া অথবা সম্ভাষণ করিয়া। এখানে বোধহয় আশীর্বাদ করিয়া অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

গুয়াপান—পান সুপারি দেওয়া ও নেওয়া প্রাচীন কালে কোনো কক্ষে নিয়োগ ও তাহা সম্পাদনের প্রতীক বা চিহ্ন ছিল। ১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূজা-মূল—পূজার উপায়।

কলিঙ্গ নগরে—কলিঙ্গ নগর বা মেদিনীপুর জেলা মুসলমান বিজয় পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল। ১২০০ সালে মুসলমান-বিজয়ে বিভাড়িত হইয়া বহু বৌদ্ধ মগধ হইতে পলাইয়া কলিঙ্গে আশ্রয় লন। আবার উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব ১৫৫১ সালে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধবৃত্ত সমর্থন করেন ও তাঁর প্রভাব কলিঙ্গের উপর দিয়া মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইরূপে কলিঙ্গে বৌদ্ধতাব বদ্ধমূল হয়। বৌদ্ধধর্মের পরাজয়ে ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানে যখন উভয় ধর্ম ওতপ্রোত মিশ্রিত হইয়া নূতন এক তৃতীয় রূপ ধারণ করিতেছিল, তখন বহু বৌদ্ধ

দেবদেবী নাম বঙ্গল করিয়া নিজদেশের পূজা ও প্রতিষ্ঠা প্রচলিত রাখিতেছিলেন। এইরূপে বৌদ্ধদেবী বাঙালি হইয়াছিলেন চণ্ডী, হারিতি হইয়াছিলেন শীতলা, এবং তরিতা বা তবিভা হইয়াছিলেন মনসা। এইজন্য এই সময়ে এই তিন দেবীর মহিমা ঘোষণার জন্য বঙ্গে বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। এবং এই কারণেই চণ্ডীর প্রথম মন্দির নির্মিত হইতেছে কলিঙ্গনগরে। (কলিঙ্গ-সংস্থান সম্বন্ধে ২১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

চণ্ডী যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবী বাঙালি তাহা আমরা পরে ক্রমশ পরিচয় পাইব।

হুম্মান—প্রাচীন বহু বাংলা মঙ্গল কাব্যে হুম্মানের সংস্রব দেখা যায়। এর কারণ বোধহয়—(১) রামায়ণের প্রভাব, (২) দেশে বানর-পূজা প্রচলিত থাকা, (৩) হুম্মান ধর্মের বাহন ছিলেন, (৪) বুদ্ধদেব এক জন্মে মর্তুমূর্তি ধারণ করিয়া প্রজ্ঞাপারমিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন (জাতক), (৫) বিশ্বকর্মা একবার ঋতপৎজ ঋষির শাপে বানর হইয়াছিলেন—

চিত্রাঙ্গদায়াঃ পিতরং মাং তৃষ্টারং তপোধন।

অভিজ্ঞানীহি ভবতঃ শাপাদ্ বানরতাং গতম্ ॥—

বামন-পুরাণ, ৬৫।১০২।

(৬) শিবশক্তির অমুচর নন্দী ভূঙ্গীও হুম্মান ছিলেন—

নন্দিনঞ্চ হনুমন্তং পশ্চিমদ্বারি পূজয়েৎ।

—কালিকাপুরাণ, ৬৩ অধ্যায়।

ধর্মের বাহনের নাম উলুক। এই উলুকের মূর্তি গড়া হয় কতকটা গরুড় ও কতকটা হুম্মানের মতন। ফরাসডাঙ্গার ষোলুসিনি গ্রামে ধর্মমন্দিরের দ্বারদেশে বানরাকৃতি উলুক দণ্ডায়মান আছে। ধর্মমঙ্গলে ধর্মের বাহন হুম্মান্। বাহন-রূপী উলুক লাউসেনকে মল্লবিজ্ঞা শিখাইরছিল। মাণিকদত্তের চণ্ডীতে বিসাইরূপী হুম্মান চণ্ডীর দেহারা নির্মাণ করে। ধর্মশক্তি বাঙালি চণ্ডীতে পরিণত হইলে তাঁর মন্দির গঠনের ভার ধর্মের বাহনের উপরই হস্ত হইল।

কংসনদ—মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রবাহিত কাঁসাই নদী। এর প্রাচীন সংস্কৃত নাম কপিলা। রঘুবংশকাব্যে রঘুর দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে এই নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়—

স তীর্থা কপিলাং সৈন্তৈশ্চ বদ্ধ-দ্বিরদ-সেতুভিঃ।

উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যথৌ ॥—৪।৩৮

কপিলা নাম অপভ্রংশে হয় কাঁসাই। কাঁসাই নামের মূল তুলিয়া উহাকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টার পরবর্তী কালে নাম হয় কংসাবতী, কংস, কোশিকী। তুঃ—

আনিয়া ত বিখস্তর মঠ গড়াও সহর,

কলিঙ্গে করিবে তোমা পূজা ॥



কংস-নদীর তটে

গঠহ স্তম্ভের মর্তে

অম্বল দিমু হহুমান ।

—মাধবাচার্য্যের দুর্গামাহাত্ম্য বা চণ্ডীমঙ্গল ।

ধর্মদেব প্রথম আবির্ভূত হইয়া পূজা গ্রহণ করেন বল্লকা নদীর তীরে ( বর্ধমান জেলায়)—“শনিবারে ব্রত করিল বল্লকার তীরে” (ধর্মপূজা-বিধান) । ধর্মের শক্তি বাণলি দেবীও “সরিং-তীরে সমুৎপন্ন” (ধর্মপূজা-বিধান) । এই দেবতাদের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক ছিল বলিয়া তাঁদেরই ছদ্মবেশী চণ্ডীর পূজা প্রথম হইয়াছিল কাঁসাই নদীর তীরে, ও দ্বিতীয় বার হইয়াছিল অজয় নদের তীরে । কাঁসাই ও অজয় নদ দ্বারা সীমাবদ্ধ দেশের উপর দিয়া ধর্মবিপ্লবের ত্রিধারা প্রবাহিত হইয়াছিল—( ১ ) ধর্মপূজা প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র হইয়াছিল অজয় নদের নিকটবর্তী ঢেকুর বা ত্রিষঙ্গীগড় ; ( ২ ) চণ্ডীপূজা হয় কাঁসাই ও অজয় নদের কূলে ; ( ৩ ) মনসার পূজা প্রচলিত হয় বর্ধমান জেলার মানকর বৃন্দবদের কাছে চম্পাই নগরে, গাঙ্গুড়া নদীর ধারে—

অঙ্গলে নদীর কূলে

মিলিয়া সব রাখালে

নাট গীত মহোচ্চব করি ।

শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া

পঞ্চ উপচার দিয়া

ভূত পুজে বলে বিষহরি ।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল ।

সাতানইয়া বন্ধে—ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মিলাইয়া ৯৭ হাত ।

সাতানইয়া—স° সপ্তনবতি &gt; সাতানব্বই &gt; সাতানই । সাতানই সম্বন্ধীয়—সাতানই + ইয়া = সাতানইয়া ।

বন্ধ—কা° বন্দ = দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সমষ্টি-পরিমাণ । প্রঃ—

পচিশের বন্ধ যেন ঘর একখান ।—কুন্তিবাস ।

পোতা—ঘাট প্রাথিত থাকে, গৃহের মেঝে ও ভিত্তির মধ্যবর্তী উচ্চ বেদীর আকারের নিরেট অংশ । পোত, শিশো বহিক্রে চ গৃহস্থানে চ বাসসি ।—মেদিনী । Plinth.

কাটিয়া ছিড়িয়া মাপিআ জখিআ সত হাথে হইল পোতা ।—শূন্যপুরাণ ।

রোহনগিরি—আরোহণ-যোগ্য বা উচ্চ গিরি ।

থরে থরে—স্তরে স্তরে । স° স্তর &gt; প্রা° থর । প্রঃ—

উত্তর ঘাটে জত কটিকে বিরাজিত পবাল মুকুতা থরে থর ।—শূন্যপুরাণ ।

পাতি—স° পংক্তি । প্রঃ—

কেমন জল ঘট গো তুজার কেমন কুলের পাতি ।—শূন্যপুরাণ ।

চিরে—স° √ চূ = বিদারণ। প্রঃ—

পাসান চিরিআ ধরিল স্ত্রের ধার।—শূন্যপুরাণ।

প্রাণ জেহু ফুটি জাএ বুক মেলে চীর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নরঅ নারী মাঝে উভিল চীরা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

চারি—স° চহারি। প্রঃ—

কুটুখ বান্ধব যত সম্ভে রহে চারি ভিত।—শূন্যপুরাণ।

পর—স° প্রহর। প্রঃ—

নাট গীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি।—শূন্যপুরাণ।

ছড়া—স° ছটা।

রসাল—রস ( পারদ ) + আল (অন্ত্যার্থে বাংলা প্রত্যয়) = পারদলিপ্ত।

দর্পণ—মন্দিরে দর্পণ দিবার উল্লেখ প্রাচীন কাব্যে পাওয়া যায়—

আড়ার মাইজ খানে দপ্পন শোভা করে।—শূন্যপুরাণ।

লাগে—স° লগ ধাতু = সংযোগ হওয়া। প্রঃ—

তিঅ ধাএ বিলসই উহ লাগেনা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বেড়া—স° বেঠ > প্রা° বেটুঠ > বা° বেড়, বেড়া। প্রঃ—

ময়ূরপুছে বান্ধি চুড়া কেশপাশে দিআ বেড়া।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ধবল চামর শিরে ত্রিশক পতাকা—তুঃ—

গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।

মাঝে মাঝে শিখীপুচ্ছ শোভা করে ভাল ॥

কলধৌত-কলসে পতাকা দিল সেজে।

কাঁচঢালা কাঞ্চন-বরণ করে মেজে ॥—ঘনরামের ধর্মমঙ্গল।

মোউরর ছাইল ভাণ্ডারঘর।

পিড়াঅ সভা করে সুনার কলস ॥—শূন্যপুরাণ।

ত্রিশক—হয় ত্রিশত, নয় ত্রিশিধ হইবে। বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ—ত্রিশিধ = তিনটি-  
শিখা-বিশিষ্ট ; বিশ্বপত্রাকৃতি।

রাকাপতি.....বলাকা—চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ঘন বকের মালা উড়িতেছে। দৃষ্টান্ত  
অলঙ্কার।

যগতি—সিংহাসন (বোধহয়) ; কিন্তু কেমন করিয়া এই অর্থ আসিল ও কোন্ মূল হইতে  
এই শব্দ আসিয়াছে তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই।

পথরে—স° প্রস্তর > প্রা° পথর > পথর, পাথর। হি° পাথর, ও° পথর-অ, ম° পথর।

প্রঃ—

গলাত পাথর বাকী দহে পসী মরে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

শূন্যপুরাণে পাথর বর্ণবিপর্যয়ে পার্থ ।—

চিরিয়া বাস্তি পার্থ পাসান চিরিয়া ।

লিখে পূজার পদ্ধতি—পূজার ক্রম ও বিধি পাণ্ডরে খোদাই করিয়া রাখিল নরশিকার জন্য  
(যেমন রাজা অশোক অমুশাসন খোদাই করাইয়াছিলেন), কারণ চণ্ডী  
নরলোকে অপরিচিত দেবতা, সুতরাং তাঁর পূজাপদ্ধতি অজ্ঞাত ।

আড়া—স° আলি। পুকুরের পাড়। প্রঃ—

চানক দিল মানিক-ভাণ্ডার পুকুর-আড়র উপর ।—শূন্যপুরাণ ।

ঘাট—স° ঘট্ট। প্রঃ—

ঘাটর ঘাটলি রাজা বিনে মুক্ত জাঅ ।—শূন্যপুরাণ ।

নাছ—ফা° নহজ—সদর রাস্তা। হি° নাহজ্ । প্রঃ—

নাছে গিঅঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

বাট—স° বয়্য > প্রা° বট্টা > স° বা° বাট। প্রাচীন বাংলায় বহু প্রচলিত শব্দ। প্রঃ—

বাট মেখে সে বালক পুনঃ না আইল ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

বৌদ্ধগান ও দোহার—বাট, বাটা ।

বিঘিনি-বিহারিত বাট ।—বিদ্যাপতি ।

বাট আঙুলিয়া ঘাটে বুড়ি বৈসে ছলে ।—ঘনরাম ।

বাট দান হাট দান লইলোঁ রাজ-ঘরে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

### ৯৩ পৃষ্ঠা ।

ভোগবতি-জল—ভোগবতী পাতাল-গঙ্গা, তাহার জল ।

স্বর্গে মন্দাকিনী প্রোক্তা অধো ভোগবতী তথা ।

মধ্যে বেগবতী গঙ্গা পাবনার্থং নৃণাং শিবা ।

—গয়পুরাণ উত্তরখণ্ড ২৪০।৪৬ ।

কছুলী—স° কদলী = রস্তু ।

পনষ—স° পনস = কাঁটাল ।

কঙ্কণা—নেবু ।

করমদ—স° করমর্দক—করঞ্জা, পাণিআমলা ।

বিজপুর—স° বীজপুর = ডালিম, নেবু ।

নেয়ালী—স° নবমালিকা > প্রা° নোমালিআ (শকুন্তলা) > বা° নেআলী, নেয়ালী । প্রঃ—

চাম্পা নাগেশর নেআলী ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

বাকুলী—স° বন্ধুক, বকুলী। লাল রঙের ফুল। প্রঃ—

আধর বকুলী গও মধুক সমানে।—ত্রীকৃষ্ণকীর্তন।

রঙ্গেন—রঙ্গন।

শগুনা—স° সপ্তপর্ণা=ছাতিম।

ধাতকী—ধাতীপুষ্প, ধাইফুল।

কুরইক—কুরচী বা কুরণ্ট বা কুরুবক বোধ হয়।

মলইয়া—তা° মলৈ (=পাহাড়) > মলয় (বিশেষ পর্বতের নাম)।

চন্দন—চন্দন মলয়-পর্বতে হয়। ইহা বঙ্গের দ্রাবিড়-দেশ হইতে আমদানী।

“চন্দন দ্রাবিড় ভিন্ন অন্য কোথাও জন্মিত না। এখনও দ্রাবিড়-ভূমিই জগতের সর্বত্র চন্দন সর্বব্রাহ করিয়া থাকে। তাশিশ্ হইয়া দ্রাবিড়ের চন্দন সলোমানের রাজ্য পর্যন্ত সুগন্ধে আমোদিত করিয়া আসিয়াছে। সিংহলে ছোট ছোট চন্দন-গাছ আছে। স্যাণ্ডুইচ দ্বীপেও দুই রকম চন্দন-গাছ আছে, কিন্তু সেগুলি খাঁটি চন্দন নয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যথেষ্ট চন্দন জন্মিত। এখন নাই। ভারতে এখন নানা জায়গায় চন্দন জন্মে। বাঙ্গালার চন্দনের ব্যবহার দ্রাবিড়ই শিখাইয়াছেন। বাঙ্গালী তামল জাতির নিকট হইতেই চন্দন পাইয়াছে।”

ত্রীমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, বাঙ্গালী ও দ্রাবিড়, প্রবাসী—মাঘ ১৩২৮, ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

ত্রীকৃষ্ণকীর্তন বৃন্দাবনধণ্ডে ও শূন্যপুরাণে বহু ফুল ও গাছের নামের তালিকা আছে।

চণ্ডীর দেউল দেহারি নিষ্ঠাণের বর্ণনা শূন্যপুরাণের ধর্মের দেহারি নিষ্ঠাণের বর্ণনার অনুরূপ—শূন্যপুরাণেও দেহারি নিষ্ঠাণের কারিগর বিশ্বকর্মা ও হনুমান্।

## স্বপ্নাদেশ ( ৯৩—৯৪ পৃষ্ঠা )

### ৯৩ পৃষ্ঠা

রজনীর অবশেষে—ভোর রাতে স্বপ্ন সফল হয় এই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ত কলিঙ্গরাজকে রজনীর অবশেষে স্বপ্নাদেশ করা হইতেছে।

“অকুণোদর-বেলায়াং দশাহেন কলং তবৎ।”

—মৎস্তপুরাণ, ২৪২ অধ্যায়; অগ্নিপুরাণ ২২৯।১৬-১৭।

শিয়র—স° শিখর > প্রা° শিঅর > বা° শিয়র। প্রঃ— বৌদ্ধগান ও দেহারি

শিখর অর্থে শিহর শব্দের প্রয়োগ আছে—বরগিরি শিহর উতুঙ্গ মুণি শবরে  
জাই কিঅ বাস ।

এথাঞি শিয়রে বাণী আরোপিঅ। স্মৃতিঅ আছিলো আন্ধি ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।  
দক্ষজনী—দক্ষ হইতে জাত । জাত অর্থে জমী জহু প্রাচীন বাংলায় বহুপ্রচলিত ।  
১ পৃষ্ঠার ঢাকা দ্রষ্টব্য ।

মথ—যজ্ঞ ।

চিরকাল—বহুদিন ।

### ৯৪ পৃষ্ঠা

ভারতবর্ষ—দ্বয়ন্ত রাজার পুত্র ভরত ( হরিবংশ, হরিবংশপর্ব ৩২ অধ্যায় ) অথবা  
প্রিয়ব্রত রাজার প্রপৌত্র ভরত যেখানে রাজ্য করিয়াছিলেন । স্বায়াম্ভুব মনুর  
পুত্র প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নীধ, অগ্নীধের পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভ,  
ঋষভের পুত্র ভরত ।—কুর্শপুরাণ, পূর্বভাগ, ৩৯ অধ্যায় ; লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ ৪৭  
অধ্যায় ; স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৭২ অধ্যায় ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩৩ অধ্যায় ;  
অগ্নিপুরাণ ১০৭ অধ্যায় ; ভাগবত ৫।১৯ ; শতপথ-ব্রাহ্মণ ।

নব ভাগে—( ১ ) নূতন রাজ্যে, ( ২ ) নয় রাজ্যে ।

এত রাজ্য থাকিতে কলিঙ্গ-রাজার কোন পুণ্য স্মৃতি বা মহত্বের ফলে যে  
তীর উপর চণ্ডীর এই আকস্মিক রূপা হইল তা বলার কোনো আবশ্যকতাই কবি  
উপলব্ধি করেন নাই । আমরা ইতিহাস হইতে দেখিতে পাই যে কলিঙ্গ বা  
মেদিনীপুর জেলায় আগে অনাগ্য শবর কিরাত জাতির রাজত্ব ছিল । পরে মাঝি  
ও মল্ল রাজাদের অধীন হয় ; ৮৫০ খৃষ্টাব্দে উহা ব্রাহ্মণ রাজা জয় করেন ।  
( গেজেটিয়ার ও মেদিনীপুরের ইতিহাস দ্রষ্টব্য ) । সুতরাং এই কলিঙ্গ-রাজের  
কাছে পূজা লওয়ার মধ্যে চণ্ডীর নিমন্তর হইতে উত্থানের ইতিহাস লুকায়িত  
হইয়া আছে ।

শাবহীত—সাবহিত, অবহিত হইয়া, মনোযোগ করিয়া ।

নৈমেষ কানন—বিষ্ণু এখানে নিমেষ-মধ্যে দৈত্যবধ করেন বরিয়া নাম নৈমিষ ।

—বরাহপুরাণ ।

ব্রহ্মার নিকৃষ্ট চক্রের নেমি যেখানে পতিত হইয়াছিল তাহার নাম হয় নৈমিষ ।—  
কুর্শপুরাণ, উপরিভাগ, ৪১ অধ্যায় ; ব্রহ্মপুরাণ ১ অধ্যায় ; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড  
১ অধ্যায় ; ব্রহ্মাণ্ড ১ অধ্যায় । লক্ষ্মণের বাণীকোণে ৪৫ মাইল দূরে গোমতীর  
বামতটে অবস্থিত, বনোপীকীর সমিহিত পুরাণ-প্রসিদ্ধ অরণ্য । বর্তমান নাম  
নিমখার । এখানে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল ।

গন্ধমাদন—ইলাবৃতবর্ষ ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমাপর্কত, কৈলাসের উত্তরে মানস-সরোবরের নিকট। স্বল্পপুরাণের মতে দক্ষিণ-সমুদ্রে রামসেতুর নিকটস্থ পর্কত (ব্রহ্মখণ্ডে সেতু-মাহাত্ম্য ১৮ ১০২) অথবা বদরিকাশ্রমের দক্ষিণভাগে (বিষ্ণুখণ্ডে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্য ৪ অধ্যায়) অথবা সুরাষ্ট্রদেশে (প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১৬৮২।৮৩)। রৈবতক পর্কতের নিকটে, মালাবান্ পর্কতের পরে (পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ২ অধ্যায়)।

গোমহ—গোমস্ত, কোঙ্কণ প্রদেশের গোয়ার সন্নিহিত স্থান।

তাম্রলিপ্ত—তামলক, তমলুক, তাম্রলিপ্তি। তামিল জাতির প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন নগর। টলেমি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্ত পুরাণে গঙ্গাপথের প্রসিদ্ধ স্থানের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। পাজিটার সাহেবের মতে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ সমুদ্রগুপ্তের সময় ৩৩৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে মগধে রচিত হয়; এবং মৎস্তপুরাণ ২৭৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে রচিত।

“বাঙ্গালাদেশে যে দ্রাবিড়গণ কোন সময়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ‘তাম্রলিপ্তি’ নামই তাহার এক প্রমাণ। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এক সময়ে তামল বা দামল জাতির প্রাধান্ত তমোলুকে ছিল। বহুপ্রাচীন সংস্কৃতোক্ত তমোলুকের নাম দামলিপ্তী, অর্থাৎ উহা দামল বা দ্রাবিড় জাতির একটি প্রধান নগর।”—শ্রীঅমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, বাঙ্গালী ও দ্রাবিড়—প্রবাসী, মাঘ ১৩২৮, ৪৫১ পৃষ্ঠা।

বর্গভীমা—আসলে এটি নাকি পদ্মপাণি বৃদ্ধমুর্তি, শক্তিমুর্তি বলিয়া পূজিত হইতেছে

বিষকাইয়া—বিষকায়।

বিজইয়া—বিজয়া।

মহামাইয়া—মহামায়া।

রায়—স° রাজা > প্রা° রাআ > রাজ, রায়। প্রঃ—

কি করিতে পারে তোর সে না কংস রাআ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

রাআ রাআ রাআরে অবর রাজ মোহেরা বাধা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বরঙ্গ—ফা°। ঘণ্টা। প্রঃ—

হুন্ডু ভি বাজনা বাজাএ ঘনে ঘনা বরঙ্গ ভোর ধিরকালি।—শূন্যপুরাণ।

সানন্দ বাধাই—আনন্দ-বর্দ্ধন। বর্দ্ধন > বাধাই। বাধাই শব্দের গৌণ অর্থ উৎসব, উৎসব-সম্বন্ধীয় হইয়াছে। প্রঃ—

আজু বনে আনন্দ-বাধাই।—পদ্মরঙ্গাবলী।

নদ্রিয়ানগরে আনন্দ ঘরে ঘরে মঙ্গল-বাধাট বাজু।—চৈতন্যমঙ্গল, আদি খণ্ড।

অঘরে সম্বরে নাই আনন্দ বাধাই।—মাণিক গাঙ্গুলি।

## চণ্ডাপূজা ( ১৫—১৬ পৃষ্ঠা ,

১৫ পৃষ্ঠা

মঙ্গল রাগ—মঙ্গল কণ্ঠে মঙ্গলহৃচক সুখ ।

ঘোড়া—তে° গুরা-মু &gt; বা° ঘোড়া &gt; স° ঘোটক ।

রুদ্রাক্ষ—রুদ্রাক্ষ—

ত্রিপুরস্ত বধে রুদ্রাক্ষাক্লে ইপতংস্ত বে ।

অশ্রুণো বিন্দবস্ তে তু রুদ্রাক্ষা-অভবন্ ভূবি ॥

—সংবৎসর প্রদীপ ।

রুদ্রাক্ষের নামাশ্রব—ভূতনাশন, শিবপ্রিয় । শিবশক্তিপূজায় রুদ্রাক্ষ ধারণ  
অবশ্যকর্তব্য ।

বিনা ভয়-ত্রিপুরেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া ।

পূজিতোহপি মহাদেবো ন স্ত্যং তস্ত ফলপ্রদঃ ॥

—লিঙ্গপুরাণ ।

ত্রিপুরায়ী জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ ।—তন্ত্রসার ।

রুদ্রাক্ষৈঃ স্তাদ অনন্তকম্ জপফল ।—তন্ত্রসার ।

বৃন্দপুরাণে রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য বহুতলে বর্ণিত হইয়াছে ; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৫৯  
অধ্যায় ও অন্যান্য বহু পুরাণে আছে ।

হেমবারী—স্বর্ণবট ।

সকলশক্তি-স্বরূপাক্ষ প্রধানাং সাক্ষমঙ্গলাম ।

নবশক্তিক সংপূজা যটে দেবাংশ পূজয়েৎ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে ৬১ অধ্যায় ।

জোড়া—যুগ্ম ।

হেমবতী—হিমবানের কন্যা ।

ডম্ব—ডম্বক বা ডম্ব, আনন্ড বাগ্ধর । প্রঃ—

সহস্র ভোরঙ্গ বাজে ডম্ব কোটি কোটি ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

মগরাম্প—মুদ্রাকর-প্রমাদ । স° জগরাম্প, জগৎকে শব্দে যে বাগ্ধর ঝাঁপে বা ঢাকে ।

কোটি কোটি জগরাম্প মহাশব্দে গাজে ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

আকস্মীত—আকস্মিক ।

কাঞ্চন-কলণীত—কাঞ্চন-কলসিত, কাঞ্চন কলস দ্বারা শোভিত ।

বেহঙ্গ—বিহঙ্গ, যাহারা বিহাঙ্গ বা আকাশ দিয়া গমন করে। পক্ষী।

পুরট—স্বর্ণ।

দেহারা—সি দেবগৃহ > দেওঘর > দেহারা। সি দেবালয় > হি দেওয়ালা > বা দেয়াল।  
> দেহারা।

অন্ততনী—অন্ত দিবস সম্বন্ধীয়া। কিন্তু এ অর্থ এখানে খাটে না, পাঠে ভুল হইয়াছে  
বোধ হয়।

### ৯৬ পৃষ্ঠা

উচ্ছগী—সি উৎসর্গ হইতে বাংলা ধাতু উৎসর্গ = উৎসর্গ করিয়া।

দেউল—দেবালয় > হি দেওয়ালা, দেবল > দেউল।

জনীত—শোণিত। গ্ৰীকয়েদ্ বিধিবদ্‌ দুর্গাং মংসশোণিততর্পণৈঃ।—ভবিষ্যপুরাণ।

পূজয়েচ্‌ চ জগদ্ধাত্রীং মাংস-শোণিত-কর্দমৈঃ।—কলিকাপুরাণ ১০।৫০।

শাঁতে—সি স্রোত > প্রাি সোত > বাি সোঁত, সোত, স্ত্রীতী। বৌদ্ধগান ও দোহায়—  
সোম্ব,—কুল লই খরে সোম্ব উজাষ।

চান্দা—দুর্গা, চণ্ডী—

বস্মাচ্‌ চণ্ডঞ্চ মণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা হুন্‌ উপাগতা।

চান্দণ্ডেতি ততো লোকে পাতা দেবী ভবিষ্যতি।

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, চণ্ডী।

দ্বন্দ্বপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ২০।১৩। তিনি দৈত্যবধের জন্ত আচর  
মন্ত্রণাসভায় শিবের শরীর হইতে প্রকাশিত শক্তি ( আনন্দ্যখণ্ডে অবস্থীক্ষেত্রমাছায়া  
৩৭ ; ৪৩ অধ্যায়ে চান্দণ্ডার দ্যান আছে ; রেবাখণ্ড ৪৮ )।

বাজান—বাত্ত, বাজনা।

চারি—সি চত্বারি।

ভীত—সি ভিত্তি। প্রঃ—

চারী ভীত চাহি রাধা বুইল বচনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কুটুখ বান্ধব জত সত্তে রহে চারিভিত।—শূরপুরাণ।

পিঠে—সি পৃষ্ঠ > প্রাি পিঠ > বাি পিঠ। শূরপুরাণে—পিটঠ, পিঠ, পিঠি।

দামা—সি দম্মম। দমদম শব্দ করে যে বাত। পরজায়ক শব্দ। দামামা। রুত্তিবাসে  
দামামা ও দামা দুই শব্দই আছে।

ঘন ঘন বাজে তায় কত কোটি দামা।—রুত্তিবাস, লক্ষ্মাকাণ্ড।



অষ্টমী ভোমবারে—

অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ পূজা কার্ধ্যা বিবৃদ্ধয়ে ।

পটেম্ প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ॥—কালিকাপুরাণ ।

শনৈশ্চরন্ত বারেণ, বারেণান্ধারকন্ত চ ।

কৃষ্ণাষ্টমী-চতুর্দশৌ পুণ্যাং পুণ্যতরে স্মৃতে ॥—তিথিতত্ত্ব ।

দেবীপুরাণ ৩১ অধ্যায়েও এই বিধি আছে ।

ভূমি বা পৃথিবীর পুত্র বলিয়া মঙ্গলের নাম ভোম । মঙ্গলচণ্ডিকা সর্বমঙ্গলা, সকল মঙ্গলদ্রব্যে তাঁর অধিষ্ঠান, সেইজন্য তাঁর পূজাও মঙ্গলবারে নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

অধিকন্তু—

প্রতি মঙ্গলবারে চ পূজাং কৃদ্ভা গতঃ শিবঃ ॥

প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্বমঙ্গলা ।

বিতীয়ে পূজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রহেণ চ ॥

তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রে মঙ্গলেন নৃপেন চ ।

চতুর্থে মঙ্গলে বারে স্তম্ভরীভিঃ পূজিতা ॥

পঞ্চমে মঙ্গলাকাজ্জি-নরৈর্ মঙ্গলচণ্ডিকা ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৪৪ অধ্যায় ।

পৃথিবীর গর্ভে উপেক্ষের ঔরসে ( ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ৯ অধ্যায় ) অথবা

শিবের ঔরসে ( স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ১৭ অধ্যায় ; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৮১ অধ্যায় )

মঙ্গলের জন্ম হয় বলিয়া তাহার নাম ভোম ।

অনেক উপহারে—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পূজোপকরণের দীর্ঘ তালিকা আছে—

পূজয়ামাস তাং শক্তিং দেবীং মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ।

পাত্কার্যচমনায়ৈশ্ চ বলিভির্ বিবিধৈর্ অপি ॥

পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যৈর্ ভক্ত্যা নানাবিধৈর্ যুনে ॥

ছাগৈর্ মেঘৈশ্ চ মহিষৈর্ গণ্ডৈর্ মায়াভিভিস্ তথা ।

বজ্রালঙ্কার-মাণ্যৈশ্ চ পায়সৈঃ পিষ্টকৈর্ অপি ॥

মধুভিঃ চ স্তম্ভভিঃ চ পট্টৈর্ নানাবিধৈঃ ফলৈঃ ।

সঙ্গীতৈর্ নটনৈর্ বাজ্যৈর্ উৎসবৈঃ কৃষ্ণকীৰ্ত্তনৈঃ ॥

শতেক দিয়া বলিদান—পুরাণে ও তন্ত্রে শক্তির চিত্র ছেঁচর ভূচর জলচর বাবতীর

প্রাণীকেই বলি দিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—

মংস্তানাং কচ্ছপানাঞ্চ কৃষিভৈঃ সততং শিবা ।

মাসৈকং তৃপ্তিস্থ আয়াতি গ্রাহৈর্ মায়াংস্ তু জীণ অথ ॥

মুগাণাং শোণিতৈর্ দেবী নরাণাম্ অপি শোণিতৈঃ ।

গো-গোধিকানাং রুধিরৈর্ বার্ষিকী ভূপ্তিষ্ আপ্নুয়াং ॥

রুক্ষসারস্ত রুধিরৈর্ শূকরস্ত চ শোণিতৈঃ ।

ইত্যাদি ।—কালিকাপুরাণ, ৬৭ অধ্যায় ।

কালিকাপুরাণ ৫৫ অধ্যায়েও বলির ফর্দ আছে ।

কাকৈঃ শুকৈশ্ চ মহিষৈশ্ ছাগৈর্ মেষৈর্ নরৈস্ তথা ।

গজৈর্ উষ্ট্রৈঃ খরৈর্ গৃধ্রৈঃ পুঞ্জয়েদ্ বিধিনামুনা ॥

—তন্ত্রসার, ৩য় পরিচ্ছেদ ।

চণ্ডী যে-বাগুলির রূপান্তর তিন ও রক্তপানী দেবতা—

রুদ্রা হস্তে চ পঙ্কজং পিব পিব রুধিরং বাগুলী পাতু সা নঃ ॥

—ধর্মপূজাবিধান, বাগুলীপূজা ।

দেশ যখন নির্জীব হইয়া পরাধীনতায় পিষ্ট ও নির্যাত্ত হইতেছিল, যখন জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ‘অহিংসাই পরম ধর্ম’ উপদেশে লোকের হৃদয় কোমল হইয়া শোণিত-বিমূখ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দেশকে উদ্ধৃত্ত করিবার জন্য একদল শৈব ও শাক্ত-ধর্মাবলম্বী লোক বীরাচারী সম্প্রদায় গঠন করিয়া শোণিত-দর্শনে লোকের বিরাগ ও ভয় দূর করিবার ব্রত লইয়াছিল । তারা সর্বদা রক্তবর্ণ বসন, রক্তচন্দন বা সিন্দূরের ফোঁটা, রক্তজবার মালা, ত্রিশূল বা খাঁড়া ধারণ করিয়া ফিরিত ও শক্তি উদ্বোধনের জন্য প্রাণিহত্যা নবহত্যা পূজার অঙ্গ করিয়াছিল ।

তগুল অষ্টরুদ্রা ইত্যাদি—

যঃ পুঞ্জয়েদ্ ভোমদিনে শুভৈর্ দুর্য্যাক্তৈঃ শিবাম্ ।

সততং সাধকঃ সোহপি কাম্য ইষ্টম্ অবাপ্নুয়াং ॥—কালিকাপুরাণ ।

অষ্টতগুল-দুর্য্যাক্তাং অর্চেন্ মঙ্গলকারিণীম্ ।—ধর্মপূজাবিধান ।

জাহ্নবীজলগর্তা—যে বারী বা ঘাটের গর্ভে জাহ্নবীর জল আছে ।

## কলিঙ্গরাজের স্তব ( ৯৭—৯৮ পৃষ্ঠা )

৯৭ পৃষ্ঠা

হর্গা—হর্গ নামক অশুরকে বধ করিয়া অথবা হর্গতিনাশিনী বলিয়া নাম ।

হর্গো দৈত্যো মহাবিয়ে ভববন্ধে কুক্ষ্মণি ।

শোকে হুংখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥

মহাভয়ে হ্তিরোগে চাপ্যাশকো হন্তৃ বাচকঃ ।

এতান্ হন্ত্যাব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥

দৈত্যানাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

উকারো বিঘ্ননাশস্ত বাচকো বেদসম্মতঃ ॥

বেফো রোগয়বচনো গশ্চ পাংপয়বাচকঃ ।

ভয়শক্রয়বচনশ্চ চাকারঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ইত্যাদি ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ।

গকুলরক্ষিণী—যে ভগবতী বিষ্ণুমায়ী জগৎ মোহিত করেন, তিনি ভগবানের আদেশে কার্ধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হন । কংস যখন বিষ্ণুবিদ্বেষী হইয়া গো ব্রাহ্মণ বধ করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ভগবতী যোগমায়া গোকূলে অবতীর্ণ হন ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংস-কাবাগারে জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীকৃষ্ণকে বহুদেব মথুরায় রাখিয়া যোগমায়াকে বদল করিয়া আনেন । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে কংসের হাতে বধ হইতে অব্যাহতি পাইয়া বৃন্দাবনে বড় হইয়া উঠেন ও পরে কংসকে বধ করেন । কংসের মৃত্যুতে গো-কুল রক্ষা পায় । এইরূপে গো-কুল রক্ষার হেতু হইয়াছিলেন যোগমায়া ।—ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ।

হইয়া—যশোদানন্দিনী যোগিনীদার নাম —

ওর্গেতি ভদকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ।—ভাগবত ১০।১।১ ।

হরিবংশে হঁহার নাম একানংশ । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নাম অংশ ।

নিদারূপা—যোগিনীদা সমস্ত প্রহরীকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন ।—ভাগবত, ১০।৩।৪৭-৪৮ ।

ভণ্ডিলা—সঁ ভণ্ডু ধাতু প্রত্যয় । শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনে ভাণ্ডু ধাতুর বহু পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

প্রকার—বাবস্থা, উপায় ।

কৈলা কৃষ্ণে কালীন্দীর পার—বহুদেব কৃষ্ণকে লইয়া বৃন্দাবনে যাইবার পথে যমুনা পার হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন ; মহামায়া শিবা রূপে কালিন্দী পার হইয়া বহুদেবকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে যমুনায় বেনী জল নাই ।

উঠিলা গগনে—এই ব্যাপারের উল্লেখ ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও হরিবংশে আছে ।

দশ লোকপাল—পূর্বদিকে ইন্দ্র, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের, দক্ষিণে যম, ঈশান কোণে ঈশান, অগ্নি কোণে অগ্নি, বায়ু কোণে বায়ু, নৈঋত কোণে নিঋতি, উর্দ্ধে ব্রহ্মা, ও অধতে অনন্ত বা শেষ নাগ বিষ্ণু পালন করেন ।

ইন্দ্রো বহি পিতৃপতির নিষ্ঠাতি বরুণো হনিঃ ।

ধনদঃ শঙ্করশ্চৈব লোকপালাঃ পুরাতনাঃ ॥—বহিপুরাণ ।

এই অষ্টলোকপাল এবং ব্রহ্মা ও অনন্ত মিলিয়া দশ দিকপাল ।

হরিসেবার ভাজন—চণ্ডীর স্তব লিখিতে গেলেই কবিকঙ্কণ কৃষ্ণকথা আনিয়া ফেলেন এবং তুর্গামাহাত্ম্য অপেক্ষা কৃষ্ণকথাই বেশী বলেন; চণ্ডী যে কৃষ্ণকে সাহায্য করিয়াছিলেন ইহাই যেন তাঁর সবচেয়ে বড় মাহাত্ম্য। এখানে কবি নিজের বৈষ্ণবত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন—যে তোমার পূজা জানে না, সে হরিপূজার উপযুক্ত পাত্র নয়; চণ্ডীপূজা যেন কৃষ্ণপূজার অধিকারী হইবার প্রথম সোপান। কবিকঙ্কণের এই উক্তির অনুরূপ বচন বুদ্ধজয়পুরাণে আছে—বিষ্ণু রাবণ-বধের জন্য উমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—ঋতভক্ত শিবভক্তো বা মদভক্তো বা—যে আপনার বা শিবের ভক্ত সেই আমার ভক্ত (পূর্বখণ্ড, ১৮ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)। এই পুরাণের অগ্র স্থানেও বলা হইয়াছে যে, চণ্ডীপাঠে ও জপে বার আসক্তি সেই পরম বৈষ্ণব—

যশ্চ চণ্ডীপাঠ-নিরতশ্চণ্ডীজপপরায়ণঃ ।

স বৈ মহাভাগবতো মাং ধারয়তি নিতাশঃ ॥—মধ্যখণ্ড ১৫৬৪ ।

কাত্যায়নী পূজা—গোকুলে কংসচর দৈত্যাদিগের উৎপাত বারম্বার হইতে থাকিলে গোপ-বাজ নন্দ কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য সপরিজন গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করেন ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ প্রভৃতি গোপগণকে পরামর্শ দেন “তোমরা ধূপ দীপ নৈবেদ্য ও বহু পুষ্পচন্দন দ্বারা এই বটমূলস্ত্রী চণ্ডিকা দেবীর পূজা কর।” —ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৭ অধ্যায় ।

মনীষ কারণে ইত্যাদি—সত্রাজিৎ স্বর্গের নিকট হইতে স্তম্ভক মণি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বলেন—এ মণি তোমার ধারণ করা উচিত নয়; উগ্রসেন রাজা, উহারই ইহা প্রাপ্য। শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ বৃদ্ধ উগ্রসেন নামে মাত্র রাজা ছিলেন, আসল রাজা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সত্রাজিৎ মনে করিলেন মণি লাভে কৃষ্ণেরই লোভ হইয়াছে। সত্রাজিৎ সেই মণি নিজের ছোট ভাই প্রসেনজিৎকে দান করিলেন এই ভাবিয়া যে কৃষ্ণ ছেলেমানুষের নিকট আর মণি চাহিতে পারিবেন না। প্রসেনজিৎ ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে যান ও বনে এক সিংহ কর্তৃক নিহত হন। জাম্ববান নামে এক ভালুক সিংহকে বধ করিয়া স্তম্ভক মণি হরণ করে। মথুরায় সত্রাজিৎ প্রভৃতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে মণি-লোভে কৃষ্ণই প্রত্যেকে বধ করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই অপবাদ শুনিয়া নিজের নির্দোষতা

প্রমাণ করিবার জন্ত বনে প্রসেনের সন্ধানে গেলেন। বনের মধ্যে সিংহ কর্তৃক প্রসেনজ্বিকে বধ করার চিহ্ন দেখিয়া কৃষ্ণ সিংহ-পদচিহ্ন অমুসরণ করিয়া বাইরা সিংহ-ভল্লকের যুদ্ধচিহ্ন ও সিংহের বিনাশ দেখিতে পাইলেন। তখন ভাল্লকের পদচিহ্ন অমুসরণ করিয়া ভল্লকের গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও আটশ দিন যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ জাম্ববান্কে পরাস্ত করেন। এদিকে—

অদৃষ্টা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্ত বিলং জনাঃ

প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি হুঃখিতা স্বপূরং যয়ুঃ ॥

নিশম্য দেবকী দেবী কন্নিগ্যানকহুদুভিঃ

সুহৃদো জ্ঞাতয়ো হশোচন্ বিলাং কৃষ্ণম্ অনির্গতম্

সত্রাজিতং শপন্তস্তু তে হুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ

উপতপ্তশ্ চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে ॥

দেবকী দেবী ও কন্নিগী সুহৃৎজ্ঞাতীদের সহিত শোক করিতে করিতে ও সত্রাজিতকে শাপ দিতে দিতে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্ত দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন।—শ্রীমদভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৫৬ অধ্যায়। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১৩ অধ্যায়। (২৯৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)।

ত্র্যক্ষেন্দ্র-রক্ষিতা—মধুকৈটভ দৈত্য জগ্নগ্রহণ করিয়াই নারায়ণের নাভিকমলে সন্মসজ্জাত ত্র্যক্ষকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ত্র্যক্ষা মহামায়া আদ্যাশক্তির স্তব করেন ও মহামায়া যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে চেতন করিয়া মধুকৈটভ বধ করাইয়া ত্র্যক্ষার রক্ষার কারণ হন।—মহাভারত শান্তিপর্ক ২০৭ অধ্যায়; লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ ২০ অধ্যায়; কুন্ডপুরাণ পূর্বভাগ ৯ অধ্যায়; মৎস্তপুরাণ ১৬৮ অধ্যায়; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৫ অধ্যায়; দেবীভাগবত ১।৭।

দুর্কাসা মুনির শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইলে দৈত্যগণ প্রবল হইয়া ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তবে তুষ্টা দেবী মহাশক্তি দুর্গা কালী চণ্ডী প্রভৃতি বহুরূপে বহু দৈত্য বধ করিয়া ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন।—মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণু, কালিকা, দেবী প্রভৃতি পুরাণ, দেবীভাগবত ৯।৩৯; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪ অধ্যায়।

তোমায়ে পূজিয়া রাম—রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বিবরণ মূল বাঙ্গালীক রামায়ণে নাই; দেবীভাগবত ৩।৩১, কালিকাপুরাণ ৬০ অধ্যায় ও বৃহদ্রামপুরাণের অমুসরণ করিয়া ভাষা-রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে।

## পশুদিগের প্রতি দেবীর বরদান ( ৯৮—৯৯ পৃষ্ঠা )

৯৮ পৃষ্ঠা

তুলা—সঁ তোলক, ওজনের মান। বাংলা তোলা=ভরি।

চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা।—গোরক্ষবিজয়।

ব্রাহ্মণের পদধূলা—বৌদ্ধপরাভবের পর ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের নিদর্শন।

ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্ পূজ্যা বন্দ্যাঃ সহকৃতিভিঃ।

—কঙ্কিপুৰাণ, ৪র্থ অধ্যায়।

সর্কেষাম্ এন বর্ণনাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ।

কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যেসু সন্তি তীর্থানি যানি বৈ।

তীর্থানি তানি সর্কানি বসন্তি দ্বিজপাদয়োঃ ॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ২১ অধ্যায়।

শপ্তশতি—সপ্তশতী। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীমাহাত্ম্য সাত শত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া চণ্ডীর নাম সপ্তশতী। তুঃ—

জপেং সপ্তশতীং চণ্ডীং ক্রম এষ শিবোদিতঃ।—অর্গলস্তোত্র।

নাগোজীভট্ট শ্রীমদ্ভাগবদগীতাকেও সপ্তশতী বলিয়াছেন—

“অগ্নীসোমাদ্যায়বতী গীতা সপ্তশতী স্মৃতা।”

গাথা-সপ্তশতী বা হালা-সপ্তশতী নামে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত শালিবাহন বা সাতবাহন রাজার রচনা একথানি প্রেমকাব্যও আছে। ১০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে রচিত। কিন্তু এখানে সপ্তশতী শব্দে চণ্ডীই বুঝিতে হইবে। প্রঃ—

পূজার পদ্ধতি ধরে পুরোধা ব্রাহ্মণ।

সাবধানে সপ্তশতী পড়ে কত জন ॥—রামনারায়ণের ধর্মমঙ্গল।

অংশ রূপে—যোগমায়া ষশোদানন্দিনী হইয়া জন্মিলে তাঁর নাম হয় অংশা, কারণ তিনি আত্মশক্তির অংশ মাত্র ছিলেন। এই অংশাই কংসের বধোত্তমে চতুর্ভুজা কালী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরে বিদ্যাবাসিনী চণ্ডী হন। সূতরাং চণ্ডী শক্তির অংশ। “সেই কল্পা পার্শ্বতীর অংশসম্বৃতা পরমায়া শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অংশা নামে বিখ্যাত।”—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭ অধ্যায়।

কালী কৃষ্ণকোষ উন্মোচন করিয়া গোরা হইলে সেই কোষরূপিণী রাহিদেরী একানংশা নামে পরিচিতা হন।—পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৪৩ অধ্যায়।

আত্মাশক্তি সৃষ্টিকার্যের জন্ত পঞ্চধা বিভক্ত হন—দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী। ইহাদের কলাসমুচ্চা—মঙ্গলচণ্ডী, মনসা, ঘণ্টী। এজন্ত মঙ্গলচণ্ডী আত্মা-শক্তির অংশমাত্র।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবত।

বিজুবন—বিজন বন।

### ৯৯ পৃষ্ঠা

গোহারী—স° গো (বাক্য) + হারী (উপহার, নিবেদন) = নিবেদন করা, আবেদন করা, প্রার্থনা করা, নালিশ করা। প্রঃ—

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরী।

—বোদ্ধগান ও দোহা।

রাজা কংসাসুরে মোঞ করিষো গোহারী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পুঞ্জিয়া—স° ধজ ধাতু বিলোড়নে। আ° খোজ, অন্বেষণ। প্রা° খোজ মার্গচিহ্নে।

—দেশীনাট্যমালা।

ফুল—স° ফুল ধাতু নিকাশে—বাহ্য বিকশিত হইয়াছে তাহা ফুল।

আম—স° আম > প্রা° পা° অম > বা° আম, আব। ও° আষ, ম° আষা, আব।; হি° আম।

জাম—স° জম্বু, ও° জামু, হি° জামুন।

অপরাধ বিনে...শশক—এই বাক্যে তখনকার দেশের অবস্থার আভাস পাওয়া যায়।

দেশের লোক বিজেতাদের দ্বারা পশুবৎ বিনা অপরাধে উৎপীড়িত হইয়া সদাই শশকভাবে বাস করিত; যিনি অভয়া তাঁরই মঙ্গল গান শুনিয়া লোকে নির্ভয় হইবার প্রাশা করিতেছে। প্রাচীন রূপকথাতেও এইরূপ অবস্থার ইঙ্গিত আছে—

বাঘ-ভালুকের রাজ্য থাকি,

মনের কথা মনেই রাখি।

শিরসিনা—? এই শব্দটি বোধ হয় শিরঃফল হইবে। শিরঃফল = নারিকেল, মস্তক সদৃশ ফল।

কটাশ—স° খটাশ, হি° খটাশ। অত্র সংস্কৃত নাম গরুমার্জার। Felis chaus, বনবিড়াল জাতীয়।

স্মরণ—স্মরণ।

৩

করিল—করিল।

## পশুরাজ-সভা ( ৯৯—১০১ পৃষ্ঠা )

১০০ পৃষ্ঠা

তরঙ্গ—( স° ) নেকড়ে বাঘ ।

ধবলছাতা—রাজচিহ্ন ।

চান্দনো দণ্ড-কন্দো চেং সুত্তরে রজুবাসদী ।

ছত্রং মনোহরং রাজ্যং স্বর্ণকুস্তোপশোভিতম্ ॥

গুহানি রজুবাসাংসি স্বর্ণকুস্তম্ তথোপরি ।

ইদং কনকদণ্ডাখ্যং ছত্রং সর্কার্থসাধকম্ ॥—ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু ।

কালিদাসের রঘুবংশে রাজার ষ্ঠেছত্র-চামরের উল্লেখ আছে—

অদেয়ম্ আসীৎ ত্রয়ম্ এব ভূপতেঃ

শশিপ্রভং ছত্রম্ উভে চ চামরে ॥—৩।১৬ ।

বাণভট্টের কাশ্মীরীতে ময়ূরপুচ্ছেনির্মিত ছত্র রাজচিহ্ন বলা হইয়াছে ।

শব্দ—স° উষ্ট্র, বানর, করিশাবক, অষ্টপদ যুগবিশেষ ।

শব্দ অষ্টপদ-পশু সমুখে দেখিল ।—মাণিক গান্ধূলি ।

কোক—( স° ) নেকড়ে বাঘ ।

বারান ?—বারণ ?

চুলাবে—স° চুল > ঢল । স° হুল ধাতু চালনে হইতেও ঢল হইতে পারে । প্রঃ—

আখি ঢুলু ঢুলু অলসভরে ।

ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোরে ॥—চণ্ডীদাস ।

চামর চুলায় ।—কৃষ্ণিবাস ।

ভের—স° ফের = শৃগাল ।

রায়বার—স° রাজবার্ত্তা । নকিব, বন্দনাগায়ক, মাগধ । প্রঃ—

অঙ্গদ রায়বার ।—কৃষ্ণিবাস ।

বিপ্রগণ বেদ পড়ে ভাটে রায়বার ।—চৈতন্তভাগবত ।

ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নটগণ ।

—কৃষ্ণিবাসী রায়বার, আদিকাণ্ড ।

বৈজ্ঞ সে নকুল—গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস নকুল সাপের কামড়ের ঔষধ জানে । সেইজন্য

নকুলকে বৈজ্ঞ বলা হয় । বৈজ্ঞ হইতে তার অপর নাম বেকী ।



বর্তন—স° বৃত্ত ধাতু অবস্থানে, বিজ্ঞমানতায়। বর্তন মানে জীবনধারণোপযোগী,  
পালনোপযোগী।  
চিকিচ্ছা—স° চিকিৎসা। ও° চিকিচ্ছা।

## ১০১ পৃষ্ঠা

ভূজঙ্গ—ভূজঙ্গ কৰ্ত্তৃকারকে এ বিভক্তি।

হাজরা—স° সহস্র > আবে° হজর > ফা° হাজার। হাজার সৈন্তের অধিনায়ক  
হাজরা।

মন্ড—মহিষ শব্দের অপভ্রংশ, শস্ত্র শব্দের সঙ্গে মিল করিবার জন্ত।

দুয়ারি—স° দারী > প্রা° দুআরী। প্রঃ—

দুয়ারী ছাড় দুআর সহিতে কোটাল।—শূন্তপুরাণ।

কোটোয়াল—স° কোটুপাল, ফা° কোতওয়াল। নগর-রক্ষক।

নীলকণ্ঠ—পুরাণে দেবীর বলিপশুর তালিকায় নীলগ্রীব পশুর নাম আছে। এক  
জাতীয় হরিণ।

বারসিনা—যে হরিণের শৃঙ্গে বারো সংখ্যক ডাল আছে।

ঢোলকাণ—যার কান ঢোলা বা ঝলঝলে। শিথিল > প্রা° সঢিল > বা° ঢিল, ঢিলা,  
ঢোল, ঢোলা; ও° ঢিলা। এক রকম হরিণ।

পাঞ্জা—ফা° পঞ্জাহ্ = পঞ্চাশ। পঞ্চাশ জন সৈন্তের অধিনায়ক।

মুদা—ফা° মীর-ই-দহ্ = দশ জন সৈন্তের নায়ক। বঙ্গবাসী, ইণ্ডিয়ান-প্রেস ও বটতলা  
সংস্করণের পাঠ মিদ্যা মূলের অধিক নিকট। মিদ্যা উপাধি এখনো আছে।

কারশে কারমা—অর্থহীন পাঠ। কার্ফরমা হইবে। ফা° কার্ (কার্য) ফরমা  
(আদেশ করে যে)—সেনাপতি।

রিফ—স° রিফ = ভরুক।

উঠ—স° উঠ্ > প্রা° উট্ঠ > বা° উট, ও° ওট-অ, হি° উট উট, ম° উট।

গাধা—স° গদভ > বা° গাধা, ও° গধ, হি° গাধাহ্।

ক্ষেম—মঙ্গল।

নফর—(ফা°) ভৃত্য। প্রঃ—

রাজার বেটা হয়ে হলি মাঝষের নফর।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দুয়ারী পহরী দাসী যতেক নফর।—গোবিন্দরাম বন্দোপাধ্যায়ের ধর্মরাজের  
গীত (১৫শ শতাব্দী)।

ববে—স° বহ ধাতু > বা° বহ, ব ধাতু।

পালধি অল্প জাত—রাষ্ট্রশ্রেণী কাশ্মীরগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ দক্ষ । দক্ষের দশম পুত্র রাম পালধি-গ্রামে বাস করেন ও তাঁর বংশ পালধি গাঞি বা গ্রামীন হয় । পালধি গ্রাম বর্ধমান জেলায় কাঁটোয়া হইতে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । তাঁর বর্তমান নাম পাল্‌তি বা পাল্‌তিয়া । অল্প—স° অল্প=বংশ ।

জিত দৈত্য স্থীর চিত—জিত হইয়াছে দৈত্য যার দ্বারা তিনি জিতদৈত্য চণ্ডী ( বহুব্রীহি সমাস ) । জিতদৈত্যে স্থির চিত্ত যার সে জিতদৈত্যস্থিরচিত্ত কবি ।

## শিবপূজা প্রচার ( ১০২ পৃষ্ঠা )

সেই কালে ইত্যাদি—এই বাক্যের মধ্যে শৈব ও শাক্ত ধর্মের পৌরাণিক ও ক্রমান্বয়ের ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছে—শৈবধর্ম শাক্তধর্মের পূর্ববর্তী ।

শপ্তম পাতাল—সপ্তম পাতাল—পাতাল । সাত পাতালের নাম—

অতলং নিতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমং ।

তলং সূতল-পাতালে পাতালানি তু সপ্ত বৈ ॥—শঙ্করদ্বাবলী ।

পাতালানি চ সপ্তৈব মুনয়ঃ সংপ্রচক্ষতে ।

অতলং বিতলঞ্চৈব সূতলঞ্চ তলাতলম্ ॥

মহাতলঞ্চ বিখ্যাতে ততো জ্যেয়ং রসাতলম্ ।

ততঃ পাতালম্ ইত্যেবং সপ্ত পাতাল সংজ্ঞকাঃ ॥

—শঙ্করকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন ।

অতলং সূতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমং ।

মহাতলং রসাতলং পাতালং সপ্তমং সূতলম্ ॥—অগ্নিপুরাণ ।

অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমং ।

মহাখ্যঃ সূতলঞ্চাগ্রাং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ২ অংশ, ৫ অধ্যায় ।

পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ২, স্বন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড কুমারিকাখণ্ড ৩৯ অধ্যায়ে, ও অল্প বহু পুরাণে পাতাল-ব্যবস্থিতি আছে ।

পাতালে নাগদিগের ও হটিকেশ্বর শিবের বাস; সেইজন্য পাতালে নাগগণ শিবপূজা করে ।—

তদ্ অধো ষিতলং নাম যোজনানাং তলে হুয়তে ।

হরো বিহরতে তত্র ভগবান্ হটিকেশ্বরঃ ॥

সুপাৰ্শ্বেদৈৰ্ ভূতগণৈৰ্ ভবাচ্চা চ সহ প্রভুঃ ।

প্রবৃত্তা চ সরিং তত্র হাটকৌ নাম বিবৃত্তা ॥

\* \* \* \*

মহাতলে ততো হৃদস্তাদ্ যোজনানাম্ অথাযুতে ।

সর্পাণাং কাঙ্গবেয়াণাং গণঃ ক্রোধবশাহ্বয়ঃ ॥

গরুড়াং সর্কদা ভীতঃ স্কুটুশ্চ স্কুদবৃত্তঃ ।

নিবসত্যনধিজাতঃ পক্ষিরাঞ্জন গহ্বরে ॥

পাতালে তু ততো হৃদস্তাদ্ যোজনানাং দ্বিজাযুতে ।

নাগলোকেশ্বরাঃ শূরা নিবসন্তি মহাবলা ॥

—গম্যপূৰ্ণাণ ।

শাকদ্বীপী (Scythian) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে শিবপূজার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া অনেকে অনুমান করেন ( Archaeological Survey of Mayurbhanj by Nagendranath Vasu ) । মধ্যভারতে এই জাতি নাগবংশ নামে পরিচিত ছিল, কারণ তাদের বংশচিহ্ন (totem) ছিল নাগ ও নাগকেই তারা পূজা করিত । শকেরা হৃগ-উপাসকও ছিল । হৃগের ছটা তাহারী সর্পাকার কলনা করিত ; সেই হৃগই পরে সর্পভূষণ শিবের রূপান্তরিত হন ।

শকদিগের দেবী তবিতা তন্ত্রে ত্বরিতা শক্তি নামে পরিচিত হইয়াছেন এবং শারদাতিলক তন্ত্রে তাঁকে কৈরাতি বলা হইয়াছে—কৈরাতী পরে দুর্গার নাম হয় ও ত্বরিতা ও দুর্গা অভিন্ন হন । তার পরে আবার ত্বরিতা মনসাদেবীতে পরিণত হইয়াছেন ; পুরাণে মনসা শিবচুহিতা ও দুর্গারই অংশ ।

মুক্তিকা-শব্দ—গৃহস্থ লোককে মুক্তিকা দ্বারা গঠিত শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয় ।—

পাৰ্থিবং ভুক্তয়ে শস্তং মুক্তয়ে চাহুযজতঃ ।—মৎস্তশুক্ত মহাত্মন্যম্ ।

সৰ্কফলপ্রদা ভূমিৰ্ মণয়স্তদ্বদ্ এব হি ।

—বীরমিত্রোদয়-বৃত্ত কালোত্তরঃ ।

পাৰ্থিবে শিবপূজায়াং সৰ্কসিক্কিয়ুতো ভবেৎ ।—মাতৃকাভেদ তন্ত্ৰ ১২ পটল ।

মূল-ভঙ্গ-গোশঙ্ক-পিণ্ডং তাম্র-কাংস্তময়ং তথা

কুড়া লিঙ্গং সৰ্কং পূজ্য বসেৎ কল্লায়ুতং দিবি ॥

তীর্থমুদ্ভিঃ পবিত্রাভিৰ্ হীনাভিঃ কেশ-কট্টকৈঃ ।

বিবেচিতাভিৰ্ যত্নেন লিঙ্গং নিৰ্ণায় পূজয়েৎ ॥

গঙ্গা-মুক্তিকয়া যদ্ তু কুড়া লিঙ্গং সমৰ্কয়েৎ ।

সৰ্কপরাধান্ ক্রমতে তন্ত্ৰ দেবো মহেশ্বরঃ ॥—তবিষ্যপূৰ্ণাণ ।

লিঙ্গার্চনতন্ত্র ৩য় পটলে, লিঙ্গপুরাণে, কল্পপুরাণে, নারদ পঞ্চরাত্নের তৃতীয় রাত্রে প্রথমাদ্যায়ে, উৎপত্তি তন্ত্রের ৬৪ পটলে, শিবলিঙ্গার্চনের বিধি ও কল বিস্তারিত আছে।

শিব লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হন ভৃগু-মুনির শাপে। ভৃগু শিবসাক্ষাৎকার করিতে আসিয়া নন্দীর কাছে শুনিলেন যে শিবপার্কীতী একত্র আছেন, এখন সাক্ষাৎ হইবে না—

অসান্নিধ্যং প্রভোস্ তত্ত্ব, দেব্যা ক্রীড়তি শঙ্করঃ।

নিবর্তস্য নিবর্তস্য যদি জীবিতুম্ ইচ্ছসি ॥

এবং নিরাকৃতত্বং তেন তত্রাতিষ্ঠন্ মহাতপাঃ।

বহুনি দিবসাত্মনিন্ গৃহদ্বারে মুনীশ্বরঃ ॥

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচ শঙ্করম্।

বিনষ্টস্ তমসাক্রূড়ো মাং ন জানাতি শঙ্করঃ ॥

নারী-সঙ্গম-মত্তো হসৌ যস্মান্ মাম্ অবমত্ততে।

যোনি-লিঙ্গ-স্বরূপং বৈ রূপং তস্মাদ্ ভবিষ্যতি ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২৫৫ অধ্যায়।

ব্রহ্মা-পত্নী সাবিত্রী ও সপ্তর্ষির শাপে শিবের লিঙ্গ খসিয়া যায়।—কল্পপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৬৫ ও ১৮৭ অধ্যায়; নাগরখণ্ড ১ অধ্যায়। লিঙ্গপুরাণ।

“সুপ্রাচীনকালে যখন দ্রাবিড়গণ শক্তি ও লিঙ্গ পূজা করিত, তখন বঙ্গদেশে ইহাদের পূজা অম্লভিত হইত না। তান্ত্রিক ক্রিয়া ও তত্ত্বমত বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রহণ করিলেও (Journal of the Royal Asiatic Society, 1904, p. 557) স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্তমান প্রণালীর শাক্তধর্ম স্থায়ী পঞ্চম শতকে পূর্ববঙ্গে ও আসামে সর্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া সেইখানকার জনসাধারণের প্রবৃত্তি অনুসারে গ্রহণোপযোগী হয়। লোকে সেই শাক্তধর্ম গ্রহণ করে। সূচনাতেই কামাখ্যার শক্তিপূজা বেশ জাঁকিয়া বসে। এইস্থান হইতে শক্তিপূজা ক্রমশঃ তিব্বত নেপাল ও গুজরাতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পঞ্চম শতকের পূর্বে শক্তিপূজা বঙ্গদেশে ছিল না। দ্রাবিড়-সম্পর্কেই বাঙ্গালার এই উপাসনার বিস্তৃতি হইয়াছিল। দ্রাবিড় দেশে পৃথ্বীপূজা হইতেই শক্তিপূজার প্রথম উদ্ভব হয়। সেখানে গ্রামদেবতা পৃথ্বী, ভূ-দেবী বা ভূমিদেবীরূপে পূজিত হইতে হইতে ক্রমশঃ শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছেন। বাদামী-গুহামন্দিরের পৃথ্বীও এইরূপ ভূ-দেবী। পৃথিবীর বীজোৎপাদিকা শক্তি বাহাতে নষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্ত দ্রাবিড়েরা পৃথিবীর সন্তোষ বিধানের জন্ত তাঁহার উদ্দেশে পশু বলি দিত।

প্রাচীন কন্নড়-সাহিত্য আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, লিঙ্গপূজা দ্রাবিড়দিগের একটি সুপ্রাচীন রীতি। আমরা যাহাদিগকে আৰ্য্য অভিধান দিয়া থাকি তাহাদিগের ভারতগমনের পূর্বে দক্ষিণ-ভারতে লিঙ্গোপাসকগণ বাস করিত। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ। কন্নড় ভাষায় তাহাদের প্রাচীন ভাষার উপকরণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই জাতি যখন লিঙ্গপূজা করিত, তখন ভারতের কোথাও লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতকের পূর্বে কোথাও লিঙ্গ-প্রতীকের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের কাছাকাছি দুইটি প্রাচীনতম লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। একটি ভিটা হইতে প্রাপ্ত—এক্কে তাহা লঙ্কো মিউজিয়মে সংরক্ষিত। গোপীনাথ রাও লিখিয়াছেন যে, অপরটি উত্তর আরব্‌টের অন্তর্ভুক্তী গুড়িমরমে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বে দ্রাবিড়েরা তাহাদের বীরগণকে সমাধিস্থ করিবার সময় তাহাদের সমাধির উপর লিঙ্গাকৃতি “বীরকল” বসাইয়া দিত। এই বীরকল-স্থাপন-রীতিই সম্ভবতঃ লিঙ্গপূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পর্যুগে এই দ্রাবিড়গণের জায় বৌদ্ধেরাও স্থূপের পূজার প্রবর্তন করিয়াছিল। লিঙ্গপূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইলে পর প্রাচীন পল্লব পাণ্ড্য ও চোড়দিগের মধ্যে লিঙ্গ-প্রতীকোপাসনার প্রবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রাবিড়দেশে খৃষ্ট-জন্মের বহুপূর্বে প্রথম জৈন ও তার পর বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এ সময়ও দ্রাবিড়েরা লিঙ্গ পূজা করিয়া আসিয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে উত্তরভারত হইতে শৈবধর্ম প্রথম দ্রাবিড়-ভূমিতে প্রচারিত হয়। লকুলীশ ইহা প্রবর্তন করেন। দ্রাবিড়দের অনেকে শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়। দক্ষিণ-ভারত বৈদেশিক আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকিয়া শৈবধর্মের পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইয়াছিল (Indian Antiquary, XXX, 17)। তার পর কিছুদিন বৌদ্ধধর্মের প্রচারে শৈবধর্ম কিঞ্চিৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল ২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ২১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম তেলুগু প্রদেশে বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তার পর শৈবধর্মের স্রোত পুনরায় চলিতে থাকে। লিঙ্গপূজা ও শিবপূজায় মেশামেশি হইয়া গেল। লিঙ্গোপাসকদিগের সঙ্গে শৈবদিগের আর কোন বিরোধ রহিল না।

দক্ষিণ-ভারত হইতে দশে দশে শৈব সন্ন্যাসী আসিয়া বঙ্গদেশে ও অম্বুত্ৰ শৈবধর্ম প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহারই ফলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভে বৌদ্ধ-প্রপীড়ক বঙ্গরাজ শশাঙ্ক শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। এই সময় মহারাজ হর্ষও শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্রাবিড় প্রভাবে ক্রমশঃ বাঙ্গালার শৈবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। বঙ্গদেশে লিঙ্গপূজা ও শিবারাধনার ধর্ম চলিল। যাহারা লিঙ্গপূজার নিন্দা করিতেন তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রাদি রচিত হইল। এই সময়ে নানাদিক্ হইতে লিঙ্গের নানারূপ ব্যাখ্যারও অভাব হইল না। কেহ বলিলেন,—‘শিবলিঙ্গং শিব এব ন তু শিবস্ত শিল্পঃ।’ সূতসংহিতার ধ্যানযোগখণ্ডের—

‘আলয়ং লিঙ্গম্ ইত্যাহ্ন বেদবেদান্তবিস্তমঃ।

তত্রাপি শব্দরঃ সাক্ষাৎ লিঙ্গং নাথৎ মুনীশ্বরঃ ॥

\* \* \* \*

স্বয়ম্ এব সঙ্গা লিঙ্গং ন লিঙ্গং তস্ত বিত্ততে ॥’

শিব ও লিঙ্গের একত্ব-জ্ঞাতক এই বচনের দোহাই দিয়া অনেকে লিঙ্গ ও শিবের একত্ব প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। লিঙ্গপূজার মতের সঙ্গে লিঙ্গের সাধারণ অর্থের আর কোন ঐক্য রহিল না। এই পূজার মধ্যে যে ধ্যান হইল তদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, উপাসক যে মূর্তি করনা করেন তাহা খেত, মূর্তির কপালে চন্দ্র, চারি হস্ত, পাঁচ মুখ, তিন চক্ষু, মূর্তি পদ্মাসনে স্থিত, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত। তিনি বিশ্বের বীজ, বিশ্বের আদি। নানাস্থানে লিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকাদিও প্রণীত হইল। খৃষ্টীয় নবম শতকে বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হইয়া চোড়রাজ্যে শৈবধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ‘বাতকুর পুরাণম্’ নামক দ্রাবিড় গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। অতঃপর বঙ্গ ও চোড়সম্পর্কে বঙ্গদেশে শৈবধর্মের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়।—শ্রীঅমূল্যচরণ বিজ্ঞাতৃষণ, দ্রাবিড় ও বাঙ্গালী—প্রবাসী মাঘ ১৩২৮, ৪৫৮—৪৫৯ পৃষ্ঠা।

লিঙ্গপূজার ব্যবস্থা লিঙ্গপুরাণ ও স্বন্দপুরাণে বিস্তারিত আছে। সেখানে আছে সপ্তর্ষির শাপে শিবের লিঙ্গ খসিয়া পড়ে ও পরে পূজিত হয়। ১০২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

মন্দির—মন্দির নির্মাণ পুণ্যকর্ম—

দেবাগারং করোমীতি মনসা যন্ত চিন্তয়েৎ।

তন্ত কার্যগতং পাপং তদ্বজ্রা বিপ্র নশ্বতি ॥

স সমাপ্তস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥—বিষ্ণুরহস্ত।

স্বন্দপুরাণ মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাণ্ড ২, ১১ ও ৩৩ অধ্যায়, নারদীয়পুরাণ ১৩ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৫৯ অধ্যায়, বামনপুরাণ, প্রকৃতিতেও মন্দিরনির্মাণের পুণ্য-জনকতা প্রচার করা হইয়াছে।

রণে হয় স্থি—?

চৈত্র মাসে পূজে—

চৈত্র মাস মধু মাস শিবের জন্ম-মাস।—

—বরিশালের শিবের গাজন, বঙ্গসাহিত্যশরিতর।

চৈত্রে শিবোৎসবঃ কুর্য্যান্ নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।

রাস্তা ত্রিসংখ্যঃ রাত্ৰৌ চ হবিষ্যাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ ॥

কত্রিয়াদিষু যো মর্ত্যো দেহং সম্পীড্য ভক্তিততঃ।

অৰ্থমেধফলং তন্ত জায়তে চ পদে পদে ॥

—বৃহদ্রত্নপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৯ম অধ্যায়।

বাঙ বাজে—

নানাবিধৈর মহাবাত্তৈর্ নৃত্যৈশ্ চ বিবিধৈর্ অপি।

নানাবেশধরৈর্ নৃত্যৈঃ প্রীয়তে শঙ্করঃ প্রভুঃ ॥

—বৃহদ্রত্নপুরাণ, উত্তর, ৯।৪২।

চরখ—স° চরু > প্রা° চকর > বা° চকর, চকর; বর্ণবিপর্যয়ে—চরক, চড়ক। কা° চরখ। তুঃ—চরখা, চরু।

বৃহদ্রত্নপুরাণে ব্যবস্থা আছে যে দেহ সম্পীড়ন করিয়া শিবপূজা করিলে অৰ্থমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শোণিতপুরের (তেজপুর, আসাম) রাজা বাণ, ঐকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে রুদ্ধ করিলে, কৃষ্ণের সঙ্গে বাণরাজার যুদ্ধ লাগে। শিবভক্ত বাণের সহস্র বাহু ছেদন করিয়া কৃষ্ণ বাণের মুণ্ড ছেদন করিতে উদ্ভূত হইলে শিব মধ্যস্থ হইয়া ভক্তের মন্তকছেদন হইতে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করেন। ইহাতে বাণ আনন্দিত হইয়া শোণিতাপ্লুত দেহে শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করেন। শিব তাহাতে প্রসন্ন হইয়া এই বর দেন যে—আমার যে ভক্ত নিরাহার থাকিরা বাণপীড়িত রক্তাক্ত কলেবরে আমার সম্মুখে এইরূপ নৃত্য করিবে, সে আমার পুত্রস্ব লাভ করিবে।—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ক ১৮৭ অধ্যায়। শিবের এই কথা অমূল্যে শিবভক্তরা দেহে বাণ ফোড়ে ও রক্তাক্ত-কলেবরে শিবসকাশে নৃত্য করে। অন্ন সময়ের মধ্যে অনেকবার প্রদক্ষিণ করিবার কল স্বরূপ চড়কগাছে তুলিয়া বুরপাক দেওয়া হয়—যেমন তিরুতীর মালাভূপের সুবিধায় জন্তুধর্মচক্র প্রবর্তন করে।

দশানন—রাবণ শিবভক্ত ছিলেন। তিনি দশদিকে মুখ ফিরাইয়া শিববন্দনা করিয়া দশানন হন (পুরাণ)।

পিশাচ দানব বন্ধ—শিবপূজকের নাম হইতে জানা যায় যে আমিতে শিব অনাথ্য জাতির  
সেবতা ছিলেন।

নহে ধনহীন—শিবপূজা করিলে ফল হয়—

দীর্ঘায়ু আরোগ্য-কুলাভিবৃদ্ধি অত্রাক্ষরায় চতুর্ভুজম্।

—মৎস্তপুরাণ, ৮০ অধ্যায়।

কিম্ অলভ্যং ভগবতি প্রসঙ্গে নীললোহিতে।

—বৃহদ্রাশ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৯৪৩।

শুভ নিশুভ—বিদ্যাপর্যন্তবাসী দৈত্য-সহোদর। কালী ইহাদের বধ করেন। গবেষ্টী  
অম্বরের পুত্রদ্বয়।—বামনপুরাণ ৫২ অধ্যায়; মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১০ অধ্যায়; শিব-  
পুরাণ বায়বীয় সংহিতা ২১ অধ্যায়; স্বল্পপুরাণ কুমারিকাণ্ড ২৯, প্রভাসখণ্ড ২১  
অধ্যায়।

জম্ব—দৈত্য, বলি দৈত্যের বন্ধ। বলির মৃত্যুর পর ইজ্ঞ কর্তৃক নিহত হন। এঁর  
পুত্র স্বল্প উপস্বল্প।—বামনপুরাণ ৬৯ অধ্যায়। স্বল্পপুরাণ প্রভাসখণ্ড ২১।

মহীষ—মহিষাসুর রজাসুরের পুত্র। মতান্তরে জম্বাসুরের পুত্র মহিষাসুর। দেব-  
বিরোধী হইয়া উঠিলে দুর্গা এঁকে নিধন করেন।—কালিকাপুরাণ ৫৯ অধ্যায়;  
বামনপুরাণ ১৭ অধ্যায়; বরাহপুরাণ। বামনপুরাণ ৮৮ অধ্যায়ের মতে  
মহিষাসুরকে কার্তিক বধ করিয়াছিলেন। মহিষাসুর ছাপর যুগে বর্তমান ছিলেন।  
—স্বল্পপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৭, অর্কদুখণ্ড ৩৬। বামনপুরাণ ৮০, বরাহপুরাণ  
২২৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চিকুর—শুভ-নিশুভের সেনাপতি চিকুর।

বাতাপী ইলোয়—হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ্লাদের পুত্রদ্বয় বাতাপী  
ইবল। কেহ ইহাদের গৃহে অতিথি হইলে বাতাপী মেঘরূপ ধারণ করিত ও  
ইবল তাকে অতিথিকে খাওয়াইত। পরে তাকে ডাকিলে সে অতিথির উদর  
বিদারণ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। অগত্যকে এইরূপ করিয়া খাওয়াইলে  
অগত্য বাতাপীকে জীর্ণ করিয়া ফেলেন ও ইবলকেও নিহত করেন। বাতাপী ও  
ইবলের নাম আজও দাক্ষিণাত্যের বামামী ও ইলোয় গুহা বহন করিতেছে।—  
মৎস্তপুরাণ ৬ অধ্যায়; ভাগবত; স্বল্পপুরাণ প্রভাসখণ্ড ২৮৫ অধ্যায়। হরিবংশ  
হরিবংশপর্ব ৩ অধ্যায়ের মতে ইহারা বিপ্রচিতির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে জাত।

শিবের পুত্রক বলিয়া ইহাদের নাম করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই দৈত্য  
বলিয়া পরিচিত ও বিদ্যাপর্যন্তের দক্ষিণদিকের লোক; স্মরণ্য ইহারা দ্রবিড়



জাতীয় ছিলেন এবং শিব আদিতে দ্রবিড়দের দেবতা ছিলেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে ভারতের ধর্ম-সমাজ-রাজ্যের ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং এইজন্য এই পুস্তকের মূল্যও এত বেশী।

## শক্তিপূজা প্রচারের সূচনা ( ১০৩—১০৪ পৃষ্ঠা )

১০৩ পৃষ্ঠা

সুধর্ম—শক্তিপূজা প্রচারের সূচনা হইতেছে প্রথমেই ধর্ম নাম উচ্চারণ করিয়া। ইহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভাবের ফল। বৌদ্ধ ধর্মের নাম ছিল সদধর্ম।

সুশভায়—সু সভায়।

সুররায়—সুরদিগের রাজা ইন্দ্র। রাজা > প্রা° রাজা > বা° রায়।

পজ্জি—স° পঞ্জী। স° পঞ্চাঙ্গ হইতে স° পঞ্জিকা—যে গ্রহে বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ জানা যায়। প্রঃ—

হএ নহে দেখ রাধা পাঞ্জী পরমান।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পুথি—স° পোত্তী > প্রা° পোথী > ও° হি° ম° পোথী, বা° পুথি, পু°থি = পুস্তক।  
প্রঃ—

পাঁজি পুথি তোন্ধার চিরিবৌ বাম হাতে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আগম পোথী ইষ্টমালা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

গুয়া—স° গুবাক।

সুসার—খদির।

শ্রীরথও—শ্রীথও। বাজার্যা পাঠ শুদ্ধ হইলে কোনোরূপ বাদ্যযন্ত্রের নাম; বাসর্যা পাঠ হইলে সুবাসিত চন্দন।

মাতুলী—ইন্দ্রসারথি মাতলি বা মাতুলি।

মগধ বন্দী ভাট—মগধদেশবাসী বন্দনাগায়ক। মগধ মানে বংশক্রমে মহেশ্ববেদিরাজ্য-প্রভুতিপাঠক। বেণপুত্র পৃথ্বী যজ্ঞে মগধ যুতের উৎপত্তি হয়।—বিষ্ণুপুরাণ; হরিবংশ হরিবংশপর্ব ২ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১ অধ্যায়। পুরাণ-পাঠকদিগকে মগধ বলে; এজন্য পাঞ্জিটার সাহেব অনুমান করেন যে অধিকাংশ পুরাণ মগধ ও মথুরার মধ্যবর্তী স্থানে রচিত হয়।

ভাট—স° ভট্ট। ম° ভট=ভিখারী ব্রাহ্মণ। প্রঃ—

ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কর বড়-মানুষের রীতি এই।—ভারতচন্দ্র।

ভাটে রায়বার পড়ে নাচে নটগণ।—কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

দিকের অধিকারী—দিকপাল। ৯৭—৯৮ পৃষ্ঠার টীকা ২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লোহীত—বঙ্গবাসী ইণ্ডিয়ান-প্রেস ও বটতলা সংস্করণের পাঠ নৈঋত। এখানেও নৈঋতই হইবে; প্রাচীন হস্তাক্ষরে নৈঋত পড়িবার ভুলে লোহীত ছাপা হইয়া থাকিবে। লোহিত=মঙ্গলগ্রহ।

### ১০৪ পৃষ্ঠা

অগ্নির।—ব্রহ্মার মানস পুত্র, প্রজাপতি, সপ্তবিমণ্ডলের একজন ঋষি। অনেকের মতে অগ্নিরস বংশীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ভারতবর্ষের বাহির হইতে এদেশে আগত; তারা আসলে শাকবীণী বা শিথীর। ঋগ্বেদে অগ্নিরসদিগের উল্লেখ ৬০ বার আছে; ১০।৬২ হুক্তটি তাঁহাদেরই স্তুতি। ইহঁরা দেবপুত্র, দোম্পুত্র, ইহঁরা পিতৃস্থানীয়। ইহঁরা বন হইতে লুকারিত অগ্নি ও গাভী আবিষ্কার করেন। যজ্ঞ করিয়া ইহঁরা অমরত্ব ও ইন্দ্রের বন্ধুত্ব লাভ করেন। (বিশেষ বিবরণের জন্য Vedic Mythology by A. A. Macdonell দ্রষ্টব্য)।

বসিষ্ঠ—বৈদিক ঋষি। পরে ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তবিমণ্ডলের একজন, অরুণভীর স্বামী। সূর্য্যবংশের ইক্ষ্বাকুকুলের পুরোহিত। ঋগ্বেদের বহু হুক্তের ঋষি। সুরভিনন্দিনী কামধেনু শবলাকে লইয়া বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ঐর কলহ হয়। রাজা কণ্বাষপাদ ঋষিশাপে রাক্ষস হইয়া ঐর শত পুত্রকে বিনষ্ট করেন। ইনি তপতীকে সূর্য্যালোক হইতে আনিয়া সপ্তর্ষণের সঙ্গে বিবাহ দেন। (রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

দুর্কাসা—অত্রি ও অনসুর পুত্র, শিবাংশসম্বৃত, বামদেবের শিষ্য, কোপন স্বভাবের অশ্ব প্রসিদ্ধ, তপসিদ্ধ ঋষি। ইনি ঔর্যের কন্যা কন্দলীকে বিবাহ করেন; ত্রীশ শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত থাকার দ্বার ১০১ অপরাধ হইলে তাঁহাকে ত্যজ করেন। পরে বাদব বংশীয় একানংশাকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মদৈববর্ষপুরাণের মতে বহুদেব ত্রীকৃষ্ণকে যশোদার যে কন্যার সঙ্গে বদল করিয়া আনেন “অধিতীরা পরমা প্রকৃতিরূপা সেই কন্যা পার্শ্বতীর অংশসম্বৃত্য পরমাত্মা ত্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অংশা নামে বিখ্যাত। বহুদেব তাঁহাকে কল্পিণীর বিবাহ-সময়ে ভক্তি-পুরঃসর শঙ্করাংশসম্বৃত দুর্কাসা মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন।” ইহঁর শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন। লক্ষ্মণ-বর্জনেরও ইনি কারণ। ইনিই কুতীকে দেব

আম্বানের মন্ত্র দান করেন ও দ্রৌপদীর নিকট পারণ করেন। ইহাই শাপে শাপ সুবল প্রসব করিয়া যজ্ঞবংশের ধ্বংসের কারণ হন। ইনি কৃষ্ণ ও কল্লিণীকে অশ্বের জ্ঞার রথে যোজনা করিয়া সেই রথে আরোহণ করেন ও কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া তাঁদের চালনা করেন। একদিন কৃষ্ণকে তপ্ত পায়স গারে মাখিতে আদেশ করিলে কৃষ্ণ তাহাই করেন, কেবল ব্রাহ্মণের প্রসাদ বলিয়া তাহা পায় মাখেন নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্কাসা শাপ দেন যে ঐ পদতলে বিদ্ধ হইয়াই কৃষ্ণের মৃত্যু হইবে।—মহাভারত, রামায়ণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি। স্বন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্য ২, ৩, ২০ অধ্যায়।

মন্ত্রবন—ইজ্র।

নারদ—১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## নারদের প্রতি ইন্দ্রবাক্য ( ১০৪ পৃষ্ঠা )

লক্ষ্মী মোর থাকিবে—দুর্কাসার শাপে লক্ষ্মীপ্রভ হইয়া ইজ্র সদাই শঙ্কিত থাকিতেন পাছে আবার সেই বিপদ ঘটে। তাই তাড়াতাড়ি এই কথা তিনি বলিচ্ছেন যে তোমার দর্শনে আমার লক্ষ্মীত্রী অচলা থাকিবে।

ধর্মসেতু—বারবার যাতে তাতে ধর্ম নাম উচ্চারণ করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধর্মসেতু হই নারদের নয় বিধির বিশেষণ।

বীণাধ্বনি—নারদের বীণাধ্বনিতে হরিনাম কীর্ত্তন হয়। সেই গান যে শোনে সে ভাগ্যবান। বৈষ্ণব কবি নিজের মনোভাবই এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন। নারদ ব্রহ্মার বরে বীণাবাদনদক্ষ।—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪ অধ্যায়।

দেবদত্তাম্ ইমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।

মুচ্ছ'রিত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চ চরাম্যহম্ ॥

—ভাগবত ১১.৭.৩৩।

## ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি ( ১০৫—১০৬ পৃষ্ঠা )

১০৫ পৃষ্ঠা

কি—স° কিম্>পা° কিঅ।

আর—স° অপর>প্রা° অবর>কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে আঅর, আওর; প্রাটান বা° অক;  
হেমকোষে আরু; ও° ভাগবতে আবর, আর; অস° রামায়ণে ও মেদিনীপুরে  
আউর; প° অর; হি° ওর। প্রঃ—

আর কিছু দেহ কাহাই উত্তম সম্মে।—শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন।

আরবার লাক দিয়া পড়ে গিয়া রথে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কহিব—স° কথ ধাতু>বা° কহ, ক ধাতু।

নিবাত কবচ—ইহার। হিরণ্যকশিপু বংশের। সমুদ্রগর্ভে দুর্গ নির্মাণ করিয়া  
দেবতাদের শত্রুতাচরণ করিত। অর্জুন স্বর্গে গিয়া অস্ত্রশিক্ষা করিয়া ইহাদিগকে  
বিনাশ করেন।—মহাভারত; হরিবংশ হরিবংশপর্ব ৩ অধ্যায়।

শনে—সঙ্গে>সঞ্চে>সনে। নিকটে, সকাশে।

সুর—যারা প্রভুত্ব করে বা উত্তমরূপে দীপ্তি পায় তারা সুর। যারা সুরাপারী  
তারা সুর।

মুনি—মৌনব্রতী, সংযতবাক্ ঋষি। মুনির লক্ষণ—

দুঃখেষহৃদয়মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্ মুনির্ উচ্যতে ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৫৬।

নিবৃত্তঃ সর্বতত্ত্বজঃ কামক্ৰোধবিবর্জিতঃ।

ধ্যানস্থো নিজিয়ো দাস্তস্ তুলায়ংকাকনো মুনিঃ ॥

—বৃন্দপুরাণ, মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাণ্ডে ৫।১১১।

সিদ্ধ—২৮-৩১ ও ৩১-৩৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

উপাড়ে—স° উৎপাটন>উপাড়। প্রঃ—

খৃষ্ট উপাড়ী বেদিলি কাছি।—বৌদ্ধগান।

ধীক্করি—ধিক্করী, দিগ্গজ। চার দিকে আট গজ প্রহরা ঘের—

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদো হৃদয়ঃ ॥

পুন্সরত্তঃ সার্কভোমঃ হৃপ্রতীক্শ্ চ দিগ্গজাঃ ॥—অমরকোষ।

মূল ২৪৫ পৃষ্ঠার মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আছাড়—স° অপসারণ > আছাড়। স° উৎকার ( বিক্ষেপ ) > কাছাড় ( বাঁকুড়া  
জেলায় ও হিন্দীতে ব্যবহৃত ; মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলেও )। প্রঃ—  
কংসে কথা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পরবন্ধে—স° প্রবন্ধে = আয়োজনে, উপকরণে। প্রঃ—

এসব কাজের আন্ধে জানিএ প্রবন্ধ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মাহুয়া প্রবন্ধ করে দিতে চায় শূলি।—মানিক গাঙ্গুলি।

অধি—স° জুষ্ ধাতু পরিমাণে। হি° জুখ্ণা। প্রঃ—

কাটিআ ছিড়িআ মাপিআ জপিআ সত হাথে হইল পোতা।—শুতপূরণ।

শোল—স° বোড়শ > প্রা° সোলহ।

ব্যালীশ বাজন—ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সমবায়ে ৪২ সুরের উপযুক্ত ৪২ প্রকারের  
তাল মান সুর সঙ্গত বাজ। প্রঃ—

বেআলিশ বাজনা বাজে জঅটাক বাজে।—শুতপূরণ।

দামামা দগড় বাজে বেয়ালিশ বাজনা।—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বাজন—স° বাদ্য > বাজ ( শুতপূরণ ) > বাজ ; বাদন > বাজন। স° বাজ ধাতুও  
আছে, কিন্তু তাহা আছে ১৫ শতকের মেদিনীকোষে।

চতুর্দশী—শিবপ্রিয় তিথি।

শুগুস্বাবহিতো ব্রহ্মণ্ বক্ষ্যে মাহেশ্বরং ব্রতম্।

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা নাম্না শিবচতুর্দশী ॥

\* \* \* \*

চতুর্দশীষ সর্গাসু কুর্য্যাৎ পূর্ববদ্ অর্চনম্ ॥

—মৎস্তপুরাণ ৯৫ অধ্যায়, শিবচতুর্দশী ব্রত।

শিবচতুর্দশী ব্রতের মাহাত্ম্যকথা স্বন্দপুরাণে সবিত্তার বহুস্থলে আছে।

ধাকে বীর উপবাসী—

চতুর্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা শঙ্ডো পরে হইনি।

ভোকে হং ভুক্তিমুক্তার্থং শরণং মে ভবেষ্বর।

—গরুড়পুরাণ ১২৪ অধ্যায়, শিবরাত্রি-ব্রতকথা।

চতুর্দশ্যাং নিরাহারঃ সমভার্য্য ৫ শব্দরম্।—মৎস্তপুরাণ, ৮০ অধ্যায়।

১০৬ পৃষ্ঠা

লাবেক তোমার রাজ্য—পদ ও সম্রাটের অনিশ্চয়তা লইয়া নিত্যই ভয়, তখনকার দেশের  
অবস্থার মতন স্বর্গেরও অবস্থা। শিবপূজার ফলে দৈত্য প্রবল হইয়া স্বর্গরাজ্য  
হরণ করিবে।

ভোল—স° বিহ্বল > প্র° বিতুল, ভিত্তল। পরে সংস্কৃতে ভোল শব্দও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল—ভোলো কামাদি-বিহ্বলে।—মেদিনী। ভুল ও ভোল সমার্থক।

প্রাচীন বাংলায় ভুল অপেক্ষা ভোল অধিক প্রচলিত ছিল। প্রঃ—

রূপ নেহারি পড়ি গেহু ভোল।—বিদ্যাপতি।

আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সামান্য বেষ্টার ভোলে অজ্ঞানিল যুনি।—ঘনরাম।

যুক্তিতে যুক্তিতে বুড়া পড়ে গেল ভোলে।—কৃত্তিবাস, লক্ষ্মীকাণ্ড।

দিনা—দিনে, দিন।

সভাজন—স° সভাজ (সেবা, পূজা, সংকার, অভ্যর্থনা, সষর্দনা) + অন (ভাবে) = সেবা, প্রীতিসম্পাদন, গমনাগমন-সময়ে সুহৃদাদির পরস্পর আলিঙ্গন আরোগ্যা-প্রদ স্বাগত-সম্ভাষণ ও সষর্দনা।

## ইন্দের শিবপূজার উত্থোগ (১০৬—১০৭ পৃষ্ঠা)

১০৬ পৃষ্ঠা

বৃহস্পতি—সুরগুরু, অঙ্গিরসের পুত্র। অঙ্গিরস-পত্নী পুংসবন ব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বরে বৃহস্পতিকে লাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

পতির গুরুশ্চ দেবানাং বৃহতাং জ্ঞানিনাং বরঃ।

পুত্রস্ তে ভবিষ্য সাক্ষি মদ্বরেণ বৃহস্পতিঃ ॥

মদ্বরেণ ভবেদ্ বো হি স চ মদ বরপুত্রকঃ।

ঐদগর্ভে মম পুত্রো হং চিরজীবী ভবিষ্যতি ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে, ৫১ অধ্যায়।

কন্দপুরাণের মতে বৃহস্পতি কাশীতে গিয়া শিবের তপস্তা করিয়া শিবানুগ্রহে লোকাধিপত্য ও দেবগুরু প্রাপ্ত হন।—কাশীখণ্ড ১৭ অধ্যায়।

ব্রহ্মা আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে বিশ্বদেবগণের অধিপতি করেন।—হরিবংশ, হরিবংশপর্ব ৪ অধ্যায়। বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণ দ্রষ্টব্য।

বৃহস্পতি অতি প্রাচীন দেবতা ; অথ্যেদে এঁর উল্লেখ বারবার আছে ; সেখানে তাঁকে গণদিগের গণপতি, কবিদের কবি, জ্যোতির্জ্ঞ, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি বলা হইয়াছে (২১২০১ ; ৪১৫০৫) ; এবং তাহা হইতেই তিনি সুরগুরুর পদ লাভ করিয়াছেন। (গণেশের ইতিহাস ও সংগ্ৰহীত “বেদবাণী” দ্রষ্টব্য)।

১০৭ পৃষ্ঠা

তুলিবারে—স° তুল ধাতুর অর্থ উত্তোলন, উর্কে তোলন। ফুল তোলা অর্থ ফুল ধ্বংসচ্যুত করা। স্তুতরাং ইহার মূল স° ক্রট্ ধাতু হওয়া সম্ভব।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।  
প্রঃ—

পুষ্প তুলিবাক পচ্চিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি।—শ্রুতপুরাণ।

মুশলী—স° মুশলী মুশলী মুসলী = গৃহগোদিকা, জ্যোষ্ঠী, টিক্‌টিকি।

জিঠি—স° জ্যোষ্ঠী = টিক্‌টিকি। সর্বানন্দের টীকাসরুখে জেঠি।

শাকুনশাস্ত্রের মতে টিক্‌টিকির শব্দ কর্ণে বাধা স্থচনা করে।

ঐশানাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিগ্‌লক্ষণং ধ্রুজনে।

জ্যোষ্ঠীকৃতে ক্ষুভেহপ্যেবম্ উচুঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ।—তিথিতত্ত্ব।

দুর্নিমিত্ত দর্শন ও শ্রংগের বিবরণ মহাভারতের শাস্তিপর্বে ২৮১—২৮৩ অধ্যায়ে ও যুদ্ধ-বর্ণনার পক্ষগুলিতে আরো অনেক জায়গায় আছে; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কংস মৃত্যুর পূর্বে বহু দুর্নিমিত্ত দেখিয়াছিলেন; মৎস্যপুরাণে নিমিত্ত-লক্ষণ আছে। যজ্ঞবলের মনসামঙ্গলে (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ২৫৭ পৃষ্ঠা), ঘনশ্রাম দাসের রামায়ণে (ব-সা-প ৫৪৩ পৃঃ), বিজ্ঞ অভিরামের মহাভারতে (ব-সা-প ৬২৩ পৃঃ), শ্রীমদাসের ভাগবতে (ব-সা-প ৭৯৫ পৃঃ), এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণে দুর্নিমিত্ত-বর্ণনা আছে। যাত্রাকালের শুভাশুভ নিমিত্ত বিষুসংহিতা ৬৩ অধ্যায়ে আছে।

বৃকে হাত দিয়া—বিনীত ভাব প্রকাশের জন্য।

বাধক—বাধা। তুঃ—

শুন রাম নাহি দেখি ইহাতে বাধক।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

যেন মতে ময়নামতী হস্তে ঝারি নৈল।

হাঁচি জিঠি বাধা বিস্তর পড়িল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কমণ আশ্রুভঞ্জে বাঢ়ায়িলো পা।

হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহি দিল বাধা॥—শ্রীকৃষ্ণকৌর্টন।

হাঁচি জিঠি যে-জন পারে।

বিয়ের সময় সে-জন তবে॥—ডাক।

## নীলাশ্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ (১০৭—১০৮ পৃষ্ঠা)

১০৭ পৃষ্ঠা

আন—স° অন্ম। অন্মথা।

আড়তি—স° আর্তি=অভিলাষ। তাহা হইতে অর্থ নিয়োগ।—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।

সবে—স° সর্ব>প্রা° সর্ব>বা° সব। কেবল, সর্বসাকল্যে। প্রঃ—

সে মর্শ্ব জানেন সবে সহস্রবদন।—চেতন্য-ভাগবত।

গাছে—স° গচ্ছ। সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষায় গাছ (উচ্চারণ গাস্)। স° উদ্গচ্ছ  
>গচ্ছ> গাছ।

১০৮ পৃষ্ঠা

পাঠাই—স° প্রস্থাপন>প্রা° পঠ্ঠাথন>বা° পাঠাওন, পাঠানো।

মায়ের কাটিলা মাথা—পরশুরাম।

পুরু—যযাতি রাজার দুই পত্নী—শুক্ৰাচার্য্যের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্কচহিতা শশ্বিষ্ঠা।  
শশ্বিষ্ঠা দেবযানীর দাসীরূপে রাজ-অন্তঃপুরে গিয়াছিলেন, যযাতি গোপনে তাঁহাকে  
বিবাহ করেন। দেবযানী ইহা জানিতে পারিয়া রুষ্ট হইয়া পিতাকে বলেন।  
শুক্ৰাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে শাপ দেন—যে যৌবনের জন্ত তুমি আমার কন্যাকে  
ত্যাগ করিয়া অন্তঃরমণীর প্রতি অমুরক্ত হইয়াছ, সেই যৌবন তোমার জরাগ্রস্ত  
হইবে। অনেক সাধ্য-সাধনায় শেষে শুক্ৰাচার্য্য এই বর দেন যে কেহ স্বেচ্ছায়  
নিজের যৌবন দিয়া তোমার জরা গ্রহণ করিলে তুমি জরামুক্ত হইতে পারিবে।  
যযাতি ক্রমাগত যত্ন তুর্কস্তু দ্রুহ্য অহু নামক চার পুত্রকে জরা লইয়া যৌবন দিতে  
অমুরোধ করিলেন, কেহ স্বীকার করিলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু স্বীকার করিয়া  
পিতাকে স্বীয় যৌবন দান করিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন।—মহাভারত,  
আদিপর্ক ৭৬-৯৩ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ৪।১০; মৎস্য়পুরাণ। লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ  
৬৭ অধ্যায়; ভাগবত ৯ স্কন্ধ; পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৬৪ ইত্যাদি অধ্যায়; বামন-  
পুরাণ ২৪ অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ ১২ অধ্যায়; হরিবংশ হরিবংশপর্ক ৩০ প্রকৃতি  
অধ্যায়।

এই আধ্যাত্মিক পিতা যে পুত্রের যৌবন ধার লইয়া নিজের কামনা চরিতার্থ  
করিতেছে এই নিলজ্জ হীনতার দিক্‌টা কেউ দেখে না, দেখে মাত্র পিতার  
আজ্ঞামুখিতায় পুত্র কি মহান্ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিল। রামের বনগমনের  
ব্যাপারেও ঠিক এই দুই বিরোধী ভাব আছে।



## নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন ( ১০৯—১১০ পৃষ্ঠা )

১০৯ পৃষ্ঠা

সাজি—স° শয্যা বা সজ্জা। পুষ্পের শয্যা বা যে পাত্রে পুষ্প সজ্জিত থাকে। প্রঃ—

রূপার আকুড়সি হাথে রূপার পুষ্পসাজি।—শৃঙ্গপুরাণ।

কুড়ি—স° কর্ষণী > প্রা° কড়টণী > কড়ি, কুড়ি। কিংবা স° অঙ্কুর শব্দের অপভ্রংশ, যে  
যন্ত্র অঙ্কুরের আকার—আকুড়ী=আকৃষী। প্রঃ—

মোর বনতরু ডালে সজারিআ আকুড়ী।

ফুল তুলি গৈল রাধা ভাসিআ পাখুড়ী ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

অনার জে সাজি হাথে অনার আকুড়ী ॥—শৃঙ্গপুরাণ।

হাথে—স° হস্ত > প্রা° হথ > হি° বা° ও° ম° হাথ, হাত।

শোভরণ—স° স্মরণ > সমরণ > সোভরণ। হি° স্মরণ।

কষার—স° কল্লার=খেতোংপল, সুঁদি, শাফলা, কুমুদ।

কৈরব—( স° ) কুমুদ, খেতোংপল।

কাল—( স° ) নীল গাছ, কালো রং বলিয়া নাম। নীলফুল।

সিউলী, শিরলী—স° শেফালিকা, শেফালী > প্রা° সেহালিআ।

কলা—স° কদলী ? পা° কল=মটর, কলায় ?

কন্দল—( স° ) নূতন অঙ্কুর, ভূমিকদলী, কন্দলী পুষ্প। মেঘদূতে ( পূর্বমেঘ ২১ শ্লোকে )

এই ফুলের উল্লেখ আছে ; ইহা বর্ষাকালে ফোটে।

ইন্দীবর—( স° ) নীলপদ্ম।

ঝিটি—স° ঝিটি। বাসক জাতীয় গাছ, শাদা হলুদে নীল লাল বিবিধ রঙের ফুল হয়।

জাতি—( স° ) মালভা ফুল।

যুতি—স° যুথী, যুথিকা—জুঁই।

ছইবুটি—স° ঝিপুট > দোপাটি, দোপুটী, দোমুটী, হুমুটী, বহু নাম ছইরাছে। মরমনসিংহ  
ঢাকা অঞ্চলে নাম ছুমুটি। শৃঙ্গপুরাণে ছইবুটী। ছই বোটা থাকে বলিয়া নাম  
ছইবুটি বা ছইবুটী।

রাজন—রজন, ফুল রঙ্গীন বলিয়া নাম।

নাগেশ্বর—( স° ) নাগেশ্বর চাপা।

কুন্ডবক—স° কুন্ডবক।

কুরণ্টক—( স° ) হলুদে ফুলের ঝিটি, কাঁটা আছে বলিয়া নাম কুরণ্টক।

মরুবক—( স° ) বনতুলসী, গন্ধতুলসী ।

কনক—কনক-চাঁপা । স° কর্ণিকার । মুচুকুন্দ ফুল ।

করবীর—( স° ) বা° করবী, শাদা ফুল ।

লবঙ্গ—স° অনামধ্যাত ফুল, অথবা ইন্দ্রপুষ্প, ইন্দ্রযব ।

দনা—স° দমনক, দ্রোণ > হি° দোনা, ও° দহনা ।

ঘলবলী—দ্রোণপুষ্প, তুলসী জাতীয়, শাদা ফুল ।

বাকশানা—স° বঙ্গসেন > বা° বাক্সনা, বাস্কনা = বকফুল ।

প্রত্যঙ্গিরা—?

করির—স° বংশাজুর = বাঁশের কৌড় । হি° করৌল—একরকম কাঁটা ঝোপ

*Capparis spinosa.*

ধুলী কদম্বাদি বানা—( ? )

আটু—( ? )

চাঁপা—স° চম্পক > প্রা° চম্পক > বা° চম্পা, চাঁপা ।

কাঞ্চন—(স°) শাদা লাল ফুল গ্রীষ্মকালে ফোটে, কোবিদার ।

কেশর—(স°) বকুল, নাগকেশর, পুরাগ, হিন্দুবৃক্ষ ও ফুল ।

উড়—স° ওড়, ওড় = জবাফুল ।

মল্লিকা—(স°) বেলফুল ।

জোড়—স° যুত, যুগ > স° জুড় = বন্ধন ।

১১০ পৃষ্ঠা

নেয়ালী—স° নবমল্লিকা > প্রা° নোমালিআ ( শকুন্তলায় ), নোআলিআ । টা° স°

নেয়ালি ; ক, কী,—নেয়ালী ; শ, পু,—নিয়ালি ।

বাহুলী—স° বহুলী, বহুক—ফুল লাল, ছপুর বেলা ফোটে, এজন্য ও° হি° নাম

ছপছরিআ, বা° ছপুয়ে হায়া । সর্কানন্দের টাকাসর্কবে বাহুলি, বাহুলি ।

দুর্কা—স° দর্ভ > প্রা° দ্বক, দ্বকো > স° দুর্কা । বিজয়-বাবু বলেন—দুর্কা অর্কটীন শব্দ,

প্রাকৃত হইতে সংস্কৃত করা হইয়াছিল ।

বিনা বৈ দুর্কয়া দেবী পূজা নাতীহ কর্হিচিং ।

তন্মাদ দুর্কা গৃহীতব্যা সর্কপুষ্পমরী শিবে—তদ্রসায় ।

মুর্কা—স° মুর্কা—মুরগা ঘাস । এই ঘাসে ধমুকের ছিলা হইত বলিয়া ধমুগুণের এক

নাম মোর্কা ।

অন্তলী—স° অন্তলী—অনাম-ধ্যাত গাছ, হলুদে ফুল হয় । অথবা মসিনা তিসি ও শণের ফুল ।

পারীজাত—স° পারিজাত—পালমে-মাদার ।

অপামার্গ—(স°) আপাং, ফুলে তীক্ষ্ণ গৌম থাকে

বাগননা—বাকসনা ?

শাঁঞি—স° শমী ।

ভেনে—তোলে ?

ভদ্রবনা—স° ভদ্রবলা = গন্ধতাদালিয়া লতা । প্রাচীন বাংলায় ন ল প্রায় একরূপ  
লেখা হইত ।

অবদাত—(স°) নিম্মল, শুভ্রবর্ণ ।

বিঘলাঙ্গলীয়—স° লাঙ্গলকী, অগ্নিশিখা । ও° আগলিয়া, বা° অন্য নাম ঈষলাঙ্গলা ।  
রজনীগন্ধা জাতীয়, ফুল বড় বড় অগ্নিশিখাতুল্য বর্ণে ও আকারে, ফুলের বোটা ও  
ফুল অধোমুখ । এর অন্য নাম ইন্দ্রপুষ্প ।

জটা—স° জটামাংসী, মূলবৎ কন্দ, স্নগন্ধ ।

বৃহতী—(স°) কণ্টকারী ।

ঘুচায়া—স° ঘূষ ধাতু বধে > ঘূচ = দূষ করা ।

ভুইচাঁপা—স° ভূমিচম্পক ( আধুনিক নাম ) । হরিদ্রা জাতীয়, মাটি ফুঁড়িয়া কেবল  
ফুল ফোটে, পাতা থাকে না ; নৈশাধ মাসে ফুল হয়, প্রাতে ফোটে ; ফুল ফোটা  
শেষ হইলে পাতা বাহির হয় । কীটমারি হি° মুখজালী ( Morning Dew,  
Drosera burmanni ) গাছকে বাঁকুড়ায় ভুইচাঁপা বলে—শীত কালে ফুল ধরে ।

তিলক—( স° ) তিলফুল, মরুবক ।

শপুলা—স° সপুলা = নবমালিকা, গুজা, পাটলা ফুল ।

আঙ্গলা—স° আমলক, আমলকী > প্রা° আমলও > হি° ম° আঁওলা, ও° অএঁলা ।  
প্রাচীন বাংলায় আঙলা, আঙ্গলা ।

কুড়চি—স° কুটজ, গিরিমল্লিকা ; ফুল শাদা, স্নগন্ধ, বর্ষাকালে ফোটে । মেঘদূতে যক্ষ  
মেঘকে কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য দিয়া স্বাগত প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সর্কানন্দের টাকা-  
সর্কসে কুটজ, কুটিচ ।

কেয়া—স° কেতকী ।

মদন—( স° ) ধুতুরা, ময়না, খয়ের, আধুরোট, বকুল গাছ ও ফুল ।

বাসক—( স° ) বাংলায় বাসক, বাসুস ; ও° বাসঙ্গ । শাখাগ্রে বহু পুষ্প একত্র ফুটে,  
ফুল শাদা—গলায় হলদে, শীতকালে ধরে ।

জইয়া—স° সর্কজয়া, হলুদ জাতীয়, নানা বর্ণের ফুল হয়, Canna indica.

কোশীদার—স° কোবিদার = রক্তকাকন, মন্দার, পারিজাত ।

পাটলা—( স° ) পাকুল ফুল ।

ঘাটফুল—স° ঘণ্টক, ঘণ্টাকর্ণ; ঘণ্টাকৃতি মঞ্জরীতে শাখা ফুলের ভিতরে লালের ফোঁটা থাকে, সুগন্ধ, বসন্তকালে ফোটে; ভাঁটফুল।

কল্যাণকড়া—স° কলিকা, কর্ণিকার। কলকে ফুল, কলিকাকৃতি হলুদবর্ণের ফুল। টি° স° কলিআর।

মোল—স° মুকুল>প্রা° মউল, মোল। স° মধুক>প্রা° মহঅ। টি° স° মহআ। মহয়া, মোল।

বসন্তিকা—স° বসন্তদূত=আম, মাধবীলতা, পাটলী, গণিকারী গাছ ও ফুল।

অখণ্ড শ্রীফল—অখণ্ডিত বিষ্ণুপত্র, ত্রিপত্র বিষ্ণুপত্র। বিষ্ণের নাম শ্রীফল হইবার কারণ চারটি—

( ১ ) ভূগো লক্ষ্মীশচ যা দেখেৎ গৌরুপা সা গতা মহীম্।

তদ্ গোময়-ভবো বিষ্ণুঃ শ্রীশ্চ তন্মাদ অজায়ত॥

—বহুপূরণ, বামনপ্রার্ভাবনামাধ্যায়।

গোময়াদ্ উথিতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুবৃক্ষঃ শিবপ্রিয়ঃ।

তত্রান্তে পদ্মহস্তা শ্রীঃ শ্রীবৃক্ষস্ তেন স স্মৃতঃ॥

—শিবপূরণ ধর্মসংহিতা, ১৫।৮৩।

( ২ ) সর্বস্বতী বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়া হইলে বিষ্ণুর প্রীতিলভের জন্য লক্ষ্মী শিব-আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। তপস্তার সময় লক্ষ্মী বিষ্ণুবৃক্ষ হইয়া শিবকে পত্র পুষ্প ছায়া দান করিয়া প্রীত করেন। সেই অবধি বিষ্ণুবৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ ও বিষ্ণুফল শ্রীফল নামে প্রসিদ্ধ ও শিবপ্রিয় হইয়াছে।—তন্ত্র।

( ৩ ) লক্ষ্মী সহস্র পদ্ম দিয়া শিবপূজা করিতেছিলেন। শিব লক্ষ্মীর ভক্তি-পরীক্ষার জন্য দুটি পদ্ম চুরি কবেন। তখন লক্ষ্মী সঙ্কল্পচ্যুতির ভয়ে পদ্মোপম স্তন দুটি কাটিয়া শিবের পূজা করেন। তুই শিবের বরে সেই স্তন হইতে বিষ্ণুফল উৎপন্ন হয় এবং তার নাম হয় শ্রীফল এবং শিবপ্রিয়, এবং লক্ষ্মীর অঙ্গ শিবের বরে সম্পূর্ণ অক্ষত হইয়া উঠে।—বৃহদ্বাক্যপূরণ পূর্বখণ্ড ১০ অধ্যায়।

( ৪ ) স্বন্দপূরণ নাগরখণ্ড ২৫০ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে পার্বতীর লগাটখেরদ্বিন্দু ভূতলে পতিত হয় ও বিল (গর্ভ) ভেদ করিয়া বৃক্ষরূপে উপলভ হয়—সেইজন্ত সে-বৃক্ষের নাম বিষ্ণু।

লোটাওয়া—স° লুট, লুঠ ধাতু—ভূম্যাদিতে অঙ্গচালন।

ডালে—স° দারু > প্রা° দানু, ডারঅ; মাগধী প্রা° ডালঅং; প্রাকৃতলক্ষ্মীতে ডালা,  
ডালী শব্দও আছে। স° দলিক। ও° ডাল; হি° ডার, ডাল; ম° ডাহলী;  
সাঁওতালী ডার, ডের; সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বে তাল (ডাল?)। প্রঃ—

কাআ তরুণর পঞ্চ বি ডাল।—বৌদ্ধগান ও দোহা ॥

এ রঙ্গ মালতীর ভরে মুইয়া পড়ে ডাল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আধু আধু মুকুলিল ভরে নোআইল ডাল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

তামাল—স° তমাল। গাব জাতীয় গাছ,—কেঁদ, তেঁদ, বনগাব।

পিয়াল—স° প্রিয়ালক, পিয়াল। সর্বা° প্রিয়ালক। আঠির শাসকে হিন্দীতে চিরোঞ্জী বলে।

হিজল—স° ইজ্জল, হিজ্জল। জাম জাতীয় গাছ, দীর্ঘ মঞ্জরী হয়, জলের ধারে গাছ  
জন্মে, এইজন্ত হিজল গাছে নোকা বাঁধা প্রবাদ রটিয়াছে।

শেরতি—সেরতি বা সেবতী ছাপা হওয়া উচিত ছিল। সৈঁউতী ফুল। স° সেবজী,  
সেমতী, সেবতী=দেশী গোলাপ ফুল, ফুল শাদা সুগন্ধ, *Rosa moschata*.

কর্কটী—স° করবীর?

ইন্দ্রফুল—স° ইন্দ্রপুষ্প, ইন্দ্রপুষ্পা, ইন্দ্রপুষ্পিকা=লবঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষলাঙ্গলা।

খইরী—খয়েরী, খয়ের বর্ণের ফুল?

শতাবরী—স° শতাবরী=শতমূলী, শটী।

করঞ্জ—স° করঞ্জক=করঞ্জা, করমচা।

যুগল—স° যুগলাক্ষ=বর্ষুর বৃক্ষ (?)।

শোনা—স° সুবর্ণক, স্বর্ণালু > টা° স° সোনালু; বা° সোঁদাল, সোনা; ও° সুধারি।

কাঞ্চন জাতীয়, ছড়া ছড়া সোনালি রঙের ফুল হয়। কু, কী, সৈনাহল; হি°  
শআহলী।

দাড়িঘ—(স°) ডালিঘ।

মুদিতমনা—আনন্দিত মনে।

বিদারি—স° বিদারী=ভূমিকুয়াও, শালপর্ণী।

আকন্দ—স° অর্ক, মন্দার। হুই নাম একত্র মিলিয়া হইয়াছে আকন্দ। শিব আকন্দ  
ফুলে খুব তুষ্ট।

তপনকাটা—স° তপন=আকন্দ; স° তপনীয়=কনক-ধূতুরা।

কণীকার—স° কর্ণিকার।

স্বর্ঘ্যমণী—স্বর্ঘ্যমণি, হুপ্তরে সুখ্যা। ফুল বেলা হইলে তবে ফুটে ও সন্ধ্যায় মুদ্রিত হয়,  
ফুল লাল শাদা হলদে রঙের হয়।

হুলাল—তুলসী জাতীর গাছ। হুলালচাঁপা—হরিদ্রা জাতীর, ফুল শাদা, সুগন্ধ; অথবা

হুলাচাঁপা—চাঁপার এক জাতি, বড় বড় শাদা ফুল হয়।

বিলশোনা—স° বিলসন=দীপ্তি; স° বিলম্বী—কামরান্না লম্বা গাছ, ফুল লবিত হইয়া  
ঝুলে।

ভারঘাজি—?

পরিল—পূরিল, পূর্ণ করিল।

কোকিলাজ—স° কোকিলাজ=কোকিলের অন্ধি বা চকুর দ্বার রক্তবর্ণ ফুল হয় বার;  
কুলেখাড়া। সর্বানন্দের টীকাসম্মুখে কোইলখা; ভরত—কুলিয়াখারা।

চিত্রক—(স°) চিতা।

গুণাল—গুণাল=বাবই-তুলসী।

গাথিল—স° গ্রথ ধাতু।

শিবপ্রিয় ফুলের তালিকা—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ২৭—৩০ অধ্যায়ে আছে।

কালিকা-পুরাণ ৫৫ ও ৬৮ অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্বল্পপুরাণ, একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রে দেবতাদের প্রিয় অপ্রিয় পুষ্পপত্রাদির তালিকা আছে। পরস্পর-বিরোধিতা সকল তালিকাতেই দেখা যায়,—কেউ বিধি দিয়াছেন এবং কেউ নিষেধ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের তালিকা সেইসকল শাস্ত্র হইতে এলোমেলো ভাবে লওয়া, এক ফুলের নাম ছবারও করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের রচনার এই একটি বিশেষত্ব যে তালিকা দিবার সুযোগ পাইলে তিনি আর সে প্রলোভন সামলাইতে পারেন না—শব্দের পর শব্দ বসাইয়া শ্রোতাদের কান ও পাঠকের মন ভরাইয়া তাক লাগাইয়া দেওয়া চাই। রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন দাণ্ডারারের অনুগ্রাস সঙ্ক্ষেপে বাহা বলিয়াছিলেন তাহা কবিকঙ্কণের নামতালিকা সঙ্ক্ষেপে বেশ বলা চলে—“কবিকে ধাম ধাম বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার না করিলে এই প্রবাহ স্বগিত হইবার নহে।”

ধর্মপূজাবিধানে দেবদেবীদের দেয় ফুলের বহু তালিকা আছে। শৃঙ্গপুরাণে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বহু পুষ্পনামের তালিকা আছে।

## ইন্দের শিবপূজা ( ১১১—১১২ পৃষ্ঠা )

১১১ পৃষ্ঠা

ভয় ভয়—ভয়-ভয়েতি শব্দৈশ্চ সেবিতং নিজন্তকৈঃ।—শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ২৭।৬০।

চৌদিকে অম্ব জম্ব আনন্ডেত পুরন্দর।—শৃঙ্গপুরাণ।

হরিহর—হরিংবর্ণ অথ উচ্চৈঃশ্রবা ধীর তিনি, ইন্দ্র । ভাগবতে উচ্চৈঃশ্রবা ষ্ঠেতবর্ণ,  
মতান্তরে পিকলবর্ণ । রঘুবংশে ইন্দ্রের অথ হরিংবর্ণ বলা হইরাছে—হরিং বিদিতা  
হরিভিঃ বাক্তিভিঃ ।—৩৪৩ । অথেন্দ্রে ( ১০।২৬ ) ইন্দ্রের সর্বস্বই হরিং ।

অন্তোন্তভাবে—অনন্তভাবে ।

বাগীশ—বাক্পতি, বৃহস্পতি, বাচস্পতি ।

শ্রাম—সাম ।

রুদ্রের অধায় মহিমা—যজুর্বেদের রুদ্রাধায় বা শতরুদ্রীয় নামক অংশ—রুদ্রের মহিমা-  
প্রচারক । রুদ্রের প্রসাদ লাভের জন্য পাঠ করা বিধি ।

দিঠ—স° দৃষ্টি > প্রা° দিট্ঠি > বা° দিঠি, দিঠ । প্রঃ—

আইস বাছা পরমহংস থাক মোর দিঠে ।—শূত্রপূরণ ।

পাখাল—স° প্রকাল > পা° পকখাল । প্রঃ—

পাখালি চরনে মুছিআ বসনে  
বসিল পিতল খাটে ।—শূত্রপূরণ ।

মুছি—স° মুচ খাড়া হইতে মুঞ্চ > মুছ ।

নিছনী—১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

মঞ্জুল—( স° ) জ্বলন্ত, মনোহর ।

প্রহর—দৈত্যদের ত্রিপুর যিনি হরণ করেন, শিব ।

১১২ পৃষ্ঠা

ডমুরু ডিমডিমি—তুঃ—

ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্ ডিমিমরু ডমরুং বাদয়ন্ হৃন্মানদম,  
বম্ বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্ ভ্রমিত-দশশিরাস্ তালমানেন নৃতান্,  
কপূর্যাসিক্তভয়পটিতপটুজটালধিক্রদ্রাক্ষমালো  
মায়াযোগী দশাত্তো রঘুবরমণপুরঃ প্রাঙ্গণে প্রাহুরাসীৎ ॥

—রামলীলামৃত ।

মুশঙ্ক—সন্ধিতে সন্ধিতে, মাঝে মাঝে ।

শিলা—শূল-তুর্য্য ।

ডঙ্ক—কা° দক্ষ, হি° ডক্ষ । আনন্ড যয় । কুন্তিবাস এই শব্দের ভূরি প্রয়োগ  
করিয়াছেন ।

মুখবাড—শিবপূজার মুখবাড করা বিধি—

৩৪

গন্ধ-পুষ্প-নমস্কারের মুখবাতৈশ্ চ সর্বশঃ ।

—লিঙ্গপূরণ; তিথিতত্ত্ব ।

ততঃ স্তোত্রং সমাদায় জগৎকৈব সমর্পয়েৎ ।

মুখবাণ্ডং ততঃ কৃত্বা চাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ স্রবীঃ ॥

—প্রাণতোষিনী তন্ত্র, শিবপূজাপ্রকরণ ।

কৈলাসপর্কত মুখবাণ্ডে সর্কদা ধ্বনিত—

মুখপ্রবলবাণ্ডৈশ্চ বর্ণিতা-ফোটিতৈস্ তথা ।

ক্রৌড়াচেষ্টিতবাস্তানাং নির্ঘোষৈঃ পূর্ণকন্দরে ॥

—শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ৫১ অধ্যায়, ৩৫ শ্লোক ।

শিব নিজে মুখবাণ্ড করেন, তাই দক্ষ নিন্দা করিতেছেন—

বদনে বাজয়ে বাণ্ড, আপনি আপনা গালে চড় ।

—শিবায়ন, বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ১১৮ পৃষ্ঠা ।

অষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ নতি—

পদ্মাং করাভ্যাং জাম্বভ্যাম্ উরসা শিরসা দৃশা ।

বচসা মনসা চৈব প্রণামো হষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥—ভক্তসার ।

জাম্বভ্যাঞ্চ তথা পদ্মাং পাণিভ্যাম্ উরসা ধিরা ।

শিরসা বচসা দৃষ্ট্যা প্রণামো হষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥—পাঠাস্তর ।

দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, জাম্বঘর ও দুই চরণ—অষ্টাঙ্গ ।

প্রসার্য পাদৌ হস্তৌ চ পতিত্বা দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ ।

জাম্বভ্যাম্ অবনীং গত্বা শিরসা স্পৃশ্ব মেদিনীম্ ।

ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কারিকস্ত সঃ ॥

—কালিকাপুরাণ, ৭০ অধ্যায় ।

জতনেকমন—যত্নেকমন, যত্নে একচিত্ত ।

প্রস্তুন—সং প্রস্নন=পুষ্প ।

## ভগবতীর যুগীকরূপ ধারণ ( ১১২—১১৪ পৃষ্ঠা )

১১২ পৃষ্ঠা

ছলিয়া—অস্তায় ছলনা, নিষ্ঠুরতা, ধামধেয়ালী ও অকারণ প্রসাদ শক্তির লক্ষণ । তাই চণ্ডী অকারণে নিগ্রহ অম্লগ্রহ ছলনা করিয়া আপনার শক্তির পরিচয় দিবার সঙ্কল্প করিতেছেন । কিন্তু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে বাইতেছে ছলনা-রূপ অধর্মের ভিত্তির উপর । সেকালের লোকের মনে ধর্ম ও নীতি অবিচ্ছেদ্য সমনাম হইয়া উঠে নাই ।



## ১১৩ পৃষ্ঠা

অষ্ট দীন—চণ্ডীর গান ও পূজা অষ্টাহব্যাপী হইত বলিয়া তার নাম অষ্টমঙ্গলা ।

ভীতর—ভিতর । স° অভ্যন্তর > অর্দ্ধমাগধী অস্তিতর, অপ° প্রা° ভিত্তরি, ভীতর,  
ভীতর ; ম° ভিতরী । . প্রঃ—

ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর ।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

ভিন্ন দিবসের সঙ্গে—?

মাইয়া—মায়া, কুহকজাল ।

করগু—( স° ) সাজি, বুড়ি ।

আঁকুড়ি—স° অঙ্কুর । অঙ্কুরে যেমন একটি সরল ও একটি বক্র পত্র থাকে সেই  
আকারের যন্ত্র ।

## ১১৪ পৃষ্ঠা

প্রতিকূল হৈলা বায়ু—বায়ু প্রতিকূল হইলে অন্তর্ভুক্ত নিমিত্ত হুচনা করে ।—তুঃ—

পবনশাস্ত্রকুলত্যাং প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ ।—রঘুবংশ ১৪২ ।

বামে মধুরবাকপক্ষী বন্ধঃ পল্লবিতোহগ্রাতঃ ।

অমুকুলো বহনু বায়ুঃ প্রয়াগে শুভশংসিনঃ ॥—জ্যোতির্নিবন্ধ ।

—বসন্তরাজশকুন ।

“কঙ্কাবাতঃ রক্তবৃষ্টিং শান্তঞ্চ নৃপঘাতকম্” দেখিয়া যাত্রা অন্তর্ভুক্ত ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

নিজদৈবামুকুল্যে হি প্রতিকুল্যে পরন্তু চ ।

যায়াদ্ ভূগো যতো দৈবং বলম্ এতৎ পরং মতম্ ॥—যুক্তিকল্পতরু ।

বাম চাঁড়ি.....গোমায়ু—শৃগাল বামে থাকিলে শুভ ও দক্ষিণে থাকিলে অন্তর্ভুক্ত করে—

বামে শব শিবা কুস্ত্র দক্ষিণে গো যুগ দ্বিজঃ ।

নকুলঃ সর্কতোভদ্রঃ ন সর্পশ্চ কদাচন ॥

—ফলিতজ্যোতিষ, শকুনাখ্যায় ।

ভিয়েহ থনাশায় চ দক্ষিণা স্তাদ্ ।

বামা পুনর্বাছিতকার্যসিদ্ধৌ ॥—বসন্তরাজশকুন ।

পত্না হি বামা গতির্ অস্ত ।

শস্তো বামো নিলাসো নিশি বা বহুদ্যুতী ।—বসন্তরাজশকুন ।

দক্ষিণে চ শৃগালক কুর্দন্তঃ ভৈরবঃ রবম্—কংস মৃত্যুর প্রাক্কালে দেখিয়া-  
ছিলেন ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

বাঁকুর শিখাল মোর ডাহিনে জাএ ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

হাতে ধনুর্কাণ রাম আইলেন ধরে ।

পথে অমঙ্গল বত দেখেন গোচরে ॥

বামে সর্প দেখিলেন, শৃগাল দক্ষিণে ।

তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে ॥

—কৃতিবাসী রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড ।

কাষ্ঠভার—“অজার-ভগ্নেকন” অশুভ নিমিত্ত ।—বসন্তরাজশকুন ।

ইক্ষনক তথাকারং গুড়ং তৈলং তথাশুভম্ ।

—মৎস্তপুরাণ ২৪০ অধ্যায় ।

নারী কররে ক্রন্দন—রোদনং ন শুভং যানে বাহনশ্চ পলায়নম্ ।—জ্যোতির্বিবন্ধ ।

“মুক্তকেশীং ছিন্নমাংসং রুদন্তীঞ্চ দিগম্বরীম্” দেখিয়া যাত্রা অশুভ ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

ডোমচিল—যাত্রাকালে “শিবাং বিপ্রং শঙ্খচিলং খঞ্জরং সজ্জনং তথা” দেখা মঙ্গলজনক (বৃহদ্রশ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬৪৭) । ডোমচিল শঙ্খচিলের বিপরীত বলিয়া অযাত্রা ।

দীঘল তরঙ্গ—দীর্ঘতা আছে যাহাতে তাহা দীঘল ; লক্ষন তরঙ্গের জায় নীচে হইতে উপরে উঠিয়া আবার নীচে নামে বলিয়া তরঙ্গ মানে লক্ষন । দীর্ঘ লক্ষন । প্রঃ—

পদারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল ।—কৃতিবাস, উত্তরাকাণ্ড ।

যুঝিতে যুঝিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ ।

লাফ দিয়া উঠে যেন বয়সে তরঙ্গ ॥—কৃতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

## নীলাম্বরের খেদ ( ১১৫—১১৬ পৃষ্ঠা )

১১৫ পৃষ্ঠা

শাল—স° শল্য > সর্কানন্দের টীকাসর্বস্ব পেত্র । স° শিলা, শৈল > পা° সেল । প্রঃ—

এ শাল থাকিল যুকে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

মারীচ—ভাড়কা রাক্ষসীর পুত্র ; রামচন্দ্র ভাড়কাকে বধ করিয়া বারব্য অস্ত্রে মারীচকে লঙ্কার নিক্ষেপ করেন এবং রাবণ তাহাকে আশ্রয় দেন ; রাবণের আদেশে সে মারাসুগ হইয়া সীতাকে প্রসূক্ত করিয়া সীতাহরণের সুযোগ করিয়া দিয়াছিল ।—রামায়ণ ।

পঞ্চবাণ—পঞ্চ সংখ্যক বাণ যার, মদন। বহুব্রীহি সমাস। ১৬৯ ও ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুরমথন—দৈত্যপুত্র মথন করেন যিনি, শিব।

রাজা—ইন্দ্র।

ফুটে—স° ফুট ধাতু। প্রঃ—

প্রাণ যেক ফুট জাএ বুক মেলে চার।

যার প্রাণ ফুটে বুক ধরিতে না পারে ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আচর—স° আ + চৃ ধাতু—ঈষৎ চেরা দাগ। রাঢ়ে আঁচড়। আ + চির ধাতু বিদারণ।

প্রঃ—

চিরগীতে কেশ আঁচড়িয়া সখীগণ।—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড।

বুক—স° বুক, বৃদ্ধ—বৃদ্ধা ২গ্রমাংসং হৃদয়ং হৃৎ।—অমরকোষ। প্রঃ—

বাইশ মোন পাষাণ দেও বুকত বান্ধিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

### ১১৬ পৃষ্ঠা

ইন্দ্রবালা—ইন্দ্রের বালক বা পুত্র। বালক অর্থে বালা প্রয়োগ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে

প্রচুর—

সর্দাঙ্গে সুল্লর নান্দো যশোমার বালা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বিজয় করিল যেন নন্দঘোষের বালা।—চৈতন্যভাগবত, মধ্য ২৩।

ছাওনির তলে চলিয়াছে লক্ষ্মীন্দর বালা।

—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

স্ট্রালিঙ্গে বালা।

ছইপর—ছই প্রহর।

সঙ্গমে—ভয়জনিত ভরা করিয়া।

## নীলাম্বরকে সদাশিবের অভিশাপ (১১৬—১১৭ পৃষ্ঠা)

### ১১৬ পৃষ্ঠা

পানে—স° প্রাতি। প্রঃ—

পথ পানে চাই দেখিতে না পাই।—চণ্ডীদাস।

জত তত্ত—স° যাবৎ তাবৎ।

লাল্লপিলিকা—কাঠ-পিপড়া।

অবশ্য অবিসাঁপ—স্নেহ সর্দঙ্গ অগুডশব্দী। পিতার মনে ভাবী বিপদের আশঙ্কা উদয়  
হইতেছে।

১১৭ পৃষ্ঠা

পোড়ে—স° পুট, পুড়=দাহ।

বিমরিশ—স° বিমর্ষ=অসন্তোষ। প্রঃ—

নাভিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ত্রিদশ—৫০ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

জনম-ভিখারী—স° জনম শব্দ সম্প্রসারণে জনম; স° ভিক্ষাকারী>প্রা° ভিখারী (প্রাকৃত-পৈঙ্গলে)। শিব সতীর শাপে দরিদ্র হইয়াছিলেন।—বৃহদ্রথপুরাণ মধ্যখণ্ড ১১ অধ্যায়। ২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাট-নেত—স° পট্র-নেত্র=পট্রবস্ত্র। ‘স্যাঙ্ জটাংগকথোঃ নেত্রম্।’—অমরকোষ।

প্রাচীন বাংলায় নেত পাটনেত কাপড়ের যে বহু প্রচলন ছিল, সাহিত্যে তাহার বারম্বার উল্লেখ দেখিয়া বুঝা যায়।

সুনার কলসি নিল নেতের বসন।—শৃঙ্গপুরাণ।

ভীম মুখে—(১) ভয়ঙ্কর মুখে, (২) ভীমের অর্থাৎ শিবের মুখে।

নয়নে নির্গত অগ্নি—(১) শিব স্বয়ং অগ্নি, (২) হরের তৃতীয় নয়ন অগ্নি, (৩) অগ্নি ক্রোধের রূপক মাত্র। স্বর্ঘ্য চন্দ্র ও অগ্নি শিবের ত্রিনয়ন।—স্কন্দপুরাণ মাহেশ্বর-খণ্ডে অরুণাচলমাহাত্ম্য ৩ অধ্যায়, কাশীখণ্ড ৬৩ অধ্যায়; পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৬৯ অধ্যায়।

ঝলকে—স° জ্বালা, জ্বলকা। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেদিনীকোষে ঝলা শব্দ আসিয়াছে, ঝলা=জ্বালা-উদ্গিষ্ট। দ্বাদশ শতকের হেমচন্দ্রকোষে—‘জ্বালার্জির্ ঝলকা’ দেখা যায়। শৃঙ্গপুরাণে ঝলমল আছে। প্রঃ—

মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

মোর দোস নাহি—ইন্দ্র এমনি কাপুরুষ ভীরু যে তাড়াতাড়ি ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজে খালাস হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ঝাট—স° ঝাটতি>প্রা° ঝট্ট; অস° ঝাণ্ট; কৃষ্ণকীর্তনে ঝাট। কৃত্তিবাসে—ঝাট, ঝটী=

ঝাট গিয়া কর তুমি রাজ-সম্ভাষণ।

ঝটী চল মায়া তুমি আমার বচনে।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

শিবের এই ক্রোধ ও শাপ দেওয়া বেশ সুসঙ্গত সकारण হয় নাই। যিনি সমুদ্র-মন্থনাৎপন্ন বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ, তিনি একটা কাঠপিপড়ার বিষে কাতর হইলেন! আবার কাঠপিপড়া ত স্বয়ং চণ্ডী। সুতরাং নীলাশ্বর ইচ্ছা করিলেও

তাকে ফুল হইতে বাছিয়া ফেলিতে পারিত না ; অতএব এর অন্য শাপ দেওয়া উচিত ছিল চণ্ডীকেই, নীলাধর বেচারাকে নয়। কবি এখানে ঘটনা-সমাবেশে কার্যাকারণ-শৃঙ্খলার সুসঙ্গতি ও কৃতিত্ব দেখাইতে না পারাতে শিব ও চণ্ডীর চরিত্রে স্বার্থপর ছলনা ও নীচতাই আরোপিত হইয়াছে।

## নীলাধরের স্তব ( ১১৮—১১৯ পৃষ্ঠা )

### ১১৮ পৃষ্ঠা

পান করি কালকূটে—নীলাধর এই কথায় ঘুরাইয়া শিবকে এই বলিতে চাহিয়াছেন যে বিষ যদি স্বেচ্ছায় পান করিতে পারিয়া থাক তবে কাঠপিপড়ার বিষে তোমার কি বা রোশ ! কিন্তু পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩২ অধ্যায় অনুসারে শিব বিষ্ণুর নাম-প্রভাবে বিষ জীর্ণ করেন।

মোর দৈব—দেবতারও আবার দৈব।

আগনে হানহ দারু—স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৪৫।৪৬ শ্লোকে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—স্বয়ং সংবর্দ্ধ্য কটুকং ছেত্তুং কোহপি ন চাইতি। এবং কালিদাসের কুমারসম্ভবে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—বিষবৃক্ষোহপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুন্ম অসাম্প্রতম্ ( দ্বিতীয় সর্গ ৫৫ শ্লোক )। সেই কথা স্মরণ করিয়া কবি নীলাধরকে দিয়া তার বিপরীত বাক্য ভিন্নস্বার রূপে বলাইয়াছেন।

ধনঞ্জয়—অগ্নি। নিদর্শনা অলঙ্কার। কারো উপরে অবাস্তবিক ধর্ম বা কার্য আরোপ করিলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়।

কামসরসী—কাম-অগ্নি বা কামনা-অগ্নি হইবে।

ভরা—স° ত্ব ধাতু ভরণ, ভার। ভার শব্দের বর্ণবিপর্যয়ে ভরা।

ফুলের নাম কাঙ্ক্ষাঞি নাহি সহ্যে ভরা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বেটিল—স° বি + √ ক্রী ধাতু হইতে বা° বেট ধাতু।

জেন—যেন, যেমন।

### ১১৯ পৃষ্ঠা

ভর্গ—শিবের এক নাম।

চারি মাসে—দেবতার চার মাস=মাঘবের ১২০ বৎসর। মাঘবের এক বৎসরে দেবতার এক অহোরাত্রি—উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি।—মহাসংহিতা ১।৬৬, ৬৭।  
উত্তর মেরুতে এইরূপ হয়—ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত্রি। ৩০ দিনে এক

মাস ধরিলে চার মাসে ১২০ দিন দেবতার ও ১২০ বৎসর মাহুঘের। মাহুঘের  
পরমায়ুর সীমা ১২০ বৎসর—

শতং বর্ষাণি বিংশত্যা নিশাভিঃ পঞ্চাভিঃ সহ।

পরমায়ুর্ ইদং প্রোক্তং নরাণাং করিণাম্ ইহ ॥—শঙ্কমালা।

নরা গজা বিশেষ শয়

তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।—খনার বচন।

জর আলা মাহেঘর—দক্ষ শিবকে যজ্ঞভাগ না দেওয়াতে ক্রুদ্ধ শিবের ললাট হইতে  
পতিত বেদবিন্দু বা নিধাস হইতে এক ক্রূরদর্শন পুরুষের উৎপত্তি হয়; ব্রহ্মা  
তার নাম রাখেন জর।—মহাভারত শাস্তিপর্ক ২৮২ অধ্যায়। ব্রহ্মপুরাণ ৪০  
অধ্যায়। স্বন্দপুরাণ মাহেঘরখণ্ডে তেদারখণ্ড ৩ অধ্যায়। হরিবংশ।

বৃতাহুরকে বধ করিবার জ্ঞা ঋষিরা মাহেঘরকে অমুরোধ করিলে—

ততো ভগবতস্তু তেজো অরো ভূত্বা জগৎপতেঃ।

সমাবিশং তদা যোজো বৃত্রং লোকপতিং তদা ॥

—মহাভারত শাস্তিপর্ক ২৮০ অধ্যায় ৩০ শ্লোক।

বাণাসুর অনিরুদ্ধকে বন্দী করিলে কৃষ্ণ বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন; শিব তত্ত্ব  
বাণের পক্ষ হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং—

কালাগ্নিরুদ্ধঃ কোপেন চিক্লেপ জরম্ উষণম্।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। হরিবংশ বিষ্ণুপর্ক ১৮৬ অধ্যায়।

বিদ্যাবিতে ভূতগণে জরম্ তু ত্রিশিরাস্ ত্রিপাং

অধ্যাবত দাশার্হং দহন্নিব দিশো দশ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৬৩ অধ্যায়।

বৈষ্ণবকমতে মাহুঘের জর—দক্ষাপমান-সংক্রুদ্ধ-কৃদ্ধ-নিধাস-সম্ভবঃ।

গলে তুলশীর মালা—নোলাঘের মৃত্যুর বর্ণনা যেন বৈষ্ণবের গঙ্গাযাত্রা। কণি যে  
বৈষ্ণব এইখানে তার আর-একটি প্রমাণ পাওয়া গেল।

## ইন্দ্র কর্তৃক শিবের স্তব ( ১১৯—১২০ পৃষ্ঠা )

১১৯ পৃষ্ঠা

মন্দাকিনী—মন্দাকিনী স্বর্গের গঙ্গার নাম।

ভোগবতী চ পাতালে, স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।—ধর্মপুঞ্জাবিধান।

নন্দদা নদীরই অপর নাম মন্ডাকিনী ।—

নন্দদাম্ আহ দেবেশো গচ্ছ স্বং দক্ষিণাং দিশম্ ॥

এবং সা দক্ষিণা গঙ্গা মহাপাতকনাশিনী ।

\* \* \* \*

বহতোষা চ মন্দেন তেন মন্ডাকিনী স্তুতা ॥

—কন্দপুরাণ আবৃত্ত্যখণ্ডে স্বেষাখণ্ড ৬ অধ্যায় ।

স্বর্গে মন্ডাকিনী প্রোক্তা, ত্রয়ো ভোগবতী তথা ।

মধ্যে বেগবতী গঙ্গা পাবনার্থং নৃণাং শিবা ॥

—পদ্মোত্তর ২৪০।৪৬ ।

স্বর্গে গঙ্গা মন্ডাকিনী হইল আখ্যান ।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড ।

১২০ পৃষ্ঠা

জিনে—স° জিত । প্রঃ—

যে জিনে বিচারে বরিষা তাহারে ।—ভারতচন্দ্র ।

সজল-জলদ-রুচি জিণি দেহ-কাত্তী ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

জজ্ঞ—স° জন+য = জন্মের কারণ ।

অবধান—মনোযোগ, লক্ষ্য ।

প্রবর—ইন্দ্রের বন্ধু । ইনি পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তপঃসিদ্ধ হইয়া স্বর্গে গেলে ইন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় । কৃষ্ণ পারিজাত হরণ করিতে গেলে ইনি ইন্দ্রের পক্ষে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করেন । ষটপুত্রের দানবদিগকে নিহত করিবার সময়ে ইনি কৃষ্ণকে সাহায্য করেন ।—হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব ১৪২ অধ্যায় ।

ছায়ার সহমরণ ( ১২০—১২১ পৃষ্ঠা )

১২০ পৃষ্ঠা

জলশাহি—জলশায়ী ।

১২১ পৃষ্ঠা

আলাইলা—আল্লাহরিত করিল । প্রঃ—

আলালিলা পদ্মজা কেন হাথ পা ।—শুভপুরাণ ।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আউলিয়া ।

নাড়রে—স° নড় ধাতু ভ্রংশে, বিচলনে; তা° নড়=চল। নড়+গিচ=নাড়ি ধাতু  
সঞ্চালনে। প্রে:—

এড়িলেক শেলখান দিয়া অন্ধ নাড়া।—কৃষ্ণিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

আত্মডাল—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে মরনামতীর সহমরণের চিত্র তুলনায়—  
সুবর্ণ কাটারী আয়ের ঠাল নিল হস্তেত করিয়া।

—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৪২ পৃষ্ঠা।

মোর পরমায়ু লৈয়া.....থাক জিয়া—তপতীকে সধরণ যেমন নিজের পরমায়ু দিয়া  
বাঁচাইয়াছিলেন সেইরূপ। তু:—

আমার পরমায়ু লয়ে বেঁচে থাক তুমি।

তোমার আপদ লয়ে মরে যাই আমি ॥

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

মদনভস্মের পর রতিও এই বলিয়া খেদ করিয়াছিলেন।

সভার—সবার, সকলের।

বদলে—আ° বদল=পরিবর্ত। প্রে:—

এক মাছির বদলী বিয়াল্লিশ মাছি হয়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ধণ্ডকপালী—কপাল (অদৃষ্ট) ধণ্ডিত যে জীলোকের।

ডুবিলু—স° বুড় ধাতু নিমজ্জনে > প্রা° বুড়; বুড় বর্ণপরিণ্যয়ে ডুব। স° মসজ্জ হানে

পালিতে ডুব আদেশ হয়; পা° ডুব > বা° ডুব। প্রে:—

আজ্ঞার সমেত মরনাক দেও জলে ডুবাইয়া।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

সুরনদ্রি—সন্দ্বাকিনী নদী।

দই কুলে—খণ্ডরকুল ও পিত্তকুল।

বাতি—স° বর্ষি। সতীমহিমার উজ্জ্বল করিয়া।

৬৩ পৃষ্ঠার চীকার সহমরণের বিষয় দ্রষ্টব্য।

## নিদয়াকে ভগবতীর শুষধ দান ( ১২২—১২৩ পৃষ্ঠা )

১২২ পৃষ্ঠা

দোয়াদসী—স° দাদসী। প্রে:—

কোন দিনা দিহু মোর হাতত দোয়াদশ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আড়াই হালা ধান পুড়এ হুআদস বছর।—শুভ পুরাণ।



অরতি—জরায়ুক্ত। চণ্ডী শ্রীমন্তকে মশানে জরতী বেশে দেখা দিয়াছিলেন ; অন্নদা-  
মঙ্গলও অন্নদা জরতী-বেশে ব্যাসকে ছলনা করেন। জরতী দেবী অনার্যাদের  
প্রভাব প্রকাশ করে কেউ কেউ এমন অনুমান করেন।

ভিক্ষা-আসে—ভিক্ষার আশায়।

সধর্ম্মকেতু—বৌদ্ধধর্ম্মের নাম সধর্ম্ম ; সেই নামের অনুরূপ ব্যাধের নাম ইহা লক্ষ্য  
করিবার বিষয়।

নিদইয়া—সধর্ম্মকেতুর স্ত্রী।

পিড়ি—স° পীঠ। প্রঃ—

তিন খুরেত চারি জুগে পীড়ির বন্ধন।—শৃংখপুরাণ।

তিন খুরা চারি যুগে পেড়ির নিদান।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

গ—স° অঙ্গ ( সম্বোধনবাচক অব্যয় ) > গ, গো। এমন আত্মীয় যে স্বীয় অঙ্গ সদৃশ।

প্রঃ—

এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতে না পারী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

অচিরে—অবিলম্বে, শীঘ্র।

অন্যে সে স্বামী ধন্য—অন্ত জ্ঞালোকেরা স্বামীর প্রীতি পাইয়া স্বামীধন্য, কিন্তু আমার  
স্বামীর পুনরায় বিবাহের চেষ্টায় ‘ঘটক ভ্রমে স্থানে স্থানে।’

কল্যাণ-নিদানে—কল্যাণের মূলভূত মঙ্গলচণ্ডীকে।

তোমার করাইব দাস—এই অঙ্গীকারে চণ্ডীপূজা প্রবর্তনের সূত্রপাত হইল। নিদয়ার  
পুত্র চণ্ডীর দাস হইয়া চণ্ডীপূজা প্রচার করিবে।

ঔষধ—পাড়াগেয়ে অস্ত্র জ্ঞালোকের ছবি এই প্রসঙ্গে সুন্দর ফুটিয়াছে—ঔষধ তুকতাক  
দৈবশক্তিতে বিশ্বাস জ্ঞালোকদের মজ্জাগত।

সোহাগ—স° সোভাগ্য > প্রা° সোহগ্গ। অতি স্নেহ, আদর, প্রীতি। প্রঃ—

লোক-অমুরাগ ঘরের সোহাগ পতির আরতি নাশি।—জ্ঞানদাস।

১২৩ পৃষ্ঠা

শিনান—স° শান। প্রঃ—

নারিকেল-অলে পরভুক শিনান করাইল।—শৃংখপুরাণ।

ডালী—স° ঘিদল, দালি, দালী ( ভাবপ্রকাশে )। ও° ডালি, হি° ম° ডাল।

বড়ি—স° বটী, বাটকা।

৫

কড়ি—স° কপর্দক > প্রা° কপডঅ > কবড়ী > কড়ি। প্রঃ—

কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই হুচ্ছড়ে পার করেই।—বৌদ্ধগান ও মোহা।

পণ—স° পণক ।

হিরা—হীরাবতী, সঞ্জয়কেতু ব্যাধের স্ত্রী ।

বল হরি সর্বজন—চণ্ডীমঙ্গল গুনাইতে শ্রোতাদের হরি বলিতে অহুরোধ করি  
বৈষ্ণবদের পরিচায়ক ।

এই প্রসঙ্গে কত্যা-জনীর উদ্বেগ, কেবল কত্য়ার জনকের পুত্রার্থে বিবাহ  
করিবার ইচ্ছায় স্ত্রী সবে ও ঘটক নিয়োগ, পুত্র লাভের জন্য ঔষধ সেবন, ঔষধ-  
দাত্রীকে ঔষধের মূল্য স্বরূপ চাল ডাল বাড়ি ও নগদ চার পণ কড়ি দেওয়া প্রভৃতি  
সেকালের গ্রাম্য সমাজের চিত্র অস্পষ্ট হইলেও উপভোগ্য ও লক্ষ্য করিবার বিষয় ।

## নিদয়ার গর্ভ ( ১২৪—১২৬ পৃষ্ঠা )

১২৪ পৃষ্ঠা

পুলমজা—পুলোম দৈত্যের কত্যা শচী ; পুলোম দৈত্যকে বধ করিয়া ইন্দ্র শচীকে বিবাহ  
করেন ।

অন্তের—অন্নের ।

১২৫ পৃষ্ঠা

মৃত্তিকা—গর্ভিণীর মৃত্তিকা ভক্ষণে আগ্রহ জন্মে । কালিদাসের রঘুবংশে ( ৩৩ ) আছে  
মহারাজ দিলীপ মহিষী সূদক্ষিণার

তদাননং মৃত্তস্বরভি ক্ষিতীশ্বরে।

রহস্যপাশ্রায় ন ভৃশ্চিম্ আযযৌ ।

গর্ভাবস্থায় মৃত্তিকা ও অন্ন লবণ প্রভৃতি রসে স্পৃহা হয় ও অন্য খাদ্যবস্তুতে  
অকর্ষিত হয় ; এই অবস্থাকে কালিদাস বলিয়াছেন “দোহদহঃখশীলতা” ।

পুত্রকত্যা গণনের হেতু—পুত্র হইবে কি কত্যা হইবে ইহা গণনা করিয়া বলিবার জন্ত ।

## পাঠান্তর ( ১২৪ পৃষ্ঠা )

কাণাকাণি—কানে কানে চুপিচুপি যে কথা তাহা কানাকানি । প্রঃ—

মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি ।—কৃত্তিবাস, অরণ্যকাস্ত ।

কাঞ্জি—স° কাঞ্জিক = আমানি, ভিঞ্জা ভাতের টক জল ।

পেট—স° পেটক ( বাস ) ; প্রা° পোট্ টং উঅরে ।—দেশানামমালা ।

চাহিতে—স° চার ধাতু=চাক্ষুস জ্ঞান। প্রঃ—

মাক্ত চন্থিলে চউদিস চাহঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

হেঁঠ—স° অধঃ > প্রা° হেট্ঠং, পা° হেট্ঠা। প্রঃ—

হেঁটে হস্তজিত পড়ে হম্ম তার পরে।—কুত্তিবাস, লক্ষাকান্ত।

## নিদয়ার মনের কথা ( ১২৫—১২৬ পৃষ্ঠা )

১২৫ পৃষ্ঠা

সাধ—স° স্বাদ। স° প্রকা > প্রা° সকা > সাধ=ইচ্ছা। প্রঃ—

নৈলে তোরে বেঁচে থাকতে সাধ করে কি বলি।

—কুত্তিবাস বা কবিচন্দ্রের রামায়ণ, অঙ্গদমায়বার।

বাসি—স° বস ধাতু ঘেহ-প্রীতি-বোধ। বাসনা প্রত্যাশা-জ্ঞানয়োঃ।—মেদিনী।

প্রাচীন বাংলার সকল প্রকার বোধ অর্থে বাস ধাতু ব্যবহৃত হইত—

এ বোল বুলিতে কালক্রি° মুখে লাজ বাস।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

এসব করমে কেহে ভর না বাসসী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কে সাজাল হেন সাজ হেরি বাসি ছুধ।—চণ্ডীদাস।

সে শ্রাম নাগর গুণের সাগর কেমনে বাসির পর।—চণ্ডীদাস।

প্রাণ আনচান বাসি।—চণ্ডীদাস।

মাক পাখার অলে তৃণ হেন বাসি।—জানদাস।

ভাগ্য হেন বাসি।—চৈতন্যমঙ্গল।

যে ধনী বাসিবে ঘোরে প্রাণের সমান।—কবিকঙ্কণ।

সুখার সাগরে চেউ হেন মনে বাসি।—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী।

তরা-পুরা যৌবন উদ্যালে বাসি শূন্স।—ভারতচন্দ্র।

আধুনিক বাংলার কেবল হাত্র ‘ভালবাস’ শব্দেরই বিবিধ রূপান্তর প্রচলিত আছে।

পাত—পানী+ত ( ভাবে )—অলো, অলসিত। অস° পইতা। পানী-ভাত=পান্ভা।

—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়।

বাসী—স° বাসী, বাসিত—যাহা একদিন বা ততোধিক সময় বাস করিয়াছে। পূর্বাধিত।

প্রঃ—

সব হৈল বাসি আর কেন সই ভাগ্যে যমুনা-জলে।—চণ্ডীদাস।

বাসি মড়া হইয়া আছেন মহারাজ।—কুন্তিবাসী রামায়ণ।

গোরস বিরস বাসি বিশেষল

ছিকেহ ছাড়ল গেহা।—বিভাপতি।

ঠনঠান—শুদ্ধতা-বোধক ধাতাত্মক শব্দ। শুদ্ধ।

ডগি—স° অগ্র>প্র° অগ্গ>বা° আগা>ডগা, ডগি।

লাউ—স° অলাবু। প্রঃ—

ঘোবন গড়িলে তোর তত্ত্ব হৈবে লাউ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মীন—তা° তে° মীন>স° মীন=মাছ। খন্ড ভাষায়ও মীন আছে, কানাকী ভাষাতেও।

কুহু-বড়ী—স° কুহুস্ত।—এই ফুলের বীজ দিয়া যে বটী প্রস্তুত হয়।

চিংড়ী—স° চিঙ্গট। প্রঃ—

চিংড়ী চাঁদা কুচানি চাঁপানটে থাকে।

অধিক লবণ দিয়া পাক কর তাকে ॥—মাণিক গান্ধূলি।

মহিষা—মহিষ-সম্পর্কীয়, মহিষের দুধের।

চিনি—চীন হইতে আগত; অথবা কা° শিনী (শর্করা)>চিনি। স° চীর্ণ—চীর্ণিত  
গুড়, গুঁড়া গুড়, ভুরা। স° চীনক—চীনা শস্ত তুল্য দানা যাতে থাকে তাহা চিনি।

চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতির রচনায় চিনি শব্দ আছে। প্রঃ—

চিনি চাপাকলা সেত ফুলমালা।—শূন্তপুরাণ।

কিছু—স° কিঞ্চিৎ>ও° কিছি; হি° কুছ, কছু; ম° কাঁহী।

খই—স° খদিকা, খদী।

চাপাকলা—চাপাকুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা সুগন্ধ কদলী। বৈজ্ঞানিকভাবে নাহ—কনক-  
কদলী। প্রাচীন কাব্যে এই কলারই উল্লেখ দেখা যায়—বোধ হয় নাম ছিল  
চিনিচম্পা কলা।

চিনিচাপা কলা সেত ফুলমালা।—শূন্তপুরাণ।

চিনিচম্পা কলা নয় জলত বাধি থামু।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

জড়—স° জট ধাতু সংহতি অর্থে। একজড়।

বড়—স° বৃদ্ধ (বৃধ ধাতু)>প্র° বড্>বড়।

খাল—স° খাল, খালী।

চাকা—স° চক্র > প্রা° চক > বা° চাক, চাকা, চাকী। প্রঃ—

ফুলবড়ী পটোলভাজা কুয়াণ্ড মানচাকী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ঘুরায় মুঘল যেন কুন্তকার-চাক।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

মুলা—স° মূল, মূলক।

আমড়া—স° আত্মাতক > অপ° প্রা° আষাড়উ, প্রা° অষাড়ও > সর্বা° টা° স° অষাড়।

ম° হি° অষাড়া, ও° আষড়া, ক° কী° আষড়া।

নোয়ায়ী—স° লবণী। অন্ন শাদা আমলকী সদৃশ ফল।

চালতা—স° চরিত্র।

আমসী—আম শুক।

খোড়—তে° তা° তাণ্ড, স° স্থল শুষ্ক স্থাণু প্রভৃতি কোনো শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে।

ও° খোর—হাতীর শুঁড়; হাতীর শুঁড়ের ত্রায় বলিয়া কদলীদণ্ডের নাম খোড়?

ঢাকায় খোর = জজ্বা। ম° খোঁট = স্থাণু। জজ্বাতুল্য বা স্থাণু-সদৃশ বলিয়াও

নাম খোড় হইতে পারে। প্রঃ—

কলার খোড় রাঙ্কিতে বাটিয়া দিল রাই।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

যতে ভাজে নিমপাত উদিশা উরসী তাত

বেত-আগে খউবের ছই।—দ্বিজবংশীবদনের মনসামঙ্গল।

উড়ুধর—স°। ও° ডিমিরি, বা° ডুমুর। প্রঃ—

উড়ুধর বৃক যৈছে ফলে সর্ষ অঙ্গে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ইচলি—স° ইঞ্চাক, চিলিচিম = কুচো চিংড়ি। প্রঃ—

ইচলা মাছ হইয়ে দরিয়ায় ঝাঁপ দিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ইচলা মাছ তৈলে ভাজিয়া;—ডাক।

বড় ইতিলা দাএ কুটি।—ডাক-চরিত।

হিয়ে—স° হৃদয় > প্রা° হিঅঅ, হিয়য়।

দগদগী—স° দহ > প্রা° দাবো—জালা, সন্তাপ। ফা° দঘা।

এই বড় দগদগি অন্তরে রহিল।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি কি দিলে হইবে ভাল।—চণ্ডীদাস।

ভোক—স° বুড়ুকা > প্রা° ভুঙ্খা, ভোঙ্খা > বা° হি° ভুখ, ভোক। কুখা। প্রঃ—

তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ভোখে ভাত নাহি খাওঁ রাধা শোষে পানী নাহি পীওঁ।

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি।—লঙ্কাকাণ্ড, কৃত্তিবাস।

মিঠা—স° মিঠ>প্রা° মিঠ>বা° মিট, মিঠ, মিঠা—হি° ও°। প্রঃ—

মেধা মেধি বড় মিঠ আর মিঠ হাস।—ঐক্যকীর্তন।

খীর—স° কীর>প্রা° খীর। প্রঃ—

লঙ্কার দুআরে চরিত্রা আমিনি গতি নিলা অগানে খীর বাটা।—শুভপূরণ।

নারিকেল—৮৫-৮৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

পিঠা—স° পিঠক। প্রঃ—

আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

হাই—স° হাফিকা। কৃষ্ণকীর্তনে—হাখী, হাঙ্গী। শঙ্করদেবকৃত ঘোষাকীর্তন ও

মাধবকন্দলিকৃত রামায়ণে—হামি। জুড়ণ। প্রঃ—

চোদ্দ জুগ বই পরভু তুলিলেন হাই।—শূন্যপূরণ।

সাথে—স° সহিত বা সাক্ষি>সাথ; স° সংস্থ>প্রা° সম্ব>সাথ।

বাড়াই—স° বৃধ ধাতু—বিত্তার।

পা—স° পাদ>প্রা° পাদ>পা।

আলাইয়া—আলুলিত। আলা ধাতু ক্রান্তি অর্থে। ক্রান্তিতে দেহ শিথিল হয়। প্রঃ—

আলালিলা পরজা কেন হাথ পা।—শূন্যপূরণ।

পড়ে—স° পত ধাতু—পতন।

গা—স° গাত্র>প্রা° গাত, গাঅ>গা, গতর।

খুদ—স° ক্ষুদ্র>প্রা° খুদ, খুল, ছুট>খুদ, খুড়া, ছোট>স° কোদ=তগুল-কণা। প্রবাসী

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, ত্রিবিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিত “ক্ষুদ্রের খেলা” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জাউ—স° যাবক ( স্বল্পপূরণ য়েবাপণ্ড ৩২।১৪ ), যবাগু ( =যবের মণ্ড )>পা° জাণ্ড>

জাউ=মণ্ড। গর্ভনতীকে জাউ খাটতে দেয় স্পগাচা বলিরা ও ত্তনে দুধ হইবে

বলিয়া। প্রঃ—

উদর পুরিয়া খেত আউটরা জাউ।—মাণিক গানুলি।

চিড়া—স° চিপটক। টা° স° চিড়, চিড়ু; ও° চিড়া, হি° চুড়া। প্রঃ—

যেন মতে চিড়া-বেচি রাজাক দেখিল।

চিড়ার দোকানখন পাকেরা পাকেরা ফেলিল।—মাণিকচন্দ্র রাতার গান।

কাজিবিড়া দুখচিড়া দুখলকলকী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

সর—স° শর=ছুয়ের উপরে জমা মেহপ্রলেপ। স° সর=মাথা।

আর—স° অপর>প্রা° অঅর>আর। ও° আহরি, আবর, আর; হি° ওর; প°

অর; হেমচন্দ্রকোষে আর; অস° ও মেদিনীপুরে আউর।

## সাধ ভক্ষণ ( ১২৬—১২৮ পৃষ্ঠা )

১২৬ পৃষ্ঠা

সাধ—গর্ভাধানের পর জাতকের দশবিধ সংস্কার করা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি। তৃতীয় মাসে পুংসবন অর্থাৎ পুত্র জন্মাইবার কামনায় অমুষ্ঠান। পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত ভক্ষণ দ্বারা জগৎ বলাধান করা উদ্দেশ্য। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সৌমন্তোরয়ন অর্থাৎ সিঁথি ঢাকিয়া চুল তুলিয়া বাঁধা—গর্ভধারণ ও সহবাস-অযোগ্যতার চিহ্ন। সপ্তম ও নবম মাসে সাধ ভক্ষণ; ইহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নয়, কৌলিক ও লৌকিক রীতি। অবশিষ্ট সংস্কার সন্তান জন্মের পর করিতে হয়।

স° প্রজ্ঞা > প্রা° সদ্ধা > সাধ = ইচ্ছা। স° স্বাদ > সাধ।

অক্লতা করিলা বল—গর্ভ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—

কামতা, গরিমা কঙ্কর, মুচ্ছা, ছদ্মির, অরোচকম্।

জ্ঞতা, প্রসেকঃ, সদনং রোমবাজ্যাঃ প্রকাশনম্ ॥—ভাগ্ভট।

১২৭ পৃষ্ঠা

পিশি—স° পিতৃস্বসা > প্রা° পিউসিআ, গিউচ্ছা, পুপুফা, পুপুফিআ ( হেমচন্দ্রের দেশী-নামমালা ও প্রাকৃতলক্ষ্মীতে ) > বা° পিসি, ফুপা, ফুপু, ফুপী। প্রঃ—

তার পিসী রাখার বড়ায়ি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মাসী—স° মাতৃস্বসা > প্রা° মাউসিআ > ও° মাউসী, হি° ম° মাওসী, বা° মাসী। প্রঃ—

মাসী মাউসী তার ঠায়ি নাই।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কানড়ার মাসী পিশি মাসী খুড়ি ভেটি।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

বহিনী—স° ভগিনী > প্রা° বহিগী, ভইগী > বা° বাহিনী, বহিন। হি° বহিন, বহন।

কুঃ—

দোনো বইনে রোদন করে নাটমন্দির ঘরত।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আজ্ঞা কর ভৈন মোরে মড়া পুড়িবার।

—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল ( ১৩শ শতাব্দী )।

কমলাএ বোলে ডন নাটুগা সোল্লর<sup>১</sup>।—গোরক্ষবিজয়।

এথা হোন্তে ভৈন তুমি করহ গমন।—গোরক্ষবিজয়।

ভোর মা আমার হয় বনের বন-বি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

নিধানী—ধানশূন্ত।

ঘোল—স°। বধাক্রমঃ পাদাশু ঘোলং তক্রাধ্যম্।—সর্বানন্দেয় টীকাসর্বব। প্রঃ—

দ্বুত দধি দুধ ঘোলে সাজিআ পসার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ঝোল—জল>ঝোল।—যোগেশ-বাবু। ধারা>ঝোল।—বিজয়-বাবু। ডাকের রন্ধন-

প্রকরণে এবং মনসামঙ্গলগুলিতে বহুবার ঝোল শব্দ আছে।

হিলতা—স° হিলমোচিকা—অমর। ও° হিড়িমিচি। বা° হেলকা, হিঁকা। জলজ  
তিক্ত শাক।

গিমা—স° গ্রীষ্মসুন্দরক (বৈজ্ঞক নাম)। স° গ্রীষ্ম>প্রা° গিদ্ধ>হি° গিমাহ,  
মালদহে গিমাহ, বা° গিমা। তিক্ত শাক, মাঠে জন্মে।

গোয়ালী—স° বোদাল, বদাল। আশহীন মাহ। প্রঃ—

পাকা তেতলি বৃদ্ধ গোয়াল।—ডাক-চরিত।

কুটীয়া—স° কুটু ধাতু ছেদনে।

কাঠ—স° কাঠি>প্রা° কট্ট।

শাতুলি—সম্যক ভোলন (তৈল মসলা দিয়া) সন্তোলন>সাঁতলা।

পুই—স° পুতিকা। পুইডগি—পুতিকা শাকের অগ্রশাখা।

খুপি-কচু—স° কচু, কটী। খুপি—স° ক্ষুপ=ঝোপ,—যে কচুগাছ ঝোপের আকারে  
হয়? খুপি—গর্ভ, ঝোপের মতন গর্ভে জন্মে যে কচু? তুঃ—

সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানীকচুর বৈ।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

গগু—স° গগুক। গগু দশ—দশ গগুর কাছাকাছি—হুচারটা কম বা বেশী। দশ

গগু—নির্দিষ্ট দশ গগুই। প্রঃ—

আছিল দেড় বড়ি খাজনা লৈল পোনার গগু।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

শোনা—স° স্বর্ণ>প্রা° সন্ন>বা° সোনা।

শকুল—(স°) শোল মাহ।

শোনা—স° পোতাধান (মাছের ঝাঁক)—হেমচন্দ্র (১২শ খৃঃ)। সর্বা° টী° স° পোহাল  
(ন?)। মালদহে পোহান; ও° পহনা। বড় মাছের ছানা; বড় মাহ। প্রঃ—

পোনা মাহ আমিরের রসে।—ডাক-চরিত।

গোটা—এখানে গোটা মানে অখণ্ডত। অথবা, গোটা=মেথি কালোজিরা পাঁচকোড়ন  
ভাজা শুঁড়া, রন্ধন ও আচারের মসলা; গোটা মানে যে কেমন করিয়া শুঁড়া মসলা  
হইল বলা কঠিন। প্রঃ—

গটা মস কুআ দিয়া সাজাইল মই।—শূন্তপুরাণ।

বুল—? স° পুশ (পিষ্টক)?



মুশরি—স° মসুর।

লেমু—স° লিম্বু। ও° নেম্বু, হি° নিম্বু, ম° নিম্বুনী, ফা° লিম্বু; ইং lemon, lime; Fr.

limon (লিম°); German limon, lemon; বা° লেম্বু, নেম্বু, লেম্বু, ইত্যাদি।

কই—স° কবিকা, ক্রকচপৃষ্ঠ। হি° কবই।

বশ—স° বস=মৎস্ত।

নাকার—স° নাক্তার=বমনকালে নাক শব্দ করা।

শীম—স° শিমা, শিষী, শমী।

নীম—স° নিম্ব।

### ১২৮ পৃষ্ঠা

ঘর—স° গৃহ > গ্রা° ঘর।

আনীলা—স° আ+নী ধাতু—আনয়ন।

মিলা সাধ—গর্ভিণীর অভিলষিত ষাণ্ডবস্ত্র অলঙ্কার উপহার দিয়া তার ইচ্ছা সম্পূর্ণ করিল; মোহন, গর্ভিণী-মনোরণ সম্পূর্ণ করিল। গর্ভিণীর সাধ অপূর্ণ রাখিলে গর্ভের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে—

প্রজ্বাবিঘাতে গর্ভস্থ বিকৃতিশ্ চ্যুতির এব বা।

মোহনপ্রদানেন গর্ভদোষম্ অবাপ্নুয়াৎ ॥—বাগ্ভট।

মোহনপ্রদানেন গর্ভো দোষম্ অবাপ্নুয়াৎ।

মরণং বৈরূপাং বাপি। তন্মাতং কার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ।

—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, অধ্যাত্মপ্রকরণ।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে সাধভঞ্জনের রন্ধনের একটি তালিকা আছে। এইরূপ রন্ধনের তালিকা দেওয়া প্রাচীন কাব্যের একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

## কালকেতুর জন্ম (১২৮—১৩১ পৃষ্ঠা)

### ১২৮ পৃষ্ঠা

প্রজ্জ্বতি-মারুত নড়ে—প্রজ্জ্বতির মারুত বা গর্ভস্থ ভ্রূণ চকল হয়।

সখি-কান্দে—সখীর সঙ্গে। প্রঃ—

কে অজরামর হোই দিট কাক।—বৌদ্ধগান।

বারী—স° বহিঃ, বহির > প্রা° বাহির, বহির (প্রাকৃতসর্কস্বে) > বার, বারী। প্রঃ—

বাম হাথত টীকার বাটি বারি হএ জল।—শূন্তপুরাণ।

অন্তঃপুর হৈতে কল্যা বারি হইল তণ।—শিবায়ন।

হরিষ-বিবাদে রাণী শুনে হল বারি।—ঘনরাম।

মাথ—স° মন্তক > প্রা° মথঅ, মথা (কুমারপালচরিত ৮৩৮) > মাথ, মাথা। হি°

মাথ, মথা। প্রঃ—

মাথ তুলিঞা দেখহ আক্ষার গতী ল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বান্ধুর মাথে পরভু রাখিল বসুমতী।—শূন্তপুরাণ।

ফিরাতে—স° ফুর > ফির। স° পর্ণোতি (পরি+√ই) > প্রা° ফিরই, ফেরই।

প্রঃ—

ফিরিয়া আইল হংস পরভু দরসনে।—শূন্তপুরাণ।

ফির মঙ্গলবারে চিত্রগোবিন্দ দক্ষতর খুলিল।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বিক্বে—স° বিধ ধাতু। প্রঃ—

একে শরসন্ধানে বিদ্ধহ বিদ্ধত পরম নিবাণে।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

শত শকা আমি জাইয়া—হাজার হোক আমি তোমার স্ত্রী; শত হোক আমি তোমার

স্ত্রী ত; যতই কিছু তোমার অগ্র সামগ্রী থাকুক না কেন, অথবা আমার প্রতি

বিরাগ থাকুক না কেন, আমি ত তোমার স্ত্রী বটে।

নিদান—হেতু, মূল।

## ১২৯ পৃষ্ঠা

প্রসব-সন্ধান—প্রসবপ্রকরণ, প্রসবের উপায়।

চলিলান কলিঙ্গ নগরে—গৌরো ব্যাধ শহরে শিক্ষিতা দাট আনিতে চলিল।

সেবক-সম্ভাপ-খণ্ডী—ভক্তের চঃখ মোচন করেন যিনি।

কপটে—চণ্ডী জানিয়াও অজ্ঞতার ভাণ করিয়া প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও মিথ্যা কপটতা

করিয়া জলে মস্ত পড়িবার ভাণ করিলেন। চণ্ডীর চরিত্র পদে পদে কাপটা-

কলুষিত করা হইয়াছে।

পিলান—পান করিলেন। স° পা ধাতু স্থানে পিব > বা° পি, পী ধাতু। প্রঃ—

গুরু-উবএসো অমির-রসু হবতি ন পীঅউ জেহি।

—বৌদ্ধগান ও দোহা।

মুদ-জুত—মুদ (আনন্দ) + জুত (বৃক্ষ)।

জাইয়া-পতি—জায়া ও পতি—দম্পতি জম্পতি জায়াপতি।

খিকে দিলা মুগ গোটা নশ—ব্যাধের পুরোহিত মাংসানী ত্রাকণ।

নারায়ণী—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—যিনি শক্তি

আবির্ভূতা চ সা মন্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মম ইচ্ছয়া।

তিরোহিতা চ সা শেবে সৃষ্টিসংহারণে ময়ি ॥

মম তুল্যা চ মনময়া তেন নারায়ণী শ্বতা।

সুচিরঞ্চ তপস্ তপ্তং শত্বনা ধ্যারতা চ মাম্।

তেন তস্মৈ ময়া নম্রা তপসাং ফলরূপিণী ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৭ অধ্যায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বহুস্থানে চণ্ডীর নারায়ণী নাম হইবার কারণ শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভব বলা হইয়াছে।

মঙ্গলিরা—মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়া।

বটী—মহাভারতের বনপর্কে ২২২ অধ্যায়ে স্বন্দ-বৃণ্ডান্ত আছে। তাতে দেখা যায় কাষ্টিকের অগ্নির পুত্র; পুরাণে এইটি অত্বিধ কাহিনীতে জড়িত হইলেও অগ্নির সম্পর্ক একেবারে লোপ পায় নাই। রুদ্র অগ্নি যখন শিব হইয়া উঠিলেন তখন স্বন্দ শিব ও অগ্নি উভয়েরই পুত্র হইয়া পড়িলেন। জেন্ন-আবন্তার স্বন্দ যুগের অমুচর। অগ্নিতেজ ছয়বার কাঞ্চনকুণ্ডে আহিত হওয়াতে স্বন্দ উৎপন্ন হন, এই জ্ঞাত তাঁর ছয় মন্তক; পুরাণে এষ্ট ছয় মন্তকের কারণ ছয় নক্ষত্রের দ্বারা পালন। তিনি ছয় দিবসমাত্র হৃতিকাগারে শৈশব যাপন করেন। দেবী অক্ষতী ব্যতীত সপ্তর্ষির ছয় পত্নী অগ্নির রূপে মুখ্য হইয়া অগ্নির সহবাস করেন, তারই ফলে স্বড়াননের ক্ষম হয়। কাষ্টিকের বন-বিক্রমে ভীত হইয়া ইন্দ্র কাষ্টিককে বিনাশ করিতে মাতৃগণকে প্রেরণ করেন; কিন্তু তাঁরা কাষ্টিকেরকে ব্রহ্মবশে রক্ষাই করিতে লাগিলেন। ইন্দের সঙ্গে কাষ্টিকের যুদ্ধের সময় স্বন্দ-শরীর হইতে যে গণ উৎপন্ন হয় তারা জাত ও গর্ভস্থ শিশু-সন্তানদিগকে হরণ করিত। সেই কঙ্কাগণ স্বন্দবরে সকল লোকের জননী ও পুত্রনীর হইলেন। মাতৃগণ তখন অপর বর চাহিলেন—‘আমরা মাতৃগণের প্রজা অর্থাৎ সন্তান ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।’ স্বন্দ বলিলেন—যে পর্য্যন্ত প্রজাগণ ষোড়শবর্ষে উপনীত না হইবে সে পর্য্যন্ত আপনারা তাদের বিয় উৎপাদন করুন। সেই-সব শিশুবিয়কারিণী মাতৃগণের নাম অশম্বর, পুতনা, শকুনি ইত্যাদি। এঁদের একজন করকানিলয়া। সেইজন প্রতীকী করকঙ্ক দেখিলে নমস্কার করে। তৎপরে স্বন্দের সঙ্গে পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মীর পরিণয় হইল, তাহা শ্রীগন্ধী নামে খ্যাত; এবং বটী তিথিতে দেবসেনার সঙ্গে পরিণয় হইল, এজন্য দেবসেনা বটী নামে পরিচিতা হইলেন। এই

দেবসেনা লোহিতসাগর হইতে বিদ্যাপর্কতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কার্তিকেয়ের সঙ্গে ষষ্ঠ সংখ্যার বনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। ক্রমে যখন কার্তিকেয়ের সঙ্গে সঙ্গে বটীও শিশু রক্ষার দেবতা হইলেন তখন শিশুখাদক মাতৃগণ বটীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

শ্মশানচারিণী শিশুখাদিকা জরা রাক্ষসী জরাসন্ধকে সঞ্জীবিত করিয়াছিল। জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথকে তাঁর পুত্র প্রত্যর্পণ করিয়া সে বলিয়াছিল—“গৃহ-সম্পূজনাং তুষ্ঠ্যা ময়া প্রতাপিতস্ তব।” (মহাভারত, সভাপর্ক) তখন হইতে রাজা “অজ্ঞাপরচ্চ রাক্ষস্যা মগধেষু মহোৎসবম্।” জরা রাক্ষসীর নাম হইল গৃহদেবী, এবং গৃহভিত্তিতে তার মূর্তি লিখিয়া পূজা প্রচলন হইল, সন্তানমঙ্গলার্থীরা জরা-রাক্ষসীর তুষ্টির জন্ত পূজা করিতে লাগিল। কারণ জরা বলিয়া গিয়াছিল—

যো মাং ভক্ত্যা লিখেং কুড্যে সপুত্রাং যৌবনাসিতাম্।

গৃহে তন্ত ভবেদ্ বৃদ্ধির্ অমৃত্যু ক্ষয়ম্ আপু স্ম্যং ॥

তার পরে দেবীভাগবত ৯৪৪ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে যে প্রিয়ব্রত রাজার এক মৃত পুত্র তুমিষ্ট হয়। তিনি তাকে শ্মশানে ফেলিয়া দিলে এক রথাক্রাণ্ণ দেবী সেই মৃত-শিশুকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোচ্ছতা হইলেন। তিনি কে?—জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পরিচয় দিলেন—

মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দভাৰ্গ্যা চ স্ত্রবতা।

বিশ্বে বটীতি বিখ্যাতা বটীংশা প্রকৃতের বতঃ ॥

এই দেবসেনা বটীদেবীর অমুগ্রহে সেই মৃত-পুত্র জীবিত হইয়া বটীর মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বটী প্রকৃতির বটীংশ বলিয়া ঐ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। প্রিয়ব্রত রাজা বটীর তুষ্টির জন্ত—

বালানাং স্তুতিকাগারে বটীহে বহুপূৰ্ণকম্।

তৎপূজাং কারয়ামাস চৈকবিশ্বেশতিবাসরে ॥

### ১৩০ পৃষ্ঠা

স্থপত্য—স্থপথ্য।

বাট্যারা—সন্তানের বঠ দিনে বিধাতাপুত্র তার ললাটলিপি লিখিতে আসেন। মাতা ও ধাত্রী সেই রাত্রি আগিয়া সন্তান রক্ষা করে, যাতে বিধাতা কোনও মন্দ ব্যবস্থা লিখিয়া পলায়ন না করেন। কুঃ—

একেক পণনে যে হইল চারি দিন।

পাঁচ দিনে পাঁচটি করিল পর দিন ॥

হয় দিনে ষষ্ঠীপূজা নিশি জাগরণে ।

দিল অষ্টকলাই অষ্টাহে শিক্তগণে ॥

—কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড ।

হৃতিকা-সদনে ষষ্ঠী পূজে ষষ্ঠ দিনে।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ।

একুশ দিবসে পুন রজাবতী রঙ্গে ।

অরণ্য-ষষ্ঠীকে পূজে পুরনারী সঙ্গে ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ।

অষ্টা-কড়াটয়া—আট দিনের দিন আট রকম কলায় বা কড়াই ভাজা শিশুদের মধ্যে  
বিতরণ করিয়া নবজাতের মঙ্গল কামনায় লৌকিক উৎসব; ইহা শাস্ত্রীয় নহে  
বোধ হয় ।

লন্তী—নয় দিতে কৃত্য অমুষ্ঠান । এদিন প্রহতি নথ কাটিয়া স্নান করিয়া নূতন কাপড়  
ও আলতা সিঁদুর পরে । প্রঃ—

পাঁচ দিনে পুরজনে আমন্ত্রিয়া আনি ।

ঘটা কোরে লন্তা কৈল সেন নৃপমণি ॥—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ।

আন—অন্ন, ভিন্ন, পৃথক্ । অন্যথা ।

পহিরব আন হি সাড়ি ।—বিজ্ঞাপতি ।

ঔঝা—স° উপাধ্যায় > প্রা° উজ্জ্বায়, ওজ্জ্বায় > বা° ওঝা, সি° বাঝো । প্রঃ—

বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ।—কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের আত্মবিবরণ ।

ঘোড়ারু—ঘোড়ার ন্যায় দ্রুতগামী এক রকম হরিণ । তে° গুরা > দেশী প্রা°  
ঘোড়, ঘোড়অ ; প্রা° ঘোড়ও, অপ° প্রা° ঘোড়উ > স° ঘোটক । সর্দানন্দের টা°  
স° ঘোটা । যোগেশ-বাবু তাঁহার শব্দকোষে লিখিয়াছেন—ঘোড়ারু “ঘোড়াখুরী  
হইতে । হি° ঘোড়খর । ও° ঘোড়ারু । ঘোড়ার তুল্য বহু পশু বিশেষ  
( Equus hemionus ) । ঘাড়ের কেশর সোজা হইয়া থাকে । ঘাড় হইতে  
পুচ্ছ পর্যন্ত একটা খয়রা ডোরা থাকে । কান কিছু লম্বা । শুনিয়াছি ওড়িশার  
বড়বা রাজ্যের অরণ্যে আছে । খয়রা রঙ্গের স্ত্রী ঘোড়ারু নাম ওতে ঘোড়ারু  
বাঁতে ঘোড়ারু শব্দ চলিত নাই ।.....কিন্তু কবিকঙ্কণ ঘোড়ারু কোথা  
দেখিয়াছিলেন ?”

আগে কলিক্ত অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার প্রচুর হরিণ পাওয়া বাইত—

Large herds of spotted deer existed in Contai about 80 years  
ago, but are now extinct there.—Gazette of Midnapur.

প্রোঝারে—স° প্র + ইন্ধ (গমন, চলন, দোলন) + অ = প্রোআ = দোলা, দোলনা ।

বালা—স° বাল । ২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

দোহালা—স° দেবালয় > হি° দেবলা > বা° দেয়ালা, দেহালা। স্বপ্নাবস্থার শিশুর হাসিকান্না, অসংযত পেশীর অনিচ্ছায় আকুঞ্জন-প্রসারণে মুখভাবে হাসিকান্নার মতন হয়; লোকে আসল কারণ না জানিয়া বলে—শিশু স্বর্গ হইতে সম্মুখ আগত, তার এখনো স্বর্গের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিয়োগ ঘটে নাই, সে যখন স্বর্গের আনন্দরাজ্য দেখে তখন সে হাসে ও যখন সে নিজেকে সেই আনন্দরাজ্য হইতে দূরে নির্বাসিত মনে করে তখন সে কাঁদে। তুঃ—

Heaven lies about us in our infancy !  
Shades of the prison-house begin to close  
Upon the growing boy,  
But he beholds the light, and whence it flows,  
He sees it in his joy.....

—Wordsworth's Ode on the Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood.

রক্ষামালা—রক্ষাকবচ-সংযুক্ত হার।

উলটিয়া—স° উৎ + লুট—উলুট—পর্যবর্তন, নৌচের দিক উপরে ও উপর দিক নীচে করা। ও° উলুটা উলটা, হি° উলটনা উলটা, ম° উলটনে। স° উপর্যুত > প্রা° উবলথ, অলুট। প্রঃ—

একধান পাশা পুনি হাতের উলটে।

হস্তবেগে পড়ে গিয়া কব্জের কপটে ॥—সঞ্জয়-রচিত মহাভারত (১৪শ শতাব্দী)।

পরাবেশে—প্রবেশে। প্রঃ—

আনন্দজুত হএ চলিল সডে লএ পবেসে কামার-ঘরে।—শূন্যপ্রাণ।

আনলে করব পরবেশ।—অপ্রকাশিত পদ্যস্বাবলী।

থুলা—স° স্থাপি ধাতু, স্থা ধাতু। প্রঃ—

কলক থুইল মোর বাণী-চুরণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

হামাগুড়ি—প্রা° হম্ম—হাতে পায়ে ভর করিয়া চলা (crawl)। হম্ম > হামা। স°

গুচ্ > গুড়ি—দেহসঙ্কোচন, দেহ শুটাইয়া নত হওয়া। হামা + গুড়ি = হামাগুড়ি।

= দেহ নত করিয়া হাতে পায়ে ভর করিয়া চলা। তুঃ—

ছ মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

তবে কথো দিনে প্রভুর জামুচঙ্ক্রমণ।—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা।

জামুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।—চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড।

নয় দশ মাস যবে বয়স হইলা।

হামাগুড়ি দিয়া করে অঙ্গিনার খেলা ॥—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

হামাগুড়ি দিঞা বুলে ষিঙ্গ-শিরোমণি ।

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ১৪।২।৫৬ ।

হামাগুড়ি দিঞা পড়ে গুরু মাঞ দেখি ।

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ১৭।২।৫২ ।

বাকুড়ি—বাড়ী। প্রঃ—

চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে ।

লঙ্কার বাণিজ্য বাসি বাকুড়ির কোণে ॥—শিবায়ন ।

দয়া—(স<sup>০</sup>) বৎসর ।

ভল্লুক বানর ধরি কালকেতু খেলে—তিন বছরের শিশু ভল্লুক বানর ধরিয়া খেলা করিয়া তার ভবিষ্যৎ বীরত্বের আভাস জানাইতেছে ।

### ১৩১ পৃষ্ঠা

প্রবণ ভেদন—কর্ণবেধ । সন্তানের জন্মাত্র বা অযুগ্মবর্ষে কান ছিদ্র করিয়া দিতে শাস্ত্রের নির্দেশ আছে ।

জাতমাত্রস্ত বালস্ত মাতুর্ উৎসঙ্গবর্তিনঃ—

শল্যা ভেদয়েৎ কর্ণং সূচ্যা ষিগুগ্ধত্বয়া ।—জ্যোতিষ-শাস্ত্র ।

ন জন্মমাসে ন চ চৈত্র-পৌষে ন বর্ষষ্মে ন হরৌ প্রস্রুণ্ডে ।—দীপিকা ।

ছাইরা—ছায়া, ইজের পূত্রবধূ—নীলাচরের স্ত্রী ।

ফুলরা—ফুল + রা (সোনা) —সোনার ফুল । স্বর্ণপুষ্পের ন্যায় ক্রীমতী । অথবা ফুল (উচ্চ) রা (রব) যার । অথবা ফুল রা (দান করে যে) = যার বাক্য ব্যবহার চরিত্র পুষ্পবৎ কোমল স্তম্ভের অনিন্দ্য—যে মঞ্জুভাবিণী, প্রিয়কারিণী ।

এই প্রসঙ্গটি মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে রজাবতীর সন্তানের জাতকর্ণের বিবরণের অন্তর্ভুক্ত ।

## কালকেতুর বাল্যখেলা ( ১৩১—১৩৪ পৃষ্ঠা )

### ১৩১ পৃষ্ঠা

বুল—স<sup>০</sup> বল ধাতু সঞ্চরণে । বেড়ায় । প্রঃ—

পলাইতে নাহে হংস বুলে হন্য ভরে ।—শূন্যপুরাণ ।

কুম্—ভ্রমঃ কুম্ ৫ বস্তুকম্ ।—হেমচন্দ্র ( ১২ শতক ) । কাঠ খোদাই ও খরাদ করিবার ভ্রমিবস্তু । তুঃ—

বদন-চান্দ কোন্ কুন্দারে কুন্দিল গো ।—শ্রীনিবাস দাস ।

কুন্দে কুন্দিল দেহ বিদগধ বিধি ।—জ্ঞানদাস ।

শাবল—স° শর্কলা—মাটি খুঁড়িবার বস্তু । লোহার শাবল যেমন দীর্ঘ হুড়োল ও দৃঢ় হয়, কালকেতুর বাহুও তেমনি । এই উপমা অতি সুন্দর হইয়াছে । কবি সংস্কৃত কবিত্র্যসিদ্ধি ছাড়িয়া দেশী ঘরোয়া উপমায়া ব্যাধপুত্রের ছবি সুপরিষ্কৃত করিয়া তুলিয়াছেন, শ্রোতার ও নিজেদের জ্ঞান ও ধারণাগম্য উপমা শুনিয়া খুসী হইয়াছিল সুনিশ্চিত ।

হাথিকড়া—স° হস্তী > প্রা° হথী > বা° হি° হাথী । মালদহে দিনাজপুরে হথী হথী । ম° হস্তী, ও° হাতী, বা° হাতী । স° কট (= গজদন্তমণ্ডল) > কড়া—হাতীর দাঁতের বর্জুলতা । স° কট = হস্তীর গণ্ডদেশ । স° কলি > কড়ি, কড়া = শাবক, বাচ্চা । কড় শব্দ চৈতন্যমঙ্গলে হাতীর পা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কড় পাতে মই ।

কাঠী—স° কঠী । জালের নিয়মার ভারী করিবার জন্য ধাতুর বা মাটির নিমকল সন্মুখ গুটিকা । প্রঃ—

কালা-পাটে গলে কালা-কাঠিতে প্রবাল ।—জ্ঞানদাস ।

মণিমুক্তা পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঠি ।—কৃত্তিবাস, অরণ্যকাণ্ড ।

শিকলী—স° শৃঙ্খল > সর্বা° টী° স° সিকল, সিকল । জালের কামী ও শিকল প্রভৃতি কুলোকেব কুদৃষ্টি কাটাইবার তুক । প্রঃ—

দন্তগোটা দেখি যেন লোহার শিকলী ।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড ।

রাক্ষা ধূলী—মল্লগণ অঙ্গে লাল ধূলা মাখে—যুদ্ধে শোণিত-পাতের সূচক স্বরূপ, অথবা যুদ্ধে রক্তপাত হইলেও শীঘ্র জানা যাইবে না বলিয়া ।

ত্রিবলী—দেহে মাংসস্তরের তিন খাঁজের রেখা ।

নীল ইন্দীবর—এই উপমা হইতে দেখা যাইতেছে যে ব্যাধ কালকেতুর রং কালো ছিল ।

দীঘল—দীর্ঘ + ল ( ভাবে )—দীর্ঘের ভাব বাহাতে আছে । স° দীর্ঘল > প্রা° দিগ্ঘল ।

অরুণরান-লোরে তিতল কলেবর বিলোলিত দীঘল কেশ ।—বিভাপতি ।

পসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল ।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড ।

মোতি-পাঁতি—স° মুক্তা, মৌক্তিক > প্রা° মোত্তা, মোত্তী ( প্রাকৃত-সর্কর ), মোত্তিম; হি° মোতি । সর্বা° টী° স° মোতিহড় ।

স° পংক্তি > প্রা° পত্তী > ক. কী. পাতী > পাঁতি । মুক্তাপংক্তি অপেক্ষাও বশন সুদৃষ্ট । ব্যতিরেক অলঙ্কার—উপমায়ের অপেক্ষা উপমানের উৎকর্ষ হ্রাস হইলে



ব্যতিরেক ( অথবা অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্যরূপক ) অলঙ্কার ( Excess of Object and Subject ) হয় ।

[ ১৩১ পৃঃ ফুটনোট---ঝুটি—স° জুট=জটা=চূড়াকৃতি কবরী । ]

### ১৩২ পৃষ্ঠা

নাটা—স° নক্তমাল—নাটা করঞ্জা । এষ্ট ফলের আকার চোখের ত্রায় হইদিকে সরু ও মধ্যে মোটা এবং রং লালচে । এইজন্ত চোখের সঙ্গে উত্তম সাদৃশ্যহেতু তুলনা করা হইয়াছে । টা° স° লাটা ; মেদিনী-কোষে লটা ।

খেল—স° কেলি, জুড়ি> পরে স° খেল ধাতু ।

ঠিক—স° স্থগ ধাতু সংবৃত্তি, গোপন অর্থে । কিংবা ঠিকরা=টুকরা, লোষ্ট্রখণ্ড । অথবা স্থিত>হি° ঠিক=স্থির । প্রঃ—

নামে নামে কার্যকালে হৈল ঠিকঠাক ।—শিবায়ন ।

ঠিক হুপুর ভাড়ুয়া যম করিয়া গেল খেলা ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

কুচ—তুর্কী ফা° কুচ=রণযাত্রা, সৈন্যদিগের শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন । মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে কুছাল ।

ভাটা—স° বৃত্ত, হি° ভাঁটা—বাটুল, গুলি, বন্ । প্রঃ—

এক গোটা ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া ।—কাশীরাম দাস, আদিপর্ক ।

ফটক—স° ফটক । সাপুড়ে বেদেরা এখনো কানে ফটকের বা কাচের কুণ্ডল বা মাকড়ি পরে ।

চেলা—স° চেল ধাতু গতিতে ; যে সঙ্গে সঙ্গে চলে সে চেলা । অথবা স° চেলুক=বৌদ্ধভিক্ষুশিষ্য ; স° চেল=দাস, শিষ্য, অনুবর্তী । হি° চেলা । স° চোটক>প্রা° চেড়অ ।

ইহার চেলা করিয়া রাজা গোবিন্দাই ।—গোবিন্দচন্দ্রের গান ।

আকাড়ি—স° আকোড় হইতে, অথবা স° আকাণ্ড—কাণ্ড ( রাশি ) আ ( অবধি, পর্য্যন্ত )—রাশীকৃত জিনিস ধরিতে যেমন করিয়া বাহ্য বিস্তার করিতে হয় । হি° অকণ্ডার, ঐকণ্ডার ; ও° আকোটি । জড়াইয়া, জাপ্টাইয়া, আলিঙ্গন করিয়া ধরা । প্রঃ—

আকড়ি ধরিয়া সে ধনুধান টানে ।—কৃত্তিবাসীষ্টিষ্টিমাধরণ, আদিকাণ্ড ।

নিয়ড়—স° নিকট>প্রা° নিঅড়িঅ, নিঅল>বা° নিয়ড়, নিয়র ; হি° নেড়, নের ।

তুঃ—ই° near.

পরভুর নিঅড়ে গিআ দিলাক তার সর ।—শূন্তপুরণ ।

তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

সীতা পতি-নিয়রে চলত অতি উনমতি হোই ।—নবদ্বীপপরিক্রমা ।

বসিলেন লাউসেন বৃক্ষের নিয়রে ।—মাণিক গাঙ্গুলী ১১৬২।৪১ ।

হারে—স° হ ধাতু হরণ অর্থে । তাহা হইতে পরাজয়, পরাভব ।

তাড়াঘাত—তাড় নামক অলঙ্কারের আঘাত । স° তালপত্র, তাটক > সর্বা° টি° স°

তাড়ঙ্গ—বাহুর অলঙ্কার, অনন্ত, তাগা । প্রঃ—

ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজ্জর ।—ঘনরাম ।

সোনার নুপুর তাড় বালা ।—জ্ঞানদাস ।

কঙ্কণ কনক-চুড়ি বাহুর উপর তাড় ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

মুড়িয়া—স° মুট মুণ্ড ধাতু মর্দনে আক্ষেপে । স° মণ্ড ধাতু বেটনে ভূষণে । ও° মোড়, হি° মুড় । মর্দন করিয়া, বেটন করিয়া, বক্র করিয়া । প্রঃ—

অঙ্গুলি মুড়িয়া যায় সাপিনী দিগরিয়া চায়

ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা ।—চণ্ডীদাস ।

আলক—স° অলক = কেশ, চুল ।

ঠাঁত—স° স্থিত ।

মুড়িয়া আলক ঠাঁত—স্থিত বা কায়েমী ভাবে কেশ বন্ধন করিয়া ।

চাপগরি—স° চাপ ( ধনুক ) + দা° গরি ( ব্যাসায়, কর্ম ) । ধনুক চালনা অভ্যাস করা । তুঃ—কারিগরি, বাবুগরি, কেরাণীগরি ।

শশারু—সজারু । স° ছেদার, শলকী । প্রঃ—

শশারু গণ্ডার কূর্ম গোধিকা শলকী ।

ভক্ষণায় জন্তু পক্ষ এই পঞ্চনখী ॥

—কৃত্তিবাস, কিঙ্কিকাণ্ড ।

পঞ্চনখী—শশক, গণ্ডার, কূর্ম, গোধিকা, সজারু । কৃত্তিবাস পঞ্চনখী বলিতে শশক ও শলকী ( সজারু ) দুই উল্লেখ করিয়াছেন ; অতএব এখানে শশারু = সজারু নহে, শশক ।

বাটুল—স° বটুল > বা° বটুল = গুলি । প্রঃ—

বাটুল-মূর্ছিত হস্ত চক্ষে নাহি দেখে ।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড ।

সাঁজুড়ি—স° সংযুক্ত—সংযোগ করিয়া ।

ধমু দিলা ব্যাধ স্ততকরে—দিন রূপ গণাইয়া ব্যাধ ছেলের হাতে-ধনুক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিল, যেমন ভদ্রলোকেরা ছেলের হাতে-খড়ি দেয় ।

[ ১৩২ পৃঃ ফুটনোট—ফাউড়া—স° পর্ক=বাঁশের পাব ; ফা° ফরা=বৃক্ষশাখা ।  
 ডেলা—স° দলি=পিণ্ড ; টিল, গুলি । ফাউড়া ডেলা=দাগু-গুলি খেলা ।  
 ছুবার—স° কবল হইতে ছোবল ; ছোব্‌গানো করায়=ছুবার ; অথবা স° ছুপ  
 ধাতু স্পর্শে—স্পর্শ মাত্র দংশন ছোবল । বোঙ্কগান ও দোহার—ছুপই=ছোয় । ]

## ১৩৩ পৃষ্ঠা

ফোটা—স° ফোট, ফোটক । শূত্রপুরাণে ফোটা, ফোঁটা ।  
 রেঞ্জা—ফা° রীজ্‌হ্=টুকরা । ফোটা দিয়া বিক্ষে রেঞ্জা=একটি মাত্র ফোটা দাগ  
 কাটিয়া লক্ষ্যবেধ করে, চাঁদমারি করে, target practise করে ।  
 নেঞ্জা—ফা° নীজ্‌হ্=বল্লম, বর্শা । গোপীচন্দ্রের গানে নেঞ্জা ।  
 চামের—চর্ম্মের । স° চর্ম্ম>প্রা° চম্ম>হি° বা° চাম, চামড়া । মানিকচন্দ্র রাজার গানে  
 ও কৃষ্ণিবাসে—চাম শব্দ আছে ।  
 চতনা—স° চাতন (=পীড়ন) ? চার্ম্মণ (=চর্ম্মনির্ম্মিত) ? এখানে অর্থ—মুকুট,  
 টোপার ।  
 হাট—স° হটু=বাজার । প্রঃ—

অনার পাটেত বেসাতির বৈসএ হাট ।—শূত্রপুরাণ ।

নিম্নহার স্থানে—সেকালে স্রীলোকেরাষ্ট পণ্য ক্রয় বিক্রয় করিত ও পুঙ্খবোঁ দ্রব্য সংগ্রহ  
 করিয়া দিত দেখা যাইতেছে ।

হিরা—সজ্জকেতু ব্যাধের স্ত্রী, ফুলবা বা ফুলবার মা ।

কাছে—স° কক্ষ (=পার্শ্ব)>প্রা° কচ্ছ>স° কচ্ছ>বা° কাছ । ভুঃ—

কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

পসারে—স° পণ্যাশালা>হি° পণসার>বা° পসার=পণ্যদ্রব্যের আধার, বিক্রয় দ্রব্য-  
 সম্ভার, বিক্রয়-স্থান বা পণ্যাশালা । প্রঃ—

চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা ।—বোঙ্কগান ও মোহা ।

দধি দ্ধ পসার সজ্জা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন । আধার অর্থে ।

স্বত দ্ধ নঠ মোর সকল পসার ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন । বিক্রয় অর্থে ।

মিছাই লোড়সি কালাকিঁ আদ্যার পসার ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন । পণ্যাশালা অর্থে ।

কেহ দুরে করএ পসার ।—শূত্রপুরাণ ।

৩৪

বলে—স° বল>প্রা° বোল>স° বলহ, বল ধাতু=কথা কহা । বল ধাতুর প্রাকৃত রূপ  
 যে বোল তাহা ধরিতে না পারিয়া প্রাকৃতব্যাকরণকারগণ নিয়ম করেন যে সংকৃত  
 কথ ধাতু স্থানে প্রাকৃতে বোল আদেশ হয় ।

হৈল—স° তু ধাতু > বা° হ ধাতু = জন্মগ্রহণ। প্রঃ—

কুশলব নামে হবে সীতার নন্দন।—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড।

যশোদার পুত্র হৈল পড়ি গেল সাড়া।—বহুনাথ।

জিয়ে—জীবিত।

থাকু—থাক ধাতুর অমুজ্জার রূপ। তুঃ— হকু, হঙ। এখনকার রূপ থাকুক।

পুঞ্জিছে হর—উমা হর পুঞ্জিয়া বর পাইয়াছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস হর পুঞ্জিলে বর মিলে।

কুম্মমথলী—কুম্মমথলী-গ্রাম-নিবাসীদের বংশ।

ঝলী—স° ছল > ঝল। যাহা ছলে তাহা ঝলি। প্রঃ—

কোন দিনা রাজার বেটা সিলাইবে ঝলি কাঁথা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

জরঠ—(স°) বৃদ্ধ, কঠিন।

কমঠ—(স°) কাউঠা জাতীয় কচ্ছপ। তখনকার ব্রাহ্মণ এমন মাংসাপী ছিল যে কচ্ছপ (কুকলাস পর্য্যন্ত) খাইতে ছাড়িত না।

ভেঠ—স° মেল > ভেঠ। মিলন বা সাক্ষাতের সময় উপহৃত সামগ্রী। প্রঃ—

পঞ্চশ্লোক ভেটলাম রাজা গোড়েন্থরে।—কুন্তিবাসের আত্মবিবরণ।

সক্টে আখরে তুর নাম ভেটলুঁ সামরে নিল কর যোড়।

—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

[ ১৩৩ পৃঃ ফুটনোট—চৌতুলী—চতুষ্কোপ বা চার থাক টুপী; স° চতুস্তলী।

টোপর—স° স্তূপ, > পা° টোপ, প্রা° টোপ্লর, সর্বা° টা° স° টোপর। তুঃ ই° top, গ্রীক topos.

শরট—(স°) কুকলাস। প্রঃ—

বরমিহ তব তীরে শরট করট কিরে,

ন পুনঃ তুপতি তব দূরে।—অন্নদামঙ্গলে গঙ্গাস্তব। ]

### ১৩৪ পৃষ্ঠা

কলম—আ° কলম্, লাতিন কলম্, গ্রীক কলম্, তে° কলম্, স° কলম—কলমঃ পুংসি লেখন্যাম্।—মেদিনী ( ১৫ শতক )। হেমচন্দ্র-কোষ ( ১২ শতক ), বিশ্ব, ত্রিকাণ্ড, জটায়ু প্রভৃতি অভিধানে কলম অর্থে লেখনী। অমরকোষে নাই। স° কলম্বী শাকের দাঁটার প্রস্তুত লেখনী কলম।

জানি—স° জা ধাতু স্থানে জান হয় ( জানাতি ইত্যাদি )। না জানি—অব্যয়, বিশ্বয়-প্রকাশক।

## কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ ( ১৩৪—১৩৬ )

১৩৪ পৃষ্ঠা

সমাঞ্ছ ওঁ বা—ব্যাধদের নাম সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণের নাম প্রাকৃত ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বৌদ্ধ প্রভাবে নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ হইয়াছিল; ইহা তাহারই পরিচায়ক।

সাত সাত পুরুষের তুমি পুরোহিত—একজন লোক সাত পুরুষের পুরোহিত হইতে পারে

না। এখানে তুমি মানে—তোমরা বংশাবলীক্রমে। তুঃ— বশিষ্ঠ রঘুবংশের

পুরোহিত—অর্থাৎ বশিষ্ঠ-গৌত্রীয়গণ।

দেবের সমান……ইঙ্গীত—তোমার ইঙ্গিতে-প্রকাশিত ইচ্ছা দেবাদেশের ন্যায় অবশ্য-

পালনীয় বলিয়া মনে করি।

কত্ম করহ তপাষ—প্রাচীনকালে পুরোহিতেরাই বিবাহের ঘটকালি করিত। রুক্মিণীর

বিবাহে ঘটকালি করিবার জন্য—

গোশ্বেতে আনিল ডাকি পুরোহিত দ্বিজে।

—নরহরি দাসের ভাগবতে রুক্মিণীর দৌত্য।

হস্ত জোড় করিয়া কহত সদাগর।

শুন শুন পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীধর ॥

\* \* \* \*

এই হেতু জিজ্ঞাসা করিএ তোমা ঠাঁঞ।

লক্ষ্মীকরের যোগ্য কন্যা কথা গেলে পাই ॥

—কবি ষষ্ঠীবরের মনসামঙ্গল ( বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ২৫১ পৃষ্ঠা )।

তপাষ—স<sup>৩</sup> তপস্বী, অ<sup>৩</sup> তালাস—অমুসদ্ধান। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে—তপাস। তুঃ—

যে রাজা বলিয়া তর্প করএ বার বৎসর।

সেই রাজার নাগাল পাইলু দরজার উপর ॥

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কিনিতে বেচিত্তে ভাল—ব্যাধের ঘরের বধুর ঘেসব শুণ অত্যাবশ্যক ফুলরার সে সমস্তই

আছে। স<sup>৩</sup> ক্রয় ( ক্রীণাতি ) > কেনা; বিক্রয় > বেচা। প্রঃ—

কেহ বেচে কেহ কিনে গীত নাট কেহ স্নেহ

কেহ দূরে করএ পসার।—ঐশ্য্যপূরণ।

নিভা মৃগ বধ করে—সেই পাত্র অলস অকর্মণ্য নয়, উপার্জনকর, সুতরাং তার ঘরে

অন্নবস্ত্রের অভাব হইবে না। একদিকে সে উত্তম বংশের ছেলে, অপর দিকে সে

নিজে রোজ্জগামী।

নিবাঙ—লইল, বা লইব (আমি)। নিবাঙ যুক্তি=যুক্তি লইল বা করিল। তুঃ—

শ্রীধর রূপে হরিআঁ নিবো তোরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পণের.....কাহন—তখনও বরকে পণ দিতে হইত, কিন্তু মাত্র ৫ টাকা, পাঁচ গা শুবাক,  
ও তিন সের শুড়। তবে ইহা ব্যাধের বিবাহের পণ।

পঞ্চম—পঞ্চ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ছন্দের খাতিরে পঞ্চম হইয়াছে।

কাহন—সঁ কাঁধাপণ > প্রাঁ কাঁধাপণ, কহারণ। ওঁ কাহন। ১৬ পণে ১ কাহন  
এক টাকা আন্দাজ। প্রঃ—

বার কাহন বরাটিকা বেতনার্থে লহ।—মাণিক গান্ধুলি।

বার কড়ার বদলত গুরু বার কাওন লও।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ফুরাইলা—সঁ পুরণ > ফুরন। ফুরা ধাতু—নির্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া লওয়া।

গা—? সুপারী গণনার সংখ্যা, ১০টা সুপারীতে ১ গাহা। গাহা > গা, বা। দশ >  
প্রাঁ দহ > গাহা ?

সের—সঁ শরাব=সরা; মাপের নির্দিষ্ট পাত্র-পরিমাণ। পরবর্তী সঁ সেরক; কাঁ  
সের—তাবিজের ৪০ সেরে ১ মন। এখন ৮০ তোলায় ১ সের। প্রঃ—

এক সের চেলের অন্ন এক গ্রাসে খাই।—মাণিক গান্ধুলি।

আমরা পঞ্চমাণিক সের ভোরী মুক্তা আন্যাছি।—ধর্মপূজাবিধান।

ফের—সঁ দ্বিবার > ফের; সঁ বেষ্ঠ > ফের; সঁ স্মুর > ফের; সঁ পঘোতি > প্রাঁ ফিরই,  
ফেরই। ঘুরপাক, প্যাচ, দ্বিধা, সঙ্কট, উৎপাত। প্রঃ—

রাসানন্দ তবহি সমুঝাবব, তব না পড়ব ফের ভোর।

—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

তিন শত ফের দিয়া বাকিল কঁকালি।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

### ১৩৬ পৃষ্ঠা

বরমালা—বর নির্বাচন স্থির করার স্বীকারচিহ্ন বরুপ মালাদান। পাকা দেখা।

পাটন কাণ্ড—পাতন কাঁড়—যে ধনুক পাতিয়া ছাড়িতে হয়, হাতে করিয়া ছাড়া যায় না,  
এত বড় ও ভারী। সঁ পতন > পাটন; তুঃ—পাতা (পট্ট) অর্থে পাটন—

কর্ণের পাটন যে পর্দন্তের গুঁড়ি।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কোলাকোলী—কোড়ে কোড়ে যে আলিঙ্গন।—বহুব্রীহি সমাস। প্রঃ—

কোলাকোলী ছভেয়ে করিয়া কুঁহলে।—মাণিক গান্ধুলি।

বিহাই—সঁ বৈবাতিক > প্রাঁ বৈবাহিক > শুঁ বৈবই, মঁ বৈই।

গোলাহাট—বর্তমান গোঘাট ? হুগলি জেলার আরামবাগ হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে গোঘাট অবস্থিত।—The road to Kalinga probably passed then, as later, through thana Goghat.—Gazetteer.

অথবা রত্নলপুর নদী ও হিজলী খালের সম্মিলনে রত্নলপুর নদীর বামতীরে অবস্থিত, কালীনগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে, লাবীগড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও ঘোষপুকুরের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ পুরাতন হাট এখনো গোলাহাট নামেই পরিচিত আছে।

অথবা গোলা ( গঞ্জ ) + হাট — গঞ্জের হাট।

এই গোলাহাটের উন্নয়নমণ্ডল গাঙ্গুলি ও ঘনরামের ধর্মমন্ডলে ও গোরকবিজয়ে আছে।—

হুরিকা নটিনী নামে, তার এই পাট।

তুর্দেছি ইহার নাম গঞ্জ গোলাহাট ॥ ১১২১২৫, ২৬।

সে পূজা আমার আজি গোলাহাটে যার। ১০১২১১।

গোলাহাটে উপনীত বেস্তার বাসে। ১০১২১২৪।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমন্ডল।

ঐগোলাহাটের বাত্ন বাজে বিপরীত।—গোরকবিজয় ১৪১৭০৮

পৌড় যেতে রঞ্জার নন্দনে মধ্যমাটে ॥

বল করে হুরিকা গধিকা গোলাহাটে।

—ঘনরামের ধর্মমন্ডল ১২৩২১২৯৪ বঙ্গবাসী সংস্করণ।

কস্তার দর্শনী—বধু-আশীর্বাদের যৌতুক। তখনকার কালেও এখনকার মতন ঘটক সন্ধ্যা আনিত, তার পর দুই বেহাই নেনা পাওনা স্থির করিয়া পাত্র পাত্রী পছন্দ করিত এবং সন্ধ্যা পাকা হইবার অশীকার স্বরূপ পাত্রপাত্রীকে যৌতুক দিয়া আশীর্বাদ করিত ও বিবাহের দিন স্থির করিত।

রবিবার—বিবাহে প্রশস্ত বার, কারণ—

ন বারমোবা: প্রভবন্তি রাত্নৌ।

বিশেষতোহর্কাবনিজু-শনীনাম ॥—পঞ্জিকা।

ত্রয়োদশী—ত্রয়োদশী কারতিধি, মদন-ত্রয়োদশী, অধিকন্তু সর্কসিদ্ধি ত্রয়োদশী; একত্র এই তিথি বিবাহের বিশেষ অঙ্গুল ও উপযোগী।

ত্রয়োদশী তিথির এক নাম ত্রয়া—ত্রয়োদশীটীচৈব তৃতীয়া চ তথা ত্রয়া।

একত্র ও ত্রয়োদশী বিবাহে প্রশস্ত—

অমার্যাকৈব রিক্তার্যং করণে বিটিলংজকে।

বঃ করোতি বিবাহং স শীত্রং বাতি বমালয়ম্ ॥—পঞ্জিকা।

রিক্তা = চতুর্থী নবমী চতুর্দশী। ত্রয়োদশী রিক্তাপ্রসঙ্গত নয়।

ভারতীয় রেলওয়ে—বিবাহে প্রথম—

সেবতান্ত্র-মোহিনী-বৃগশিরো-মুলাত্মাধা-বদা-

হতা-বাহিনী-তোলি-বট-মিথুনে-ভংগ-পাণি-এ- ॥

कुमार्याः पाणिं गृह्णीयां त्रिवु त्रिवु, त्रानादिवु ।—पञ्चिका ।

কালকেতুর বিবাহ ( ১৩৬-১৩৯ )

১৩৬ পৃষ্ঠা

কাটে— $n^\circ$  কৃৎ ধাতু ছেদনে।  $n^\circ$  কর্তন > প্রা $n^\circ$  কর্তন। মণিকচন্দ্র রাজার গানে কর্তব্য বা কাটারী অর্থে কাটাইল শব্দের প্রয়োগ আছে।

অধিবাস-ডালা—১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ডালা—সং দালক, দালু> প্রাং ডালঅং, ডারঅ, ডালা, ডালী (প্রাকৃতলব্ধ), দলিক  
(হেমচন্দ্র)>ওং বাং ডাল; হিং ডাল, ডার; বং ডাহলী; ন্যাং ডের, ডার  
(বুদ্ধশাখা); বুদ্ধশাখানির্মিত পাত ডালা; অপ্রাচীন সংস্কৃত ডরক।

જાનના-મ<sup>o</sup> જ્ઞાન-આજ્ઞાન=અજ્ઞાતપ ।

মাটি—স° মৃত্তি > প্রা° মটি > হি° মটি, মাটি; ৩° বা° মাটি।

তাহার সে নেহা যেহু মাটির ঘট।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আলৌপনা—স° আলিম্পান—লেপন-দ্রব্যো চিত্র-রচনা ।

পতাকা তোরণ শোভা সযাকার পুরী ।

স্বাস্থ্যেতে আলিঙ্গন দিবে বলে নারী ।—শিবাবলম ।

ହରିଦ୍ରା ଆଲିପନା                      ବଧି ଗୋରଚନା

দুর্গা ধান্ত চন্দ্রাটপে।—করানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

১৩৭ পৃষ্ঠা

हरिद्रो-बाग-हरिद्रो-रञ्जित बद्ध माङ्गल्य । हरिद्रोर समनाम पाण्डवा वार-मङ्गल्य,

মজলা, লক্ষী, সুভগাহারা, অগ্রস্টিকা, জনৈকী, পবিত্রা, এবং মজনী, নিশা, নিশাহা ;

এই-সব নাম বিবাহে সম্পত্তি-হিলনের দোতারা প্রকাশ করে। লম্বার পক্ষে

ହରିଜା ଓ ରକ୍ତହସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମକ ।—ପରମ୍ପରାମ୍ବ ପାତାଳପଞ୍ଚ ୬୫ ଅଧ୍ୟାୟ ।

নিষ্ঠ—স° নিষ্ঠ—নিষ্ঠিতে ।



বেদমন্ত্র...গণেশেরে.....আবাহন—বেদে গণেশের জন্মই হয় মাই, অথচ বেদমন্ত্রে  
গণেশের আবাহন হইতেছে! বেদের দোহাই ত্রাক্ষ্যধর্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের  
ফল। পুরাণের মতে বিবাহাদি মঙ্গলকর্যো গণেশপূজা বিহিত—  
বিবাহোৎসব-যজ্ঞেযু পূর্বম্ আরাধিতো ভবেৎ।

—স্বন্দপুরণ, ব্রহ্মখণ্ডে ধর্ম্মারণ্যকণ্ড ১২।৩৯।

পঞ্চ উপচার—গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য, এবং প্রণাম ফাউ।  
স্তুতা বাক্যে হাতে—বর-বধুর মিলন-চিহ্ন স্বরূপ হস্তে হস্তবন্ধন। তুঃ—  
মঙ্গলস্তুতা বাক্তি দিল তাহাদের করে।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিখণ্ড।

মুণ্ডলো—মুণ্ডমাল্য, মুণ্ডভূষণ—টোপর, পাগড়ী।

আর্য্য—১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাদ্যগীত—আর্য্যগণ বাদ্যগীত করিতেছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, হিন্দুস্থান-ধর্ম্মে  
বঙ্গদেশে ও পূর্ববঙ্গে এখনো এই রীতি প্রচলিত আছে।

জল শয্যে—১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ মাতৃকা—৭১ পৃষ্ঠার টীকা ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্তুতধারা চোদরাজা—৭১ পৃষ্ঠার টীকা ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নান্দীমুখ—৭১ পৃষ্ঠার টীকা ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মকাণ্ড—অমুঠানপদ্ধতি, ক্রিয়াকলাপ।

কুলধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় অমুঠান ছাড়া কৌলিক ও লৌকিক অমুঠান। তুঃ—

কুলাচার বেদবিহিত যত ছিল।

কুসণ্ডিকা করি পাণিগ্রহণ করিল ॥—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

বাউরি—দোলা বা পাকী-বাহক জাতি। যোগেশ-বাবু অমুমান করেন স° বর্কর>

বাবরী>বাউরী নামের উৎপত্তি।—প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ২৩৫।২।

পর্য্যাতার—স° বরযাত্রার। প্রঃ—

পঞ্চ বৈরাতী তখনই আনিল ডাক দিয়া।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বাড়া—স° বর>সার, সারা, সাড়, সাড়া; স° সজ্ঞা>সাড়া।

বাণী “কোন্ দিগে সার নিসারে।”—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

শুভপুরাণেও সার। বৌদ্ধগান ও দোহার সার।

ডেমহা—ডেমছা ছাপা উচিত ছিল। ডেমচা, ডেমসা—ডেম-ডেম শব্দকারী বাস্তব্য।

ডেমচা ডেমচা বাজে বাজে করতাল।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

দগড়ি—স° দ্রগড়—ডগডগ গড়গড় শব্দকারী বাত্ময়। মাটির খোলের মুখে চামড়া ছাওয়া ছোট নাগরা, আনদ্ধ বস্ত্র। প্রঃ—

দামামা দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি।—কুন্তিবাস।

কাড়া—স° কটাহ—কটাহাকৃতি চামড়া-ছাওয়া আনদ্ধ বস্ত্র। প্রঃ—

কাড়া পড়া ঢাক ঢোল তবোল টিকার।—কুন্তিবাস।

বেড়ি—স° বেঠ ধাতু > বেড়।

হলুই ধ্বনি—৭১ পৃষ্ঠার টীকা ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উৎসবকালে উল্লেখনি করা ভারতের অতিপ্রাচীন প্রথা। ছানোগ্য-উপনিষদে (৩ অধ্যায় ১৯ খণ্ড ৩ মন্ত্র) আদিত্যের উদয়ে আনন্দিত জনগণের উল্লব করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়—“অথ যৎ তদ্ অজায়ত সো হসাবাদিত্যাস্ তঃ জায়মানং ঘোবা উল্লবো হনুদতিষ্ঠন্ত সর্বাণি চ ভূতানি চ সর্বে চ কামাস্ তস্মাৎ তত্তোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোবা উল্লবো হনুদতিষ্ঠন্তি সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চৈব কামাঃ।” অর্থাৎ ঐ যে আদিত্য, সে জাত ( উদিত ) হইলে উলু-উলু শব্দ উথিত হইয়াছিল, তাহার অন্তসংয়েও উলু-উলু শব্দ উথিত হইয়া থাকে। উলুলু ( উলু+উলু ) শব্দের বহুবচনে উল্লবঃ। শব্দরাচার্য্য এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—‘ঘোবাঃ শব্দাঃ, উল্লবঃ উরুরবঃ বিস্তীর্ণরবাঃ’ অর্থাৎ উলুলু বস্তুতঃ উরুর ( উরু-উরু ) অর্থাৎ বিস্তীর্ণ শব্দ। আনন্দগিরি ব্যাখ্যা করিতেছেন—‘উল্লব ইত্যুৎসবকালীনাঃ শব্দবিশেষা দেশবিশেষে প্রসিদ্ধাঃ’ অর্থাৎ উলুলু হইতেছে উৎসবকালীন শব্দবিশেষ, ইহা দেশবিশেষে প্রসিদ্ধ। স° উলুলু > স° হলুলুলী > বা° হলু, হলুই, ঢলাহলি।

দেউটি—স° দীপ্তি—মশাল। প্রঃ—

দেউটির অগ্নি দিয়া পোড়াইল চুলি।—কুন্তিবাস।

কুন্তিবাস—দিয়ড়ি, তিরড়ি শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন।

বরষাত—বরষাত্র।

সভাজন—১০৬ পৃষ্ঠার টীকা ২৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছানামণ্ডপ—চন্দ্রাতপ, ছাদনাতলা। প্রঃ—

লয়ে গেল সকলের বিবাহের স্থলে।

চারি ভাই বৈসে ছানামণ্ডপের তলে।

—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কুঞ্জরছালে—বড় সভার জন্ত বড় বিছানা চাই; তাই বাঘ পাতিয়াছে হাতীর ছাল।

বিবাহের সময় চর্শে বসাইয়া বিবাহ দেওয়া বৈদিক রীতি। এখনো সমস্ত

কুশভিকার এই মন্ত্র পড়ানো হয়—প্রজাপতিঋষির অমৃতপুঙ্খলো গবাদিমো দেবতা  
অনড়চ্-চর্খোপবেশনে বিনিরোগঃ ইত্যাদি।

ছাল—স° ছদ্রী = ঘক, চর্ম।

বীর-ধড়ি—বীরের পরিধেয় ধটা = চৌরবস্ত্র। কাপড় ও অলঙ্কার দিরা জামাইবরণ। প্রঃ—  
নেত ধড়ী পিঙ্গি আগু পাছু লাধাএ।—ঐক্যকীর্তন।

বিরল করিয়া স্থান—৭১ পৃষ্ঠার টকা দ্রষ্টব্য।

প্রেমবতী—যে-সব স্ত্রীলোক সাধবী স্বামী-সোহাগিনী ও স্বামী-অমুরাগিনী তারাই স্ত্রীঃ  
আচার করিবার প্রশস্ত পাত্রী এবং সেইজন্য সেইরূপ স্ত্রীলোক বাছিয়াই বরণ  
করিবার ভার দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য—তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের স্তায় নব-  
দাম্পত্যের জীবনও সুখময় হইবে।

দুর্গা ও ধাত্ত—একটি দুর্গা রোপণ করিলে শীঘ্র তাহা সমস্ত ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলে ও বহু  
দিন জীবিত থাকে; ধান্যও একটি বুনিলে একগুচ্ছ ফলে। এইজন্য ধান দুর্গা  
ধন পরমায়ু ও বংশধ্বজের প্রতীক হইয়া আছে বৈদিক কাল হইতে। বিবাহের  
সময় নিম্নলিখিত বৈদিক-মন্ত্রে দুর্গা দান করিতে হয়—

কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্রমোহতি

পুরুষঃ পুরুষঃ পরিএবান

দুর্গে, প্রাক্তু সহস্রৈশ শতৈশ চ।

প্রত্যেক কাণ্ড বা গ্রহি হইতে দুর্গাদুর্গ বহুদূর উপগত হয় ও পুরুষ-পরিম্পরায়  
বিষ্মত হয়, তুমি সেইরূপ বংশপরম্পরায় শত সহস্রে বাড়িতে থাক।—বৈদিক  
অধিবাস অমুষ্ঠানের মন্ত্র।

ধান্য সম্বন্ধেও এইরূপ মন্ত্র আছে। তুঃ—

পারে দধি দিলেন মাধার দুর্গাদান।—কৃতিবাল, আদিকাণ্ড।

নাট—(স°) নৃত্য।

চড়রে—স° চর, চল ধাতু গমনে। >চড়, হি° চড়। প্রঃ—

সুভথনে নিরঞ্জন চড়ি স্থনার শোলা।—শূন্যপুরাণ।

উহি চড়ি নাচঅ ডোবী বাপুড়ী।—বৌদ্ধগান ও শোহা।

পাট—স° পটু = পিড়ি। প্রঃ—

রূপাকর পাটএ বেসাতির বৈসএ হাট।—শূন্যপুরাণ।

বসিলেন সীতাদেবী সুবর্ণের পাটে।—কৃতিবালী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

মাঝে—স° মাঝ > প্রা° মজ্জ > মাঝ। বৌদ্ধগান ও শোহা—মজ্জা, মজ্জা।

কলে হরি—ব্যাধেরাজ ও সব বৈকল্য,—কবির নিজের বিশ্বাসের বলে।

ছামনী—১৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ছামনী হইতে ছাওনী, ছাউনী, ছামনী হইয়া থাকিতে পারে—মাথা ঢাকিয়া শুভদৃষ্টি। স° সম্ভবনা > সর্বা° টা° স° সামগী = নারকত আত্মোদ্ধারার্থে সম্মতিকরণে।

মৌর্য লখমিনী পুষ্পের ছামনী দেখিঞা আসিব উন্নাসে।

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

### ১৩৯ পৃষ্ঠা

করে কুবে—কুশাকুরী হাতে দিয়া। কুশের এক নাম পবিত্র; সেই পবিত্র নম্র স্পর্শ করিয়া সকল কৰ্ম কর্তব্য, ক্রান্তির ব্যবস্থা। যজুর্বেদী বিবাহে বর-কন্যার হাত কুশ দিয়া বন্ধন করা হয়।

সব্যো পাণৌ কুশান্ কুশ্বা কুৰ্ব্যাদ্ আচমনক্রিয়াম্।

দৰ্ভাঃ পবিত্রম্ ইতুক্তম্, অতঃ সন্ধ্যাদিকন্দ্রণি

সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ ॥

—কাত্যায়নসংহিতা ১১ খণ্ড।

পানম্ আচমনং কুৰ্ব্যৎ কুশপানিঃ সদা দ্বিজঃ।

পান-আচমনে চৈব তপণে দৈবিকৈ সদা ॥

—লিখিত-সংহিতা, ৪২—৪৩ শ্লোক।

কুশহন্ত হইয়া সঙ্গর করিলে সকল অতীষ্ট সিদ্ধ হয়—

সঙ্গরা বর্হিষো বত্র তিষ্ঠন্তি ফলদায়িনঃ।—মৎস্তপুরাণ, ১৫২।

কারণ কুশ বিকুলঙ্গী যজ্ঞবরাহের গাত্রলোম—

বিকোদে হসমুভূতাঃ কুশাঃ ক্লকাস্ তিলাস্ তথা।

—মৎস্তপুরাণ ২২।৮৯।

অন্তবন্ধ—বস্ত্রের অন্ত (প্রান্ত, অঙ্গল) পরস্পরে বন্ধ (বন্ধ)—গাটছড়া বাঁধা। পুরাকালে যখন রাক্ষস-বিবাহ অর্থাৎ কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করার প্রথা ছিল তখন বর অনিচ্ছক কন্যাকে বাধিয়া লইয়া বাইত। এই বন্ধন পরে বরবধূর মিলনের চিহ্ন ও প্রতীক হইয়া পড়িয়াছে। ভূঃ—

অন্তঃপট বুচাইল দৌহে দৌহা দেখি।—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

অরুদ্বি দেখি—

অরুদ্বি বশিষ্ঠ প্রথ্যাভাস্ত পতিব্রতা।

—শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ৪৪ অধ্যায়।

পতিব্রতাস্থ প্রথিতা ত্রি লোকেষু বা বরা।

ভর্গু-পাকৌ বিদ্যামাত্র বা ন চক্ঃ প্রবাততি ॥

বস্তা নৃত্য্য কথামাত্রং মাহাত্ম্যাসহিতং ত্রিঃ ।

প্রত্যেহ সতীত্বং বৈ প্রাপ্নু বস্ত্যজ্ঞানি ॥

—কালিকাপুরাণ, ২১ অধ্যায় ।

৭৬ পৃষ্ঠার টীকা ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । কাশীখণ্ড ১৮ অধ্যায়ে অক্ষকুতী-প্রশংসা দ্রষ্টব্য ।

বন্দে নিশাপতি—চন্দ্র দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সাতাশ নক্ষত্রকে বিবাহ করেন, কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া রোহিণীতে আসক্ত ।—কালিকাপুরাণ ২০ অধ্যায় ।

সর্কাস্বপি চ পত্নীষু একা প্রিয়তমা যথা ।

রোহিণী নাম যা প্রোক্তা তথাগ্ণা ন কদাচন ॥

—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৪৫ অধ্যায় ৬-৭ ।

কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডের উত্তরখণ্ড ১৩।৬৫ ; প্রভাসখণ্ড ১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ।

এক কন্যার প্রতি পক্ষপাতের জন্য দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে শাপ দেন যে তিনি ক্ষয়-রোগ-পীড়িত হইবেন । ক্ষয়-রোগ-পীড়িত হইয়াও রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের অমুরাগ ভ্রাস হয় নাই । অর্থাৎ, “চন্দ্রপথে যে কয়টি তারা চন্দ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে পারে তাহাদের মধ্যে রোহিণী সর্কাস্বপেক্ষা উজ্জল ও প্রধান ; রোহিণীতে যত পুনঃ পুনঃ চন্দ্র-সমাগম দৃষ্ট হয় অত্যাধিক তারার তেমন হয় না ।”—আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী ।

এই জ্যোতিষিক ব্যাপার পুরাণে গল্পে পরিণত হইয়াছে । পৌরাণিক গল্পের মূল বীজ কিন্তু অতি প্রাচীন । বাজসনেয়ী সংহিতায় এক গন্ধর্ব্ব ২৭ নক্ষত্রের সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছেন । অগর্ক বেদে সেই গন্ধর্ব্ব বিশেষ-ভাবে রোহিণীতে অমুরক্ত দেখা যায় ; এই গন্ধর্ব্বের স্থানে চন্দ্র যখন নক্ষত্রপতি হইলেন, তখন রোহিণীতে অমুরাগ তাঁতেই আরোপিত হইল । তৈত্তিরীয় সংহিতায় চন্দ্রের রোহিণীর প্রতি অমুরাগের বর্ণনা আছে ।

চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণীর ঐতিকে চন্দ্ররোহিণী-যোগ বলে । বরবধুর মিলন সেইরূপ হোক এই কামনার বিবাহের রাত্রে রোহিণীপতি চন্দ্রের অর্জনা করা হয় ।

উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম্ ।

—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ৭ম অঙ্ক ।

মণিহর্য্যপুষ্ঠে স্মদর্শনশ্চন্দ্রঃ, তত্র সন্নিহিতেন দেবেঃ<sup>২২</sup>প্রতিপালনীয়ঃ, যাবচ্

চন্দ্ররোহিণীযোগঃ ॥—বিক্রমোর্কশী ৩য় অঙ্ক ।

অগ্নি পূজি—গার্গপত্য অগ্নি গৃহস্থের গৃহস্থালির দেবতা, গেহজন্ম বিবাহ দ্বারা গৃহস্থাত্মে প্রবেশের পূর্বে অগ্নি পূজনীয় । অগ্নি বিবাহের সাক্ষী ও সর্বদেবস্বরূপ ।

নিসি—স° নিশা ; ৭মীর একবচনে নিশি ।

মাগীলা—স° মৃগ ধাতু অধেষণে ।

ব্যবহার কৈল—ব্যবহারের দ্রব্য উপহার দিল ।

সাতনলা—সাতটা ( কমবেশীও হইতে পারে, সাত অনির্দিষ্ট সংখ্যা ) নল পরস্পরের মাথায় মাথায় জুড়িয়া লম্বা করা হয় ও তার মাথায় আঠা লাগাইয়া আন্তে আন্তে উঁচু করিয়া গাছে-বসা পাখীর গায়ে ঠেকাইয়া দেয় ; পাখী যত ঝটপট করে তত তার পাখা আঠায় আটকাইয়া যায় এবং ব্যাধ জীবন্ত পাখীকে গাছ হইতে পাড়িয়া বন্দী করে ।

জাল—জালের গায়েও আঠা মাখানো থাকে, পশু পক্ষী ছিঁড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াও ব্যাহত হয় ।

আটা ফান্দে—আঠা-লাগানো ফাঁদ বা ফাঁশ, জীবন্ত পশু পক্ষী ধরিবার জন্ত পাতা হয় ।

আটা—মূল অনিশ্চিত । ফান্দ—স° বন্ধ ; হি° ফন্দা ।

ব্যাধ সজ্জকেতু বেহাইকে সাতনলা আটা জাল ফান্দ ব্যবহার দিল ; ইহাই বাস্তবিক ব্যাধের ব্যবহার-যোগ্য উপহার, অথ জিনিস দিলে তাহা ঠিক ব্যবহার হইত না ।

মাটিয়া—স° মৃত্তি > প্রা° মটি > হি° মটি, বা° মাটি । মাটি + ইয়া—মাটিয়া = মৃত্তিকা-নির্মিত, মৃন্ময় ।

চালু—২০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

কান্দে—কষ্টাকে বিদায় দিতে হইবে বলিয়া মাতার এই ক্রন্দন ।

অভিলাস পুরিলা—জ্ঞাতিকুটুম্বদের যৌতুক দিয়া তাদের অভিলাষ পূর্ণ করিল ।

## কালকেতুর স্বদেশে গমন ( ১৩৯—১৪১ পৃষ্ঠা )

১৩৯ পৃষ্ঠা

পান নিছে পেলাইয়া—পান দিয়া সমস্ত অমঙ্গল মুছিয়া ফেলিল । প্রঃ—

পণ্ডিতে বেদ গান নিছিয়া পেলেন পান

হলুই পড়এ ঘনে ঘন ।—শূন্যপুরাণ ।

পায়ে দধি দিল, শিরে দুর্জাধান ।

মাথায় নিছিয়া পেলেন শত শত পান ॥

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড ।

পান—স° পর্ণ > প্রা° পধ > পান।

নিছে—নি + যুজ্জ, নি + ক্ষিপ হইতে নিছ, নিছনি > স° নিমজ্জন = নীরাঙ্গন ; আয়ত্তি,  
অঙ্গ মার্জনা করিয়া অমঙ্গল নিক্ষেপ করা। ১৮২ পৃষ্ঠা ঐষ্টব্য। তুঃ—  
নদীয়া নিছনি গৈঞা মরু জয়ানন্দ।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

### ১৪০ পৃষ্ঠা

সম্বল উজ্যোগে—কালকেতু এতদিন খেলা করিয়া কাটাইয়াছে, এখন জীবিকা  
উপার্জনের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

কাল হৈলা—কার্য্যের যোগ্য সময় হইল।

হরিস—স° হর্ষ। প্রঃ—

আনুমান্য কর রাধা হরিষ বদনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কান্থর দরশে চলিলা হরিষে।—যত্নন্দন দাস।

হইয়া হরিষ-যুক্ত চলে তিন জন।—কৃষ্ণিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দড়—স° দৃঢ়।

কুলধর্ম রক্ষণের হেতু—বধু গৃহকর্ম্মে দক্ষতা লাভ করিয়া কুলকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার  
কারণ স্বরূপ হইল।

তাই—স° তৎহি > তাহাই, সংক্ষেপে তাই। স° তর্হি > তঁহি, তেঁই, তাই। স° তৎ  
শব্দের তৃতীয়া তেন > প্রা° তেহি°। বোধগানে—তা, তহি, তর্হি। কৃষ্ণিবাসে—  
তেঁই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—তাএ, তাত। বিদ্যাপতি—তর্হি°।

অমিয়-বিরিথ তুহু° না চিনলি রাই।

পরিহারি পিয়ুষ পিয়লি বিথ তাই ॥—গোবিন্দদাস।

ডেরি—স° দ্বি + অর্ক = দ্বার্ক > মাগধী প্রা° দিবড়টে > দেড়, ডেড়। এক দিন ও এক  
বেলার যোগ্য।

শরাসন—শরের আসন ধনুক।

আর—স° অপর > প্রা° অঅর > আর, হি° ঔর, প° অর, অস° ও মেদিনীপুরে আউর,  
ও° আবর, হেমচন্দ্র-কোষে আর। বোধগান ও দোহায়—অবর।

বান্ধা—বন্ধক, ঋণের নিজস্ব, বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কোনো দ্রব্য উত্তমর্নের নিকট  
গচ্ছিত রাখা। প্রঃ—

তোকা বান্ধা দেউ মোর ঘরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বান্ধা নেও বান্ধা নেও গোয়ালিনী মাই।

বার কড়া কড়ি থাকিয়া বান্ধা ধুইবার চাই ॥

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ধারেতে উধারে—স° উদ্ধার=খণ, বাহা দান নয়—পুনর্বার উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। হি° উধার; বা° ধার। প্রেঃ—

না জানো কাহাঞি তোর কত ধারোঁ ধন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জননী কহিছে কুন্ডা হইয়া অপার।

এক দিবসের ধার কে শোধে আমার।—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কি দিয়া সুধিব ধার।—জ্ঞানদাস।

অবশ্য তোমার ধার শুধিব হুতাই।—মাণিক গান্ধূলি।

অহুদিন—দিনের পর দিন অহুদিন।

খাট—স° খটা > প্রা° খটা > স° খটা, খাট। শয়নের কাঠমঞ্চ, পালাক। প্রেঃ—

তিঅ খাউ খাট পড়িলা।

সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ভণে—স° ভণ ধাতু কথনে।

কাথে—স° কক > প্রা° কথ > কাথ, কাঁথ, কাঁকাল। প্রেঃ—

চলিতে না পারে কাপে চুপড়ী করিয়া।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মাথায় ধবল ছাতি খুগি পুথি কাঁথে।—ঘনরাম।

কড়ি—স° কপর্দক > প্রা° কবডক, কবডিডক > ম° কবড়ী (কবড়া ন লেই, বোড়ী ন লেই, সূচ্ছড়ে পার করেই।—বৌদ্ধগান ও দোহাকোষ) > কড়ি।

চালা—চাল বেচে যে। চাল+ইয়া=চালিয়া, চালা।

বাড়ি—স° বাটী।

বেসতি—আ° বেজাত=পণ্যদ্রব্য। প্রেঃ—

সুনার পাটেতে বেসতির বৈসএ হাট।—শূন্তপুরাণ।

পাথি—স° পত্নী (পত্নিনিষ্ঠিত পাত্র) বা পাত্নী (ছোট পাত্র) > পাত্তী, পাথি, পেথে।

পাত+ইয়া=পাতিয়া > পেতো, পেথো, পেথে।

মহামায়া মায়া করি মন্ত্র মায়ে ক্ষেতে।

পণ্ডপতি পেথে বয়ে ক্ষেত্রে সাথে সাথে॥—শিবায়ন।

কুলা পেথা বুনিয়া করিব ঠাকুরাল।—মাণিক গান্ধূলি।

### ১৪১ পৃষ্ঠা

হুতা—শুভ বা লোভাগ্য।

খণ্ড—শর্করাখণ্ড, যে শর্করা খণ্ড খণ্ড করা যায়, খাঁড় বা পাটালি খণ্ড। প্রেঃ—

খণ্ডমোদকম্ ইব চন্দ্রম্ উদিতম্ অবলোকয়।—অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।

খণ্ড-বিচনীর কিবা পাখ তুলী লৈলোঁ গাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।



শৈব—কিরাতেরা আদিত্যে শৈব ছিল, পরে শিব-শক্তি উপাসক হয়।

বিপক্ষে করয়ে ভঙ্গ—(১) সাধুর বিপক্ষদিগকে অর্থাৎ অসাধুসঙ্গ পরিহার করে,

(২) শত্রুকে পরাজিত করে, (৩) বাধা অতিক্রম করে।

তুনেন পুরাণ—ব্যাধ লেখাপড়া জানিত না, পুরাণ পড়ায় তার অধিকারও ছিল না।

কথ—বৈদিক কতি, স° কিয়ৎ > প্রা° কেতিঅ, কাত্তা, কতো > বা° কথ, কত; ও° কেত্তে;

হি° কেত্তা, কেৎনা; ম° কেওটা। প্রঃ—

কথো ঋণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পরান—স° প্রয়াণ=গমন। প্রঃ—

মুনি বলে কোথা রাজা করেছ পরান।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কোতুকে উলুকে চেপে কৈলাস পথান।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাসে মাসে পাঠায় সম্বল—কালকেতু পিতৃমাতৃভক্ত; পিতামাতার তীর্থবাসে মাসহারা নিয়মিত পাঠায়। কিন্তু ফি মাসে পাঠায় কেমন করিয়া? তখন ত পোষ্টাফিস বা রেলগাড়ী ছিল না; কবিকঙ্কণের সময় অল্প কোনও বন্দোবস্ত ছিল হয়ত।

আড়ড়া স্থান—রাঢ়-বহির্ভূত স্থান; ব্রাহ্মণভূমি পরগনার অন্তর্গত গ্রাম, মেদিনীপুর জেলার উত্তরে চন্দ্রকোণার নিকটে।

## কালকেতুর যুগয়া ( ১৪২—১৪৪ পৃষ্ঠা )

১৪২ পৃষ্ঠা

জাকে তাকে—কোনো বাদ বিচার না করিয়া সকলকেই।

বৃহন্নল—অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুন ক্লাব বৃহন্নলা নামে ছদ্মবেশে বিরাটরাজার আশ্রয়ে ছিলেন। হৃদ্যোধন বিরাটের গোগৃহ আক্রমণ করিলে বিরাট-রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া বাধা দিতে যান; কিন্তু কৌরবসেনা দেখিয়া উত্তর ভীত হইয়া পড়েন। তখন পলায়নোন্মুখ উত্তরকে রথে বাধিয়া বৃহন্নলা একাই সারথি ও রথী হইয়া কুরুসৈন্যকে পরাজিত করেন।—মহাভারত, বিরাটপর্ব।

ঘায়—স° ঘাত > প্রা° ঘাঅ > বা° ঘা, ও° ঘা, হি° ঘাও। হৃৎশব্দমুখী বিভক্তির চিহ্ন।

বেগবাতে—বেগে গমনের অল্প বাতাসের প্রবল বেগে। তুঃ—

গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কিক্কিাকাণ্ড।

১৪৩ পৃষ্ঠা

খড়া...বিচে...ব্রাহ্মণ সজ্জনে—ব্রাহ্মণেরা তর্পণ করিবার-জন্ত গণ্ডারের খড়া ক্রয় করে।

গণ্ডারের খড়া-কোষে জলদান করিলে পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তি হয়।—

খড়া-লোহামিষ-মধু-কুশ-শ্রামাক-শালয়ঃ।

বল্লভানি প্রশস্তানি পিতৃণাম্ ইহ সর্বদা ॥

—মৎস্যপুরাণ, ১৫।৩৫—৩৬; ১৭।৩৫; ২২।৮৬—৯১ দ্রষ্টব্য।

সৌবর্ণ-রাজতাত্ম্যঞ্চ খড়োনৌড়ুষ্ণরোচ চ।

দত্তম্ অক্ষত্যাং যতি ফলুপাত্রেণ চাপাথ ॥

—বিষ্ণুসংহিতা ৭৯ অধ্যায়। শঙ্খসংহিতা ১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যঃ শ্রাদ্ধং পদ্মপত্রে কেরোতি স্মনোহরম্।

বর্ষাণাং তং শতং সাগ্রং তৃপ্তির্ ভবতি নান্তথা ॥

অশ্বখন্ত ছদে দেবি ব্রহ্মপত্রে চ শঙ্করি।

বণ্ মাংসং জায়তে তৃপ্তি রমস্তাশ্বখপত্রে ॥

মাসিকং তাম্রপাত্রে চ, ধ্রুপাত্রে তু বৎসরম্।

রৌপ্যে দশগুণং প্রোক্তং, খড়াপাত্রে শতান্তরম্ ॥—যোগিনীতন্ত্র।

মহাভারত অনুশাসনপর্ব ৮৮ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ৩২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পুজি—স° পুজ। ৩° পুজা। এক গণ্ডায় এক পুজি—৪টা। অথবা রাণীকৃত।

মূলে—স° মূল্যে।

কাপড়ি শস্ত্রাণী—যে সন্ন্যাসী নাগা বা উলঙ্গ নয়, যারা কাপড় পরে।

স° কর্পট—( পট্জরং জীর্ণবস্ত্রম্—অমর ) > মাগধী প্রাকৃত কল্পড়এ > বা° ম°

কাপড়, হি° কাপড়া, ৩° কবটা ( দীর্ঘ ছিন্ন বস্ত্র )।

সিংহ—শৃঙ্গ। ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধাদারে—যারা শিঙা বাজায়। স° শৃঙ্গ > প্রা° সিঙ্গ > শিঙা, শিঙা + ফা° দার ( যারা ধরে )। তুঃ—দোকানদার, ব্যবসাদার, দেনদার, ইত্যাদি।

নিরমীত—নিরমিতে, নির্মাণ করিতে।

ঢাল—( স° ) হর্ভেস্ত চন্দ্রনির্মিত মেহরক্ষক।

কেহ কেহ পাছে রহে ঢাল খাড়া ধর্যা।

—সীতারাম দাসের ধর্ম্মরাজের গীত ( ১৫২৭ )।

সাঁজুড়ি—স° সংযোগ ( সং + যুজ্জ ধাতু ) > সাঁজুড় = একত্র করা।

লেজ—স° লজ্জ = লেজ। অস° লাজ।

ঠুঠার—স° হাণু (ছিন্নশাখ বৃক্ষকাণ্ড) > প্রা° টুংট; ম° খোঁটা, হি° টুঁটা, বা° টুঁটা।

স° হাণুকার > ঠুঠার (ঠুঠা + আর প্রত্যয়) = কাঁঠুরিয়া, যাহারা বৃক্ষকে টুঁটা করে। তুঃ—কর্ণকার > কামার, চৰ্শ্ণকার > চামার, স্বর্ণকার > হি° সোনার, লৌহকার > হি° লোহার, স্থালকার > ও° থঠারী, হি° থটেরী, ঠটেরী, ঠাটারী।

ঘোড়াশালে রাখিবারে—ঘোড়ার আস্তাবলে বানর রাখা খুব প্রাচীন রীতি।—

শালিহোত্রে পুনর্ এতদ্ উক্তম্, যদ্ বানর-বসরাখানাং বহির্দাহদোষঃ প্রশাম্যতি।

প্রোক্তম্ অত্র বিষয়ে ভগবতা শালিহোত্রেণ—

কপীনাং বসরাখানাং বহির্দাহ-সমুদ্ভবা।

ব্যথা বিনাশম্ অভ্যতি ভমঃ সূর্য্যোদয়ে বধা ॥

—পঞ্চতন্ত্র, Dr. Johannes Hertel's edition, Harvard Oriental Series, Book V, Tale viii, Ape's Revenge (নৃপ-বানর-রাক্ষসাদি-কথা), Calcutta University Sanskrit Selections for the Matriculation Examination, Part I, pp. 13-16)।

প্রব্রষ্টোহয়ং প্রবঙ্গঃ প্রবিশতি নৃপতের্ নৃপদ্বারং মন্দুরায়াঃ।

—রত্নাবলী, দ্বিতীয় অঙ্ক।

পূজে পূজে—পূজে পূজে।

শিবা-দ্ব্যত—অপস্মার ও উন্মাদ রোগাধিকারের ঔষধ। চার সের ঘূতে সওয়া-ছয় সের শৃগালমাংস দিয়া ৩২ সের জলে অস্ত্রাশ্র ঔষধের সহিত সিদ্ধ করিলে শিবাশ্বত প্রস্তুত হয়।

শিবাশ্বতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনাং সদা।—ভৈষজ্যরত্নাবলী, উন্মাদাধিকারঃ।  
চৈতন্তদেবের যখন প্রথম ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল তখন প্রতিবাসিনীরা তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া শটীদেবীকে

কেহো বলে—ইথে অন্ন ঔষধে কি করে।

শিবাশ্বত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে ॥—চৈতন্তভাগবত মধ্যখণ্ড ২য় অধ্যায়।

নরুল গউলা—স° গন্ধ-নরুল; বা° গন্ধ-গোকুল। Civet.

শরভ—করীশাবক, বানর, উষ্ট্র, কাল্পনিক অষ্টপদ পশু। ২৪৩ পৃষ্ঠা ও ২৪২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

করভ—হস্তীশাবক।

লর—(হি°) স° আদর হইতে? মূল্য, দাম।

তা কি লর—তাহা কিনিয়া লর।

মৃগ-মদ—কস্তুরী, মৃগনাভি।

## কালকেতুর ভোজন ( ১৪৪—১৪৫ পৃষ্ঠা )

১৪৪ পৃষ্ঠা

বাড়া—১৩৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য ।

সম্বন্ধে—আনন্দ বা ভয়াদি-জনিত ব্যক্ততা, ভয় ।

ছড়া—স° ছরী, ছলি > ছাল, ছড় ।

মোক।—স° মুখ > মোকা = তাল বা নারিকেলের বোঁটাসংলগ্ন মুখটি > নারিকেল-মালা ।

ঝাটী—স° জট, ঝট ধাতু সংহতি > মার্জন । স° ঝাট = মার্জন ।

পাখালীলা—প্রকালন করিলা । প্রঃ—

পাখালি চরণে মুছিলা বসনে বসিল সুনার খাটে ।—শূন্যপুরাণ ।

পাদপদ্ম প্রভুর পাখালে নৃপমণি ।—ঘনরাম ।

পানী—পানি = হস্ত ।

১৪৫ পৃষ্ঠা

পাথর।—প্রস্তর > প্রা° পথর > পাথর । পাথর + আ = পাথরা = প্রস্তর-পাত্র ।

তরে—বৈদিক হি > পালি তরে ; তরে + হি = স° তর্হি । স° তু = তরণ ।

এবে তোর তরে কৈল অবতার কারু ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

তবে প্রভু বর মাগে অসুরের তরে ।—মৃগনুক । এখানে তরে = নিকটে ।

খাপরা—স° কপাল > কপড়ি, খপড়ি, খাপরা > স° খপর, কর্পর ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র

মজুমদার । তুঃ—

খাবরি ভরিয়া দিমু পানি ।—গোবিন্দবিজয় ।

সাজুড়িয়া—সংযুক্ত করিয়া ।

ছটা—স° ছি + টা ( তেলেশু প্রত্যয় ) ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

গোক—স° গুহ ।

ঘাড়ু—স° ঘাট = স্বক্কেল পশ্চাৎ । সর্বা° টী° স° ঘাটু, ঘাড়ু । প্রঃ—

ঘাড়ের রক্ত খাব কামড়ে খাব মাস ।—কৃষ্ণবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

ঘাড়ু হাত দিয়া বাহির করি দিল ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

হাড়া—স° ভাজন > ভান্জ > স° ভাণ্ড > স° হাণ্ড, হাণ্ডা, হাণ্ডী > হাড়া, হাঁড়ী ।—

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার ।

আমানী—অন্ন + পানীয় ।—রায়বাহাদুর বোণেশচন্দ্র রায় ।

উজাড়ু—উৎ + জট ( = সংহতিনাশ ), উৎ + জীর্ণ ( = বিনষ্ট ) । নিঃশেষ করে ।

ধায়—স° খাদ > প্রা° খাম > বা° খা ধাতু।

জায়ু—স° যবাগু, যাবক = যবের মণ্ড। পালি—জাণ্ড > জাউ। তাহা হইতে মণ্ড মাত্রই জাউ। প্রঃ—

উদর পুরিয়া খেত আউটিয়া জাউ।—মাণিক গাঙ্গুলী।

লাউ—স° অলাবু। প্রঃ—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও বৌদ্ধগানে আছে।

ঝুড়ি—? চুবড়ি, পেথে। প্রঃ—

রাজপুরে গেল হাড়ি ঝুরিয়ে কোদাল।

—তুলভ-মল্লিক-কৃত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গান।

হেনকালে তথাকার আইল ভাঙ্গন বুড়ি।

পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুঁজ, মাথা যেন ঝুড়ি ॥—মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল।

আলু—( স° ) ঘটাকার মূল।

ওল—স° ওল, ওল, ওব।

পুই—স° পুতিকা।

কাচড়া—স° কঞ্চট = জলজ শাক।

শারী কচু—সারবান্ কচু। ও° সারু।

ঘণ্ট—( স° ) ঘাঁটা চটকা ব্যঞ্জন। বৌদ্ধগান ও দোহায় ঘাণ্ট। চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিতে—ঘণ্ট।

ডাড়ী—?

বাড়ী—?

কালকেতুর এই অসম্ভব অতিভোজনের ছবি গ্রাম্য শ্রোতাদের কাছে খুব প্রীতিজনক হইত। কবি যেখানে ফাঁক পান সেখানে খুব ঘটা করিয়া ভোজনের বর্ণনা করেন; ইহা শ্রোতাদের খুব উপাদেয় লাগে; কারণ, তখন নিরস্তর লুটতরাজে ও খাজনা বৃদ্ধিতে দেশে অন্নকষ্ট দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকেরা এই খাওয়া লইয়াই লোক হাসাইয়া আসিয়াছে। অতিভোজন ও লোলুপতার মধ্যে একটা স্থূল হান্তরসের উপাদান আছে।

বন্ধবাসী ও বটতলা প্রভৃতি সংস্করণে কয়েক পংক্তি অতিরিক্ত আছে—

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল ৬২৪

ছোট গ্রাস তোলে যেন তেঁআটিয়া তাল ॥

ভোজন করিতে গলা ডাকে ঘড়ঘড়।

কাপড় উল্লাস করে যেন মরায়ের বড় ॥

ভোজন করিগা সাজ কৈল আচমন ।

হরিতকী খায়্য কৈল মুখের শোধন ॥

নিশাকাল হৈল, বীর করিল শয়নে ।

নিবেদিল পশুগণ রাজার চরণে ॥

তুঃ—কুৎসিত আকার মোর, কুৎসিত ভোজন ।

—কুতিবাসী রামারণ, আরণ্যকাণ্ড, কবছের উক্তি ।

## পশুরাজের নিকট বাহিনীর গমন ( ১৪৬ পৃষ্ঠা )

ছা—স° শাবক । প্রঃ—

সমতুল দেখি যেন শশকের ছা ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।

লেহালেহী—পরম্পরে লেহন ।

সারিয়া—স° স্ব + পিচ = সারি ধাতু প্রসারণে । প্রঃ—

সালুক স্থানির ফুলে সারিয়া লইব হার ।—শুভপুরাণ ।

ঢালী—স° ছালি—চালনে । স° ধারা > ঢালা ? হি° ডার = নিক্ষেপ ।

## সিংহের নিকট বাহিনীর আবেদন (১৪৭—১৪৮ পৃষ্ঠা)

১৪৭ পৃষ্ঠা

কুলিতা কাঠ—প্রীকৃত যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেন—কুড়তির কাঠ বা তৎসদৃশ  
অস্ত্র কিছু ।

বাতজহু—পবননন্দন হহুমান । স° জন্ + উ ( তাবে ) = জন, উৎপত্তি । তুঃ—

অজজহু ।—কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ ।

মাণ্য বানে—বাণ দ্বারা মারিল ।

শনে—স° সন্ধে, সমস্ > প্রাচীন বা° সন্ধে > শনে = সহিত ।

বেসাত্যে—আ° বেসাত = পণ্যক্রয় ।

হার—স° কার > পৌরসেনী প্রা° ধার, মহারাষ্ট্র প্রাকৃত হার । = তৎসদৃশ সাহায্য,

তুচ্ছ। প্রঃ—

ছার হেন দেখে। এবে তোন্ধার যৌবন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

রাগ দেশ মোহ লাইঅ ছার।—বৌদ্ধগান ও ঘোহা।

ইথে—স° ইদম্, অদম্>ইহা। ইহাতে>ইথে। প্রঃ—

তোক্ষাতে মজ্জিল মন ভালে জাগে দেবাগণ

ইথে কিছ নাইক সন্দেহ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নাহি—স° নাস্তি, ন হি>প্রা° নথি, নাহিং>ম° হি° নাহী, ও° নাহি°।

## সিংহের নিকট অশ্ব পশুগণের নিবেদন ( ১৪৮—১৫৪ পৃষ্ঠা )

১৪৮ পৃষ্ঠা

বাংলা দেশে আগে সিংহ হাতী গণ্ডার প্রভৃতি জন্তু প্রচুর ছিল বোধ হয়। বঙ্গদেশের সর্বত্র নিবিড় জঙ্গল ছিল, ১৫ শতকে এসব জঙ্গল কাটা হইয়া জনপদ হয়। বর্ধমানের সিংহারণ বা সিংহারণ্য নামে একটি স্থান আছে, তাহা হইতে অনেকে অনুমান করেন ঐ নাম বঙ্গে সিংহের আভিভূতের স্মৃতি বহন করিতেছে ( বাংলার পুরাতত্ত্ব—শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় )। কাম্বীররাজ জয়াপীড় বঙ্গে আসিয়া সিংহ বধ করিয়া গোড়রাজকুমারী কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উল্লেখ আছে। সুন্দরবনে হাতী ও গণ্ডারও ছিল। এবং—

হিজলী দক্ষিণে রহে হোগলের বন।

বগ্জজন্ত পাড়ে কত গওক বারণ ॥

—নরসিংহ বনুর ধর্মমঙ্গল ( ১৭৩৭ খৃঃ )।

গজদণ্ডী—গজদণ্ডী।

আর্জাস—কা° আর্জ দাশং ( আর্জি )=নিবেদন। চেষ্টা অর্থেও প্রয়োগ আছে—

অনেক আদাজ করে না পারে উঠিতে।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

[ ১৪৮ পৃষ্ঠা ফুটনোট।—বার—স° বহিঃ, বহির>প্রা° বা° বাহির>বাহির, বার।

প্রকান্ত সভা করিয়া বস। ]

১৪৯ পৃষ্ঠা

[ ১৪৯ পৃষ্ঠার ফুটনোট।—কুটরে—কাটুরিয়াকে। অতিরিক্ত পাঠের টীকা গরে

প্রকৃত, হইয়াছে। ]

১৫০ পৃষ্ঠা

শমর শাহশ বানা—সমরে সাহসবান, যুদ্ধে সাহসী। অথবা সমরে সাহসবানা—যুদ্ধে

সাহস হইয়াছে বানা অর্থাৎ চিহ্ন যার। তা° বানা = পতাকা।

ফুরনা—স° ক্ষুণ্ণ শব্দ। = ক্ষুণ্ণিযুক্ত ( active, agile )।

দাপে—দর্প প্রকাশ করে, তাড়া করে।

১৫১ পৃষ্ঠা

লোফে—স° লক্ষ্য > লুফ ধাতু। প্রঃ—

সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন।—কুন্তিবাস, স্তম্ভরাকাকু।

আগলার—স° অর্গল > বা° আগল ধাতু। প্রঃ—

মিছাই কালাঞি° তৌ আগোলসি বাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

১৫২ পৃষ্ঠা

ঝাপে—স° ঝম্প > ঝাঁপ। বীরকে কেশরী ঝাপে = বীরকে ( নিমিত্তার্থে কে বিভক্তি,

তুঃ—জলকে ঘাব, ঘরকে ঘাব ) আক্রমণ করিবার জন্য ঝম্প দিল। প্রঃ—

তাহার কারণে কালীদহে দিলোঁ ঝাঁপ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চাপড়—স° চপেট, চপট, চাপট > প্রা° চবিড়। প্রঃ—

বজ্র চাপড় হাড়িক কসিরা মারিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ঢাল—স° ঢাল। প্রঃ—

কেহ কেহ পাছে রহে ঢাল খাড়া ধরা।

—সীতারাম দাসের ধর্মরাজের গীত।

মুটকি—স° মুটিক > বর্ণবিপর্যয়ে মুটকি, মুকটি। প্রঃ—

এক মুটকির ঘাএ লইতাঙ প্রাণ।

—কুন্তিবাসী রামাংগে রামচন্দ্রের প্রতি বালির উক্তি।

১৫৩ পৃষ্ঠা

য়েড়ে—স° ইড় ধাতু ত্যাগে। এড়ে = ত্যাগ করে, নিক্ষেপ করে।

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।—বোধগান ও দোহা।

এড় এড় বুলিতে আধিকৈ করে ধরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জাকে জাকে—স° পুজক > পজাক, পজাক > জাঁক, জাঁক। ও° পজা। জাঁকে জাঁ

দলে দলে। প্রঃ—

কত শত ময়ূর পুড়িল জাঁক জাঁক।—কুন্তিবাসী রামাংগ, পজাকাকু।



ধননা ধননী

করে নানা ধুনি

উড় বৈসএ ঝাকে ঝাক ।—শৃঙ্গপুরাণ ।

হুইজনে বাণবৃষ্টি করে ঝাকে ঝাকে ।—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড ।

বিডায়—স° বি + ডা ( উড্ডীন, উড়া ) ? পলায়ন । পাঠান্তর—বিবাহ = বিবাদ । প্রঃ—

হরিনী জাগার ভালো কুটুখ-বিবাহ ।—বিজ্ঞাপতি ।

ঠাট—স° স্থিতি হইতে ? ও° ঠাট, হি° ঠাট = দল । সৈন্তদল । প্রঃ—

নিশি দিসি আওব কামিনীঠাট ।—বিজ্ঞাপতি ।

হতী ঘোড়া ঠাট আদি লহ ত অপার ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

এবেশে অজয়তটে ভূপতির ঠাট ।—ঘনরাম ।

লয় লাগ—লয় হয়, নিযুক্ত হয় । স° লগ ধাতু ।

নিবিশ কারু কাপালি জোই লাগ ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

টুটে—স° ক্রট ধাতু কম হওয়া । প্রঃ—

তা মহামুদৈরী টুটি গেল কংখা ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

অবতার—অবতারণ, নিক্ষেপ ।

তালী—স° তালক = কুসুপ । শ্রবণশক্তি রুদ্ধ হওয়া—যেন কানে কুসুপ-চাবি বন্ধ হইল । প্রঃ—

জই পবন-গমন-হুআরে দিত তালী বিভিজ্জই ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

দড়—স° দূড় &gt; দড়, দড় । বৌদ্ধগান ও দোহার—দিড়, দিট ।

চড়—স° চার্ণট &gt; চাপড় &gt; চড় । কিংবা স° চর্পট &gt; চড় । প্রা° চবিড় । প্রঃ—

সেহি দুতা মার কোণ কাজে চড় খাএ ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

উঠিলা—স° উৎ + স্থা ধাতু = উখা &gt; উঠা, উঠ ধাতু ।

চাপিয়া—স° চপ্ ( চূণীকরণ, পেষণ ) অথবা চর্ক ( চর্কণ ) ধাতু হইতে বা° চাপ, ও°

ছপ, হি° ছাপ, ম° চেপ ধাতু । তুঃ—

ভিজা বস্ত্র চিপিয়া দিলে ঐ রাজার মুখখানর উপর ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

হটে—স° হঠ = বল প্রয়োগ । হটে—বল প্রকাশ করিয়া ।

১৫৪ পৃষ্ঠা

চাক—স° চক্র &gt; প্রা° চক ; বা° চকর, চাকা, চাক । বৌদ্ধগান ও দোহার—চক, চাক ।

কুমারের চাক যেন মাণিক অঙ্গুরী ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

আছাড়—স° আ + সারি ধাতু নিক্ষেপে । অপসারিত করি, সরাইয়া ফেলি হইতে

নিক্ষেপ অর্থ গোণতাবে আসিয়াছে ।

স্বনীত—শোণিত।

নিকলে—স° নিকাশ > হি° নিকলা, নিকলনা = বাহির হওয়া। প্রঃ—

নিকলিল ময়নামতী যাত্রা করিয়া।—মানিকচন্দ্র রাজার গান।

মুঞ্জে—স° মুখ > প্রা° মুহ > বা° মু। সপ্তমী বিভক্তিতে মুঝে, প্রাচীন বাংলায় মুঞ্জে।

দুঁহাকার—স° দি > দুই, দুঁহা। সপ্তকে কের, কার বিভক্তি হয়।

চাহে—স° চার = চাক্ষুজ্ঞান।

দিঠে—স° দৃষ্টি > প্রা° দিট্ঠি > বা° দিঠি, দিঠ। প্রঃ—

মুঢ়া দিঠ নাঠ দেখি কাঅর।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

আচড়ে—স° আ + √চৃ (বিদারণ) = আচর > আচড়, আঁচড় = ঈষৎবিদারণার্থে।

জর্জর হইল দেহ আঁচড় কামড়ে।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

পীঠ—স° পৃষ্ঠ > প্রা° পিট্ঠি > বা° পিঠ। শূত্রপুরাণ ও মানিকচন্দ্র রাজার গানে—পিঠি।

চারখার—ভাস্কর্য্যতত্ত্ব > গোণ অর্থ লণ্ডভণ্ড, ছিন্নভিন্ন। প্রঃ—

রাম রূপে রাবণ বধিলো লঙ্কা কইলো ছারখার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বহুমূল পসার অরিয়া ছারখার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জমধর—যে (নথ) যমকে ধারণ করিয়া আছে অর্থাৎ যার আঘাতে নিশ্চয় মৃত্যু।

## ফুটনোট্‌ অতিরিক্ত পাঠ (১৪৯—১৫৩ পৃষ্ঠা)

১৪৯ পৃষ্ঠা

তুলাক—তুলার জায় লঘু অর্থাৎ দ্রুতগামী হরিণ।

বাড়বাড়ি—স° বৃধ ধাতু > বাড়। বাড়বাড়ি, অতিবৃদ্ধি, অতিশয়।

উত্তরায়—স° উর্ক > প্রা° উত্ত, হি° উত্ত = উচ্চ। স° রান > বা। রা শব্দের ৭মীতে র

বিভক্তি যোগে রায় = রবে। উচ্চরবে। প্রঃ—

কান্দে উত্তরায়।—কুন্তিবাস।

রণ ছেড়ে স্থগীত পলায় উত্তরায়।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

উত্তরায় কান্দে লোক প্রাণ যায় যায়।—ভারতচন্দ্র।

পকানন—স° পক (বিসৃত) আনন (মুখ) যার = সিংহ।

সিংহের সময়-সজ্জা (১৪৯ পৃষ্ঠা)

কোটাল—স° কোঠপাল, কোটপাল, আ° কোতওয়াল = দুর্গরক্ষক, পুলিশপ্রহরী,

চৌকিদার। অনাদরে কোটালিয়া > কোটাল্যা। প্রঃ—

ভাণ্ডারী ভাণ্ডারপাল রাজদুত কোমি কোটাল।—শূণ্যপুরাণ।

কোক—( স° ) তরঙ্গ, নেকড়ে বাঘ ।

রায়বার—স° রাজবার্তা । প্রঃ—

ভাটগণে পড়ে রায়বার ।—নবদীপপরিক্রমা ।

ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ।—ভারতচন্দ্র ।

অলদ রায়বার ।—রুত্তিবাস বা কবিচন্দ্রের রামায়ণ ।

### ১৫০ পৃষ্ঠা

আজি—স° অজ্ঞ > প্রা° অজ্ঞ > বা° আজ । অজ্ঞ শব্দের ব মধ্যে গিয়া অরদ > অইদ > আজি হইয়া থাকিবে ।

চির—স° চূ ধাতু > চির ( বিদারণ ) । বিদারিত হইলে যে খণ্ড বা ফালি হয় তাহাও চির ।

মাছি—স° মক্ষী > প্রা° মক্ষী > মাছি ।

### কালকেতুর সহিত শার্দূলের যুদ্ধ ( ১৫০ পৃষ্ঠা )

হেলাইয়া—স° √/হল চলনে, স° হিল ধাতু পার্শ্বেনত বা বক্র হওয়া, স° হেল ধাতু অবলীলা, অনায়াস ।

বা—স° বাত > প্রা° বাঅ > বা । স° বা ধাতু গতি হইতে । প্রঃ—  
শীতের ওড়নি পিয়া গিরিষের বা ।—চণ্ডীদাস ।

পাট—স° পট্ট, তে° পটু = রেশমী বস্ত্র ।

ধড়া—স° ধটা—চীরবস্ত্র ।

বাশ—ধমুক ।

মুগরা—স° মুর্কা > মুর্গা ; বর্ণবিপর্যয়ে মুগরা । *Sansevieria roxburghiana* । এই গাছের পাতার আঁশে পাকানো দড়ি দিয়া ধমুকের গুণ বা ছিলা তৈরি করা হইত বলিয়া ধমুকের গুণকে মোর্কী বলে ।

চড়া—স° চল, চর ধাতুর গৌণ অর্থে চড়া = আরোহণ । ধমুকে ড্যা বা গুণ সংযোগ ।  
প্রঃ—

কোপ করি লক্ষণ ধমুকে দিল চড়া ।—রুত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

বিজুবনে—বিজ্ঞন বনে ।

সাড়া মারিয়া—স° মর > মার, সাড়, সাড়া । শক করিয়া ।

চিরদিন ক্রোধে—বহু কালের সঞ্চিত ক্রোধে ।

## পশুরাজের যুদ্ধে গমন ( ১৫১ পৃষ্ঠা )

লাহুড়—স° লাহুল। প্রঃ—

লেন্দুর বাড়ীলা বীর পঞ্চাশ যোজন।—কবিচঞ্জের রামায়ণ।

বাউলার—স° বল ধাতু সঞ্চরণে।=বুলার, সঞ্চালন করে।

বাউড়ি—স° বহুল > বাকল, বাকড়া, বাখড়া > বাগড়া ( বাগুরা-খন্ড-সাদৃশ্যে ) > বাউড়ি।

পাতার লম্বা খোলা বোটা, কলার খোলা, কলার বাসনা। কিংবা পাবড়ী > বাউড়ি। তুঃ—

সহস্র বাখড়ি পদ্ম হইল্যা সতদল।—ধর্মপুত্রাবিধান।

ঝড়ে যেন ভাঙ্গি পড়ে কলার বাগড়ি।—কুন্তিবাস।

ঠেকাইয়া—স° হৃগ ধাতু হৃগিত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া, বাধা পাওয়া। তাহা হইতে অর্থ স্পর্শ করানো।

## ২৫২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

টান্ধী—স° টঙ্গ, টঙ্কিকা। সবা° টা° স° টঙ্কী। কোলটাঙ্কির। হি° টান্ধী। পরণ্ড, কুঠার।

ঝরঝর—স° ঝর=নির্ঝর, ধারা। নির্ঝর-তুলা ধারার ক্রমাগত পতন বুঝাইতে ঝর শব্দের দ্বিগুণ।

ঝলকে—ঝরক > ঝলক ( ধারা )। স° ঝলকা, ঝলা—অগ্নিশিখা। জ্বালাচ্ছি ঝলকা — হেমচন্দ্র ( ১২ শতক )। অগ্নিশিখার জ্বায় থাকিয়া থাকিয়া বেগে নির্গমন।

গুড়িগুড়ি—স° গুট ( সংগোপন )। স° গুর্ ধাতু গতি—দ্রুতগতি। গোপন। স° গুট, গুড়=বর্জুল; গুড়িগুড়ি—অবনত ও সমুচিত হইয়া দেহ সংগোপন করিয়া দ্রুত পলায়ন। ক্রমাগত ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য দ্বিগুণ। প্রঃ—

কাঁকালে কাপড় বেঁধে পলায় গুড়িগুড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

কপালেতে দীর্ঘ কোঁটা ঘান গুড়িগুড়ি।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বাড়ি—? আঘাত। প্রঃ—

গজের মাথার মারে চহাতিরা বাড়ি।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঝুটে—স° √ ফুট ভেদনে বিদারণে বেধনে।

ঝড়—স° ঝড়া, ঝটিকা > ঞা° ঝড়। স° ঝর > ঝড়—ভূরি বৃষ্টি, অতিবর্ষণ; তাহা হইতে

গৌণ অর্থ বেগবান্ বায়ু। চটপ্রায়ে ঝড়=বৃষ্টি; ঝালদহে ঝড়ি=বৃষ্টি। প্রঃ—

সাত দিন নয় রাত্রে গোফুলত ঝড়।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ছুবি—স° ছুদ, ছুদী, ছুরিকা > পরবর্তী সংস্কৃতে ছুরিকা।

কড়মড়ি—স° কড় ধাতু ভক্ষণে; স° মণ্ড মড়ি ধাতু বিভাজনে। কড়মড়=ভক্ষণার্থ

চক্ষণ>দন্তে দন্ত ঘর্ষণের শব্দ। ধ্বজাত্মক শব্দও হইতে পারে। প্র:—

হস্ত কাটা গেল বেটা দন্ত কড়মড়ে।—কুন্তিবাস, লক্ষাকাণ্ড।

ঢাক—স° ঢকা—ঢক ঢক শব্দ করে যে বাতাস।

বেন—স° বদ্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে বেন=যাহার দ্বারা। স° যথা>প্রা° জেম>বা°

যেমন, যেন=সাদৃশ্য, উপমা।

কেতুতারা—ধ্বজেতু।

সটা—জটা।

ব্যোমবানে—আকাশে।

বিজুলি—স° বিজ্যৎ>প্রা° বিজ্জল, বিজ্জলী>বা° ও° বিজুলি, ম° বিজলী, হি° বিজলী।

প্র:—

বেকত বিজুলি শোভে চম্পক-মালা।—শ্রীকৃষ্ণকোর্তন।

## পশুগণের রণে ভঙ্গ ( ১৫৪—১৫৫ পৃষ্ঠা )

১৫৪ পৃষ্ঠা

দেবীর বাহন—সিংহ দুর্গার বাহন। পার্শ্বভী কালী যখন গৌরী হইবার জন্য তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন, তখন বায়ুমুখে শুনিলেন যে এক পরম্পর শিবের পুরামধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাতে দেবী ক্রুদ্ধ হন এবং

নির্জগাম মুখাৎ ক্রোধঃ সিংহরূপী মহাবলঃ।

তখন ব্রহ্মা বলিলেন—

য এব সিংহঃ প্রোভুতো দেব্যা ক্রোধাদ্ বরাননে।

স তে হস্ত বাহনং দেবী কেতো চাস্ত মহাবলঃ।

—মৎস্যপুরাণ ১৫৭ অধ্যায়।

কল্পপুরাণ মহেখরখণ্ডে কুমারিকাণ্ডে ২৯।৩৬ ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে ৪৪।৭৮ ইত্যাদি।

বোগনিদ্রা যশোদার কজ্ঞারূপে জন্মিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার গৃহে রাখিয়া বোগমহারকে বদল করিয়া আনেন এবং কংস সেই কন্যাকে বধ করিবার চেষ্টা করিলে সেই কজ্ঞা চতুর্ভুজা হইয়া আকাশে

উখিতা হন। তখন ইন্দ্র আসিয়া সেই চতুর্ভুজা দেবীকে বিদ্যাপর্যন্তে লইয়া যান এবং “ভক্ত স্থাপ্য হরিম্ দেবীং দক্ষা সিংহঞ্চ বাহনম্” তাঁকে বিদ্যাবাসিনী করেন।

—বামন-পুরাণ।

দেবীর বাহন ব্যাঘ্র ও তাহার নাম সোমনন্দী।—শিবপুরাণ, বারবীর সংহিতা

২৩ অধ্যায়।

বাহ—স° বহ (বহন করা, বাহু চলা)+অ। ঘোড়া, মহিষ, বৃষ।

আহড়ে—স° অন্তরাল>আড়াল>আহড় (?)। প্রঃ—

• কুন্তকর্ণ গৃহ বাধে গাছের আওড়ে।—কুন্তিবাস, স্তম্ভরাকাণ্ড।

চক্ষের আয়ড় তিলি না করেন যার।

তায় কি দিবেন যেতে সাত নদী পার ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

কিচক—স° কীচক—বীশ, নল, খাগড়া।

কণ্টক বনে লুকাল্যা সজ্জার—সজ্জার অঙ্গ কণ্টকাকর্ণ; সে কণ্টক-বনে লুকাইয়া আত্মগোপন করিল যেন তাহাকে দেখিলেও শত্রু চিনিতে না পারে, কণ্টক-বনেরই একাংশ বলিয়া তাহার ভ্রম হয়। এই সহজ যুক্তিকে ডারউইন বলিয়াছেন Protective instinct। যে জন্তুর অঙ্গ যেক্রমে সে সেইরূপ আবেষ্টন বাছিয়া বাস করে; তাহাতে তাহার আত্মগোপন সহজ হয় এবং তাহার ফলে সে শত্রু বা খাদ্য সংহার করিতে পারে ও শত্রুর দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কবিকল্পণের এই বৈজ্ঞানিকোচিত দৃষ্টি বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক ও প্রশংসার যোগ্য।

গাড়ে—স° গর্ত। স° √গাঢ় প্রোথিত-করণে। বা° ও° গাড়, হি° গাড়া গাঢ়।—বৌদ্ধগানে—গাতী।

আহনে বিহনে—স° আহল-বিহল>আহল-বিহল। প্রাচীন বাংলায় ল ও ন প্রায় একরকম করিয়া লেখা হইত। = ব্যাকুল হইয়া।

ভাবকী—ভাব+কী=ঈষৎ ভাব, ভাবের ইঙ্গিত, উকি। অথবা ভুলকি (বশোর জেলায়)=উকি।

মালসাত মারে বানর দেখায় ভাবকি।—কুন্তিবাস, স্তম্ভরাকাণ্ড।

তমাল-তরু-মূলে—তমালতরুর মূলে চণ্ডীর দেউল নির্মিত হইয়াছে, সেইখানে।

চারীভীতে—স° চহারি>চারি। স° ভিত্তি>ভিত। চারিভিতে=চারিদিকে।

## পশুগণের ক্রন্দন ( ১৫৫—১৫৮ পৃষ্ঠা )

১৫৫ পৃষ্ঠা

সিংহ আদি পশু—(১) সিংহ প্রভৃতি পশু, (২) আদিপশু অর্থাৎ পশুগণ পশু সিংহ ।

অক্ষটি—স° আখেক > হি° আখেকা = ব্যাধ, শিকারী । প্রঃ—

শাখা আড়ে আখেকা পাখায় দিল আটা ।—ঘনরাম ।

অক্ষটীর ভাস্যা গেল হাতের সাতলা ।—দামোদরের বহা ।

কাল—যমের ছায় মারাত্মক ভয়ানক ।

আমি পদ আঠে—শরভ অষ্টপদ জন্তু ।—

অষ্টপাদ উর্দ্ধনয়ন উর্দ্ধপাদ চতুষ্টয়ঃ ।

সিংহং হস্তং সমায়াতি শরভো বনগোচরঃ ॥—মহাভারত ।

শরভ অষ্টপদ পশু সমুখে দেখিল ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ।

শরভের পদমধ্যাদা যে অত্যধিক তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু চুঃখের বিষয় তাহা কাল্পনিক ।

১৫৬ পৃষ্ঠা

রঙিকা—স° রঙ = নিফল । রঙিকা = নিফলা । তাহা হইতে অর্থ বিধবা ও পরে  
বেশা অর্থও আসিয়াছে । রাঙী, রাঙী রূপও প্রাচীন বাংলায় ছিল ।

দোসর—স° দ্বিতীয় > বা° দোসরা, হি° ম° ও° হুসরা । দোসরা > দোসর = দ্বিতীয়  
ব্যক্তি, সঙ্গী । অথবা, দো (দ্বি) + সর (সদৃশ) । প্রঃ—

যার কান্ন বসে দোষর মাথা ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

একা রামে রক্ষা নাই স্ত্রীবা দোসর ।—কুন্তিবাস ।

দোসর ভেল তাহে কাল বসন্ত ।—ঘনশ্যাম দাস ।

দড়ি—স° দোর, ডোর ।

তোক—বৈদিক স° তোক, তুক = ছেলেমেয়ে, শিশুসন্তান ।

গড়াগড়ি—স° ঘূর্ণিত হইতে ? তুঃ—

ধুম ধাম করিয়া পাথর পড়িতে লাগিল ।

রাজার কমর ছাড়িয়া সব ঘরাঘরি গেহুয়া—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে ।

থগে গড়ি দিএ কান্দে ধুলায় ধূসর ।—জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল ।

উইচারা—স° পুতী, পুস্তিকা > উই ( প এবং ত লোপে ) । স° চর ষাত্ত ভক্ষণ >

হি° চাৰা = পশুখাদ্য ।

নেউগী—স° নিয়োগী—সন্মানায়ক পদবী। প্রঃ—

নয় লাক লক্ষর নিয়োগ পাছ সাজে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চৌধুরী—স° চতুর্ধুরী=প্রধান ব্যক্তি। প্রঃ—

সেই হয় ত চৌধুরী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

তালুক—আ° তালুক=ভূসম্পত্তি, বৃহৎ জমিদারীর অধীন অংশ।

থানে থানে তালুক সব ছন হইয়া গেল।—মাণিকচন্দ্ররাজার গান।

নেউগী...তালুক—তখন যে ধনী লোকদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কারো হিংসা না করিলেও যে বিপদ নিষ্কৃতি দিত না, তার পরিচয় প্রত্যেক পণ্ডর কথার মধ্য দিয়া কবিকঙ্কণ দিয়াছেন।

মাণ্ড—পালি মাতৃগামে চ মহিলা। স° মাতৃগ্রাম>মাতৃগাম>মাউগ>বর্ণবিপর্যয়ে মাণ্ড, মাগ, মাগী=মহিলা, স্ত্রী। স° মাগী>মাগী, মাগ, মাণ্ড। দ্রবিড়ী কোটা প্রভাবায় মুকণ মোকন মোগ্গন=স্ত্রী। ওরাওঁ—মুকা=স্ত্রী। ও° মাইকিনা, হি° মোগী, ম° মাণ্ড মাগী=স্ত্রীলোক। মালদহে মাউগ=স্ত্রী। প্রঃ—

মাণ্ড-কিলে কিলান্না মারিবো তোকা বাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মৈল—মরিল। স° মৃ ধাতু। প্রঃ—

তোত লাগি যমুনাত মৈল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মিশ্র পুরন্দর গুনি মহিলা আচম্বিতে।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী।—কৃতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

নাতি—স° নপ্ত>প্রা° নতী=পৌত্র, দৌহিত্র। :

এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।

একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥—কৃতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

সংশে—স° শন্ ধাতু। শাস ফেলে—মৃত্যুকালের ঘন দীর্ঘ শাস।

অত্যাহতি—অতি+আহতি ( আঘাত )।

পঞ্চ দুর্গতি—বেদান্ত-মতে শরীরীর পঞ্চ দুর্গতি বা ক্লেশ—(১) অবিদ্যা ( বিদ্যাবিরোধী ভাব ), (২) অন্ধিতা ( আমি একজন এই অহঙ্কার ), (৩) রাগ ( অহরাগ, ইচ্ছা, কামনা ), (৪) ঘেব ( বৈরিতা, হিংসা ), (৫) অতিনিবেশ ( মৃত্যুভয় )।

বরাট্যা—স° বরাট, বরাটক=অকিঞ্চৎকর, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, কড়ি। বরাট+ইক্ষা ( তুচ্ছার্থে )=বরাটিয়া, বরাট্যা। প্রঃ—

কোন বা বরাট আমি হই অন্নমতি।—কালীদাস দাস, সভাপর্ক।

চুচুকা—স° চূর্ণ>চুচুকা, চুচুকা=ক্ষুদ্র, সামান্য।



মুখা—স° মুক্তক, মুতা>প্রা° মুতা, মুত>হি° মোখা; বা° মুতো, মুখো, মুখা।  
কন্দবিশিষ্ট বাস; এখানে সেই বাসের কন্দ, খাইতে অনেকটা কেত্তরের  
মতন লাগে। প্রঃ—

আনিল মুখা শিকড়।—চণ্ডীদাস।

মজিদু—স° মসজ্জ মজ্জ ধাতু নিমজ্জনে>বিপদসাগরে পড়া, বিপদে মগ্ন হওয়া। প্রঃ—  
(আদিম অর্থে)

জলেতে মজিদা ভীম কৈল স্নান পান।—কাশীরাম দাস।

আদি বরা—ব্রহ্মার (পরে বিষ্ণুর ও শিবের) অবতার বরাহ আদিবরাহ নামে  
বিখ্যাত। ১৭২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

শহুর—স° শ্বশুর। তুঃ—

অমপূর্ণা শান্ত্রী বন্দম্ মহেশ শান্তর।—মৃগলুক।

শাহুড়ি—স° শ্বশুর>প্রা° শান্ত। শান্ত+ড়ি (তেলেঙ প্রত্যয়—বিজয়-বারু)=  
শান্তুড়ি। স° শ্বশুর শব্দের জ্বলিত শব্দরূপী>শান্ত্রী। বোদ্ধগানে—শাহু।

দেবুর—স° দেবর (দ্বি বিতীয় বর স্বরূপ যে)।

ভাহুর—স° ভ্রাতৃশ্বশুর (যে ভ্রাতা শ্বশুর-তুল্য মান্য)। ও° দেড়ুশুর। প্রঃ—

বিধাতা ভাহুর যার লক্ষ্মীকান্ত মিতা।—শিবায়ন।

দেবর ভাহুর মল আর মল পতি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

### ১৫৭ পৃষ্ঠা

ছিল।—স° অস ধাতু>বা° আছ ধাতু। আছ ধাতুর অতীত কালে আছিল; আ  
লোপে ছিল।

পেট-রাও—স° পেটক (পেটারী)>প্রা° পোট (পোটং উত্তরে।—দেশানামমালা।)>  
বা° হি° পেট, ও° পেট-অ, ম° পোট। পেট=উদর, গর্ভ। রাও—স° রও  
(=নিফল); রও (=নিফলা, বিধবা)>বর্ণবিপর্যয়ে রাও>রাড়। পেট-রাও  
=গর্ভাবস্থার বিধবা। পেট-রাও গোএ—যে পুত্র গর্ভে থাকিতে মাতা বিধবা  
হইয়াছিল। Posthumous child.

মোএ—স° মোহ=মমতা।

সভা—স° সৰ্ব>প্রা° সৰ>সবা, সভা, সব, সভ। প্রঃ—

সমান সে বয়ঃক্রম সতে মেলি এক মৰ্ম।—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

সীতার বেশ করিতে সতে দাঁড়ায় সারি সারি।—কৃত্তিবাস, লক্ষ্মীকাণ্ড।

আপনার মাংস.....অরী—ভুঃ—

আপণা মাংসে হরিণা বৈরী ।  
 খণহ ন ছাড়হ তুকুঅ হেরি ॥—বোদ্ধগান ও দোহা ।  
 চারি পাস চাহৌ যেন বনের হরিণী ল ।  
 নিজ মাংসে জগত্তের বৈরী ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।  
 আপন গারের মাংসে হরিনি বিকলী ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।  
 হরিণী আগার ভালো কুটুখ বিবাহ ।—বিজাপতি ।  
 চন্দ্রণি বীপিনং হস্তি, মন্তরোন্ হস্তি কুঞ্জরম্ ।  
 কেশেষু চমরীং হস্তি, মাংসেষু হরিণো হস্তঃ ॥—উদ্ভট ।

উপাড়ে—স° উৎপাটন ( করে ) ।

তোমার কর্পরে—তোমার কাছে বলি হইয়া খড়্গো কাটা গেল । স° কর্পর = খড়্গ, খাঁড়া ।

হেলা—বাংলা হ ধাতুর এক অর্থ জন্মগ্রহণ করা । প্রঃ—

যখন পুঁটু আমার হয় নাই  
 ভিখারীতে ভিখ নেয় নাই ;  
 ভাগ্যে পুঁটু হয়েছে,  
 ভিখারীতে ভিখ নিয়েছে ।—ছড়া ।  
 যশোদার পুত্র হৈল পড়ে গেল সাড়া ।—ঘননাথ দাস ।

কাণ্ড—শর, বাণ, তীর ।

হেকটি কুটিয়া—হেঁচকি তুলিয়া, থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ; স° হিকা, হেকা >  
 ও° হাকুটি, বা° হেচকি, হেঁচকি ; হি° হিচকী । সর্কী° টা° স° হেকটী ।

১৫৮ পৃষ্ঠা

গগনে পদাতি—( ১ ) গগনে পদার্পণ করিয়াছিল, ( ২ ) গগনে পদাতি ।

বান্ধে বোড়াশালে—১৪৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য ।

মিরাসে—আ° মিরাস্ = বংশপরম্পরাগুরুত্বক্রমিক বিবরণসম্পত্তি ।

বাপের মিরাস এড়ি বাইসু গৈরর সহর।—মরনাথদীর গান ।

হটে—স° হঠ = বলপ্রয়োগ > পশ্চাৎ গতি, পরাজয় । প্রঃ—

সর্কীকে বিদীর্ণ বালি তবু নাহি হটে ।—কৃষ্ণিবাস, কিকিচ্ছাকাণ্ড ।

ভেল—স° তু ধাতু । হইল । প্রঃ—

অমির সাঅরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ।—চণ্ডীদাস ।  
 জনম অবধি হাম রূপ নেহারহু নয়ন না তিরপিত ভেল ।—চণ্ডীদাস ।  
 ধমি মন্দির বাহির ভেলি ।—বিজাপতি ।

অথবা তেল—স° যেল হইতে—মিশাল, ভেজাল অর্থ হইতে প্রভাঙ্গণ।—কিংবা  
 তেল—ভুল হইতে; ভ্রান্তি, ভেঁকি।  
 বিএ—স° হুহিজা > গালি-ধিতা, ধীতা, ধী, ধি; প্রা° ধিদ্; পরে স° ধীলটি, থলা।  
 ধি > বি; ও° বিঅ, প্রাচীন বাংলা বিঅ বিএ বিয়।  
 জিয়া—স° জীব ধাতু > জী; জি ধাতু। জীবিত থাকিছা।—প্রঃ—  
 সেই জলে জীয়ে পাখা ফুল ফল।—চৈতন্যচরিতামৃত।  
 জীঅ জীঅ উলুক বাছা হওরে চিরায়।—শূঙ্গপুরাণ।  
 কাল মেঘের জলে জীএ সংসার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।  
 হাইবাসে—আ° হাবাস, হাউস; স° আবেশ। প্রাচীন বাংলায় হাবাস, হাইবাস;  
 ম° হব্যাস। অভিনিবেশ, আসক্তি, অভিলার। যশোর জেলার হাউস=উৎসাহ,  
 ।—সংস্কৃত।—তুঃ—  
 পাইতে সোন্দর মোর মনে হাবিলাস।—গৌরকবিরায়।  
 বৈভের আশাসে—চণ্ডী নরুলকে পশুদের বৈভ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তার ফলে।

## পশুগণের প্রতি চণ্ডীর প্রশ্ন ( ১৫৯—১৬২ পৃষ্ঠা )

১৫৯ পৃষ্ঠা

তুয়া—স° তব।—প্রঃ—

তোমাং হাড়িয়া যে স্থখে আছিহু নিবেদি হে তুয়া পায়।—চণ্ডীদাস।

নাহি তুয়া আদি অবসান।—বিভাপতি।

যে কিছু সকল ভূমি,                      সকলের জন্মভূমি,  
 পুরুষ প্রকাশ তুয়া গুণে।—শিবায়ন।

বিহু—স° বিন।—প্রঃ—

মূল বিহু পরধনে মাগয়ে বেরাজ।—বিভাপতি।

ত্রিভুবনে ভাগ্যবান নাহি তোমা বিহু।—শিবায়ন।

তুজার চরণ বিহু আন নাহি জানি।—শূঙ্গপুরাণ।

গৃহিণী বিহু গৃহধর্ম না হয় শোভন।—চৈতন্যচরিতামৃত।

তোমা বিহু অভাগিনীর নাই অগ্র গতি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মালা—মালিল।—প্রঃ—

তাকে মাণ্ডে কটক যত মাবেক পালাঞেঞা।—কবিচঞ্জের রামায়ণ।

ঠঠার—কাঠিরিরা। ১৪৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

হেন—বৈদিক এনা=এইরূপ। স° এবং, অনেক>অপভ্রংশ প্রাকৃত হিহি, হেহা।

হেট—স° অধঃ>প্রা° হেট্ঠং, পা° হেট্ঠা>বা° হেট, হেঠ, হেঁট, হেঁঠ।

নারায়ণী—১২৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

[ ফুটনোট ( ১৫৯ পৃষ্ঠা )—ছা—স° শাব>ছা=সন্তান! ]

### ১৬০ পৃষ্ঠা

হুণীলা—হুণিলে।

রায়—স° রাব, রব=শব্দ, বাক্য, গর্জন।

রহায়—স° √অস বা √রাজ>√রহ। থাকায়, স্থগিত করে।

অকলে ধরিয়া মোক কাহাঞি রহাএ গো।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জবে—স° জব=বেগ।

গাড়—স° ঘাট>ঘাড়। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে—ঘাড়, ঘার।

ডর—স° দর=ভয়।

তর্পণের তরে—১৪৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

কিশের—স° কস্মাং, কিদৃশ>প্রা° কিস, ও° কিস-অ, প্রাচীন ও° কেসনে, হি° কিসসে, কিসলিয়ে; ম° কশালা। কি নিমিত্ত। বৌদ্ধগান ও দোহার—কিব, কীষ, কীস।

### ১৬১ পৃষ্ঠা

চড়ে—স° চর>চড়=আরোহণ। বৌদ্ধগান ও দোহাতে চড় ধাতু আছে। প্রঃ—

লাফ দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

তাড়াতাড়ি—তাড় ধাতু তাড়না। তাড়িত হইলে দ্রুত শগরান করে বলিয়া সম্বর।

অথবা, অবাতির>তাড়াতাড়ি, ম° তাড়াতোড়ী। প্রাচীন বাংলায় তাড়না ও দ্বরা দুই অর্থেই তাড়াতাড়ি ব্যবহৃত হইত।—তাড়না অর্থে প্রয়োগ—

এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।

ভিকা নাহি পান, আর লাভ তাড়াতাড়ি ॥—অন্নদামঙ্গল।

বালক কুকুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।—অন্নদামঙ্গল।

হমুহান-বাক্যে কপি যার তাড়াতাড়ি।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

নেউটলা—স° নিকুন্ত, নিকুন্ত>হি° লণ্ডট, ও° ফেউট। প্রত্যাকর্ষন করিয়া। প্রঃ—

তোমার আজ্ঞাতে সুখে নেউটি আসিবা।—চৈতন্যচরিতামৃত।

নেউটিরা লাউসেন না আসিবে আর।—মাণিক-পঞ্চলি।

খুঁচে—স° কুন্তু > কোঁচ, ধোঁচ। খোঁচা মারে—খুঁচে। অথবা, স° কুচ খাতু বিলেখনে,  
স° খবুজ খাতু ধোঁটনে। তীক্ষ্ণ কঠিন কিছু দিয়া বিদ্ধ করে। কৃতিবাসে—খোঁচা  
শব্দ আছে।

ক্রোশ—(স°) যে পরিমাণ পথ বাইতে কাঁদিতে হয় তাহা ক্রোশ।

মূলে—স° মূল্য। প্রঃ—

বিলায় চৈতন্ত্য মালী নাহি লয় মূল।—চৈতন্ত্যচরিতামৃত।

যমের বাহন—বেদে আছে যে যমলোক জ্যোতির্শ্বর, তার নিম্নে অন্ধকাররূপী মহিষ  
বিচরণ করে। এই রূপক শেষে যমের বাহন মহিষ হইয়া পড়িয়াছিল।

ধর্ম গুহ, সে বৃষরূপী, শিবের (মঙ্গলের) বাহন। অধর্ম কৃষ্ণ, সে মহিষরূপী,  
যমের (মৃত্যুর) বাহন।

অধর্মমহিষাক্রুৎ কালচক্রং তরন্তি তে।

তদুর্দ্ধং বৃষভো ধর্মো ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপধ্বক্ ॥

—শিবপুরাণ সনৎকুমারসংহিতা, ১ম অধ্যায় ৮৪-৮৫।

এই মহিষ মদনভঙ্গকারী শিবরোষ হইতে উৎপন্ন—

কদ্রোজঃসম্ভবং ভীমং কৃষ্ণবর্ণং মনোজবম্।

পৌণ্ড্রকং নাম মহিষং ধর্মরাজস্ত নারদ ॥

—বামনপুরাণ, ৯ অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

খান—স° খণ্ড।

করিব—করিবে।

রাড়—বঙ্গের আদিম অধিবাসী কিরাত জাতি, যাদের দেশের নাম রাঢ়। হেমচন্দ্র-  
কোষে স° রাটি=বৃক্ক, কলহ, দ্বন্দ্ব। রাটি > রাড়, রাঢ়। তাহা হইতে অর্থ—  
গৌরার, ক্রোধন, উগ্র, হিংস্র-প্রকৃতি। প্রঃ—

বিমলা বলেন প্রভু বাবা বড় রাড়।

ভেঙ্গে রাখে পাছে বৃদ্ধা বলদের ঘাড় ॥—শিবায়ন।

টোপ—স° তুপ > পা° টোপ। স° কোট > ফোট > বর্ণবিপর্য্যয়ে টোপ। ফাঁপা খোল,  
খাল।

পারী—স° পার খাতু কর্ণসমাপ্তি, সামর্থ্য।

গাছে—অপ্রাচীন স° গজ। বোধ হয় মূল সংস্কৃত শব্দ অগজ—হাবর; অ লোপে  
গজ > গাছ। অমরকোষে বৃক্ক অর্থে=অগম আছে। ও° গছ, সিংহলী গাছ,  
হালধীপী গাছ। উদ্গচ্ছতি ইতি গজ > গাছ ?

হারী—স° হ—হরণ > পরাজয় অর্থ আসিয়াছে।

হওসি—স° ভবসি > হওসি। প্রঃ—

স্বরূপ কহণ্ড বর্বে হওসি সদর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কিবা—স° কিংবা=অথবা, পক্ষান্তরে, বিকল্পে। তাহা হইতে বিষয়হচক অব্যয়।

প্রঃ—

কিবা সে বচন অমিরা মিঠ।—বিজ্ঞাপতি।

কেনে—স° কিম্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কেন=কিসের জন্য, কি হেতু। হি° কৌণ্ড,

ও° কাঁই, ম° কাঁ। প্রাচীন বাংলার কেনে প্রয়োগ অধিক দেখা যায়।

শিবা শে শ্বতের হেতু—১৪৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

তত্ত্ব—( স° ) উপায়, কোশল, কল্মী।

বড়সী—স° বড়িশী। ও° বরিশী, হি° বড়িশী। বক্র কণ্টকাকৃতি লোহ অস্ত্র। প্রঃ—

খুদ বড়সিএঁ রুহী বাক্সী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

১৬২ পৃষ্ঠা

বেড়ি—স° বেঠে > প্রা° বেট্টে > বেড়।

জীয়েন্তে—স° জীবন্ত > জীয়েন্ত = প্রাণবান, জীবিত। . স° জীব > বা° জী ( প্রাণ ) + অন্ত

(অন্ত্যর্থ) = জীঅন্ত, জীয়েন্ত। প্রঃ=

সই! জীয়েন্তে এমন জালা।—চণ্ডীদাস।

পিতা মাতা ঘরে তব জীয়েন্তেতে মরা।—ঘনরাম।

জিঅঁতে না এড়ে রাখা কাছাকিঁ তোর পাশ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

গায়—স° প্র + আপ = প্রাপ ধাতু > পা = লাভ করা, প্রাপ্ত হওয়া, লাগাল পাওয়া।

ঠাই—স° ধাম > প্রা° ঠাম; স° স্থান > প্রা° ঠাণ > ঠাই, ঠাই, ঠাকি = স্থান, নিকটে।

প্রঃ—

পাচ ভাই পাণ্ডা নামিল ঠাই ঠাই।—মাণিকচন্দ্র রাক্ষাস গান।

গউ তত্ত্ব দোসজে এককবি ঠাই।—যোদ্ধাগান ও দোহা।

ভরসা—স° ভর (নির্ভর) + সা (ভাবে, সাধুত্বে) = নির্ভরের ভাব, সাহস।—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। তুরি + আশা > ভরসা; বর + আশা > ভরসা; বর +

আশর > ভরসা।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। যোগেশ-বাবু ভর + সা হইতে ব্যুৎপত্তিতে

সন্দেহ করিয়াছেন, কারণ সাধুশব্দচক সা প্রত্যয় মরাঠাতে নাই অথচ ভরোসা

শব্দ আছে। হি° ভরোসা, ও° ভরসা। প্রঃ—

হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জরচণ্ডী—জরদাতী চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী।

## পশুগণকে ভগবতীর অভয়দান ও গোধিকারূপ ধারণ ( ১৬২—১৬৩ পৃষ্ঠা )

১৬২ পৃষ্ঠা

কৈলা—স° কু>বা° কর>ক। করিলা। প্রঃ—

চিঅরাঅ মই অহার কএলা।—বোধগান ও দোহা।

তোন্ধে কৈল চুরী মোর বাঁশী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আইলা—স° আ+যা(য়া)—আগমন। স° আয়াত>আইল, প্রাচীন বাংলা আইল  
ও° আইলা, ম° য়েলা, হি° আয়া।

জ্ঞে জ্ঞে আইলা তে তে গেলা।—বোধগান ও দোহা।

১৬৩ পৃষ্ঠা

ছোট—স° কুড্র>প্রা° খুদ, খুল, ছুড, ছুট্ট>খুদে, খুড়ো, খুড় (খুড়খুড়), খাট,

ছোট, ছোড়া, ছোড় (ছোড়দাদা); নেপালী ছোর, হি° ছোট্টা, ও° ছুটিআ।

বড়—স° বৃদ্ধ>প্রা° বড়ুচ, বড়ুচ>বা° বড়ো, বড়, হি° বুঢ়া, বড়া। স° বর>প্রা°

বড় (=মহৎ।—পিঙ্গল ২।১২০), বড়ুডো মহান।—দেশীনামমালা।

পদ্মহাণ—করকমল, হস্তরূপ পদ্ম।

হরশীত—স° হরিত।

শঙ্কর-গৃহিণী—শঙ্করী, শিবানী, মঙ্গলকর্তা। এখানে চণ্ডীর এই নাম ব্যবহার অপ্রযুক্ত  
হইয়াছে, কারণ তিনি পশুদের ও কালকেতুর মঙ্গল হচনা করিতেছেন।

অবর্ণ-গোধিকা—চণ্ডীর বাহন গোধিকা—

গোধাসনাদ্ ভবেদ্ গোৱী, লীলয়া হংসবাহনা।

সিংহানুভা ভবেদ্ দুর্গা, মাতরস্ স্বমবাহনাঃ॥—রূপমণ্ডন।

পূর্বপুণ্যে—কালকেতু পূর্বজন্মে ত ইন্দ্রের ছেলে ছিল; তার এমন পুণ্যের জোর যে  
চণ্ডীর ছলনায় পড়িয়া তাকে ব্যাধ হইয়া জন্মিতে হইয়াছে!

পশুদের এই আখ্যায়িকা কাবোর মূল উদ্দেশ্যের পক্ষে অনাবশ্যক। চণ্ডীপূজা  
পশু-প্রকৃতি ও পশুহত্যা ব্যাধদের সঙ্গে জড়িত বলিয়াই বোধহয় এই পশুগণের  
অবতারণা। পশুগুণ বর্ণনায় কবির রচনা-গাভীর্ষ্য ও বীররস প্রকাশ পাইয়াছে এবং  
পশুদের মধ্যে মানবিকতার আশোপ করাতে কাব্যটিতে ঠিক স্বপ্নের মতো  
বাস্তবিকতার সঙ্গে উদ্ভাস কল্পনার মাখামাখি হইয়াছে। শ্রোতার ছবির পর ছবি

উপস্থিত দেখিতেছে, তাহাতে তারা কোতুক ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে, অত্যাতি ও পুনরুজ্জীবিতও তাঁদের কোনো আপত্তি নাই। যাত্রার হঠাৎ সং আশার মতন এই আখ্যান—কেন আসিতেছে তার ভালো জবাবদিহি অনাবশ্যক, আসিয়া আনন্দ দিতেছে ইহাই যথেষ্ট। বাঘ সিংহ ভাবুক গণ্ডার হাতী, বারা মাছুষের শত্রু, যাদের ভয়ে মাছুষ সদাই সশঙ্ক, তারা একজন মাছুষের হাতে মার খাইয়া হারয়ান। ইহাতে ছেলেমাছুষের মতন শ্রোতাদের পরম আনন্দ। তখন গ্রাম-বাসী লোকদের প্রতিবাসী পশুদের সঙ্গে নিত্য নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইত; সেই পরিচিত প্রতিদ্বন্দীদের সকলের পরাজয় পরম আনন্দের বিষয়। তা ছাড়া পশুপ্রকৃতি হিংস্র লোকদের অত্যাচারেও তখনকার লোকেরা সন্তুষ্ট ছিল; কবি যে রূপকে তাদেরই পরাজয়ের কাহিনী শুনাইতেছেন ইহা বুঝিয়াও শ্রোতাদের আনন্দ। বিশেষ আনন্দ ও আশার কথা এর মধ্যে এই যে এই নবাগতা দেবী বিপদবারিণী জয়দাত্রী—অতি বড় শত্রুও এই দেবীর রূপায় শাস্ত নিরুপদ্রব হইতে পারে।

## কালকেতুর বনযাত্রা ( ১৬৩—১৬৫ পৃষ্ঠা )

### ১৬৩ পৃষ্ঠা

সুই—শ্রীরাগের রাগিণী শুভগা > সুহই > সুই। পূর্বাঙ্কে গের।

সিদ্ধুড়া—মাগব রাগের রাগিণী, সম্ভবত সিদ্ধু প্রদেশ হইতে আগত সুর। সারাঙ্কে গের।—সঙ্গীতদামোদর।

ধড়া—স° ধটা—চীরবস্ত্র।

কাছে—স° কঙ্ক ( পার্শ্ব ) > প্রা° কচ্ছ > কাছ।

কড়ি—স° কটক ( বলয় ) > কড়া ; ক্ষুদ্রার্থে কড়ি = মাকড়ি।

বাচর বলয়া লীএ কাটী।

কানের হিরাধর কটা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

### ১৬৪ পৃষ্ঠা

দেখে—স° দৃশ > প্রা° দেখ > বা° ও° হি° ম° দেখ। দৃশ ধাতু সংস্কৃতেও ভবিষ্যৎ কালে প্রকৃষ রূপ ধারণ করে; ব উচ্চারণে খ হয়।

সুসঙ্গল—শুভাশুভ নিমিত্তের তালিকা বহু গ্রন্থে আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নির্দেশ ১০৭ পৃষ্ঠার টীকার করিয়াছি, এবং আরও কতকগুলি এখানে করিতেছি—



মৎস্তস্কন্দ মহাত্ম্য ; ত্র্যম্বকবৈবর্তপুরাণ গণেশখণ্ড ১৬ অধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭০  
অধ্যায় ; মৎস্তপুরাণ ২১৪ অধ্যায় ; গরুড়পুরাণ ৬০-৬১ অধ্যায় ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ;  
কাশীরাম দাসের মহাভারত । রামনারায়ণের ধর্মমঙ্গল ( ১৭ শতক ) হইতে ইছাই  
ঘোষের রণযাত্রাকালের শুভলক্ষণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

বিদায় হইরা বীর রণমুখে ছুটে।

কালীজয় শব্দ আট দিগমর উঠে ॥

শব শিবা বালা-নারী পূর্ণকুন্ত জলে।

বামদিগে মহাবীর দেখে যাত্রাকালে ॥

গরু মৃগ ত্রাক্ষণ কুহুম অবদাত।

যাত্রাকালে যাম্যে দ্বৈধে ঢেকুরের নাথ ॥

সমুখে দেখয়ে খেয়-বৎস হুধ খায়।

সমুখেতে নৃকান্তি শিক আগে চলি যায় ॥ ইত্যাদি।

বসন্তরাজশকুন গ্রন্থে শাকুনচিহ্নের শুভাশুভ আলোচিত হইয়াছে।

খেয়ুর্ বৎসপ্রযুক্তা বুধ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত বহির্

দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুন্তা দ্বিজ-মৃগ-গণিকাঃ পুষ্পমালা পতাকা।

সত্তোমাংসং স্তুভং বা, দধি-মধু-রজতং কাঞ্চনং শুক্লাস্তম্

দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধা পঠিত্বা ফলম্ ইহ লভতে মানবো গন্তকামঃ ॥—যাত্রাপ্রদীপ।

বেণু-স্ত্রী-পূর্ণকুন্তানাং যাত্রায়াং দর্শনং শুভম্।—গরুড়পুরাণ ৬০ অ।

এই-সব বিধি হইতে গো, মৃগ, দ্বিজ, গজ, পুষ্প, পূর্ণঘট, বহি ( গৃহমণি ),

দধি, ধাত্ত, বারবনিতা প্রভৃতি যে সুনিমিত্ত তাহা পাওয়া যাইতেছে।

বামে শিবা—

বামা পুনর্ বাহিতকার্য্যাসিদ্ধ্যৈ।—বসন্তরাজশকুন।

শস্তা হি বামা গতির্ অস্ত্র,

শস্তো বামো নিনাদো নিশি যা বহুনাম্।—বসন্তরাজশকুন।

জম্বুকোষ্ট্র-খরাত্মাশ্চ যাত্রায়াং বামকে শুভাঃ।

—গরুড়পুরাণ ৬০ অ।

চৌদীগে মঙ্গলধ্বনি—

দর্শন মঙ্গলং রামঃ শুশ্রাব জয়হৃচকম্।

বুবুধে মনসা সর্বং বিজয়ং বৈরিসংক্ষরম্ ॥

যাত্রাকালে চ পুরতঃ শুশ্রাব জয়হৃচকম্।

হরিশবং শব্দরবং ঘণ্টা-চন্দ্রভির্বাদনম্ ॥—ত্র্যম্বকবৈবর্তপুরাণ।

গৃহমণি—প্রদীপ ।

কে আলো গৃহমণি—

জগৎপ্রদীপ-বিভ্রস্তীং পতিপ্তবতীং সতীম্ ।

পুরো দদর্শ স্মেরাত্তাং নানাতৃষণতৃষিতাম্ ॥—ত্রক্ষবৈবৰ্ত্তপুরাণ ।

হয় গজ—কৃষ্ণসারং গজং সিংহং তুরগং গণ্ডকং দ্বিপম্ ।—ত্রক্ষবৈবৰ্ত্তপুরাণ ।

ভাস্ক—সৌদামিনীং শক্রচাপং হৃদ্যং হৃদ্যসভাং শুভাং ।—ত্রক্ষবৈবৰ্ত্তপুরাণ ।

হিরা নিগা মোতি পলা—মাণিক্যং রজতং মুক্তাং মণীষ্মকম্ প্রবালকম্ ।

—ত্রক্ষবৈবৰ্ত্তপুরাণ ।

চক্ষী ধাতু কুন্দমালা—দধি লাজং শুক্লধাতুং শুক্লপুষ্পক কুন্দমং ।

সিদ্ধায়ং সৰ্বগং দূৰ্দ্ধাং বিপ্রবালক বালিকাম্ ॥—ত্রক্ষবৈবৰ্ত্তপুরাণ ।

চন্দন—তাস্রং ক্ষটিকং রৈত্যক্ সিন্দূরং রক্তচন্দনম্ ॥

গন্ধক হীরকং রত্নং দদর্শ দক্ষিণে শুভম্ ।—ত্রক্ষবৈবৰ্ত্তপুরাণ ।

আসী—স° আ + যা ধাতু > বা° আস ধাতু ।

মোতি—স° মুক্তা, মৌক্তিক > প্রা° মুক্তা, মোক্তা, মোক্তিষ, মোত্তী ( প্রাকৃতসৰ্ব্বষ )

> সবা° দী° স° মোতিহড় > মোতি ।

পলা—স° প্রবাল ।

মহুরী—স° মধুরী । প্রঃ—

দুর্গাপারে বংশীবাত্তং মধুরীক ন বাদয়েৎ ।—যোগিনীতন্ত্রম্ ।

চতুর্দিকে নানা বাত্ দোহরি মোহরি ।

—সম্ভবকৃত মহাভারত, বিরাটপর্ক ।

কীসা করতাল বাজে দোহরি মোহরি ।

—নছোবোন্নখান কৃত জঙ্গনামা ।

দোহরি মোহরি বাণী করিলাম রাসি রাসি

কাড়া সিঙ্গা রবে লড়ে মাটী ।—জঙ্গনামা ।

হাথে মোহারী বাণী গোআল গোঠে রাশসি ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

বায়—স° বাদি ধাতু সংক্ষেপে বা ধাতু । বায় = বাজে, বাত্ করে, বাদিত হয় । প্রঃ—

শ্রুতপুরাণে বাদক অর্থে বাএন ।

কে না বাণী বাএ বড়ারি কালিনী-নই কুলে ।

কে না বাণী বাএ বড়ারি এ গোঠ গোহুলে ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

কেহ গায়, কেহ বায়, কেহ তাল ধরে ।—জ্ঞানদাস ।

কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বায় হয় ।—শিবায়ন ।

স্বনীমীত্য—স° স্থনিমিত্ত = শুভ লক্ষণ ।

দৈন্ত্র্য দোসে জেন সর্বগুণে—১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

১৬৫ পৃষ্ঠা

গোধিকা জাতীক নয়—গোধিকা সর্প মধ্যে গণ্য, সর্প অযাত্রা । প্রঃ—

শুড়াহি-চর্মসকৃতঃ ক্লেশায় সব্যাধিতাঃ ।—জ্যোতিষতত্ত্বম্ ।

সর্পক্ষতনয়ঃ সর্পং গোধাঞ্চ শপকং বিষম্ ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

পিঙ্গলা কুরু গোধা চ শূকরীকবলাস্ তথা ।—দেবীপুরাণ ১৩ অধ্যায় ।

পিঙ্গলাচক্ষু গোধা চ শূকরী কেবলী তথা ।

তুরঙ্গ-কোপীননরা গোধাভয়চারিণঃ

বলপ্রস্থানয়োঃ সর্কে পুরস্তাং সজ্জচারিণঃ

জয়াবহা বিনির্দ্দিষ্টাঃ, পশ্চান্ নিধনকারিণঃ ॥

—অগ্নিপুরাণ ২৩১ অধ্যায়, ১৯—২০ শ্লোক ।

ন কুর্যাৎ যাত্রিকো যাত্রাং বায়সে রথসংস্থিতে ।

চ্যুতং নিষ্ঠুরসম্ভাবং গৃহগোধারুতং তথা ।—যোগিনীতন্ত্র ।

কাক নাক ফণী মাকড় গোধা ।

সমুখে দেখিতে পাইব বাধা ॥—ডাকের বচন ।

কূর্ম—কার্পাসং কচ্ছপং চূর্ণং কুরুবং শব্দকারিণম্ দেখিয়া যাত্রা নিষেধ ।—বসন্তরাজ-শকুন । কূর্ম মঘরগামী এইজন্ত ইহা অযাত্রিক বলিয়া গণ্য ।

গণ্ডা—স্থনিমিত্ত শুভদর্শন বস্তুর তালিকায় গণ্ডারের নাম আছে—

কুম্ভসারং গজং সিংহং তুরগং গণ্ডকং ঝিগম্ ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

প্রাচীন বাংলায় গণ্ডার শব্দ স্থলে গণ্ডা ব্যবহৃত হইত । প্রঃ—

গণ্ডা বলিদান অভয়া কৈল পান ।—শূত্রপুরাণ ।

শশক—ঘোর দৈত্য দেবীর সহিত যুদ্ধযাত্রাকালে যে-সকল অশুভ নিমিত্ত দর্শন করিয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল—

ক্রোষ্টৃ-সর্পসমূহশচ শশশালপিপীলিকাঃ ।—দেবীপুরাণ ১৩ অধ্যায় ।

গোধা-সর্পঃ শশকোজাশকশ্চ বানে ।

দৃষ্টঃ কুলাসোহপি নেষ্টঃ ।—জ্যোতির্বিবন্ধে ত্রীপতি ।

“সর্পক্ষতনয়ঃ সর্পং গোধাঞ্চ শপকং বিষম্” দেখিয়া যাত্রা অশুভ ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

শৈলক—শৈলে জাত গজজব্য, গজপিঙ্গলী । এখানে হইবে শলক (=সজক) ।

রাম—রাম-নামে সকল অমঙ্গল দূর হয়—

রামেন্তি নাম যাত্রায়াং যে অরন্তি মনীষিণঃ ।  
 সর্বসিদ্ধির ভবেৎ তেবাং যাত্রায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥  
 অরণ্যে প্রান্তরে বাপি শ্মশানে চ ভয়ানকে ।  
 রাম-নাম অরেৎ তস্য নাপ্তভং বিদ্যাতে কচিং ॥  
 রাজহ্বারে তথা যুদ্ধে বিশেষে দম্বাসম্মুখে ।  
 দুঃস্বপ্ন-দর্শনে চৈব গ্রহপীড়াস্থ জৈমিনে ॥  
 ঐংপাতিকে ভয়ে চৈব বহি-রোগ-ভয়ে তথা ।  
 রাম-নাম অরন্ মর্ত্যো নাপ্তভং লভতে কচিং ॥  
 রাম-নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্বাণ্ডনিবারণম্ ।  
 কামদং মোক্ষদং চৈব শ্রুত্বাং সততং বৃধৈঃ ॥

—পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১৪ অধ্যায় ।

স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ২৫৬ অধ্যায়েও রাম-নামের মাহাত্ম্যাকীৰ্ত্তন আছে ।

২০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

শারীয়া—স° স্থ + গিচ = সারি ধাতু = প্রসারণ । আকর্ষণ করিয়া । প্রঃ—

সারিয়া পরিল খুঞা খুলনা স্থলরী ।—কবিকল্পণ ।

ছুব—স° স্পৃশ > প্রা° ছিব > স° ছূপ ধাতু । ও° ছুঁ, হি° ছু । স্পর্শ করিব । শ্রীকৃষ্ণ-

কীৰ্ত্তনে—ছু ; বোধগানে—ছূপ ।

রাধার ছুয়িল জঘনে ।

তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে ॥—শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন ।

দিনমুখ কাল—প্রভাত কাল ।

[ ফুটনোট ১৬৫ পৃষ্ঠা—

শুধিয়া—স° শুধির = ছিদ্ৰ । শুধিয়া = ছিদ্ৰ করিয়া, বিদ্ধ করিয়া ।

মুখজাল—মুখে (প্রথমে) জালে বন্দী হইয়াছে যে । ]

## কালকেতুর বন-প্রবেশ ( ১৬৫—১৬৬ পৃষ্ঠা )

১৬৫ পৃষ্ঠা

বুকে—স° বৃক্ষ, বৃক—বৃক্কাই গ্রাংসং হ্রদয়ং জং ।—অমরকোষ (৫ম শতক) ।

শানে—শাণিত করে ।

তার—গৌক পাকাইরা ধাতুহরের ন্যায় হস্ত অথচ কঠিন করে। স° ওস্ত=ধাতুহর।

দড়া—স° দোর, ডোর।

আগলে—স° অর্গল; স° অগ্র>প্রা° অগ্গ>আগ; আগ+ল।

সুড়া—স° সরণী, সরক (অজিন্নাধ্বগগংকো—মেদিনী, ১৫ শতক)>হি° সড়ক>

সুড়া। Gr. Surangi>স° সুরঙ্গ>সুড়ঙ্গ>সুড়া। স° শুও>শুঁড়>শুঁড়া=

শুঙাকৃতি সর দীর্ঘ পথ।

গণ্ডি—স° গাণ্ডীব=ধনু। প্রঃ—

করে লৈয়া শর গাণ্ডী পূজিব মঙ্গলচণ্ডী।—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।

ফান্দ—স° বন্ধ>হি° ফন্দা, বা° ফান্দ। প্রঃ—

দেখিআ তোকার মুখচান্দে।

যমুনাত পাতিলে। মো ফান্দে॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ঝাপ—স° জুপ>ঝোপ, ঝাপ।

ঝোড়—স° জুপ। স° বর=জলধারায় কাটা নালী। স° ঝট=সংহত; ঝাট=

জুড়শাখ বৃক্ষ। ঝাট>ঝোড়, ঝাড়। প্রঃ—

ঝাটক ফরিকান লঞা ঝড়ে ঝোড় ঝাড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঝারে—স° মূ+শিচ=মারি ধাতু=মৃত্যু ঘটানো>আঘাত। বা° মার ধাতু বিভিন্ন শব্দ

যোগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

উঠিয়া—স° উৎ+হা ধাতু উত্থান>প্রা° উঠ্ঠান>হি° উঠ্ঠা, বা° উঠা।

পাড়—স° পাটক=রোধ, আল, বাধ। প্রঃ—

শুনিয়া চলিল মুনি সরোবর-পাড়ে।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

নদীর পাহার লাগি গমন করিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

নেহালয়ে—স° নি+ভল ধাতু=নিভাল>হি° নেহারনা। ছান্দোগ্য উপনিষদে নিভালয়

শব্দ আছে। নিহালয়ে=দেখে। ১৮৪ পৃষ্ঠার হের শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

দরি—স° দরী=গুহা।

মৃগ-অমুপদি—মৃগের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া।

ঘাম—স° বর্ষ>প্রা° বন্ম>হি° ঘাম (রোদ্র), ম° অস° বা° ঘাম। বিজয়-বাবু বলিয়া-

ছেন যে বর্ষ অপ্রাচীন শব্দ, স° গ্রীষ্ম>প্রা° ঝিম্হ>প্রা° বন্ম>স° বর্ষ হইয়াছিল;

কিন্তু এখনে ( ৭১০৩৮ ) বর্ষ শব্দ আছে। প্রঃ—

কাঞ্চলী ভিজির। গেল ঘামে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

অর্দ্ধ অঙ্গের ঘাম পরতু ফেলিল মুছিয়া।—শুভপুরাণ।

বেগ-বাতে—বেগে গমন-জনিত বায়ুপ্রোতে। তুঃ—

গায়ের বাতাসে গাছ করে গড়াগড়ি।

—কুন্তিবাসী রামায়ণ, কিকিঙ্কাকাণ্ড।

১৬৬ পৃষ্ঠা

আহন বিহন—স° অন্তরাল বিবল ; অথবা আহরণ বিহরণ। কুন্তিবাসের রামায়ণে

অন্তরাল অর্থে—আওড় ; মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে—আয়ড়।

চুণ্ডে—স° চুণ্ড ধাতু অষেষণে। তুঃ—

চুণ্ডিরাজ গণেশ।—ভক্তসার।

অষেষণে চুণ্ডিরয়ং প্রতিতোহস্তি ধাতুঃ

সর্কার্থ-চুণ্ডিততরা তব চুণ্ডি-নাম।

—কলগুরাণ কাশীখণ্ড উত্তরার্ধ ৭৭।৩৩।

ঝিটি—স° ঝিটী=ঝাঁটি ফুলের গাছ।

ঝাউ—স° ঝাবুক।

ঝোকনা—স° ঝুক (=সন্ধান, ক্রেশন) > বা° হি° ও° ম° ঝুক=অবনত। হি°

ঝুকনা। ম° ঝুকণে, ও° ঝুকিবা, বা° ঝোঁকা। ঝোকনা কানন=অবনত

কানন, নিবিড় শাখাপত্র আবৃত বন।

শাধি—স° শাধী=বৃক্ষ।

বাসা—বাসের আশ্রয়। প্রঃ—

আপন বাসার চালে রাখিল শুজিয়া।—চৈতন্যচরিতামৃত।

সমাদরে তা সবারে লয়ে দিল বাসা।—মানিক গাঙ্গুলি।

পাধি—স° পক্ষী > প্রা° পক্ষী > বা° পাধী, পাধ।

পোড়ে—স° পুট, পোড=বহন।

খুর—স° ক্ষুর, খুর।

দুরগতি—দুরগতি, দুরদৃষ্টি।

আধি—স° অক্ষি > প্রা° অক্ষি > বা° আধি, হি° আধ আধি, ও° আধি। আ° আইস

=চোখ। প্রঃ—

মোর দুই আধি ধারা প্রাবণে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আধি বুজিঅ বাট আইউ।—বুদ্ধগান ও দোহা।

আছে—স° অস > বা° আছ ধাতু।

পায়—স° প্র + আপ = প্রাপ ধাতুর সংক্ষেপে বা° পা ধাতু—প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা।

গুধান—স° গুহ (স° গুহ > গুহ)। গুহ করানো গুধানো ; পরে গুহ অর্থেই প্রয়োগ।

প্রঃ—

তোর রূপ দেখি সব জন মোহে মগ্নেরে স্থান কাঠে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জালে—জালে।

শিখি—স° শিখী = অগ্নি, শিখা আছে বার।

উলু—স° উলুকা, উলুক = খড়।

কাশী—স° কাশ।

বেনা—স° বীরণ (অমরকোব)। ইহারই মূলের নাম স° উলীর, হি° খসখস।

পাকাল্যা—স° পদাতিক, পাদিক, পায়িক > প্রা° পাইক, ফা° পাইক, বা° হি° পাইক +

আলা (ভাব) = পাইকাল = বীরত্ব।

## ভগবতীর ঘৃণীরূপ ধারণ ( ১৬৬—১৬৭ পৃষ্ঠা )

১৬৬ পৃষ্ঠা

নাচাড়ি—নৃত্যের উপযুক্ত সুর তাল ছন্দ।

মহিষ চিকুর জন্তু গুহাদি নিগুহ—২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কেহ—স° কোহপি।

নাহি—স° ন হি > প্রা° নাংহি > প্রা° নাই > ন° হি° ও° নাই, নাহি। প্রাচীন বা° নাঞি।

টানে—স° তন ধাতু বিস্তারে।

জুড়িলান—স° যুজ ধাতু। যুক্ত করিলেন, যোগ করিলেন।

## ধন পালারম্ভ ( ১৬৭—১৬৮ পৃষ্ঠা )

১৬৭ পৃষ্ঠা

শ্রীগাকারী—হর রাগের অন্ততম শ্রী। শ্রীরাগের রাগিনী গাকারী, গাকার দেশ হইতে আগত সুর। গাকারী রাগিনী সন্ধ্যাকালে গের।—সঙ্গীতদামোদর। কালকেতুর এইবার লক্ষ্মীশ্রী লাভ হইবে সেই হৃৎলাব শ্রীরাগের প্রয়োগ।

জিনোঞা—স° জিত>জিন। জয় করিয়া।

মারিচ—তাড়কা রাকসীর পুত্র, রাবণের অন্তর, রাবণের আদেশে মারামুগ হইয়া  
সীতাকে প্রলুব্ধ করে।—মারামণ।

গাধুনী—স° গ্রথ ধাতু>গাথ, গাথ; স° গ্রথুন>গাথন, গাথনি, গাথুনি,  
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গাথ ধাতু।

প্রবাণ—(১) পলা (২) কিশলয়, কচিপাতা। এখানে কচিপাতা; কচিপাতার  
যেমন আকার কোমলতা ও আলোহিত বর্ণ, সেই হরিণের কর্ণ তদ্রূপ।

নিল—নীল।

সে—স° শিৎ>সিন, সেন>সে। স° ছি>সে। নিশ্চিত অর্থে।

ভাত—স° ভক্ত>প্র° তত।

নারে—না+পারে।

পুষিয়াছে—স° পুষ ধাতু পালনে।

### ১৬৮ পৃষ্ঠা

মূলরা পরিব মৃগছাল—পত্নীপ্রিয় কালকেতু জীকে একখানি মৃগছাল পরিত্তে দিবার  
সম্ভাবনায় পরম আনন্দবোধ করিতেছে।

লোকয়ে—স° লক্ষ>লুফ, লোফ।

হহুকার—হহু শব্দ করা।

পালাব—স° পর+অয়ন=পলায়ন। বাংলায় পর উপসর্গটাই পলা ধাতু হইয়া পলায়ন  
অর্থ পাইয়াছে।

লধি—লক্ষ্য করি।

মিলিব—স° মিল মেল ধাতু—ঐক্য, মিলন, যুক্ত হওয়া>প্রাপ্ত হওয়া।

উড়ে—স° উৎ+ডা ধাতু>উড় ধাতু।

## কাননে কালকেতুর খেদ (১৬৯—১৭০ পৃষ্ঠা)

### ১৬৯ পৃষ্ঠা

হুর্জন—নিষ্ঠুর; হুর্জর বা নির্জর।

ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম, অধম।

ছড়—স° ছটা। আচড়ের রেখা-চিহ্ন।

হরি—সিংহ।



সনে—স° সন্নে, সম্মম>সঞ্চে, সমে, সনে ।

মাগিব—স°/মৃগ—অধেষণ । তুঃ—

ন রত্নম্ অধিষ্ঠাতে মৃগ্যতে হি তৎ ।—শকুন্তলা ।

ধার—স° উদ্ধার=ঋণ, বাহা দিয়া পুনরুদ্ধার করিতে হয় (অমর) । মেদিনী-কোশে

ধার=ঋণ ।

বিহনে—স° বিহীন । বিনা>বিনে>বিঅনে>বিহনে । প্রঃ—

সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

খাই—স° খাদ ধাতু>খা ধাতু ।

আছাড়—অপ√সারি=অপসার>আছাড় ।

ভোল—স° বিহ্বল>প্রা° বিতুল>স° ভোল (মেদিনী) ।

মুছে—স° মুচ ধাতু মোচন করা । মূছ (মার্জ্জন) হইতেও আসিতে পারে । স°

প্র+উছ=প্রোছ>পা° পুছ>বা° পুছ>মুছ ।

আঁচল—স° অঞ্চল ।

হাথ—স° হস্ত>প্রা° হথ>হাথ, হাত ।

নস্ত্রবাণ—লম্বমান ।

বীর হাথে কেমনে এড়াব—ব্যাধহস্তে বন্দী হইয়া চণ্ডী চিন্তিতা হইয়াছেন ; ইহার দ্বারা

এই প্রকাশ করিতে চাওয়া হইয়াছে যে কালকেতু প্রসিক অস্ত্র নানব দৈত্য-  
নিগের অপেক্ষাও বলশালী বীর ।

## কাননে কালকেতুর খেদ (১৬৯—১৭২ পৃষ্ঠা)

১৬৯ পৃষ্ঠা

গুণহীন কৈলা—ধনুকের ছিল খুলিয়া ফেলিল ।

আড়াই—১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

উনত্র—উৎগত অশ্ব বাহাতে ।

১৭১ পৃষ্ঠা

এথাই নরক স্বর্গ—ইহেব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্কেতে ।—শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ।

ইহেব স্বর্গ-নরক-প্রত্যয়ান্ নান্তথা পুনঃ ।

—শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ২১৮ ।

তুঃ—

The mind is its own place, and in itself  
Can make a heaven of hell, a hell of heaven.

—Milton's Paradise Lost, Book I.

There is nothing good or bad, -  
But thinking makes it so.—Hamlet.

কংশনদ—স° কপিশা। কাঁশাই। ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পড়ন্তা—স° পটুবাসী > পড়সী = প্রতিবাসী, প্রতিবেশী। বোদ্ধগান ও দোহার—  
পড়বেশী, পড়বেশী।

পন—স° পণক।

ধারী—স° ধু ধার ধাতু ঋণী হওয়া।

বান্ধা—ঋণের বিশ্বাস জন্ম গচ্ছিত।

বুড়ি—স° বোড়ী > বোড়ী > বুড়ি। প্রঃ—

কবড়ী না লেই, বোড়ী না লেই, হুচ্ছড়ে পার করেই।

—বোদ্ধগান ও দোহার।

ঘর—স° গৃহ > গ্ৰা° ঘর।

কুড়ি—স° কুড়ব। বিজয়-বাবু বলেন ইহা মোস্তল শব্দ।

[ পাঠান্তর—আড়ি—স° আড়ক। দুই মণে এক আড়ি। ]

কাজ্যে—স° কার্য বা ফা° কর্জ্জ।

পাড়া—স° পাটক = গ্রামার্দ্র (হেমচন্দ্র)। পন্নী।

মোঘ—(স°) নিফল। তুঃ—

বাচঞা মোঘা বরমদিগুণে নাধনে লক্ষকামা।—মেঘদূত, পূর্বমেঘ, ৬।

বন্দন—বন্ধন।

হল—স° শূল (তীক্ষ্ণাগ্র); স° অল (সূক্ষ্মাগ্র, বৃশ্চিকপুচ্ছ)। ধমুছোট। প্রঃ—

ধমুকের হল তার ধরেছি মাথায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

নীলবীর পড়ে তার ধমুকের হলে।—কুন্তিবাস, লক্ষাকণ্ঠ।

কালকেতুর বন্ধনে দেবীর চিন্তা (১৭২—১৭৩ পৃষ্ঠা)

১৭২ পৃষ্ঠা

আল্যাঙ—স° আ + যা ধাতু। আইলাম।

চড়িলাঙ—স° চর ধাতু চলা। আরোহণ করিলাম।

সারিল—স° সারি ধাতু—এড়াইলাম, উদ্ধার পাইলাম।

আকট—স° আথেটক, আথেটিক, হি° আথেটা=ব্যাধ।

১৭৩ পৃষ্ঠা

আপনার—স° আয়নঃ>প্রা° আপ্পন>বা° আপন ; ৬ষ্ঠী বিভক্তিতে আপনার।

হেন—বৈদিক এনা ( এমন ) ; স° অনেন>প্রা° হিঃ, হেঃ>হেন।

দৈব নিম্নোজনে—যিনি আদ্যাশক্তি তাঁরও দৈবনিয়োগ! দেশ তখন এমনই দৈবনির্ভর  
হইয়া পড়িয়াছিল যে কারো যে আত্মশক্তি আছে এ বিশ্বাস একেবারে  
হারাইয়াছিল।

চুবড়ি, চুপড়ি—স° কুবেরী>চুবেরী, চুপেড়ী, চুবড়ী, চুপড়ী। পেথে।

পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ঢাকিল—স° ঢোক ধাতু আচ্ছাদন।

চাপিল—স° চপ ধাতু চূর্ণীকরণ পেষণ>আচ্ছাদন। স° চর্ব ধাতু চর্ষণ-তুল্য—চাপা।

## ফুল্লরার খেদ ( ১৭৪—১৭৫ পৃষ্ঠা )

১৭৪ পৃষ্ঠা

গোলাহাট—২৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাতার—স° ভঠা। বোদ্ধগান ও দোহার—ভতার। প্রঃ—

বাড়ীর আগে ভাতারটা গেলে চকু পাকেরা মরে।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

সবাই ভাতার করে ভাব যদি পায়।—মাণিক গান্ধুলি।

মাও ঘরিণী সে জে পুত্র জে ভাতার।—গোরক্ষবিজয়।

ভাতী—স° ভণ্ড=প্রতারণা।

ফান্দ—স° বন্ধ>হি° ফন্দা। গোরক্ষবিজয়ে—ফান। সম্বলের চিন্তা ( ৬ষ্ঠীতৎপুরুষ  
সমাস )। সম্বলচিন্তা-রূপ ফান্দ ( রূপক সমাস )।

তীন্য়—ভণ্ড? নিত্য শব্দের সহিত মিল হয় এমন কোনো শব্দ হইবে।

পায়রিল—স° বিসরণ> হি° ওঁ বা° পাসরণ হি° বিসর, ওঁ বিছর শব্দেরও  
প্রয়োগ আছে। প্রঃ—

ছএ পুত্র পায়রিল আমা রূপ দেখি।

—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল ( ১৩র্থ শতাব্দী )।

বোঝা—স° বদ্ধ > বঝ > বোঝ, বোঝা। যাহা বদ্ধ (বন্ধন) করা যায়, পোঁটলা; তাহা হইতে অর্থ ভার। ও° বোঝ-অ; হি° বোঝা। প্রঃ—

শত শত জনে বোঝা নিলেন বান্ধিয়া।—কৃতিবাস, আদিকাণ্ড।

বেগরী বেতন পায় তবে আনে বোঝা—বনরাম।

কম্পভেদ—কর্ণবেধ। জাতি ব্যবহারে অর্থাৎ কৌলিক অমুষ্ঠানের জন্যই কেবল কান বিধানো হইয়াছিল, কিন্তু কখনো সেখানে একটু অলঙ্কার জুটিল না।

চুয়া—স° চুত (করিত) > ও° চুয়া, হি° চোয়া। যাহা চোয়াইয়া পাওয়া যায়। ধনার সঙ্গে মুখা বেগমূল ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া চোয়াইলে যে নির্ঘাস পাওয়া যায় তাহা চুয়া। তুঃ—

চোয়া চন্দন ছিটাইল চন্দ্র সদাগর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কুনকুম—স° কুঙ্কুম = জাফরান্।

পায়াছিহু বিবাহ বাসরে—বিবাহের দিনে মাত্র এইসব বিলাস-উপকরণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটয়াছিল, তার পর আর নয়।

১৭৫ পৃষ্ঠা

ভাসে—স° ভাষ—বাক্য কথা।

পাশে—স° পার্শ্বে। প্রঃ—

কপাল ভাঙ্গিল দুই পাশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

## ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন

( ১৭৫—১৭৬ পৃষ্ঠা )

১৭৫ পৃষ্ঠা

বাসী—১২৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

কহ না—না প্ররে।

বেঙাচি—স° বিককত ( অমরকোষ )। বৈচ বৈচি বৈউচ বেঙচ বেঙুচ ভেঁউচ নান নামে পরিচিত বক্তৃতা, পাকিলে কাল্চে-লাল, স্বাদ অন্নমধুর, বীজবহল। ও° ভইকি। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে—বেঙুচ।

ঝাট—স° ঝাটতি > প্রা° ঝটি; অস° ঝাণ্ট; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঝাট।

পসার—স° পণাশালা > হি° পণসার > বা° পসার। স° প্রসার > প্রা° পসার = পণ্য-

বিক্রয়। ২৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বরাবরি—ক<sup>া</sup> বরাবর = সমান, সোজা। সমুখে। প্রঃ—

নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি।—কাশীরাম দাস।

এই কথা জানাইল রাজার বরাবর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দুয়ার—স<sup>ং</sup> দ্বার > প্রা<sup>ং</sup> দুআর। বোধগান ও দোহা হইতে বরাবর—দুয়ার।

কিছু—স<sup>ং</sup> কিঞ্চিৎ। প্রঃ—

যতনে চিন্তহ বড়ায়ি কিছু পরকার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কাচড়া—স<sup>ং</sup> কঞ্চট—বন্য লতানে শাক ছায়াবৃত স্থানে বাসের মধ্যে বর্ষাকালে জন্মে,

রাঢ়ে নাম চোলাপাতা, ওড়িয়া কনাসিরি। Commelina bengalensis.

নালিতা—স<sup>ং</sup> নালিত, নাড়িকা—বার ভাঁটা নলের বা নাড়ীর মতন ফাঁপা। পাট-

গাছের পাতা শাক। প্রা<sup>ং</sup> নালিচ—“নালিচ গছা”—কপূরমঞ্জরী। প্রাকৃত-

পৈঙ্গলে লালিচ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নালিচ।

চারি—স<sup>ং</sup> চত্বারি > প্রা<sup>ং</sup> চত্তারি, চারি (পিন্ধলে)।

### ১৭৬ পৃষ্ঠা

উতারিয়া—স<sup>ং</sup> উৎ + তর—উত্তর (নামানো)। হি<sup>ং</sup> উতারনা। = নামাইয়া,  
ছাড়াইয়া।

শেয়াড়ীর ফল—? শে<sup>ং</sup>কুল, সেয়া<sup>ং</sup>কুল ফল?

কোলাকোলী—কোলে কোলে আলিঙ্গন (বহুব্রীহি সমাস)। সীতারাম দাসের  
ধর্মরাজের গীতে কোলাহল অর্থে কোলাকুলি আছে।

আশংলীয়া—স<sup>ং</sup> আশংস = প্রত্যাশা, আশা; আশংসা; অভ্যর্থনা। প্রঃ—

ফল মূল দিয়া হুহুমানেরে আশংসে।—চৈতন্যভাগবত।

কই—স<sup>ং</sup> ক, কহি, কহি, কুত্র, কুতঃ। কোথায়, কোন্ স্থানে। বোধগান ও দোহার  
—কই।

দুকাঠা—স<sup>ং</sup> দ্বয়, দ্বি, দ্বৌ, > প্রা<sup>ং</sup> দুঅ > হি<sup>ং</sup> বা<sup>ং</sup> দৌ, দুই। অল্প শব্দের সঙ্গে সমাস-

বদ্ধ হইলে দুই স্থানে দু, দৌ হয়। ল্যা<sup>ং</sup>—duo; জর্মন—dyo; গেলিক—

da, do; গথ—twal; ই<sup>ং</sup>—two; ফ্রেঞ্চ—deaux (দু); ফা<sup>ং</sup>—দু, দৌ।

স<sup>ং</sup> কাঠা কাঠা।

কালী—স<sup>ং</sup> কল্য > ও<sup>ং</sup> অস<sup>ং</sup> কালি, হি<sup>ং</sup> কাল, কী<sup>ং</sup> কাল—গত দিবস। বাংলার পূর্ব  
ও পর দিবস উভয়ই বুঝায়।

লাড়ু—স<sup>ং</sup> লড্ডু ক। প্রঃ—

লাড়ু দিয়া বেমন ভাণ্ডাও ছাওঝালে।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

কলা—স° কদলী, কদলক > প্রা° কজল, কেল; ও° কদলী, ম° কেল, হি° কেলা।

শৃঙ্গপুরাণে কলা।

খই—স° খদিকা, খদী। প্রঃ—

ধৈ দৈ নৈবেদ্য অপর উপচার।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মুড়ি—তে° মুড়ি, মুরি, মোরি-লু; ও° মুচি, ম° মুরমুরা—চর্কণে মুড়মুড় শব্দ করে  
যাহা? প্রঃ—

লাড়ু মুড়ি মুড়কি চিড়া মূল্যে মিশালে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

গম্ভারী—স° গম্ভারী, ও° গম্ভারি। Gmelina arborea। গামার গাছের কাঠ  
লঘু দৃঢ় শাদা বা ধৈবৎ হলুদে, খুব মৃদু পালিশ করা যায়, এইজন্য গামার-কাঠের  
পীড়ি ভাগে। শিবের গাজনে গামার-গাছ কাটে।

ভমন করি বলে গম্ভারী লইয়া মিলে।—শৃঙ্গপুরাণ।

গামারি মঙ্গলে চলিল ভকতাগণে।—শৃঙ্গপুরাণ।

চিরুণী—স° √চু, চির=চেরা, চীর্ণ; যাহা দ্বারা চুল চিরিয়া চিরিয়া আঁচড়ানো যায়।

চির+ণী=চেরার কাজ করে যে।

উড়িয়া গোড়িয়া

কুলুপা চিরুণী

বিচিত্র সাঁপুড়া।—জ্ঞানেন্দ্র চৈতন্যমঙ্গল।

স্বর্ণ চিরুণী করি আঁচড়িলা কেশ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ইন্দ্রাণী আনন্দে এনে কনক চিরুণী।

আঁচড়ি টাচর চুলে বেঞ্জে দিল বেণী॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাথে—স° মন্তক > প্রা° মথঅ (কুমারপালচরিত ৮৩৮), মথা > ও° মথা, হি° মথা

মাথ, ম° মাথা, বা° মাথ, মাথা।

গোটা—তে° ওকটি=একটি। একটা > এগটা > গটা, গোটা হইতে পারে। প্রাচীন

কান্যে গুটি, গোটে, গোটেক, গটা প্রভৃতি বহু রূপ দেখা যায়।

ইকণী—স° উৎকণ।

মঞ্জিয়া—স° মজ্জ, মস্জ ধাতু—নিমজ্জন, মুগ্ধ হওয়া।

## ভগবতীর নিজমূর্ত্তি ধারণ ( ১৭৭—১৭৮ পৃষ্ঠা )

১৭৭ পৃষ্ঠা

হকার—হম শব্দ করা। চণ্ডী হকার করিলেন, কিন্তু সে শব্দ পাড়ার লোকে তনিত্তে  
পাইল না!

ছিণ্ডিরা—স° ছিদ্র খাতু ছেদন, ছিন্ন করা। ছিন্ন>প্রাচীন বা° ছিণ্ড>আধুনিক  
বা° ছিঁড়। প্রঃ—

মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে।—ভারতচন্দ্র।

হার মোর ছিণ্ডি নিলে বাহর কঙ্কন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ছিণ্ডিআ পেলাইবো গজমুকুতার হার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ষাড়ী—স° শাটী=পরিধেয় বস্ত্র; পরে, কেবল মাত্র স্ত্রীলোকের বস্ত্র। প্রঃ—

চলে নৌল শাড়ী নিগাড়ি নিগাড়ি পরাণ সহিত মোর।—চণ্ডীদাস।

শোল—স° ঘোড়শ>প্রা° সোলহ>ষোল।

ভাতি—স° ভাতি=দীপ্তি।

ত্রিবলীত—ত্রিবলী বা মাংসের তিন স্তর বা খাঁজ যেখানে আছে।

কাজর—স° কজ্জল>হি° কাজর, বা° কাজল=দীপের কালী। প্রঃ—

বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ।—বিষ্ণুপতি।

কাজর-গরল-জুত—কাজলরূপ গরল দ্বারা যুক্ত।

বউলী—স° বলয়। তা° বল (=বেটন)>গ° বলয়।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। বলয়  
+ঈ=বউলী। প্রঃ—

কানে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।

বউলি বেশর নাকে বেশ হইল বাড়ি॥—ঘনরাম।

সুবর্ণের কড়ি বউলী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

বিউনী—স° বেণী (বয়ন করা কেশ)>বিননী, বয়নী।

কুন্ত—(স°) বস্ত্রম, বর্ষা। লঙ্ঘিত বেণী যেন মদনের হাতের বর্ষার জায়। বেণীর মুখ  
বর্ষা-ফলকের ন্যায় বলিয়া এই উপমা।

কেশর—(স°) বকুল-ফুল।

## ১৭৮ পৃষ্ঠা

কেয়ূর, অঙ্গদ—(স°) বাহর অলঙ্কার, তাগা, অনন্ত।

পাশুল—স° পাশক>পাশলী, পাণ্ডলী=পদালঙ্কার। প্রঃ—

পায় খাড়ু দিল, আঙ্গুলে পাশলি।—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

কটিতে কিঙ্কণী পরে পদ্মাগ্রে পাশ্বলি।—ঘনরাম।

কনক মল্লিতোর আর পাশলী-নিকর

জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মণিময় মালা আর বিচিত্র পাণ্ডলী।—কৃত্তিবাস, অঘোধ্যাকাণ্ড।

সিন্দুর-ভিলক ভিরিয়ারি—সিন্দুর-ভিলককে হর্যের সঙ্গে তুলনা প্রাচীন কাব্যে প্রচুর।

তুঃ—

কেশপার্শ্বে শোভে তার সুবদন সিন্দুর।

সজল জলমে যেন উইল নব হর ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কপালে সিন্দুর-ফোঁটা জিনি বালভাহু।—যজ্ঞ হরিরামের চণ্ডী।

কপালে সিন্দুর পরে তপন উদয়।—রূপরামের ধর্মমঙ্গল।

কপালে ভিলক আর নির্মল সিন্দুর।

বালহর্য সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

সিংধের সিঁছর দেখি দিনকর বুঝে।—বহুনাথ দাস (পদরত্নাবলী)।

অলকা অনিকে দিল অরুণের ছটা

সাজিল সুন্দর তার সিন্দুরের ফোঁটা ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

সুন্দর লগাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।

দিবাকর কোলে করি আছে যেন ইন্দু ॥

সিন্দুরের চোদিগে চন্দন-বিন্দু আর।

শশিকোলে হর্য—তার ধার দেখিবার ॥—চৈতন্যমঙ্গল।

কাচলী—স° কঙ্কলী, কঙ্কলিকা, কঙ্ক, প্রা° কঙ্কলিআ=গ্রীলোকের বন্ধাবরণ।

প্রাঃ—

লাক্ষার কাচলী চমকে বিজুলি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—কাঙ্কলী।

বুকে পরাইয়া দিল সোনার কাঁচলী।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

## কাঁচলি নির্মাণ ( ১৭৮—১৮৪ পৃষ্ঠা )

দেবী ইচ্ছামাত্র সর্পাসের আভরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, কেবল কাঁচলিটি ছাড়া। ইচ্ছাময়ী ইচ্ছায় সবই হইল, ঠেকিল কেবল কাঁচলিতে। ইহা হইতে এইটুকু আমরা বুঝিতে পারি যে সেকালে কাঁচলি দুর্লভ ছিল ও তাহাতে নানা কাঙ্ক্ষা ব্যক্তি। আমাদের দেশের প্রত্যেক দুর্লভ সুন্দর বস্তুর নির্মাণে বিশ্বকর্মা।



চণ্ডীর কাঁচুলি অবলম্বন করিয়া কবি গ্রাম্যতা হইতে একদম পৌরাণিকতার আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। এ যেন ভিমি-মাছের হাঁপ ছাড়ার মতন পণ্ডিত কবির বিদ্যা প্রকাশ করিয়া লওয়ার অবসর সৃষ্টি।

নিম্নস্তরের জীবনযাত্রা যখন উচ্চ স্তরকে ভেদ করিয়াছিল, যখন অনাৰ্য্য সাধারণের দেবতা আৰ্য্য শাস্ত্রের মধ্যে ও অবৈদিক ধৰ্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে জোর করিয়া প্রবেশ করিতেছিল, তখন উভয় পক্ষে রফা-নিষ্পত্তি করিতে করিতে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত পুরাণ ও লৌকিক ভাষা-পুরাণ প্রস্তুত হইতেছিল। মঙ্গলকাব্যগুলি সেই লৌকিক ভাষা-পুরাণ; এর মধ্যে আৰ্য্য অনাৰ্য্য ব্রাহ্মণ্য অব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিরুদ্ধ উপকরণ একত্র করা হইয়াছে, কিন্তু জোড়াতালি-রকমে—যেন বাউলের আলখালা।

কাঁচুলি নিশ্চায়ের বর্ণনার একদিকে বাস্তবিকতা ও অল্পদিকে অত্যাতি আছে। কিন্তু শ্রোতাদের কিছুতেই আপত্তি নাই।

কাঁচুলিতে বা কাপড়ে চিত্র রচনার বিবরণ প্রাচীন প্রায় সব কাব্যেই পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ-বর্ণিত চণ্ডীর কাঁচুলির কারুচিত্রের অল্পরূপ চিত্র রূপরামের ধর্ম্ম-মঙ্গলে (১৫ শতক) নয়ানীর কাঁচুলিতে অঙ্কিত দেখিতে পাই। রূপরাম খুব সম্ভব কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী। (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৩৮৬—৩৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ফলা-চিত্রণের সঙ্গেও কবিকঙ্কণের চণ্ডীর কাঁচুলি-চিত্রণ অনেক মিলে।

১৭৮ পৃষ্ঠা

বিশাই—বিষকর্ষা।

ভারত পুরাণ—মহাভারত।

নিগম—শাস্ত্র।

নিরঞ্জন অবতার—বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অত্যন্তম ধর্ম্ম দেব।

দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন।—শ্রুতপুরাণ।

ধর্ম্মজয় বলিয়া সকল ভক্ত ডাকুক—জয় জয় নিরঞ্জন দেব।

শ্রীশ্রীধর্ম্মনিরঞ্জন-ভট্টারকপূজাকর্ষ কর্তুং সঙ্কল্পম্ অহং করিষ্যে।—ধর্ম্মপূজাবিধান।

১৭৯ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয়ে বরাহমূর্ত্তি ইত্যাদি—বিষ্ণুর এইসব অর্ধীতারের নাম ও পর্যায়ক্রম ও পরিচয় ভাগবত ১।৩ ও ২।৭ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।—“লোকনাথ ভগবান্ এই বিষের উৎপত্তির নিমিত্ত দ্বিতীয় বারে বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। দেবর্ষি নারদ, তাঁহার তৃতীয় অবতার।

.....ভগবান্ চতুর্থ অবতারে ধর্ম-পন্নীর [ মূর্তির ] গর্ভে নর-নারায়ণ-রূপে জন্মগ্রহণ.....করিয়াছিলেন। এবং পঞ্চমে সিদ্ধেশ্বর কপিল-রূপে অবতীর্ণ হইয়া.....নিখিল ভবের নির্ণায়ক সাংখ্যদর্শন বর্ণন করিয়াছিলেন। দ্বিত্যেয় তাঁহার ষষ্ঠ অবতার; এই অবতারে অত্রির প্রার্থনামুসারে তদীয় পুত্র-রূপে অবতীর্ণ [ হন ]। সপ্তমে রুচির ঔরসে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ নামে অবতীর্ণ হন।... অষ্টমে মেরু দেবীর গর্ভে ও অন্নীধিপুত্রের ঔরসে ঋষভ নামে অবতীর্ণ হইয়া [ ছিলেন ]।.....পৃথু নামে নারায়ণের অতি রমণীয় নবম অবতার; এই অবতারে তিনি ঋষিদিগের প্রার্থনা অনুসারে রাজদেহ ধারণ করিয়া পৃথিবী হইতে নানাবিধ রত্ন এবং ওষধি দোহন করিয়াছিলেন।.....অনন্তর চাক্ষুষ নামক মনস্তরে পৃথিবী জলমগ্না হইলে ভগবান্ মৎস্ত নামক দশম অবতার গ্রহণপূর্বক মহীরূপ নোকায় বৈবশ্বত মনুকে আরোপণ করিয়া রক্ষা করেন। পুরাকালে যখন সুর ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভগবান্ সেই সময় কূর্ম-রূপ একাদশ অবতার গ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্ডর পর্বত ধারণ করেন। দ্বাদশে ধনুস্তির-রূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতভাণ্ড গ্রহণপূর্বক জলধিগর্ভ হইতে উদ্ধিত হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশে মোহিনী-রূপ ধারণপূর্বক অসুরদিগকে নীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া সুরবৃন্দকে অমৃত পান করান। চতুর্দশে তিনি নরসিংহ-রূপে অবতীর্ণ হন.....। পঞ্চদশে বামন-রূপে অবতীর্ণ হন.....। ষোড়শে পরশুরাম-রূপ গ্রহণ.....। সপ্তদশে পরাশর-ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাস-রূপে অবতীর্ণ হন.....। অষ্টাদশে দশরথ-তনয় মহারাজ রামচন্দ্র-রূপে অবতীর্ণ.....। অবশেষে উনবিংশ.....রাম-কৃষ্ণ-রূপে অবতীর্ণ হন।.....ভগবান্ এই যুগে গয়াপ্রদেশে অজ্ঞানের পুত্র বৃদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। শেষে কলির অন্তকালে.....নারায়ণ বিষ্ণুশা নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়া কক্কি-রূপ ধারণ করিবেন।.....প্রজাপতি দেবতা ঋষি মনু ও মানব সকলেই হরির অংশ।.....ইহাঁরই অংশ দ্বারা দেবতা পশু পক্ষী ও মনুষ্যাদি-রূপ নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে.....।”—শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, বঙ্গবাসী-সংস্করণের অনুবাদ।

“সেই অনন্তপুরুষ পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সর্ববজ্রময় বরাহ-দেহ ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দংষ্ট্রা দ্বারা বিদারিত করেন। তিনি প্রজাপতি রুচির ঔরসে এবং আকৃতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্মগ্রহণ..... করেন।.....স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহাকে হরি নামে অভিহিত করেন।.....তিনি কৰ্দম প্রজাপতির গৃহে দেবহুতির গর্ভে.....জন্মগ্রহণ করিয়া [ ছিলেন ]... অত্রি

সেই ভগবান্কে পুত্র-রূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন—‘আমি আমাকেই দান করিলাম,’ সেইজন্ত তাঁহার নাম দত্ত হইল ।..... অনন্তর ভগবান্, দক্ষের দুহিতা ও ধর্ম্মের ভাৰ্য্যা মূর্ত্তির গর্ভে, নর-নারায়ণ-রূপে অবতীর্ণ হন ।..... নারায়ণ ঋষিদিগের প্রার্থনায় তাঁহার [ বেণ রাজার ] পুত্র-রূপে অবতীর্ণ হইয়া.....ছিলেন ; এই অবতারে তিনি পৃথিবী হইতে অশেষ রত্নও দোহন করিয়াছিলেন । নারায়ণ, অগ্নিপুত্র নাভির ভাৰ্য্যা সুদেবীর গর্ভে, ঋষভ-রূপে অবতীর্ণ হন ; এবং ঋষিগণ যাহাকে পরমহংস পদ বলিয়া থাকেন, বৃহ শাস্ত্রেজির বিশ্বাসসন্ধিহীন সুতরাং জড়ের জ্ঞার হইয়া তিনি তাহাই চিত্তা করিয়াছিলেন । অনন্তর হয়গ্রীব অবতারে..... তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে মনোহর বেদবাক্যসকল উৎপন্ন হইয়াছিল ।..... প্রায় উপস্থিত দেখিয়া..... মৎস্ত সেই বেদবাণী লইয়া সলিলগর্ভে ক্রীড়া করিয়াছিলেন । দেব ও দানব অমৃতলাভের নিমিত্ত ক্ষীরসাগর মন্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর, সেই আদিদেব কুর্শ-রূপে স্বপুষ্ঠে মল্লর পর্কত ধারণ করিয়াছিলেন ।..... ভগবান্ অবশেষে নৃসিংহ-রূপ ধারণ করিয়া..... দৈত্যেজ্বর হিরণ্যকশিপুকে নিমেষ মাত্রেই নধ দ্বারা বিদারণ করিয়াছিলেন ।..... বামনাবতারে..... তিনি পদ দ্বারা এই ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন ।..... কীৰ্ত্তিধরুপ ভগবান্ লোকে ধনন্তরি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় নাম দ্বারাই বিশ্বমব্যাপিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের রোগনাশ... করিয়া আয়ুর্কেন্দ্র অমুশাসন করিয়া গিয়াছেন ।..... ভগবান্ সূতঃসহবীৰ্য্য পরশুরাম-রূপে অবতীর্ণ..... । সেই মায়েশ্বর চারি অংশে ইক্ষাকু-বংশে জন্ম লইয়া পিতার আজ্ঞাক্রমে স্ত্রী ও ভ্রাতার সঙ্গে বনে গমন করেন ।..... ভগবান্ নারায়ণ..... রামকৃষ্ণ-রূপ ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমাব্যাক্তক নানা কার্য্য করিলেন ।..... সেই ভগবান্ই সত্যাবতীর গর্ভে ব্যাস-রূপে উৎপন্ন হইয়া স্বীয় বেদংকুর শাখা বিভাগ করেন ।..... ভগবান্... বৃদ্ধাবতার হইয়া পাবণ্ড-বেশে তাহাদিগকে [ অমুর-দানবদিগকে ] নামা উপধর্ম্মের উপদেশ দেন ।..... ভগবান্..... কঙ্কী-রূপে অবতীর্ণ হইয়া কলির শাসন করিবেন..... ।—শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ ।

দ্বিতীয় বরাহমূর্ত্তি—শ্রীমদ্ভাগবতের মতে বরাহ বিষ্ণুর ২২ অবতারের দ্বিতীয় অবতার । কিন্তু বরাহ-পুরাণ ৪১২, পদ্মোক্তর ২২৯।৪০-৪১, স্বকপুৰাণ আবন্তধণ্ডে রেবাধণ্ড ১৫।৪ প্রভৃতির ১০ অবতারের তালিকায় বরাহ তৃতীয় অবতার :—

মৎস্তঃ কুশো বরাহশ্চ নন্দসিংহো হৃথ বামনঃ ।  
 রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বৃদ্ধঃ কদী চ তে দশঃ ॥

... জন্মদেবের গীতগোবিন্দেও বরাহ দশাবতারের তৃতীয় ।

বরাহ অবতারের মূল সূত্র বেদশাস্ত্রের তৈত্তিরীয় সংহিতার পাওয়া যায়। সেখানে বরাহ প্রজাপতির অবতার; জলময় জগৎ হইতে তিনি পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণেও বরাহ কর্তৃক পৃথিবী উদ্ধারের প্রসঙ্গ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও বলা হইয়াছে যে যুতিকাকে বরাহ উদ্ধার করেন।

রামায়ণে বরাহ ব্রহ্মার অবতার (২।১১।৩-৪)। বিষ্ণুপুরাণেও ব্রহ্মার অবতার বরাহ পৃথিবী উদ্ধার করেন। এ উপাখ্যান যজ্ঞের রূপক।

পূর্বে নারায়ণ শব্দে ব্রহ্মাকে বুঝাইত (মহাসংহিতা ১।১০; বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৪র্থ অধ্যায়)। পরে যখন নারায়ণ শব্দে বিষ্ণুকে বুঝাইতে লাগিল তখন ব্রহ্মার অবতারগুলিও বিষ্ণুর অবতার হইয়া পড়িল। পুরাণে বরাহ অবতারের উপাখ্যান দুইরকম দেখা যায়—(১) বিষ্ণু পদ্ম কালিকা প্রভৃতি পুরাণ বলে—বরাহ রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন; (২) মহাভারত, লিঙ্গ ও বহি পুরাণ বলে—দৈত্যবধের জন্য বরাহের অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতে হরিবংশে ও মৎস্যপুরাণে বরাহ অবতার পৃথিবী উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ হইই করেন।

মহাভারত শান্তিপর্বে ২০৯ অধ্যায়ে, ভাগবত ৩য় স্কন্ধে, লিঙ্গপুরাণ ১৬ অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৪র্থ অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ ৩য় অধ্যায়ে, হরিবংশ ২২৪ অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণ ২৪৬—২৪৭ অধ্যায়ে, গরুড়পুরাণ পূর্বখণ্ড ১৪৬ অধ্যায়ে ও বহিপুরাণ প্রভৃতিতে বিষ্ণুর বরাহ-রূপ ধারণের সম্বন্ধে নানা প্রকার উপাখ্যান আছে।

লিঙ্গপুরাণ স্কন্দপুরাণ পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে আছে যে বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধরিয়া ও ব্রহ্মা হংস-রূপ ধরিয়া লিঙ্গরূপী শিবের আদি ও অন্ত দেখিবার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছিলেন। স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড ১২ অধ্যায়ে বরাহ শিবের অবতার।

বিষ্ণুর দ্বারপাল জয় ও বিজয় উলঙ্গ ঋষিদিগকে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়া ঋষিশাপে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু অমুর-রূপে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহারা আদি দৈত্য। হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হরণ করিয়া পাতালে লুকায়িত হইলে বিষ্ণু বরাহ-রূপ ধরিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন।

নারদ ঋষি—১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিজগুণ অভিলাবী—নারদ নারায়ণের অবতার, অথচ বিষ্ণুভক্ত হরিনামকীর্তনপরায়ণ;

সুতরাং তিনি নিজেরই গুণের স্তুতি কীর্তনে অভিলাবী। ব্রহ্মা, গন্ধর্ব গানবন্ধ

উলুকেশ্বর ও কুরু-কর্ণিণীর নিকট ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

বিণাপাণি—১০৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

তোমা পারে—তোমা পারে ?

হরি হরি মেধাসুত.....হরের নন্দন—মেধা স্বয়ম্ভুব মহুর দশ পুত্রের অন্ততম।

—মৎস্যপুরাণ ৯ অধ্যায়।

স্বয়ম্ভুবঃ শত্ৰুশিৰ্যো বিমুত্ততপরায়ণঃ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৫১ অধ্যায়।

ধর্মপুত্র.....মুর্তিগর্ভে.....নরনারায়ণ—ভাগবতের কাহিনী পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে (৩৪৯, ৩৫০ পৃষ্ঠা)। নর ও নারায়ণ সহোদর অথচ অভিন্নাত্মা ঋষি ছিলেন।

শরভ-রূপী শিব নরসিংহের দেহ দস্তাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিলে নর-ভাগ হইতে নর ও সিংহ-ভাগ হইতে নারায়ণ মূনিদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। এঁরাই পরে অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন।—কালিকাপুরাণ ৩০ অধ্যায়।

ধর্ম—যম। মুর্তি—দক্ষের কন্যা ও ধর্মরাজের পত্নী। মহাভারতেও এঁদের আখ্যায়িকা আছে।

কপিল—সাংখ্য বা যোগশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি; প্রজাপতি কর্দ্দম ও মনু-দ্বহিতা দেবহুতির পুত্র; বিষ্ণুর অবতার। ইনি সগরবংশ ভ্রম করেন।—রামায়ণ, ভাগবত ৩২৪। অনেকের মতে কপিল বাঙালী ছিলেন; আবার অনেকের মতে তিনি মিথিলাবাসী মৈথিল ছিলেন।

অত্রি মুনি সূত—অত্রি কর্দ্দম-দ্বহিতা অনন্যাকে বিবাহ করেন;—

অত্রৈঃ পদ্মানন্যত্রীন্ জজ্ঞে স্মৃশসঃ সূতান্।

দন্তং দুর্দাসসং সোমম্ আক্কেশ-ব্রহ্ম-সম্ভবান্ ॥

সোমো হতুদ্ ব্রহ্মণো হংশেন দন্তো বিক্ষোস্ তু যোগবিন্।

দুর্দাসাঃ শঙ্করস্তাংশো নিবোধাদ্ভিরসঃ প্রজাঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত ৪।১।

ছয়—খুব সম্ভব ‘হর’ হইবে।

দস্তাত্রেয়—নারায়ণ আপনাকে অত্রির পুত্ররূপে দান করিয়াছিলেন বলিয়া নাম দত্ত আত্রেয়

—দস্তাত্রেয়।—ব্রহ্মপুরাণ ১১৭ অধ্যায়।

দস্তাত্রেয় সুরাপায়ী উপবীতত্যাগী রমণীগণে আসক্ত মহাযোগীশ্বর!

—পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ১০৩ অধ্যায়।

ওলীবাস—শ্রীনিবাস?

যজ্ঞেশ্বর—স্বয়ম্ভুব মহুর ষোষ্ঠী কন্যা আকৃতির গর্ভে ও প্রজাপতি রুচির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন “পুরুষঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর যজ্ঞ-স্বরূপধৃক্।”—শ্রীভাগবত ৪।১।৪।

ঋষভ—অগ্নি বা অগ্নীধের পুত্র নাভি ও মেরুদেবীর বা সুদেবীর পুত্র ঋষভ। স্বয়ং ভগবান্ নাভি ও মেরুদেবীর পুত্ররূপে অবতার হইয়াছিলেন।—ভাগবত ৫।৩। ইনি জড়ের স্তায় একচিতে পরমহংস পদ চিত্তা করিয়াছিলেন।—ভাগবত ২।৭।

ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভরত ; মৃত্যু-সময়ে যুগ চিন্তা করিয়া পরজন্মে যুগ হইয়াছিলেন ; তার পরের জন্মে ব্রাহ্মণপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং পাছে বিষয়াসক্তি জন্মে এইজন্য তিনি “জড়াক-বধির-স্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্ত” ( ভাগবত ৫।৯ ) এবং জড়ভরত নামে প্রসিদ্ধ হন ।

পৃথু—বেণ রাজার পুত্র ; পৃথিবী আজও এর নামে পরিচিত হইতেছে ।

পৃথুনা প্রবিভক্তা চ শোভিতা চ বসুন্ধরা ।

শস্ত্র-সত্ত্ববতী স্নাতা পুর-পতনশালিনী ॥

এবং পৃথুর অতুং পূর্যং প্রসাদাচ্ চক্রপাণিনঃ ।—অগ্নিপুৰাণ ।

পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৩৭, উত্তরখণ্ড ২৯ অধ্যায়, ভাগবত ৪ স্কন্ধ ১৮ অধ্যায়, হরিবংশ হরিবংশপর্ব ২ অধ্যায় ও ৫ অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণ ২ অধ্যায়, বামনপুরাণ ১৮২ অধ্যায়, মৎস্তপুরাণ ২৮ অধ্যায় প্রভৃতি বহু স্থানে পৃথুর আখ্যান আছে ।

মীন বেদ উদ্ধারণ অবতার—বৈদিক-সাহিত্যের মধ্যে শতপথ-ব্রাহ্মণে ( ১।৮ ) মৎস্ত-অবতারের উপাখ্যান আছে—এইটিই সর্কাপেক্ষা প্রাচীন । ইনি যে কোন্ দেবতার অবতার তাহা শতপথ-ব্রাহ্মণে উল্লিখিত নাই ।

মহাভারতে ( বনপর্ব ১৮৭ অধ্যায় ) মৎস্ত ব্রহ্মার অবতার । ভাগবত আদি বৈষ্ণব পুরাণে মৎস্য বিষ্ণুর অবতার । ইহা হইতে এই জানা যায় যে একই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে ।

শতপথ-ব্রাহ্মণের উপাখ্যান—জল-প্রলয়ের উপক্রম হইলে মৎস্য মনুর কাছে উপস্থিত হন এবং মৎস্যের উপদেশে একখানি বৃহৎ নৌকা গঠন করিয়া মনু সর্ক-প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ তাহাতে তুলিয়া প্রলয় হইতে প্রাণধারা রক্ষা করেন ।

মহাভারতের উপাখ্যান—মনু তপস্যা করিতেছিলেন । এক ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া বৃহৎ মৎস্যের ভয় হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করে । মনু মৎস্যকে জালায় জিয়াইয়া রাখিলেন ; রাতারাতি মৎস্য বাড়িয়া উঠিল, জালায় আর ধরে না ; এইরূপে মনু ক্রমান্বয়ে মৎস্যকে পুষ্করিণী নদী ও শেষে সমুদ্রে ছাড়িলেন । তখন মৎস্য মনুকে প্রলয়ের সংবাদ দিয়া নৌকায় প্রাণধারা রক্ষা করিতে উপদেশ দিল । জলপ্লাবন অপগত হইলে মৎস্য মনুকে প্রজ্ঞা-স্মৃতিতে নিযুক্ত করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গেল—অহং প্রজাপতির ব্রহ্মা মৎসরং নাধিগম্যতে ।

মৎস্যপুরাণের প্রথম অধ্যায়েই এই উপাখ্যানটি আছে । মনু মৎস্যের পুঙ্কে নৌকা বাধিয়া বধন জলে ভাসমান ছিলেন, তখন মৎস্য সমস্ত পুরাণধামি মনুকে বলেন । এ মৎস্য বিষ্ণুর অবতার ।

এই তিন পুস্তকের উপাখ্যানে বেদ-উদ্ধারের কোনো উল্লেখ নাই।

ভাগবতে (৮ স্কন্ধ ২৪ অধ্যায়ে) আছে যে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মা নিদ্রিত হইলে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বেদ হয়গ্রীব অম্বর হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইহা জানিতে পারিয়া ঊগবান্ হরি শফরী-রূপ ধারণ করিয়া রাজর্ষি সত্যব্রতের নিকটে উপস্থিত হন; বিক্ষুব্ধ দ্রবিড়েশ্বর সত্যব্রত সলিলাসনে তপস্যা করিতেছিলেন। মৎস্য রাজার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে রাজা ক্রমাগত বৃহৎ বৃহত্তর জলাশয়ে মৎসকে রক্ষা করেন ও মৎস্যের উপদেশে নিজেও মৎস্যশূদ্রে নৌকা বন্ধন করিয়া জলপ্রলয় হইতে রক্ষা পান। তার পর—

অতীত-প্রলয়াপায় উখিতায় স বেধসে।

হৃদ্যম্বরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ ধরিঃ ॥

সেই সত্যব্রত রাজা পরে বৈবস্বত মনু হইয়াছিলেন। দৈত্য দানবগণ বেদ চুরি করিয়া পাতালে লইয়া গেলে মৎসদেব উহাদের উদ্ধার সাধন করেন।

বেদেষু চৈব নষ্টেষু মৎস্যো ভূত্বা রসাতলাং।

প্রবিষ্ট তান্ অথোৎকৃষ্য ব্রহ্মণে দত্তবান্ অসি ॥—বরাহপুরাণ, ৬।১৩।

পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১ অধ্যায়, উত্তরখণ্ড ২৩০ অধ্যায়।

এইরূপ একটি জলপ্রলয়ের বৃত্তান্ত সকল দেশের পুরাণেই দেখা যায়। বাইবেলে Deluge বা জলপ্রলয়ের বৃত্তান্ত আছে (Genesis, Chap. 6-8)। ক্যাল্ডিয়া সিরিয়া গ্রীস ব্রাজিল কিউবা-দ্বীপ মেক্সিকো পেরুভিয়া প্রভৃতি দেশের পুরাণে জলপ্রলয়ের বর্ণনা আছে (Encyclopaedia Britannica, Deluge প্রবন্ধ ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা দ্বিতীয় ভাগ ২০৬-২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ক্যাল্ডিয়া দেশের পুরাণে আমাদের মৎস্যাবতারের মতন অর্দ্ধমৎস্য-অর্দ্ধমহুর্ষ্য দেবতা এক রাজাকে প্রলয় হইতে প্রাণী রক্ষা করিতে উপদেশ দেন (Maurice, Hindustan, Vol. 1, p. 543)।

কবিকঙ্কণের মৎস্যাবতারের কাহিনী ভাগবত অনুসারে লিখিত।

বহিষ্কৃত—নৌকা।

সত্যব্রত—দ্রবিড় দেশের রাজার নাম।

কুর্শ অবতার—বৈদিক-সাহিত্যের মধ্যে শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রথম কুর্শ-অবতারের উল্লেখ দেখা যায়। প্রজাপতি কুর্শ-রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে—কুর্শঃ অর্থাৎ আমরা কবির; সেইজন্য তাঁর সৃষ্টিকালের রূপের নামও হয় কুর্শ। প্রজাপতির অপর নাম কশ্যপ; কল্পকালে অপভ্রংশ হইয়া হইয়াছে কচ্ছপ।

পুরাণে কুর্ম বিষ্ণুর অবতার। ছর্কাসার শাপে বর্গ শ্রীহীন হইলে দেবাসুর একত্র হইয়া অমৃত লাভের জন্য যখন সমুদ্র মন্থন করেন তখন মন্থন-দণ্ড মন্দর-পর্বত ধারণের আধার হইয়াছিলেন কুর্ম। এই বিবরণ বহু পুরাণে আছে—রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৫ সর্গ, মহাভারত আদিপর্ব ১৭-১৯ অধ্যায়, ভাগবত ৮।৭, মৎস্যপুরাণ ২৪৮-২৫০ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩১, বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ৯ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ ৩ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ কেন্দারখণ্ড ৯ অধ্যায়। ত্রিদিগন্ত পুরাণের আখ্যায়িকায় অন্ন স্নান অনৈক্য থাকিলেও মোট কথা এক।

ধ্বস্তরী—“দ্বাদশে ধ্বস্তরি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া [ সমুদ্র মন্থনের ফলে ] অমৃতভাণ্ড গ্রহণ-পূর্বক জলধি-গর্ভ হইতে উথিত হইয়াছিলেন।” “কীর্তিস্বরূপ ভগবান্ লোকে ধ্বস্তরি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় নাম দ্বারাই বিষমব্যাধিগন্ত ব্যক্তিদিগের রোগনাশ করিয়া আয়ুর্কেন্দ অমুশাসন করিয়া গিয়াছেন।”

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণোর্ অংশাংশ-সম্ভবঃ।

ধ্বস্তরি ইতি খ্যাত আয়ুর্কেন্দৃগিজ্যভাক্ ॥—ভাগবত।

নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধ্বস্তরি মহান্।

পূর্বা সমুদ্রমথনে সমুত্তস্থো মহোদধেঃ ॥

সর্ববেদেবু নিষ্কাতো মন্ত্রতত্ত্ববিশারদঃ।

শিষ্যো হি বৈনতেয়স্য শঙ্করস্যোপশিষ্যকঃ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫১ অধ্যায়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে ধ্বস্তরি কাশীরাজ-পুত্র দীর্ঘতমার পুত্র; নারায়ণের বরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্কেন্দ প্রচারের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারত, ব্রহ্মপুরাণ ১১ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ আবস্ত্যখণ্ডে অবস্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৪৪ ও নাগরখণ্ড ২১০ অধ্যায়, ও অন্যান্য বহু পুরাণে ধ্বস্তরি-আবির্ভাবের কাহিনী আছে।

ব্যাধের নিবাসে—(১) ব্যাধের গৃহে উপস্থিত চণ্ডীর কাঁচুলিতে (২) ব্যাধির নিবাসে (ব্যাধি দূর করেন যিনি)। দ্বিতীয় পাঠই সম্মিলিত মনে হয়, পড়ার ভুলে ব্যাধের নিবাসে ছাপা হইয়া থাকিবে।

মোহিনী—“ত্রয়োদশে মোহিনী-রূপ ধারণপূর্বক অন্তরদিগকে স্বীয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া সুরবৃন্দকে অমৃত পান করান।”—ভাগবত ১।৩। মহাভারত প্রকৃতিভেদে এই উপাখ্যান আছে।

নরসিংহ—ভাগবতের মতে ভগবানের চতুর্দশ অবতার; বরাহ প্রকৃতি পুরাণের মতে চতুর্থ অবতার। কৃষ্ণবিদ্যেবী হিরণ্যকশিপুকে অর্জুনর অর্জুসিংহ রূপে বধ করেন।



সিংহস্য কৃষা বদনঃ সুরারিঃ সদা করালঞ্চ সুরক্লেদনতম্ ।

অৰ্দ্ধং বপুর্ বৈ মহাজস্য কৃষা যযৌ সভাং দৈত্যপতেঃ পুরস্তাৎ ॥

—অগ্নিপুৰাণ ।

বিদ্যুত বিবরণ বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ১৭ ও ২০ অধ্যায়ে ও ভাগবত ৭ স্কন্ধ ৮ অধ্যায়ে আছে । শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা ৬০, লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ ৯৫, মৎস্ত ১৬১, পদ্মোত্তর ২৩৭, স্বন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে বস্ত্রাপণক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১৮, হরিবংশ দ্রষ্টব্য ।

অভিনব চক্ৰ ভাষ্ক—চক্ৰাংশুরৈশ্চু ছুরিতং—ভাগবত ৭।৮।২২ ।

ফটকের স্তম্ভে অবতার—হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার উপাস্য দেবতা কোথায় আছেন? তার উত্তরে প্রহ্লাদ বলেন—তিনি সর্বব্যাপী । তখন হিরণ্যকশিপু বলেন—‘কামো যদি স সর্বত্র কাম্যং, স্তম্ভে ন দৃশ্যতে?’ হিরণ্যকশিপু “খড়াং প্রগৃহ্যোৎপতিতো বরাসনাং স্তম্ভং ততাড়াতিবলঃ স্বমুটিনা।” তখন

সত্যং বিধাতুং নিজ্জড়ত্যাভ্যমিতং

ব্যাপ্তিক্ত ভূতেষ্বিলেষু চান্বনঃ ।

অদৃশ্যতাত্ত্বত-রূপম্ উদ্বহনু

স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মাহুষম্ ॥—ভাগবত ৭।৮ ।

নৃসিংহ নখে চিরিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন । বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদিতেও এই উপাখ্যান আছে ।

বামন—ঋগ্বেদসংহিতায় আদিত্যের দ্বাদশ নামের একটি বিষ্ণু । বিষ্ণু ত্রিপাদ বিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন—একাধিক হলে বলা হইয়াছে (মৎপ্রণীত বেদবাণী দ্রষ্টব্য) । বিষ্ণু বা সূর্য্যের ত্রিপাদ বিক্ষেপে জগৎ ব্যাপ্ত করার অর্থ প্রভাত মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা ত্রিকালে আকাশের ত্রিষ্টানে সূর্য্যের অবস্থান । বিষ্ণুর এই ত্রিপাদ বিক্ষেপ হইতেই বামন অবতারের উপাখ্যানের সৃষ্টি ।

শতপথ-ব্রাহ্মণে এক যজ্ঞবাচক বামন-রূপী বিষ্ণুর উপাখ্যান আছে ; বামন অশুরগণের নিকট হইতে কৌশলক্রমে সমস্ত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন ।

এই হই বৈদিক উপকরণের সঙ্গে নূতন উপকরণ যোগ করিয়া বলি-বামন উপাখ্যান সৃষ্টি হয় । বেদে বামন বিষ্ণু আদিভী, পুরাণেও বামন বিষ্ণু আদিত্য—অদিত্যের পুত্র ।

বামন-অবতারের কথা বহু পুস্তকে দেখা যায়—রামায়ণ ১।৩১ ; মহাভারত বনপর্ল ; বামনপুরাণ ৭৫ অধ্যায় ; বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ ৬ অধ্যায় ; পদ্মপুরাণ

উত্তরখণ্ড ৪৮-৪৯ ; ভাগবত ৮ স্কন্ধ ১৭-২৩ অধ্যায় ; স্বন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ডে বজ্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য ১৪ অধ্যায় ইত্যাদি। প্রত্যেক উপাখ্যানে পার্থক্য দেখা যায়। অন্ত্যস্ত পুরাণের উপাখ্যান সংক্ষিপ্ত, ভাগবতে সুবিস্তৃত।

রামায়ণে বামনের ষে উপাখ্যান আছে তাহা সূর্য্যেরই ত্রিহানে পরিক্রমণের রূপক মাত্র।

প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ; বিরোচনের পুত্র বলি। বলি পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে দেবতাদের নির্ভর করিবার ক্ষমতা বিস্ময় বামন-রূপে অবতীর্ণ হন এবং বলির যজ্ঞান্তে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। বামন ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ মর্ত্য ও দেহ দ্বারা সমস্ত অন্তরীক্ষ আবৃত করিয়া নাভি হইতে উদগত তৃতীয় পদের ভূমি প্রার্থনা করিলে বলি নিজের মাথা পাতিয়া দেন। ত্রিপাদ ভূমি দিবার অঙ্গীকার রক্ষা না করিতে পারার পাপে বলি বরুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া স্তূতলে প্রেরিত হন।

বরাহপুরাণের মতে বামন বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার ; কিন্তু ভাগবতের মতে বামন পঞ্চদশ অবতার।

পরশুরাম—রামায়ণ মহাভারত ও পদ্মোত্তর ২৪১, স্বন্দ নাগরখণ্ড ৬৭, ব্রহ্ম ১০ প্রভৃতি বহু পুরাণে পরশুরামের উপাখ্যান আছে। পরশুরাম জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্র। রেণুকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া জমদগ্নি পরশুরামকে মাতৃবধ করিতে আদেশ করেন ও পরশুরাম পিতৃ-আদেশ পালন করেন। কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন জমদগ্নিকে বধ করিলে পরশুরাম পিতৃবধে ক্রুদ্ধ হইয়া একুশ বার পৃথিবী নিক্ষেপ্ত করিলেন। পরশুরাম বজ্র করিয়া গুরু কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা স্বরূপ দান করেন এবং দত্ত স্থানে বাস অমুচিত্ত বিবেচনা করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে সহ্য-পর্ব্বতের পাদমূল হইতে সমুদ্রকে অপসারিত করিয়া কেবল দেশ সৃষ্টি করেন ও মহেন্দ্র-পর্ব্বত নিজের বাস-স্থান স্থির করেন। পরশুরাম রামচন্দ্রের পূর্বে ও অগস্ত্যের পরে দাক্ষিণাত্যে আর্ঘ্য-সভাতা বিস্তার করেন। পরশুরাম ভীষ্ম ও কর্ণের অন্তগুরু ছিলেন। রামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁর স্বর্গপথ রুদ্ধ হয়। পরশু তাঁর অন্ত ও নাম রাম ; রামচন্দ্র হইতে পৃথক করিবার জন্য তিনি পরশুরাম নামে পরিচিত।

মরিচিনন্দন—মরীচি ও কলা দেবীর পুত্র কশ্যপ—আদিত্য দৈত্য দানব নাগ গরুড় প্রভৃতির পিতা। পরশুরামের গুরু।

পরশুর-সুত.....সত্যবতী-জঠরে.....বাস—বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর ; ইনি ধীবরকল্পা মৎস্যগন্ধা সত্যবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন ; এক বীণে সত্যবতী পুত্র প্রসব করেন ; সেই পুত্রের বর্ণ রক্ত ও জন্ম বীণে বলিয়া তাঁর নাম হয় রক্ত দ্বৈপায়ন ; তিনি বেদ ব্যাস (বিভাগ) করেন বলিয়া বেদব্যাস নামে

পরিচিত হন। কৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুর এঁর ক্ষেত্রজ পুত্র।—মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও অংশ ৩ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৪ অধ্যায়, বষ্ণুপুরাণে প্রজাপতি-সর্গ নামক অধ্যায়, ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১ ও ২৩ অধ্যায়, হরিবংশ হরিবংশপর্ব ৪১ অধ্যায় এবং ভাগবতের (১।৩, ২।৭) মতে বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার।

### ১৮১ পৃষ্ঠা

সীতা.... রাম.....লক্ষণ—রাম লক্ষণ ও সীতা দেবীর বিবরণ রামায়ণে মহাভারতে দশরথ-জাতকে ও পুরাণেও আছে। রামায়ণে রাম মাহুষ মাত্র; পরে বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

হলধারী রাম—বলরাম কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বহুদেব ও রোহিণীর পুত্র; দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া এঁকে রোহিণীর গর্ভে প্রেরণ করা হয়, এজন্য তাঁর এক নাম সন্ধর্ষণ। হল তাঁর অন্ত, এজন্য তাঁর নাম হলধর।—হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

গর্ভ-সন্ধর্ষণাদ্ এব নামা সন্ধর্ষণঃ স্মৃতঃ।

নাস্ত্যস্তোহসৌব বেদেষু তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ ॥

বলদেবো বলোদ্ভেকাদ্ ধনী চ হলধারণাং।

সিতিবাসো নীলবাসাং মুঘলী মুঘলায়ুধাং ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩ অধ্যায়।

কংসের অত্যাচারে উৎপীড়িত পৃথিবী বিষ্ণুর সাহায্যপ্রার্থিনী হইলে বিষ্ণু খেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুগাছি চুল উৎপাটন করিয়া বোহিণী ও দেবকীর গর্ভে নিক্ষেপ করেন; তাহা হইতেই বলরাম ও কৃষ্ণ উৎপন্ন হন।—হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

কারো মতে বলরাম মহাদেবের অবতার, কারো মতে ইনি অনন্ত নাগের অবতার (পদ্মোত্তর ২৪৫, স্কন্দপুরাণ প্রভাসপঞ্চমোদ্যায়কাণ্ডেব্রহ্মহাত্ম্য ১), এবং সেইজন্য তিনি গুহবর্ণ। ইনি আবার চন্দ্রের অংশ (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৫৭ অধ্যায়)।

প্রলম্ব—কৃষ্ণবলরামকে হত্যা করিবার জন্য কংস ক্রমাগত অমুরদিগকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিতেছিলেন। প্রলম্ব অমুর গোপবেশ ধরিয়া রামকৃষ্ণের ক্রীড়ায় যোগ দেয় ও ছিন্ন হয় যে জোড়ায় জোড়ায় এক নির্দিষ্ট স্থান, প্রলম্ব দোড়িয়া বাইতে হইবে, যে আগে পৌছিতে তাকে কাঁধে করিয়া অপর ব্যক্তিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। বলরাম ও প্রলম্ব জোড়া নির্দিষ্ট হইয়া দৌড়িলে প্রলম্ব পশ্চাদবর্তী হইয়া পরাজিত হয় এবং বলরামকে কাঁধে করিয়া মধুরার দিকে দৌড়িতে থাকে। বলরাম তার

উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তার মাথায় এমন এক বজ্রমুষ্টি প্রহার করেন যে তাহাতে প্রলম্ব রক্ত বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

আচেষ্টার বিবিধাঃ ক্রৌড়া বাহু-বাহক-লক্ষণাঃ।

যত্রারোহন্তি জেতারো, বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥

দৃষ্ট্ৰা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা।

গোপা স্তবিস্মিতা আসন্ সাধু-সাধুতিবাদিনঃ ॥

—ভাগবত ১০।১৮, বিষ্ণুপুরাণ ৫।৯, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৭ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ, হরিবংশ বিষ্ণুপর্ক ৭০ অধ্যায়, ইত্যাদি।

ধেমুক—কংস-প্রেরিত অম্বর ধেমুক গর্দভ-রূপ ধারণ করিয়া ক্রৌড়ারত কৃষ্ণবলরামকে পদাঘাত করিয়া মারিবার চেষ্টা করে; ধেমুকের উৎকৃষ্ট পদ ধরিয়া বলরাম তাকে ভাল-গাছে আছাড় মারিয়া বধ করেন।—ভাগবত ১০।১৫; বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ ৮ অধ্যায়; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২২ অধ্যায়।

মুঠীক—কৃষ্ণ-বলরাম অক্রুরের আমন্ত্রণে কংসকে বধ করিতে মথুরায় যান; পথে কংসের মল্ল চাণুর ও মুঠীক তাঁহাদিগকে বাধা ছায়। বলরাম মুঠীকে মুঠি ও পদ-প্রহারে বধ করেন।—ভাগবত ১০।৪৪; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭২ অধ্যায়।

হলাগ্রে যমুনা-নীর—কংসবধ ইত্যাদির বহুকাল পরে বলরাম “সুহৃদ-দিদৃক্ষুর্ উৎকর্ষঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্।” বলরাম দুইমাস বৃন্দাবনে থাকিয়া কৃষ্ণবিরহকাতরা গোপবালাদের সঙ্গে যমুনার উপবনে ক্রৌড়া করিতে লাগিলেন। একদিন জলক্রৌড়া করিবার ইচ্ছায় বলরাম যমুনাকে নিকটে আহ্বান করেন; কিন্তু যমুনা সে আদেশ পালন না করিতে “অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচকর্ষ হ।”—ভাগবত ১০।৬৫; বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ ২৫ অধ্যায়।

যশোদানন্দন—বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এদেশে ঈশ্বররূপে পূজিত। কিন্তু এই সম্মানের পদ পাইতে তাঁহাদের অনেক শতাব্দী, অনেক যুগ, লাগিয়াছে। বিষ্ণু বেদে, বিশেষতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবতা। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা অগ্নি ইন্দ্র ও বরুণ। বিষ্ণু “ইন্দ্রস্ত যজ্ঞাঃ সখা” ( ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত)—ইন্দ্রের যুক্ত বা উপযুক্ত সখা। তাহা তো হইবেনই। বৈদিক বিষ্ণু আর কেহই নহেন, তিনি সূর্য্য। আর ইন্দ্র মেঘ ও বিদ্যুতের দেবতা। সূর্য্য বাস্পাকারে জল আকর্ষণপূর্ব্বক মেঘ সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রের সহায়তা করেন। “ত্রিবিক্রম” আকাশে সূর্য্যের তিনটি সংস্থান মাত্র। বামনাবতারের বৈদিক গর গুরুবহুরূপের শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। ঋগ্বেদের “তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্”—বিষ্ণুর সেই পরমপদ—যার অর্থ উপনিষদে পাড়াইয়াছে—ব্রহ্মের বিধাতীত নিগুণ স্বরূপ—তাহা আর কিছু নহে—মধ্যাকাশে সূর্য্যের অবস্থান

মাত্র। গায়ত্রীতেও (১।১৬৪।৪৬) তাঁহার স্থান খুব উচ্চ, যদিও গায়ত্রীর বৈদান্তিক অর্থ তখনও কল্পিত হয় নাই। হংসবতী ঋক্ (৪।৪০।৫) স্বর্গ্যবিদগ্নিগী কি না সন্দেহ, কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে বোঝা যায় যে কোন কোন মন্তব্যচরিতা বিষ্ণুকে পূজ্যতম দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণসমূহে তাঁহার যে স্থান, তাহা প্রাপ্ত হইতে কেবল অনেক সময় নহে, অনেক সংগ্রামও লাগিয়াছিল। সেই সংগ্রামের কথা বেদ পুরাণ উভয়েই আছে। ফলতঃ অবতারবাদ কল্পিত হইবার পূর্বে এবং বিষ্ণুর প্রধান অবতার কৃষ্ণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সে স্থান প্রাপ্ত হন নাই। অবতারবাদ বৈদিক সময়ের অনেক পরে কল্পিত হয়। কিন্তু বিষ্ণু যেমন বৈদিক, যিনি পুরাণে বিষ্ণুর প্রধান অবতাররূপে অভিযুক্ত হইলেন সেই কৃষ্ণও তেমনই বৈদিক।

মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ ধর্ম্যাচার্য্য ও যোদ্ধা দুইই। বেদে দুই কৃষ্ণ, একজন মন্তব্যচরিতা ঋষি, আর-একজন যোদ্ধা। মহাভারত ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য্য গোপকুলে প্রতিপালিত। বেদের ঋষি কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ অঙ্গিরস ঋষির বংশোদ্ভব, কিন্তু যোদ্ধা কৃষ্ণ অনার্য্য। পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সদ্ভাব নাই, নানা স্থানে উভয়ে যুদ্ধ ও কলহ। বৈদিক অনার্য্য কৃষ্ণও ইন্দ্রের ঘোর শত্রু। কিন্তু বেদে ইন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত; পুরাণে সেই পরাজয়ের যথেষ্ট প্রতিশোধ,— প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। কৃষ্ণ এবং তৎপুত্র বিশ্বকায় বৈদিক দেবতা অশ্বিনদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। বিশ্বকায়ের পুত্র বিশ্বাপুর মৃত্যু হইলে অশ্বিনদ্বয় তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। কৃষ্ণ পুরাণে ঐশী শক্তি সহ পুনরাবিতৃত হইয়া নিজ গুরু সান্দীপনি সঙ্কটে এই দৈব কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। ছানোগ্যে তিনি “দেবকী-পুত্র” এবং আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর নামক ঋষির শিষ্য।

ঋগ্বেদে একটি যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তার এক পক্ষে ইন্দ্র, অপর পক্ষে অনার্য্য যোদ্ধা কৃষ্ণ। স্থান অংগুমতী নদীর তীর। “অংগুমতী” বোধ হয় কাবুল-নদীর প্রাচীন নাম। কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসেন। এই সেনা যে অনার্য্য ছিল তার প্রমাণ এই যে ইহাকে ঋগ্বেদে “আদেবীঃ” অর্থাৎ দেবপূজ্য বর্জিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সাহায্যে এই সেনাকে বিনষ্ট করেন। এই বেদোক্ত ইন্দ্র-কৃষ্ণের যুদ্ধই পুরাণোক্ত ইন্দ্র-কৃষ্ণের সমুদায় বিবাদের মূল। পৌরাণিকেরা বৈদিক দেবপূজ্য স্থলে কৃষ্ণপূজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। কাজেই কৃষ্ণকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে বৈদিক প্রধান দেবতা ইন্দ্রের বিরোধী না করিলে হয় না। দুটিমাত্র বিরোধের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করি। প্রথমটি বৃন্দাবনে

গোবর্দ্ধনপূজা-উপলক্ষে। পৌরাণিক কৃষ্ণের মধ্যে যে অনার্য উপকরণ আছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কোনও খাঁটি আর্য নেতা দেবরাজ ইন্ড্রের পূজার বিরোধী হইতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবাদ পারিজাত-হরণ উপলক্ষে। অন্ন অবশ্য কৃষ্ণপক্ষেই হইল। যে সময়ে বিষ্ণু অস্ত্র বৈদিক দেবতা হইতে বড় হইবার চেষ্টা করেন তখন ইন্ড্রের ইচ্ছিতে বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ হয়। সেই গল্প আছে শতপথ-ব্রাহ্মণে।

—শ্রীসীতানাথ দত্ত ভট্টভূষণ। (নবাত্মারত, মাঘ, ১৩২৮)।

বেদে কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ কয়েকবার আছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের ৫ম ঋকে এক কৃষ্ণের কথা আছে—কিন্তু সেখানে শিকারী পক্ষী অর্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অথর্ববেদের (১১।২।২) এবং শাখ্যায়ণ আরণ্যকের (২।২।৭) দুই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এইরূপ তৈত্তিরীয় সংহিতা (৫।২।৬।৫ ; ৬।১।৩।১) ও শতপথব্রাহ্মণে (১।১।৪।১ ; ৩।২।১।২৮) মৃগ অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। ইনি ৩য় ও ৪র্থ ঋকে আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

অমুকুমণী-কার বলেন, এই কৃষ্ণ আদ্রিস অর্থাৎ অজিরার বংশ। ৮ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের রচয়িতা কৃষ্ণের পুত্র ‘কার্ষি’ বা বিশ্বক। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে কৃষ্ণ শব্দ হইতে বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে ‘কৃষ্ণির’ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে কৃষ্ণির আছে।

এই দুই ঋকে অশ্বিদ্বয় বিষ্ণাপুকে বিশ্বক কৃষ্ণিয়ের নিকট অর্পণ করিতেছেন। সুতরাং কৃষ্ণ বিষ্ণাপুর পিতামহ হইতেছেন। এই কৃষ্ণ এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণোক্ত কৃষ্ণ অভিন্ন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আদ্রিস—তবে ইনি আদ্রিস ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণাচ্ছঃসৌ ঋষিক্ সম্পর্কে ইনি সাক্ষ্য হোম দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি ঘোর আদ্রিসের শিষ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন—“অতঃপর আদ্রিস-বংশীয় ঘোর দেবকপুত্র কৃষ্ণকে সন্মোহন করিয়া বলিলেন—আর তিনিও পিপাসান্ত হইলেন। তুমি মরণকালে এই তিনটি মন্ত্রের আশ্রয় লইবে—এই তিনটি হইতেছে—তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাপসংশিত।”

কৃষ্ণবহুব্রুবেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কৃষ্ণকে পুরুষমন্ত্রের শাস্তা উপদেষ্টা-রূপেই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্বোন্নিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে বাহা জানিতে পারা যায়, তাহা এই—

বেদবর্ণিত কৃষ্ণ বলিলে, তাহার অধিক কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বেদে যে

কর বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহাতে কৃষ্ণ বলিতে ঋষি মাত্র বুঝায়। হুঁতিন হুঁতিন ছাড়া সর্বত্র কৃষ্ণ ঋষি বলিয়াই পরিচিত। ঋগ্বেদের খিলহুস্তে কৃষ্ণ পরম-পুঙ্খ-বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বলিয়া খিলহুস্তের ভাষ্যকারগণ মনে করিয়া থাকেন খিলহুস্ত (১০।১) বলিতেছেন—“কৃষ্ণ বিবেগ বাহুদেব হৃষীকেশ নমস্তুতে”। ঋগ্বেদ, কৌষিতকী ব্রাহ্মণ, ও ছান্দোগ্য-উপনিষৎ কৃষ্ণকে আদিত্যস আখ্যা দিয়াছেন। পাণিনির ৪।১।২৬ হুস্তে গণসম্পর্কে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ৪।১।২৯ হুস্তে গণসম্পর্কে কার্ফার্নন ও রাণার্নন গোত্র নিষ্পত্তিকালে কৃষ্ণ ও রণ পদ দেওয়া হইয়াছে। কার্ফার্নন ও রাণার্নন, এ দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-গোত্র মাত্র।

বৌদ্ধগ্রন্থে ‘কৃষ্ণ’ এই নামটি “কণ্ঠ”-রূপে পরিণত হইয়াছে। শব্দশাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণ ও কণ্ঠ অভিন্ন। দীঘনিকার নামক বৌদ্ধগ্রন্থে (৩।১।২৩) কণ্ঠার্নন গোত্র ও কণ্ঠ ঋষির নাম আছে।

দীঘনিকারের এই কণ্ঠ ঋগ্বেদের ঋষি হইতেও পারেন। তবে তিনি আমাদের কৃষ্ণ কি না তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। ঘট-জাতকে কৃষ্ণের যে কাহিনী আছে, তাহা যে বিকৃত আকারে আমাদের কৃষ্ণেরই কাহিনী, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জৈন প্রবালেও দেখা যায়, এই গল্পগুলি সাধারণের খুব প্রিয় ছিল। ইহাদের প্রাচীন গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে বাহুদেব ও বলদেবের নাম আছে। কৃষ্ণ বাহুদেবের মধ্যে কৃষ্ণ নবম ছিলেন [হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পৃ: ১২৪, অন্তর্গত দশাও পৃ: ১৩—১৫, ৬৭৮২] আর এই কৃষ্ণের দ্বারাবতী বা দ্বারকার সহিত সম্বন্ধও নিরূপিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে তিনি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর হইবেন এবং তাঁহার বংশের দেবকী রোহিণী বলদেব ও অবকুমার পূর্বের ত্রায় অবস্থাপন্ন হইবেন। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহিরেও কৃষ্ণকথা অতি প্রিয় ছিল।

এই গোত্রের কথাই জাতকের ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কার্ফার্নন গোত্র ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াছে। তার পর ছান্দোগ্য-উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ এই নাম। ইনি আদিত্যস যে ঘোর, তাঁর শিষ্য। যদি কৃষ্ণও আদিত্যস হন, আর এইরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, কৃষ্ণ যে ঋষি ছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ বা কিংবদন্তী ঋগ্বেদের সময় ছুইতে আরম্ভ করিয়া ছান্দোগ্য-উপনিষদের সময় পর্যন্ত চলিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে কার্ফার্নন নামে গোত্রও জনশ্রুতি-মূলক ছিল। কৃষ্ণসমূহকে লইয়া কার্ফার্নন—এই-সমস্ত কৃষ্ণের মধ্যে যিনি আদিত্য কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণ-গোত্রের স্থাপনিতা বা প্রবর্তক। যখন বাহুদেব পরমপুঙ্খ-পদবাচ্য

হইয়া উঠিলেন, তখন হঠতেই এই কিংবদন্তী ঋষি কৃষ্ণের সহিত বাহুদেবের অভিলষিত স্থাপন করিয়াছে। কৃষ্ণ ও বাহুদেব যখন অতিয়ই হইয়া গেল, তখন শূর ও বাহুদেবের ভিতর দিয়া বৃষ্টিবংশে তাঁহারও স্থান হইয়া গেল। জাতকের কৃষ্ণগোত্র দ্বারাই কৃষ্ণ নামের কারণ কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন। কাঙ্ক্ষার্মন গোত্র যে কেবল বশিষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ-গোত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা নয়, মৎস্যপুরাণে ২০০ অধ্যায়ে ইহা পারাশর-পর্যায়েরও দ্রুত হইয়াছে।

আখ্যায়ন শ্রোতৃসূত্রের ( ১২।১৫ ) মতে কত্রিয়ের যজ্ঞ-কারণ এইরূপ ব্রাহ্মণ-গোত্র কত্রিয় গ্রহণ করিতে পারে।

কত্রিয়ের গোত্র এবং স্তত পূর্বপুরুষদিগের গোত্রে তাঁহারিগের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘট-জাতক ( ৪৫৪ সংখ্যক জাতক ) ও মহাউদয়গ্গজাতক খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বের রচনা। ঘটজাতকে একটি উপাখ্যানে পাওয়া যায় যে, কংসের একজন ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম দেবগভ্রা। সম্ভবতঃ কেন, মিশ্রই, দেবকীর নামের এই দ্রুদশা ঘটরা থাকিবে। ইহার স্বামীর নাম ছিল উপসাগর। বাহুদেব কল্পে উপসাগরে পরিণত হইলেন, তাহা বুঝা গেল না। বাহাই হউক, ইহাদের দুই পুত্রের নাম বাহুদেব ও বলদেব। এই দুই পুত্রকে অন্ধকবেনু তদীয় পত্নী নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নন্দগোপা দেবগভ্রার সখী ছিলেন। নন্দগোপা মিশ্রই নন্দগেহিনী যশোদা। অন্ধকবেনু দুইটি শব্দের সংযোগে নিম্পন্ন—অন্ধক ও বৃষ্টি—বৃষ্টি শব্দের অপভ্রংশ বেনু। এ দুইটি শব্দে দুইটি পৃথক্ জাতিকে বুঝায়। বলিতে পারি না, নন্দ কেনন করিয়া এই নাম পাইলেন। বাহা হউক, এই জাতকের কাব্যংশে বাহুদেবের আরও দুইটি নাম আছে—কণ্ঠ ও কেশব। এই জাতকের ভাষ্যকারও খৃষ্টপূর্বাব্দের ব্যক্তি। তিনি বলেন—প্রথম কবিতার বাহুদেব তাঁহার গোত্রনামে অভিহিত হইয়াছেন, কারণ, বাহুদেব কণ্ঠায়ন গোত্রগত ছিলেন। স্ততরাং এ হিসাবে বাহুদেবই কৃষ্ণের প্রকৃত নাম; তাঁহার গোত্রনাম কাঙ্ক্ষার্মন গোত্রের বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। মহাউদয়গ্গ জাতকের ভাষ্যেও এই কথা পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ভাষ্যকার বাহুদেব কণ্ঠের পত্নীর নাম জম্বাবতী বলিয়াছেন। স্বয়ং বাহুদেব কণ্ঠ কণ্ঠায়ন গোত্রীয়। বাহুদেবস কণ্ঠস অর্থে তিনি বাহুদেবই প্রকৃত নাম বলিয়া কণ্ঠকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি পাণিনির উল্লিখিত কাঙ্ক্ষার্মন গোত্রের ঋত্বিক বা পুরোহিতের গোত্রই হইয়া থাকে। কত্রিয়দিগের এইরূপ ঋষি পূর্বপুরুষগণ হয় মানব, না হয় ত্রৈল বা পৌরুষবশ হইবেন। ইহাদিগের নাম এক কত্রিয়-বংশ হইতে অল্প কত্রিয়-বংশের পার্থক্য সূচিত করিয়া দেয় না, তবে



ঋত্বিকদিগের গোত্র ও পূর্বপুরুষগণের নামের দ্বারা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। যদি কৃষ্ণকে গোত্র-নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, বাহুবদেব কাশ্যারন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও এটি ব্রাহ্মণ ও পারাশর গোত্র।

এই কৃষ্ণ নামে বরাবর পরিচিত হইয়া আসিয়া প্রাচীন কৃষ্ণের বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাত্মদীক্ষণও তাহাতে আরোপিত হইয়াছে। দেবকীপুত্র হওনাতোও কিংবদন্তী সহায়তা করিয়াছে।

পরযুগে বাহুবদেবই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির পর আমরা রামায়ণে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। রামায়ণের সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন নাই। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ বান্দীকি কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতেছেন। বান্দীকি যখন রাম না হইতে রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ না হইতেও কৃষ্ণনাম যে তিনি করিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিন্তা কি? রামায়ণের বৃদ্ধকাণ্ডে ১১৯ অধ্যায়ে বেদবিদ ব্রহ্মা কাকুৎস্থ রামকে বলিতেছেন—

লোকানাং ত্বম্ পরো ধর্মো বিশ্বকসেনশ্চতুর্ভুজঃ।

শাস্ত্রধর্মো হৃদীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।

অজিতঃ খড়্গাধুগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ।

রামায়ণের যিনি ভাব্যকার, তিনি কৃষ্ণ শব্দে সর্বত্র “কৃষ্ণস্তদ্বর্ণঃ” বুঝিয়াছেন। সিদ্ধান্তীরা বলেন, ইহা ভবিষ্যদ্বাণী।

রামায়ণ আবার বলিতেছেন—

“সীতা লক্ষ্মী ভবান্ বিষ্ণুর্ দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।

বধার্থং রাবণস্ত ত্বং প্রবিষ্টো মাতৃবীং তত্ত্বম্ ॥”

রামায়ণে সর্বত্র রামকে বিষ্ণুর সহিত এক, তাহা হইতে অভিন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে মহাভারতেও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বিষ্ণু-পূরণ ভাগবত ব্রহ্মবৈবর্তপুরণ এবং পরবর্তী কালের বৈষ্ণবগ্রন্থেও কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক বলা হইয়াছে। দুই এক স্থলে কৃষ্ণকে বিষ্ণু হইতে সামান্য তত্ত্বতঃ পৃথক্ করা হইয়াছে, যদিও বিষ্ণু-ও ভাগবত-পুরণে কৃষ্ণ দুই-একবার বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন, তথাপি তিনি সাধারণতঃ বিষ্ণুর সমুপার্গ অৱতার ও পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভাগবত-পূরণ বলিতেছেন—

সংস্থাপনার্থায় ধর্মস্ত প্রশমায়ৈত্তত্ত চ।

অবতীর্ণো হি ভগবান্ অংশেন জগদীশ্বরঃ ॥

মহাভারত বলেন—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ ।

তস্তাংশো মাহুবেষানীদ বাহুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণও তাঁহাকে দুই-এক স্থানে অংশাবতার বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ কিন্তু বড়ই জটিল। মহাভারতের নানা স্থানে কৃষ্ণ নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতার দার্শনিক অংশে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য স্থানে কোথাও বা তাঁহার ভগবত্বকে ন্যূনীকৃত করা হইয়াছে, কোথাও বা ভগবত্তা সন্দ্বিগ্ন বা একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণকে যোদ্ধা প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ভগবত্তা যেন তাঁহাতে আদৌ আরোপিত হয় নাই। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি কৰ্মক্ষেত্রে তিনি সৰ্বত্র মাহুবেষ ভূমিকাই অভিনয় করিয়াছেন—কোথাও দেবতাব্যবহার পরিচয় দেন নাই। বজ্র সাহায্যে বা শত্রুবিনাশে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় কোথাও নাই।

মহাভারতের বহুস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ মহাদেবকে পূজার্ত্তন করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিতেছেন, তাঁহার নিকট বিবিধ বর লাভ করিতেছেন, মহাদেবের নিকট হইতে বহু অস্ত্রও প্রাপ্ত হইতেছেন।

অনেক স্থলেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বলা হইয়াছে। বেদের ঋষি কৃষ্ণের ঋষিদের মত মহাভারত-যুগেও লুপ্ত হয় নাই। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ঋষি নারায়ণ-রূপেও পূজিত হইয়াছেন। তাঁহাকে ঋষি নারায়ণ বলিলেও কোথাও তিনি মহাভারতে সাধারণ মাহুবেষ-রূপে অঙ্কিত হন নাই। যখন তিনি ঋষি নারায়ণ, তখন তিনি যুগের পর যুগ ধরিয়া জীবিত থাকিয়া অতিমানবতার পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি পাণ্ডবের সখা ছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিশুপাল, দুর্যোধন, কর্ণ ও শল্য কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য মহাভারত কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

মহাভারতের নারায়ণীর পর্বে বাহুদেব-কৃষ্ণের কথা আছে, কিন্তু গোপাল-কৃষ্ণের কথা কিছুই নাই। কেবল এইমাত্র লিখিত আছে যে, কংসনিহনের অস্ত্র কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোকুলে তাঁহার অস্ত্র বালালীলার কথা কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হরিবংশ (স্লোক ৫৮৭৬—৫৮৭৮), বায়ুপুরাণ (৮ অঃ—১০০-১০২ স্লোক) ও ভাগবতপুরাণে (২।৭) লিখিত আছে যে,

গোকুলে যে-সমস্ত অশুর আসিয়াছিল তাহাদের বধের জন্ত এবং কংসকংসের জন্ত কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভারতের সভাপর্বে (৪৫ অঃ) শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতাপের কথা বলিতে বলিতে পুতনাদি বধের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যখন কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন (৩৮ অঃ), তখন একবারও পুতনাদি বধের কথা বলেন নাই।

ভগবদ্গীতায় ও মহাভারতের অন্ত্যায় অংশে “গোবিন্দ” নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এটি খুব প্রাচীন নাম। পানিনির ৩।১।১৩৮ সূত্রের বার্তিক দ্বারা ইহা নিষ্পাদিত হয়। যদি কৃষ্ণের গোকুলদিগের সহিত সম্পর্ক থাকার জন্ত তাঁহার গোবিন্দ নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গোবিন্দ-নামের ব্যুৎপত্তিগত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের আদিপর্বে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ বরাহ-আকারে জল আন্দোলন করিয়া জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ হইয়াছে (অঃ ২।১।১২)। আবার শান্তিপর্বে দেখা যায় (৩৪২ অঃ ৭০)—বাসুদেব বলিতেছেন—দেবগণ আমাকে গোবিন্দ বলে, যেহেতু আমি পূর্বে নষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং গুহাবাসী ছিলাম। এই ব্যাপারও গোবিন্দ নামের কারণ হইতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ “গোবিন্দ” যাহা ঋগ্বেদে গোসমূহের উদ্ধারকর্তারূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাসুদেব কৃষ্ণ দেবাদিদেব বলিয়া পূজিত হইলে তাঁহার নাম হয়। কেশিনিহদন ইন্দ্রের অপর একটি নাম ছিল—ইহাও পরে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপর আসিয়া পড়ে।

কবি ভাস চাণক্যের প্রায় সমকালবর্তী। ইহার রচিত নাটকে ত্রীকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ নন্দ যশোদা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভাসও গোপালকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন। ভাসের কাব্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, গোপাল-কৃষ্ণ ঋঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীতেও পূজিত হইতেন। ইহার পর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাসুদেব কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই।

মহাভাষ্যের এই উক্তি হইতে চারিটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে—

- ১। কংসের মৃত্যুর কথা এবং বলির বদ্ধতার কথা পতঞ্জলির সময়ে জনসাধারণ সকলেই জানিত। ইহাদের কাহিনী পতঞ্জলির সময়ে প্রচলিত ছিল।
- ২। এই আখ্যায়িকার কৃষ্ণ বা বাসুদেবকে কংসহত্যাকারী বলিয়া উক্ত আছে।
- ৩। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যেমন অভিনয় হইয়া থাকে, সেইরূপ এই-সমস্ত আখ্যায়িকা লইয়া নাটকাত্মক হইত।

৪। কৃষ্ণের হস্তে কংসের হত্যা পতঞ্জলির সময়ে বহু প্রাচীন ঘটনা বলিয়া বিদিত ছিল। মাতুল কংসের সহিত কৃষ্ণের সদ্ভাব ছিল না। সম্বর্ধন তাঁহার নিত্য সহচর ছিলেন। অকুর কৃষ্ণ-আধ্যাত্মিকায় একজন বিশিষ্ট নারক ছিলেন।

সূত্রভাষ্যে পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন যে বাহুবল্যে যে শুধু ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা' নয়; তিনি দেবতারূপে পূজিত হইতেন। সূত্রপিটক বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে কৃষ্ণের কথা আছে। সেই কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ তথা বাহুবল্যে কৃষ্ণ। এই গ্রন্থখানি যে খৃষ্ট জন্মবার পূর্বের গ্রন্থ, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ললিতবিস্তারের ১১ অঃ কৃষ্ণের কথা আছে। গাখাসপ্তশতী খৃষ্টীয় ১ম শতকের গ্রন্থ; ইহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে।

(যমুনা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাবাস

গোষ্ঠদান—গোকুলে কংসচরদিগের অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ হইলে ভয় পাইয়া রাজা নন্দ স্থির করেন যে বৃন্দাবনে গেলে আর কংসচরদিগের উৎপাত থাকিবে না। নন্দ সমস্ত গোপ ও গো সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করেন এবং কৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকস্মা এক রাত্রির মধ্যে বৃন্দাবনে নগর নির্মাণ করিয়া দেন।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৬-১৭ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কৃষ্ণমহিমা পরীক্ষার জন্য সমস্ত গোপ গোপবালক গো ও বৎস অপহরণ করেন; কৃষ্ণ নিজে সমস্ত গোপবালক গো ও বৎসরূপ ধরিয়া এক বৎসর থাকেন, কেহ কোন অভাব বোধ করিতে পারে নাই।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২০ অধ্যায়; ভাগবত ১০।১৩।

কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত করিয়া গো ও গোষ্ঠ-পূজা প্রবর্তন করেন।—ভাগবত ১০।২৪; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২১ অধ্যায়।

যমুনা দি বাশের কারণ—যমুনা প্রভৃতি স্থান বাসযোগ্য করিবার জন্য স্থানে স্থানে কৃষ্ণ চুই নাশ করেন।

১৮২ পৃষ্ঠা

কংসনাথ—কংসের প্রভু।

নরক—ব্রাহ্ম-অবতার বিষ্ণুর ও পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর, প্রাগুজ্যোতিষপুরের অধিপতি, বিদূর্ভরাজকন্যা মায়াকে বিবাহ করেন, ভগবন্ত প্রকৃতি তাঁহার চার পুত্র; তিনি বাণ কংস প্রভৃতি কৃষ্ণবিষেবী রাজাদের বধ ছিলেন। কৃষ্ণ একে বধ করেন।—কালিকাপুরাণ ৩২-৪০ অধ্যায়; মহাভারত; বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি।

শৈশবে ইনি এক নরমুণ্ডে দ্বন্দ্বও বিভ্রাস করিয়া রোমন করিতেছিলেন দেখিয়া ইঁহার নাম রাখা হয় নরক।

দ্বারকাপুরী—শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্মাৱ প্রস্তুত সমুদ্রতীরবর্তী নগরী।—ব্রহ্মবৈবর্ত-  
পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১০৩ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩১; স্বন্দপুরাণ নাগরখণ্ড,  
দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য; হরিবংশ বিষ্ণুপর্ক ১১৩ অধ্যায়। চণ্ডীর কাঁচলিতে দ্বারকা  
পুরী লেখা হইল, তার কারণ—সর্বতীর্থগরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা।—ব্রহ্মবৈবর্ত।  
স্বন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে।

## ১৮৩ পৃষ্ঠা

পাশও—বেদবিরুদ্ধাচারী, বৌদ্ধ-জৈন-ধর্মমতাবলম্বী। স° পাষণখণ্ড > পা° পাখনখণ্ড >  
পাখণ্ড > স° পাখণ্ড—বৌদ্ধবিরোধীরা বৌদ্ধদিগকে পাষণখণ্ড-সদৃশ দৃঢ় ও অদম্য  
কঠিন বিবেচনায় ভর করিত।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মহুমদার।  
কঙ্কি—কঙ্কি-অবতার এখনো অনাগত। কলির শেষে সন্তল গ্রামে বিষ্ণুশা নামক  
ব্রাহ্মণের পুত্র অশ্বারোহণে অসাধু দমন করিবেন।—ভাগবত, কঙ্কিপুরাণ।

## ১৮৪ পৃষ্ঠা

কামিনা—স° কপিঁন্ > হি° কমীন। প্রঃ—

ঘর হইল চাল হইল কামিনা রাখিল পাছ ভর।—শূন্তপুরাণ।  
কামিনা বিসাই টুইত মুড়াই অস্ত্রা অস্ত্রিক হয়।—শূন্তপুরাণ।  
কান্দন্তি কামিনা ভাই কাজর ভাস্ন নাই।—শূন্তপুরাণ।  
কামিনা নির্মাণ করে রেখে ফলা খান।—মাণিক গাঙ্গুলি।

## পাঠান্তর ( ১৮১—১৮৪ পৃষ্ঠা )

## ১৮১ পৃষ্ঠা

শকট করিয়া ভরে—শিশু কৃষ্ণ নিম্নিত হইলে মা যশোদা পুত্রকে এক শকটের তলে  
শোণ্ডরাইয়া দেন; কৃষ্ণ আগ্রত হইয়া পা ছুড়িয়া কাদিতে আরম্ভ করেন; শিশু  
কৃষ্ণের পদাঘাতে সেই শকট উল্টাইয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়।—ভাগবত ১০।৭;  
বিষ্ণুপুরাণ ৫।৬; ব্র, বৈ, পু, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২, অধ্যায়।  
পুতনার করিল নিধন—কংসের পুতনা রাক্ষসী সুনন্দার রমণীর বেশে তখন বিষ মাখাইয়া  
কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতে আসে; শিশু কৃষ্ণ বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পুতনার গ্রাণের সহিত  
শোষণ করিয়া পান করিলেন; পুতনা প্রাণত্যাগ করিল।—ব্র, বৈ, পু, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড

১০ অধ্যায় ; ভাগবত ১০।৬ ; বিষ্ণুপুরাণ ৫।৫ । মহাভারত বনপৰ্কে স্বন্দ-উপাখ্যানে পুতনা মাতৃকা ও শিশুরোগ ।

হয়্যা গিরিসম ভারী—একদিন শিশুকৃষ্ণকে মা যশোদা কোলে লইয়া বসিয়া ছিলেন ; কৃষ্ণ এমন বিষম ভারী হইলেন যে মা আর তাঁকে বহন করিতে পারিলেন না—

একদা রোহম্ অক্লিষ্টং লালয়ন্তী সূতং সতী ।

গরিমাণং শিশোর্ বোদ্ধুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥

ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা ।

—ভাগবত ১০।৭।১৮ ইত্যাদি ।

তৃণাবর্ত বীরে মারি—কংস-চর তৃণাবর্ত অহর ঘর্নিবায়ু-রূপে কৃষ্ণকে তুলিয়া লইয়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে ; কিন্তু শিশুর ভাৱে কাতর হইয়া ও শিশু তার কণ্ঠ চাপিয়া খাস রোধ করিয়াছিলেন বলিয়া সে আছাড় খাইয়া পড়ে ও মরিয়া যায় ; কৃষ্ণ অক্ষতদেহ ছিলেন ।—ভাগবত ১০।৭ ; ত্র, বৈ, পু, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১১ অ ।

বিধ্বংস দেখালা বদনে—একদিন কৃষ্ণকে মাটি খাইতে দেখিয়া মা যশোদা কৃষ্ণকে হাঁ করিতে বলিলেন এবং “ সা তত্র দদৃশে বিধ্বং । ”—ভাগবত ১০।৭।৮ ।

যমুনা পরম রঙ্গী—যমুনার ঘাঁর পরম রঙ্গ বা আনন্দ—শ্রীকৃষ্ণ ।

যমল অৰ্জুন ভাঙ্গি—দামাল কৃষ্ণ অত্যন্ত উপদ্রব করিয়া বেড়ায় দেখিয়া মা যশোদা পুত্রকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া এক উদ্বলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন ; কৃষ্ণ সেই ভারী উদ্বলটাই টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন ; দুই গন্ধর্ব্ব শাপগ্রস্ত হইয়া এক জোড়া অৰ্জুন গাছ হইয়া যশোদার উঠানে জন্মিয়াছিল ; সেই দুই গাছের মধোর ফাঁক দিয়া শিশু কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়া পার হইয়া গেলেন ; কিন্তু উদ্বল আড়াআড়ি দুই গাছে আটকাইয়া গেল ; শিশু কৃষ্ণের টানে সেই দুই গাছ ভাঙিয়া পড়ে ও গন্ধর্ব্বদের কৃষ্ণস্পর্শে শাপমোচন হয় ।—ভাগবত ১০।১০, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৪ অধ্যায় ।

বকাসুর বিনাশনে—কৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীবনে গোচারণ করিতে করিতে খেলা করিতেছিলেন । পুতনার ভাই বকাসুর আসিয়া কৃষ্ণ বলরাম গোপবালক ও গো সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিল । দেবতারা ভীত হইয়া স্ব স্ব প্রহরণ প্রহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু বজ্রাঘাতেও বকাসুরের একটি পালক মাত্র দগ্ধ হইল, এবং যমলও প্রহারেও বকাসুরের সামান্যই ক্রেশ হইল । কিন্তু কৃষ্ণ অগ্নিবৎ তার কণ্ঠ দগ্ধ করিতে লাগিলেন ; তখন বকাসুর সকলকে রমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৬ অধ্যায় । শ্রীকৃষ্ণকে বকাসুর

বমন করিয়া ফেলিলে কৃষ্ণ বকের দুই ঠোঁট ধরিয়া তৃণবৎ বিদারণ করিয়া তাকে বধ করেন।—ভাগবত ১০।৯, হরিবংশ।

বৎসক অশুরের মারি—একদিন কৃষ্ণ ও বলদেব বয়স্তুদিগের সহিত যমুনাতীরে স্ব স্ব বৎস-সকল চারণ করিতেছেন—এমন সময় তাঁহাদিগের বিনাশ-বাসনায় এক দৈত্য আগমন করিল। হরি সেই দৈত্যকে বৎসরূপ ধারণপূর্বক বৎসগণের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া বলদেবকে দেখাইলেন। তৎপরে যেন কিছুই জানেন না, এইভাবে অঙ্গে অঙ্গে তাহার নিকটে গমন করিয়া তাহার পশ্চাদভাগের দুই পদ ধারণপূর্বক শূন্তমার্গে ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং কপিথ-বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে সংহার করিলেন।—ভাগবত ১০।১১।

অশাস্ত্রের বিনাশন—বকাশুরের ছোট ভাই; কংসের আদেশে সোদরবিনাশী কৃষ্ণবলরামকে বিনাশ করিবার জন্ত যোজনব্যাপী পর্বতের ছায় অজগর-রূপ ধারণ করে ও ধরণীতে অধর ও আকাশে ওষ্ঠ বিস্তার করিয়া পথে পড়িয়া ছিল; কৃষ্ণ প্রভৃতি পথ মনে করিয়া তার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেই সে মুখ বন্ধ করিয়া সকলকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু কৃষ্ণ এমন বৃহৎ হইলেন যে অশুরের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিল এবং কৃষ্ণ অশুরের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।—ভাগবত ১০।১২।

ব্রহ্মাকে করিয়া দয়া ইত্যাদি—ব্রহ্মা কৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষার জন্ত সমস্ত গোপবালক গো বৎস চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখেন। “সর্বং বিধি-কৃতং কৃষ্ণঃ সহস্রাবজগাম হ।” তখন কৃষ্ণ নিজে সকলের রূপ ধরিয়া এক বৎসর সকলের স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা পরাজিত হইয়া বৎসরান্তে সমস্ত বালক গো ও বৎস প্রত্যর্পণ করেন।—ভাগবত ১০।১২; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২০ অধ্যায়।

কাছী মাথে দিয়া পদে—যমুনা নদীর এক হ্রদে কালীর নাগ বাস করিত। সেই নাগের বিধে জলস্থল এমন বিধাক্ত হইয়াছিল যে হ্রদের উপর দিয়া পাখী উড়িয়া গেলেও বিধে অভিভূত হইয়া মারা পড়িত। এক দিন বহু গরু বাছুর সেই হ্রদের জল পান করিয়া মারা পড়ে। কৃষ্ণ কালীরকে শাস্তি দিবার জন্ত সেই হ্রদে বাল্প প্রদান করিয়া কালীরের মস্তকে চড়িয়া নাচিতে থাকেন। কালীর রক্ত বমন করিয়া অবনত হইয়া পড়িল। তার পর সে কৃষ্ণের আদেশে সপরিবারে যমুনা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রস্থান করিল এবং যমুনা নিরীক হইল।—ভাগবত ১০।১৬; বিষ্ণুপুরাণ ৫।৭; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২ অধ্যায়।

দাবানল পান কৈলা—একদিন কৃষ্ণ প্রভৃতি গোচারণে গেলে বনে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। গোপ ও গোগণ ভীত হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে

কৃষ্ণ সমস্ত অগ্নি পান করিয়া ফেলেন—পীড়া মুখেন তান্ কৃচ্ছাদ্ যোগাধীশো  
বামোচরং ।

—ভাগবত ১০।১২ ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৯ অধ্যায় ।

### ১৮২ পৃষ্ঠা

ইন্দ্র-মথ-ভঙ্গকারী ইত্যাদি—একদিন নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে  
কৃষ্ণ তাঁহাদের নিবৃত্ত করেন । ইন্দ্রযাগ বারণ করিয়া কৃষ্ণ নন্দকে যে তত্ত্ব উপদেশ  
দেন তাহা খাঁটি বৌদ্ধধর্মবাদ—ঈশ্বর পর্যন্ত কস্মাধীন, অতএব কোনো দেবতার  
পূজা বুথা । ইন্দ্রযাগের জন্ত সমাহৃত সামগ্রী লইয়া কৃষ্ণ প্রবর্তন করিলেন গো বৃষ  
ও গো-বর্দ্ধন পূজা । বৈদিক যজ্ঞ অস্বীকার করিয়া অনার্য গোপ-উৎসব প্রচলন  
করাতে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বৃষ্টিতে বৃন্দাবন প্রাণিত করিতে  
লাগিলেন । তখন এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ত্ত তুলিয়া “দধার লীলয়া কৃষ্ণং ছত্রাকম্  
ইব বালকঃ ।” এবং সেই পর্ত্ত-ছত্রের তলে সমস্ত গোপ ও গো আশ্রয় লইয়া  
ইন্দ্রক্রোধ ব্যর্থ করে ।—ভাগবত ১০।২৪-২৫ অধ্যায় ; বিষ্ণুপুরাণ ৫।১০-১১  
অধ্যায় ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২১ অধ্যায় ; হরিবংশ ।

রাধা—রাধার নাম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৩৯ অধ্যায় ছাড়া অজ্ঞ  
কোনো পুরাণে নাই ।

শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার (Sir R. G. Bhandarkar Commemo-  
ration Volume) আবিষ্কার করিয়াছেন যে গাথা-সম্প্রদায়ীতে (১৮৯) রাধাকৃষ্ণের  
নাম আছে—মূহ-মাকএণ তং কনহ গো-রঅং রাহিআএ অবগেস্তো ।—এবং  
পঞ্চতন্ত্রেও ( পঞ্চম শতাব্দী ) রাধা নাম আছে ।

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকারের মতে গাথা-সম্প্রদায়ী খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর রচনা ; কিন্তু  
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ( সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৯।৪র্থ সংখ্যায় চতুর্দশ  
প্রবন্ধ ) ও শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বিজ্ঞানভূষণ উহা প্রথম শতাব্দীর মনে করেন  
( ৩৬৭ পৃষ্ঠায় তাঁহার কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধের শেষ পংক্তি দ্রষ্টব্য ) ।

শ্রীকৃষ্ণ রমণীসঙ্গলাভে ইচ্ছুক হইয়া “ষিধাক্সো বহুব সঃ ।” “দক্ষিণারশ্চ  
শ্রীকৃষ্ণো বামাদ্বিধা চ রাধিকা ।” রাধা কোটিপূর্ণশিশুপ্রভা ।

দৃষ্টা বিরংজং কাস্তঞ্চ সা দধার হরেঃ পুরঃ ॥

রাসেশং ভূয় গোলোকে সা দধার হরেঃ পুরঃ ।

তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদুর্ভিন্ন মহেশ্বরী ॥

রা ইত্যাদান-বচনো ধা চু নির্মাণ-বাচকঃ ।

যতো হবামোতি মুক্তিক সা রাধা প্রকীর্তিতা ॥



স্বরং রাধা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণবন্ধুঃ স্থলস্থিতা ।

কিন্তু রাধাই আবার কৃষ্ণের প্রহৃতি—

মহদ-বিষোঃ প্রহঃ সা চ মূলপ্রকৃতির্ জৈশ্বরী ॥

শ্রীদামের সঙ্গে গোলোকে রাধার কলহ হইয়াছিল ; শ্রীদামের শাপে রাধা নারী-রূপে জন্মগ্রহণ করেন—

বৃষভানু-সুতা সা চ মাতা যন্তাঃ কলাবতী ।

স্বরং দেবী হরেঃ ক্রোড়ে ছায়া রায়গকামিনী ॥

রাধা-শব্দস্ত ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিতা ।

রেফো হি কোটি-জন্মাখং কর্ণভোগঃ শুভাশুভম্ ।

আ-কারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগম্ উৎসৃজেৎ ॥

ধ-কারম্ আয়ুষো হানিম্ আ-কারো ভববন্ধনম্ ।

শ্রবণ-স্মরণোক্তিত্যঃ প্রণশ্চতি ন সংশয়ঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বোকারদের খোকা দিবার উদ্দেশ্যে প্রচার করিয়াছে যে সামবেদে রাধার সহস্র নাম আছে এবং সে-সব নামেরও নানাবিধ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেওয়া হইয়াছে। পুরাণে রাধা নামের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি আছে, তার একটি ব্যুৎপত্তি এই—

রা-শব্দশ্চ মহদবিষোঃ শিখানি যন্ত লোমহু ।

বিশ্বপ্রাণিষু বিষেযু ধা ধাত্রী-মাতৃ-বাচকঃ ॥

ধাত্রী মাতাহম্ এতেষাং মূলপ্রকৃতির্ জৈশ্বরী ।

তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণা চ পুরা বুধৈঃ ॥

কৃষ্ণজন্মাস্টমীর পরের গুরুরা অষ্টমী রাধার জন্মতিথি ।—

ভাদ্রে মাসি সিংহাষ্টম্যাং মধ্যাহ্নে শুভদায়িনী ।

রাধার নাম স্মরণ ও রাধার পূজা “সর্বকীর্ত্তনফলপ্রদা।” রাধা মূলপ্রকৃতি-জৈশ্বরী ; তিনি পঞ্চরূপে বিভক্ত হইয়াছিলেন—

গণেশজননী-দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।

সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমী স্মৃতা ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ; নারদপঞ্চরাত্ৰ ।

বৃন্দা—বৃন্দা কেদার-নৃপতির কন্যা, বিবাহ না করিয়া বৃন্দাভ্যাস প্রবৃত্ত হন এবং “বৃন্দা যজ্ঞ তপস্ তপে তৎ তু বৃন্দাবনম্ স্মৃতম্”। তাঁর তপস্যার তুষ্টি হইয়া কৃষ্ণ তাঁকে বর দিতে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণরূপে মুখা হইয়া বৃন্দা কৃষ্ণকেই পতিরূপে প্রার্থনা করেন। এইজন্য “রাধা-সমা সা সোভাগ্যাং গোপীশ্রেষ্ঠা বভূব সা।” এই বৃন্দা পূর্ব্বে অদ্যে

শঙ্খাসুরের পত্নী তুলসী ছিলেন ; শঙ্খাসুর পত্নীর সত্যত্বের জন্ত অবধা হইয়াছিল ;  
কৃষ্ণ শঙ্খাসুরের রূপ ধরিয়া তুলসীর সত্যত্ব নাশ করিয়া শঙ্খাসুরকে বধ করেন ও  
তুলসী স্বামীর সহমৃত্যু হন।

রাধার বোড়শ নামের মধ্যে আছে—কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবন-বিনোদিনী।  
রাধাকে বৃন্দা বলিবার কারণ—“সখি-বৃন্দান্তি যন্তাশ্চ সা বৃন্দা পরিকীৰ্ত্তিতা।”—  
ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ; পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

সবাকার মনোহারী—বৃন্দাবনে রাসক্ৰীড়ার সময় কৃষ্ণ নব লক্ষ হইয়া একই কালে নব লক্ষ  
গোপীর সঙ্গে রাসমহোৎসব করিয়াছিলেন।—ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ২৮  
অধ্যায় ; ভাগবত ১০।৩৩ ; বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩।

মুরারী—বিষ্ণু মুর নামক অসুরকে বধ করেন ( বামন-পুরাণ ৫৭-৫৮ অধ্যায়)। এজন্ত  
বিষ্ণুর এক নাম মুরারি। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু অভিন্ন বলিয়া কৃষ্ণও মুরারি।

কুবলয় গজেন্দ্র মুরি—কৃষ্ণ বলরাম মথুরায় গেলে রাজা কংস তাঁদের বধের জন্ত কুবলয়ানীড়  
নামক হস্তী তাঁদের প্রতি চালনা করিতে আদেশ দেন ; কৃষ্ণ এই হস্তীকে বধ  
করেন।—ভাগবত ১০।৩৪ ; বিষ্ণুপুরাণ ৫।২০ ; ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭২  
অধ্যায়।

রঙ্গে চাহুর বিনাশন—কৃষ্ণ মথুরায় উপস্থিত হইলে কংস ময়ক্ৰীড়ার রত্নভূমি নির্মাণ  
করাইয়া কৃষ্ণ-বলরামের সহিত নিজের চূর্ণক ময় চাগুর ও মুষ্টিককে যুদ্ধে প্রবৃত্ত  
করান। কৃষ্ণ চাগুরকে ও বলরাম মুষ্টিককে বিনাশ করেন।—ভাগবত ১০।৪৪ ;  
বিষ্ণুপুরাণ ৫।২০ ; ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭২ অধ্যায় ; হরিবংশ ৮৫  
অধ্যায়।

ভোজরাজ-অবতংসে—কংস ভোজ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন—মথুরার সমিহিত প্রদেশ  
ভোজপুর ও সেখানকার লোকেরা ভোজপুরিয়া, প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল ও পালোয়ান।  
মঞ্চেতে লিখিলা কংসে—চাগুর-মুষ্টিকের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের কুস্তি দেখিবার জন্ত কংস  
মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন ; কৃষ্ণ কংসকে মঞ্চ হইতে পাত্তিত করিয়া বধ  
করেন।—ভাগবত ১০।৪৪ ; হরিবংশ ৮৫ অধ্যায় ; ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭২  
অধ্যায় ; বিষ্ণুপুরাণ ৫।২০।

ডানি—স° দক্ষিণ > প্রা° দাহিণ > ডাহিন ডাইন ডানি ডান। বোদ্ধগান ও দোহার—  
দাহিণ।—বাম দাহিণ দুই মাগ।

চড়ক কোঁটা—চক্রাকার তিলক। স° চক্র > চড়ক ; স° কোট > কোঁটা।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার পুত্র ; ইনি আমরণ কুমার ছিলেন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বী ছিলেন।—  
ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি।

নীললোহিত—৩২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

দাড়ি—স° দাড়িকা।

কর্দম—ব্রাক্ষর পুত্র প্রজাপতি, মতান্তরে দক্ষের অথবা পুলহের পুত্র। তাঁহার জ্যৈষ্ঠপুত্র কন্যা দেবহুতি ; পুত্র কপিল ; কন্যা—অননুয়া, প্রজ্ঞা, হবির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী, শান্তি ও কলা। মতান্তরে ইনি কৌর্টিমানের পুত্র ; ইহার পুত্র অনঙ্গ।—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত।

কপিল—কর্দম প্রজাপতির পুত্র। ভাগবত-মতে নারায়ণের পঞ্চম অবতার। মতান্তরে প্রথম নিরীখরবাদী বুদ্ধদেব সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা। রামায়ণে সগরবংশ-ধ্বংসকারী। হরিবংশের মতে বিতথের পুত্র। কাহারও মতে কপিল বাঙ্গালী ছিলেন, কাহারও মতে তিনি মৈথিলী। তিনি আদিবিদ্বান্ নামে বিখ্যাত।

ছুর্কাঙ্গ—৮৮, ৯১, ২৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জৈমিনি—বেদব্যাসের শিষ্য হইয়া বেদব্যাসের কাছে সামবেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করেন। জৈমিনি-ভারত ও পূর্বমীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের রচয়িতা। বজ্রবাক ছয় ঋষির অন্ততম—ইহাকে স্মরণ করিলে বজ্রাঘাত হয় না।

গর্গ—বিতথের পুত্র ; যদুকুলের গুরু, কৃষ্ণবলরামের জাত-সংস্কার সম্পন্ন করেন। ইনি জ্যোতির্বিদ ছিলেন। এঁর কন্যা গার্গী।—ভাগবত ; বিষ্ণুপুরাণ।

ভৃগু—বৈদিক ঋষি। পুরাণে ব্রাক্ষর মানসপুত্র, প্রজাপতি। ইনি দক্ষের কন্যা খ্যাতিকের বিবাহ করেন ; বিষ্ণুপন্নী লক্ষ্মী এঁর কন্যা। ইনি ধর্ম্মর্ষদ ও রণবিজ্ঞার প্রবর্তক। ইনি বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন ও দক্ষযজ্ঞের হোতা ছিলেন। বিষ্ণুকে ইহারই শাপে বারবার নর-রূপে অবতীর্ণ হইতে হয়।—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ।

পরশর—বৈদিক ঋষি। পুরাণে বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরশর ; ব্যাস-দেবের পিতা ; পরশর-প্রণীত পরশরসংহিতা কলিকালে পালনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র—এই শাস্ত্রবচন অমুসারে বিভাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন করেন। ইনি কপিলের শিষ্য পুলহের নিকট হইতে বিষ্ণুপুরাণ শিক্ষা করিয়া মৈত্রেয়কে শিক্ষা দেন। নিরুক্তের মতে ইনি বশিষ্ঠের পুত্র, কিন্তু মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের মতে বশিষ্ঠের পৌত্র। ইনি রাক্ষসমেধ বজ্র করেন। ইহার আবির্ভাব-কাল ১৩৯১ হইতে ৫৭৫ খৃঃ পূর্বাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।—মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা।

†

মরীচি—ব্রাক্ষর জ্যেষ্ঠ মানসপুত্র, সপ্তর্ষির অন্ততম। ইনি কর্দ্দম মুনির কন্যা কলা দেবীকে বিবাহ করেন ; মতান্তরে দক্ষের কন্যা সঙ্কৃতি এঁর পত্নী। এঁদের পুত্র কশ্যপ।—ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত।

অঙ্গিরা—বৈদিক ঋষি। পুরাণে ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রজাপতি, সপ্তর্ষিগণের একজন।  
কর্দম মূনির কন্যা প্রজা (মতান্তরে দক্ষকন্যা স্মৃতি স্বধা ও সতী) এর স্ত্রী।  
উত্রথ্য ও বৃহস্পতি এঁদের পুত্র। ইনি অঙ্গিরা-সংহিতা প্রণয়ন করেন।  
—শতপথ-ব্রাহ্মণ, ভাগবত।

অত্রি—বৈদিক ঋষি। পুরাণে ব্রহ্মার মানসপুত্র, মতান্তরে মমুর পুত্র; প্রজাপতি,  
সপ্তর্ষির অন্ততম, বৈদিক সামগীতি ও সংহিতা প্রণেতা। কর্দমমূনির অথবা  
দক্ষের কন্যা অনসূয়া এর পত্নী, পুত্র দত্তাত্রেয় তুর্কাসা ও চন্দ্র, কন্যা লক্ষ্মী।  
চিত্রকূট পর্বতের দক্ষিণে এর আশ্রম ছিল; বনবাসকালে রামচন্দ্র এঁর আশ্রমে  
আতিথ্য স্বীকার করেন।—ভাগবত, রামায়ণ।

বাস—পরিচয় পূর্বে দ্রষ্টব্য।

পোলন্ত্য—পুলস্ত্য ব্রহ্মার মানসপুত্র, প্রজাপতি, সপ্তর্ষির অন্ততম। ইনি ব্রহ্মার  
নিকট পুরাণ শিক্ষা করিয়া নরলোকে প্রচার করেন। এর তপস্তাক্ষেত্রে  
কোনো স্ত্রীলোক আসিলেই তার গর্ভ হইত; এইরূপে তৃণবিন্দু রাজার কন্যা  
(মতান্তরে কর্দমমূনির কন্যা) হবির্ভূর্গর্ভবতী হইলে পুলস্ত্য তাঁহাকে বিবাহ  
করেন; বিশ্রবা ও অগস্ত্য ইঁহাদের পুত্র—পুলস্ত্যের পুত্র পোলন্ত্য। বিশ্রবা  
রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসদের ও কুবেরের পিতা।

অগস্ত্য—মিত্রাবরণ ও উর্কশীর পুত্র, মতান্তরে কুম্ভ হইতে উৎপন্ন। ইনি বিদ্যাপর্বতকে  
• অবনত করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ও বাতাপি ইষলকে বিনাশ করেন; ইনি  
সমুদ্র পান করেন। দাক্ষিণাত্যের কুম্ভর পর্বতে এর আশ্রমছিল, তরুণ্যবাসকালে  
রামচন্দ্র ইঁহার নিকট হইতে বৃহৎ ধনু ও অক্ষয় তুণীর ঘর লাভ করেন। ইনি বৈধনির্ণয়-  
তন্ত্র নামক আয়ুর্কৌশল গ্রন্থের প্রণেতা; জাবিড় মতে ইনি সেদেশে সাহিত্য বিজ্ঞান  
ও সভ্যতার প্রথম প্রবর্তক। পাপাত্য পণ্ডিতেরা এঁকে ৭ম শতাব্দীর লোক  
অনুমান করেন।—রামায়ণ ও পুরাণ।

কশ্যপ—বৈদিক ঋষি। পুরাণে মরীচি ও কলাদেবীর পুত্র, দক্ষের ১৭ বা ১৩ কন্যাকে  
বিবাহ করেন, আদিত্য দৈত্য দানব নাগ গরুড় প্রভৃতি পশু পক্ষী সকলের পিতা,  
রামচন্দ্র ও পরশুরামের গুরু।—রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ইত্যাদি।  
শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে যে ব্রহ্মা কশ্যপ (কচ্ছপ) রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করেন;  
এজন্য কশ্যপ সকলের পিতা। অপর্যবেদের মতে কশ্যপ কালের পুত্র বরহু;  
কাল স্বয়ং বিষ্ণু।

কর্ণ—কণ ?

পুলহ—ব্রহ্মার মানসপুত্র, সপ্তর্ষির একজন, পত্নী ক্রমা, পুত্রদ্বয় কর্দম অবরীবৎও সহিষ্ণু।

মতান্তরে ইনি কর্দম ঋষির কন্যা গতির পাণিগ্রহণ করেন।—ভাগবত।

অসিত—শাণ্ডিল্য ঋষির গোত্রান্তর্গত প্রবর-প্রবর্তক ঋষি, ব্যাসদেবের শিষ্য; বৃদ্ধদেবের জন্মের পর তাঁকে ইনি দোষিতে গিয়াছিলেন।

নারদ—১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পর্কত—দেবর্ষি নারদের ভাগিনের, এঁর শাপে নারদ বানরমুখ হন।—পুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র।

ধোমা—অসিত ঋষির পুত্র, দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পাণ্ডবদের পুরোহিত। আয়াদধোমা নামে অপর এক ঋষি ছিলেন।—মহাভারত।

শঙ্খ—ধর্মশাস্ত্র-সংহিতা-রচয়িতা।

স্থলিখিত—লিখিত শঙ্খের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্মৃতি-সংহিতা-রচয়িতা। লিখিত একদিন ভ্রাতার আশ্রমে গিয়ান্না বলিয়া ফল পাড়িয়াছিলেন; শঙ্খ স্বয়ং ব্যবস্থা প্রণেতা বলিয়া তিনি ভাইকেও রাজদ্বারে চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত করেন ও শঙ্খের ব্যবস্থা অনুসারেই তাঁহার ভ্রাতার হস্ত ছেদন করা হয়; পরে শঙ্খ ও লিখিতের তপস্তার ফলে বাহদা নলীতে জ্ঞান করিয়া লিখিত বাহু ফিরিয়া পান। স্বন্দপুরাণ নাগরখণ্ড ১১ অধ্যায়।

### ১৮৩ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বামদেব—অলিয়া ও মরীচির কন্যা সুকুমার পুত্র, ইনি গোত্রকার ঋষি, বেদে এঁর উল্লেখ আছে, পঞ্চদশীতেও (২৪৫) এঁর উল্লেখ আছে।—মৎস্যপুরাণ ১২৬ অধ্যায়, শিবপুরাণ, মহাভারত, ইত্যাদি।

জমদগ্নি—ভৃগুংশোড়শ ঋচক মুনির পুত্র, পরশুরামের পিতা। কার্ত্তব্যীর্জুন এঁকে বধ করেন। এঁর স্ত্রী রেণুকাকে স্বর্গ্য ছত্র ও পাহকা দান করেন।—মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ।

বিখ্যামিত্র—ঋষিদে ইনি কুশিকরাজনন্দন। পুরাণে ইনি গাধিরাজপুত্র; বশিষ্ঠের নিকট রাজা বিখ্যামিত্র পরাজিত হইয়া বলিয়াছিলেন—ধিক্ বলং ক্ষত্রবলং, বলং বলং ব্রহ্মবলম্। তখন তিনি তপস্তা করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করেন, ঋষি হন। ইঁহার কন্যা শকুন্তলা। ইনি বহু নৃতন সামগ্রী সৃষ্টি করেন; গারগ্রীমঃ ইঁহার রচনা। হরিশ্চন্দ্ররাজকে পরীক্ষা, ত্রিশঙ্কুকে সপ্তরীরে স্বর্গে প্রেরণের চেষ্টা, ও দামচন্দ্রকে দিয়া তাড়কা বধ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ইনি বিখ্যাত। বিখ্যামিত্র ধর্ম্মকোদ প্রণয়ন করেন।—রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

গরুড়—

ঋগ্বেদের ১৮৯৬এ তাক্য অরিষ্টনেমি বলিয়া দুইটি নাম বা শব্দ আছে। তাক্য অরিষ্টনেমির নিকট স্তূত-প্রণেতা ঋষি মঙ্গলের অস্ত্র প্রার্থনা করিতেছেন। ঋগ্বেদের ১০১৭৮এ দেখা যায়, ঋষি তাক্য-দেবতার স্তব করিতেছেন। তাহাতে আছে যে তাক্য দেবগণ কর্তৃক সোম আনয়নের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাব্যকার তাক্যকে ‘সুপর্ণ’ বলিয়াছেন এবং ঐ স্তূতে অরিষ্টনেমি তাক্যের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাক তাক্যকে মধ্যমস্থান-দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্তূতরাং তিনি ইন্দ্র বা বায়ুর প্রকারভেদ বা রূপান্তর মাত্র। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে ইন্ড্রের ষড়্বিংশ নামের মধ্যে তাক্য নাম আছে। মহাভারতের আদিপর্বে (৬৬৩৯) গরুড় ও অরুণকে আদিত্যগণের মধ্যে পরিগণিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইন্দ্র ও একজন আদিত্য, কশ্যপ-পুত্র। স্তূতরাং ইন্দ্র গরুড় উভয়কেই তাক্য নামে বুঝাইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১৮৬) আছে, গায়ত্রী যখন সোম আনিতে যান, তখন তাক্য তাহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে তাক্য বৈশ্বশত নামে পক্ষিরাজের উল্লেখ আছে। গায়ত্রী কর্তৃক সোম আনয়নের যে কাহিনী বৈদিক গ্রন্থে আছে তাক্যের কাহিনী তাহার সহিত মিশিয়া গরুড়ের উৎপত্তি-কাহিনী-রচনার যে সহায়তা করিয়াছে ইহা একরূপ নিশ্চিত। বেদে তাক্য গরুড়কে না বুঝাইলেও পরবর্তী যুগে শব্দটির সহিত গরুড়ের সম্পর্ক-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রধান প্রধান পুরাণে তাক্য ও অরিষ্টনেমির নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্বে (৬৫ম অঃ) কশ্যপ ও বিনতার সন্তানগণের মধ্যে গরুড় ও অরুণের নামের সহিত তাক্য ও অরিষ্টনেমির নাম আছে। মর্কণ্ডেয় পুরাণে (২য় অঃ) আছে অরিষ্টনেমির পুত্র গরুড়। বায়ু-পুরাণ (৬৫৫৪) অনুসারে অরিষ্টনেমি কশ্যপের দ্বার একজন প্রজাপতি। মহাভারতে অরিষ্টনেমি কশ্যপের আর-একটি নাম। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে তাক্য কশ্যপেরই নাম। ব্রহ্মাণ্ড- বায়ু- মন্ত- ও বিষ্ণু-পুরাণে আছে তাক্য ও অরিষ্টনেমি বৎসরের নির্দিষ্ট কাল স্থগারথে বাস করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণ অনুসারে বজ্রের গ্রামণী ও সেনানী তাক্য ও অরিষ্টনেমি শরন্তের দুই মাস বুঝাইতেছে। পুরাণ অনুসারে তাহার হেমন্তের দুই মাস স্থগারথে বাস করেন। বিষ্ণু-পুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী ঐ স্থলের টীকায় দুইজনকেই বাক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাক্য অরিষ্টনেমির নামের এই গোলাকর্ষাধার মধ্যে শুধু এইটুকু বুঝা যায় যে ঐ দুইজনের সহিত গরুড়ের কিম্বা স্থগার অস্বাভাবিক পরিমাণে সংশ্রব রহিয়াছে। বেদে বিষ্ণুদেবতা স্থগার রূপান্তর মাত্র। পুরাণে আদিত্য-পুত্র ষাণশ আদিত্যের যে নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে

- স্বর্ঘ্য ও বিষ্ণু আছেন। স্তবরাং পুরাণ অনুসারে স্বর্ঘ্য ও বিষ্ণু দুই ভ্রাতা। বেদের আদিত্য-সংখ্যা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাদশে পরিণত হয়। বৃহদেবতা গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে। মহাভারতে আছে যে বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু গৌরবে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা হইতে বোধ হয় তিনিই আদিত্য-গণের মধ্যে সর্বশেষে প্রবেশলাভ করেন। তথাপি বিষ্ণুর সহিত তাক্য্য অরিষ্টনেমির সম্পর্কের কোন স্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ঠিক গরুড় নামটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। তবে ‘সুপর্ণ’ ‘গরুয়ান্’ বলিয়া দুইটি শব্দ অগ্নি বা সূর্য্যের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে ( ১।১৬৪।৪৬ )। পরবর্ত্তী যুগে সুপর্ণ ও গরুয়ান্ দুইটি শব্দই গরুড়ের নাম হইয়াছে। গরুড়ের জন্মকালে তাঁহাকে মহাভারতে প্রঞ্জলিত অগ্নিরাশির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বেদে বিষ্ণুর বাহনের উল্লেখ না থাকিলেও সূর্য্যের অশ্ব-বাহনের উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের বাহন হরি, সূর্য্যের বাহন হরিং, বায়ুর বাহন নিয়ং।

বেদে সূর্য্যের বাহন অশ্ব; কিন্তু মহাভারতে বিষ্ণুরূপী সূর্য্যের বাহন পক্ষী। ইহার অপ্রধান কারণ মনে হয়—বেগ হিসাবে পক্ষী অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদিও আকার হিসাবে হীন। পক্ষীর বেগের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় ১০১৯৬ষ্ঠ ঋকে মরুৎগণের সহিত পক্ষীর তুলনা করা হইয়াছে। স্তবরাং যদি আকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পক্ষী বাহনের রাজা হইতে পারে। গরুড়ের আকৃতি ও ক্ষমতা উভাবহই হইয়াছিল, আর ঐরূপ হওয়ার প্রয়োজনও হইয়াছিল। বৈদিক যুগে ইন্দ্রের প্রাধান্য যত ছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহার কিছুই ছিল না। পরবর্ত্তী যুগে ইন্দ্র নামে মাত্র দেবেন্দ্র, উহা বিষ্ণু- ও শিব-প্রাধান্তের যুগ। তখন বিষ্ণুর বল এত অধিক ছিল যে, বিষ্ণুর বাহনের নিকট সুরপতি ইন্দ্রকেও পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

বাহন হিসাবে পক্ষী যে নগণ্য নহে, তাহা বিভিন্ন দেশের পুরাণ হইতেও জানা যায়। গ্রীকদিগের দেবরাজ জিউসের বাহন ঈগল পক্ষী। মিশর দেশের স্বর্ঘ্য-দেবতারা, স্ত্রেনপক্ষী তাঁহার চিহ্ন-স্বরূপ ছিল। জাপানে স্বর্ঘ্য দেবতা নহেন, তিনি দেবী, এক কাক তাঁহার পক্ষী। চীনদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী-অনুসারে ঐরূপ একটি পক্ষী স্বর্ঘ্যে বাস করে, তাহার বর্ণ লোহিত, তিন পদ। প্রাচীন পারস্যক আবস্তা গ্রন্থে বিজয় বা বেরথেষ্ট্র ( বৃত্র )র সহিত একস্থানে ‘স্ত্রেন’ পক্ষীর তুলনা করা হইয়াছে। অস্ত্র স্থানে আছে বেরথেষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দাঁড়কাক-মূর্ত্তি একটি। আর-একটি কাহিনী অনুসারে প্রভা যখন দাঁড়কাক-মূর্ত্তিতে বিমকে ভ্যাগ করিয়াছিল, মিথু (দিবালোক) তাহাকে

গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিথু সপক্ষে আর-একটি প্রাচীন কাহিনী হইতে জানা যায় যে তিনি যখন বগুরুপী মহাশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহার হিঠৈবী বহু স্বৰ্গ্য তাহার সাহায্যের জন্য আপনার দাঁড়কাককে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদেশে এগোলো স্বৰ্গ্যদেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। শ্ৰেন, হংস, দাঁড়কাক তাহার পক্ষী বলিয়া পবিত্র বিবেচিত হইত। বৈদিক গ্রন্থে স্বৰ্গ্যকে হংস বলা হইয়াছে। কোথাও বা তাহাকে দিব্যালোকের সুপর্ণ, শ্ৰেন, অরুণবর্ণ সুপর্ণ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কল্পনাবলে স্বৰ্গ্যের সহিত পক্ষীর তুলনা করা সৰ্ব্বদেশের মানবের পক্ষেই সম্ভবপর।

স্বৰ্গ্যরূপী বিষ্ণুর বাহন পক্ষী হওয়ার প্রধান কারণ শ্ৰেন কর্তৃক সোম আহরণের বৈদিক আখ্যায়িকা। বৈদিক যুগে আৰ্য্যগণ সোমের ভক্ত ছিলেন। এই সোম পরে অমৃত উপাধি পান। সোম অমৃত এই বিশ্বাসের ভিত্তি বৈদিক যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল (৮।৪৮।৩)। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের হুক্তগুলির অনেক স্থলে সোমরস-ক্ষরণের সহিত শ্ৰেনপক্ষীর গতির তুলনা আছে এবং সোমকে শ্ৰেন উচ্চস্থান হইতে লইয়া আসিয়াছে এরূপ বর্ণনাও আছে। এই শ্ৰেনের আখ্যায়িকা হইতে গুরু কর্তৃক অমৃত-আহরণের কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে।

সোম একটি লতা, তাহার পত্র আছে। শ্ৰেন পক্ষী, তাহার পক্ষ আছে। সুপর্ণ অর্থে সূক্ষ্ম-পক্ষবিশিষ্ট কিম্বা সূক্ষ্ম-পত্রবিশিষ্ট উভয়ের যে-কোনটি হইতে পারে। সোমকে অনেক স্থলে সুপর্ণ বলা হইয়াছে। তাহার উপর সোম উচ্চস্থান মূজবান পর্কতে অবস্থান করেন এ কথাও আছে। পক্ষীও আকাশে বিহার করে। সুতরাং সুপর্ণ সোম যে সুপর্ণ শ্ৰেন বা শুধু সুপর্ণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম-পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীরূপে কল্পিত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। তাহার পর সোমকে সুপর্ণ পৃথিবীতে লইয়া আসিল এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক বলিয়াই বোধ হয়।

সোম আনয়ন সপক্ষে যে বৈদিক উপাখ্যান আছে তাহা আলোচনা করিলে তাহার সহিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যাইবে। ঋগ্বেদে আছে যে সোম আনিবার জন্য শ্ৰেন-পক্ষীর মাতা শ্ৰেনপক্ষীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সোম কৃশাঙ্গুর বাণের ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন (৯।৭।৭২); এই শ্ৰেন-জননীই অবশেষে বিনতা হইয়াছেন। ১০।১১।৪এ আছে অগ্নি শ্ৰেনকে পাঠাইয়াছিলেন। অস্ত্র এক স্থানে আছে শ্ৰেন আকাশ হইতে সোম আনিবার কালে কৃশাঙ্গুর নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাহার একটি পালক খসিয়া যায় (৪।২।৭।৩-৪)।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে ঋষি ও দেবগণ চিন্তা করিতেছিলেন সোমকে দিব্যধাম হইতে কিরূপে আনা যায়। অবশেষে ভূঁহাদিগের আদেশে ছন্দসমূহ পক্ষীরূপে



সোম আনিতে গেলেন। সকলেই অকৃতকাম হইলেন, কেবল গায়ত্রী সোম আনিতে পারিলেন। কিন্তু আসিবার সময় কৃশাঙ্গ নামে একজন সোমপালের নিঃশিষ্ট তীরে তিনি আহত হন এবং তাঁহার বামপদের একটি নখর ছিন্ন হয়।

শতপথ-ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতার আখ্যায়িকাগুলি হইতে পুরাণের কাহিনীর ভিত্তি আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১) দেখা যায় কাদ্রবেয় (কড়-পুত্র) অর্কুদ নামক সর্পদেহ-মহর্ষি সোমাভিষেকের সময় গ্রাব বা পাষণধণ্ডের স্ততিপাঠ করিতেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে সর্পরাজ একজন অর্কুদের নাম পাওয়া যায়। অথর্কবেদে অর্কুদির নাম পাওয়া যায়। তাহ্যে তাঁহাকে সর্প-ঋষি অর্কুদের পুত্র বলা হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও কড় রমণী। পৌরাণিক কড়-কাহিনীতে সম্ভবতঃ সর্পদেহ ঋষি কাদ্রবেয় অর্কুদ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ) ও সর্পরাজ কাদ্রবেয় অর্কুদ (শতপথ-ব্রাহ্মণ) দুইয়ের কাহিনী মিশিয়া গিয়া কড় সর্পজননীতে পরিণত হইয়াছেন। অর্কুদ নামে কড়পুত্র এক সর্পের নামও পাওয়া যায়। কড়র নাম ও অশ্বের আখ্যায়িকার উল্লেখ শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। ঐ পুস্তকে আছে, দেবগণের ইচ্ছা হইল যে সোম আকাশ হইতে তাঁহাদের নিকটে আসেন। সেইজন্ম তাঁহারা সুপর্ণী ও কড় নামে দুইটি মায়ী স্বজন করিলেন। দুই জনের মধ্যে কলহ হয়। অবশেষে স্থির হইল তাঁহাদের মধ্যে যিনি অধিক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, তিনিই অপরকে লাভ করিতে পারিবেন। সুপর্ণী বলিলেন, “সলিল-রাশির পারে যুগকাষ্ঠে বদ্ধ একটি খেত অশ্ব রহিয়াছে।” কড়র দৃষ্টিশক্তি আরও তীক্ষ্ণ, তিনি অশ্ব ত দেখিলেনই, তাহার পর তাহার পবনে আন্দোলিত পুচ্ছও দেখিলেন। সুপর্ণী গিয়া দেখিয়া আসিলেন কড়র কথাই সত্য। কড় বলিলেন, “দিব্যলোকে সোম রহিয়াছে, তুমি তাহা আনিয়া মুক্তিলাভ কর।” সুপর্ণী ছন্দসকলকে প্রসব করিলেন, এবং গায়ত্রী স্বর্গ হইতে সোম আহরণ করিলেন, সুপর্ণী মুক্তিলাভ করিলেন (৩।৬।২২-২, ১৫)। ঐ স্থলেই বলা হইয়াছে সুপর্ণী বাক। সুতরাং তিনিই ছন্দোজননী। যখন গায়ত্রী সোম আনিতেছিলেন তখন পদরহিত একজন তীর-নিঃক্ষেপক তাঁহার একটি পালক বা সোমের একটি পত্র ছেদন করিয়াছিলেন (৩।৩।৪।১০)। পর্ণ বলিতে পালক ও বৃক্ষপত্র দুই-ই হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও এই বিবরণ আছে (৬।১।৬)। তথায় উল্লেখ আছে যে কাহার রূপ অধিক ইহা লইয়া কড় ও সুপর্ণীর মধ্যে কলহ হইয়াছিল।

পৌরাণিক গরুড়-কাহিনীর পূর্ণ বিকাশ মহাভারতে। স্বন্দপুরাণের কাশীখণ্ড ব্রাহ্মণ ও নাগরখণ্ড হইতেও গরুড়ের কাহিনী পাওয়া বাইতে পারে। আদিপর্বে

আছে—বালখিলা মুনিগণের আকার ও কমতার ক্ষুদ্রতা দেখিয়া ইন্দ্র উপহাস করিলে পর তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নৃতন ইন্দ্র-সৃষ্টির জন্ত যজ্ঞ করেন। তাহার পর-কল্প মধ্যস্থ হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা করেন ও পত্নী বিনতার গর্ভে পক্ষিকুলের ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করিবেন এইরূপ স্থির করেন।

দক্ষের দুই কন্যা কদ্র ও বিনতাকে কল্পপ বিবাহ করেন। কল্পপের বরে কদ্রর সহস্র নাগপুত্র জন্মে। বিনতারও দুই পুত্র হয়, কিন্তু তাঁহার অবিসৃষ্ট-কারিতার জন্ত প্রথম পুত্র অরুণ অঙ্গহীন হন। তিনি পরে সূর্য্যের সারথি হইয়াছিলেন। বিনতার দ্বিতীয় পুত্র গরুড়।

কদ্র ও বিনতা একদিন অশ্বরাজ উচৈঃশ্রবাকে দূরে দেখিয়া তাহার পুচ্ছের বর্ণ লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। বিনতার মতে পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ, কদ্রর মতে তাহা কৃষ্ণবর্ণ। স্থির হইল, বাহার কথা মিথ্যা হইবে সে অজ্ঞের দাসী হইবে। কদ্রর আদেশে তাঁহার নাগপুত্রগণ উচৈঃশ্রবার পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া রহিল। ফলে পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ হইল। বিনতা পরাজিত হইয়া কদ্রর দাসী হইলেন। ইহার পর গরুড়ের জন্ম।

প্রকাণ্ড আকার ও প্রভূত-পরাক্রমশালী হইয়াও গরুড়কে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের দাসত্ববীকার করিতে হইল। সে বল যে কি প্রচণ্ড তাহা গজকচ্ছপ-ভক্ষণ ও বটশাখা-ধারণের বৃত্তান্ত হইতে কিছু কিছু জানা যায়। বীরপুত্র মাতার নিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার দাসত্বমোচনের সপ্ত জানিতে চাহিলে নাগগণ কহিল যে অমৃত আনিয়া দিতে পারিলে মাতাপুত্র মুক্ত হইবেন। অমরগণ অমৃত রক্ষার জন্ত যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। তথাপি গরুড় তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া অমৃতের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নিবাহু, ঘূর্ণমান চক্র ও রক্ষক সর্পদ্বয়কে বার্থ করিয়া অমৃত হরণ করিলেন। বিষ্ণু তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত বরবিনিময় করিলেন। ফলে গরুড় অমরত্ব লাভ করিলেন এবং বিষ্ণুর বাহন হইলেন ; বিষ্ণু গরুড়ধ্বজ হইলেন।

বিজয়ী গরুড় যখন অমৃত লইয়া প্রস্থান করিতেছিলেন তখন ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বজ্রনিঃক্ষেপ করিলেন। অক্ষতদেহ গরুড় দেবজ্ঞের বার্থ চেষ্টাকে উপহাস করিয়া পক্ষের একটি সুরূপ পত্র ত্যাগ করিলেন। এইজন্ত মহাতারতে তাঁহাকে আর-একটি নাম দেওয়া হইয়াছে ‘সূর্ণ’। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বহুব্রহ্মপান করিলেন। ইন্দ্রের বরে নাগগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল এবং গরুড়ও প্রতিজ্ঞা করিলেন নাগগণকে অমৃত পান করিতে দিবেন না। গরুড় অমৃত লইয়া গিয়া মাতাকে মুক্ত করিলেন। অমৃত কুশের উপর থাকিল। নাগগণ তাহা ভক্ষণ

করিবার পূর্বেই ইজ্র তাহা হরণ করিলেন। নাগগণ শূন্য কুশ লেহন করিয়া থণ্ডিহর হইল।

ঐতরেয় ও শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে গায়ত্রী সোম আনিয়াছিলেন। গায়ত্রীর সহিত সূর্য্যের সম্পর্ক আছে। বেদ- ও পুরাণ-অনুসারে সূর্য্যের রথে সাতটি অশ্ব। ইহার পৌরাণিক ব্যাখ্যা—গায়ত্রীপ্রমুখ সাতটি ছন্দই সূর্য্যের সাত অশ্ব। এখনও গায়ত্রী-মন্ত্র যাঁহা পাঠ করা হয় তাহা সূর্য্যেরই স্তব। বৈদিক যুগে সোমের সহিত গায়ত্রীর সম্পর্ক-সম্বন্ধে একজন পণ্ডিতের মত—গায়ত্রীচ্ছন্দে স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে সোমকে আনয়ন করা হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায় যে সোমের প্রাতঃসবনে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রয়োজন হইত। গায়ত্রী-কর্তৃক সোম-আনয়নের আখ্যায়িকা ই যে গরুড়ের কাহিনীর মূল তাহা পুষ্যাণের যুগেও লোকে বিশ্বস্ত হয় নাই। বৈজ্ঞান্যে সোমলতার বিভিন্ন নামগুলির মধ্যে গরুড়াহৃত ও গায়ত্রী নামও পাওয়া যায়। বায়ুপুরাণের মতে (৬৯ অঃ) গায়ত্রী আদি ছন্দ বিনতার সন্তানগণের মধ্যে পরিগণিত; এই বিনতাই স্তবরাং ছন্দোজ্ঞাননী বা বাক্ বা সুপর্ণী। অধিকাংশ পুরাণে সুপর্ণী নাম নাই, তাহার স্থলে বিনতা আছে। মহাভারতে স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত-প্রসঙ্গে বিনতাকে ‘সুপর্ণী’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তাক্ষের (কশ্যপের) চারি পত্নী—বিনতা, কক্ষ, পতঙ্গী, যামিনী; তন্মধ্যে সুপর্ণা (বিনতা) গরুড়কে প্রসব করেন। মনে হয় বৃহদেবতা ও মহাভারতে সুপর্ণী স্থলে বিনতার নাম প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহদেবতা-গ্রন্থে কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী (দক্ষকন্যা)র মধ্যে বিনতার সহিত কক্ষরও নাম পাওয়া যায় এবং কশ্যপের পত্নীগণ হইতে গন্ধর্ব্ব সর্প রাক্ষস পক্ষিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাও বলা হইয়াছে।

গরুড়ের সহিত অন্তরক্ষকদিগের যুক্ত হইয়াছিল। মহাভারতের এই স্থলে গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির উল্লেখ আছে। ইহাও বৈদিক উপাখ্যানের স্মৃতির ভগ্নাবশেষ। ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে গন্ধর্ব্বগণ সোমের রক্ষক; অতীত আছে অগ্নি সোমের রক্ষক (১০।৪৫।৫)। গন্ধর্ব্বগণ বাণনিষ্কপকারী, ইহারও উল্লেখ আছে। বেদে ও ব্রাহ্মণে কুশাহুর নাম আছে, তাঁহার শরেই গায়ত্রীর পালক বা নখর ছিন্ন হইয়াছিল। মহামতি সারণাচার্য্যের মতে কুশাহু একজন সোমরক্ষক গন্ধর্ব্ব। তাঁহার সহিত গরুড়ের প্রীতি বজ্রনিষ্কপকারী ইন্দ্রের ক্ষেত্র সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে একস্থলে কুশাহুকে দেব বলিরা উল্লেখ করা হইয়াছে। অভিধানে কুশাহু অগ্নির একটি নাম; বায়ুপুরাণে কুশাহুকে ‘সম্রাডয়ি’ বলা হইয়াছে।

গরুড় অন্তর আনিয়া কুশের উপর রক্ষা করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে সোমকে

কুশের উপর স্থাপন করা হইত। গরুড়ের জন্মপ্রসঙ্গে পুরাণে বালখিল্যমুনিগণের অবতারণা কেন হইয়াছে বুঝা গেল না। স্বথেষ্টে বাণখিল্য-হৃত্ত কতকগুলি আছে; সেগুলির অধিকাংশ ইন্দ্রের স্তুতিগান। পুরাণে বালখিল্য মুনিগণ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন; কোন কোন পুরাণের মতে তাঁহারা ক্রতু এবং সম্ভতির পুত্র। তাঁহারা অজুতপ্রমাণ, কুশ-সংগ্রাহক ও নিয়ত সূর্য্যারথবাসী। তাঁহারা সূর্য্যের সহচর—সূর্য্যের সহিত তাঁহাদের এইটুকু সম্বন্ধ বুঝা যায়।

গরুড়ের কীৰ্ত্তিকলাপ-সম্বন্ধে আরও কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে। অমৃত আহরণের পূর্বে গরুড় নিষাদগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহারা হরিভক্তিহীন কোন জাতি। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় ব্রাহ্মণগণ হরিষ্বেষী অত্যাচারী রাজা বেণকে হত্যা করিয়াছিলেন। বেণের এক পুত্রের নাম নিষাদ। নিষাদ ও নিষাদের সম্ভতিগণ পূর্ব্বপুরুষ বেণের ছায়ই দেবদেবী। এ হলে বিষ্ণুভক্ত গরুড়ের সহিত নিষাদগণের শত্রুতার উল্লেখ করা পুরাণকারের পক্ষে অসম্ভব নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে নিষাদগণ সম্ভবতঃ ভারতেরই অধিবাসী কোন আদিম জাতি। তাহা হইলে গরুড় কর্ত্তক তাহাদের হিংসা হরত আখ্যায়িকার সহিত অনাখ্যায়িকার বিবাদের কাহিনীর একটি অংশ।

গরুড়ের ক্ষমতা বুঝাইবার জন্তই বোধ হয় বৃহৎকার গজ-কচ্ছপের অবতারণা করা হইয়াছে। মহাবল মহাকায় গরুড় যদি অতিকায় জন্তু না বহন করেন তবে তাঁহার ক্ষমতা পরিশুট হইয়া উঠে না। গজ-কচ্ছপের আখ্যায়িকাটি সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ম স্কন্ধের গজকুন্তীরের আখ্যায়িকার ছায় রূপক নহে।

উদ্যোগপর্বে (১০৫ অঃ) গরুড় বলিতেছেন—শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান, রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কালকাক্ষ প্রভৃতি দানবগণকে তিনি বধ করিয়াছিলেন। এসকলের বিবরণ কিছু নাই। ইহা ব্যতীত আর দুইটি উপাখ্যান আছে, তাহাতে গরুড়কে পরোপকারী বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। মহামুনি গালব যাহাতে বিভিন্ন রাজার নিকট হইতে অভিলষিত দান গ্রহণ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিতে পারেন সেইজন্তু গরুড় মুনিবরকে লইয়া নানা দেশে গিয়াছিলেন। এই পরোপকারবৃত্তি গরুড়ের বংশগত ধর্ম্ম; ইহার জন্তু তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র বৃদ্ধ জটায়ু প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। গরুড়ের আর-একটি কার্য—রামলঙ্কাকে নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করা। বিনি যখনই নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, গরুড়ই তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এইরূপে বলি এবং অনিচ্ছা মুক্তিলাভ করেন। রামায়ণে আছে যে গরুড়ের স্পর্শে রামলঙ্কণের দেহে সর্পশরজনিত ক্ষতসকল দূর হইয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড, ৫০ সর্গ)। নানা গ্রন্থে গারুড়ী মন্দের প্রতাবেশ উল্লেখ আছে। সর্পভয় নিবারণের

জ্ঞা এখনও আমরা গরুড়ের নাম করি। গরুড় নাগগণের ভক্ষক, সুতরাং নাগবিষ-দমনের ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তাহার উপর তিনি স্বর্যরূপী বিষ্ণুর বাহন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মৈত্র অধিকারী মহাশয় ‘স্বর্যপূজা’ প্রবন্ধে (বামাবোধিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) দেখাইয়াছেন যে আৰ্য্যগণ বৈদিককাল হইতেই স্বর্ঘ্যের ত্বগদোষনাশক ক্ষমতার কথা জানিতেন। ব্রহ্ম সাহেব গরুড় ও পারশ্বদেশের সিমুর্গ পক্ষীর তুলনা করিয়াছেন। সিমুর্গ পক্ষীর জ্ঞা বীর রক্তমের আঘাত আরোগ্য হইয়াছিল। পারশ্বকবি ফির্দৌসি লিখিয়াছেন রক্তমের পিতা জাল সিমুর্গ পক্ষীর দ্বারা লাগিত পালিত হইয়াছিলেন। রক্তমের জননীর পার্শ্বদেশ বিদারণ করিলে পর রক্তম জন্মগ্রহণ করেন। সিমুর্গের পালকের স্পর্শে এই ক্ষত বিলুপ্ত হয়। রক্তম যুদ্ধে আহত হইয়া এইরূপ পালকের স্পর্শে নিরাময় হন। শাহ নামার সিমুর্গ পক্ষীর পালকের এই রোগ-নাশকারী ক্ষমতার কাহিনী আবন্ত-গ্রন্থ হইতে গৃহীত। সিমুর্গ পক্ষী তাবন্তার বরেন্দ্রানা (শ্রেন বা পাড়কাক) পক্ষীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণ। আবন্তগ্রন্থে আছে অহরমজদ্ জরথুস্ত্রকে উপদেশ দিতেছেন যে ঐ পক্ষীর পালক সঙ্গে বর্ষণ করিলেই তিনি শত্রুর মস্তে উৎপন্ন অস্থি হইতে অব্যাহতি পাইবেন। রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণের আঘাতও সেইরূপ আরোগ্য হইয়াছিল।

গরুড়ের চরিত্রে এইরূপে কোমল-কঠোর গুণের সমাবেশ হইয়াছে। গরুড়কে মহা-পুরুষোচিত গুণাবলীতে বিভূষিত করিয়া পুরাণকারগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পুরাণে বড় বড় দেবগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। গরুড় বাহন, তাঁহারও দর্পচূর্ণ হইয়াছিল। ইন্দ্র-সারণি মাতলি যখন কছার জ্ঞা পাত্র-অধেষণ করিয়া স্রুম্ব নামক নাগকে সুপাত্র বলিয়া স্থির করিলেন, তখন ইন্দ্র ও বিষ্ণু গরুড়ের সহিত নাগগণের জাতিগত বৈরতাব অগ্রাহ্য করিয়া, পূর্বসন্ধি বিশ্বৃত হইয়া স্রুম্বকে অমরত্ব প্রদান করিলেন। এক্ষেত্রে গরুড়ের ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। যখন গরুড় ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া দর্পপ্রকাশ করিতেছিলেন তখন বিষ্ণু আপনার বাহুভারে গরুড়কে ক্লিষ্ট করিয়া তাঁহার দর্পচূর্ণ করিলেন। গরুড় তপোরতা শাঙিলীকে অপমান করিয়াছিলেন, সেইজ্ঞা তাঁহার পক্ষ-সকল খলিত হইয়া দেহ মাংসপিণ্ডবৎ হইয়াছিল। এইরূপে দ্বিতীয় বার গরুড়ের স্পর্ধা চূর্ণ হয়। গরুড় অহুর দ্বারা শাঙিলীকে তুষ্ট করিয়া পূর্ববৎ পক্ষলাভ করেন ঐ ইহা মহাতারতের বৃত্তান্ত; স্বাক্ষপুরাণের নাগরখণ্ডে আছে মহাদেবের রূপায় গরুড়ের পক্ষোন্মাদ হয়।

বায়ুপুরাণে (৬৯ অঃ) গরুড়ের পক্ষীগণের নাম আছে—ভাসী, ফোকা, খুতরাঈ প্রভৃতি গরুড়ের পক্ষভাষী। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম

স্বমুখ, স্বরূপ, স্বরস, বল ইত্যাদি। মহাভারতের উত্তরাংশের (১০১ অঃ) তাঁহার স্বমুখ, স্নেহ, স্ববল প্রভৃতি ছয়জন পুত্রের নাম আছে।

—ক্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়-রচিত গরুড় প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ ১৩৩০ মাঘ।

গরুড় অর্দ্ধপক্ষী অর্দ্ধমানব—মুণ্ড পক্ষ ও নখর পক্ষীর, অঙ্গ মহুষ্যের জায়; তাঁহার মুখ শুভ্র, পক্ষ রক্তবর্ণ, অঙ্গ স্বর্ণাভ—একজ্ঞ তাঁহার নাম হইয়াছিল সিতানন, রক্তপক্ষ, শ্বেত-রোহিত, স্ববর্ণ-কার ইত্যাদি। প্রধানতঃ এঁর জন্ম-বৃত্তান্ত লইয়াই গরুড়পুরাণ রচিত।

সম্পাতি—গরুড়ের পুত্র, জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; মতান্তরে অরুণ ও শ্রেনীর পুত্র। ইন্দ্রকে যুদ্ধ পরাস্ত করিয়া সূর্য্যাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হওয়ারিতে সূর্য্যভেজে কাতর হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন, কিন্তু পতনের সময় পক্ষ বিস্তার করিয়া জটায়ুকে সূর্য্যভেজ হইতে রক্ষা করাতে সম্পাতির পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া যায় এবং অজ্ঞানাবস্থায় বিক্ষিপকর্তে নিশাকর মূনির আশ্রমের নিকটে পতিত হন। ইনি রামচন্দ্রকে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের সংবাদ দেন ও রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া তাঁর পুনরায় পক্ষোদগম হয়।—রামায়ণ কিঙ্কিকাণ্ড ৫৬ সর্গ।

স্পাট—?

ফিকীর—ফিজা?

তাম্রচূড়—কুকুট বা মুরগী। কিন্তু জলে কেন?

চকোর—হিমালয়ের বনমোরগ Himalayan Partridge. ডাক মোরগের মতন, সন্ধ্যার সময় অনেকে মিলিয়া একসঙ্গে ডাকে যেম চাঁদের স্বধার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

পেথম—স° পক্ষম্ > প্রা° পথম্, পথম্, পা° পেক্থন = ময়ূরের পাংক। ময়ূরের পুচ্ছ-বিস্তার।

নারক—স° নার ( জল ) + ক—জলচর কোনো পাখী?

সারক—স° সারক? সারক = রাজহংস, কোকিল, ময়ূর।

চক্রবাক—জলের ধারের গেরি রঙের পাখী।

শ্বেতকাক—শ্বেতকাক দুর্লভ বলিয়া দেবরূপী। কেতকা-দাসের মনসা-মঙ্গলে মনসা শ্বেতকাক হইয়াছিলেন—

বেহলা ভাসিল জলে কলার মান্দাসে।

মনসা আইলা তথা শ্বেতকাক-বেশে ॥

শ্বেতকাক ঘন ডাকে বিপরীত বাণী।

তাহারে আরতি করে বেহলা নাচনী ॥

পারাবত—স° পার ( শক্তি, বল )+আপত ( পতন )—যে সবেগে পতিত হয়।

পায়রা।

কপোত—কপোতঃ স্যাৎ চিত্রকণ্ঠ পারাবত বিহঙ্গমোঃ।—মেদিনী। কব্ ( রং )+

ওত—যে নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়। পায়রা।

গাঙ্গ-চিল—স°গাঙ্গাচিল্লী—যে চিল.পাখী বড় নদীর ধারে থাকে।

কলিঙ্গ—?

সালিকা—স° সারিকা=ময়না। কলিঙ্গ সালিকা=স° গুহা-সারিকা? গাঙ্গ-শালিক?

ভেটা—?

টেটারু—?

মংস্তরাঙ্গা—স° মংস্তরঙ্গ, ও° মাছরঙ্গ।

ধুকড়িয়া কঙ্কা—হি° ধুকড়, ধোকড়=বলবান্, মোটা কাপড়ের থলি। কঙ্কা—স°

কঙ্ক=হাড়গিলা পাখী। ধুকড়িয়া কঙ্কা=যে হাড়গিলা বলবান্, অথবা যার গলার

চামড়ার থলি আছে।

চাতক—হি° পাপীছা। পরভৃৎ কালো রঙের পাখী।

চটক—( স° ) চড়ুই পাখী।

টেটক—?

টিরা—টি টি রব করে যে পাখী; স° শুক, হি° তোতা।

গুড়ুর—?

ভারুই—স° ভরষাজ > স° ভারয়—*Cacomantis merulinus*. প্রে:—

গায় গোদা ভারুই গগনমার্গে উড়ি।—ঘনরাম।

টুনি—স° টুণ্টুক, তুয়-বায়—তন্তুবায়-সদৃশ তৃণ-বয়নকারী পাখী। ও° ছুচমুনিয়া।

The Indian tailorbird. বা° টুনটুনি—টুন টুন করিয়া হৃদয় স্বরে ডাকে বলিয়

নাম। ছোট পাখী, ঠোট লম্বা বাঁকা সরু, পাতার ধার সেলাই করিয়া বাসা প্রস্তুত

করে। প্রে:—

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি।—চৈতন্তচরিতামৃত।

ডাকু—স° দাতুহ > স° ডাহক > ও° তাহক-অ, বা° ডাহক, ডাক। ডাহক > ডাউক >

ডাকু। জলের ধারে ঝোপে থাকে, কুককুক শব্দে ডাকে। Water hen.

জাম্বুবান—জামের মতন কালো রং যার—রামচন্দ্রের বানরসৈন্তের মন্ত্রী ( রামায়ণ ),

কুঙ্কের স্বস্তর ( ভাগবত ), ভল্লুক বলিয়া পরিচিত, ব্রহ্মার পুত্র—

ঋকরাজস্য পুত্রো হত মহাপ্রাজ্ঞঃ শৃঙ্খলয়ঃ।

পিতামহ-স্বস্তশচাত্র জাম্বুবান্ ইতি বিশ্রুতঃ ॥—রামায়ণ।

ব্রহ্মার জন্মকালে এঁর উৎপত্তি হয়।

অঙ্গদ—বালি রাজার পুত্র।

সুগ্রীব—কিষ্কিন্দ্যার রাজা বালির ছোট ভাই, রামচন্দ্রের মিত্র ও সীতা উদ্ধারে সহায়, সূর্য্যের পুত্র।

বানরেজন্ম মহেন্দ্রাভম্ ইন্দ্রো বালিনম্ আশ্বজন্ম।

সুগ্রীবং জনন্যামাস তপনস্ তপসাং ববঃ ॥

—রামায়ণ বালকাণ্ড ১৭ সর্গ।

বালি—ইন্দ্রের পুত্র কিষ্কিন্দ্যার বানর-রাজা, রাবণবিজয়ী বলী; রামচন্দ্র গোপনে এঁকে হত্যা করেন।—রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৩৭ সর্গে বালীর জন্মবিবরণ আছে।

হুম্মান—অঞ্জনা বানরীর গর্ভে পবনের পুত্র। প্রসিদ্ধ বীর ও রামভক্ত, সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সীতার সন্ধান করেন ও সীতা উদ্ধারে প্রধান সহায় ছিলেন। হুম্মানের অঙ্গহ্রাসিত গলিত স্বর্ণের জ্বায় উজ্জ্বল-পীত, মুখ পদ্মরাগ-মণির জ্বায় লোহিত, তিনি রক্ত-হ্রাসিত। তিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও ব্যাকরণকারদিগের মধ্যে নবম। ইঁহার নামে একখানি নাটক আছে।—রামায়ণ; Muir, IV, 490; Dawson, Hindu Classical Dictionary।

পনস—রামচন্দ্রের বানর-সৈন্যের অস্ত্রতম।

কুমুদ—রামচন্দ্রের বানরসেনার নায়ক। নাগরাজ; ইঁহার ভগিনী কুমুদভীকে রামচন্দ্রের পুত্র কুশ বিবাহ করেন।

সৈলক—স° শল্লকী—সজারু।

গোদা—স° গোদা—গোসাপ।

### ১৮৪ পুষ্ঠার পাঠান্তর

হকিড়া—?

হাজর—স° মকর > স° হাজর। প্রঃ—

হাজর কুষ্ঠীর গড়ে শুক মকর।—ভারতচন্দ্র।

মুড়্যাল—মুও > মুড়; মুড় + আল—মুও আছে বার, বৃহৎমন্তক জলচর।

শুভর—স° শিওক > বা° শুভক, হি° সুস। জলচর শুভপায়ী আকৃক মংস্তাকার

জীব—জলের উপরে উঠিয়া নিখাস লইয়াই ডুব দেয়।

ভাঙা—স° ভাঙীর = বটগাছ, ডাঁটগাছ। বৃন্দাবনে ভাঙীর বন প্রসিদ্ধ।

পাকুড়ি—স° পকুটী।

পিপলী—স° পিপলী।



টগর—স° তগর।

কুণ্ডক—কুন্দ ? কুন্দরূক ? কুন্দটক ? কুণ্ডঙ্গ (=কুঞ্জ) ? কুণ্টক (=ফুল) ?

গোনস—স° গোনস, গোনাস, ঘোনস, মণ্ডলৌবোড়। বোড়া সাপ।

ধরিস—স° থলিশ—এক রকম সাপ।

কেল্যাগণ—কালী গোখরা সাপ।

ইড়াই—?

বোলচিতি—স° চিত্রসর্প, চিত্রাঙ্গ। দেহে শাদা শাদা শাঁখা দাগ থাকে, বিষাক্ত।

বাসুকি—কশ্চপ ও কদ্রুর পুত্র, নাগরাজ ; সমুদ্রমণ্ডনে মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন।—

স্বরসা ঙ্গিরের সর্পাংসু তেবাং রাজা তু তক্ষকঃ।

বাসুকিশৈব নাগানাং গণাঃ ক্রোধতমোহধিকঃ ॥—বহুপুরাণ।

বাহুকি সহস্র-মন্তক, পৃথিবীর আশ্রয়।—হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব ১১২ অধ্যায়।

তক্ষক—কশ্চপ ও কদ্রুর পুত্র, এঁর দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। পাতালের অষ্ট

প্রধান নাগের অন্যতম। খাণ্ডব বনে বাস ছিল।—মহাভারত।

শেষ—প্রলয়কালে বিষ্ণুর শয্যা হয় যে সর্প ; শেষে কেবল ইনি থাকেন বলিয়া নাম শেষ ;

প্রত্যেক কল্লাপ্তে ইনি অগ্নি বমন করিয়া সৃষ্টি ধ্বংস করেন বলিয়া ইনি শেষ ;

এঁর অস্ত্র হয় না বলিয়া অস্ত্র নাম অনস্ত। সহস্রকণায়ুক্ত ; শুভ্রবর্ণ ; বিষ্ণুর অংশ,

পাতালের অধীশ্বর, কশ্চপ ও কদ্রুর পুত্র।—ভবিষ্যপুরাণ, কুর্মপুরাণ ৪৮ অ,

কালিকা-পুরাণ ২৭ অধ্যায়, ইত্যাদি। অনন্ত-ব্রতে এঁর পূজা হয়।

মগধে এক রাজা ছিলেন শেষ নাগ, তিনি গিরিব্রজপুর স্থাপন করেন।

কবিকঙ্কণ কোনো বিষয়ের তালিকা দিতে আরম্ভ করিলে তাহা হৃদীর্ঘ না হওয়া

পর্যন্ত নিবৃত্ত হন না। তবে ইহা মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে নয়নীর কাঁচলি-চিত্রের

অনুকরণ মাত্র। ( সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ৮৫—৮৬

পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে ( উত্তরাকাণ্ডে ) পাখীর নামের তালিকা আছে।

## চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ ( ১৮৫ পৃষ্ঠা )

কুড়া—সংকুটির, কুটী, কুড্য ( মাটির কাঁথ হইতে—মাটির-কাঁথ-বিশিষ্ট ছোট পর্ণশালা )।

অপ্রাচীন সংকুটক। কুড়িয়া। প্রঃ—

নগর বারিহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

কাল হৈল উপনীত কুঁড়ের ছয়ারে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বাম বাহ নাচে—

সুহৃৎস্নেহশচ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ।

ভূতালক্লিষ্টাঙ্কিদেধে দৃগ্-উপাস্তে ধনাগমঃ ॥

বিপর্যায়ণে বিহিতং সবাং স্ত্রীণাং বিপর্যায়ম্ ॥

—মৎস্তপুরাণ ২১৫ অধ্যায়।

ফুল্লরার বাম বাহু স্পন্দনের দ্বারা সুহৃৎচণ্ডীর স্নেহলাভ ও ধনাগম সূচিত হইল;

বাম চক্ষু স্পন্দনে ভূত্যাভ ও ধনাগম সূচিত হইল।

রাকা—পূর্ণিমা তিথি; নবম্বভূমতী স্ত্রী।

বামা—সুন্দরী।

অভয়াং ফুল্লরা—ফুল্লরারে অভয়া হইবে।

ইলাবৃত দেশে—সুমেরু পর্বতের চতুঃপার্শ্ববর্তী চতুরস্র ভূভাগের নাম ইলাবৃত বর্ষ; তার

চতুঃসীমায় নীল নিম্ব মাণ্যবান ও গন্ধমাদন অবস্থিত। জম্বুদ্বীপের নব বর্ষের এক

বর্ষ—কৈলাশ পর্বতের চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান।—ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ। ইহার উত্তরে

নীল স্বেত ও শ্বেতান পর্বত, দক্ষিণে নিম্ব হেমকূট ও হিমালয়, পশ্চিমে মাণ্যবান,

ও পূর্বে গন্ধমাদন। ইহার অন্তর্গত কৈলাস পর্বত। ভারতবর্ষের ডাহিন দিকে

ইলাবৃত।—শিবপুরাণ সনৎকুমারসংহিতা ৩ অধ্যায়।

ইলাবৃতবর্ষের পূর্ষদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে

সুপার্ষ পর্বত।—বিষ্ণুপুরাণ ২।২।

মম্ববংশীর আশ্রয়ের চতুর্থ পুত্র ইলাবৃত যে দেশের রাজা ছিলেন তাহার নাম

হয় ইলাবৃতবর্ষ।—লিঙ্গপুরাণ পূর্বভাগ ৪৭ অধ্যায়; কুশপুরাণ পূর্বভাগ ৩৯ অধ্যায়।

ইল রাজা শিবপার্কতীর শাপে জ্বলোক হইয়া ইলা হন; বৃধের সহিত ইলার

বাসস্থান ইলাবৃত।—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণী—প্রত্যেক দেবতাই জাতিতে ব্রাহ্মণ।

একাকিনী—একমেবাধিতীয়, আদি দেবী।

বন্দ্যবংশে—(১) বন্দনীয় অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত বংশে ; (২) বন্দ্য-গ্রাম-বাসী ব্রাহ্মণবংশে । বাঁড়র বা বন্দ্যঘাট গ্রাম মেঘারী ষ্টেশনের দুই ক্রোশ দক্ষিণে । দ্ব্যর্থ বাক্য, শ্লেষ অলঙ্কার ।  
ঘোষাল—(২) ঘোষিত, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ; (২) ঘোষাল-গ্রাম-বাসী ঘোষাল-উপাধিকারী ব্রাহ্মণ শ্রেণী । ঘোষাল বা ঘোষালদি গ্রাম মানভূম জেলায় বরাকর নদী হইতে আধ ক্রোশ দূরে ।

সাতে শতাগ্ধে—সাত সতীন যে গৃহে আছে । অগ্নির সাত শিখা বা জিহ্বা—কালী করালী মনোজবা সুলোহিতা সুধুম্বর্ণা স্কুলিনী বিশ্বরূপিণী ( শুচিস্মিতা—গৃহসংগ্রহ ১২৮ ) ।—মুণ্ডক-উপনিষৎ । অগ্নি শিবস্বরূপতা প্রাপ্ত হইলে এই সপ্ত শিখা শিবের পত্নীতে রূপান্তরিত হইয়াছিল ।

দ্বিদে বিধ মুখে মধু—অন্তরে রুষ্ট হইয়াও মুখে মিষ্ট ভাষ ।

চণ্ডীর এই দ্ব্যর্থ শ্লেষ বাক্যের অম্বুসরণ করিয়া ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে অন্নদায় পাটনীকে পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গে বিশেষ রুতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ।

## ফুল্লরার সহিত চণ্ডীর কথোপকথন ( ১৮৬—১৯৮ পৃষ্ঠা )

১৮৬ পৃষ্ঠা

য়েকেশ্বরী—একাকিনী । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একশরী । প্রঃ—

একেশ্বর নীল বহে সংগ্রাম ভিতরে ।—রুতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

একেশ্বর পুত্র আইল কুরুসেন্ন জিনি ।—সঞ্জয়ের মহাভারত ।

রাতা—স° রক্ত > প্রা° রক্ত > হি° রাতা । প্রঃ—

অতি শোভা করে যেন উতপল রাতা ।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ।

নীরে নীরঞ্জন লোচন রাতা ।

সিন্দূরে মণ্ডিত জহ্নু পঙ্কজ-পাতা ॥—বিদ্যাপতি ।

রাতা উতপল অধর যুগল, দশন মোতিক পাতি যে ।

—বলরাম দাষ্ট্রী ।

শোহে—শোভে, শোভা পায় । প্রঃ—

কাল ভ্রমরে কমল-বন শোহে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

বীন কটি-তটে নীল শাটি শোহে কনক কিঙ্কিন রোলই ।

—বলরাম দাস ।

হেরিতে—স° ভল ধাতু>প্রা° হের>স° হের=দেখা। তুঃ—হেরিক=শুণচর,  
spy ( one who spies or sees )।

হিলয়—স° হিল ধাতু আন্দোলনে। তুঃ—হিলোল=তরঙ্গ। হিলয়=আন্দোলিত হর,  
কম্পিত হয়।

মলয়—তা° মলৈ=পর্বত; তাহা হইতে দাক্ষিণাত্যের বিশেষ পর্বতের নাম।

জাতে উপজিল চন্দন সেই মলয়-গিরি।—ধর্মপূজাবিধান।

থরে থরে—স° স্তরে স্তরে। প্রঃ—

পবাল মুকুতা থরে থর।—শুভপূরণ।

বাজুবল—ফা° বাজু ( হাত )+বন্দ ( বন্ধন )—বাহুর অলঙ্কার। স° বাহু>আবেন্তিক  
বাজু ( তুঃ—দরেকো-বাজু=দীর্ঘবাহু ), ফা° বাজু। প্রঃ—

বাজুবন্ধ বলয়া বিনদ করে শোভা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চালর খেড় নিচিয়া কথার বাজুত পড়ে।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

নানা ছন্দ বাজুবল হেম ঝাঁপা বুরি।—শিবায়ন।

থোপা—স° স্তূপ>পালি থোপা; স° স্তবক>পালি থবক—থবকো তু চ গোচ্ছকো।

প্রঃ—

দুই তার ঝারা পাট থোপ দুই পাশে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

অকিলা বীণার থোপ আনে উপাড়িয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বীশে বাধে চামর বিচিত্র রাস্তা থোপ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হেমস্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঝোলে—স° হুল>ঝুল।

### ১৮৭ পৃষ্ঠা

তার—স° তাটিক>তাড়=বাহুর অলঙ্কার। প্রঃ—

কঙ্কণ কনক-চুড়ি বাহুর উপর তাড়।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঝলমলী—স° জল>স° ঝলা=রোজতরঙ্গ। জালাচ্চি ঝলকা—ঝলকা=অগ্নিশিখা।

স° মল্লক=দীপবৃক্ষ। ঝলা-মল্লক=যেন দীপ্তির তরঙ্গের বৃক্ষ। উচ্ছল, দীপ্ত।

গলার চাঁদের মালা করে ঝলমল।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

ঝলমল করে তথি মুকুতা প্রবাল।—শুভপূরণ।

জমু—স° যেন>প্রা° জেণ, জমু। প্রঃ—

জলদ-বরণ কামু দলিত অঞ্জন জমু।—চণ্ডীদাস।

যেন প্রভাতের ভাষু—প্রভাতসূর্য্যের সঙ্গে সিন্দূর-ফোঁটার উপমা দেওয়া প্রাচীন কাব্যের

প্রথা ছিল। ৩৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।  
হৈতে অকলঙ্ক তমু—সন্দেহ অলঙ্কার।

## ১৮৮ পৃষ্ঠা

কলস—মন্দিরাদির চূড়াকৃতি শিখর।

বউলী—স° বলয়, তা° বটল = বেটন। অথবা মুকুল > বউল—মুকুল-সদৃশ অলঙ্কার

বউলী। কিংবা বকুল > বউল—বকুল-সদৃশ অলঙ্কার।

জিনি নীলগিরি—কেশের সঙ্গে নীল বস্তুর তুলনা প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়। তুঃ—

পদ্মপত্রবিশালাক্ষী নীলকুক্ষিতমূর্দ্ধজা।

—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৩২।৪১।

ধৃতপঙ্কজহস্তাং তাং নীলকুক্ষিতমূর্দ্ধজাম্।

—স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ডে সেতুমাহাত্ম্য ৫০।৫১।

নীলালকমধ্যশোভি কণ্ঠিকারঃ।—কুমারসম্ভব।

নীলকুক্ষিতমূর্দ্ধজাম্।—বাগ্মীকি।

শির চক্রাকৃতি নীল আকুক্ষিত কেশ।—মাধব কন্দলির রামায়ণ।

নীল কুটিল ঘন মূহ দীর্ঘ কেশ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মণ্ডিত মল্লিকা মালে—প্রাচীন কালের সুলক্ষণী কবরী মল্লিকামালায় বেটন করিত।

তুঃ—

কানড় ছান্দে কবরী বান্দে নব মল্লিকার মালে।—চণ্ডীদাস।

লোলে—লুলিত হয়, দোলে। স° লুল ধাতু আন্দোলনে।

ভুজয়ুগ করিকর জাহত ল্লে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বিছাতি—স° বিস্তৃতি > হি° বিছোতি, বিছাতি। বিচলিত। প্রঃ—

বৈশাখে বিছাতি কৈল স্নলক্ষণ দিনে।—শিবায়ন।

## ১৮৯ পৃষ্ঠা

কোন ঘাটে থাকে পানী—অর্থাৎ তোমার কি উপায় হইবে?

কৈল—করিল বা কহিল।

তোমা সঙ্গে জাব—ফুল্লরা সুলক্ষণী চণ্ডীকে বিদায় করিতে পারিলে বাচে; তাই নিজে

সঙ্গে গিয়া চণ্ডীর হইয়া তাঁর শাওড়ি-নদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেও প্রস্তুত।

শ্রীধানসী—ছয় রাগের অন্ততম রাগ শ্রী। ধানসী বা ধনশ্রী মালব রাগের রাগিনী।—

সঙ্গীতদামোদর।

চণ্ডী যখন ধনদা হইয়া আত্মপরিচয় দিতে যাইতেছেন তখন কবি সেই প্রসঙ্গ গান করিতেছেন শ্রী ও ধনশ্রী রাগ-রাগিণীতে ; ইহা সুপ্রযুক্ত হইয়াছে।

কৰ্ম-দোসী—তুৰ্দ্ধ-কল-ভাগী।

গুপ্ত বারাণসী—খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাণীহাট গ্রামে বৌদ্ধ রক্ষিণী দেবীর মন্দির আছে ; সেই গ্রাম গুপ্ত বারাণসী নামে প্রসিদ্ধ। অত্যাচ্য অনেক গ্রামেরও এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

১৯০ পৃষ্ঠা

আঞ্জীরাণী—? আদরিয়া বা আকুলিয়া > আউলিয়া শব্দ হইতে জ্রীলিঙ্গ। আকুলি, আকুলে। আকুলি আকুলে অহলে শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় ; কিন্তু আঞ্জীরাণী আর কোথাও দেখি নাই। বৌদ্ধগান ও দোহায়—আলাজালা = গোলাম।

গালী—স° গর্হিকা > প্রা° গলহিআ ( অপভ্রংশ মাগধী ) > স° গালি ( বিরুদ্ধশাসনং গালিঃ ।—হেমচন্দ্র )। হি° গারি।

সোহাগে—স° সোভাগ্য > প্রা° সোহগ্গ > বা° সোহাগ। অতি আদর। প্রঃ—

চারিদিকে জালি দিল সোহাগের বাতি।—কৃতিবাস, আদিকাণ্ড।

লাজে জলাঞ্জলী—লজ্জার শ্রদ্ধ শেষ করা ; শ্রদ্ধে তুর্পণে জল অঞ্জলি করিয়া প্রেতের তৃপ্তার্থ দিতে হয়, সেই হইতে জলাঞ্জলি মানে—বিনাশ, তাগ।

পাশান হৃদয়ে স্বামী—( ১ ) স্বামী কঠিনহৃদয় হইয়া, ( ২ ) পাষণ অর্থাৎ কৈলাশ-পর্বতের উপরে বসিয়া স্বামী।

পাঁচ মুখে—( ১ ) মহাদেবের পাঁচ মুখে, ( ২ ) বহু বাক্যে।

কালী—( ১ ) উমা পার্বতীর বর্ণ কালো ও তাঁর নামও কালী, ( ২ ) কৃষ্ণবর্ণ হুঃখহেতু।

এইরূপ দ্ব্যর্থ হওয়াতে সর্বত্র শ্লেষ অলঙ্কার হইয়াছে।

ভীষু—স° ভিন্ন।

চিহ্ন—স° চিহ্ন।

১৯০—১৯১ পৃষ্ঠা, অতিরিক্ত পাঠ

১৯০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

জড়—স° জট ধাতু সংহতি অর্থে। বৌদ্ধগানে জট অর্থে জড়।

জঙ্গল—স° ঝড়ানিল, জঙ্গল, জলাঙ্গল (= শৈবাল) চইতে।—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়। হি° জঙ্গাল। প্রঃ—

বাণী দেহ তেজিষ্ঠা জ্ঞানলে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ইত্যাদি জ্ঞান আমি দেখিছ স্বপনে।—কুন্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

তবে সে ভাসিব গুরু জ্ঞান তোদ্বার।—গোরক্ষবিজয়।

কোন্দল—স° কন্দল।

### ১৯১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

পাগল—পা° পুণ্ণগল (=বোদ্ধ) > স° পাগল।—বিজয়-বাবু।

মাথেন—স° ম্রক্ষ ধাতু।

ঝিমিকে—অস° সমাজিক (=স্বপ্ন) < স° সমাধিক (সমাধিস্থ) > মাধিক > মাজিক, মাসিক

> ঝিমক, ঝিমিক। হি° রুমনা (দোলিত হওয়া), ঝপানা (তন্দ্রালু হওয়া); ম°

ঝুমকণে° (ধীরে গমন); ও° ঝিমেইবা, বা° ঝিমানো (তন্দ্রালু হইয়া ঢুলিয়া পড়া)।

বা° ঘুম > রুম? প্রঃ—

ঝুমকে ঝুমকে (ধীরে ধীরে) বাত বাজে নানা ধ্বনি।—গোরক্ষবিজয়।

কোথাকারে—স° কুত্র > পা° প্রা° কুথ > কোথা। কোথা + কার (ভব অর্থে) সন্ধকের  
বিভক্তি)। প্রঃ—

কোথাকারে গেল মোর কৃষ্ণ বলরাম।—গুরুদক্ষিণ।

### ১৯২ পৃষ্ঠা

নাক—স° নাস, নাসিকা। নক্রং নাসায়াম্।—মেদিনী। নক্র > নাক।

পরীক্ষা—দোষী বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধিতা বা নিরপরাধিতা নির্ণয়ের উপায়  
বহুবিধ ছিল। যথা—

ধটো হুয়ির উদককৈব বিষং কোষক পঞ্চমম্।

যষ্ঠক তণ্ডুলং প্রোক্তং সপ্তমং তপ্তমাম্বকম্ ॥

অষ্টমং ফালম্ ইত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং শ্বতম্ ॥

—বৃহস্পতি-সংহিতা।

কাত্যায়ন-সংহিতা ও দিব্যতত্ত্বে এই নয় প্রকার পরীক্ষার প্রয়োগবিধি ও  
মন্ত্রাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে।

অগ্নির বিষং ঘটনু তোয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তণ্ডুলাঃ।

শপথান্টেব নির্দিষ্টা মুনিভির্ দিব্যানির্ণয়ে ॥

—তত্ত্বনীতিসার ৪৮।

শপথাঃ কোশ-ঘটকৌ বিষারী তপ্তমাম্বকৌ।

ফালং চ তণ্ডুলং চৈব দিব্যান্যষ্টৌ বিহুর্ বুধাঃ ॥

—স্বন্দপুরাণ মহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড ৪৪।২।

দ্রষ্টব্য—ভারতের প্রাচীন বিচারপদ্ধতি (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৩০ সাল, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)।

১৯৩ পৃষ্ঠা

উপশীত—স° উপোষিত=উপবাসী, অভুক্ত, অনাহারী। বৌদ্ধগণ উপবোধ ব্রত করেন।  
ফুল্লরার কথা—ফুল্লরার উপদেশ নিছক নিঃস্বার্থ নয়। সে শাস্ত্র-প্রমাণে নিজের উক্তি  
বলবন্তর করিয়া এই বলিতে চায় যে সতীনে সতীনে ঝগড়া বাড়ীতে থাকিয়া  
করিলেই চলিত, আমার মাথা খাইতে ঘর ছাড়িয়া আমার বরে আসিয়াছ কেন,  
আমার স্বামীটিতে ভাগ বসাইবার জন্ত?

ফুল্লরা ও চণ্ডীর কথোপকথনের অনুরূপ বর্ণনা কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী কবি দ্বিজ  
হরিরাম ও মাধবাচার্যের চণ্ডীতে আছে।—বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ৩১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯৪ পৃষ্ঠা

জয়চণ্ডী তাকে কর দইয়া—বৈষ্ণব কবি নিজের জন্ত না চাহিয়া চণ্ডীর দয়া রাজা রঘু-  
নাথের জন্ত চাহিতেছেন যার আজ্ঞায় কবিকে এই চণ্ডীমঙ্গল লিখিতে হইতেছে।

অতিরিক্ত পাঠ—১৯৪—১৯৮ পৃষ্ঠা

১৯৪ পৃষ্ঠা

উভয় পাণি—দুই হাত একত্র করিয়া।

পিয়া—স° প্রিয়। প্রঃ—

শীতের ওড়নি পিয়া গিরিষের বা।—চণ্ডীদাস।

তেঞি—স° তেন (হেতু) > প্রা° তেহি। কেউ কেউ বলেন—স° তহি > উহি > তেই,  
তেঞি। প্রঃ—

সকলের পতি, তেই পতি মোর বাম।—ভারতচন্দ্র।

ধির—স° স্থির। প্রঃ—

পদ্মহস্ত দিঅা পরভূ বোলে ধির ধির।—শুভপূরণ।

সহজে ধির করী বারুণী সাক্ষে।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।

পরান পিরীতি লাগি ধির নাহি বান্দে ॥—পদমহাবলী।

কান্ধের বিরহে মোর প্রাণ ধির নহে।—শ্রীকৃষ্ণকোঠন।

মানবা—অগ্নীমাণ্ডব্যের উপাখ্যান বহু স্থানে আছে।—মহাভারত আদি পর্ক ১০৭—১০৮

অধ্যায়; পদ্মাস্তর ১৪১; কন্দ রেবাকণ্ড ১৭১, নাগরখণ্ড ১৩৬—১৩৭, ইত্যাদি।

খুঁজিবারে—স° খজ ধাতু বিলোড়নে। আ° খোজ—অন্বেষণ। প্রঃ—

নানা গিরি চাহিছ খুঁজিছ বহু দেশ।—কুন্তিবাস, কিকিঙ্কাকাণ্ড।



হাণে—স° হস্ত > প্রা° হথ।

নিশাপতি—নিশাকালে যে পাহারা দায়—চৌকীদার, পাহারাওয়াল।

ভারতবিধানক্রমে—মহাভারতের অনুসারে।

অবনীতে দারি সুরপতি—?

জানি বা জানিতে পার ইত্যাদি—?

### ১৯৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বেদবতী.....শতশিরা—মহাভারতে অশীমাণ্ডবাকে শূলে আরোপণের উপাখ্যান আছে, কিন্তু সেখানে কুষ্ঠগ্রস্ত ও তার সাধ্বী পত্নীর উপাখ্যান নাই। এই উপাখ্যান সংক্ষেপে আছে গরুড়পুরাণে (পূর্বখণ্ড ১৪৬ অধ্যায়ে), কিন্তু সেখানে কুষ্ঠী ব্রাহ্মণের নাম কোশিক, তাঁর পত্নীর বা বেশার কোনো নাম নাই; মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১৬ অধ্যায়) এই উপাখ্যান আছে, কিন্তু সেখানে কুষ্ঠীর বা তার জ্ঞীর বা বেশার কারো নাম নাই, কেবল এইমাত্র আছে যে তারা প্রতিষ্ঠানবাসী। পদ্মপুরাণ স্থষ্টি-খণ্ড ৫১ অধ্যায়ে এই উপাখ্যান আছে, সেখানে পতিব্রতীর নাম সেব্যা, তাহাদের বাসস্থান ছিল মধ্যদেশে, কিন্তু তাহার পতি ও বেশার নাম নাই। হৃদপুরাণ আবন্ত্য-খণ্ডে রেবাখণ্ড ১৭১ অধ্যায়ে পতিব্রতীর নাম শাণ্ডিলী ও তাহার পতি গুনক বংশীয় একজন ঋষি। হৃদপুরাণ নাগরখণ্ডের ১৩৫ অধ্যায়ে এই পতিব্রতীর পিতার নাম বীরশর্মা, পিতার বাসস্থান বর্দ্ধমান নগর। প্রত্যেক পুরাণের আখ্যায়িকাতেও বিভিন্নতা ও পার্থক্য আছে। কবিকঙ্কণের উল্লিখিত নাম কিন্তু কোনো পুরাণে পাই নাই। কবিকঙ্কণের উল্লিখিত নামগুলি বোধ হয় পরবর্তী কালে কথকদের দেওয়া। কবিকঙ্কণের এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রাজকৃষ্ণ রায় লক্ষহীরা নাটক রচনা করেন।

তেন মতি করে সেবা—(১) সেই মতে বা তদ্রূপ সেবা করে, (২) সে বা অর্থাৎ সেও এইরূপ মতি বা ইচ্ছা করে।

নিত—স° নিত্য।

দারাগারে—স° দারা=স্ত্রী, ও° দারী=বেশা। দারা শব্দের কদর্থে দারী। / দারা + আগারে = বেশার বাড়িতে। প্রঃ—

নটী দারী নহে সব গৃহস্থের মেয়ে।—ঘনরাম।

বাজে—স° বাজ=যুদ্ধ, গতি, শব্দ। তাহা হইতে ~~বাজ~~—আঘাত। প্রঃ—

চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে শ্রামের পিরীতিবাণ।—চণ্ডীদাস।

বাগুবজ—বজ্রবৎ কঠিন বাক্য, অভিসম্পাত।

ছাঁকার—ঘর > ছা। ছাঁহা + কার (সমক্ষে কার প্রত্যয়)।

### ১৯৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

অনিবার বিভাবরী—যে রাত্রির নিবারণ বা শেষ নাই। গুরুড়-পুরাণের ভাষায় “সন্তত রাত্রি”।

সতীর আদেশ ধরি—বেদবতী নিজের সতীত্বের শক্তিতে সন্তত রাত্রি করিয়া সূর্যোদয় বারণ করিলে সৃষ্টি ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়; তখন দেবতার পতিব্রতাকে ব্রাহ্মবীর ক্রতু পতিব্রতা অগ্নিপত্নী অনহরাকে অমরোদধ করেন; অনহরা মধ্যাহ্ন হইয়া সূর্যকে উদিত হইতে বেদবতীর আজ্ঞা লইলেন; সূর্য উদিত হইলে বেদবতীর স্বামীর মৃত্যু ঘটিল কিন্তু অনহরা তাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া দিলেন; এইরূপে মুনির শাপ, দেবতার সৃষ্টি, সতীর সধবা অবস্থা সবই রক্ষা পাইল।—  
গুরুড়-পুরাণ, পূর্বখণ্ড ১৪৬ অধ্যায়।

সাবিত্রীর উপাখ্যান—মহাভারত বনপর্ব ২৯২ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ২০৮ ইত্যাদি;  
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২৪; পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ১৯; দেবীভাগবত,  
৯।২৭; স্বন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৬৬।

সত্যবান্—শাৰ দেশের অধিপতি ছামৎসেন ও শৈব্যার পুত্র, শত্রু কর্তৃক হতরাজ্য হইয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। সাবিত্রীর স্বামী। সাবিত্রী তাঁকে পুনর্জীবিত করেন।

### ১৯৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বোল—স° বদ > প্রা° বোল > বোল = বাক্য। পরবর্তী সংস্কৃতে বল্হ ও বল ধাতুও চলিয়াছিল। প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ স° বদ > প্রা° বোল হইতে পারে ধরিতে না পারিয়া নিয়ম করেন যে স° √কথ স্থানে প্রা° বোল আদেশ হয়।

নিদান—শেষ, অন্তিম।

অমুপতি—পতিকে অমুসরণ করিয়া।

কেমনে—স° কেন মতেন > কেমনে। প্রাচীন বাংলায় কেমনন্ত।

### ১৯৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

এমত—বৈদিক এনা (ঈদৃশ) + মৎ। প্রাচীন বাংলায় ও ওড়িয়ার এমন্ত। এমন্ত শব্দের ন লোপে এমত।

### ১৯৮ পৃষ্ঠার মূল

বহরারী—স° বধ্ৱী > বহড়ী, বহরারী। প্রঃ—

সুহুরা নিদ গেল, বহড়ী জাগঅ।—বোধগান ও মোহা।

রাজার ঝিমারী তুমি রাজার বহরারী।

—কুন্তিবাসী রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড।

বড়ার বহুআরী আক্ষে বড়ার বী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কিবা—স° কিংবা।

বাকি নিজগুণে—(১) নিজের গুণে বশ করিয়া, (২) নিজের গুণে (ধনুকের ছিলায়) বাধিয়া। দ্ব্যর্থ, শ্লেষ অলঙ্কার।

নয়—স° ন হি, অথবা বা° না হয় সংক্ষেপে।

## ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ ( ১৯৯—২০২ পৃষ্ঠা )

১৯৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

কুড়িয়া—স° কুটীর, কুটী, কুড়া হইতে। তৃণপত্রাচ্ছাদিত গৃহ। প্রঃ—

পড়িয়া রহিল কুঁড়ে পরের ছাওনি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ছিল হোগলের কুঁড়ে অনিলে ঘাইত উড়ে

—মাণিক গাঙ্গুলি।

ছাওনী—স° ছাদনী—আচ্ছাদনী। প্রঃ—

মউর-পুচ্ছের ছাউনি ধর্মের ঘর।—শূর্যপুরাণ।

ভেরেণ্ডা—স° এরণ্ড।

খামা—বৈদিক স্তম্ভ ( স্তম্ভ ) > হি° ও° খাধা খধা, ম° খাধ, বা° খাম। প্রঃ—

ছাওআ মণ্ডমের খামে বান্ধএ বনমালা।—শূর্যপুরাণ।

ঘা—স° ঘাত > প্রা° ঘাঅ > ঘা = আঘাত। প্রঃ—

বিনা দোষে যদি কেহ স্বরে দেয় ঘা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

১৯৯ পৃষ্ঠার মূল -

পুণ্যকর্ম বৈশাখতে—বৈশাখ মাসে সত্য যুগ আরম্ভ হয়, একজন্ম এ মাস পুণ্যময়।—

ন বৈশাখ-সমং মাসং বিশেষং কেশব-প্রিয়ম্।—পদ্মপুরাণ।

বৈশাখে কার্তিকে মাঘে বিশেষ-নিয়মকরং॥

—শুদ্ধিতক-যুত মদনপারিজাত-বচন।

স্বন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে বৈশাখমাসমাহাঙ্গ্য উঠব্য।

খরা—স° খর—খরঃ স্তাৎ তীক্ষ্ণদর্শন্যোঃ।—মেদিনী, খরা = রৌদ্র, রবির তেজ।—

প্রঃ—

জ্যেষ্ঠে খরা,

আষাঢ়ে ধারা,

শস্ত্রের ভার না সহে ধরা।—খনার বচন।

মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গোড়েশ্বর ।—কুন্তিবাস ।

অনেক নার ঝড় বৃষ্টি, অনেক নার খরা ।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ।

তরুতল নাহি—রোদ্রে সব গাছপালা শুকাইয়া যায় ।

আটে—স° অট ধাতু পর্যাটনে । স° অটু ধাতু অতিক্রমে । যতখানি যাওয়া উচিত  
সেই পর্য্যন্ত যাওয়া=কুলানো, সমান বা যথোচিত হওয়া ।

বৈশাখে.....নিরামীস—

তুলা-মকর-মেঘেষ্ প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে ।

হবিষ্যৎ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥—বৈষ্ণবামৃত ।

তুলা=কার্ত্তিক মাস ; মকর=মাঘ মাস ; মেঘ=বৈশাখ মাস ।

আম্নাতে মাধবে মাসি পবিত্রে মাধবপ্রিয়ে ।

আমিষং মৈথুনং তৈলং বিষ্ণুভক্তঃ পরিত্যজেৎ ॥

—পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১১ অধ্যায় ২৭ শ্লোক ।

স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য্য উষ্টব্য ।

শারী—সারি=( ১ ) শ্রেণী, ( ২ ) সারিয়া, শেষ করিয়া ।

বেঙুচের ফল—স° বিককত । মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও বেঙুচ । বৈচ, বৈচি, বৈউচ,  
ভেঁউচ—নানা রূপে কথিত হয় । ও° ভইঞ্চি ।

টুটয়ে—স° ক্রট ধাতু । কম হয়, অভাব ঘটে । রবিশস্ত্রের পর হৈমন্তিক শস্ত্র জন্মিবার  
মধ্যবর্ত্তী সময়ে গৃহস্থের অভাব ঘটে ।

কুড়া—স° কড়ঙ্গর, কণ্ডন—শস্ত্র কোটা গুঁড়ো, চালের সঙ্গে বে ঝুঁড়া থাকে । প্রঃ—

শুমান হইল শুঁড়া, না মিলিল খুদ কুঁড়া ।—অন্নদামঙ্গল ।

অভাগ্য মনে গণী—আট অক্ষরের ( বা মাত্রার ) দ্বিত্ত করিয়া পরের লাইনে ১৪ অক্ষরের  
পরার পদের মিল ঘটিলে ভঙ্গপরার ছন্দ হয় ।

জোক—স° বুক, স° জলোকা ।

## ২০০ পৃষ্ঠা

সিতাশীত.....জানি—সিত ( গুরু ) ও অসিত ( কৃষ্ণ ) দুই পক্ষ মেঘে অন্ধকার হইয়া  
একাকার হইয়া যায়, তারতম্য জানা যায় না ।

বান—স° বজা । স° বান=প্রান ; বনে সলিল-কাননে ।—অমরকোষ । তে° বান=  
বৃষ্টি । প্রঃ—

গঙ্গাজলে কূপজলে বএ জাঅ বান ।—শুভপুরাণ ।

বাদল—স° বাদল-হুদিনে ।—মেদিনী । হি° ম° বাদল ; স° বাতর । প্রঃ—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শ্রুত মন্দির মোর ।—বিজাপতি ।

ভিতরে বাহিরে—ভিতরে জঠরানল, বাহিরে রৌদ্র ।

ভিতর—স° অভ্যন্তর > প্রা° ভিতরি । বাহির—স° বহিঃ—বহির্ > বাহির ।

বিপাক—বিপাক = বিপদ । প্রঃ—

এমন বিপাকে আর কতু ঠেকি নাই ।—অন্নদামঙ্গল ।

এমন বিপাক্য বাঘ বিধে নাহি দেখি ।—শিবায়ন ।

আখিনে অষ্টকাপূজা—শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে ।—তিথিতত্ত্ব । কলিকা, বৃহন্নারদীয়, বৃহদ্ধর্ম, দেবীভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণে ও তন্ত্রে শরৎকালে দুর্গা-পূজার ব্যবস্থা আছে ।

তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে প্রথম দুর্গাপূজা করেন । তার পর সাতোড়ের রাজা দুর্গাপূজা করেন । ৮১ পৃষ্ঠা এবং পরে চণ্ডীর মহিষমর্দিনীরূপ ধারণ অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য ।

ছড়—স° ছল্লী > ছাল > ছাড় > ছড় । অথবা বাহা ছাড়াইয়া লওয়া হয় তাহা ছাড় > ছড় = পশুর ছাল । প্রঃ—

কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘের ছড় ।—শ্রুতপুরাণ ।

নিরামিশ্র—স° নিরামিষ ; হবিষ্য শব্দের অনুকরণে নিরামিশ্র । কার্তিকমাসে আমিষ ত্যাগের ব্যবস্থা বৈশাখ-ব্যবস্থার মধ্যে পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । তুঃ—

সুক্রবার দিনে গো ঝিএ করিব হবিশ্র ।

ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিশ্র ॥—শ্রুতপুরাণ ।

নিত নিরামিশ্র খাই ব্রাহ্মণি জোগিনি হই

চল যাই আন্ধার বাসাত ।—গোরক্ষবিজয় ।

মাস্তর—স° মার্গশীর্ষ > মার্গশীর্ষ > মাইসর, মাস্তর । অগ্রহায়ণ মাস ।

আপনে ভগবান—ভগবান্ বলিয়াছেন—

মাসানাং মার্গশীর্ষে হম্ ঋতুনাং কুশ্মাকরঃ ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১০ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক ।

হাটে—স° হট্ট । প্রঃ—

সুনার পাটত বেসাতির বৈসএ হাট ।—শ্রুতপুরাণ ।

মাঠে—স° মাধঃ পহঃ ।—ত্রিকাওশেষ । যেখানকট্টর আগাগোড়া সবই পথ তাহা মাঠ ।

অথবা স° বয়্র > বাট > মাঠ । অথবা স° প্রস্থ > পাঠ > মাঠ ।

গোঠে—স° গোঠ > প্রা° গোঠিঠ । প্রঃ—

কে না বাঁশী বাএ বড়ারি এ গোঠ গোহুলে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

কাহিনী—স° কথানিকা>প্রা° কহানিকা>ও° কাহানি, হি° কহানী।

আক্ষার খানত কহ সল্পপ কাহিনী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী।—বিত্তাপতি।

দোপাটা—স° হি°>দো; স° পটু°>পাটা; দুই পাটা বা ফালি কাপড় একত্র জোড়া।

হি° দোপাটা, ম° তপেটা, ও° দোপাটা।

তুলী—তুলা ভরা থাকে যাতে—লেপ; বাহা তুলিয়া গায়ের উপরে চাপা দিতে হয়—  
লেপ। প্রঃ—

উপরে চাঁদোয়া ঢলে থাকে শোভে তুলি।—কৃষ্ণিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

মেসোকে খবর দিলাম শুয়েছিল তুলে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

তদ্ অন্তঃ স্থাপয়েৎ খট্টাং করিদন্তুময়ীং শুভাম্।

পটুতুলীং তদ্ উপরি বাসয়েৎ পুরুষোত্তমম্।

—স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তমমাহাধ্যায় ৩৯৫৯, ৬০।

পড়ি—বাহা পাতা থাকে বা পড়িয়া থাকে—তোষক।

পাছড়ি—(১) স° প্রফোট>পাছুড়, পাছড়, পাছড়া, পাছড়ি—প্রফোটনস্ত স্বর্পে ত্রাৎ  
তাড়নে চ বিকাসনে।—মোহিনী। বাহা বিকাসিত করা বা ছড়ানো বিছানো বার  
তাহা প্রফোট, পাছড়ি। (৩) স° পশ্চাৎ>প্রা° পছা>বা° পাছ; পাছ+ড়ি  
(তেলেণ্ড প্রত্যয়)=পাছড়ি; হি° পিছোড়া, ও° পাছুড়ি—বাহা পিঠের দিকে  
পিছনে থাকে। (৩) স° প্রচ্ছদ, প্রান্তার>পাছড়ি। (৪) স° পশ্চাদ্‌বর্তী>হি°  
পাছাড়ী। কোনোরূপ উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ উত্তরীয় বস্ত্র। প্রাচীনকালে বহ-  
প্রচলিত ছিল—

রাজা গোড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া।—কৃষ্ণিবাস।

পাটের পাছড়া পুঠে ঘন উড়ে বার।—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

লোকের পিখন পাটের পাছড়া।—গৌরকবিজয়।

ঘিনে বান্দা নাহি পিন্দে পাটের পাছড়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আজিনার পড়িরাছে রাজা মাঙ্গুরি।

তার উপর পড়িরাছে পাটের পাছুড়ি॥—কৃষ্ণিবাসের আত্মপরিচয়।

শীতের পরিভাষণ—তুঃ—

তাহুলং তপনং তৈলং তুলা ভষী তনুপাং।

হেমন্তে যে ন সেবাস্তে তে নরা বিধিবিক্রিতাঃ॥—উক্তট।

বদলে—(আ°) পরিবর্তে। প্রঃ—

আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী।—কুন্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

এক বিলাইর বদলি বিয়াল্লিশ বিলাই হইয়া।—ষাণিকল্প রাজার গান  
ঘোসলা—স° কোব> হি° থেস। থেস+লা—থেসতুলা—থোসলা। বোধ হয় পাঠের  
তুলে ঘোসলা ছাপা হইয়াছে।

উড়িতে—স° উণ্—আচ্ছাদনে; স° আবর—আচ্ছাদন। হি° উটনা, ওটনা, বা°  
উড়ানি=গায়ে দিবার উত্তরীয়। উড়িতে=গায়ে ঢাকা দিতে। প্রা° ওহারণ।  
মাঘমাসে.....নাহি শাক—শীতে সব শাক মরিয়া যায়।  
জামু ভামু কুশামু শীতের পরিভাণ—বুকে হাঁটু দিয়া, রোদ পোহাইয়া, আগুন পোহাইয়া  
শীত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। অমুপ্রাস অলঙ্কার।

### ২০২ পৃষ্ঠা

ফলে গুণে—ফাল্গুনে ছাপা হওয়া উচিত ছিল।

দ্বিগুণ শীত—মালদহ জেলায় প্রবাদ আছে—

ফাগুনে দ্বিগুণ জাড়।

চৈতে কাঁপায় হাড় ॥

পাথরা—স° প্রস্তর> প্রা° পথর> হি° পথর, বা° পাথর। পাথরের পাত্র পাথরা।

যেন শোল কোসে—গ্রীষ্মে নিকটস্থ হওয়া যায় না। অথবা ফুল্লরা বলিতে চাহিতেছে যে  
তার স্বামী নিকটে থাকিয়াও দূরে থাকার সামিল—পুরুষত্বহীন, অতএব তুমি  
কিসের লোভে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছ।

ফুল্লরার এই বারমাস্তা বাংলা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ; এর অনেক পংক্তি প্রবচনে পরিণত  
হইয়াছে। বারমাস্তা প্রাচীন কবোর এক অঙ্গ ছিল; মুকুন্দরায়ের পূর্বে ও পরে  
বহু বারমাস্তা রচিত হইয়াছিল। ইহার সহিত মাধবাচার্য্যের বারমাস্তা তুলনায়  
(বঙ্গসাহিত্য-খরিচয় ৩২২ পৃষ্ঠা)।

## কালকেতুর নিকট ফুল্লরার নিবেদন

(২০২—২০৪ পৃষ্ঠা)

২০৩ পৃষ্ঠা

পাথ—স° পথ> প্রা° পথ> পাথ। প্রঃ—

পাথিক পাথ মীনক পাণি জীবক জীবন হাম ওঁহ জানি।—বিভাগতি

পিপিড়ার—স° পিপীল, পিপীলিকা। ও° পিপুড়া।

কিবা কৃত্য হেতু.....পিপিড়ার—তুঃ—

পিপীলিকার পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে।—শিবায়ন।

পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।—কুন্তিবাস, কিক্কাকাকাও।

পিপীলা পালক বাধে মরিবার তরে।—মাণিক গান্ধলি।

দে—স° দেহ। প্রঃ—

যে জন জানয়ে সে যদি না কহে কেমনে ধরিবে দে।—চণ্ডীদাস।

সে শিবকে সমর্পিব সোনা পারা দে।—শিবায়ন।

কুঙ্গ—কুঙ্গকুল।

হরি হইলা পাষণ—তুলসীর শাপে কুঙ্গ শালগ্রামশিলায় পরিণত হন—

তুলসী উবাচ—

হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষণসদৃশস্ত চ।

ছলেন ধর্মভঙ্গেন মম স্বামী দয়া হতঃ ॥

পাষণ-হৃদয়স্ ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতো প্রভোঃ।

তন্মাং পাষণসদৃশস্ ত্বং ভবেহ হরে হধুনা ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীরসম্মিধৌ।

অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১৯ অধ্যায়। হৃন্দপুরাণ দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৮

অধ্যায় ও নাগরখণ্ড ২৪৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

শে—সিং>সিন, সেন>সে। স° হি>সি>সে। নিশ্চয়।

চেয়াড়—? চেঁচাড়ি, বাশের পাতলা চাঁছ।

তিন দিবসের চাঁদ—তৃতীয়ার চন্দ্রের স্থায় তদী সুন্দরী যুবতী। সুন্দর উপমা। ফারসীতে

দ্বিতীয়ার চাঁদের সঙ্গে সুন্দরীর তুলনা করা হয়—বদ্ব-টে-মুনির; রাজকুঞ্চ রায়ের

এক নাটক আছে—বে-নজীর বদরে-মুনির। তুঃ—

পদনখে নিন্দিয়াছে ইন্দু দ্বিতীয়ার।

—ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডী।

সত্যবতী যুবতী নৌতুন চন্দ্রকলা।—মাণিক গান্ধলি।

২০৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

লা—স° লো, প্রা° হল। নারীকে সম্বোধনে আত্মবান্ধবক অব্যয়। ত্রিকককৌর্ভনে—ল।

পাটী—স° পট্ট, পট্টী—কাঠের তক্তা, বার উপর রাগিয়া মাংস কাটে ও বেচে। প্রঃ—



তামাকর পাটে বৈসএ বেসাতির হাট।—শুভপুরণ।

তিমির কেটেছে যেন তপন তরাসে—তপনের ভয়ে যেন অন্ধকার বিদীর্ণ হইয়াছে ; সুল্লরী  
এমনি রূপবতী যে মনে হইল যেন অন্ধকার সরাইয়া সূর্য্যচ্ছবি প্রকাশিত হইতেছে।  
সুল্লর কবিত্বময় পদ।

## চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ (২০৫—২০৬ পৃষ্ঠা)

২০৫ পৃষ্ঠা

রাড়—বঙ্গদেশের আদিম নিবাসী কিরাত জাতি, যার নাম হইতে দেশের নাম হইয়াছে  
রাড়। স° রাটি=যুদ্ধ।—হেমচন্দ্র। স° রাঢ়া=শোভা।—মেদিনী। পরে রাড়  
দেশের নাম করা হইয়াছিল গঙ্গরাষ্ট্র (রাড়>রাষ্ট্র)। রায়বাহাদুর বোগেশচন্দ্র  
রায় বলেন—রাড় এক জাতির নিন্দাবাচক নাম।

হাড়—স° অস্থি>প্রা° স° হড়ড>হি° হড়ডি, বা° হাড়।

আইরাস—স° আরাস=পরিশ্রম ; ক্লান্তি।

ফুলরা আইব সাথে—ব্যাধ কালকেতুর সাবধানতা অতি প্রশংসনীয় ; সে চণ্ডীকে বাড়ী  
ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে একাকিনী যাইতে দিবে না ; সে পূরুষ,  
সেও একা সঙ্গে যাইবে না ; ফুলরা সঙ্গে যাইবে ও সে ধনুর্বাণ লইয়া উভয়ের রক্ষক  
হইয়া যাইবে, এবং তাহাও “থাকিতে থাকিতে দিননাথ”—যেন লোকে নিন্দা  
করিবার কোনো অবসরই না পায়।

২০৬ পৃষ্ঠা

জেনন তিলকপাণী.....তিলক চন্দনে—জলের তিলক যেমন পরিতে না পরিতে মিলাইয়া  
যায় মিথ্যাও সেইরূপ ; আর সত্য বাক্য চন্দনতিলকের মতন স্থায়ী সুগন্ধ সুল্লর।  
তুঃ—

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ডালে ?

কতক্ষণ রহে শিলা শুল্লেতে মারিলে ?—কাশীরাম দাস।

রজকের স্ত্রী কথা—মূল রামায়ণে রজকের মুখে নিন্দার কথা নাই ; পদ্মপুরণ পাতাল  
খণ্ড ৩১ অধ্যায়ে এবং সম্ভবতঃ পুরাণানুসারে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণে আছে ;  
তাহা হইতে কৃত্তিবাস প্রভৃতি এই উপাখ্যান বাংলা রামায়ণে গ্রহণ করিয়াছিলেন  
বোধ হয়।

## দেবীর প্রতি কালকেতুর ক্রোধ (২০৭—২০৮ পৃষ্ঠা)

২০৭ পৃষ্ঠা

খণ্ড—বাণ্ডা বা খণ্ডা=বাঁড়া, খড়্গ; বারা খাঁড়া লইয়া ফিরে ও খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অপহরণ করে তারা খণ্ড বা ডাকাত। ও° খট-অ।

কলিঙ্গরাজা বড়ই তর্ক্যার—(১) ব্যভিচারীর কঠিন শাস্তিবিধান করেন, (২) মুন্সরী যুবতীর সংবাদ পাইলে হরণ করেন।

ভান্ড সাক্ষি—স্বর্গ্য প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁকেই সাক্ষী করিল যে সে কিছু অন্যায় করিতেছে না।

২০৮ পৃষ্ঠা

চিত্র নিরিমাণ—চিত্রাৰ্পিতবৎ নিম্পদ।

ছাড়িতে ছোড়িতে—ভ্যাগ বা সন্ধান করতে। স° ক্ষিপ্ত > প্রা° ছুট > ছুড়; হি° ছোড়না। স্ব + গচ = সারি > ছাড়ি।

নিঃসরে—স° নিঃসর।

ফাঁফর—স° প্রফার। ফাঁপা শূন্যতার ভাব; চি° ফেফরী = স্তম্ভিত; উদ্‌ফের = বিপাক। প্রঃ—

বনরাজা পড়িল ফাঁপরে।—শূন্যপূরণ।

ফোফাট ফোফাই কান্দে যুগীৰ ঝিঝাট ॥

তা দেখিয়া হতিনাথ উকরে ফাফর।—গোবন্ধাবলয়।

লক্ষণ এড়িয়া সব পলায় বানর।

দেখিয়া ত রঘুনাথ হইল ফাঁফর ॥—কুন্তিনাস, লঙ্কাকাণ্ড।

## দেবীর পরিচয় প্রদান (২০৮—২০৯ পৃষ্ঠা)

২০৮ পৃষ্ঠা

শ্রীগাকারী—শ্রীরাগ ছয় রাগের অন্যতম; শ্রীরাগের রাগিনী গাকারী; গাকারী রাগিনী সারালে গের; গাকার দেশের হর গাকারী।

আনু°—উত্তম পুরুষের একবচনের নিভক্তি উ পরবর্তীকালে উম আন এম হইয়াছে—  
এলুম এলাম এলেম।

বসা—স° বাসক > ৩° বসা। প্রবাসী, বাসগৃহ, বাসা। প্রঃ—

ঘর বসা শত      লিখে অবিরত

গুনে বীর মহাহুখে।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী (১৬ শতাব্দী)।

২০৯ পৃষ্ঠা

আসীব—প্রথম পুরুষের একবচনে পূর্বে অ বিভক্তি ছিল, পরে এ হইয়াছে—আসিবে।  
পাতারা—স° প্রত্যয়। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে—পইতার=প্রত্যয় করে। কুস্তিবাসে  
—পাতিমান।

ধরিণা—ধরিলে।

মল্লার—মল্লার বর্ষাকালে গেষ, আনন্দের সুর। চণ্ডীর দশা বর্ষণের সূচনা স্বরূপ মল্লার  
রাগের অবতারণা।

হুর্গা—দেবী হুর্গার পূজা সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ত্রেতার আগেরও প্রমাণ যোগাইয়াছে।  
এই পুরাণের মতে, স্বারোচিষ মনন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্র শরতে হুর্গার  
আরাধনা করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। দেবীভাগবত আরও একটু অগ্রসর হইয়া  
বলেন, ভারতে সুযজ্ঞ রাজা সর্বপ্রথম দেবীর পূজা করেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমপাদে রাজা দমুজমর্দন বর্তমান ছিলেন। ইহার  
তাত্ত্বশাসনে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টভুজা হুর্গামুষ্টি পূজা করিয়াছিলেন। স্মার্ত  
রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে হুর্গোৎসব-তত্ত্বও আছে; কাজেই রঘুনন্দনের সময়ে  
হুর্গোৎসব হইত। আকবরের চোপদার রাজা কংসনারায়ণ বাঙলার দেওয়ান  
হইয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম বিখ্যাত ঢাকাকার কুল্লকভট্ট, পিতামহের  
নাম উদয়নারায়ণ—রাজা গণেশের শ্রালক। ইনি এক মহাযজ্ঞ করিতে উচ্চা  
করেন। বাহুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ ১২শাশুক্রমে তাত্তিরপুর-রাজাদের প্ররোহিত।  
তাহাদের মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী বাঙলা-বেহারের সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন।  
তিনি বলিলেন—মহাযজ্ঞ চারিটি—বিষজিৎ, রাজস্বয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ।  
একালে এ-সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। তিনি তাহাকে হুর্গোৎসব করিবার  
ব্যবস্থা ও আদেশ দেন। আট নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে এই  
হুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। রমেশ শাস্ত্রী হুর্গোৎসবপদ্ধতি লেখেন। এ পূজা  
হইল বাসন্তী পূজা। তার পর সাতোড়ের রাজা ও আরও অনেক লোকে  
হুর্গোৎসব প্রচলিত করেন। সেই পূজা আজও চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়। বাঙলার বাহিরে কোন কোন  
দেশে শুধু নবপত্রিকার পূজা হয়। নেপালে নবপত্রিকা পূজা হয়।

ঋগ্বেদ ( ৩য় মণ্ডল, ২৭শ সূক্ত, ৯ম ঋক্ ) উপদেশ করিতেছেন—

ওঁ ধিরা চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে ।

দক্ষস্ত পিতরং তনা ॥

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষ বহু যজ্ঞ কল্পিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডের নাম যে “দক্ষ-তনয়া” ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কারণ। যজ্ঞবেদিতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথবা দক্ষ-তনয়া অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া লোকে বৈদিকযুগের শেষ দিকে ধারণা করিয়া লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি ব্যতীত আর কেহ নন। কেন না, ‘রুদ্র’ শব্দে অগ্নি ও মহাদেব উভয়ই বুঝাইত। তা ছাড়া পতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অষ্টমুন্ডির নাম—রুদ্র, সৰ্ব্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব, ঈশান পাওয়া যায়। শিবের সহিত দক্ষ-কস্তা সতীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকার মূলে এই বৈদিক ব্যাপার অগ্নির সহিত বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এষ্টটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় পুরাণে শিব-দুর্গার বিবাহ-ব্যাপার।

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্ত কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সমস্ত বেদি রক্ষা করিতেন। ঋগ্বেদ ( ১।১৩৬।৩ ) উপদেশ করিতেছেন—

“জ্যোতিষ্মতীমন্দিতিং ধারয়ং ক্ষিতিং সর্বতীম,”

“যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।”

ঋষিরা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গভীর ধ্যাননিমগ্ন থাকিতেন। তার পর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রভৃতি দানের দরকার হইল। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর...অর্থাৎ দক্ষকন্যা’র উপর পীতবর্ণের মৃষ্টি স্থাপন করিতেন। এই মৃষ্টিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে “হব্যবাহনী” বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০।১৮৮।৩) ঐরিত হইয়াছে—“বা রুচো জাতবেদসো দেবত্রো হব্যবাহনৌঃ। তাভির্গো যজ্ঞমিধকু ॥” অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার হব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। এই মৃষ্টিই আমাদের দুর্গা। কুণ্ডের দক্ষদিক্ দুর্গার দক্ষ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট করেকটি দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের একজন যোদ্ধা, কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন; একজন যজ্ঞের সূচনা করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার চারি হাত। একটি দেবী

যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর একজন যজ্ঞের জন্ত অর্থাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দেবতা থাকায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ স্বরূপ। মূর্ত্তিমানে বৈদ্যজ্ঞান হইতেছেন সরস্বতী। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন, তাহাই লক্ষ্মী। যোদ্ধা কাস্তিকের যজ্ঞ রক্ষা করিতেন। আর গণেশ যজ্ঞের সূচনা করিয়া দেন, তাই তাঁর চার হাত। বৈদিক যজ্ঞের হোতা ঋত্বিক পুরোহিত ও যজ্ঞমান, এই চারি হাত। দুর্গার পক্ষেও এগুলি ঠিক খাটে। এ ছাড়া আমরা পাই—

বিপাজসা পৃথুন্য শোভুচানো বাধস্ব দ্বিধো রক্ষসো অমোবাঃ। ৩১৫।১।

“তুমি বিত্তীর্ণ তেজ দ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর।”

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে বৈদিক মন্ড্রে অগ্নিদেবতার নিকট অনুর-গণকে বধ করা হইতেছে।

দুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি, তাহার আর-একটি প্রমাণ এই—

দুর্গা দেবীর অর্চনাকালে আমরা সামবেদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—

“ও অগ্ন আরাচি বীতয়ে গৃণানো হব্যদ্যন্তয়ে নি হোতা সংসি

বর্হিষি।”

বৈদিক যুগের শেষভাগে দেগিতে পাওয়া যায়, ‘দক্ষ-কন্যা’ ক্রমশঃ ‘উমা’তে পরিণত হইলেন, ‘উমা’ ‘অম্বিকা’র এবং ‘অম্বিকা’ ‘দুর্গা’র পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি যজ্ঞবেদি রহিলেন না। যজ্ঞবেদি ও অগ্নির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রী-দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।

শুক্ল যজুর্বেদ (৩৫৭) [বাজসনেয়ী সংহিতা] বলিতেছেন—হে রুদ্র, এই তোমার হবির্ভাগ তুমি তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আশ্বাদন কর—‘এব তে রুদ্রভাগঃ স্বস্ত্রা অম্বিকয়া ঙ্ং জুবস্ব স্বাহা।’ তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আমরা দুর্গা মহাদেব কাস্তিক গণেশ নন্দীকে একসঙ্গে পাইরাছি। এই সময় রুদ্র ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন। উমা অম্বিকা ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব রুদ্র তখন উমাপতি অম্বিকাপতি। তখন উমা কি অম্বিকা মহাদেবের ভগিনী নন। আমরা তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের উক্তিগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম,—

১। পুরুষত্ব বিদ্য সহস্রাক্ষত্ব ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্যহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্যহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দম্বিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্যহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। ১০ম প্রাপঠক। ১ম অনুবাক। ৫। তন্নো নমিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় মহাসেনায়

ধীমহি। তন্নো যথুখঃ প্রচোদয়াৎ। [ ১০।১।৬ ]

২। কাত্যায়নায় বিদ্বাহে কঙ্কাকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৭] নারায়ণোপনিষৎ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছে—“কাত্যায়নায়ৈঃ বিদ্বাহে, কঙ্কাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।”

[ সাধারণ ইহার ভাষ্য বলিয়াছেন, বেদে লিপ্যবতায় হইয়া থাকে। তাই ‘দুর্গা’ বুঝাইতে ‘দুর্গি’র প্রয়োগ হইয়াছে। ‘দুর্গিঃ দুর্গলিপ্যবতায়ঃ সর্কত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।’ ]

৩। নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপতয়ে হৃদ্বিকাপত্যয় উমাপত্যয়ে নমো নমঃ। ১০।১৮।

বৃহদেবতা বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইহাতে (২।৭৮, ৭৯) আমরা দেখিতে পাই, অদ্বিতি বাক্ সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্ন। আমরা যে দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, তাঁহার বাহন সিংহ। দেবী বাক্ নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবতার বিশেষ সাধ্যসাধনায় তাঁহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক্ ও সিংহ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে ( Shakti and Shakta by Sir John Woodroffe, pp. 456-457 ) তাহার প্রমাণ আছে। বাক্ এবং দুর্গা যে অভিন্ন, বৃহদেবতা তাহার প্রমাণ। আমরা যতটুকু পাইলাম, তাহা হইতে দুর্গার সহিত সিংহের সংশ্বেবের একটা কারণ স্থির করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদানুব্রাহ্মণে (৪।১২) রাজি-যুক্ত বাচনের নির্দেশ আছে। পূজাকালে স্থালিপাক যজ্ঞরাজির পূজা করিতে হয়। দেবী বাক্ ও যজ্ঞরাজি মূলতঃ এক হইলেও রূপতঃ বিভিন্ন। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (২।৪।৬।১০) উল্লেখ আছে যে, ইহঁারা কখন কখন সম্পূর্ণ অভিন্ন। রাজিযুক্ত ইহঁাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের খিলযুক্ত (২৫) রাজিদেবীকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ( ১০।১ ) স্থান পাইয়াছে। এই আরণ্যকে তিনি হব্যবাহন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন; স্তবরাং দেখা যাইতেছে যে, দুর্গা হব্যবাহনী ও অগ্নি এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুর্গা ও অগ্নি অভিন্ন বলিয়া দুর্গাকে জিহ্বাশালিনী বলা হইয়াছে। এই জিহ্বা সাতটি। তাহাদের নাম কালী, করালী, মনোজবা, মূলোহিতা, সূক্ষ্মবর্ণা, স্মৃতিগিনী এবং শুচিস্থিতা। এই সপ্তজিহ্বা প্রকট করিয়া দুর্গা বলিগ্রহণ করেন, গৃহ্যসংগ্রহ ( ১।১৩।১৪ ) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পূজা হইত। সেই দেবতাগুলি বৈদিক যুগের শেষ দিকে দুর্গা নামে প্রচারিত ও পূজিত হয়। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাক্সনেন্দ্রী-সংহিতার অধিকা রুদ্রভগিনী, তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে ( ১০।১৮ ) দুর্গা

রুদ্রপত্নী। এই আরণ্যকে (১০।১) আবার হুর্গাদেবীর আরাধনা আছে। সেখানে তিনি বৈরোচনী। বিরোচন হুর্গা বা শ্মির নাম। অগ্নত্র (১০।১।৭) যেখানে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেখানে হুর্গার (হুর্গির) আরও হুইটি নাম আছে—একটি কাত্যায়নী, অপরটি কঙ্কুমারী। কেনোপনিষদে (৩।২৫) পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞা দেবী হিমবানের কঙ্কা উমা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) রুদ্রকে উমাপতি বলা হইয়াছে। এই আরণ্যকে (১০।২৬।৩০) সরস্বতীকে বরদা মহাদেবী সন্ধ্যাবিষ্ঠা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরে আবার এগুলিকে হুর্গাদেবীর গুণরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

বৈদিক যুগ হইতে পরযুগের সাহিত্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে হুর্গা-তত্ত্বের আরম্ভ হইয়া রামায়ণ-মহাভারত যুগে ইহা সম্পূর্ণ হয়। (যমুনা, কার্ত্তিক ১৩৩০)

শ্রীঅমল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ।

শক্তি শব্দের যৌগিক অর্থ ক্ষমতা বা সামর্থ্য।

“যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা”—দেবীমাহাত্ম্য, চণ্ডী।

রাজারের তিন প্রকার শক্তি—প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উৎসাহশক্তি। আবার শব্দের অর্থবোধগম্যকূল বৃত্তিবিশেষের নাম শক্তি। এই শব্দশক্তির জ্ঞান ব্যাকরণ উপমান অভিধান আপু্যবাক্য ও ব্যবহার দ্বারা উৎপন্ন হয়।

অথর্ববেদে ইজ্ঞের শক্তির (সামর্থ্যের) বিষয় উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ঋতাস্থতরোপনিষদে (১।৩) দেবায়ুশক্তির উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদে (৫।৪৬।৭—৮) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।৩।১৩।১) আমরা দেবগন্ধীর উল্লেখ পাই; কিন্তু তাঁহারা দেবশক্তি বলিয়া কুত্রাপি বর্ণিত হন নাই।

এই শক্তি ত্রিবিধা,—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি।

“ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।

ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥”

—মহানির্বাণতন্ত্র ৪র্থ পটল।

ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞানশক্তি নামক শক্তিত্রয় বিদ্যমান আছে। তাহাদিগকে গৌরীশক্তি ব্রাহ্মীশক্তি ও বৈষ্ণবীশক্তি বুলিয়া যায়। জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্ম এই শক্তিত্রয়ের অতীত।

ইচ্ছা তু বিষয়ে দত্তা ক্রিয়াশক্তিস্তত্র ব্রহ্মণে।

মহং দত্তা জ্ঞানশক্তিঃ সর্বশক্তিস্বরূপিণী ॥—যোগিনী তন্ত্র।

ইচ্ছাশক্তি বিয়ুকে প্রদত্ত হইয়াছে (বৈষ্ণবী); ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাকে প্রদত্ত হইয়াছে (ব্রাহ্মী); আমাকে (শিবকে) জ্ঞানশক্তি (গৌরী) প্রদত্ত হইয়াছে—তাহা সর্বশক্তিস্বরূপিণী।

এই ত্রিবিধ শক্তির মূল উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায় :—ঐতরেয়োপনিষৎ ১।১-২, এখানে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ের বিকাশ দেখা যায়। ঐতরেয়োপনিষৎ ২।৩, এইখানে আত্মার জ্ঞানশক্তির বিষয় বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষৎ ২।২৩।১, ৬।২।৩, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবর্মী ১।৬।৭, প্রত্নোপনিষৎ ৬।৩, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।১।২৭, ১।৪।১০, ১।৪।১৭ উষ্টব্য।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ (১-৪) ও ১২২ স্তোত্র পাঠ করিলে ঐ ক্রিয়াশক্তির ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ ঋগ্বেদে ‘শাক্ত’ শব্দের উল্লেখ আছে—“বাচং শাক্তন্তেব বদতি শিক্ষমাণঃ” ( ৭।১০।৩৫ )। সাধারণ বলেন ‘শাক্ত’ মানে শক্তিমান্ শিক্ষক।

ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যাকারিকায় (১৫) প্রকৃতিকে কারণশক্তি বা শক্তি বলা হইয়াছে। আমরা ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিলেও শক্তির অভাস দেখিতে পাই (১।৪।৩)।

পঞ্চদশী, ভূতবিবেক ৪২—৪৪, বলেন—এই জগতের আদিকারণ সংস্বরূপ পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন সত্তাশূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়ী বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্য দৃষ্টে তাহার দাহিকা-শক্তির অসুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অসুমান হইয়া থাকে। কার্য্যদর্শন না করিলে কখন কোনও পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি কার্য্যজননশক্তি তাহাই মায়ী। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি একথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে—এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই অগ্নি বলা যায় না, সেই প্রকার পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনও পরমাত্মা বলা যায় না। তাহা হইলে শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি? শূন্য সেই শক্তির স্বরূপ একথা বলিতে পার না, যেহেতু শূন্য সেই শক্তির কার্য্যস্বরূপ বলিয়াছি। সুতরাং মায়াকে সং হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্কণচরী শক্তিস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শক্তিতত্ত্ব এইরূপ লেখা আছে—

অপ্রমেরস্ত শাক্তস্ত শিবস্ত পরমাত্মনঃ।

সৌখ্যচিন্মাত্ররূপস্ত সর্বস্তানাকৃতেরপি ॥



ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ।

তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সূত্রত ॥

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্তৃত্বাকর্তৃত্বাপি চ।

ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাশ্বনঃ ॥

অগ্রমেয় শক্তিসুত্র শুভময় সৌখ্যচিন্মাত্রস্বরূপ আকৃতিবিহীন হইলেও তাহার ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা নিয়তিসত্তার ক্রমশঃ বিকাশ হয়। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগতা সত্তা মহাসত্তা। পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে। শিবাশ্বা হইতে পৃথক্ সত্তা নাই।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্ঝাণ-প্রকরণের উত্তর ভাগ ৮১ সর্গে লিখিত আছে—

তাহার পর দেখিলাম সেই মহাকাশে বিশাল-দেহ রুদ্রদেব মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। \* \* \* \* \* দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে ছায়ার ত্রায় এক মূর্তি নৃত্য করিতে করিতে নির্গত হইল। প্রথমে সেই মূর্তিটি ছায়া ধারণা হওয়াতে মনে মনেই উপস্থিত হইল। \* \* \* \* \* তাহার পর ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম—ছায়া নহে; একটি ত্রিলোচনা রমণীমূর্তি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই রমণী কৃষ্ণবর্ণা কৃশা, তাঁহার সর্বাঙ্গে শিরা পরিব্যাপ্ত, তাঁহার বিশাল দেহ জীর্ণ; তাঁহার বদন-মণ্ডল হইতে সতত বহিঃপ্রাণ নির্গত হইতেছিল, তিনি বাসন্ত বনরাজির ত্রায় পুষ্পপল্লবরমণীয় শেখর ধারণ করিয়া ছিলেন। \* \* \* \* \* তিনি এত কৃশা যে হির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থ; এইজন্ত যেন বিধাতা সুদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা তাঁহার পতনোন্মুখ বিশীর্ণ দেহ একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি এত দীর্ঘ লঘমান যে তাঁহার মস্তক ও চরণ-নখ দেখিবার জন্ত আমাকে একবার অতি উচ্চে, একবার অতি নিম্নে গমনাগমন করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শিরা ও অন্নতন্ত্রী দ্বারা গ্রথিত। খদির প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর ত্রায় মূল হইতে শাখা পর্যন্ত তাঁহার সমস্ত শরীর স্ত্র দ্বারা বিজড়িত। স্বর্ঘ্যাদি দেবের ও দানবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক-কমলমালা দ্বারা মালা গ্রহণ করিয়া সেই মালা তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল বায়ু-সঙ্গীকৃত উজ্জলশিখাসম্পন্ন বহির সংযোগে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাঁহার লঘমান কর্ণে সর্প বুলিতেছিল; নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুণ্ডল নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল তনুয় বিস্তৃত দীর্ঘ অলাবুর মত লঘমান উরু পর্যন্ত বুলিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার খট্টাদমণ্ডলে

কার্তিকেয়ের ময়ূরপুচ্ছে ও ব্রহ্মার কেশজালে বিশোভিত ইন্দ্রাদি দেবগণের মস্তক ঝুলিতেছিল। তাঁহার দম্ভপংক্তিরূপ চন্দ্রশ্রেণী হইতে নির্মলকিরণপুঞ্জ বিনিঃসৃত হইতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন অন্ধকার-সাগরের একটা উর্দ্ধরেখা উঠিয়াছে। \* \* \* \* \* দেখিলাম তিনি কখনও একবাহু, কখনও বহুবাহু হইতেছেন। কখনও অনন্ত বিশালবাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার বাহুসমূহের উৎক্ষেপণে এই জগৎরূপ নৃত্যমণ্ডল কাঁপিয়া উঠিতেছে। কখনও তিনি একমুখী, কখনও বহুমুখী, কখনও মুখবিহীন হইতেছেন, কখনও বা অনন্ত ভরস্কর মুখ দেখাইতেছেন। কখনও এক পদে অবস্থান করিতেছেন, কখনও বহুপদা, কখনও বা অনন্তপদা, কখনও বা একেবারে পদশূন্য হইতেছেন। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমি তাঁহাকে কাগরাত্তি বলিয়া অল্পমান করিলাম। সাধুগণ ইহাকেই ভগবতী কালী বলিয়া থাকেন।

নির্বাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, ৮৪ সর্গে—রাম কহিলেন, হে মুনিবর! ভগবতী কালী নৃত্য করেন কি নিমিত্ত? আর তিনি শূর্ণ ফাল কুন্ডাল মুঘলাদির মালা ধারণ করেন কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন—সেই ভৈরব ঐহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া বলিলাম তাঁহার যে মনোময়ী স্পন্দশক্তি তাঁহাকেই তুমি মায়া বা কালী বলিয়া জানিও। ঐ মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থীদের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্য নামে সৃষ্টির প্রকৃতি বা মূল কারণ বলিয়া ‘প্রকৃতি’ নামে দৃশ্যভাসে অল্পভূতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া ‘ক্রিয়া’ নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বড়বাগিছালার ভ্রায় দৃশ্যমান আদিত্যমণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া ‘শুষ্কা’ নামে অভিহিত হন। উৎপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি ‘চণ্ডিকা’ নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া ইহার নাম ‘জয়া’। সর্কসিদ্ধির আশ্রম বলিয়া ইহার নাম ‘সিদ্ধা’। সর্কত্র বিজয়লাভ করেন বলিয়া ইহার নাম ‘বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া’। বলে ইহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম ‘অপরাজিতা’। ইহার মহিমা কেহ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইহার নাম ‘দুর্গা’। প্রণবের সারাংশশক্তিও ইনি; এইজন্ত ইহার নাম ‘উমা’ (উ, ম, অ = ও)। নামরূপকারীদিগের পরমার্থস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম ‘গায়ত্রী’; সর্কজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইহার নাম ‘সাবিত্রী’। স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহা হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইহার নাম ‘সরস্বতী’। ইনি গৌরান্ধী বলিয়া ইহার নাম ‘গৌরী’; যখন শিবশরীরের অন্তরঙ্গিনী হন তখনই গৌরী নামে অভিহিত হন। মস্তকের ভূষণবিন্দুরূপ ইন্দুকলা বলিয়াও

ইহার নাম ‘উমা’। উক্ত কাল ও কালী আকাশস্বরূপা বলিয়া উহাদের বর্ণ কৃষ্ণ।

উক্ত নির্মাণ-প্রকরণের পূর্বভাগে অষ্টাদশ সর্গে হরের আলয় অষ্টমাতৃকার আবাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাতৃকা যথা :—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুযা ও উৎপলা।

যজুর্বেদেও “অম্বিকা” দেবীর নাম আছে; তিনি তথায় ঋত্বের ভগিনী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাকে উমা হৈমবতী বলা হইয়াছে। উমা ব্রহ্মবিজ্ঞা হইতে কালে ব্রহ্মশক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। ঋতাস্থতরোপনিষদে মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে। দেব্যুপনিষদে মহাদেবী ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, শূত্র ও অশূত্র, আনন্দ ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বহুব্রূচোপনিষদে দেবী সর্বাংগে একমাত্র ছিলেন এবং তিনিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদপরিশিষ্টের রাত্রি-পরিশিষ্টে দুর্গা দেবীর স্তোত্র পাওয়া যায়।

কৈবল্যোপনিষৎ—

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রেশান্তম্।

ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরন্ত্যং ॥৭॥

এখানে শিবকে ‘উমা’-সহায় বলা হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম ও অষ্টাদশ অমুবাকে দুর্গা ও অম্বিকা বা উমার উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গা অগ্নির সহিত অভিন্ন; তাঁহার কালী, করালী, মনোজবা, স্নলোহিতা, স্নধ্বব্রবর্ণা, ফুলিন্দিনী, শুচিস্মিতা নামে সম্ভজিহবা (গৃহসংগ্রহ ১৩১৪; মুণ্ডকোপনিষৎ ১২১৪)।

পাণিনির ব্যাকরণে (৪।১।৪১, ৪২) ইন্দ্রাণী বরুণানী শর্বাণী রুদ্রাণী মুডানী পদ পাওয়া যায়। এই-সকলের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও বরুণানী শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

মহাভারতের বিরাটপর্বে কথিত আছে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কথিত আছে অর্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ-রচনাকালে ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-রচনাকালে দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতেন। উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিজ্ঞাকেই বলিত, কিন্তু অম্বিকা ঋত্বের ভগিনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমশঃ পরব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল এবং উমা মহেশ্বরের পত্নী ও মায়ীশক্তি স্বরূপে উপাসিত হইলেন। সাংখ্য-মতাবলম্বী ও অদ্বৈতবাদীগণও পরব্রহ্মের এই শক্তি স্বীকার করিলেন। মহাভারত-রচনাকালে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরীতে দুর্গার মন্দির স্থাপিত

হইরা তাঁহার পূজা হইত। নগরে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া অগ্নিপু্রাণে ১০৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। “কারণ দেবালয়শূন্য নগর গ্রাম দুর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্তৃক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত হইতে পারে” (১৬-১৭)। মহাভারতেও দুর্গাকে ব্রহ্মবিজ্ঞা বলা হইয়াছে। উত্তরকালে পরিচিত অনেক নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনার সময়ে শক্তিক্রপিনী দুর্গাদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পত্নীর করন্য যে পানিনির পূর্ববর্তী তাহাও পাইলাম।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১২৯০-২৯১—

বিনায়কস্ত জননীমুপতিষ্ঠেং ততোহধিকাম্।

দূর্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দদ্যার্থ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্ ॥

রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।

প্রশ্নান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥

অনন্তর বিনায়কজননী অধিকাকে দুর্বা সর্ষপ-পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য ও পূর্ণমঞ্জলি প্রদান করিয়া মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করিবে। কাত্যায়ন-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে যত্নপূর্বক পূজা করিবার বিষয় উল্লেখ আছে। বিষ্ণু-সংহিতার ঘটপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দুর্গাসাবিত্রীর দ্বারা পূত হইবার উল্লেখ আছে। এই দুর্গা-সাবিত্রী তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছেন। কাত্যায়নশ্রেণীতে বিগ্রহে কস্তাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক নবম অঙ্কবাক। নারায়ণোপনিষৎ-মতেও এইরূপ।

ললিতবিস্তরের চতুর্বিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে চারিদিকে চারি শ্রেণীর অষ্ট শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গরুড়-পুরাণের পূর্ষ খণ্ডে (অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে) দুর্গাদেবী অষ্টাবিংশতিভূজা অষ্টাদশভূজা দ্বাদশভূজা অষ্টভূজা এবং চতুর্ভূজা রূপে পূজিত হইবার উল্লেখ আছে। নবমাদি তিথিতে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী কোমারী বৈষ্ণবী বারাহী ইক্ষাণী চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি এবং তাঁহাদের অসিতাকাদি ভৈরবের পূজাবিধানও আছে (চতুর্বিংশ অধ্যায়)। কুজিকা-পূজারও বিধান আছে (ষড়্বিংশ অধ্যায়)। ত্রিপুরা ও আলাদুখীর পূজাবিধান আছে (২০৪ অধ্যায়)।

অগ্নিপু্রাণে (অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে) গৌরী দেবীর প্রতিষ্ঠার প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এবং উমাপূজার বিবরণ ৩২৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সঙ্কট হইতে তারণ করেন বলিয়া দুর্গা নাম হইয়াছে (৩২৩ অধ্যায়)। তিনি বেদমর্তী,

অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেমকরী, বহুব্রজা নামে প্রসিদ্ধা ( ১২ অধ্যায় ) ।  
 আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী গৌরীর পূজা করিবে । ইহার নাম গৌরীনবমী  
 ব্রত । আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে কঙ্কাতে হুর্ঘা ও চন্দ্র মূলা-নক্ষত্রে  
 সংক্রম হইলে তাহার নাম অষাঢ়িনা নবমী । তৎকালে চণ্ডা, প্রচণ্ডা, রুদ্রচণ্ডা,  
 চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা ও মহিষমর্দিনীর  
 পূজা করিবে ; ইত্যাদি ( ১৮৫ অধ্যায় ) । জয়ার্থী হইয়া আশ্বিন মাসের শুক্লা-  
 অষ্টমীতে পটে ভদ্রকালীর মূর্তি লিখিয়া এবং আয়ুধকামূর্খাদিশস্ত্র ও ধ্বজাছত্র-  
 চামরাদি যাবতীয় রাজচিহ্ন স্থাপন করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে । রাত্রিতে  
 জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রদান করিয়া পরদিবস পুনরায় পূর্ববৎ পূজা করিয়া  
 প্রার্থনা করিবে—হে ভদ্রকালি ! মহাকালি ! হুর্গে ! হুর্গতিহারিণি ! ত্রৈলোক্য-  
 বিজয়ে ! চণ্ডি ! মাতঃ ! প্রসন্ন হইয়া আমার শাস্তি ও যশোবিধান করুন  
 ( ২৬৮ অধ্যায় ) ।

( মাধবী, আশ্বিন ১৩৩০ )

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী ।

## মহিষমর্দিনী-রূপ-ধারণ ( ২০৯—২১১ পৃষ্ঠা )

২০৯ পৃষ্ঠা

মহিষমর্দিনী—স্বয়ং মহাদেব রক্ত অশুরের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া মহিষাসুর রূপে জন্ম-  
 গ্রহণ করেন ও দেবগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রত্ব অধিকার করেন । দেবগণের  
 শরীর-নির্গত তেজ সঞ্চিত হইয়া নারীমূর্তি ধরিয়া হস্তার করেন । সেই বিকট  
 শব্দে বিরক্ত হইয়া মহিষাসুর মহাদেবীকে আক্রমণ করেন ও পরাস্ত নিহত হন ।  
 ইহা দ্বাপর যুগে ঘটে ।—কালিকা ৬১, মার্কণ্ডেয়, বরাহ ১৪, বামন ১৭, স্কন্দ  
 প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য ৭।৩৭, অর্কদুর্ধ্বখণ্ডে ৩৬ অধ্যায় ।

অষ্টম নায়িকা—হুর্গাশক্তি, হুর্গার সঙ্গে পূজ্যা ; নাম—

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ।

অতিচণ্ডা চ চামুণ্ডা চণ্ডা চণ্ডবতী তথা ॥—কালিকাপুরাণ ।

অষ্টমাতৃকার নাম—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাঞ্জিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুধা,  
 ও উৎপলা ।—যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ, নির্বাণ প্রকরণ, পূর্বভাগ ১৮ সর্গ ।

২১০ পৃষ্ঠা

গ্রহরণ—দেবীর আবির্ভাবের পর প্রত্যেক দেবতা দেবীকে নিজ নিজ গ্রহরণ দান করেন।

নীত শর—নিশিত বা তীক্ষ্ণ শর। স° শো ( তীক্ষ্ণ করা ) + ক্ত = শিত ( তীক্ষ্ণ )।

কলধোত—স্বর্ণ।

দশভূজা—মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভগবতী সহস্রভূজা; গরুড়পুরাণে ৩৮ অধ্যায়ে ভূজ-সংখ্যা ২৮ হইতে ৪ পর্যন্ত; হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব ১৭৮ অধ্যায়ে দেবী অষ্টাদশ-ভূজা; বৃহৎ-নন্দিকেশ্বর ও কালিকাপুরাণে দেবী দশভূজা—

ইতি বৃন্তং পুরাকল্পে মনোঃ স্বায়ভূবে হস্তরে।

প্রাহুভূতা দশভূজা দেবী দেবহিতায় বৈ ॥—কালিকাপুরাণ ৬০।৩২।

মৃগালান্নাতসংস্পর্শ-দশবাহ-সমমিতাম্ ॥—কালিকাপুরাণ ৫২।১৪।

জলধিসুতা—লক্ষ্মী, সমুদ্রমহানে সমুদ্র হইতে উৎপন্ন।—স্কন্দপুরাণ অবন্তীক্ষেত্রমাহাত্ম্য

৪৪, নাগরথণ্ড ২১০।

অনন্ত—স° আনন্ত = আনত।

কন্দরে—স° কন্ধরে = স্বন্ধে।

চণ্ডীর রূপ—চূর্ণার রূপকল্পনা বহু শাস্ত্রে আছে—

জটাজুট-সমায়ুক্তাং অর্ধেন্দ্রকৃতশেখরাম্।

লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দ্রসদৃশাননাম্ ॥

অতলীপুল্পবর্ণভাং স্নপ্রতিষ্ঠাং স্নলোচনাম্।

নবযৌবনসম্পন্নাং সর্কাতরপত্নীভিতাম্ ॥

সুচারুদর্শনাম্ তদ্বৎ পীনোরন্তপতোধর্ম্যাম্।

ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্ ॥

মৃগালান্নাতসংস্পর্শ-দশবাহ-সমমিতাম্।

ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গাং চক্রং ক্রমাৎ অধঃ ॥

তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।

খেটকং পূর্ণচাপক পাশম্ অঙ্কুশম্ এব চ ॥

ঘণ্টাং বা পরন্তং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।

অধস্তান্ মহিষং তদ্বৎ বিশিরকং প্রদর্শয়েৎ ॥

শিরশ্ছেদোদত্তবং তদ্বৎ দানবং খড়্গপাণিনম্ ॥

জদি শূলে ন নির্ভিন্নং নির্ধ-অস্ত্র-বিত্ত্বীকৃতম্ ॥

রক্তারক্তীকৃতান্ধক রক্তবিন্দুরিতেকণম্ ।  
 বেষ্টিতং নাগপাশেন ভৃকুটীভীষণাননম্ ॥  
 সপাশ-রামহস্তেন ধৃতকেশক ধূর্গয়া ।  
 বমদকধির-বক্রক দেবাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥  
 দেব্যাসু তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্ ।  
 কিঞ্চিদ্ উচ্চং তথা বামম্ অঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥  
 স্তম্ভমানক তদ্ রূপম্ অমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥  
 উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনারিকা ।  
 চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥  
 অষ্টাভিঃ শক্তিভিষ্টভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্ ।  
 চিস্তয়েজ্ জগতাং-ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

—কালিকা ও বৃহদ্বন্দিকেশ্বর পুরাণ ।

বামে সিদ্ধিঃ শ্রিয়া ধাম্যো সাবিত্রী চৈব পশ্চিমে ।  
 পৃষ্ঠ-কর্ণধরে কার্য্যা ভগবতী সরস্বতী ॥  
 জ্ঞানানে তু গণেশসু জ্ঞাৎ কুমারশ্ চাঘ্নিকোণকে ।  
 মধ্যে গৌরী প্রতিষ্ঠাপ্যা সর্বাভরণভূষিতা ॥  
 গোষ্ঠ্যা আয়তনে সৃষ্টা অষ্টা সূর্য্য দ্বারপালিকা ।

—রূপমণ্ডন ।

জয়া বামে স্থিতা বিজয়া চাপি দক্ষিণে ।  
 বামে চ কার্ত্তিকং দেবং, দক্ষে গণপতিসু তথা ॥  
 যা নিত্যাপ্রকৃতির্ নিত্য্য হুর্গয়া দক্ষিণে স্থিতা ।  
 শারদা সরস্বতী নিত্য্য বামভাগে সদা স্থিতা ॥

—কালীবিলাসভক্ত ।

প্রাণতোষিণী তস্মৈও এইরূপ সম্মিলিত-দেবদেবী পূজার ব্যবস্থা আছে ।

২১১ পৃষ্ঠা

সঙ্কোপ বিজ্ঞোপ—সংযোগ বিরোগ ।

সিদ্ধা—যাহারা অনিমা লিখিত প্রকৃতি সিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ১২৭ ও ১৩১ পৃষ্ঠার টীকা

ঐষ্টব্য ।

ও চরণে—স° অদস্ > প্রা° অহ > উহা > সংক্ষেপে ও ।

২১১—২১৩ অতিরিক্ত পাঠ—

২১১ পৃষ্ঠা

অভিধান—নামাবলী।

চামুণ্ডা—চণ্ড ও মুণ্ড অস্ত্রদ্বয়ের ছিন্নমুণ্ড গ্রহণে নাম চামুণ্ডা।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

১। হস্তা রুৰং মহাদৈত্যং ব্রহ্মবিষ্ণুভয়ঙ্করম্।

তস্ত প্রবৃত্ত বৈ চৰ্ম্ম মুণ্ডং বানকরে তথা।

গৃহীত্বা নির্গতা তুমা সা চামুণ্ডা ততঃ স্মৃতা ॥

২। চণ্ডং বীভৎসম্ ইত্যাহুর্ মুণ্ডং ব্রহ্মশিরো মতম্।

স্বামী-মুণ্ডং মতঞ্চাত্তৈর্ ধারণাৎ করণাচ্ চ বা।

চামুণ্ডা কীর্তিতা দেবৈর্ মাতৃগাং প্রবরা তু সা ॥

রুদ্রদৈত্যের চর্ম্ম ও মুণ্ড, ব্রহ্মশির, স্বামীমুণ্ড ধারণ করিয়া এবং বীভৎস বলিয়া মাতৃগণের শ্রেষ্ঠা দেবী চামুণ্ডা নামে খ্যাত।—দেবীপুরাণ, ৩৭ অধ্যায়।

চর্চিকা—ভক্তগণের দ্বারা চর্চিতা ও চর্চন-যোগ্যা দেবী।

চক্রিণী—দেবীর দশ প্রহরণের এক অঙ্গ চক্র, সেই হেতু নাম—চক্রধারিণী; অথবা,

চক্রী বিষ্ণুর শক্তি চক্রিণী।

চণ্ডিকা—অতিকোপনা।

চণ্ডবতী—ক্রোধযুক্তা।

মহামায়া—আদিশক্তি জগৎকারণ যিনি বহুরূপ হইয়া বস্তুরূপে প্রতিভাত হন।

মহামায়া-প্রভাবেণ সংসার-স্থিতি-কারিণঃ।

যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ ন বিদ্যতে ॥

শুভা—শুভকারিণী, শুভঙ্করী।

ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী—ইন্দ্রের ও ব্রহ্মার শক্তি।

বৈকবীক ব্রহ্মাণীক রৌদ্রীঃ মাহেশ্বরীঃ তথা।

সর্গশক্তি-স্বরূপাক প্রধানাঃ সর্গমহেশ্বরাঃ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১৬ অধ্যায়।

ইন্দ্রজননী বলিয়া ইন্দ্রাণী এবং ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মজননী বলিয়া ব্রহ্মাণী।

—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

ঐশ্বর্য্যং পরমং যন্ত বশেচৈব সুরাসুরাঃ।

ইদি পরমৈশ্বর্য্যো চ ইন্দ্রাণী তেন সা দিবা ॥

—দেবীপুরাণ, ৩৭ অধ্যায়।



নরসিংহবাহিনী—নরসিংহের শক্তি, যিনি নরসিংহকে চালনা করেন—নারসিংহী।

কুমারী—দুর্গা কণ্ঠাকুমারী অবিবাহিতা দেবী ছিলেন; পরে যখন তাঁকে শিবের পত্নীরূপে  
কল্পনা করা হইল তখন কুমারী নামের অর্থ হইল—কু (কুৎসিত) মার (মদন)  
বাহার দ্বারা (শিব) তিনি কুমার; কুমারের স্ত্রী কুমারী।

অস্তর বধের জন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে খেত-নীত-নীল-বর্ণ  
কুমারী উৎপন্ন হন।—বরাহপুরাণ ৯০ অধ্যায়। কুমার হইতে কৌমারী শক্তি  
আবির্ভূত হন।—স্কন্দপুরাণ অষ্টাদশোহাধ্যায় ৩৭ অধ্যায়। এই টীকার ১২৫  
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কুমার-রূপধারী চ কুমার-জননী তথা ॥

কুমার-সিপু-হস্তী চ কৌমারী তেন সা সৃতা ॥

—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে কণ্ঠাকুমারী দেবীর গায়ত্রী আছে।

শক্তিরূপিনী—সর্ব শক্তির বীজস্বরূপিনী আধাররূপিনী।

জয়দ্বারী—জয়দাত্রী।

জয়া—মহিষাসুরের বধের সময় দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন বলিয়া নাম জয়া।

সর্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম বিজয়া, জয়ন্তী জয়া।—যোগবাশিষ্ঠ  
রামায়ণ, নির্বাণ প্রকরণ উত্তর ভাগ ৮৪ সর্গ।

শঙ্করী—শম (কল্যাণ) করেন যিনি।—দেবীপুরাণ, ৩৭ অধ্যায়।

অভয়া—ভয়বিনাশিনী।

বেদবতী—বেদ (জ্ঞান) আছে বীর, জ্ঞানময়ী; সাবিত্রী বা সরস্বতী-রূপিনী।

নারায়ণী—নার (জল) অয়ন (আশ্রয়) বীর সেই নারায়ণের শক্তিস্বরূপা; বিষ্ণু  
প্রলয়নিদ্রার সময় যিনি কেবল জাগ্রত ছিলেন।—কালিকাপুরাণ।

জলায়না নরা গোষ্ঠ্যা সমুদ্রশয়নাথবা।

নারায়ণী সমাখ্যাতা নয়নারীপ্রকূর্তা ॥

—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণপী নারায়ণ বলিতেছেন—

সৃষ্টিকর্ত্তী চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বোবাং জননী পরা।

মম তুলা চ মন-মায়া তেন নারায়ণী সৃতা ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৭ অধ্যায়।

২১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

কালী—অগ্নির সপ্তজিহ্বার প্রথম ।—মৃৎসংগ্রহ ১৩৭১৪ ; যুক্তকোণমিষণ ১২১৪ ।  
 শুভনিশুভ বধের সময় চণ্ড অস্ত্রকে বধ করিবার জন্ত অধিকার লগাট হইতে  
 এক কুম্ভরূপ দেবী উৎপন্ন হন ; তিনি রক্তবীজকেও বধ করেন ।—মার্কণ্ডেয়  
 পুরাণ । কালিকা পুরাণ উত্তরতন্ত্র ৬১ অধ্যায় । হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব ১৭৮ অধ্যায় ।  
 পার্শ্বতী রাত্রির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আগে কুম্ভবর্ণা ছিলেন, পরে গৌরী হন ।  
 —মৎস্তপুরাণ, ১৫৭ অধ্যায় ; বৃহদ্রত্নপুরাণ ; স্বন্দপুরাণ ; পদ্মপুরাণ । রাত্রি-  
 দেবীই দুর্গা কালী ।—ঋগ্বেদ খিলস্কৃত ২৫ । এই টীকার ৮১, ৮২, ১৬৩ পৃষ্ঠা  
 দ্রষ্টব্য ।

কালী দক্ষাপমানেন সর্গশক্রনিবর্হণী ।

কমলা কালসংখ্যা বা কালী দেবেষু গীয়তে ॥

—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায় ।

কুম্ভভক্তা কুম্ভতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্ শুভৈঃ ।

কুম্ভভাবনয়া শখং কুম্ভবর্ণা সনাতনী ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১ম অধ্যায় ।

অস্ত্র বধের জন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে ষেত-পীত-নীল-বর্ণা  
 কুমারী উৎপন্ন হন ।—বরাহপুরাণ ৯০ অধ্যায় । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নির্দোষ-  
 প্রেরণ উত্তর ভাগ ৮১, ৮৪ সর্গ ।

কপালিনী—সুওমালাবিকৃষিতা ( কালিকাপুরাণ উত্তর তন্ত্র ৬০ অধ্যায় ) । হস্তে  
 নর-কপাল-ধারণী—কপাল-কর্তৃকা-করাম্ ।—সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র ।

কপালং ব্রহ্মকং জাতং করে ধারয়তে সদা ।

কপালী তেন সা প্রোক্তা পালনাদ্ বা কপালিনী ॥

—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায় ।

কৌশিকী—কৃষিকন্ত কুলে জাতা ।—মহাভারত ।

ভগবানের শরীরকোষ হইতে উৎপন্ন।—ঋৎ-কোশ-সম্ভবা চেয়ঃ কৌশিকী ।

—বামনপুরাণ ৫৪।২৫ ।

কালিকা তপত্যা করিয়া নিজের কুম্ভবক উন্মোচন করিয়া কোষ বা খোলস  
 ছাড়িয়া গৌরী হন ; একত্র তাঁর নাম কৌশিকী বা কৌমিকী ।—মৎস্তপুরাণ ১৫৭  
 অধ্যায় । তত্ত্বনিজ হইতে ভীত দেবগণের স্তবে পার্শ্বতীর শরীর-কোষ হইতে

এক দেবী উৎপন্ন হন, তিনিই কোষিকী।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৬।৪০।৪১।

কালিকাপুরাণ উত্তরতন্ত্র ৬০ অধ্যায়।

কোশের-ধারণাংশ কোশিকী।—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

মালিনী—মালাবিভূষিতা।

বৈষ্ণবী—বিষ্ণুর শক্তি আত্মপ্রকৃতি বিভক্ত হইয়া হন দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা বটী  
মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। দুর্গা-প্রকৃতি যিনি তিনিই বিষ্ণুমারা—

গণেশমাতা দুর্গা যা শিবরূপা শিবপ্রিয়া।

নারায়ণী বিষ্ণুমারা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিনী ॥—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড  
১ অধ্যায়।

বিষ্ণু যখন শেষ-শযায় নিদ্রিত ছিলেন তখন মহামারা তাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া  
ছিলেন ও মধুকৈটভ বধে বিষ্ণুকে সাহায্য করিয়াছিলেন।—কালিকাপুরাণ।

অসুর বধের জন্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি হইতে খেত-পীত-নীল-বর্ণা  
কুমারী উৎপন্ন হন।—বরাহপুরাণ ৯০ অধ্যায়।

বৈষ্ণবী রূপে দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন।—পদ্মপুরাণ।

শিববনিতা—মৎস্তপুরাণে এই নামটি আছে।

গৌরী—জলংকনকগোবাক্তী।—কালিকাপুরাণ।

যোগাগ্নিনা তু যা দগ্ধা পুনর্ জাতা হিমালয়ে।

পূর্ণস্বর্ঘ্যেন্দুবর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা ॥—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা সাভূৎ গৌরী কৃণাদপি।

—কালিকাপুরাণ উত্তর তন্ত্র ৬০ অধ্যায়।

শাকম্বরী—শকদিগের দেবতা। উদ্ভিজ্জপোষিণী কৃষি-দেবতা।

শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টিতে জগৎ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে দেবী  
বলিয়াছিলেন—

ততোহহম্ অখিলং লোকম্ আশ্বমেধ-সমুত্তবৈঃ।

ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈর্ন আবৃষ্টে প্রাণধারকৈঃ ॥

শাকম্বরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্তামাহং ভূবি।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গম্ আখ্যং মহাসুরম্ ॥

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৯১ অধ্যায়।

গঙ্গা—গঙ্গা আত্মপ্রকৃতির অংশ—

প্রধানাংশস্বরূপা বা গঙ্গা ভুবনপাবনী।

বিষ্ণুবিগ্রহ-সমুত্তা হররূপা সনাতনী ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১ অধ্যায়।

দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয় ও মেনকার যুগল কল্পা-রূপে  
জন্মগ্রহণ করেন—

শ্রদ্ধা শিবস্ত নিন্দাং বৈ তমুং তত্যাঙ্গ সুন্দরী ।

ত্যক্তা দেহং বিধা তুতা গন্ধোমা চ নগাস্বজে ॥

—বৃহদ্ধর্ষপুরাণ মধ্যখণ্ড ৩ অধ্যায় ৩ শ্লোক ।

গাং গমা গমনাদ্ গন্ধা লোকে দেবী বিভাব্যতে ।

—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায় ।

সুরেশ্বরী—সুরগণের বা সুরলোকের ঈশ্বরী ।

আত্মাদেবী-স্বতা—দক্ষের পত্নী প্রহতি আদিদেবী, তাঁর কল্পা সতী ।

গোমতী—গোদিগের অধীশ্বরী ।

সতী—নিত্যা সত্যস্বরূপা বলিয়া নাম সতী ।

জয়ন্তী—বিনি জয়যুক্তা ও জয়দাত্রী ।—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নির্বাণপ্রকরণ উত্তরভাগ

৮৪ সর্গ ।

ভরত্বরী ভীমা—

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কুতা হিমাচলে ।

রক্ষাসি ক্ষয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাং ॥

তদা মাং মুনয়ঃ সর্কে শ্তোষ্যন্ত্যানত্নমূর্তয়ঃ ।

ভীমা-দেবীতি বিখ্যাতং তন্ মে নাম ভবিষ্যতি ॥

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২১ অধ্যায় ।

উগ্রচণ্ডা—মহিষাসুর বধের সময় অত্যাগ্র মূর্তি ধারণ করিতে এই নাম ।

বামা—সুন্দরী, সুখদা ; বিরুদ্ধচারিণী, বিরুদ্ধাচারিণী ।

বামং বিরুদ্ধরূপস্ত বিপরীতস্ত গীয়তে ।

বামেন সুখদা দেবী বামা তেন মতা বুধৈঃ ॥—দেবীপুরাণ ৪৫ অধ্যায় ।

যজ্ঞভাগং স্বয়ং ধন্তে সা বামা তু প্রকীর্তিতা ।—কালিকাপুরাণ ৭৭ ।

মহাতেজা—অতিতেজশালিনী ।

যমুনা—দুর্গার এক নাম ও রূপ—

মল্লমাদ্ গমনাদ্ গন্ধা লোকে দেবী বিভাব্যতে ।

যমস্ত ভগিনী জাতা যমুনা তেন সা মতা ॥—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায় ।

যোগিনী—ভগবানের সহিত যোগযুক্তা ।

ক্ষশোদা-নন্দিনী—যোগময়া, বিনি পরে অংশা একানংশা বিদ্যাবাসিনী প্রকৃতি নামে

পরিচিতা হন ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২১৩৮ ।

বোণমিঙ্গা—বিষ্ণুর শেবশয্যায় যিনি নিদ্রাক্রপিণী মহামারী।

মুড়ানি—মুড় ( হঠ ) করেন যিনি তিনি বা তাঁর স্ত্রী।

অধিকা—জননীস্বরূপিণী।

কালিকা—

ভিন্নাঙ্গননিভা কৃষ্ণ সাত্ত্বং গৌরী কণাদ্ অপি।

কালিকাখ্যাভবং সাপি হিমাচল-কৃতাপ্রয়া ॥

—কালিকাপুরাণ উত্তর তন্ত্র ৬০ অধ্যায়।

শরীরকোষাদ্ যৎ তন্ত্রাঃ পার্শ্বত্যাঃ নিঃসৃত্যধিকা।

কৌমিকীতি সমন্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥

তন্ত্রাং বিনির্গতায়ান্ত কৃষ্ণাত্ত্বং সাপি পার্শ্বতী।

কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচল-কৃতাপ্রয়া ॥

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮৫।৪০, ৪১।

কার্ত্তিকী—কার্ত্তিকেয়ের শক্তি বস্তু।

কামরূপিণী—ইচ্ছাময়ী, যিনি ইচ্ছা মাত্র যে-কোনো রূপ ধরিতে পারেন।

খগেশ্বরী—খগ অর্থাৎ দেবগণের ঈশ্বরী। বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্মের এক নাম খগাননা।

জলেশ্বরী—বহুগণের শক্তিরূপা, অথবা জগতের জলময় অবস্থায় যিনি বিস্তমান ছিলেন।

জয়ধৃতি—জয়ধারিণী।

তপস্বিনী—শিবকে পত্নিরূপে পাইবার জন্য অথবা কালীরূপ ত্যাগ করিয়া গৌরী হইবার

জন্ম যিনি তপস্বী করিয়াছিলেন।

বক্ষী—কুবেরের শক্তি।

নিত্যপুটা—দেবীর এক নাম ত্রিপুটা—হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ ত্রিবীজা, এবং তিনি নিত্য।

ত্রিনৈত্রী—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বার দর্শনগোচর।

ত্রিপুরা—নাড়িদেশে মণিপুর ( ব্রহ্মগ্রহি ), হৃদয়ে অনাহত ( বিষ্ণুগ্রহি ), ও ক্রমধ্যে

আজ্ঞাচক্র ( রুদ্রগ্রহি )—এই ত্রিচক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম ত্রিপুর।

—ভাস্কর্য্য অভিধান।

সেই ত্রিপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রিপুরা। অথবা বার শক্তিতে শিব-দৈত্যদেবের

ত্রিপুর ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।—কন্দপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকাখণ্ড

৪৭।২৪, ২৫।

হারবাসিনী—গলাঘরে বা হরিষারে বার বাস।

শিঙ্গলা—শিঙ্গল বা হরিজাবর্ণী।

বোহিনী—মহামারী।

সাবিত্রী—সর্বলোকপ্রসবিত্রী ; সবিতার শক্তি ; সরস্বতী ।

সর্বলোকপ্রসবনাং সবিতা স তু কৌষ্ঠতে ।

যতস্ তদ্ দেবতা দেবী সাবিত্রীতুচ্চাতে ততঃ ॥

বেদপ্রসবনাচ্ চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥

—বহিপুরাণ ব্রহ্মণ-প্রশংসা নাম অধ্যায় ।

সর্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া সাবিত্রী ।—যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, নির্ঝাণ প্রকরণ  
উত্তর খণ্ড ৮৪ সর্গ ।

ভাবগুরু-স্বরূপা তু সাবিত্রী তেন সা স্মৃতা ।—দেবীপুরাণ ৪৪ অধ্যায় ।

তিনি উপাত্তা বলিয়া সাবিত্রী ।—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায় ।

ঘোররূপিণী—মহামেঘপ্রভা ঘোরবর্ণা ।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

### ২১৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ক্ষমা—সর্বভূতে ধীর ক্ষমা ও সর্বভূতের অস্থিরে যিনি ক্ষমারূপিণী ।—যা দেবী সর্বভূতেষু  
ক্ষান্তি-রূপেণ সংস্থিতা ।—মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮৫।২০ ।

সরস্বতী—স্বরদায়িনী, জ্যোতিষ্মতী—

বুদ্ধাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী সর্বশক্তিস্বরূপিণী ।

সর্বজ্ঞানাত্মিকা সর্বা সা দুর্গা চর্গনাশিনী ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৪০ অধ্যায় ।

স্বৰাঃ স্মরণশীলতাং জ্ঞেয়া সপ্তস্বরাত্মিকা ।

অতি প্রাপণদানে বা তেন দেবী সরস্বতী ॥—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায় ।

স্বৰ্গমোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহা হইতে প্রবাহিত  
বলিয়া ই হার নাম সরস্বতী ।—যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, নির্ঝাণ প্রকরণ, উত্তর ভাগ  
৮৪ সর্গ ।

কামাখ্যা—

কামার্থন্ আগতা বহ্মানু ময়া সার্ব্ধং মহাগিরৌ ।

কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহো গতা ॥

কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাক্ষদায়িনী ।

কামাক্ষদায়িনী বহ্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে ॥

—কালিকাপুরাণ ৬১ অধ্যায় ।

কিরাতী—কিরাত জাতির পূজিতা দেবী ।—কালিকাপুরাণ ।

চণ্ডমূর্তা—চণ্ড ও মূর্ত অক্ষরদ্বয়কে যিনি বধ করেন ।

এপা—যিনি জীবের লক্ষ্যাকর্ষণী।—যা দেবী সৰ্বভূতেশু লক্ষ্যাকর্ষণে সংস্থিত।—

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮৫।২২।

শর্কানী—শর্ক (বধকারী) যিনি তাঁর পত্নী অথবা বধকারিণী।

সহস্রাক্ষী—সহস্রলোচন ইন্দ্রের শক্তি।

“হে নারায়ণ, তুমি ঐক্সী শক্তিরূপে কীরীটোদ্ভাসিত-মৌলী ও সহস্র-নয়ন-  
পোষিতা হইয়া মহাবল্ল ধাবণ পূর্বক ব্রহ্মহরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলে,  
তোমাকে নমস্কার।” মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী স্তোত্র, ১১ অধ্যায়। বদ্ববাসীর  
অনুবাদ।

অপর্ণা—শঙ্করকে পতিলাভের জন্য তপস্তার সময় যিনি পর্ণ আহাঁর পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া-  
ছিলেন।—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

নাগাক্ষী—নাগ অগ্নে যাঁর। চূর্ণা নাগ জাতির কুলদেবতা ছিলেন।

প্রত্যাক্ষী—প্রত্যক্ষিরা দেবী—চূর্ণার মূর্তিভেদে নামান্তর।—তন্ত্র।

নীলাক্ষী—নীলবর্ণা কালী, নীলসরস্বতী তাঁরা।—তন্ত্র।

ঘণ্টেশ্বরী—ঘণ্টা গ্রহবণ যাঁর।

ভৈরব-ভামিনী—ভৈরব (ভীষণ) যিনি (শিব), তাঁর পত্নী।

নগেন্দ্র-নন্দিনী—পশুতরাজ হিমালয়ের কন্যা।

মুদগজা—স' মুদগ = মুদগ।

মন্দিরা—মন্দিরাকৃতি বায়ুধনু।

দণ্ডী—দণ্ড-বাদিত আনন্দ যজ্ঞ।

স্থল-নল-দল—নল = কমল (রাজনিঘণ্ট)। স্থলকমলের দল।

ভ্রমরশিখা—রোমাবলী দেখিতে যেন ভ্রমর সদৃশ। উপমেষের একেবারে উল্লেখ না  
করিয়া উপমানকেই উপমেরূপে নির্দেশ করা হইলে আভিশ্রোত্ব অলঙ্কার হয়।

চণ্ডীর শত নামের তালিকায় পুনরুক্তি করিয়াও শত সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। চণ্ডীর  
শতনামের মাঠায়া—

যত্রৈতল্ নিষিতং তিষ্ঠেৎ, পূজ্যতে দেবসমিধৌ।

ন তত্র শোকো দৌর্গতাং কদাচিদপি জায়তে ॥—মন্ত্রপুরাণ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ( ৮৪ ও ১১ অধ্যায় ) দেবীস্তোত্রে বহু নাম ও মূর্তির উল্লেখ  
আছে। নামভেদে মূর্তিভেদের কল্পনা সুপ্রভেদাগম তন্ত্রে, ক্রপমণ্ডনে, বিষ্ণুধর্মোত্তর-  
পুরাণে ও গোপীনাথ রাও প্রণীত Elements of Hindu Iconography নামক  
উৎকৃষ্ট পুস্তকে দৃষ্টব্য।

দেবীর দণ্ডভূজা রূপ ধারণ প্রসঙ্গটি মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে ডুর্গার লাউসেনের  
সমুখে মোহিনীরূপ ভাগ্য কবিতা দণ্ডভূজামূর্তি ধারণের অঙ্ককরণ । —

সেন কন বর যদি দেবে সন্মুখায় ।  
সন্মুখ ভঞ্জন কর স্বমূর্তি দেখায় ॥  
বিনয় সেনের বাক্য শুনিয়া বিরজা ।  
তেজিয়া মোহিনী মূর্তি হল দণ্ডভূজা ॥  
দক্ষিণ চরণ দিয়া সিংহের উপর ।  
দাড়াইলেন দীপ্য করে দিগ্ধ দিগন্তর ॥  
কিঙ্কির্দূর্ক নামাঙ্কিত মহিম উপরে ।  
অষ্টদিকে অষ্ট শক্তি অষ্ট শোভা করে ॥

উত্থাপি । ৫১ পৃষ্ঠা ।

## কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি ( ২১২—২১৬ পৃষ্ঠা )

২১২ পৃষ্ঠা

ধূলী পড়ি—ধূলিতে পড়িয়া ।

২১৩ পৃষ্ঠা

সারিতে—গোপন করিতে, নিবারণ করিতে, সামলাটতে, সম্বরণ করিতে ।

ব্রহ্ম-আবেশে কভু চমকি উঠে ধনি  
পুন পুনত পুন সারি ।—গোবিন্দদাস ।

বিপ্র সর্ব দেপি বর্জ্য ভোজ্য বস্ত্র সারিছে ।—ভারতচন্দ্র ।

বাক্য—স° বক্র > স° বন্ধ (মেদিনী) > বাক্য । পরে স° বন্ধ শব্দ কোটিলো, বক্রতার ।

প্রঃ—মুরলী সরল হয়ে বাক্যর মুখেতে রয়ে শিখিয়াছে বাক্যর স্বভাব ।

—চণ্ডীদাস ।

২১৪ পৃষ্ঠা

বাক্য—স° বৎস > প্রা° বন্ধ > বাক্য । প্রঃ—

সাহস করিয়া বাক্য ডিলালে সাগর ।—কৃত্তিবাস, লক্ষ্যাকাণ্ড ।

ওবে বাক্য ধুমকেতু মা-বাপের পুণ্য তেঁতু

চেড়ে দেহ মাঝে বাক্য লহ চোখে ।—ভারতচন্দ্র ।



লহ—স° লভ বা নী ধাতু > বা° ল ধাতু ; হ অমুজ্জার হি বিভক্তির অবশেষ । পূরে  
এই হ হইয়াছে ও---লহ=লও, যাহ=যাও, করহ=করো, বলহ=বলো, ইত্যাদি ।  
সিকা ভার—স° শিক্য=দড়িতে বোনা ঝোলা, ভার বহিবার সাধন ; ভার=বাক, যে  
বংশদণ্ডের দুধারে শিকা ঝুলাইয়া ভার বহন করা হয় । প্রঃ—

জুদুঢ় বন্ধনে কৈল ছয় শিকিআ ।

তলত গাঁথিল তার ছণ্ডটি বেণুয়া ॥

বাহক ঘোড়িআ গেলা যমুনার পারে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

সিকিয়া বাকুয়ে দিবে ঢুটটা জলর হাড়ি ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

খীর ননী ছেনা চাছি

উভু করি শিকা-গাছি

যতনে তুলিয়া রাখি তাতে ।—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ।

কোদালী—স° কুঠার ; ড্রবিড় কোদাল, কোদালি ; > পরবর্তী স° কুদাল, কুদাল ।

খনতা—স° খনিত্র, খননাত্র । প্রঃ—

বাম দিগে কাচস্তি পরভুর তিথার খস্তা ।—শূরপুরাণ ।

আদি সে কুয়া—আমি সে কুয়া ?

চেএড়ে—? বাশ-চেরা চেচাৱীতে ।

দাড়িষ-তরু—শক্তিপূজায় নবপত্রিকার অন্ততম, শক্তিপ্রিয় বৃক্ষ ।

লাগি—স° লগ ধাতু সংলগ্ন হওয়া, যুক্ত হওয়া ; তাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া, সমীপবর্তিতা  
লাভ করা, হাতে ধরিতে পারা ।

বনে বনে উকটিয়া তোর লাগি না পাইয়া ।—জ্ঞানদাস ।

তব্ব করি ত্রিপুরা বড়ার পাইল লাগ ।—শিবায়ন ।

এক কলাবতী লাগি পায়ল, ধরল মাধব-চৌর ।—পদরসসার ।

ঘড়া—স° ঘট, ঘটী । প্রঃ—

বাইশ ঘড়া পানী দিনে ভরেন রামাই ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বৃকে ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

সাতজনে মাথায় করিল সাত ঘড়া ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।

পিছে—স° পশ্চাৎ > প্রা° পছা > পাছ, পাছা, পাছু, পিছ, পিছন ।

ডেড়ি ভার—দেড়া ভাড়, অসম ভার, বাকের একপ্রকার বোঁী ও অন্ত দিকে কম ভার ।

ডেরি—স° ঘাড় > প্রা° দিঅড > দিয়াড় > দেড়, ডেড়, ডেড়ি । ১৮৮ পৃষ্ঠার

ডেরি শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য ।

যুগতি—স° যুক্তি > যুক্ততি > যুগতি ।

[ ফুটনোট—বাগকালি ধন = পৈতৃক সম্পত্তি । ]

পুনে—খনন করিয়া ।

পুজিবে মঙ্গলবারে—দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী, কাজেই ধ্বনি-সাম্যে পূজার ব্যবস্থা মঙ্গলবারে । মঙ্গলচণ্ডীর প্রথম পূজকদের সকলের নাম মঙ্গল—শিব ( মঙ্গল ), মঙ্গল গ্রহ, মঙ্গল নৃপ, ইত্যাদি ।—

প্রথমে পুজিতা দেবী শিবেন সৰ্বমঙ্গলা ।

দ্বিতীয়ে পুজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রন্থেণ চ ॥

তৃতীয়ে পুজিতা ভদ্রে মঙ্গলেন নৃপেণ চ ।

চতুর্থ মঙ্গলে বারে স্কন্দরীভিশ্চ পুজিতা ॥

পূজ্য মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে ।

পূজ্য মঙ্গল-ভূপত্য মহাবংশস্ত সন্থতম ॥

পূজায়াং বিজতে চণ্ডী মঙ্গলোহপি মহীমুতঃ ।

—ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ ও দেবীভাগবত ।

আম্য জাত—সিঁ আম্য = বাগবজ্রাদি-সাদন ঘৃত দধি দুগ্ধ ইত্যাদি উপকরণ । সিঁ যাত্রা ( উৎসব ) > জাত । চণ্ডীপূজার উপকরণ—

পাত্কার্য্য্যচমনৌষ্মৈশ্চ বলিভির্ বিবিধৈর্ অপি ।

পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যৈর্ ভক্ত্যা নানাবিধৈর্ মুনে ॥

ছাগৈর্ মেঘৈশ্চ মতিবৈর্ গণ্ডৈশ্চ মায়াত্রিভিস্ তথা ।

বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যৈশ্চ পায়সৈঃ পিষ্টকৈর্ অপি ॥

মধুভিশ্চ সূধাভিশ্চ পট্টকৈর্ নানাবিধৈর্ ফলৈঃ ।

সঙ্গীতৈর্ নটনৈর্ বাজ্যৈর্ উৎসবৈঃ ক্রম্যকীৰ্ত্তনৈঃ ॥

—ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৪৪ অধ্যায় ।

গুজরাট—এই গুজরাট ভারতের পশ্চিম সীমান্তের সমুদ্রতীরবর্ত্তী গুজর-রাষ্ট্র নহে । ইটা কলিঙ্গ দেশের একাংশ ; খুব সম্ভব গুজর প্রতীহারগণ এই দেশ জয় করিয়া নিজেদের নামের ছাপ এদেশে রাখিয়া গিয়াছিল । ৭৮৩ খ্রষ্টাব্দের পূর্বে গুজর-প্রতীহার-বংশীর বৎসরাজ কাকুভুজ এবং গোড়-বঙ্গ অধিকার করেন ( শ্রীরাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গালায় ইতিহাস” ) । ধর্মপূজাবিধানে দিক্‌ডাকের মধ্যে গুজরাট নাম আছে । এবং

সন্ধিশিলাপুর রেখে পাইল সরঙ্গ ।

উত্তরে রহিল গ্রাম গুজরাট আপাঙ্গ ॥—মাণিক গাঙ্গুলি ।

চোয়াড়—রাঙের আদিম অনু-আর্য্য জাতি—চোহান ? রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বলেন—চোয়াড় এক জাতির নিন্দাবাচক নাম। দহ্যকে চোয়াড় বলিত।  
চুরি+আড় (দক্ষ, রত অর্থে বা° আড় প্রত্যয়)=চুআড়।—প্রবাসী ১৩০।  
অগ্রহায়ণ ২৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরস—স° স্পর্শ। প্রঃ—

গন্ধ-পরস'র জইসোঁ তইসোঁ।—বোধগান ও দোহা।

নৌবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।—বিজ্ঞাপতি।

পুরধা—স° পুরোধা=পুরোহিত।

নিচোত্তম পালে হয় ধন—

ধনৈর্ নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি

ধনৈর্ আপদং মানবা নিস্তরন্তি।

ধনেভাঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে

ধনাত্তর্জয়ক্ষমঃ ধনাত্তর্জয়ক্ষমঃ॥—উদ্ভট।

কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে।

আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জনে॥

ধনে হতে ধর্ম্য তাই ধনে হতে ঝাকা।

দ্বাদশ মোহর লও দুই শত টাকা॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

মুচ্ছকটিক নাটকে দারিদ্র্যের ও ধন-মাতাছোঁয়ার যথেষ্ট বর্ণনা আছে।

২১৬ পৃষ্ঠা

ভাঙ্গাতে—বদল করিতে, বিনিময়ে মুদ্রা ও অস্ত্র বস্তু লইতে। প্রঃ—

নগরের লোক লয়া ভঞ্জিত করে তঙ্কা।

—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী ( ১৬ শতাব্দী )।

দিবা পালা সমাপ্ত, নিশি আরম্ভ—মঙ্গল গান আট দিন ধরিয়া প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দুবার করিয়া ষোল পালায় সমাপ্ত হইত।

পালা—স° পালি=গানের বিষয়, পর্য্যায়। স° পর্য্যায়>প্রা° পল্লাঅ>পালা।

বণিক্ সহ কালকেতুর কথোপকথন (২১৬—২২১ পৃষ্ঠা)

অতিরিক্ত পাঠ ২১৬ পৃষ্ঠা

বাঙা—স° বণিক্>প্রা° বণিঅ>হি° বাণিজ্য, বা° বেনে।

সমূল্য—সমান মূল্য, উপযুক্ত মূল্য।

বিহান—সঁ বিভান, বিভাত>হিঁ বিহান। সঁ বাহু>বিহান। প্রঃ—

ধাকী সঅল বিহাণ।—বোদ্ধগান ও দোহা।

দোপ করিআ উঠিলেন গোসাঞি পত্নস বিহানে।—শুভপূরণ

বিহান আইলাহেঁ। এথাঁ বেলা আপার।—শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তন।

গোঙাই সকল নিশি আয়লি বিহান।—গোবিন্দদাস।

মূল পাঠ ২১৬ পৃষ্ঠা

হৃদয়াল—?

জোঁধা—সঁ জুধ ধাতু পরিতর্কণ>ওঁ চিঁ মঁ জোধ ধাতু=তোল, মাপ। প্রঃ—

কাটিআ ছিড়িআ মাণিআ জখিআ

সত হাথে হইল পোতা।—শুভপূরণ।

কত কথা কৈলে তার লেখা জোখা নাট।—লোচনদাস।

যাড়া—সঁ যর>সার>সাড়া। সঁ সংজা>সাড়া।

বুড়ি—সঁ বোড়ী; বোদ্ধগান ও দোহাকোষে বোড়ী।

২১৭ পৃষ্ঠা

পোতদার—ফাঁ কোতেদার। মুদাপরীক্ষক, ধনরক্ষক, ব্যাঙ্কার।

লকাল—সঁ সকাল—উপসূক্ত কাল, প্রভাত; শায়।

সকালে যাঠিতে মা কহিয়াছে সভারে।—বলরামদাস।

পাতক—সঁ খাদক—যারা খণ খাটয়া আছে, কচ্ছ ধারে যারা। প্রঃ—

খত রৈল তুয়া হাতে খাতক হৈল নন্দমুতে

শেষ দিন তুয়া গুণ গায়্যা।—রামানন্দ বস্তু।

পাড়া—সঁ পাটকঃ গ্রামাঞ্চলঃ—হেমচন্দ্র। পাটকঃ কটকাগুরে।—মোদিনী।

গুণবান্ পুঙ্খ অবেশে সেই পাড়া।—শিবায়ন।

সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।

অন্ন উড়ি যায় তুমি যাচ যেই পাড়া॥—অন্নদামঙ্গল।

হাল বাকি—(আঁ) বর্তমান ও অতীতের দেনা। প্রঃ—

বকেয়া বিস্তর বাকী বেবাক না পাঠি।—ঘনরাম।

কারকুন কাগজ বুঝে বাকী গুয়াশীল।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হালখানা এ খাভনা দিল দেড় বুড়ি কড়ি।—ময়নামতীর গান।

জোহাড়—স° জরকার = নমস্কার । প্রঃ—

জোহার জানায় যেয়ে ভূপতির পায় ।—ঘনরাম ।

হেনকালে ডিঙ্গা-চোর করিল। যোহার ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।

খড়কি—স° খড়কী ; জৈন প্রা° খিড়কি = গুপ্ত দ্বার, পাছ দরজা ।

খিরকির হুয়ার দিয়া প্রণাম যোগায় ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

খলী—স° স্থালী, স্থলী । প্রঃ—

কহে চণ্ডীদাস যাও চলি যথা ধরমের খলী আছে ।—চণ্ডীদাস ।

হড়পী—স° সম্পট (°) ; স° হড়পা = সিন্দুক । প্রঃ—

নতশির যেন ধীর হড়পীর সাপ ।—ভারতচন্দ্র ।

[ সাপড়ি—স° সম্পট হইতে ; সাপ রাখিবার পেড়ী ; সর্পাকৃতি পেড়ী—গোল পেড়ী,  
যার ডালা খুলিলে সাপের ফণা ধরার মতন দেখায় ।

উড়িয়া গোড়িয়া কুলুপা চিরণী বিচিত্র সাঁপড়ী ।

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল । ]

তরাজু—( ফা° ) তুলাদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা । প্রঃ—

কারে দেন গুটী গুটী, কারে দেন মুটী মুটী,

দরিদ্রকে ধন দেন তরাজু ধরিয়া ।—শুভপুরাণ ।

চারি পর—চারি প্রহর ।

### ২১৮ পৃষ্ঠা

মূল—মূল্য । প্রঃ—

নাশা-মূলে দোলে কত মূলের মুকুতা ।—জানদাস ।

চড়ায়্যা—স° চর ধাতু চলা ; তাহা হইতে আরোহণ অর্থ ।

পড়ান—স° প্রতিমান = বাটখারা, ওজনের দ্রব্য ।

কাঠি—স° কাঠ > প্রা° কাট্ > কাঠ ; ছোট কাঠ—কাঠি । এখানে

কাচি হইবে—চ পাড়িতে ঠ পড়া হইয়াছে—স° কাকী = কুঁচ, গুজ্জা ।

রতি—এক কুঁচ ওজনে এক রতি ।

ধান—৪ ধানে ১ রতি ।

যোল রতি দুই ধান—৪ রতিতে ১ আনা হিসাবে—অষ্ট আনা আধ রতি ওজন ।

পয়ার

গণ্ডা—স° গণ্ডাক = ৪ কড়া । পাঁচ গণ্ডায় ১ বুড়ি বা পরস ।

দর—? মূল্য । স° আদর, ফা° কদর > হি° দর ?

য়েকুনে—স° একপিণ্ড = একত্র ।—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায়। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন  
দাস এক + উন = একুন নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাতে মোট সাকল্য অর্থ  
কেমন করিয়া হইতে পারে ?

একুনে হইলে আজি একুসি বছর ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বট—(স°) কড়ি। প্রঃ—

বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও ।—চণ্ডীদাস।

সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটা দান দিতে ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ছটাকৈতে পঞ্চ বট শুভঙ্কবে কর ।—শুভঙ্কর।

কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি ।—বলরাম দাস।

জ্ঞানেন্দ্রের চৈতন্যমঙ্গলেও বটেক = এক বট।

সদা—ফা° সওদা = ক্রয় বিক্রয়।

লেনাদেনা—(হি°) পাওনা ও দেনা, লওয়া ও দেওয়া।

শেয়ানা—স° সজ্ঞান > হি° সয়ানা, ও সিয়ানা। চালাক, ধূর্ত।

সখিগণ গণহৈতে তুহু° সে সেয়ানী ।—বিদ্যাপতি।

## ২১৯ পৃষ্ঠা

ঝগড়া—স° ঝগড়া > ঝড় > ঝগড়া। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে—ঝকড়-ভঞ্জিনী কালী,  
ঝকড়-বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঝগড়।

## অতিরিক্ত ( ২১৯—২২০ পৃষ্ঠা )

সিন্দুক—আ° সন্দুক ; ম° হি° ও° সন্দুক।

সিন্দুক সহিত গেল ছই শত টাকা ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বলদ—স° বলীবর্দ। প্রঃ—

বলদ বিআএল, গবিআ বাবে ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

মুকুন্দ মাধব ইত্যাদি—বৈষ্ণবের সকলের বৈষ্ণব নাম—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ফুরাণ—স° পূরণ।

হাজার—স° সহস্র > আবে° হজরর > ফা° হাজার।

ঘোড়া সহ ষাব ষাটি হাজার সোদর ।—কুন্তিবাস, আদিকাণ্ড।

ভিড়িয়া—স° মিল > মিড় > ভিড়। বহু একত্র মিলিয়া।

পছছিল—স° প্র + অক্ষ ধাতু গতি। ও° পহঞ্চ ; হি° পহঁচ ; পরহঁচ, ম° পোহঁচ।

ছালা—স° ছলী (ছালে নিশ্চিত) > ছালা ; স° ছালী > থলী, হি° থৈলী > ছালা। প্রঃ—

তামলীর ভেসে গেল তামকের ছালা ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

উমানিয়া—স° উমান=মাণিয়া, তোল করিয়া।

আড়ি—স° আটক। আটক দ্বারা উমান করিয়া।

ভাড়া—স° ভাটক। প্রঃ—

তাহা যদি কাটা গেল কুৰাইল ভাড়া।—কাশীৰাম দাস।

গুঞ্জে—স° খন ধাতু।

গুঞ্জে—স° গগন।

### ১২০ পৃষ্ঠা

গুনে—? কুনকে, কুনিকা?

হার—মাণিবার পাত্র।

টাকা—স° টক, তক্ষা। ফা° তন্না।

সায়—স° সায়=শেষ; উর্দু সহি>সায়=সম্মতি, স্বীকার। প্রঃ—

বিবাহের দিন লোকে সাও দিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

নাদিয়া—স° লড ( উৎক্ষেপণ ), হি° Load, অস° ডি° ম° লাদ, ও° লদ ধাতু ভার  
চাপানো।

## কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয় ( ২২১—২২৪ পৃষ্ঠা )

### ২২১ পৃষ্ঠা

সুভগা শ্রী—কালকেতুর সৌভাগ্য উদয় ও শ্রী লাভের ব্যাপার সুভগা রাগিনী ও শ্রী রাগে  
গীত হইতেছে।

পাট—স° পট, পট=ছালা, থলে। প্রঃ—

আতব তথুল যব আসে পাটি পাটি।—কুন্তিবাসী রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড।

পাট পাট ভেসে গেল পোদ্দারের কড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

শতক—প্রায় এক শত।

যোগায়—স° যোগ—যুক্ত করা। যোগায়—যুক্ত করে, অর্থাৎ আনিয়া উপস্থিত করে,  
দ্যায়।

পাণ—স° পর্ণ>প্রা° পন্ন>পাণ।

৪

বিয়নী—স° ব্যজনী, বীজনী। মালদহ জেলায় পাথাকে বলে বান। প্রঃ—

গোসাঞি দিলেন তবে বিউনীর বায়।

জত ছিল ছার পাস উড়িয়াত জায় ॥—শুভপূরণ।

বিশ্বকর্মে পান দিল বেহলা নাচনী।

আম্বারে গড়িয়ে দিবে লক্ষের বিয়নি।—কেতকাদাসের মনসামঙ্গল।

বিচরে—স° বাজ, বীজ > বিচ ধাতু। বাজন করে, পাখার বাতাস করে। প্রঃ—

তালের বিগড় রাধাকে বিচি কাঙ্।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আন—স° অন্ত।

বসে—স° বিশ ধাতু—উপবেশন করে।

গুলিচা—? গালিচা।

দত—ফা° দওয়াত = মসীপাত্র। প্রঃ—

লয়া মসী দত কাএতের সূত

বীরের নগর লিপে।—বিজ্ঞ চরিতামের চণ্ডী।

দোয়াত খত কলম যোগাইল আনিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কায়স্থ—কায়স্থ শব্দের ব্যাপ্তি সধকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

মঙ্করীবাং সমুদ্ভূতস তদ্ব্যং কায়স্থ-সংজ্ঞকঃ।—ভবিষ্যপুরাণ।

ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যদ্ব্যং কায়স্থো জ্ঞাতির উচ্যতে ॥—পদ্মপুরাণ।

ক্ষত্র-শকেন কায়ঃ স্ত্র্যং টয়েতি স্থিতিবাচকঃ।

ততঃ ক্ষত্রিয়শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে ॥

অসিনা বক্ষণং বাজ্যং মন্তাদি স্থাপনায় চ।

উভৌ ক্ষত্রিয়ধন্যৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়া কিল।—বৃহৎব্রহ্মসংহিতা।

অথবা—কায়েন ভিত্তি যঃ সং কায়স্থঃ। চাতের অঙ্গুষ্ঠ বাতীত অপর চার অঙ্গুলির (তর্জুনী মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা) নাম কায়; কায় ধারা (কলম মুঠাটেরা ধরিয়া) যে জীবিকা নির্বাহ করে সে কায়স্থ। “কায়স্থোচক্ষরজীবকঃ”—হেমচন্দ্রের নানার্থ-সংগ্রহ অভিধান।

“কায়স্থ-জাতি সধকেন নানা কথাই পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে অন্য কএকটি এই :—‘রাজ-সভায় রাজা কর্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং প্রাজ্ঞ-বিবাকের কর-চিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রাক্রিত যে লেখা তাহাই রাজসাক্ষিক।’ ‘রাজাধিকরণে তরিয়ুকায়স্থকৃতং তদধাক্ষকবচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।’—বিষ্ণুস্মৃতি ৭২। ‘চাট, তদ্বব, দ্রবৃত্ত, মহাসাহসিক, বিশেষত কায়স্থদিগের চণ্ড চট্টে রাজা পীডামান প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন।’ ‘চাট-তদ্বব-দ্রবৃত্ত-মহাসাহসিকাদিভিঃ পীডামানাঃ প্রজা রক্ষ্যে কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥’—যাজ্ঞবল্ক্য ১১৩৩। ১১শ শতকে রচিত বিজ্ঞানেশ্বরের যাজ্ঞবল্ক্য-টীকায় লিখিত চট্টয়াছে, ‘গণক ও লেখকগণট কায়স্থ।’



তাহারা রাজবল্লভ, অতিশয় মায়াবী ও দুর্নিবার বলিয়া, তাহাদের কবল হইতে উৎপাদিত প্রজাবল্লভকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন।’ ‘কায়স্থ গণকা লেখকা’ তৈঃ পীড়মানাঃ বিশেষতো রক্ষ্যেং, তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিহ্বাচ্চ দুর্নিবাঃ ত্যং।’—মিতাক্ষর। অপরাধিত্য-কৃত যাজ্ঞবল্ক্যভাষ্যে কায়স্থগণকে করাদিকারী (Revenue Officer) বলা হইয়াছে। ‘কায়স্থাঃ করাদিকৃতঃ’।—অপরার্ক শ্লোণার দীপকলিকাতে ‘রাজবল্লভতা-প্রযুক্ত কায়স্থ প্রভাবশালী।’ ‘কায়সে রাজসম্বন্ধাং প্রভবিস্মৃতিঃ।’

পদ্মপুরাণ পাতাগ-থণ্ডে ‘পৃথিবীতে ব্যবহারোপযোগী অনেক ক্ষত্রিয় আছে অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহার অন্তর্গত’ এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

অশোক-অম্বুশাসনে ‘রাজকৃ’-গণ শাসন-ও রাজস্ব-বিভাগের শ্রেষ্ঠাধিকারী মৌর্যসম্রাট কর্তৃক ইহারা ‘ধর্মমহামাত্র’ পদেও প্রতিষ্ঠিত হইতেন। প্রসিঃ প্রকৃতধর্মবিদ ডাক্তার বুহ্লার (Dr. Bühler) ‘রাজকৃ’ শব্দে কায়স্থ বুঝিয়াছেন আবার কেহ কেহ যাজ্ঞবল্ক্যের ‘রাষ্ট্রাধিকৃত’ (১৩৮) এবং ‘রাজকৃ’ ও ‘রাজবল্লভ’ একই অর্থে প্রযুক্ত মনে করেন।

সাক্ষিবিগ্রহিক (Minister of War & Peace) পদ যে এক সময়ে কেবল কায়স্থ দ্বারা পূর্ণ হইত তাহা ‘সাক্ষিবিগ্রহলেখক’ (অপরার্ক ৩৮৬, বীরমিত্রোদয় ও কেশববৈজয়ন্তী অ° ৬), ‘সাক্ষিবিগ্রহকায়স্থ’ (কথাসরিংসাগর ৪২১১) প্রভৃতি পারিভাষিক সংজ্ঞাতে স্ম্যাক্ত।

রাজতরঙ্গিণীতে লেখক ও গণকেরা ‘দিবির’ নামে পরিচিত (৮১৩১)। কান্দীয়-কবি ক্ষেমেন্দ্র-কৃত লোক-প্রকাশে আয়বায়-লেখকের পারিভাষিক আখ্যা ‘দিবির’ (৩য় প্র°); এবং তাহারা কায়স্থ।

তাম্রশাসনাদিতে ‘সাক্ষিবিগ্রহাধিকরণাধিকৃত দিবিরপতি’, ‘জ্যেষ্ঠকায়স্থমহা-মহত্তর দশগামিকাদিবিষয়ব্যবহারিক’, ‘জ্যেষ্ঠ কায়স্থ.....প্রমুখমধিকরণ’, ‘মহাকায়স্থ’ এই প্রকার উল্লেখ বিরল নহে।

কায়স্থের মধ্যে ‘রাজধানী’ (রাজধানীয়), ‘রাজকৃ’ (রাজকৃ) প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ আছে। এবং রাজে, রায়, চৌধুরী, রায় চৌধুরী, পাত্র, মহাপাত্র, মুন্সী, চাকি, শিকদার প্রভৃতি পদবী যাহা এখন বংশগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই।

ঋণ-কর্ম-ভেদ যদি জাতি-বিভাগের মূলধিকারণ হয় তাহা হইলে এখন নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, এখনকার কায়স্থ-নামধারী অক্ষরোপজীবীগণের পূর্বপুরুষেরা সামান্য লেখকের কর্ম হইতে রাজপ্রতিনিধিত্ব পর্যন্ত করিয়াছেন।

২২৫ বৎসরের উপর কান্দীর-রাজ্য কারস্থ রাজগণের শাসন-কর্তৃত্বে ছিল। আবুলফজল বলেন, হুবে বাঙ্গালার ভূস্বামী প্রায় সকলেই কারস্থ ছিলেন। মুসলমান আগমনের বহু পূর্বে হইতে এই প্রদেশ বিভিন্ন কারস্থরাজবংশের শাসনাধীনে ছিল।

কারস্থের বিজ্ঞা-চর্চা লোক-প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের ‘মহাসিদ্ধাচার্য্য’, ‘উপাধ্যায়’, ‘মহামহোপাধ্যায়’ প্রভৃতি উপাধিও ছিল।—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যম্বরত মহাশয়ের লিখিত গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর টীকা।

রাউত—স° রাজপুত্র > রাজপুত. -রাউত।

মাহত—স° মহামাত্র = হস্তীচালক। প্রঃ—

মাহত মাহত সাজাইল হাতী ঘোড়া।—কৃত্তিবাস।

আগে চড়ে হস্তীর মাহত পিছে চড়ে রাজা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মাল—স° মল।

ঢাল—(স°) চন্দ্রাবরণী।

## ২২২ পৃষ্ঠা

সাজকুড়া—স° সজ্জাকুট (সজ্জাসমূহ), সজ্জা + কুকুল (বস্ত্র)। সাজোয়া, বস্ত্র। প্রঃ—  
সাজোয়া গায় মজা পায় ভালে অর্দ্ধচন্দ্র।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পাটের পড়া—স° পটু = পাট (বেশম); পট (বস্ত্র) > পড়া। পটুবস্ত্র। তে° তা° পটু  
= বেশমী কাপড়; কান্দীরী পটু = পশমী কাপড়।

কুড়া—স° কাণ্ড, কূল (তৃপ), কুট (রাশি) > কুড়া। দোলের দণ্ড বা কাণ্ডটি চন্দন-  
কাঠের, অথবা দোলাখানি যেন চন্দনকাঠের রাশি। প্রঃ—

তালর কাঁড়ি লাগে শুয়ার বাখারি ছিটনি তথির উপর।—শূরপুরাণ।

মুক্তা-ছড়া—স° মুক্তাছটা। মুক্তা-পরম্পরায় গণিত মালা বা হার।

টান্জন—স° টঙ্কণ = দুড়; পরে অর্থ পার্শ্বত্যা দৃঢ়দেহ ঘোড়া। প্রঃ—

তাজী বাজী টান্জন করে ভর।—ঘনরাম।

বাছিয়া—স° বাছ ধাতু বা নির্বাচন > বা° ও° হি° বাছ। স° বিচ ধাতু পৃথক্করণ।

বখণ্ড—স° অখণ্ড।

ঘনশার—ঘ ঘনানে ঘ হইবে—পাঠের ভুল। স° ঘনসার = চন্দন।

সাপুড়া—(১) স° সম্পটু > সাপুড়া। (২) সাপ রাখিবার পেড়ী। (৩) সর্পাকৃতি

পেড়ী—আগেকার পেড়ী হইত গোল ও মাথার টোপরাকৃতি ডালা থাকিত; ডালা

খুলিলে সাপের ফণা ধরার মতন দেখাইত। জরানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সাপুড়া।

ধিপ—হাতী। কিন্তু এখানে হাতী অর্থ স্রষ্ট্রযুক্ত নয়; দীপ বোধ হয়।

বাটা—স° পাত্ৰী> বাটা ।—মোলবী শহিহুল্লাহ্ । স° বাট (=বেষ্টিত স্থান)> বাটা  
 বাটা ।—রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় । ম° বাটা, হি° বটরী । প্রঃ—  
 খুরি বাটি পুরিয়া জে টাকা কৈলাঙ সার ।—ধর্মপূজাবিধান ।

## ২২৩ পৃষ্ঠা

ব্রহ্ম—স° বর্ষ ।

মহৌষ ঢাল—মহিষ-চর্ম-নির্মিত ঢাল ।

তাড়িপত্র—স° তালপত্র—তালপাতার মতন লঘু নমনীয় (তরবারি) ।

মুঠি—স° মুষ্টি=বাট । প্রঃ—

সেতাই পণ্ডিত হৈল উপনীত  
 দিড় করি নিল মুঠি ।—শূত্ৰপুৰাণ ।

পুরট—(স°) স্বর্ণ ।

তবক—তু° তুপক, তোপক—তোপ, বন্দুক ।

বিলক—? বন্দুক ।

টান্ধি—স° টঙ্গ, টঙ্কিকা> হি° টাঙ্গী, কোল টাঙ্গির । পরন্তু, কুঠাঁরাকৃতি অস্ত্র । প্রঃ—  
 আদমদিটি টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

ভিন্দিপাল—নালিকাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র । বায়ীকি-রামায়ণে (যুদ্ধকাণ্ড ৯৬ সর্গ ২৬ শ্লোকে)  
 এই অস্ত্রের উল্লেখ আছে ।

সান্ধি—স° শঙ্খ=বজ্রম, বর্ষা ।

ভুগু—কামানের অস্ত্র নাম ভুগুণী, ভুগুণী, ভুগুণী, ভুগুণী, ভুগুণী । ভূমির গুণের  
 স্থায় আকার যাহার তাহা ভুগুণী ।

“ততঃ পরিষ-নিজ্জিংগৈঃ প্রাস-শূল-পরম্বধৈঃ ।

শক্কাষ্টভিত্তুগুণীভিশ্চৈবাজৈঃ শরৈরপি ॥”

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ১০ম অধ্যায়, ১১ ।

“চক্রাণি কুণপান প্রাসান ভুগুণীঃ পট্টশানপি ।”

—মৎস্তপুরাণ, ১৫০ অধ্যায়, ৭৩ ।

ভুগুণীঃ ভৈরবাকারাঃ গৃহীত্বা শৈলগোরবাম্ ।

রক্ষিণে মুকুটস্থাপ নিশ্চিপেষ নিপীচরান্ ॥

—মঃ পুঃ, ১৫০ অধ্যায়, ১০৬ ।

এই-সকল স্থানে “ভুগুণী” শব্দ ছোট কামান ও বন্দুক উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত  
 হইয়াছে ।

শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় লিখিত “প্রাচীন ভারতে অগ্নিহোত্র” গ্রন্থ, মানসী ও মর্দবাবী আশ্বিন ১৩২৮, চৈত্রব্যা।

ডাবুশ—সিঁ দব্বী > ডাব (হাতা)। ডাবুশ কায় অস্ত্র। প্রঃ—

‘সেল ডকবুস হাতে হরজ কোটাল।—শক্তপূরণ

হিরামুষ্টি—চীরকথচিত মুষ্টি বা বাট দায়।

যমধর—যে অস্ত্র এমন ভীষণ যেন যম স্বয়ং তাতে বন্দী বা অধিষ্ঠিত আছেন, স্পষ্ট মাজ মূর্ত্য।

পট্টিস—পরশু: পট্টিশো নাম স এ৭ চ পরশধঃ।—অমরকোষের টীকার ভবত। প্রঃ—

কেচ মায়ে শেল টাকী ডাবুশ পট্টিস সাকী

পরশধ কুঠার তোমব।—শিবায়ন।

খেটক—ফলক।—হেমচন্দ্র।

কামান—ফাঁ কমান = ধমুক, ই’ Cannon = তোপ। তুঃ—

কামান সদৃশ শোভে ক্রিষ্ণ যুগল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

করভ—হস্তীশাবক, উষ্ট্র, অশ্বতর।

খাসী—আঁ খস্মী, তিঁ খস্মী।

লেপ—ফাঁ লিহাফ (= তৃণভরা আচ্ছাদন), তিঁ লেহাফ; সিঁ লিপ (আবরণ), তিঁ

লেপেটনা—আবৃত করা; ওঁ লেপ-অ, মিঁ লেপড়ী। প্রঃ—

লেপ তুলি শয্যায় হাতাড়ে থুঁজে কোল।—ঘনরাম।

পাটি—সিঁ পট্ট, পট্টী।—

পট্ট পেয়ণ-পাষণে ব্রহ্মদীনাঞ্চ বন্ধনে।

চতুপথে তু রাজাদি শাসনাস্বর-পাঠয়োঃ।—মেদিনী।

পটী, পাটী = সরু সরু ফালি। সরু সরু ফালি জুড়িয়া বুনিয়া দে শল্লশয্যা প্রস্তুত হয় তাহাও পাটী।

পালক—সিঁ পর্গাক > প্রাঁ পলক > সিঁ পালক, তিঁ মিঁ পলগু।

মুসরি—সিঁ মশহরা, মশ + অরি = মশারি। কবিকঙ্কণের পূর্বে বাংলার কবিদিগের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণিবাস মশারির উল্লেখ করিয়াছেন—

স্বর্ণখাটে নেত-তুলি উপরে মশারি।—উত্তরাকাণ্ড।

দশশত মশকাংশেব বর্ষাকালে নিবাসয়েৎ।

মশারিকাভিঃ প্রাবৃত্তা মক্ষশারিনম অচ্যুতম॥

—পদ্মপূরণ. ক্রিয়াযোগসাধ, ১২৫৩।

শাটী—স° শাটী=পরিধেয়; পূর্বে পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই পরিধেয় বুঝাইত, পরে কেবল  
স্ত্রী-পরিধেয়। তুঃ—

পরিধেয় লোহিত সাড়ী বুকে আচ্ছাদিত দাড়ী।

—কবিকঙ্কণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ ২৫৭।২ কলম।

পরিধা লোহিত ধূতি বাম দিকে শিবদূতী।—২৫৭।১ কলম।

দিশ পাস—দিক ও পার্শ্ব, ঠিকঠিকানা, সীমা।

মুগ—স° মুদগ।

বরষাটী—স° বর্ষাটী।

মূল্যায়—মূল্য স্থির করিয়া।

গোলা—স° গোলা=দুর্গ। স° গোল=বর্ত্তলাকার; বর্ত্তলাকার শস্তভাণ্ডার। আ°

গল্ল=শস্য; শস্তাধার—গোলা।

উমানিঞা—স° উন্মান। মাপ করিয়া; ঘটতে মাপিয়া।

তসর—স° ত্রসর।

জাদ—আ° জাদবল=টানা রেখা; তাহা হইতে চুলবাধা দড়ি, ফিতা; জাদের এক মুখে

সূতা বা রেশমের থোপনা ঝাঁপা থাকে, তাহা লম্বিত বেণীর নীচে ঝুলে। প্রঃ—

রঙ্গিম জাদ বিখারল পীঠ।—গোবিন্দদাস।

বেণিয়ে বাফল বেনন জাদ।—জ্ঞানদাস।

কুটিল কবরী বেড়ি কুমুমক জাদ।—জ্ঞানদাস।

লৈক তঙ্কার জাদ দিশা চুল বান্ধিবার।

লৈক তঙ্কার থোপা তোলে পিঠের উপর।—ময়নামতীর গান।

কেইয়া পাতা—কেতকীপত্র > কেয়াপাতা। কেয়াপাতার আকার কণ্ঠভূষণ। প্রঃ—

কেয়াপাতা গলায় গরব করে অতি।—ঘনরাম।

পদকল্পতরুতেও এই অলঙ্কারের উল্লেখ আছে।

মুকুতার বেড়ি—কেয়াপাতায় মুকুতার বেটন; অথবা, মুকুতাগ্রথিত বেটন বলায়।

পালা—পাইলা?

তথু—আ° তথু=বস্ত্রগৃহ। প্রঃ—

তীর তাম্বু বাণ কাতে এড়িসু ঝাকে ঝাকে।—ময়নামতীর গান।

সায়বাণী দোলা—যে দোলা সাহেবান-যোগ্য। আ° সাহাব, সাহিব শব্দের বহুবচনে

সাহেবান; সাহেবানু সঞ্চকীয় সাহেবানী > সায়বানী; অথবা সাহেব শব্দের বাংলা

স্ত্রীলিঙ্গ রূপ সাহেবানী—মহিলা-যোগ্য দোলা। তুঃ—

যদি ভিক্ষা দেয় তবে সাইবানী সকল।—মাণিকচন্দ্র রাঙ্গার গান

স্বর্ণমুতি—স্বর্ণময়।

## গুজরাটে ঠাকুরাণীর দেউল নির্মাণ

( ২২৪—২২৭ পৃষ্ঠা )

২২৪ পৃষ্ঠা

ঠাকুরাণী—অপ্রাচীন সং ঠাকুরাণী। হি° ঠাকুরাণী=নাপিতানী। ও° ঠাকুরাণী=জীদেবতা।

পর্যায়—পদচারণা করিয়া যে ছন্দ আবৃত্তি করা হয়।

বিশ্বকর্মে আদেশীলা—মধ্যযুগের দেবদেবীর ডান-হাত বাঁ হাত ছিল বিশ্বকর্মা ও হনুমান।  
বেক্রম্ভা—স° ভরণীয় > বেকরণীয়া। বাঁকুড়া জেলায় বেকরণ = মজুর, মজুরী। তুঃ ভৃত্য  
= যারা ভূতি ভোগ করে। প্রঃ—

প্রকারে পাণিল পেট করিয়ে বেকরণ।—ঘনরাম।

মিছে থাকি গিরির বেটা ভেরন খাটিয়া মরে।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

তোলায়ে—স° তুল ধাতু উত্তোলন।

কোস—স° ক্রোশ।

আড়ে—স° আয়ত = প্রস্থ। হি° আর, ওয়ার = নদীর এপাড় ; ওয়ার পার (= এপার  
হইতে ওপার) সংক্ষেপে আড় ( ? )।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। প্রঃ—

বৈতরণী আড়ে দীবে উবু সোল কোস।—শূর্যপূরণ।

বেঙু—স° ব্যাম = দুই হাত ছড়াইয়া দিলে এক হাতের মাঝের আঙুলের ডগা হইতে  
অপর হাতের মাঝের আঙুলের ডগা পর্যন্ত পরিমাপ, সাড়ে তিন হাত।

দিগে—স° দৈর্ঘ্যে।

২২৫ পৃষ্ঠা

গাড়ী—স° ঘটা > গাড়ু, গাড়ী। স° গড়ুক, গড্ডুক, গড্ড, গডু = কুঁজ > কুঁজো ( কুঁজ,  
কুঁজদেহ জলাধার )। ও° গড়ু, হি° গড়ুয়া, গড়িয়া (মাটির হাঁকা, মুখনল-সুঁক,  
গাড়ুর আকার), ম° গিড়ি।

শিয়নী—স° সেচনী

হনুমানের পরাক্রম সন্ধকে লোকের মনে রামায়ণের কাহিনী শুনিয়া এমন অদ্ভুত  
ধারণা হইয়াছে যে তার সন্ধকে কিছুই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। তাই  
কবিকঙ্কণ হনুমানের জন্ত বিশ্বকর্মা কে দিয়া কোদাল গড়াইয়া দিলেন বার চণ্ডাই  
৩৫ হাত ও লম্বা তার যিগুন ৭০ হাত, এবং হনুমান জল সেচন করিতেছে অঞ্জলি

করিয়া, ঘটি প্রভৃতি সেচনীর আবশ্যকই হইতেছে না। এই বর্ণনা শূভপুরাণ বর্ণনার অনুরূপ।

চোলা—স° চির—বিদারণ করা। জালানি কাঠের চাউড়, মাটির চাউড়।

পাট—স° পটু—স্তর, থাক। মাটির দেয়াল একদিন খানিকটা গাথিয়া শুকাইব জন্ত অপেক্ষা করা হয়; সেই গাথা অংশ শুকাইয়া শক্ত হইলে তার উপর আর কাঁদা গাথা হয়। এইরূপ এক এক থাককে এক এক পাট বলে। প্রঃ—

মোউরর ছাইল ভাণ্ডার ঘর।

বেবাল পাটর লাগে পাটে।—শূভপুরাণ।

বায়াটী—স° বাহ + টি ( তেলেণ্ড প্রত্যয় )—বাহটী > বাউটী = বাহ সম্বন্ধীয়, বা ( হাতের বলয় নিলে ) আঙ্গুর বাহটী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন )। বলয়াকৃতি। বায়াটী পাথর—বলয়াকৃতি পাথর, যাহা দরজার মাথার খিলানের পরিবর্তে পূর্বে বসানো হইত। প্রঃ—

চিরিআ বাঅতি পার্থ পাসান চিরিআ।—শূভপুরাণ।

ধনকাট—স° ধারণ-কাঠ; স° ধরণ = সেতু। ফা° সরদল > হি° সরদল—দরজা মাথার উপরের দেয়াল ধারণের জন্ত সেতুর আকৃতি কাঠ।

দাত্যা—স° দস্ত। দস্তাকৃতি পাথর, keystone; খিলানের গাথুনি জোর ঠে রাখিবার জন্য মধ্যস্থানে প্রোথিত দস্তাকৃতি ইট বা পাথর দাত্যা। অথবা, স° নাগদস্ত = দ্বারের দুইপাশে দেয়ালে প্রোথিতমূল দণ্ড।

মুগানী—মুগ দেশে যে কাঠ থাকে, কপালী, সরদল।

হালা—২° আঁটি বা তাড়া বা তড়া পা খেড়ে এক হালা বা হালি। চারি হালা = ৮ আঁটি। প্রঃ—

ভীম খেতৌ শান দাইলেন আড়াই হালি।—শূভপুরাণ।

খড়—স° খড় > প্রা° খড় ( হেমচন্দ্র—দেবীনাথমালা )। স° খেট > খেড়। প্রঃ—

স্নান খেড় মন্দির হটল তখন স্নান হৈল কপাট।—শূভপুরাণ।

ছায়—ছদ খাতু। আচ্ছাদন দেয়।

চতুশালা—

৪

চতুঃশালাং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপান্ নামতস্তথা।

চতুঃশালাং স্বরূপারৈর অনিষ্টৈঃ সৰ্বভৌমখ্যম্ ॥

নামা তং সৰ্বভৌমভূতং শুভং দেব-নৃপালয়ে ॥—বাস্কলকণ।

আজিনা—সঁ অন্নন। প্রঃ—

একে হাম পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী  
ঘর চইতে আজিনা বিদেশ।—চণ্ডীদাস।

পিণ্ডীকা—সঁ পিণ্ডিকা=বেদী, পিঁড়া, দাগুয়া।

পাটশাল—সঁ পাঠশাল, বা শিলাপটু।

মহাল—অঁ মহল। অট্টালিকার অংশ। প্রঃ—

এক পত বাণী আছে মহলের ভিতর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান

অতিরিক্ত পাঠ ২২৫—২২৯ পৃষ্ঠা

২২৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

থরে পরে—স্তরে স্তরে।

পাতি পাতি—পংক্তিতে পংক্তিতে, সারি সারি।

দর্পণ লাগে—তুঃ—

আড়ার মাইজখানে দপ্পন শোভা কবে।—শূর্যপুৰাণ।

ত্রিসক—ত্রিশিখ=তিন-শিখা-বিশিষ্ট।

জগদি—? সিংহাসন।

পাড়—সঁ পাট, শ্রোত বোধের আলি।

নাছ—ফঁ চিঁ নাছড=সদর রাস্তা। সঁ রথ্যা>প্রাঁ বজা>সর্বাঁ টাঁ সঁ

লাছ>নাছ। বহির্দ্বার। প্রঃ—

নিমিষেকের কর ইন্দ্রে নাছের ভিখারী।

—কালীরামদাসের মহাভারত আদিশপক।

কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক।—ঘনরাম।

নাছে গিঁজা চাছে রাঠী নামের নন্দন।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

তোমার লাগিয়া চিস্ত বেয়াকুল

পুন পুন বাট নাছে।—চণ্ডীদাস।

এই প্রসঙ্গটি ৯১ পৃষ্ঠার “পুরীনিৰ্মাণ” প্রসঙ্গের পুনরুক্তি মাত্র।

২২৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

মঙ্গল রাগ—কালকেতুর মঙ্গল সূচনার মঙ্গল রাগে সেই প্রসঙ্গ গান হইতেছে।

মুহুরি—সঁ মধুরী [হুর্গাণ্বে বংলাবাদ্যঃ মধুরীক ন বাদয়েৎ।—যোগিনীতন্ত্র।]>

মহুরী, মুহুরী। প্রঃ—



হাথে মোহারী বাণী গেঁআল গোঠ রাখসি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পড়া—স° পটহ।

ডঙ্ক—ফা° হি° ডক। আনন্দের বাদ্যযন্ত্র।

বেণী—বেণ বা বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

সমৃদ্ধ-রথ-হস্তাখং বেণী-বীণামুনা দিতম্।

শুভে পাণ্ডবং সৈন্তং তং তদা ভরতর্ষভ ॥

—মহাভারত ১৫।৬৩০। Asiatic Society সংস্করণ। কিন্তু St. Petersburg Dictionary বলেন যে বেণু শব্দের স্থানে ভ্রান্ত পাঠ বেণী করা হইয়াছে। মহাভারতের বহু সংস্করণে বেণু পাঠই আছে।

তবুরে গীত গায় নারদে পুরে বিনি।

সুবিশেষ করিয়া নাচে ইন্দ্রের নাচনি ॥

—অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ আদ্যাকাণ্ড ৫৩ পৃষ্ঠা।

তবুরে গীত গায় নারদে পুরে বেণী।

সুবিশেষ করিয়া নাচে ইন্দ্রের নাচনী ॥

—অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ আদ্যাকাণ্ড ৬৪ পৃষ্ঠা।

এখানে বেণী যে বীণা তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

অথবা বেণী=ডই, জোড়া জোড়া। স° বি° প্রা° বেণি, বিণি (হেমচন্দ্র

৮।৩।২০; শুভচন্দ্র ২।৩।৩১; ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা ২।৩।৩০, ৩১)।

ঝাঝা—স° বারী=ঘট।

ফুল ঝাঝা—প্রফুল্ল যাঁহা তাহা ফুল; ফুলের ধারা=ফুলঝাঝা; ফুলের ঝালর। প্রঃ—

তালে সে চন্দন-চাঁদ রমণী-মোহন ফাঁদ

তছু পরি মুকুতার ঝাঝা।—অনন্তদাস।

দিলেন সিদ্ধ মন্ত্র—মন্ত্রদান তান্ত্রিক পদ্ধতি—বৌদ্ধ প্রভাবের ফল।

কবির সময়ে দেশে অটালিকার প্রাচুর্য্য না থাকাতে রাজার বাড়ী বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিলেও হইল মাটির ধৌল ও খড়ের চাল।

এইরূপ গৃহনির্মাণের বিবরণ শূন্তপুরাণে, দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে (১৬ শতক) চাঁদ সদাগরের গুয়াবাড়ী নির্মাণে (বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ২১২ পৃষ্ঠা) প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

## কালকেতুর নিকট বেরুনিয়াগণের আগমন

(২২৮—২২৯ পৃষ্ঠা)

২২৮ পৃষ্ঠা

কাঠ-দা—স° কাঠ (প্রা° কাট্ট > বা° কাঠ, তাহা কাটিকার) দাত্ৰ (প্রা° দাত, দাত্ৰ > বা° দাত, দা)।

বাসী-বৈদিক স° বাসী, বাণী; পা° বাণী, ছাতকে বাসিয়া। ও° বাসি। হি° বাসলা। কুঠার।  
টাণ্ডি—স° টঙ্গ, টঙ্কি; হি° টাঙ্গী; কোল টাঙ্গির।

বান্দা—স° বাণ (শব্দ); স° বান, বাণি=তাঁত বোনা। হা° বান্দা=পতাকা; ম°  
বাণা=পরিচ্ছদ।

পঞ্চ শত জনে অধিকারী—পাঁচ শত মজুরের সর্দার।

সারী সারী—সারি সারি। স° শ্রেণী > সারি।

মিঞা—(ফা°) মহাশয়, মাঝ ব্যক্তি।

২২৯ পৃষ্ঠা

কুটি-বৃত্ত মুছলমান—মুসলমানেরা আগে পশ্চিম দেশের লোক ছিল, কুটি ছিল তাদের  
খাদ্য। মুছলমান—ফা° মুসলমান। কুটি—স° বোটি (ভাবপ্রকাশ নামক  
বৈদ্যকগৃহে, ১৬ শতাব্দী), ফরাশী roti, হি° রোটি।

পির—ফা° পীর=পুণ্যাত্মা, বৃদ্ধ।

পেখতান—? পেগতর ? = আ° পয়গতর—পয়গাম (পবন) যিনি বচন করিয়া আনেন;  
পরমেশ্বরের দূত।

পাতিয়া—স্থাপন করিয়া।

বাজার—ফা°।

দক্ষিণ আসা—দক্ষিণ দিক। স° আশা=দিক।

জন—মজুর।

আগুয়ান—স° অগ্রবান্ (=অগ্রসর) > হি° আগওয়ান। স° অগ্রথান > আগুয়ান।

বাগা—স° ব্যাঘ্র > প্রা° বগ্ধ > বাগ, বাঘ। বাগা, বালা অনাদরে, তাক্কিল্যে।

করিয়া কারণ—কারণ পাইয়া, ক্রোধ করিবার চেষ্টা পাইয়া।

পলায়—স° পরা-অয়ন = পলায়ন; বাংলার আসল ধাতু অয়ন লোপ পাইয়া উপসর্গ

পরা অবশেষে পলা ধাতু হইয়াছে।

রড়ে—স° ✓রণ গতিতে। পলায়ন-বেগ।

ব্রাহ্মণ রাজার—ব্রাহ্মণভূমির ব্রাহ্মণ রাজা, রঘুনাথ রায়।

## গুজরাট আবাদ (২২৯—২৩০ পৃষ্ঠা)

২৩০ পৃষ্ঠা

ঝাটা—স° ঝাট=কুদ্র বৃক্ষ; কুদ্র বৃক্ষের আকারের সম্মার্জনী। স° ঝাট=মার্জন

—ঝাটো নিকুঞ্জে কাষ্ঠ্যারে ব্রণাদীনাম্‌শ্চ মার্জনে।—মেদিনী।

গোঁপ—স° গুপ্ত। প্রঃ—

গঞ্জিয়া গোপের স্তত গোঁপে দেয় তার।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাঘ মাল্ল যেন মূলা—মাঘ মাসে মূলা সবচেয়ে বড় হয়, মোটা হয়। তুঃ—

মাণিকগাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে বাঘের বর্ণনা—

দিনে দিনে বাড়ে বাঘ বিপরীত দেখি।

পুড়া পারা মস্তক তার পাবক পারা আঁখি॥

দীর্ঘ সারি দন্তগুলি মূলা যেন মোটা।

কিবা ভাল কলারুতি লোটা কাণ ছটা॥

জিব—স° জিহ্বা > প্রা° জিহ্বা।

থাঙা—(স°) থড়। প্রঃ—

বাম হাতে থর্পর দক্ষিণ হাতে থাঙা।—কুন্তিবাস।

ধায়ে ত—স্ত পাদপূর্ণণে।

আচড়ার—আ+চু ধাতু। স্রবৎ বিদারণ করে।

দেউটা—স° দৌণ্ডি। কুন্তিবাসে—জলন্ত দৌণ্ডি। মশাল।

আখি—স° অক্ষি > প্রা° অক্খি।

লাঙ্গুড়—স° লাঙ্গুল।

কুন্তকার লঙ্গুড়ে যেন ঘুরায় চাক।—মাণিক গাঙ্গুলি।

প্রভুর সমনে আছে পবন-নন্দন।

লেঙ্গু উত্তলিয়া কর প্রভু দরসন॥—ধর্ম্মপূজাবিধান।

পথে কাপড় ফেল্যা বল বিরের লেঙ্গুড়।—ঐ

লেঙ্গুর বারাল বীর পকাশ যোজন।—কবিচন্দ্রের রামায়ণ।

কুমার—স° কুন্তকার > প্রা° কুন্তকার, কুন্ডার > হি° ম° ও° কুন্ডার, বা° কুমার।

## ব্যাঙ্গ সহ কালকেতুর যুদ্ধ ( ২৩১—২৩২ পৃষ্ঠা )

২৩১ পৃষ্ঠা

ভামু তুমি হে প্রমাণ—কালকেতু য্যাকে সাক্ষী করিল যে সে অকারণে বাঘকে মারিতেছে না ; বাঘ অস্ত্রায় করিয়াছে বলিয়া শাস্তি দিতে বাধা হইতেছে। কালকেতু চণ্ডীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে সে পশুদের আর কিছু বলিবে না, অথচ এখন পশুদের বিপক্ষতাচরণ করিতে হইতেছে ; তাই পর্যায়ে সে সাফাই-সাক্ষী মাত্র করিল।

মুটকি—স° মুটিক > মুটিক > মুটকি, মুকটি। অস° মুকুতি = মুখে মৃগায়াবাত।

নিকলয়ে—স° নিকালন, নির্গলন > তি° নিকলনা = বাহির হওয়া।

শারিয়া—সম্বরণ করিয়া, সামলাইয়া।

চাপড়—স° চপেট, চপট, চাপট > প্রা° চাবড়।

২৩১ পৃষ্ঠার ফুটনোট

তবকের—তু° তুপক = তোপ, কামান।

খুলি—কপাল > খপর > খুলি ;—বিজয়-বাবু। স° খোলক > খুলি = মস্তকের করোটি।

২৩২ পৃষ্ঠা

চোটে—স° চুট ধাতু ছেদনে। ছেদনের গুণ আবাত।—

তরসিয়ে তরবারে মুঠে ধবে এঁটে।

এক চোটে চারিজন ফেলিলেক কেটে :—মাণিক গাদুলি।

## গুজরাটে বন কর্তন ( ২৩২—২৩৭ পৃষ্ঠা )

২৩২ পৃষ্ঠা

খাপড়া—স° খগগর, খড়গট। নল জাতীয় গাছ

ইকড়ি—স° ইকুদর্ভা ; কেহ কেহ বলেন ইকালিকা—লতানিগা দাস ; কুশ বেনা জাতীয় খড়ের গাছ—মালদহ ছেলায় নাম নিকড়, নিকড়ি। ইকড় = শক্ত, নিরোঁট  
স° ইকট, ইংকট = উৎকট, অসম, এবড়ো-খেবড়ো।

টাক্স—? আধুনিক নাম শেঙ্গ, পর তুলা গাছ (saccharum procerum) ; ইহার ডাঁটার চীক হয়।

পাতাসিজ—মনসা-গাছ। ও° পতিরয়া সিজু। প্রঃ—

সিজ-আঠা দিয়া সহৈ শক্ত করে মেড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

গুড়কাউলী—গুড়-কোঙালি, গুড়কাউলী, গুড়-কামাই। স° কাকাদনী > কাকমাটা।

বাকস—স° বাসক। ও° বাসঙ্গ।

বেতশ—স° বেতস > অপ্রাচীন স° বেত্র > প্রা° বেত > ও° হি° ম° বা° বেত ; ফা° বেদ

যোগেশ-বারু বলেন—বেতস ও বেত এক নহে, বেতস রাঢ়ে অজ্ঞাত।

ইহা কবিকঙ্কণের শোনা নাম।

পানিসিউলী—স° কালাহুসারিকা। ও° পাণিসিউলী। জলজ শাক বিশেষ, পাতা

কুমুদপাতাব মতন। অথবা এর গুদি বর্গের বন্য কৃপ।

সাজ্যাতা—?

পাজ্যাতা—?

সর্ষজইয়া—স° সর্ষজয়া। হারিদ্ভাদি বর্গের গাছ।

নোয়াড়ি—স° লবণী। ফল আমলকীর আকার, অন্ন। দক্ষিণ রাঢ়ে নাম শিল-  
আমড়া। ও° নরকোত্তি।

শেয়াড়ি—সেওড়া? বৈচী ছাত্তীয় বৃক্ষ। *Falcourtia Romontchi*.

শিয়াড়ী—ফুল অরণ্য লতা; এই গাছের নামে শিয়ার-সোল গ্রামের নাম।

—যোগেশ-বারু।

বরুণা—স° বরুণ > বা° বরণা; তি° বাবনা, বারবনা; ও° বরুণ।

শাঞি—স° শমী। বাবলা সদৃশ গাছ, পাতা ঝালরের মতন চেরা চেরা।

বেউড় বাশ--বেটেন বাশ, যাহা দিয়া তুর্গ বেটেন করা হইত।

ধাতকী—বা° ধাই গাছ।

বামন আটি—স° ব্রাহ্মণযষ্টিকা > বা° বামনহাটি, ও° বামনকাটি। সর্বা° টা° স°  
বাভণি আঠা।

## ২৩৩ পৃষ্ঠা

শিবাকুল—স° শৃগালকোলিকা। চৈতন্তচরিতামৃত্তে সেরাকুল। শেরাকুল, শেঁকুল,  
প্রভৃতি উচ্চারণও শুনা যায়। ছোট ছোট কুলের মতন ফল হয়।

ডামাকুল—? স° দমোৎপল > বা° দানকোণী নামে এক রকম বর্ষায় বজ্রশাক আছে,  
তাঁহা? অথবা বড় কুল, যে কুল আমাদের খায়; বাঁকুড়ায় এই নাম চলিত।

সিগারে বেত—? কোনো বিশেষ শ্রেণীর বেত। শৃঙ্গারে বেত, যে বেতের শৃঙ্গতুল্য  
বাকী কাটা হয়।

কোদাল কুড়িয়া—কোদালে খুঁড়িয়া—কোদাল দ্বারা খনন করিয়া; অথবা, কোদাল কুড়ুলে। কোদালে-কুড়ুলে নামে এক রকম শাক আছে।

কুলিতা—?

চালিতা—সঁচারিতা।

মারটি—? সোমরাজি-আদি বর্গের এক প্রকার শাকের নাম মারটি।

দেবধান—সঁ দেবধান > বাঁ দেধান; আখ গাছের মতন গাছ; জোয়ার বজরা জাতীয় শত।

গড়গড়—সঁ গবেধুকা > ওঁ গবগড়, বাঁ গড়গড়া। শাখ সদৃশ গাছ, ফল গোল মটরের মতন।

ময়কাঁটা—সঁ মদন > ময়নাকাঁটা।

শালপাণি—সঁ শালপাণী—শিম জাতীয় গাছ, পাতা শাল-পাতার মতন বলিয়া নাম।

চাকুলা—সঁ চক্কুলা। শিখাদি বর্গের লতানিয়া ঝোপ গাছ।

তপন—সঁ তপন=আকন্দ গাছ।

জটা—সঁ জটামংসী। মূলবৎ কন্দ, কন্দে জটাকাব শিকড় থাকে। তৈল স্থগিক করিতে তেলের মসলায় সঙ্গে থাকে।

বেউচ—সঁ বিককত > সঁবাঁ টা স বচেকো > বৈউচ, বৈউচ, বৈঁচ, বৈঁচি। পাকা ফল কুম্ভবর্ণ অন্নমধুর।

বাড়া—শেওড়া?

আতাভী—সঁ আতুপা > ওঁ আত, চিঁ বাঁ আতা। ফাঁ আতা। অণুরূপিত যে আতা তাহা আতাভী=নোনা আতা। বাঁকুড়ায় বলে আঁটাড়া।

পুতীতি—? সঁ পুতিক=পুঁটশাক, পুতিকরজ।

বিছাতি—সঁ বৃচ্চিকালো > ওঁ বিছুআতি; চিঁ বিছাতা; বাঁ বিছাটা, বিছাতি। বিছাৰ মতন যে গাছের শুঁয়াব ধংশন।

বিনশন—?

উডধর—সঁ উডুধর > বাঁ ডুমুর, ওঁ ডিমিরি।

পিড়িরা—সঁ পিগুর=পিটলী গাছ। চিঁ পিগুরা। বাঁকুড়ায় একরকম খাদ্য ফলের গাছের নাম পিটিরা।

বনবাগান—সঁ বনবাতিনন; বন্য বার্তাকু। রামবেগুন—*solanum ferox*.

পড়াসী—? বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে খ্যাত আরণ্য বৃক্ষবিশেষ।

প্রানশি—?

ভুরগী—সঁ ভুরগী=চাতীশুঁড়া গাছ।

চাকলা—স° চক্রমর্দ<চাকলা, চাকুলে। কাশনার মতন গাছ। ও° চাকুণ্ডা।

কাসলা—স° কাশমর্দ, হি° কসোনী, ও° চাকুণ্ডা। কাঞ্চনাদি বর্ণের ছোট বর্ষায় বজ্র  
কুপ। প্রঃ—

কালা কাসনার ইন্দীবর ফুল লইল তুলি।—শুভপুরাণ।

নিসন্দা—স° সিদ্ধক, সিন্দবার। ও° বেগুনিয়া, হি° নিসোরী, রাঢ়ে ইকি। প্রঃ—

নিধ-নিসিন্দা-রস।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ভালা—স° ভন্নাতক>ও° ভালা, হি° ভিলওয়া, বা° ভেগা, ভালা। যে ফলের রস দিয়া  
ধোবারা কাপড়ে দাগ দায়।

গোরক চাউল্যা—স° গোরক্ষতুলা। পূর্বে গোরাক্ষান শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

গিলা—? ও° গিল। এর ফল দিয়া কাপড় কাঁচানো হয়। লতা গাছ।

কাসী মালা—স° কূট-শাল্লি, কা-শাল্লি>কাশিমোলা, কাসীমালা। ও° মই।  
জিওল গাছ, ক্ষত হইতে প্রচুর আঁঠা নির্গত হয়; জিওল বা জিউলী নাম দীর্ঘজীবী  
বলিয়া। লোকে খুঁটি করে উই ধরবে না বলিয়া, খুঁটি হইতে ডালপালা বাহির  
হয়। সর্বা° টী° স° কাসিঘহ।

চিঞ্চা—স° চিঞ্চা=তৈতুল।

বহ বাস—স° বংশ>বা° বাঁশ, অস° বাঁহ। বাঁহ বাঁশ? বহবাস—যেখানে বহ  
গাছের বাস—বন?

মান্দারী—স° মন্দার>মান্দার, মাদার। ডেফল। গাছ কাঁঠাল-গাছের মতন, ফল  
বিসম-গাত্র, পাকিলে পীতবর্ণ হয়। ফলের অঞ্চল রাখিয়া খায়। প্রঃ—

চালিতা তৈতুল কুল আমড়া মান্দার।—ভারতচন্দ্র।

আমড়া—স° আত্মাতক>প্রা° (অপভ্রংশ) অষাড়উ>ও° আষড়া। সর্বা° টী° স°  
অষাড়, কু° কী° আষড়া।

বহেড়া—স° বিভীতক>প্রা° বহেড়অ>ও° বাহাড়া, হি° বহেড়া, ম° বেহেড়া। ফল  
লোমশ। আমলকী হরিতকী বহেড়া মিলিয়া ত্রিফল। সর্বা° টী° স° বহেড়ী,  
বহড়ী। কু° কী° বহড়া।

হরিড়া—স° হরীতকী>ও° হরীড়া, হি° হরড়া, ম° হরিড়া।

ধব—স° ধব>ও° ধ। হরীতকী বর্ণের গাছ; গাছ হইতে গদের জ্ঞান আঁঠা  
পাওয়া যায়।

ভেজালা—স° আবুজ, অপবুজ ধাতু>আওজা>ভেজা। হি° ভেজনা=প্রেরণ। প্রঃ—

কলঙ্কের ডালি মাখায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে।—চণ্ডীদাস।

জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলাম আশুনি ।—জ্ঞানদাস ।

অনল ভেজায়ৈ কুণ্ডে বেড়ে চার সতী ।—ঘনরাম ।

দব—স° দাব=তাপ, তেজ । দাব=বন; এখানে দাবান্নি অর্থে দব ব্যবহৃত হইরাছে ।

কুকুরছাড়া—কুকুরচূড়া, ও° কুকুর-ছেলিয়া । Pavetta Indica.

গাস্তারী—স° গস্তারী, ও° গস্তারি; বা° গামার । প্রঃ—

ভমন করি বুলে গাস্তারি লইআ মিলে ।—শুভপূরণ ।

গামারি মঙ্গলে চলিল ভক্তাগনে ।—শুভপূরণ ।

নদীয়া জেলায় এর নাম ভূকুণ্ডা ।

গো—? গুয়া>গো ?

হোগলা—স° এরকা । জলাব ধারে জন্মে, হোগলা-পাতায় চালা বেড়া ছাওয়া হয় ।

বোধ হয় ইহার জন্মস্থান বলিয়া নাম হুগলী । প্রঃ—

হোগলার ঝাপ, ভগলের কুড়ে ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।

হোগলের বনে বৃক্ষ লুকাইল গিয়ে ।—শিবায়ন ।

হিজলী দক্ষিণে রহে হোগলের বন ।—নরসিংহ বহুর ধর্মমঙ্গল ।

হেস্তাল—স° হিস্তাল, হেমতাল । তালাদি বর্গের খজুর গণের গাছ, চটে-তিন টকি মোটা কিন্তু দশ-বারো হাত লম্বা হয় । হিস্তালের লাঠি প্রসিদ্ধ । সৌন্দর্যনন্দ কাব্যে হেমতাল ।

চামারকশ—চামড়া কষ করিবার গাছ । স চর্মকষা । বহু কৃপ ।

কাটিকারী—স কণ্টকারী । গুটিবেগুন তুল্য গাছ ও ফল ।

গথরি—স° গোকুর>গোগুরা । বর্ষাকালে ঘাসের মধ্যে জন্মে, শাক, ফল পাঁচকোণা বা দশকণ্টক—যেন গোকুর পাঁচজোড়া পুর ।

রাখালশ—স° মহাকাল>মাকাল>রাখাল (শশা) । লতা গাছ, ফল পাকিলে স্তন্য লাল, কিন্তু বিবাক । সর্বা° টী° স° গোরক্ষকর্কটী ।

শাল—স° শাল । প্রসিদ্ধ সুপরিচিত গাছ ।

পেরাশাল—স° পীতশাল । আসন গাছ । হি° বীড়শাল, অসেন । ও° অসন । কিংবা স° পিয়ালশ প্রিয়ালক ঠিত্তি মাধবঃ ।

অর্জুন—স° অর্জুন, আসন গাছের তুল্য, নদীর ধারে জন্মে, ফলে পাঁচটা পাখা থাকে ।

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে যমল অর্জুন-বৃক্ষ ভগ্ন করিয়াছিলেন ।

দেবছাট—? স° দেবদাক>হি° দেওদার ?



বিরছাট—?

জয়ন্তি—স° জয়ন্তী। বকফুলের মতন গাছ, ফুল হয় ছোট ছোট অতদী ফুলের মতন,  
রং কমলালেবুর চেয়েও আপীত লাল।

শোনা—স° সুবর্ণকা, স্বর্ণালু > সোঁদাল, সোনা; ও° সুগারি। গুচ্ছাকারে আঙুরের  
খোলার মতন উজ্জল পীত বর্ণের ফুল হয়, ফল লম্বা লাঠির মতন হয়।

সর্বা° টা° স° সোঁদাল, ক° কী° সৈনাহল, হি° শজ্জাহলী।

বাংলা—স° বঙ্গসেন। বকফুলের গাছ। বর্দ্ধমানে এখনো বাক্সনা বলে।

কোকিলাক—বা° কুলেখাড়া, ও° কোইলিখিআ। জলের ধারে জন্মে, কাঁটা-গাছ।

সর্বা° টা° স° কোইলখা।

চিরাতা—স° কিরাতক, কিরাততিক্ত। বৈদ্যকল্পক্রমে—চিরতিক্ত। হিমালয়ের  
গাছ, ছোট ছোট গাছ হয়, অতিতিক্ত, অময়। রাঢ়ে জন্মে না; কবিকঙ্কণের  
শোনা নাম। সর্বা° টা° স° চিরায়িত।

ডেকল—স° ডহ, ও° জেউট, বা° ডেকল, ডেঁফল, মাদার। মালদহে ডোহা। অল্প  
ফল। রাঢ়ে এই নাম অজ্ঞাত; কবি কোথায় পাইলেন?

কাকল—স° কাকল, কটকল; হি° কায়ফল। হিমালয় ও খাসিয়া পাহাড়ে জন্মে;  
ছাল সুগন্ধ ও কষায়ী, ঔষধে লাগে। রাঢ়ে জন্মে না; কবিকঙ্কণের শোনা নাম।

করন্দা—?

করঞ্জী—স° করঞ্জক। করঞ্জা, করমচা।

মোহান্দী—? স° মহাধা (= তেঁতুল)? মুন্সী—সোমরাজি-আদি বর্ণের বর্ষায়  
শাক বিশেষ(?)। উর্দ্ মেচেদৌ? বৈজ্ঞানিকসিদ্ধিতে মেলিকা, মেকী=ফা°  
হেনা, যার পাতা বাঁটিয়া মুসলমান নারীরা হাত পা পাকা খদির-বর্ণ করে।

আসন—স° আসন; অশ্ব নাম পীতমাল। পিয়ামাল অর্জুন প্রভৃতি গাছের তুল্য গাছ।  
ও° অসন, হি° অসৈন, বা° আসন।

য়েরণ্ড—স° এরণ্ড > বা° ভেরেণ্ডা, রেড়ি।

মামড়ি—?

বাবলা—স° বব্বল, বর্কর। ও° ববুর। বা° অশ্ব নাম বাবুল। কাঁটা গাছ, পাতা  
জিরে জিরে, ফুল হলুদে তুলির মতন, আঠা থেকে গদ হয়। ছাল চামড়া কষ  
করিতে লাগে; কাঠে লাঙ্গল ও গাড়ীর ঢাকা হয়।

২৩৪ পৃষ্ঠা

শরণ—? স° সরল? দেবদাক সরল হিমালয় পর্বতের গাছ; এই গাছের কাঠ  
চোয়াইয়া তাম্রিণ তৈল হয়। এ গাছ রাঢ়ে নাই।

ছাতিম—স° সপ্তপর্ণ > প্রা° ছতিবর্ণ। ও ছাতিঅনা। সবা টা° স চাতিপন্ন ;  
ক° কী° ছাতিঅন, ছাতিবর্ণ।

আখুলা—? স° অক্ষোড়, অক্ষোট, অক্ষোট; ফা° আখুৰোট। অথবা, আখুলা—  
ফুলহীন ?

নিম—স° নিম্ব।

দেবদাক্কি—স° দেবদাক্ক।

পারলী—স° পাটলী > বা পারল—পাটলবর্ণ ফল ও ফল ফাটিয়া যায় বলিয়া নাম  
পাটলী, পাটলা।

মরুগা সৌম—মরুগা=মৃততুলা, মরকটিয়া, মরটিয়া; কয় বিবর্ণ কৃষ্ণ বস্তুকে মরুগী  
মরুগা বলে। সৌম—স° শিষা, শমী।

তেউড়ি—স° ত্রিপুটা, ত্রিবৃত্তা, ত্রিবৃত্ত > তিউড়ি, তেউড়ি। লতা গাছ; পেসারী  
কলাই।

দন্তি—স° দন্তী। মুহী আদি বর্ণের তুল্য কৃপ বিশেষ; পাতা অণ্ডাকার দন্তুর ঈষৎ-  
লোমশ জিহ্বা; ফল তিন-অঁটিয়া।

আকলা—স° আমলক > প্রা° আমলও > আমলা। ও° আঙলা, হি° আঙলা।

মুগর—স° মুর্সী > বা মুর্গী। বৃদ্ধ শাক, চারাবৃত্ত স্থানে কয়ে, পূর্বে এর পাতার  
আঁশে ক্ষত্রিয়ের কটিবৃত্ত ও ধমুকের গুণ প্রস্তুত হইত।

তরল—তরল বাঁশ, তলদা বাঁশ—নরম কাঁপা সরু বাঁশ। প্রঃ—

তরল বাঁশের বাঁশ নামে বেড়াফাল।—চণ্ডীদাস।

তরলে জনম তোর, সরল অন্তর মোর,

তৈকিয়াছ গোষ্ঠারের তাতে।

কানাই খুটিয়া কয় মোর মনে ছেন লয়

বাঁশ হৈল অবলা বধিতে ॥

—অপ্রকাশিত পদ্যসংগ্রহ ( পদ্যসংগ্রহ )।

ভালুকা বাঁশ—খুব লম্বা মোটা নিরেট বাঁশ—Bambusa balcooa.

মুড়া—স° মুণ্ড বা মূল > মুড়া।

উপাড়িয়া—স° উৎপাটি > উপাড়ি খাত্ত।

শিখনী—বৈদিক শিখল, পালি শিখল > স° শাখালি > শিমুল, শিমল।

ধনিচা—স° জয়ন্তী ? জয়ন্তী গাছের মতন ছোট খোপ গাছ, সবুজ-সার বস্তুকে ক্ষেতে  
ঝোপা হয়। ধকে।

শিরীকর্জ—কা° বীরখিত্ত; স° ববাসশর্করা। হিমালয়ের মিষ্ট-নির্যাস-শ্রাবী বৃক্ষ;

পোকার ডালে ক্ষত করিলে মিষ্ট নির্যাস (manna) নির্গত হয়।

বন চালিতা—চোলসমুদ্র তুল্য বস্ত্র ক্ষুপের নাম বনচালিতা। অথবা, বুনো চালিতা।

ঝল্যাড়া—স° ঝল্লা > হি° ঝাল=ঢেউ। ঝালর—তরঙ্গের আকারে বাহা ঝুলিয়া থাকে। ঝল্যাড়া=ঝালরযুক্ত, ঝলঝলিয়া, পত্রল।

বাকুচি—অমরকোষে বাগুচী সোমরাজীর নামান্তর। কিন্তু বা° বাকুচি ও সোমরাজী পৃথক্। ম° বাবচী, হি° বকচী-দানা, ও° বাকুচী। এই গাছের বীজ ধবলের ঔষধ। অস্ত্র নাম হাকুচ।

কুচাইলতা—অস্ত্র নাম কুচুইকাটা—কণ্টকী ক্ষুপ, পাতার ডাঁটার সর্বশ্রেষ্ঠ তীক্ষ্ণ কাঁটা, পাতা শাঁই বাবলা গাছের মতন।

কুহুম—স° কুহুম্ব; প্রসিদ্ধ লালরঙের ফুলের গাছ, ফুলে কাপড়ের রং হয়; বীজ ও বীজতৈল মাছুষের ঔষধ। Safflower.

আতা—স° আতৃপ্য; ও° আতা; হি° আতা, সীতাফল, ফা° আতা। Custard apple.

বনবিচা—? বনবিছা? বনরিঠা?

পলাস—স° পলাশ, কিংস্কক। ও° পলাশ, হি° ঢাক।

পাকড়ি—স° পক্কা > পাকড়। অর্থ তুল্য গাছ।

খরিবের বন—? আ° খরিফ্ (=হৈমন্তিক)? খদিরের বন খুব সম্ভব। আগে এ অঞ্চলে খদির-বৃক্ষের বন ছিল; যারা খয়ের করিত তারা খয়রা জাতি।

মোহাকড়া—? স° মহাকরঞ্জ?

কালায়কড়া—? স° কালীয়ক=দারুহরিজা। স° কলায়ক=শালিধান্ড। কালায়কড়া বা কেলেকড়া লতা, সাপের ঔষধ, ফল তিক্ত, লোকে দশহরার দিন খায়।

উলু—স° উলুক, উলূপ। উলু খড়।

বিরণ—স° বীরণ > বা° বেনা, হি° বস্খস্। তৃণ বিশেষ।

ভাটি—স° ঘণ্টক > ভাইট, ভাঁট, ঘেঁটু। ও° গেণ্টটি।

আদাড়—বৈদিক আদার > সূক্তআদর, বা° আদা। অথবা, অন্ধকার > অন্ধআড় >

আদাড়—অহান, কুহান, জঙ্গলাকীর্ণ হান।

মুড়খি—? মুড়ুর কাঁটা নামে খ্যাত লতা, লোকে বেড়াতে দেয়।

পাড়ুনি—? স° পাটলি > পাকল?

শতমূলী—স° অস্ত্র নাম শতাবরী > ও° হি° সতাবরী। রজনীগন্ধাদি বর্ণের কাঁটা লতা।

কুলী—(১) বৈদিক কুলী, কুলী, কুল ; স° কোল > কুল, কুলি। প্রঃ—

লেখু কুলি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

(২) কুলেখাড়া। স° কুলিক। সর্বা° টা° স° কোইলখা; অমরকোষের  
টীকাকার ভরত—কুলিখাখার।

(৩) তু° কুলী = মজুব, জন। তা° কুলী = মিনমজুরী।  
নাদন—স° নক (বন্ধ), হি° নাথনা; বা° নাদনা = মোটা লাঠি। বৃককাণ্ড। প্রঃ—

বিচিত্র ভাণ্ডার-ঘর ভাণ্ডার পানের শুধ লাগে

চন্দনের নাদন।—শৃঙ্গপুরাণ।

অথবা নাগদনা গাছ।

চারদন—? চারদল?

বেড়াঝাল—? বেড়েলা?

চুরতি—?

কুচিলা—বৈষ্ণবশাস্ত্রে কুচেল, কুচিল। ও হি° কুচিলা, ম° কুচলা। বিষবৃক্ষ। ইং

*Strychnos Nux-vomica*.

আঁঠিল—? অস্থি > প্রা° অট্ঠি, স° অষ্ঠি > আঁঠি। আঁঠি + ল = আঁঠিল—

আঁঠিওয়াল, বড় বড় বীজওয়াল? আঁঠিলা—এক প্রকার বড় গাছ।

শির-আঙলা—শিল-আমড়া নামে খ্যাত ফলবান বৃক্ষ, নোয়াড় গাছ। শির-আঙলা নামই  
ঠিক, কারণ ফল আমলকীর তুল্য ও গায়ে শিরা আছে।

হারীশ—?

নির্কাসী—স° নির্কিষা > নির্কিষী।

আলনা—?

অগন্তে—? অগন্তি, অগণনীয়?

জিউধর—? আসন অর্জুন গাছের নাম জীবক। দীর্ঘজীবী বলিয়া। জীবল > জিওল

—যাহা শীঘ্র মরে না। জিরাপোতা গাছও চটতে পারে।

কাথড়া—কাথুরা নাম রক্তপূরে; আসামে নাম রিহা, ইং নাম *rhea*। গাছের ডালে  
দড়ি হয়।

২৩৫ পৃষ্ঠা

কাঁঠিসির—বস্ত্র গাছের শক্ত শিম। *Canavalia virosa*.

গুলক—কা° গুল-ই-চীন = চীন দেশের ফুল। লতা গাছ, ছাল জরায়। শুড় টা।

ভূমিকুমড়া—স° ভূমিকুম্ভাণ্ড, অস্ত্র স° সাম বিদারী, কীরবিদারী। হি° বিলাইখন্দ, ও  
ভূই-কথার। লতা গাছ, মাটিতে মোটা কন্দ হয় বলিয়া নাম।

বনখেজুর—খেজুর-গাছের তুলা ছোট গাছ।

গোঠিলা—কাসমর্দ বা কাসন্দা গাছের অপর নাম।

জইপানা—স° বারিপণী, হি° জলবৃষ্টি। জলের পানা। জুইপানা—স° যুথিকাণী,  
দক্ষিণ ভারতে নাম নাগমরী, বাসকাদি বর্ণের ফুল, ফুল শাদা ওঠবৎ।

*Rhinacanthus communis*।

হুতা—স° হৃদিকা, তিক্তদ্রব্য হৃদিয়া হুতা। লতাগাছ, গাছের আঠা হৃদের মতন;  
আকন্দের মতন কলে তুলা হয়।

বেলেন—?

পাটকালকোরণ্ডা—? পাট ও কালকোরণ্ডা? পাটকাল ও কোরণ্ডা? পাট কাল  
কোরণ্ডা?

জোকা—জোকা বেড়েগা। এর পাতা বাটিয়া ফোড়ায় পুস্তিশ দেওয়া হয়।

তোথা—?

গারত—?

মেণ্ডা—?

কুকুড়ি—? স° ককটী > কাঁকুড়, কাঁকুড়ী?

কারত—? নিশ্চয় কয়েত হইবে।

কায়েম—? আ° কায়েম = চিবুয়াই।

রাম কড়ি—?

করাড়—? স° করীর, হি° করীল = মকুমির কাটা গাছ? কড়ার নামক আরণ্য বৃক্ষ।

কেও—স° কেমুক। ও° কউ, কউকা। কৈউ গাছ। কৈদ। ওড়িয়ার কেওর বা  
কেন্দুয়ার রাজ্য এই গাছ হইতে নাম পাইয়াছে।

কুটাটি—?

বেউড়ি—বেউড় বাণ।

লাট—স° লটা > লাটা, লাটাকরজ। সব° টা° স° লাটা করজ।

বিনা—?

বিষ—স° বিষ—তেলাকুচা।

কটটি—? স° কটুকা—হিমালয়ের শাক বিশেষের কন্দ বা মূল। কটকল—হিমালয়  
পাহাড়ের আরণ্য বৃক্ষ। স° কটুকরজ, হি° কটকরজা।

বগতমর্দন—জগৎমর্দন—বাসকাদি-বর্গের সুশ্রী কৃপ বিশেষ।

গুড় ময়েন—স° কাকাদনী, বা° গুড়কামাই।

সেন্দোলী—স° স্বর্ণালি, সুবর্ণকা>সোঁদাল। ও° সুগারি, হি° নাম আমলতাস। সোনা  
রঙের আঙুর খোলার মতন ফুল হয়।

গঙ্কালী—স° গণ্ডালী, অস্ত্র স° নাম সর্পাকী>গঙ্কনকুলী। আসাম ও ব্রহ্মদেশের সুগন্ধ  
গাছ। স° গঙ্কভদ্রা, বৈজ্ঞকে গঙ্কালি>গঙ্কভাটলে, গাধাল। লতা গাছ। প্রঃ—  
চামলী গঙ্কলি তুলিলা ক্রীফল দুইবটি।—শ্রুতপূরণ।

অম্বকন্ধ—? অম্বগন্ধা? অম্বকন্দ?—আম তুলা বাসগুত কন্দ—আম-আদা বা  
অম্রবেল নামক বনো কচু হইতে পারে।

মোল—স° মধুক>মউল, মহয়া; হি° ও° মহআ; কোল ভাষায় মদকুম; তামিল নাম  
ইল্লা। সর্বা° টী° স° মহঅ, প্রা° মহঅ।

শঙ্করজট—অস্ত্র স° নাম কলজটা। ছোট ঝোপ গাছ, জলের ধানে ছারিতে জন্মে; পাঁচ  
হইতে নয় পর্ণে পাতা, পর্ণ সরু সরু; শুঁটি হয়।

আড়ান্দ—? এরও? আকন্দ?

উজড়—?

সাগাউতি—? স° সেবস্ত্রী, সেমস্ত্রী, সেবস্ত্রী>সেঅঁতী, সেঅঁতী?

চাপাতি—?

উলটকমল—উল্টা কমল, উলট কমল>উলট কমল। ফুল নীচ মুখে তুলে বলিয়া নাম।  
শিকড়ের ছাল স্ত্রীষোগের ঔষধ।

বোটারী—স° বহবার; ও° গরগণা। ছোট গাছ, অনেক ডাল চারিদিকে ঝুলিয়া পড়ে  
বলিয়া নাম বহআরি, বহআরি>বোটারী। রাঢ়ে নাম বয়বকুড়ি। ফলের ভিতরে  
আঠা, লোকে খায়।

আকলা—স° বিদ্ধকণী, অবিদ্ধকণী। হি° আকনাদি, ও° অকানবিধি; বা° আকনা,  
নিমুখা, নিমুখা—পাতার মধ্যস্থলে বোটা বলিয়া নাম; পাতা ফোড়ার উপর  
বসাইলে ফোড়া ফাটে; লতার বলয় চাতে দিলে পালাজর সাবে।

দিন—?

গুশ—?

আলঙ্গ—?

সিআরিসা—? স° শিরীষ।

বুসু—?

যোগিনী—?

চড়র—?

কালমেঘ—স° কিরাত> হি° কিরয়াত ; ও° ভূই-নিধ । অস্ত্র সংস্কৃত নাম মহাতিষ্ঠ ।

ছোট বর্ষায়ু গাছ, পাতা মংস্তাকার । জ্বরের ঔষধ ।

ব্যাগাগলা—? ব্যাপা ( ব্যাপ্ত হইয়াছে ) গলা (কণ্ঠ) বাহার—ঝিট্টীর এক নাম আর্ন্ত-  
গল হইতে? অথবা বিয়ে-পাগলা?

তড়েক—? বিষতড়কা, বিদ্ধাড়ক—স° বৃদ্ধদারক (অমর) । কলখী-আদি বর্ণের বৃহৎ  
বোহিনী বিশেষ, পাতা বড় বড় পানের মতন, নিম্নপৃষ্ঠ কোমল রোমময়, এই হেতু  
ওড়িয়া নাম মথমল । The Elephant creeper.

জাঙ্গা—লোহাজাঙ্গা, আরণ্য বৃক্ষ ।

খির—হি° ক্ষীরণী, খিরণী ; ও° ক্ষীরী । ফলে ক্ষীর—দুধ—থাকে বলিয়া নাম ; ফল  
মাছুষে খায় । চৈতন্তচরিতামৃতে ক্ষীরিলি ।

ভেরকুণ্ডা—বরিশালে ভুরকুণ্ডা=চোরকাটা, ভাঁটট, বুরকুণ্ডা, ছিনারী, নিলাজী ।  
নদীয়ায় ভুরকুণ্ডা=গাম্ভীর্য, গামার ।

বারঙ্গা—?

ভাঙ্গলোদ—? লোদ—লোঙ্গ ।

চিকল—?

ছাগলা—(১) ছাগল-খুরী—বুনো লতা, পাতা দ্বিখণ্ডিত ছাগলের খুরের মতন ; ফুল-  
বনে ও ওড়িয়ায় প্রচুর জন্মে—ওড়িয়া নাম কনসারি নটা । (২) ছাগল-বাঁটি—  
বুনো লতা, প্রত্যেক ফুল হইতে ছাগলীর বাঁটের মতন একজোড়া ফল হয় । (৩)  
ছাগল-লাদী=বস্ত্র শাক, ধানক্ষেতে জন্মে, ফুল ছোট ছোট গোলাকার ছাগলের  
লাদীর মতন ।

কুড়ড়ি—কুড়চি? করুই?

সাজিলা—সাজিনা, সজিনা, সজনে । দীর্ঘ তরু, ফুল পাতা শুঁটি সবই মাছের খাদ্য  
তরকারী । স° পোভজিন, সর্বা° টি° স° মোহন, তরতে শজিনা ।

বিলাই-ছাঞি—? বিড়াল-ছানি?

ঘোড়ামুগ—স° মহামুগ—বড় বড় মুগ কলাই । বুনো মুগ ।

গুড় কাঙাঞি—গুড়কামাই । স° কাকাদনী ।

আড়াশি—? বোধহয় অরস, আরাস—বেগুনাদি বর্ণের বস্ত্র রূপ ।

আবলুশ—কা° আবলুস, হি° আবলুস, ইং ebony। স° তিলুক, হি° তেলু; স° কাকেন্দু, বা° ও° কেন্দু। গাব জাতীয় গাছ, কাঠ কৃষ্ণবর্ণ। আবলুশ নাম অপেক্ষাকৃত আধুনিক, প্রাচীন নাম কেড, কৈদ।

বড় গোয়লা—স° গুজালিকা>গোয়লা, গোয়ালে। লতা গাছ; ঘরের কাঁথের বা গাছের ছালের গুহা গর্তে শিকড় ঢালাইয়া চড়ে; পাতার তিনটা পর্ণ আঙুলের মতন—ও° নাম আবুলিয়া।

বড় গোয়ালে—স° নাম গোখাপদী, হংসপদী। এর পাতায় সাতটা পর্ণ বলিয়া এ বড় আখ্যা পাঠিয়াছে।

আগমিচি—?

মড়ু—মাড়ুয়া মাটা নামক তৃণশস্ত্র?

শ্রভাকলী—?

আতমোড়া—স° আবর্তনো>আতমোড়া। বড় ঝোপ গাছ, পাতা দাঁতাল, ফুল পাটকিলা রং, ফল ২৭ আঙুল লম্বা লোমশ পেটানো গুরানো—সেইহেতু নাম।

হীজল—স° ইজল, হিজল, নিচুল, অম্বুজ। জলের ধারে জন্মে।

গজপিপ্পলি—স° গজপিপ্পলী। লতা গাছ, গাঠে গাঠে শিকড় হয় ও তদ্ভাৱা অজ গাছে চড়ে।

বনজাশ্বির—স° জম্বীর=গোড়া বা কর্ণা নেবু, বাতাবা নেবু। Lemon, Citrus medica। যে জম্বীর বনজ তাহা বনজাশ্বির।

বাগনগা—(১) বাঘনগা, ও° বাঘনগা, হি° বাঘনহা—ফলে চটা বাঘনখের মতন বীকা কাঁটা থাকে। আদিবাস মেক্সিকো দেশে।

(২) বাঘলালা—জলের ধারে জন্মে, কাঁচড়া বর্ণের শাক; পানিকাঁচড়া নামও আছে। দেখিতে ঘাসের মতন, রস লালার মতন।

ডাল্যা—? তখনো এদেশে টংরেডী Dahlia ফলের গাছ আসে নাট।

পলা—পলাশ?

পিপলী—স° পিপ্পলী>পিপুল। পান-গাছের মতন লতা, কাঁচা ফল গুকাইয়া ঔষধে ব্যবহৃত হয়, ফল ঝাণ। Piper longum. ফলের টং নাম Long pepper.

দয়া—দয়া কর্ণা, ফলে বড় বড় বহু বীজ হয়। অথবা, দইয়া-পটয়া—দাঁধা বা খট ফুল বর্ণ বলিয়া নাম, ধূসরবর্ণ বস্ত্র শাক।

চন্দ্রমূলী—চন্দ্রমূলী, চন্দ্রমলিকা—chrysanthemum—চীন ও জাপান দেশের গাছ।

স° চন্দ্রমূলী—বস্ত্র ফুল, মূল খাদ্য।



ভূঞা—? ভূঁই-আদা, ভূঁই-আমলা, ভূঁই-কামড়ি, ভূঁই-কুমড়া, ভূঁই-চাঁপা, ভূঁই-জাম ?  
 শিলামূল্য—? শিল-আঙলা, শিল-আমড়া ? ভূঞা শিলামূল্য—ভূঞা শিরআঙলা—  
 ভূমামলকী—ক্ষুদ্র শাক—ভূঁই-আমলা, *Phyllanthus niruri*.  
 হাফরমালী—স° ভদ্রবল্লী। লতানে ঝাড় গাছ হয়—*Vallis heynei*.

## ২৩৬ পৃষ্ঠা

কঙ্ক—স° কন্দ। কিংবা স্বকঙ্কল=ডুমুর।

মধুরি—?

বিদত জেক—স° বৃদ্ধদারক > বিদধাড়ক। ও° নাম মধ্মল—পাতা বড় বড় পানের  
 মতন, নিয়পৃষ্ঠ কোমল রোমময় মধ্মলের মতন।

বাতরাজ—কুক্ষরশোকা (বাতরক্তর) ? অশ্বথ (বাতরঙ্গ) ? গুলঞ্চ (বাতরকারি) ?

বজ্র শিম বিশেষের নাম বাতরাজ। •

গুণসাগর—? কাঞ্চনের বিশেষণ ?

কাঞ্চন—স° অজ্ঞ নাম যুগপত্রক, কাঞ্চনার, কোবিদার, দেবকাঞ্চন।

হাতভাঙ্গা—স° অস্থিতঙ্গ, অস্থিসংহার > বা° ও° হাড়ভাঙ্গা, হি° হড়সকারী। বজ্র চতুষ্কোণ  
 লতা—ভাঁটা আঁকা-বঁকা যেন হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে। অজ্ঞ নাম হাড়জোড়া—  
 লোকের বিশ্বাস ইহার প্রয়োগে ভাঙা হাড় জোড়া লাগে।

চাকবা—?

মুর্সর—স° মুর্সী, মুর্সী। দীর্ঘপত্র জন্ম, পাতার আঁশের দড়িতে ধমুকের ছিলা হয়।  
 ইংরেজী নাম bow-string hemp, সংস্কৃত অজ্ঞ নাম ধমুগুণা, ধমুশাখা,  
 ধমুশ্রেণী।

সর্সজারক—? সর্সজয়া ? স্নগন্ধ শাকবিশেষ সর্সজারক।

ঘাটুফুল—স° ঘণ্টক, ঘণ্টাকর্ণ। ভাঁটফুল, ঘণ্টার মতন বলিয়া নাম।

ঘাটুকাল—স° ঘেঙ্কলিকা > ঘেঁচু, কচু জাতীয় গুল্ম। স° ঘণ্টাকর্ণ > ঘাটুকান >  
 ঘাটুকাল।

কেয়া—স° কেতকী।

উজ্জ্বা—? বজ্র কুপ ; পান্থক্কাফল টিপিলে পুটপুট শব্দ হয়।

চিরজী—? হি° চিরজি ? বজ্র কুপ, ফলে চিরজীবর মতন দীর্ঘ আছে।

বারাহী—স° বারাহী কন্দ=চুপড়ি আলু। ও° হাড়িয়া আলু।

খড়ী—স° খটী, খটিকা > প্রা° খড়িঅ। তা° খাট্রাই=আলানি কাঠ; তা° খাড়ু=  
 বন। স° খড়ী=আখ গাছের মতন গাছ, তৃণ জাতীয়।

কাসী—স° কাশ। লম্বা ঘাস।

বারিচা—?

বামকলাধত—? রামকলা খেত? বুনো কলাব ক্ষেত-বন?

ভিতপুন্নি—? ভিতপুন্নি—লতা বিশেষ, ফল তিক্ত।

বন নারেন্দ্র—বন নাগরঙ্গ বা নারাক্ষা নেবু।

আগাই—?

মোহামুদ্র—? টোলসমুদ্র—স° টোলসমুদ্রিকা—বন শাক বিশেষ। ৯° হাতীকানী

—হস্তীর কর্ণ তুল্য বৃহৎ পত্র যার।

বনজাম—বন জম্বু।

শরই—স° শর তৃণ?

ঈশরমূল—স° নাম অর্কমূল—বন লতা। পাখীলতা। *Aristolochia indica*.

লোকের বিশ্বাস মূলের গন্ধে সাপ পালায়।

ইন্দুর মূলের গন্ধে পলায় ভুগু।—কণিকঙ্কণ।

চাকুত—স° চক্রমর্দ<হি ও বা চাকুন্দা, চাকন্দ।

হন—? খুব সম্ভব ছন—ভূগে হন পাঠ হইয়াছে। ছন=ঘর ছাদনের তৃণ।

করকজ—?

কর—? কুড়?

কামরঙ্গ—স° কামরঙ্গ; ও° করমঙ্গা; বা° কামরাঙা। পাঁচশিরা অন্ন ফলের গাছ।

দ্রাক—স° দ্রাক। আঙুর।

জায়ফল—স° জাতিফল। মালাকা দ্বীপের গাছ। ইং nutmeg.

লবঙ্গ—মালয় বৃক্ষ=চুল; মালয় ভাষায় লবঙ্গের নাম—বৃক্ষাচিককে। অমরকোষে

লবঙ্গ আছে।

লবঙ্গলতা—লতানে কাঁটা গাছ, নেবুর মতন বড় বড় ফল হয়।

বন-লবঙ্গ—বন শাক বিশেষ, ভিজা ক্ষেত্রে জন্মে; ফল লবঙ্গের মতন লম্বা,

উপরে দল, তাই নাম লবঙ্গ।

লেয়ালী—স° নবমল্লিকা, নবমালিকা>প্রা° নোমালিআ>সর্বা° টি° ন নেবালী।

চাম্পা নাগেশ্বর আর নেবালী মাল্লী।—শ্রীকৃষ্ণকৌতন। শৃঙ্গপুরাণে নিমলি।

ভুজঙ্গ কেশর—স° ভুজঙ্গ, কেশরাজ, ভুঙ্গ, কেশরঙ্গ, ভুঙ্গার, ভুঙ্গরজঃ, ভুঙ্গারি।

বোধ হয়, ভুঙ্গরাজ ও কেশরাজ নাম মিলিয়া হইয়াছে ভুজঙ্গকেশর। কেতুরে—

এর পাতার রস টাকে মাথিলে চুল গজায় বলিয়া নাম। নাগকেশরের অপর নাম।

কেশর—বকুল, পুরাগ, হিন্দু বৃক্ষ ও ফল।

রঙ্গণ—পুষ্পলতা, Rangoon Creeper. প্রঃ—

গড়িল পারুল ফুলে তুণ মনোহর।

বোটা সহ রঙ্গণে পুরিয়া দিল শর ॥—ভারতচন্দ্র।

রঙ্গণ মালতী কুন্দ করবীর অরবিন্দ

থবে থবে লাগয়ে তাহাতে।—চণ্ডীদাস।

কাননে কুসুম তুলিলা রঙ্গন আর ঝাটি।—শূভপুরাণ।

ককনা—করুণা বা কর্ণা নেবু, জামীরের জাত।

কমলা—নাম পূব পুরাতন নয়; স<sup>ং</sup> নাগরঙ্গ, আ<sup>ং</sup> ফা<sup>ং</sup> নারন্জ, পর্তু<sup>গী</sup> laranga, ফরাসী oranger, ই<sup>ং</sup> orange; নারী-অঙ্গ সদৃশ বলিয়া এর এক নাম নার্যাঙ্গ।

বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ শতক হইতে কমলা নাম সুপ্রচলিত দেখা যায়।—

নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।—চৈতন্যচরিতামৃত।

লক্ষ্মীর মূর্তি কমনাতে তাঁহাব হস্তে বহুপাত্র স্বর্ণলগ্ন ও মাতুলঙ্গ নেবু থাকে;

কমলার হস্তধৃত নেবু কমলা?

ছোলঙ্গ—স<sup>ং</sup> মাতুলঙ্গ > ছোলঙ্গ। মন্দিরচূড়ার আকারের নেবু; নারকলে নেবু।

ফরিদপুরে বাতাবী নেবুকে ছোলঙ্গ নেবু বলে। এই আকার হইতে ছোলঙ্গ মানে Cone, Conical হইয়াছে।

ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ

আম্বু লেখু ডালিষ

জাম্বু জাম্বার আম্বড়া।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ছোলঙ্গ চিপিঠা রস দিলে নিমঝোলে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

টাবা—স<sup>ং</sup> মাতুলঙ্গ; ছোলঙ্গ নেবু। ফা<sup>ং</sup> তুরঙ্গ, ও<sup>ং</sup> টাভা। নেবু বড় বড় গোল গোল বলিয়া নাম টাবা। ঈষৎ অন্ন, সুগন্ধ।

গুবাক নারিকল

অমৃত সম ফল

দাড়িষ টাবা সারি সারি।—শূভপুরাণ।

শব্দর পুজিতে রাখিলা বিশ্ববন—

বিশ্ববৃক্ষঃ প্রিয়ঃ শস্তোন্ম তব যোনির্ ভবিষ্যতি।

—বহুপুরাণে বামনপ্রাহর্যভাব-নাম-অধ্যায়।

স ভক্তর মম বৈ লক্ষ্মি পরমঃ সুপ্রিয়ো ভবেৎ।

তৎপত্রেণৈব মে পূজা ভবিষ্যতি ন চাত্তথা ॥

যথা মে ত্রৌণি নেত্রাণি যথা গন্ধাজলং মম ।

তথা প্রিয়তমো লক্ষ্মি ত্রিপত্রঃ ত্রীক্ষলচ্ছদঃ ॥

—বৃহদ্রথপুরাণ পূর্বখণ্ড ১০ অধ্যায় ।

বিষবৃক্ষ মহাভাগ মহেশত্ব সদা প্রিয়ঃ ।

শিবপূজক মালুরঃ প্রিয়স্পর্শ মহাতরো ॥

বিষবৃক্ষ-বনং যত্র সা তু বাবাণসৌ পুরী ।

একো বিষতরু যত্র তত্র শম্ভুর্ মহা সহ ॥

বিষবৃক্ষা যত্র দশ তত্র শম্ভুর্ গণৈঃ সহ ॥

চৈত্রাদি-চতুরো মাসান্ সদা ভ্রমতি শম্বরঃ ।

নবীন-বিবপত্রার্থী ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়কঃ ॥

—বৃহদ্রথপুরাণ পূর্বখণ্ড ১১ অধ্যায় ।

তৎফলৈস্ তৎপ্রস্থনৈর্ বা তৎপত্রৈর্ যঃ প্রপূজয়েৎ ।

তৎকাষ্টচন্দনৈর্ বাপি স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

—যোগিনীতন্ত্র পূর্বখণ্ড ৫ পটল ।

মাতৃকাতন্ত্র ৫৫ পটল, জ্ঞানভৈরবতন্ত্র ৬ পটল ।

বিষস্ত প্রসবাগ্রেণ ত্রিপত্রৈশ প্রজায়তে ।

একেনাপি যথা তুষ্টিস্ তথাহ্যেবাং ন কোটিভিঃ ॥

—দ্রুপদপুরাণ নাগরখণ্ড ২৭১।১৪৪ ।

বাকসানি—স° বঙ্গসেন ; বকফুলের গাছ । প্রঃ—

বাবলা বাকনিম বেড়চ বাস্কনা ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ।

আচু—স° আচ্ছক > আচু ।

শপুলা—স° সপুলা—নবমালিকা, গুজ্জা, পাটলা গাছ ।

জাতি—(স°) চামেলী, মালতী । প্রঃ—

সেজতি মালতী জাতি চম্পা নাগেশ্বর ।—শৃঙ্গপুরাণ ।

জুতি—স° যুধী ।

বাছিয়া—স° বিচ ধাতু পৃথক্করণ ; স° বাছ ধাতু উচ্চাঘরূপ বস্তুগ্রহণ ; ও° হি° বাছ

ধাতু । প্রঃ—

ভাল ভারী আগিলেহে সংসারে বাছিয়া ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

২৩৭ পৃষ্ঠা

বট রাখিলা যজ্ঞের ধাম—

শালগ্রামে ঘটে বাথ বটমূলে হুখবা মূনে ।

ভিত্তো পুস্তলিকাং কৃথা পুজয়েৎ বা শিচক্ণঃ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ।

খটকর—স্থলকর, স্থপতি, রাজমিস্ত্রী ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বৃন্দাবনখণ্ডে বহু স্থলের ও গাছের তালিকা আছে । মাণিক গাছুলির ধর্মমঙ্গলের ১৮৫ পৃষ্ঠার বনকর্তনের বিবরণ আছে । এক গাছের নাম একাধিক বার দেখিয়া রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেন—ইহাতে একাধিক কবির হাত আছে ।

কালকেতু কর্তৃক ভগবতীর স্তব ( ২৩৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটে

অতিরিক্ত পাঠ )

শক্তিরূপা তিন দেব— আত্মাশক্তি প্রকৃতি পঞ্চদা হইয়া হইয়াছিলেন দুর্গা লক্ষী সরস্বতী  
রাধা যজ্ঞী ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

মহিষাসুর বধের সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ললাট হইতে গুরু পীত ও কৃষ্ণবর্ণা  
শক্তি নির্গত হইয়া দুর্গারূপ ধারণ করেন ।—দেবীপুরাণ ।

শাকন্তরী—২১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠের টীকা দ্রষ্টব্য ।

হরতনু—কালী গোয়ী হইয়া শিবের বামার্দ্ধভাগিনী হন ।—কালিকাপুরাণ । শিব হিমা-  
লয়ের দুই হুহিতা গঙ্গা ও উমাকে বিবাহ করিয়া যথাক্রমে মৃত্যুকে ও বামার্দ্ধে ধারণ  
করেন ।—বৃহদ্রথপুরাণ । শিবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য ।

কৌবিক-কুমারী—২১২ পৃষ্ঠার কৌশিকী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য ।

বিদ্যাবাসিনী—১৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তরের টীকা দ্রষ্টব্য ।

বাণুলী—বৌদ্ধ ধর্মের দেবতা ধর্ম ঠাকুরের শক্তি বাণুলী । বাণুলীর ধ্যান পূজা ধর্ম-  
পূজাবিধানে ৩১ পৃষ্ঠায় আছে । বজ্রযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দেবী বজ্রতারা ।

“নিত্যাবোড়লী নাড়ু এক দেবী আছেন বৌদ্ধদের । তাঁহার বোলজন সহচরী  
ছিল । বোলজন সহচরী-মুখ নিত্যার মন্দিরও বাকুড়া বা বীরভূম জেলায় আছে ।  
বাহুলী তাঁহার এক সহচরী । .....নেকালে বড় বড় মন্দিরে দেবদাসী থাকিত ।  
বাহুলী তাহাও হইতে পারেন । তিনি বিশালাকী নহেন । ধর্মপূজার বিষয়ে  
ধর্মঠাকুরের বড় আশ্রয়-দেবতা আছেন, তাহার মধ্যে একজন আছেন বিশালাকী,

একজন আছেন বাহুলী। স্তবরাং চুজনে এক হইতে পারেন না। বাহুলীর নম্বারে তাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী বলা হইরাছে। মঙ্গলচণ্ডী আমাদের একজন পুরাণ দেবতা। তিনি ত্রাক্ষণের দেবতা নন, বৌদ্ধদের অঞ্চল হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে সকল জাতিই পূজা করিতে পারে। প্রতিমার, পটে, খোলায় খাবুরায় তাঁহার পূজা হয়। তিনি কিন্তু খুব প্রাচীন দেবতা। ঢাকার টাউন-হলের পাশে এক চণ্ডী-দেবীর মূর্তি আছে; উহা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের তৃতীয় বৎসরে খোদাই করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) রাখিকা চণ্ডীর পূজা করিয়াছেন।.....চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলকেই চণ্ডীদাস বলিত।"—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চণ্ডীদাস প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩২২, ৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীকলশাখাবাসিনী—বিষাখা নব পত্রিকার এক উপকরণ।—

সপ্ত বিবক্রমা যত্র তত্র দুর্গা-মুতো হরঃ।

এক বিব্রতকর যত্র তত্র শঙ্কর ময়া সহ ॥

—বৃহদ্রামপুরাণ পূর্বখণ্ড ১১ অধ্যায়।

জ্যোতীৰ্ণপং মদংগম্।

তদা সা বৃক্ষরূপেণ স্থিতা লিঙ্গপ্রিয়া সতী।—যোগিনীতন্ত্র ১৫।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাঃ পত্রে, বৃন্তক শক্তিরূপিণী।

—জ্ঞানভৈরব তন্ত্র ৬ পটল।

বর্গভীমা—তমসূক্তের দেবী, আসলে এটি নাকি পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্তি।

## গুজরাট নিৰ্মাণ (২৩৮—২৪১ পৃষ্ঠা)

২৩৮ পৃষ্ঠা

শ্রীতপস্বী ত্রয়োদশী.....কাস্তিক মাস—

বৈশাখ-শ্রাবণাষাঢ়-মার্গ-কাদ্বন-কাস্তিকাঃ।

সুপ্রশস্তা গৃহারম্ভে পত্নী-পুত্র-সমৃদ্ধি-দাঃ ॥

গুরু-পক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণপক্ষে ভবেদ্ ভয়ম্।

আদিত্য-ভৌম-বজ্র-তু সর্গে বারাঃ শুভাবচাঃ ॥

—যুক্তিকল্পতরু। মৎস্যপুরাণেও এষ্টরূপ ব্যবস্থা।

বেশারস্তুঃ শুভঃ স্তাং স্তুতিধি-শুভবিধৌ

ভৌম-স্বর্গোত্তরাহে ।—মহাভারত ।

[ গৃহারস্তু ] কার্তিকে বিন্যাং ধনধাতুকম্ ।—মৎস্তপুরাণ ।

আয়ুর্মান্ যোগ সম্বন্ধে জ্যোতিষ ও পল্লিকার কত—

শেষা স্বার্থানামানঃ শুভকার্যেষু শৌভনাঃ ।

গরুড় ও মৎস্তপুরাণে বাস্তুমান-লক্ষণাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

চন্দ্রাদিত্যবলং লগ্নং তথা শুভনিরীকৃতম্ ।

দশমৌ পৌর্ণমাসৌ চ তথা শ্রেষ্ঠা ত্রয়োদশী ॥—দেবীপুরাণ ।

বৃহস্পতি-যুক্ত চন্দ্র “ব্রতারণ্যে প্রতিষ্ঠে চ গৃহারস্তু-প্রবেশনে” শুভ ।

স্বরগুরৌ দৈতেয়-পূজ্যে হপি বা ভবনং কার্য্য প্রবেশৌ হপি বা ।

বর্ষান্তে হত্বাদিতে শুক্রে কেন্দ্রে স্বরগুরৌ শুভে ।

বাস্তুকর্ম্ম সমারম্ভং শুক্রে-চন্দ্রার্কে-ভূমিজে ॥

চন্দ্র ও বৃহস্পতি এক রাশিতে থাকিলে চন্দ্রপ্রভা যোগ হয়। এই যোগ সর্ব্বকর্মে

শুভজনক ।—জ্যোতিষ ।

বিষ—বিষকর্মা ।

তোলে—উত্তোলন করে অর্থাৎ গঠন করে ।

আওরাস—আবাস ।

করাত—স<sup>০</sup> করপত্র; সর্বা<sup>০</sup> টা<sup>০</sup> স<sup>০</sup> করবর্ত্ত; ম<sup>০</sup> করবত; ও<sup>০</sup> কর্ত্ত; হি<sup>০</sup> করাস্ত ।

প্রঃ—

করাত ভেজাএ দিল রামর মাথে ।

চেরা না জাঅ রাম সত্তরে করতার ॥—শূত্রপুরাণ ।

কাম্বর পিরীতি কুলের করাতি পরাণ টানিয়া নিল ।—চণ্ডীদাস ।

চোরী—চতুঃ+আলি>চৌ+আড়ি>চৌড়ি, চোরী। চার-চালা ঘর—চার চালা

টাঙাইতে চারদিকের খুঁটির মাথায় চারটা আড়া থাকে বলিয়া নাম চৌআড়ি—

মালমহ অকলে এখনো বলে । প্রঃ—

নেতের/কোনানং দিয়া ঘেরিল চৌউরি ।

তার মধ্যে রহিলেন শ্রীরামহনুসী ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

চতুশালা—২২৫ পৃষ্ঠার মূলের টাকা দ্রষ্টব্য ।

মাঝা—স<sup>০</sup> মাঝা>প্রা<sup>০</sup> মজ্জা>মাঝ । মাঝ+ইয়া (সম্বন্ধে)—মাঝিয়া>মাঝা ।

পিড়া—স° ঝারপিণ্ডী; ও° পিণ্ডা। ঘারের সমুখস্থ গৃহভিত্তি। প্রঃ—

পিড়াঅ সভা করে স্নানার কলস।—শূত্ৰপুৰাণ।

গৃহপিণ্ডার রহিলা পড়িয়া।—চৈতন্তচরিতামৃত।

খোরে ঢালা—স° ক্ষয়>খোয়া=ইষ্টকথণ্ড। শূত্ৰপুৰাণে মেখে ও পিড়া কাট ঢালা—

কাঞ্চন বাঁধিয়া মেখে করিল কাট ডাল।—শূত্ৰপুৰাণ।

ইষ্টকা-রচিত প্রাচীর প্রাঙ্গণ সুবিস্তৃত গৃহঘারে।

হিস্কুল হরিতাল কাচ-ঢাল চোখণ্ডী চোকাঠা শালে ॥—জয়ানন্দ।

বাট—স° বস্ৱ>প্রা° বটুট>স° বাট=পথ।

কিসের আস্তরে কালাঞ আগোলসি বাট।—শ্রীকৃষ্ণকৌতুক।

বেহদ—স° বৃহন্ন=বহির্দ্বার, দেউড়ী। প্রঃ—

বৃহন্নের বহির্গত হইল রাজনু।—কৃত্তিবাস।

এক বৃন্দ আওয়াস সে দেখিতে রূপস।

ঢালে শোভা করিতেছ রত্নের কলস ॥—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

## ২৩৯ পৃষ্ঠা

কনক কলস লৈসে—গৃহ বা মান্দরচুড়ায় স্থাপিত কলসাকৃতি তৈজসকুমণ। প্রঃ—

স্নানার কলস সোডে দেউল উপরে।—শূত্ৰপুৰাণ।

বিষ্ণুর দেউল—চণ্ডীর অমুগ্রাহে কাণকেতু-পাণ্ডের ঐশ্বর্য্য সম্পদ; সে তাঁর নূতন নগরে

আগে চণ্ডীর দেউল না তুলিয়া “নিরমিল বিষ্ণুর দেউল।” এট বিষ্ণুপ্ৰীতি

হইতে মনে হয় কবিকল্প বৈমল্য ছিলেন।

নিলা খাণ্ডী—নীলা বা নীলবর্ণের হীরক খণ্ড করিয়া দিল।

বিজুলী—স° বিজ্জা>প্রা° বিজ্জল; ও° বিজুলী, হি° বিজলা, ম° বিজলী। প্রঃ—

মহীমণ্ডলে উজলী যেনে যেন বিজুলী।—শ্রীকৃষ্ণকৌতুক।

দুর্গামেলা—দুর্গার মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ।

গাজনে দুর্গার মেলা সেত কূলে গাথি মাল

নিরন্তর জোগাঅ জ্বরে।—শূত্ৰপুৰাণ।

পূর্বে জলাশয়—খনার বচনে বাস্তবিন্যাস-বিধি আছে—

পূর্বে হাঁস,

উত্তরে কলা,

পশ্চিমে বাণ,

দক্ষিণে খোলা।



খড়কি—স° খড়কী>জৈন প্রা° খড়কি (হুআর); হি° খড়কি = খরকা; ঢাকার  
খেরকি = খরকা।

জলহরি—জলকে যে হরণ বা আহরণ করে—(১) কলাগাছ, (২) পুষ্করিণী।

বাসাড়ি—স° বাসক, ও° বসা = প্রবাসগৃহ। বাসা+আড়ি = বাসাড়ি (বাসাড়িয়া,  
বাসাড়ে)—বাসাঘরে থাকে যে।

দিঘল—স° দীর্ঘ>প্রা° দিঘ্ঘ>দিঘ; দিঘ+ল (ভাবে) = দীর্ঘতার ভাব আছে  
বাহাতে তাহা দিঘল। [অথবা স° দীর্ঘ>দীর্ঘঘ>দীঘল>দীঘল, দিঘল।—  
বায়বাহাজর যোগেশচন্দ্র রায়।] প্রঃ—

অঙ্গনগদান-লোরে তিতল কলেবর বিলোলিত দীঘল কেশ।

—বিদ্যাপতি।

গোটা দশ বার হাত লেজটা দীঘল।—ঘনরাম।

বোঝা—স° বঝ>প্রা° বজ্ঝ, বোঝা = একত্র বদ্ধ বা বাহিত জ্রব্য। প্রঃ—

পাঁচ ছয় পরসায় ছয় একের বোঝাতে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

বেগারী বেতন পায় তবে আনে বোঝা।—ঘনরাম।

কুমার—স° কুম্ভকার>প্রা° কুম্ভআর, কুম্ভার>ম° ও° কুম্ভার, হি° কুম্ভার, বা° কুমার,  
কুমোর। প্রঃ—

ঘন পাকে ফিরে যেন কুমারের চাক।—কৃত্তিবাস।

পাঞ্জা—ফা° পাঞ্জাও, পঞ্জারা>হি° পজ্জা = ভাটি. পোয়ান, kiln.

ইট—স° ইষ্টক। ও° হি° ইটা।

দেউল—রা মঠে—দেউল দেহারা মঠে। স° দেবকুল>দেউল। স° দেবালয়>হি°  
দেবালা, দেবল>দেউল। স° দেবগৃহ>হি° দেওঘর, দেওঘরা>দেহারা;  
স° মঠ = আশ্রম, মন্দির। প্রঃ—

না মৈঁ দেবল, না মৈঁ মসজিদ, না কাবে কৈলাস-মৈঁ।—কবীর।

দেহারা দেউল নাহি পরবত সকল।—শূন্যপুরাণ।

সোধ—স° সূধা = চুন, চুনকাম; চুনকাম-করা বাড়ী সোধ, ইষ্টকালয়।

মোলা পিণ্ডি……কদম্বকানন সন্নিধান—চণ্ডীর দরায় অশুগৃহীত ব্যাঘ কঙ্কালীয়ার প্রিয়  
কদম্বকানন-সন্নিধানে কীলমঞ্চ নির্মাণ করাইল!

পাহীমেতে—স° পশ্চিম>প্রা° পচ্চিম, পচ্চিম। প্রঃ—

পচ্চিম হুআরে দানপতি জাঅ।—শূন্যপুরাণ।

শয়—স° শত>প্রা° শঅ; হি° শত্ত।

নমাজ—(আ°) কোরান-নির্দিষ্ট উপাসনা। তুঃ স° নমস্। প্রঃ—

শূন্য ঘরে নমাজ, কি কাজ তাহে আছে।—অন্নদামঙ্গল।

গয়—? গৃহ? ফা° ওগয়রহ>গয়রহ, আ° গয়র (ঘনা)?

দলিজ—ফা° দহ-লোজ=বৈঠকখানা, ঘরের বারান্দা। তুঃ স° দেহলী, হি° বা° দেউড়ী।

প্রঃ—

দলুঞ্জে বসিয়া তুঃখ ভাবে মহামদ।—ঘনরাম।

মসিধ—আ° মসজিদ। মুসলমানদের ঈশ্বর-উপাসনা-মন্দির।

বিবি—ফা° বীবী=মহিলা।

চাখে—স° চক্ষু ঋতু দর্শনে ( স° চক্ষণ=চাটনি )। স° চক্ষ ঋতু তৃপ্তি। হি° চিখ্না, চখ্না। প্রঃ—

চাকিতে চাকিতে লাগিল জিহ্বাতে পচিলে লাগিল মৌঠ।

—কুন্তিবাস।

পার্সীতী বলেন পত্নী তুমি কেন পাবে।

চাক করিলে ভাঙ্গ, এখন পাক কবিত্তে হবে॥—শিবারণ।

বান্দী—ফা° বান্দা (দাস), বান্দী (দাসী)। প্রঃ—

পরদার পাপ বলি বান্দী রাখে নাই।—ভারতচন্দ্র।

বান্দী বান্দী বলিয়া ডাকাইবার লাগিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২৪০ পৃষ্ঠা

হারকা সমান—কালকেতু ব্যাধের প্রতিষ্ঠিত নগর শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী হারকার সমান  
বলিয়া কবিকঙ্কণ নিজেসই বৈষ্ণববাদের পরিচয় দিতেছেন।

আরাধিলা হরি হর তুমি—আরাধনের যোগ্য তোমরা তিন জন, কিন্তু অগ্রগণ্য হরি।  
চণ্ডীর শ্রব করিতে গিয়া ব্যাধের এ কথা বলা অশোভন; কিন্তু কবিকঙ্কণ নিজের  
ইষ্টদেবতাকে প্রধান না করিয়া পারেন নাই।

এই নগর নির্মাণে কবিকঙ্কণ বাস্তবদ্য ও নগর-পতন-বিদ্যা (Town  
planning) সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও সুবিশেষণার পরিচয় দিয়াছেন। আদর্শ রাজ্য  
স্থাপিত নগরে সর্বধর্ম্মাবলম্বীর সুবিধা পাকা উচিত; মুসলমানগণের অত্যাচারে  
কবিকে সাতপুরুষের ভিটাঘাট ছাড়িতে হইলেও কবিকঙ্কণ আদর্শইষ্ট জন নাই—  
ইহাতে তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য ও সদাশয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। কবিকঙ্কণের এই  
উদারতার মধ্যে ভারতেরই সর্ব ভাষিক ও সর্ব ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া

সমাদর করিবার বিশেষ শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তবে ঐ নগরপত্তনের ব্যাপারটি গতানুগতিক; কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতিতে এইরূপ নগরপত্তনের বর্ণনা অনেক আছে।

### ২৪১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

স্বপ্ন কহেন চণ্ডী কেহ নাই শুনে—ইহার কারণ চণ্ডী এখনো লোকের পরিচিত দেবতা নন, তাঁর শক্তির পরিচয়ও তিনি এখন পর্য্যন্ত কিছু দেন নাই এবং তাঁর আদেশ মাত্র করিবার মতন বিশেষ প্রণোভনও তিনি প্রজাদের সন্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই, যাহাতে তাহারা তাহাদের পৈতৃক বাস ছাড়িয়া বিদেশে বিভূঁই হইবে। যখন অমরোক্ষে ফল হইল না, তখন চণ্ডী অকারণে বল প্রকাশের আয়োজন করিতে ব্যস্ত—শক্তির ইহাই স্বভাব, শক্তি ইচ্ছাকে প্রতিহত দেখিতে পারে না, যেন তেন প্রকারেণ স্বেচ্ছাচার করাষ্ট শক্তির ধর্ম্ম।

## গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহ ( ২৪১—২৪৩ পৃষ্ঠা )

### ২৪১ পৃষ্ঠা

কাম—স° কৰ্ম্ম > প্রা° কন্ম > কাম। প্রঃ—

হেন কাম কৈল রাধা তোন্ধার কারণে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বহিনী—স° ভগিনী > প্রা° বহিনী, ভইনী। প্রঃ—

কি কারণে কৈলা ভইন অশক্য কথন।—নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ।

বহিন-বহীন পুত্র কার্তিক গগাই।—শিবায়ন।

সরমা বোহিনীর তুমি করিহ পালন।—কৃষ্ণিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কমলাএ বোলে ভন নাটুরা সুনর।—গোরক্ষবিজয়।

কি কারণে কহ ভৈন অশক্য কথন।

—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল (১৩ শতাব্দী)।

দশ গিরিরাজ্যও বহিন রবে স্বামী লইবে কোলে।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

হাজাহ—স° অর্দ্ধ ধাতু হইতে অথবা কা° হয়জ (=জনাভূমি) হইতে। স° মজ্জ > হাজা ?

মৈলি হজ = পঙ্ক। প্রঃ—

গুণা হাজা গড়িল পশ্চাতে বিপরীত।—শিবায়ন।

কলিঙ্গ দেশ হাজাইতে গঙ্গাকে অমুরোধ করা চণ্ডীর অত্যন্ত অজ্ঞার ও পুষ্কাপর-বিরোধী শক্তির খেয়াল। কলিঙ্গ-রাজা যখন চণ্ডীর রূপে আশ্বাস পাইয়া চণ্ডীর পূজা প্রবর্তন করেন তখন চণ্ডী খুব লম্বাচওড়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন (২৪ পৃষ্ঠা); কিন্তু এখন কলিঙ্গ-রাজের বিনা দোষে তাঁর রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্ত ব্যস্ত হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ চণ্ডী দেখান নাই—চণ্ডীর এই ব্যস্ততা কেবল অধুনা-অমুগ্ধত্বের সুবিধা করিবার জন্ত। তাই ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—

“বড়র শিরিতি বালির বাধ।

কণে হাতে দড়ি কণেকে চাঁদ।”

২৪২ পৃষ্ঠা

হরির দাসী—বৈষ্ণব কবির অন্তরের প্রতিধ্বনি গঙ্গার উল্লি।

হরিপদ হৈতে আসী—(১) মহামেবের হরিশূণ গানে শ্রীকৃষ্ণ দ্বয় হইলে গঙ্গার উৎপত্তি হয়।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩৪ অধ্যায়। (২) আত্মশক্তির ও রাধাকৃষ্ণের অংশ গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলে রাধা কুপিত হন, এবং ক্রুদ্ধ রাধার ভবে গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ভাবের লুকায়িত হন; রাধার শাপে গঙ্গা দ্রবীভূত হইয়া কৃষ্ণপদ হইতে নির্গলিত হন।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ১১ অধ্যায়। (৩) ভগীরথের তপস্যায় বিষ্ণুর দ্বয় পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি।—রামায়ণ। (৪) বামন অবতারে বলিরাজা বামনের পদে যে পাদ্য দান করেন তাহা বামনের অন্তর্ভাবের হইতে ঝলিত হইয়া গঙ্গারূপে প্রবাহিত হয়।—গঙ্গাপুরাণ উত্তরখণ্ড ২৪০ এবং সৃষ্টিখণ্ড ৬২; স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাধ্যায় ১৮। (৫) জগদ্ব্যোমি নারায়ণের প্রবাহার নামক যে পদ আছে তাহা হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছেন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৬ অধ্যায়। (৬) বিষ্ণুরূপী হৃগের বামপাদপদ্মের অন্তর্ভাব হইতে গঙ্গা স্রোতঃরূপে নির্গত হন।—বিষ্ণুপুরাণ ২।৮। দেবীভাগবত ২।১১, ব্রহ্মপুরাণ ৮ ও ৭১ অধ্যায়, ভাগবত স্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ-অংশ।—যেহেতু গঙ্গা কৃষ্ণের চরণ-নিঃসৃত ধারা।

গরব—স° গর্ক। প্রঃ—

মান গরব ধন জনি মিটি যায়।—বিজ্ঞাপতি।

গর্জিনী সে গরবধাকী তিন ছেলের মা।—ঘনরাম।

বালীঘট—বালিতরা ঘট গলার বাঁধিয়া লোকে গঙ্গার জলে মরিবার ভয় হুবে, ঘট বালুকা-পূর্ণ থাকতে ভারী হয় ও ভাসিয়া উঠিয়া পরিভ্রাণ পাইবার পথ বন্ধ হয়।

নিচ পল্ল নাহি ছাড় বরা—গৌরাঙ্গিক দেবীর নিকট সমস্ত পশুপক্ষী বলি দিবার ব্যবস্থা  
 পুরাণে থাকিলেও হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরে গো শূকর প্রভৃতি বলিদান রহিত হইয়া  
 আসিয়াছিল; অল্প দিন আগে পর্যন্ত বৌদ্ধ শক্তিদের কাছে শূকর বলি সুপ্রচলিত  
 ছিল। কবিকঙ্কণের সময়েও আমাদের এই লৌকিক গোঁয়ো দেবতা চণ্ডী শূকর  
 বলি ছাড়েন নাই দেখা যাইতেছে। ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে চণ্ডী আদিত্তে বৌদ্ধ  
 তন্ত্রের দেবী ছিলেন, নয় ত সমাজের নিয়ন্ত্রণের নীচ বলিয়া গণ্য লোকদের দেবী  
 ছিলেন।

করিলা পান সুরা—মহাভারতে ও পুরাণে হর্গাকে বারম্বার “সীধু-মাংস-পশু-প্রিয়” বলা  
 হইয়াছে।

লিয়াছিল জঙ্ঘুমুনি—ঋগ্বেদে (১১১৬।১৯ ও ৩।৫৮।৬) হুইবার জঙ্ঘাবী দেশ ও জঙ্ঘাবী  
 নদীর উল্লেখ আছে। জঙ্ঘাবী জনপদের নদী জঙ্ঘাবী। পরে জঙ্ঘু মুনির  
 উপাখ্যান সৃষ্টি হয় রামায়ণে ও পুরাণে। জঙ্ঘুমুনি মহোত্তরের পুত্র, রাজর্ষি  
 ছিলেন; তিনি যখন যজ্ঞ ব্যাপ্ত তখন ভাগীরথী সাগর-গমনের পথে জঙ্ঘুর যজ্ঞ-  
 সম্ভার ভাসাইয়া লইয়া যান; তখন জঙ্ঘু জুজু হইয়া গঙ্গাকে এক গর্ভে পান করিয়া  
 ফেলেন। পরে ভাগীরথীর অহুনয়ে জঙ্ঘু জাম্ব ভেদ করিয়া (বা কর্ণপথে) গঙ্গাকে  
 নির্গত করিয়া দেন। এবং তদবধি এই নদীর নাম জঙ্ঘাবী।—রামায়ণ। ২।৬  
 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না করি তোমার জল পান—যেহেতু তুমি উচ্ছিষ্ট।

মড়া—স° মৃত > মরা, মড়া। প্রঃ—

পচা-গন্ধ মড়া হএ আইলা নারায়ণ।—শুভপুராণ।

২৪৩ পৃষ্ঠা

বড়াকী—বড় + আকী (আই) প্রত্যয় = বড়র ভাব। তুঃ—লম্বাই-চওড়াই, হি°  
 রাজাই। প্রঃ—

জ্ঞান কর্ম নিম্নি কহে ভক্তির বড়াই।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ঝি-সোহাগী মাগী করে ঝিরের বড়াই।

চাঁদের গারে মলিন আছে বাছার গায়ে নাই॥—শিবায়ন।

দুবনে তুলনা দিতে নাই—এখানে দ্ব্যর্থ আছে—(১) তোমার সমতুল্য নদী জগতে নাই  
 প্রকৃষ্টে (২) অপকৃষ্টে। বৈষ্ণব কবি সাহস করিয়া চণ্ডীর জবাবীতেও গঙ্গার  
 স্পষ্ট নিন্দা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই; সমস্ত প্রসঙ্গটোতেই নিন্দার মধ্যে

প্রকর প্রশংসা চণ্ডী ও গঙ্গা উভয় পক্ষেই করা হইয়াছে। নিম্নাঙ্কল প্রশংসা করিলে ব্যাকস্তুতি অলঙ্কার হয়।

আজ্ঞা কৈলা জলনিধি—চণ্ডীর একেবারে শেষ আপৌল। শক্তির সত্য চেষ্টা প্রবলের প্রতাপে দুর্বলকে দমন করিয়া হুকুম মানাইয়া লওয়া। শক্তি সহ করিতে পারে না যে কেউ তার হুকুম অমান্য করিবে—সে হুকুম যতই অসম্ভব ও অজ্ঞায় হোক না কেন। তাহা হইলে যে শক্তির prestige যায়। প্রকৃতির মধ্যে যেখানে moral purpose নৈতিক আদর্শ নাই,—যেমন অনাগৃহী চরিত্রিক মারী ইত্যাদি—সেইখানকার দেবতা শক্তি—চণ্ডী মনসা শীতলা ওলাবিবি ইত্যাদি।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে মন্দের আদেশে এইরূপ ঝড়টি চইয়াছিল দেখা যায় (৩২ পৃষ্ঠা, ১ম কলাম)।

## সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর গমন

( ২৪৩—২৪৪ পৃষ্ঠা )

২৪৩ পৃষ্ঠা

ইবে—সি অতাপি>আর্ষ প্রাি এবহিঃ>ম° এবহী, ও° এবো, হি° অতী, বা° এবো, ইবে। প্রঃ—

দ্রষ্টক অদর্শনে চহ° টবে আকুল।

—প্রেমদাস ( অপ্রকাশিত পদ্যস্বাবলী )।

বহু টবে সে জানিলাম তোমা।

—ধনঞ্জয় ( অপ্রকাশিত পদ্যস্বাবলী )।

২৪৪ পৃষ্ঠা

কোত্তর—স° কুমার। ও° কোত্তার, হি° কুত্তর। প্রঃ—

রাজার কৌশরী ভৈলী আইহনের রাণী।—ঐক্যকৌশল।

জটা মূল তুলে কুণ্ডর খুইলা একভিত্তা।—শুভপূরণ।

চারি মেঘে—“আবর্তঃ বিদ্ধি সংবর্তঃ পুঙ্করঃ দ্রোণম্ অবধম।” এট চারি মেঘের

গুণ বিভিন্ন—

আবর্ত নির্ঝলো মেঘঃ, সংবর্ত লব্ধবকঃ।

পুঙ্করো তুঙ্করজলো, দ্রোণঃ লতঃপূরকঃ ॥—জ্যোতিষতত্ত্ব।

কালিদাস মেঘদূতে এইসব মেঘের উল্লেখ করিয়াছেন—

“জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্তকানাম্ ।”

ইংরেজী আবহবিদ্যার মতেও মেঘ চার প্রকারের—Cumulus, Stratus, Cirrus, Nimbus.

গজ—চার মেঘের প্রত্যেকের সঙ্গে এক এক জোড়া করিয়া আট দিগ্‌গজ থাকে ; গজ মেঘ হইতে জল লইয়া ছিটাইয়া ছায়।

ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদো হস্তনঃ ।

পুষ্পদহঃ সার্কভোমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ ॥—অমরকোষ।

## মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ

( ২৪৪—২৪৬ পৃষ্ঠা )

২৪৪ পৃষ্ঠা

বরাবর—ফাঁ। নিকটে, সমুখে। প্রঃ—

প্রধান বলে রাখত সকল এ বুদ্ধি নাই আমার বরাবর।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২৪৫ পৃষ্ঠা

মোর বজ্র ভঙ্গকালে—গোপরাজ নন্দ ইন্দ্রবজ্রের আয়োজন করিলে কৃষ্ণ তাহা নিবারণ করেন (বৈদিক দেবতাকে অধীকার)। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র গোকুলে বর্ষণ করিতে থাকেন ও কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরি উত্তোলন করিয়া ছাতা ধরার মতন গোকুলকে রক্ষা করেন।—ভাগবত ১০।২৪-২৫ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ ১০-১১ অধ্যায়; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ড ২১ অধ্যায়; হরিবংশ।

ভুবহ—সঁ বড় > ভুব। অমৃত্যুর হ বিতর্কিত যোগ। প্রঃ—

... ডুবিলে মাইলেন্ত কালক্রি জলের ভিতরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মিত—সঁ মিত্র; ওঁ মিত। প্রঃ—

সবই দিবস তোরা

সম নহি যায়,

বিহি পুন মিলায়ব নীতে।—শিশুশেখর।

তাতল সৈকতে বারি-বিলু সম হৃত মিত্র রমণীসমাজে।—জ্ঞানদাস।

পকাশ বাতে—বাহু উল্লসকাশ সংখ্যক, পকাশ নয়।

২৪৬ পৃষ্ঠা

মল্লার—মল্লার রাগ বর্ষণের রাগ ; কিঞ্চিদন্তী যে মল্লার রাগে বর্ণা নামে । বর্ষার সূচনার  
তাই মল্লার রাগের ব্যবস্থা হইয়াছে ।

কলিঙ্গে ঝড়ঝুটি আরম্ভ ( ২৪৬—২৪৭ পৃষ্ঠা )

২৪৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

চিকুর—স চিকুর = চপল > চপলা বা বিচ্যং ।—প্রঃ—

কালো মেঘের উপর যেন চিকুর পরিশাটি ।

—কুন্তিবাসী রামায়ণ, কিল্কীলাকাণ্ড ।

২৪৬ পৃষ্ঠার মূল

মানিরা—অনুমান করিবা, বোধ করিবা । প্রঃ—

এক তিলে শত যুগ দরশনে মানি ।—চণ্ডীদাস ।

শুনি শুনি দোখ রোখ যব মানিয়ে তৈলধনে উপজরে হাস ।

—গোবিন্দদাস ।

আট মুখে—আট দিকে ; আট দিক হইতেই ।

রড়—স রণ > রড় = গতি । ক্ষতগমন, পলায়ন । পুতু রড় = দৌড় । স লচর >

রড় ? প্রঃ—

ঢেকেরা ফেলাইয়া মরনাক দিল লড়ড় ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

ভঙ্গী দেখি ভর পেয়ে ভীম দিল রড় ।—শিবায়ন ।

উঠিতে উঠিতে বাড়ে উঠে দিল রড় ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

বুলে—স খল খাতু সফরনে > প্রা বোল = পরিভ্রমে । আর্থ প্রা বোলএ । প্রঃ—

তার সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

রাধিকা হারান্ধা বড়ারি বুলে পানে পানে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

২৪৭ পৃষ্ঠা

ঢেহু—? হি ঢেউ, অস ঢো । প্রঃ—

হুকুলর ঢেউ আইসে হুকুল ডাইসাইআ ।—শুভপূঙ্গাব ।

নদীর উপর জলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ ।—চণ্ডীদাস ।



রাএ।—স° রাতা > প্রা° রাতা। প্রঃ—

কি করিতে পারে তোর সে না কংস রাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ঝাঁট গিঅা আগাওঁ আইহন কংস রাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

রাঅা রাঅা রাঅারে অবর রাঅ মোহেরা বাধা।

—চর্যাচর্যাবিশিষ্টর, বৌদ্ধগান ও দোহা।

### ২৪৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

হরিত—সবুজবর্ণ দুর্গাদি উদ্ভিদ ও শত।

বেঙ্গতড়কা—স° ভেক ; স° ব্যঙ্গ—ব্যঙ্গো ভেকে চ হীনাঙ্গে।—মেদিনী। সর্বা° টা° স°

বেঙ্গ, ও° বেঙ্গ, হি° বেঙ্গ। তড়কা—স° তট খাতু আঘাত, তড় খাতু তাড়না ;

ঘরা + ক > তড়াক > তড়কা। তড়কা = আক্ষেপ, বিক্ষেপ, বজ্রাঘাত।

বেঙ্গতড়কা = বেঙ্গের মতন থাকিয়া থাকিয়া তড়াক তড়াক করিয়া লাফাইয়া

লাফাইয়া পড়ে যে তড়কা বা বজ্র।

করীকর সমান—এই উপমা মনে হওয়া স্বাভাবিক, কারণ দিগ্গজেরাই বর্ণন করিতেছে।

দা—স° দাত > প্রা° দাত, দাঅ > দাও, দা = কর্তব্য, কাটারী। প্রঃ—

সাত নারিকলজলে দাখানি পানিঅল।—শ্রুতপুরাণ।

আজ্ঞা দিলেন হর ধান যে দাইতে ( দা দিয়া কাটিতে )।

—শ্রুতপুরাণ।

বাসিলী—বৈ° বাশী ; স° বাসী, বাশী ; পা° বাশী, ও° বাসি ( স° বস খাতু ছেদে )।

বাইস, বাস, কাঠ-কাটা কুঠার-বিশেষ।

পরিচ্ছন্ন—পরিষ্কৃত। পরিচ্ছিন্ন = সীমাবদ্ধ, নির্ণীত, অবধিযুক্ত। ( এখানে পরিচ্ছিন্ন পাঠই হইবে। )

সোড়রে—স° সর > সোমর, সোডর। সরণ করে। প্রঃ—

গোসাঞি° সোঁআরি কাহাঞি° ঝাঁট বাহ নাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

জৈমুনি—জৈমিনি মহাত্মারত ও পূর্বমৌমাংসা দর্শনশাস্ত্র প্রণেতা মুনি। ইনি ও

বৈশম্পায়ন প্রভৃতি অগ্নির চারজন মুনি বজ্রবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জৈমিনিশ্চ স্মরণ্য বৈশম্পায়ন এব চ।

পুলভ্যঃ পুলহশ্চৈব পৈকিতে বজ্রবারকাঃ ॥

প্রচণ্ড-পবনাঘাতে মেঘেয় তুলিতেমু যঃ।

জিঃ পঠেজ্জৈমিনীমো হসি আত্মবো বাগ্য়াদ্ভুযঃ।

তত্ন মাতুল ভয়ং ঘোরং বিহাতীমো হবসীকতি ॥—ব্রহ্মপুরাণ।

মূনেঃ কল্যাণমিত্রত্ব জৈমিনেন্দ্রাণি কীৰ্ত্তনাং ।

বিহাদ-অগ্নি-ভয়ং নাশ্তি পঠিতে চ গৃহোদরে ॥—পুরাণ।

ঝলঝল—স° ঝলঝল = ঝলঝল।

পাড়িতে—স° পাড়িত = নিপাতিত (করিতে)।

ভের—স° ত্রয়োদশ > প্রা° তেরহ। হি তেরহ। প্রঃ—

আমার সঙ্গতি আছে তের ঘর ডোম।—মাণিক গাঙ্গুলি।

গড়া—স° গড়াক = চার সংখ্যক। প্রঃ—

আছিল দেড় বুড়ি খাজনা লৈল পোনার গড়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

খালি জুলি—স° খাত, খল, কুলা > খাল, খালি; তা° কুলম = পুছরিনী। তা°

চুন্নাই, স° চুন্নী > জোল, জুলি। প্রঃ—

খালে জোলে বনে টালে বেড়িয়াছে পক্ষত।—কুন্তিবাসী রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড।

চক্কার গাঙ্গেত বহত খালি জোলি।—শূন্তপুরাণ।

খাল জোর ভরিতে কারণ।—গোরক্ষবিজয়।

হুহুমান—হুহুমান পবনের পুত্র, বাপের সঙ্গে বেটাও ঘর ভাঙিতেছে।

দোলদোল—দলিত দলিত, দলিত মদ্বিত হওয়ার তাব দলদল; স° দল > দোল; দাল—

দাল্যবৎ লবিত।

দলদল দলদল গলে মুণ্ডমালা।—অন্নদামঙ্গল।

কলিঙ্গ অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার সংস্থান এমন যে সাগর হইতে উৎখিত কালবৈশাখী ঝড় (nor'wester) বা সাইক্লোন উত্তর-পশ্চিমে বাহিত হইবার সময় মেদিনীপুরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। Midnapur Gazetteer এক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ১৩টি ঝড় সাইক্লোনের প্রলয়কাণ্ডের উল্লেখ ও বিবরণ আছে।

অতিরিক্ত পাঠ ( ২৪৮-২৫০ পৃষ্ঠা )

২৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

হাখী—স° হখী > প্রা° হখী > হাখী। প্রঃ—

আজার আইহন বীর মরমত হাখী।—ঐক্যকীর্ত্তন।

মহল—(জা°) অট্টালিকার অংশ, বিভাগ।

পালক—স° পর্যাক > প্রা° পলক > স° পালক।

নদনদীগণের কলিক্রমেশে বাত্রা ।

কংসনদী—স কশিা ; কাঁসাই নদী । রত্নবংশে রত্নর দিথিকর-প্রসঙ্গে এই নদীর উল্লেখ আছে (কশিা) ; শিবারণে এই নদীর নাম কোশিকী ; মাধবাচার্যের চণ্ডীতে কংসনদী । বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া হলদী নদীতে মিলিয়াছে ।

মলাকিনী—স্বর্গগঙ্গা—“প্রধান-ধারা যা স্বর্গে সা চ মলাকিনী স্রুতা”।—ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ জাহ্নবীজন্ম-প্রভাবে ৩৪ অধ্যায় ।

চিত্রকূট পর্বতের তলবাহিনী নদী।—রামায়ণ অরণ্যাকাণ্ড ২৫ সর্গ ।

২৭৩, ২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

ভোগবতী—পাতাল-গঙ্গা । ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মলাকিনী তথা ।—শৃঙ্গপুরাণ ।

এক ধারা গেল গঙ্গা পাতালমণ্ডলে ।

ভোগবতী বলে নাম হৈল রসাতলে ॥—কৃত্তিবাসী রামায়ণ আদিকাণ্ড ।

আমোদর—হুগলি জেলার আরামবাগ গড়মান্দারগ ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যবাহী নদ । অধুনা লুপ্ত ।

দামোদর—ছোটনাগপুরের পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া বর্তমান জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উলুবেড়ের দক্ষিণে ও রূপনারায়ণ-ভাগীরথী সঙ্গমের কিছু উত্তরে ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ।

দারিকেশ্বর—দারকেশ্বর, দারকেশ্বর । বাঁকুড়া, বর্তমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের সীমা দিয়া প্রবাহিত । এর অন্ত নাম ধলকিশোর । মানভূম জেলার তিলাবনী পাহাড়ে উৎপত্তি । মেদিনীপুরে শিলাই নদীর সঙ্গে মিলিয়া গিয়া নাম হইয়াছে রূপনারায়ণ । শিলাই—শিলাবতী নদী, মানভূম জেলার উৎপন্ন হইয়া বাঁকুড়ার ও মেদিনীপুরের উত্তর অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘাটালের নিকট দারকেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া রূপনারায়ণ নাম হইয়াছে ।

চন্দ্রভাগা—যে পর্বতে চন্দ্রকে যোল কলার ভাগ করা হয় তাহা হইতে উৎপন্ন নদী (কালিকাপুরাণ ২২ অধ্যায়) । পঞ্জাবের এক নদী Chenab, মুলতান শহর এর তীরে । উড়িষ্যাতেও এই নামে এক নদী আছে ।

নমাব—মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূম পরগনার মধ্যবাহিনী নদী দানাই ।—মেদিনীপুরের ইতিহাস

কুঠাই—?

বগড়ির.....বগা—মেদিনীপুর জেলার উত্তর অঞ্চলে বগড়ি পরগনার মধ্যবাহিনী ছোট নদী বগা।

## ২৪৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

কুমঝুমি—হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকট সাঁকরা ও শিলাই নদীর সহিত মিলিয়া রূপনারায়ণ নাম ধরিয়াছে।

দামামি—স° দন্ত + আমি ( ভাবার্থে প্রত্যয়; তুঃ বাদ্রামি, বোকাми )।

কিয়াই—?

খাণ্ডাই—?

ভারাজুলি—হুগলী ও মেদিনীপুরের সীমা দিয়া প্রবাহিতা নদী।

বুঙ্গরা—ই আই রেল লুণ লাইনের ধারে বুঙ্গরা গ্রামের নিকটের নদী।

বড়া—বড়াই নদ, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চলের নদ; এই নদের তীব্র কবিকঙ্কণের বাসগ্রাম বাসুতা—রায়না খানার নিকট।

মহানদ—(১) মহানদী, কটকের তলবাহিনী নদী; (২) বৃহৎ নদ, বিড়াইএর বিশেষণ।

বিড়াই—বাকুড়া ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদ। দলকিশোর বা দারকেশ্বর নদীর উপনদী।

বাসুতার খানা—(১) ব্রাহ্মণভূমি পরগনার নদী; (২) ব্রাহ্মাইন নদী—বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের নিকটে জলা হইতে উৎপন্ন হইয়া দাইহাটের কাছে ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

পাবন—?

তরঙ্গ—?

বিড়ঙ্গ—?

দিনকরজুতা—সূর্য্যকলা যমুনা।

কুন্তী—(১) হুগলী জেলার নদী, মগরার গাল নামে পরিচিত, অপর এক নাম কাণা নদী, নসরাইএর কাছে গঙ্গার পড়িয়াছে। (২) পারিষদ গিরি চট্টো প্রবাহিত শিপ্রা নর্ম্মনা প্রত্নতত্ত্ব সন্থোদর পৌরাণিক নদী।

বাঁকা—বর্ধমান শহরের নিকট দিয়া প্রবাহিতা নদী; গলসী গানার ধান-ভূমির জলায় উৎপত্তি, খড়ী নদীর উপনদী।

গোমতি—গোমতী নদী অযোধ্যা প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা, লক্ষ্মী নদীর গোমতীর তীরে।

সরসু—মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন অযোধ্যাতলবাহিনী নদী।

হীরাবতী—?

শরবতী—?

কাণা—বর্দ্ধমান জেলার নদী, দামোদরের শাখা। মগরার খালকেও কাণা নদী বলে।

বুড়া—শিলাই নদীর সঙ্গে নাড়াঙ্গোলের নিকটে মিলিত নদী, অগ্র নাম বুড়া।

মুণ্ডেশ্বর—হুগলী জেলার নদী।

২৫০ পৃষ্ঠা

বহুতর রয়া—সিঁ রয়=নদীর প্রবাহ-বেগ। প্রবল-গতি-বিশিষ্ট।

করতোয়া—গোরুর বিবাহকালে হরের করতল-পতিত হোয় হঠতে উৎপন্ন ঋক্ষপর্কত-  
নিঃসৃত নদী, অপর নাম সদানীরা। জলপাইগুড়ী রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলার মধ্য  
দিয়া প্রবাহিতা নদী।

ভৈরবী—(১) ভৈরব নদ, যশোহর জেলায়। (২) ভয়ঙ্করী, কর্ষনাশার বিশেষণ।

কর্ষনাশা—শাহাবাদ জেলার কাটম্বর পাড়া হঠতে উৎপন্ন হইয়া বেহাবের মধ্য দিয়া  
প্রবাহিতা হইয়া চৌসার কাছে গঙ্গায় পড়িয়াছে; এই নদীতে যান করিলে পুণ্য  
লোপ পায় বলিয়া নাম কর্ষনাশা। পূর্ববঙ্গেও কর্ষনাশা নামে একটি শাখা-নদী  
আছে।

সে:নাই—?

বাচদা—হিমাগয় হঠতে নিঃসৃত নদী; সংহিতাকার শব্দের ভাই লিপিত ভ্রাতার  
অনুমতি বিনা শব্দের গাছ হঠতে ফল পাড়িয়াছিলেন বলিয়া শব্দ চৌগোপবাধে  
ভ্রাতৃএর হস্তচ্ছেদন করেন; এই নদীতে যান করিয়া লিপিতের ছিন্ন বাহ পূর্ববৎ  
অশুণ হয়; এজন্ত নদীর নাম বাচদা।

বিপাশা—বশিষ্ঠের শাপে রাজা কল্যাণপাদ রাক্ষস হইয়া বশিষ্ঠের পুত্রদিগকে বিনাশ  
করেন; বশিষ্ঠ পুত্রশোকে কাতর হইয়া আপনাকে পাশ-বদ্ধ করিয়া নদীতে  
নির্দেপ করেন; কিন্তু নদী তাঁর পাশ মুক্ত করিয়া ছায়; সেইজন্ত নদীর নাম  
বিপাশা। পদ্মাবতীর পঞ্চনদের অগ্রতম, ইংরেজী নাম Beas.

এইসব নদীর নাম-তুলিকায় কোনো-রকম শৃঙ্খলা বা ক্রমায় নাই। কতকগুলি  
প্রসিদ্ধ নদীর সঙ্গে অনেকগুলি অথাত স্থানীয় নদীর নাম এলোমেলো মিশাইয়া  
স্থানীয় গ্রামা শ্রেণীদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রেণীভাষ্য বখন  
কিন্তেছিল যে তাদের জানা-শোনা নদীরাও কলিঙ্গ হাজাইতে গিয়াছিল তখন  
তাদের আনন্দ ভয় শিথিল প্রচুর হইয়াছিল নিঃসন্দেহ এবং চণ্ডীর প্রতি ভয় ও  
ভক্তিও হইয়াছিল প্রগাঢ়।

মেদিনীপুর জেলায় বজ্রা ও জলপ্রাবন প্রায়ই হইয়া থাকে ; জেলায় প্রাকৃতিক সংস্থান এরূপ যে অল্প বর্ষাতেই নদী ছাপাইয়া বজ্রায় দেশ প্রাবিত হয়—The district (of Midnapur) is particularly liable to floods from the streams and rivers, which flow down from the hills of the neighbouring districts. If there is a very heavy fall of rain on these hills, the rivers overflow the embankments and cause considerable loss of property. The mouths of the rivers, moreover, are insufficient to discharge the excess water, and consequently many miles of country remain submerged for weeks after a flood.—Midnapur Gazetteer.

ধর্মপূজাবিধানের মধ্যে ( ২৪-৩৫ পৃষ্ঠা ) ও শৃঙ্গপুরানে ( ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা ) নদীসমাপ্তম্বেব এইরূপ তালিকা আছে।

## কলিঙ্গরাজ কর্তৃক বর্ষার শাস্তি (২৪৮—২৫০ পৃষ্ঠা)

২৪৮ পৃষ্ঠা

সাঁত—সং স্রোতঃ>প্রা সোদ>বা সোঁত, সোঁতা। প্রঃ—

সোঁতের সোঁ ওলা ভাসাইয়া কালা কাটিল প্রেমের ডোর।—চণ্ডীদাস।

গোং করে সোঁং ঠেলে ভাটি গাং ছেড়ে।—ঈশ্বর গুপ্ত।

২৪৯ পৃষ্ঠা

শাঙন—সাজিত, সজ্জা। প্রঃ—

জলের উপরে কক ছিষ্টের সাজন।—শৃঙ্গপুরাণ।

ইন্দ্র জিনিবারে কবে এতেক সাজনি।—কবিরাম, উত্তরাকাণ্ড।

২৫০ পৃষ্ঠার অন্তরিত্ত

পাজি—সং পজী, পঞ্চাঙ্গ—যে পুস্তকে বাব তিথি নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চ বিষয়ের আলোচনা আছে।

কাঁধে—সং কক্ষ>প্রা কখ্ণ।

জমু—হি° জনউ, সং যজ্ঞোপবীত। ভূঃ—

সিপাহিন কৌ কাঁধ-মে জনেউ রাখো।—ভূষণ কবি।

এই ব্যাপারটি রুতিবাক্সের অঙ্করণ।—রাবণের যুত্বাণের সন্ধানের জন্য  
হস্তমান

মায়া করি হৈল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ।  
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ ॥  
কক্ষতলে পাঞ্জি পুঁথি ডানি হস্তে বাড়ি ।  
কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা ঘান শুড়ি শুড়ি ॥  
লোলিত চক্ষের মাংস পাকা সব কেশ ।  
মলিন হয়েছে মাংস ছেড়ে গণ্ডদেশ ॥  
কুশম্ভি কুশাম্ভুরী যজ্ঞহৃত গলে ।  
রাবণ রাজার ভয় ঘন ঘন বলে ॥  
জ্যোতিষ গণনে আমি বড়ই পণ্ডিত ।

এই বলে রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত ॥—রুতিবাসী রাঁমায়াণ, লঙ্কাকাণ্ড ।

নবম শনির দোষ—অন্ন-কুণ্ডলীর লগ্ন-স্থান হইতে নবম ঘর ভাগ্যস্থান ; সেখানে পাপগ্রহ  
শনির দৃষ্টি হুর্ভাগ্যচক। শনির দৃষ্টি নবম স্থানে পড়িলে—

মতিস্ তস্ত তিক্ত, ন তিক্তং তু শীলম্ ।  
রতি যোগশাস্ত্রে, শুণো রাজসঃ স্রাং ॥  
সুহৃদ্বর্গতো হঃখিতো দীনবুদ্ধা ।  
শনিধর্মগঃ শর্মকৃৎ সন্ন্যাসং বা ॥—

লোকে উদাসীন সন্ন্যাসী হয়, অর্থাৎ তার সকল সম্পত্তি নষ্ট হয় ।

ভাগ্যস্থানে গতে মন্দে ভিক্ষাশী চ নরো ভবেৎ ।—ভাবকুতূহলম্ ।

শনির এক নাম মন্দ ।

## কলিকবাসিগণের খেদ (২৫১—২৫২ পৃষ্ঠা )

৪\*

২৫১ পৃষ্ঠা

উত্তরায়—স° উর্ক>প্রা° উভ, হি° উভ ; স° রাব, রব>রায়। উচ্চ রবে। বোদ্ধগান  
ও দোহার উর্ক স্থানে উহ প্রয়োগ আছে। প্রঃ—

শিলা দিয়া চাঁদ-মুখে ।

উভ করি দিল মুকে ॥—জ্ঞানদাস ।

উভ করি বান্ধি চাচর চুল।—নিমানন্দ দাস।

মাথায় কঙ্কণ হানি উভরায় কান্দে।—ঘনবাস।

রণ ছেড়ে সুগ্রীব পলার উভরায়।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ভীণ—স° ভিন্ন। প্রঃ—

তিলেক নয়ন-ওত জীউ নাহি সহ

না বহু হুঁ তমু ভীন।—রায় শেখর (অপ্রকাশিত পদাবলী)।

বাল ভিণ একু বাকু ৭ ভুলহ বাকপথ কণ্ঠাবা।—বৌদ্ধগান ও মোহা।

বিল—স° বিল=গর্ত। জলা, হ্রদ।

ডরাই—স° দর=ভয়।

খুয়াছিমু—স° স্থাপি ধাতু।

দেশমুখ—দেশের মুখ বা প্রধান। মহাভাট্ট সাম্রাজ্যের ষাট্ট-নায়কের উপাধি ছিল

দেশমুখ : বোধহয় বগীদের নিকট হইতে বাংলার এই শব্দ গৃহীত হইয়াছিল।

বোল—স° বদ > প্রা° বোল > বোল=বাক্য। প্রাকৃতবাকরণকারগণ বদ ধাতু বিষয়ণ

হইয়া নিয়ম করেন স° কথ ধাতু স্থানে প্রাকৃতে বোল আদেশ হয়।

টোল—স° দোলা > প্রা° ডোলো=শিবিকা। স° টোল=বাদ্যযন্ত্র। ঢুলি বা টোলের

ন্যায় পাত্র।

উঠান—স° উথান প্রাকৃণে।—মেদিনী। হি° উঠন।

উঠানখানার মত ধরে চুট কর্ণ।—কৃত্তিবাস, কিলিকাকাণ্ড।

আথল—স° অস্থল > অথল, অথই=গভীর।

আথল পলিএ দাঅ, বিড়া বঅ লাঅ।—শুভপূরণ।

সাঁতার—স° সস্তর।

চুল—স° চূড়, পা° চুল > পরবর্তী স° চুল=কেশ।

## ২৫২ পৃষ্ঠা

মশাত—আ° মসাহং=পরিমাণ, মাপ। আ° মুসা'দত=সাধ্য।

মসৌল—আ° মসৌল=অত্যাচার।

মাইশর—স° মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), ও° মণ্ডশির, হি° মগসির।

তেয়াই, তেহাই—স° তৃতীয়। হি° তিহাই। প্রঃ—

অন্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই লিলে।—শুভদর।

ভেশন—স° ত্রি > তে=তিন। আ° সন=বৎসর।



ইনাম—(ফা<sup>১</sup>) পুরস্কার। প্রঃ—

রাজপুরে পুরস্কার কত ধন পাব।

ইনামে ময়নামতী অবশ্য আনিব।—ঘনরাম।

সিমুল ইলাম খায় দেই নাই কর।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

ধর শত হেম ভঙ্গা ইনাম মাহিনা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঠাকুর—অপ্রকাশিত স<sup>১</sup> ঠাকুর = শ্রেষ্ঠ। হি<sup>১</sup> ঠাকুর = রাজপুত, ক্ষত্রিয়, নাপিত। ও<sup>১</sup>

ঠাকুর = দেবতা।

ভেলা—বৈদিক স<sup>১</sup> বুধি, পা<sup>১</sup> ভিদৌ, ভীসা > ভেলা ? অপ্রাচীন স<sup>১</sup> ভেলক, ভেল।

প্রঃ—

ঘোবন-মাগরে তোর কাছাঞি<sup>১</sup> ভেলা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আগে নাব ন ভেলা দীসঅ ভস্তি ন পুচ্ছসি নাহা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

ভবসিক্ত তরিবারে রাম নাম ভেলা।—কৃষ্ণিবাস, লঙ্কা কাণ্ড।

সিন্দুড়া—মালব রাগের রাগিণী সিন্দুড়া।

গ্রামবাসীদের সচরাচর যে-রকম হুঃখবিপত্তি ঘটে এই প্রসঙ্গে তা'রই ছবি দেওয়া  
হইয়াছে। এইরূপ বিবরণ অবিকল দ্বিজ হরিরাম ও মাধবাচাৰ্য্যের চণ্ডীতে  
আছে—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ৩১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৫৩—১৫৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ—

বুলান মণ্ডলের গুজরাটে আগমন

২৫৩ পৃষ্ঠা

ধাত্ত গরু টাকা দিয়া—সেকালে নূতন গজা বসাইবার নিয়ম এই প্রসঙ্গ হইতে জানিতে  
পারা যায়।

সিংহাসনে বসিয়াছে...নর্তকীরা নাটে—সেকালের রাজসভার ছবি—কবিকঙ্কণ যে  
রাজসভায় আশ্রয় পাইয়া এই গান রচনা করিতেছিলেন সেই রাজসভারই  
ছবি হয়ত।

সম্বিত—সি সম্বিত=চৈতন্ত ; এখানে সম্বোধন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সি সংবীত=সম্মিলিত ; তাহা হইতে সম্বোধন অর্থ আসিয়াছে। প্রাচীন পক্ষে সম্বোধন পদেব পরিবর্তে সম্বোধ্য প্রয়োগ হইত ; সম্বোধ্য>সম্বিত। প্রঃ—

চুষনে বদন বদন রহ সম্বিত।

—বাসানন্দ ( অপ্রকাশিত পদ্যগ্রন্থাবলী )।

কিসেব—সি কিম্>প্রাি কিস ; ওঁ কিস-অ, কেসনে ; তি কিস, কিসসে ( সি কস্মাৎ ), কিস্ লিয়ে ; ম কশালা ; ইত্যাদি। এইরূপে বা কিসেব, কিসে।

প্রঃ—

কিসেব কারণে তৌ এবে করসি বল।—শ্রীকৃষ্ণকৌন্তন।

কিসেবে বঞ্চক রাধা প্রথম যৌবনে।—শ্রীকৃষ্ণকৌন্তন।

### ২৫৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

পাকনা—ফা পাকনা=বাড়র। প্রঃ—

আছিল দেড় বুড়ি পাকনা লৈল পোনার গড়া।

—মাণিকচন্দ্র বাজার গান।

নৌতুন—সি নতুন, নবতন। অসি নৌতুন, নতুন। প্রঃ—

নৌতন মণ্ডপে দর্শন সমীপে রাণী মাগে পূত্রবর।—শুভপূরণ।

বহিতে সোয়াণ নাতি নৌতুন লেহ।—বিজ্ঞাপতি।

জ্ঞানদাস কহে কাহ্নব পিরিতি নিতি নৌতুন বন্ধ।

## বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু ( ২৫৩—২৫৪ পৃষ্ঠা )

### ২৫৩ পৃষ্ঠা

ভায়া—সি ভাতঃ>ভাঅ>ভায়া। ভাট+ভয়া ( সাদৃশ্যার্থে )—তি ভাটরা>ভায়া>

ভায়া=ভাট সদৃশ। প্রঃ—

মাইল টঙ্কজিত ভায়ি লক্ষণে।—শ্রীকৃষ্ণকৌন্তন।

জ্বিত কুত্তর গতি মধ্ব ভায়া ভায়া বলি ডাকে।

—শশিশেখর ( অপ্রকাশিত পদ্যগ্রন্থাবলী )।

আস্তট—আইসই, এসই। আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, আমার কথা সত্য কি না।

মূলে—মূল্য স্থির করিয়া, ওজন করিয়া। প্রঃ—

বিলায় চৈতন্ত মালী নাতি লয় মূল।—চৈতন্তচরিতামৃত।

কিংবা, আসল মূলধন পুঁজি স্থির করিয়া। প্রঃ—

পালাইলোঁ দান

এড়ান না জাএ

পাইলোঁ মূল আফারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

আছক লাভ মোর, মূলত আফার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চাপ চণ—স° চাষ = কৃষি, ঋমিকর্ষণ। প্রঃ—

চাপ চমিয়া গোসাঞি লাঙ্গল তুলিল।—মৃত্যুপুরাণ।

বই—স° ব্যতীত—অতীত হইলে। সময় বাহিত হইলে, সময় বহিয়া গেলে। প্রঃ—

কুন সব সহৈ

দুই জনা বই

তিন জনা নাহি সয়।—অপ্রকাশিত পদ্যভাবলী।

আম্ব বৈ পরের বচন নাহি ধরে।—জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গল।

শাক্তডীর সেবা বৈ আর নাহি মনে।—ঐ

### ২৫৪ পৃষ্ঠা

হালে হালে—স° হল = লাঙ্গল। প্রত্যেক হালে। প্রত্যেক বুঝাইতে শব্দের দ্বিগু হয়।

তঙ্কা—স° টক, ফা° তন্খা। পরে স° তঙ্কা।

ধর শত হেম তঙ্কা ইনাম মাহিনা।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

পাট্যার—স° পট = জমি ভোগ করিবার জন্য জমিদারের প্রদত্ত অনুমতি-পত্র।

নিশান—ফা° নিশান = চিহ্ন।

বাউড়ি—স° বুদ্ধি = সুদ।

[ ফুটনোট—বাহড়ি—স° বুদ্ধি। দাবড়ি—স° দর্প > প্রা° দপ্প > দাপট (দুস্তুর ভাব) > দাবড়, দাবড়ি = দমন নিমিত্ত তর্জ্জন। বাড়ি = স° বুদ্ধি। খন্দ—স° কন্দ = ফসল। প্রঃ— খন্দ নষ্ট করে গেছে উদাওঁ সাঙে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ]

ডেড়ি—দেড়া সুদ।

ডিহিদারি—ফা° দিহ্ (তুঃ স° দেশ) = গ্রাম; ফা° দার = যে রাখে। দিহ্

দার + বা° ই (উঁব অর্থ-স্বচক প্রত্যয়) = ডিহিদারি—গ্রামের কর্তৃদ্ব।

পার্কণী—পার্কণ বা উৎসব উপলক্ষে দেয় অর্থ।

পঞ্চক—পাঁচ জনের মিলিত ঠাঙ্গা কর বা খাঞ্জন।

গুড়া—? স° গতি, ও° গর, বা° গুড়ি = বৃক্ষকাণ্ড।—মুলাচ্ ছাখাবধির্ গতিঃ।

—হেমচন্দ্র। গুড়ি কাঠ দিয়া নির্মিত নৌকার গোড়া গোলুই বা পাটাতন বা

নোকোর এক ডালি হইতে অপর ডালি পর্যন্ত বিস্তৃত কাঠখণ্ড। তাহা হইতে  
এখানে—নোকোর কাঠাম; নোকোর কাঠাম প্রস্তুত করিবার কর। প্রঃ—

শ্রীফল-কাঠের নোকোপানি মধ্যে জোড় গুড়া।—সুখের গান।

তার পাছে বাওয়াইল নোকা নামে শব্দতালি।

চন্দনকাঠের তার গুড়া আর ডালি ॥—বিজয়শুভ্রের পদ্মাপুরাণ।

চারি পাট চিরী নাম দিল যোথ মাপে।

তাত গুড়া ঘোড়ী দিল তোলকাপে ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নায়ের গুড়ায় ছপানি পা।—বংশাবদন ( অপ্রকাশিত পদ্যস্বাবলী )

স্বজল তরলি খানি প্রবাল মুকুতা মণি

মাঝে মাঝে হীরার গাণনি।

সারি সারি ঘোড়ে গুড়া রতন কাঞ্চে মোড়া

কেরয়ালে বাজত কিঙ্কিণি ॥

—গোবিন্দদাস ( অপ্রকাশিত পদ্যস্বাবলী )

লোণ—স° লবণ > প্র° লোণ। লবণ বিক্রয়ের জন্ত কর। প্রঃ—

জিম লোণ বিলজ্জই পানিএহি তিম ঘরিণী লই চিত্ত।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

শানি—স° শালী=শব্দস্বত্রময়ী পটিকা। ও° সানা। তাঁতের অঙ্গ সরা শলাকার চিকুণী,

ইহার ভিতর দিয়া টানার জোড়া জোড়া হুতা যায়। এখানে সমগ্র তাঁত অর্থে

শানি;—তাঁতের কর, খাজানা। প্রঃ—

তাঁতির তাঁতের সানা লাউসেন বলে।—ঘনরাম।

স° সন্যাস ( বর্ষ ) > সানা—বর্ষ প্রস্তুত করিবার কর। প্রঃ—

গারেতে পরিল শানা মাথায় টোপর।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

স° শানী=বস্ত্রাবরণ, অঙ্গাবরণ। প্রঃ—

তাহার উপরে তুমি চরে যাও সানা।—ঘনরাম।

সানা—? চৌকিদারী (?)।—ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণের টিকা।

ভাত—স° ভূতি > ভাতা=বেতন, কর, শুল্ক।

ধানকাটি—ধান কাটিবার জন্ত শুল্ক।

কমশেকসুরে—? কম শে কসুরে—কসুর বা ত্রাস্তি হেতু বাগা কিছু কম চটেবে। কম

ও কসুর ফার্সী শব্দ। বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ—কলম-কসুরে—( ক° ) লেখনীর

ভুলত্রাস্তি—হিসাবনিকাশে ভুল হওয়ার সম্ভাবনার কিছু বেশী থাকনা আদ্য, টংরেজী

বিলে যেমন লেখা থাকে E. & O. E.=Errors and Omissions Excepted.

সালামী—আ° সালাম=নমস্কার। সেলামী—নমস্কারী, দক্ষিণা, জমিজমা প্রভৃতি  
ক্রয়বিক্রয়ের সময়ে জমিদারকে প্রদেয় টাকা।

বাঁশগাড়ি—বাঁশ পোতা, জমি দখলের চিহ্ন আরোপণ নিমিত্ত কর।

বাব—(ফা°) বিষয়, উপলক্ষ, কর।

কেবা লব পাণ—কে বৃত্ত হইবে, কে সম্মান লাভ করিবে।

বিগ্রহ—(স°) যুদ্ধ, বিবাদ, বিপদ।

## কালকেতুর নিকটে ভাঁড়ুদত্তের আগমন

( ২৫৫—২৫৬ পৃষ্ঠা )

২৫৫ পৃষ্ঠা

ভাঁড়ু—স° ভণ্ড > ভাঁড়ু।

শালা—স° শ্যালক। প্রঃ—মারিঅ শাস্ত্র নগদ ঘরে শালী।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

চিটা—স° √ ছিট > প্রা° ছিট=প্রক্ষেপ; ছিত্ত=স্পর্শ, sprinkle; স° ছটা—  
রেখা। প্রঃ—

চিট্যা ফটা দেখ দূত গলাঅ তুলসী।—শৃঙ্গপুরাণ।

খুড়া—বৈদিক ক্ষুদ্র > স° ক্ষুদ্র (+ তাত) > প্রা° খুদ্র, খুল্ল, খুড্ড > স° খুল্ল, বৌদ্ধ  
স° খুড্ড > খুড়া। প্রঃ—

কার আইল খুড়া গুটা কার আইল পো।—শৃঙ্গপুরাণ।

প্রতিআসে—প্রত্যাশা করিয়া।

কায়ন্ত—২২১ পৃষ্ঠার টাকা দ্রষ্টব্য।

বাড়ী—স° বুদ্ধি > বাড়ী, বাড়ি=হুদ। এখানে দাদন।

বাড়ি—স° বাটী।

আমলহাঁড়ার দত্ত—দত্ত উপাধি বহু জাতির মধ্যে দেখা যায়। কায়ন্ত পুরুষোত্তম দত্ত  
প্রথম বঙ্গে আসেন।

দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে আগমন।—কায়ন্তকুলপ্রদীপ।

কাংসবণিক্ জাতি তাঁহাদের আদি বাসস্থান মাহতা গ্রাম হইতে বিস্তৃত হইয়া  
পরে বে-সব গ্রামে বাস করেন তাহাদের অন্ততম আমড়হড়া।—কংস-  
বণিক্পত্রিকা ১৩৩০ তৃতীয় সংখ্যা ( কার্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ ) ১০৯১ পৃষ্ঠা।

ঘোষ—কোলাঞ্চ দেশ হইতে আদিশ্বর কর্তৃক অনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অশ্রুতম  
মকরন্দ ঘোষের বংশ। ঘোষ উপাধি কায়স্থ ও গোপ উভয় জাতির মধ্যেই আছে।

বসু—কাকুকুন্ত হইতে আগত কায়স্থ দশরথ বসুর বংশীয়।

মিত্র—কায়স্থ কালিদাস মিত্রের বংশীয়।

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।

অভিमाने বাংলির দত্ত যান গড়াগড়ি ॥—কায়স্থকৌস্তভ।

তিন কুল, ছ সমাজ, কায়স্থের লেখা।—কায়স্থকুলপ্রদীপ।

## ২৫৬ পৃষ্ঠা

মোর ঘরে করয়ে ভোজন—আমি এমন কুলীন যে কেউ আমার বাড়ীতে আমাদের রান্না  
খাইতে অপত্তি করে না।

ছি—? ছয়।

বিছন—সি বীজ > বিচ, বিচি, বিচন। শৃংখ্রবাণে—বিচি।

পুড়া—স পুট (=পাত্র) বা পুল (=বাশি)। (১) শৃংখ্রবাজ বপনের পর অল্প  
হটলে যাহা তুলিয়া ক্ষেত্রে পুনঃবপন করা যায়; (২) শৃংখ্র বাপিবীর আধার,  
ওড়া, মরাই; (৩) ভাল, আঁটি। প্রঃ—

পুড়া পারা মস্তক তার পাবক পারা আঁপি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ভাঙা—সি ভন্জ ধাতু। ধান্যাদির ভুষ ছাড়ানো ক্রিয়া। ও বাঁধান ধাতু।

প্রঃ—

ধান ভানতে শিবের গীত।—শিবায়ন।

ঢেকি—ঢক ঢক শব্দ করিয়া নাম? যোগেশ-দাস আন্দাজ কবিগাছেন—ধানকুটি>

ধানকি>ঢেকি>ঢেকি। এই শব্দ বহু প্রাচীন—

সুনিয়া সুনিরাজ বাহন করিল সাজ

ঢেকী-পিঠে করি আবোহণ।—শূন্যপুবাণ।

ঢেকি বাহনে নামিল নারদ সুনিবব।—মাণিকচন্দ্র রাজাবগান।

তেনকালে নারদ সুনি ঢেকিতে চাপিয়া।—মাণিক গাঙ্গুলির ধনুসমঙ্গল।

কুলা—সি কুলা=হৃদ (মেদিনী)। সর্বাংগী সি কুল্লক।

কিবা ভাল কুলাকৃতি লোটা কাণ ভটা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঝকড় বিদ্যার বরে হয় কুলা ঝাটা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

## কালকেতুর প্রতি ভাড়া দত্ত (২৫৭—২৫৮ পৃষ্ঠা)

২৫৭ পৃষ্ঠা

নড়িয়া—স° নড় ধাতু ভ্রংশে ; তা° নড়=চল ; স° লড় ধাতু চলন কম্পন। বোদ্ধগান  
ও দোহায়—চপল, লম্পট অর্থে নাড়িয়া শব্দ আছে। প্রঃ—

মায়ে বলে বিশ্বস্তর যাহ নড় দিয়া।

তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি আন গিয়া।—চৈতন্যমঙ্গল।

গাঙ্গুটি—স° গঙ্গাট, গাঙ্গট=গঙ্গা-চিঙ্গড়ী মাছ। গাঙ্গুটি প্রসঙ্গ=গঙ্গা-চিঙ্গড়ী মাছের  
অঙ্গচেষ্টার অমুকরণে লম্বা লম্বা হাত পা নাড়িয়া।

কণা-কথা—স° কণ, কণ=শব্দ করা। কাঁসার পাত্রে আঁঘাতের ন্যায় তীব্র অথচ সূক্ষ্ম  
শব্দের কথা। তুঃ—

ফণিরাজ ফণফণি কঙ্কণের কণকণি

নানা অলঙ্কার ঝলমল।—ভারতচন্দ্র।

তাড়—স° তাটঙ্ক=বাহুব্ধরণ। প্রঃ—

সোনার নূপুর তাড় বালা।—জ্ঞানদাস।

বালা—স° বলয়, তা° বৈল=বেষ্টন।

নিশয়—স° নি (সম্যক্, নিশ্চয়, নিয়ত, নিবেশ)+শয় (শয়ন, নিদ্রা)=নিশ্চিত  
নিদ্রায় নিমগ্ন।

ছাইয়াপত্র—স° ছায়ামিত্র=ছত্র, ছাতা।

য়েক ছাইয়াপত্র লব=আমি একচ্ছত্র অধিকার লইব।

বন্দে বন্দে—ফা° বন্দ, স° বন্ধ—দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সমষ্টি পরিমাণ ; খণ্ড। বন্দে বন্দে—  
মাণ নির্দিষ্ট করিয়া, খণ্ডে খণ্ডে, প্রণালীবদ্ধ ভাবে, কেতা-মাফিক। প্রঃ—

পচিশের বন্ধ যেন ঘর একধান।—কৃত্তিবাস।

খন্দ—স° কন্দ=শস্ত্র, ফসল। প্রঃ—

ধন্ধ নুর্ধ করে যেকু উদাওঁ সাণ্ডে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ধন্ধ—স° ধন্দ, হি° ধুন্দ (কাপসা, অম্পট)। ধাঁধা, বিবাদ, বিষয়কর ব্যাপার,  
সন্দেহ। প্রঃ—

নিকুঞ্জ-মন্দিরে আছু কি হোরল ধন্দ।—বিদ্যাপতি।

এ বড় লাগল ধন্ধ।—চণ্ডীদাস ॥

স° ধনদ (ধনদাতা), হি° ধান্দা, ও° ধন্দা=অর্থোপার্জননের চেষ্টা।

নাগা—সিঁ নথ > হিঁ নাগা, বাঁ নাগা = উলঙ্গ। হিঁ নাগা = আটক, অল্পবৃত্ত। ফাঁ

নাগাহ্ = অকস্মাৎ, হঠাৎ। ফাঁ নিগাহ্ = দৃষ্টি।

দাগা—সিঁ দাহ > প্রাঁ দাঘা; আঁ দাঘা। আঘাত, পৌড়ন, রেশ, প্রবন্ধনা। প্রঃ—

নারীহীন পুরুষ শেয়েছে বড় দাগা।—শিবায়ন।

মনে মনে করে বেটা দাগাবাজ বাড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

দেয়ান—ফাঁ দৌয়ান = রাজসভা, বাড়িমহৌ। প্রঃ—

খালিগা দেওয়ান কাজি খোজাব প্রধান।—বিজ্ঞ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

আজি আমি শুনিছ দেয়ানে সব কথা।

রাজার আজ্ঞার ভেট নোকা আটসে তেথা ॥—চৈতন্যভাগবত।

ভেটের—ভেট = উপাধি-বিশেষ; অথবা ভাট শব্দের সন্ধীর একবচনে ভেটের। তুঃ—

চেলের পোকা, ডেলের পুদ, মেগের কাছে পেগের বড়াই।

বেটা—সিঁ বটু, বীত (প্রসৃত), অথবা পুত্র হঠাতে নিষ্পন্ন শব্দ। প্রাঁ বিটো। প্রঃ—

হামি ত রাজার বেটা নামে ব্রহ্মচারী।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আজ্ঞার কোটাল বেটা কাল সম খায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হরি হরি প্রাণ গেল করি বেটা বেটা।

সে বেটা মায়ের বকে মেবে বার জাঠা ॥—ঘনরাম।

শুনিয়া অঘির কথা বেটা পার জাস।—কান্তিবাস, লক্ষ্যাকাণ্ড।

চিঠা—সিঁ চিট ষাতু প্রেরণে। যে লিপি প্রেরিত হয়; ভবিষ্যতী সেরেস্তার গ্রামের

জমির হিসাবের কাগজ পত্র। প্রঃ—

গোদা যমের নামে চিঠি ছাওলাত কৈরে দিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

## ২৫৭ পৃষ্ঠার ফুটনোট

করজ—ফাঁ করজ্ = ৭৭। প্রঃ—

ভুশত লইলা টাকা বাশশ মোহর।

করখা লইয়া এলো বাইত্বির দর ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঢালাও—খারা-ক্রমে, প্রচুর।

খত—আঁ খৎ = রেখা, আঁচড় > কলমেব আঁচড় > তমস্ক, দলিল। প্রঃ—

দোয়াত খত কলর বোগাটেল আনিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ছেয়া—সিঁ ছেদ = বণ্ড, টুকরা।



কাচা—স° কচ্ছ, হি° কাছটি। ছোট কাপড়। প্রঃ—

তখন সাজায়ে মাচা কলসী কাচা

বিদায় দিবে দণ্ডীর বেশে।—রামপ্রসাদ।

ভাচা—স° ভূতি=ধান ভানার বেতন, ভানিবার ধান।

মুকা—স° শুক শব্দজ নাম।

হব—হইবে, ১ম পুরুষের একবচন।

দেশমুখ—দেশমুখা, দেশনায়ক। মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের প্রধান এক কর্মচারীর উপাধি

ছিল দেশমুখ; এই শব্দটি মহারাষ্ট্র বর্গীদের কাছে পাওয়া বোধ হয়।

রাখাল—স° রক্ষা>প্রা° রখ্ণা>রাখ; রাখ+আল=রাখাল=রক্ষক। অথবা

স° রক্ষপাল>রাখাল। হি° রখওয়াল, রখওয়াল; ও° রখুআল। প্রঃ—

আমি নহি এখানে চণ্ডীর রাখআল।—সীতারামের ধর্মমঙ্গল।

নান্দের ঘরের গরু রাখোআল

তা সমে কি মোর নেচা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

খাণ্ডা—স° খড়্গ। যাহার দ্বারা খণ্ডিত করা যায় তাহা খণ্ডা, খাণ্ডা। প্রঃ—

বাম হাতে পর্পর দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা।—কৃত্তিবাস।

বহড়ি—স° বধুটী; স° বধু+তে° টী প্রত্যয়=বধুটী।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মঙ্গলদাস। বধু>

প্রা° বহু; বহু+তে° টী অথবা ভী=বহুড়ী, বহুড়ী। প্রঃ—

সুসুরা নিদ গেল, বহুড়ী জাগঅ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

বড়ার বহুআরী আক্ষে বড়ার ঝী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুআরী।—কৃত্তিবাস, অঘোধ্যাকাণ্ড।

ভাণ্ডা—স° ভাণ্ডাগার>অপ্রাচীন স° ভাণ্ডার=কোবাগার, ধনাগার।

মোক্ষ—স° মুখ্য=প্রধান।

শহর—ফা° শহর=নগর। প্রঃ—

হাড়ি রাজা চলিয়া গেল পরদেশ সহরত।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

## ২৫৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট।

আণ্ডা—স° অগ্রে>প্রা° অগ্গে>বা° আগে, আণ্ডা। প্রঃ—

আণ্ড গিয়া রাবণের গলে দিব ফাঁস।—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড

তাক দেখি মোর পাঅ আণ্ড নাহি সরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নফর—ফা° ভৃত্য, দাস। প্রঃ—

নফর হইয়া কালু যায় নিজ বাস।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

## মুসলমানগণের আগমন ( ২৫৮—২৬০ পৃষ্ঠা )

২৫৮ পৃষ্ঠা

লইয়া নীরের পান—পান দেওয়া ও লওয়া কষ্টে নিয়োগ ও কষ্টভার গহণে অস্বীকারের  
প্রতীক ছিল। এখনো গ্রামে পান স্থপারি দিয়া নিমন্ত্ৰণ করা হয়। ১৬৮ পৃষ্ঠা  
দ্রষ্টব্য।

পান—সে পর্ণ > প্রা পর্ণ > ও তি ম বা পান। প্রঃ—

বাম বাম বলিয়া পানব খিলি ঢালিয়া ফেলাইল।—মাণিকচন্দ্র বাজার গান।

মুছলমান—আ মুসলমান=ধর্মাবিশ্বাসী; মহম্মদ-প্রচারিত ধর্মাবিশ্বাসী। স স্থানে চ  
হটয়াছে।

পশ্চীমে—সে পশ্চিমে। ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানী তীর্থ মক্কা পশ্চিমদিকে; এষ্টজন্ত  
ভারতীয় মুসলমানের কাছে পশ্চিম দিক পবিত্র। মুসলমানদের পবিত্র পশ্চিম  
দিকে বাস করিতে দিয়া তাহাদের মনস্তৃষ্টি ও সম্মান করা হইল। ইতার দ্বারা  
প্রজাচ্ছন্দ্যমুদৌ রাজার আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে।

চাপিয়া—সে চাপ=চূর্ণ করা; সে চাপ দাতু=চক্ষণ করা। >ভার দেওয়া, জোর  
দেওয়া; কোনো কিছুর উপর আরোহণ করিলে তাতে চাপ লাগে; এষ্টজন্ত গৌণ  
অর্থ—আরোহণ, চড়া। ও ছপ, তি ছাপ, ম চেপ। প্রঃ—

তরনি চাপিয়া ডান বৈকুণ্ঠ আর।—শূন্যপুরাণ।

বাম দাতিব চাপি মিলি মিলি মাগা।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

তাজি—ফা তাজি=আরবী। আরবী দোড়া। প্রঃ—

বড় বড় তাজী ঘোড়া করি নানা সাজ।—দ্বিজ বংশীবাদনের মনসামঙ্গল।

অবিসার অঙ্গ লয়ে আরোহণে তাজি।

মার মার করিয়া চলিল মন্দ গাজি ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

সইদ—আ সৈয়দ=মহম্মদের বংশের লোক; শ্রেষ্ঠ মহৎ ব্যক্তি।

হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ।

সৈয়দ হাসন কাজি বসি বিছানাত।—দ্বিজ বংশীবাদনের মনসামঙ্গল।

সৈয়দ মোল্লা যত লেখাঘোথা নাট।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

শেখজাদা সাজিল সৈয়দ সম কাল।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মলনা—আ মোলানা=আমাদের প্রভু; মুসলমানদের সম্বাস্ত্র উপাধি। প্রঃ—

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হটল সেক,

পূরন্দর হটল মলনা।—শূন্যপুরাণ।

মোজানার হরিষ অন্তর ।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য

কাজি—আ°। মুসলমান বিচারক। প্রঃ—

গনেশ হইআ গাজী কাজিক হৈল কাজি

ফকির হইল্যা জত মুনি ।—শূন্তপূরণ।

হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ ।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল

শুনিয়া বলেন রায়—দোহে যদি রাজী ।

কি করিতে পারে তবে মীর মিঞা কাজী ॥—ঘনরাম।

কিন্তাব কোরাণ পড়ি করে কাজিয়ালা ।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল

খইরত—আ° খয়রাত=ভিক্ষা, দান। প্রঃ—

রাজকর খরচ খয়রাত হেন জানি ।—ঘনরাম।

হালনহাটি—আ° হাসম (=সততা, দোন্দর্য্য; খলিফা আলীর পুত্র, মহম্মদের দৌহিত্র,

কাব্বালার মুক্কে হাসন ও হোসেন দুই ভাই নিহত হন)+হাটি (স° হট্ট>হাট;

হাট+ই কৃত্তার্থে বা সম্বন্ধার্থে)=হুম্মর বা সৎ হাট বা গ্রাম; হালনের নামে

গ্রামের নাম। তুঃ—

লক্ষিণে হোলেনহাটি গ্রামের নিকট।

—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (১৫ শতাব্দী)।

দ্বিজ হরিরামের চণ্ডী প্রভৃতিতেও এইরূপ মুসলমান বাসের বর্ণনা আছে ।—

হাসনহাটীর মাঝে সৈদ লকল রাজে ।

মুধুনীতে—স° মুক্কা (মুক্কা, মুক্কা)>মুধুনী, অস° মুখ=ঘাটা মুক্কাই অবস্থিত থাকে—

ঘরের চালের মট্কার কাঠ। তুঃ—ও° মুক্কাই=গৃহপতি।

## ২৫৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট।

পাটী—স° পাটক: গ্রামার্কে ।—হেমচন্দ্র। পাটক: কটকান্তরে ।—মেদিনী। পাড়া।

স° পট, পট্টী>পটী, পাটী=দীর্ঘ অন্ন-পরিসর ভূমিখণ্ড।

## ২৫৯ পৃষ্ঠা

কজর—আ°। প্রত্যাষ, প্রভাত।

বিছায়া—স° বিস্তার (বি+স্থ>বিস্ত>বিছা থাতু)। ও° হি° বিছা। বিস্তৃত করিয়া।

প্রঃ—

কিশলয়ে শয়ন বিছাইঅ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পাটী—স° পট্টী। পট্ট: পেষণপাশে ত্র্যাদীনাক্ষ বন্ধনে ।—মেদিনী। লক লক কালি

কালি গাছের ছাল বুনিয়া বে শবা প্রস্তুত হয়। স° পংক্তি>পাটী। প্রঃ—

শীতল পাটী বিছাইয়া দিমু বালিসে হেলান পাও ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মেখে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া কুল কাটা।

ফেলিল শালক পার পাঠাইল পাটা ॥—ঘনরাম।

পাঠাবরি—পাঁচ বেরি হইবে; পাঠের ভুলে পাঠাবরি হইরাছে। প্রঃ—

উত্তম বিছানা পায়া পশ্চিমের সুখ চৈয়া

পঞ্চ বার কর এ নেমাজ।—বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

নামাজ—আ° নমাজ = কোবান্-নির্দিষ্ট মুসলমানের ঈশ্বরোপাসনা। প্রঃ—স নমস।

প্রঃ—

শুভ ঘরে নমাজ কি কাজ আছে তাহে।—অন্নদামঙ্গল।

ছিন্নমালী—সোলেমানী। আ° সুলেমান (Solomon) প্রবর্তিত উপমাণা, তদ্বি মালা।

তুঃ—নবাব ছোলেমান গররানি নাম পাঠান ছোলেমানের।—রামধাম বসুর রচিত রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র। তুঃ—

উঠিয়া প্রভাতকালে তদ্বি লইয়া করে

উপ করে কারে নাঞি শঙ্কা।—বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

পীর—কা° পীর = বৃদ্ধ; মুসলমান পণ্ডায়া; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; মহাপুরুষ। প্রঃ—

পীরের ফরতা পড়ি হাত দিয়া পুছে দাড়ি।—বিজ হরিরামের চণ্ডী।

পেকাশ্বর—আ° পরধাম = খবর, সংবাদ; আ° পরধাশ্বর = যিনি ঈশ্বর-প্রেরিত স্বর্গদূত ঈশ্বরের ধর্মসংবাদ বহন করিয়া আনিয়া পৃথিবীতে বিতরণ করেন। প্রঃ—

ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাশ্বর

আদম্ভ হৈল সুলপাণি।—শুভপুরণ।

মোকাম—আ° মকান = বাড়ী, আস্তানা, মন্দির। প্রঃ—

মগ হয়ে মোকাম করিল নদীতটে।—ঘনরাম।

মহানন্দ পার হয়ে কটকে মোকাম।—অন্নদামঙ্গল।

বসিল মোকাম দিয়া ব্রহ্মাবীর তীরে।—মানিক গাঙ্গুলি।

সাঁজ = স° সন্ধ্যা > প্রা° সন্ধ্যা > সাঁঝ, সাঁঝ, সাঁজ = সন্ধ্যা। সাঁজ দেওয়া = সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জালা।

সাঁজা বেহ গতি ভাই অনিন্দিত মন।—শুভপুরণ।

পীরের মোকামে দেই সাঁজ—পীরের আস্তানার সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জালিয়া দেয়—পূণ্য হইবে এই বিশ্বাসে।

সাঁঝার বেলে সাঁঝা দিলে হ এ স্তমঙ্গল।—শুনাপুরণ।

মসজিদে দেই গৈয়া সাঁজ।—বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

বিশ—স° বিংশ। প্রঃ—

নরা গজা বিশাশয়।—খনার বচন।

রতন জলিছে ঘরে বিশাশয় বাতি।—গোবিন্দচক্রের গান।

বেরাদার—ফা° বিরাদার। তুঃ—স° ভ্রাতৃ, ই° Brother, লা° Frater, যে  
Frere, গ্রী° Phrater. জাত ভাই, সমধর্মী, স্বসমাজীয়।

কেতাব—আ° কিতাব=পুস্তক। প্রঃ—

তকাই নামে মোল্লা কেতাব ভাল জানে।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

কোরান—আ° কুরান=পুস্তক; মুসলমানের প্রধান ধর্মপুস্তক, বার মধ্যে মহম্মদ-প্রচারিত  
ঈশ্বর-বাণী সংগৃহীত আছে। প্রঃ—

কিতাব কোরান পড়ি করে কাজিয়ালা।—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

কেতাব কোরাণে তার বড়ই অভ্যাস।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

শিরদী—ফা° শিরীনী=মিষ্ট খাদ্য। ফা° বীর (স° ক্ষীর)=দুগ্ধ। শিরীনী=দুগ্ধ শর্করা  
মিশ্রিত নৈবেদ্য দেবভোগ।

মার শির্গি মেনে নাহি দিল বেনে

পুষ্ক বিবরণ কই।—অযোধ্যারামের সত্যনারায়ণ-কথা।

না খায় পীরের ছিন্ন ভয় ঠাঞি ঠাঞি।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

বাটে—স° বণ্ট খাভু বিভাজনে। প্রঃ—

যতনে যতেক ধন পাপে বাটাইলু।—বিষ্ণুপতি।

দাগড়ি—স° দাগড়=দামামা, আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

মার মার বলিয়া দগড়ে দিল কাটি।—কুন্তিবাস।

ঘন রোল দামামা দগড়ে পড়ে ঘা।—ঘনরাম।

ঢাক ঢোল কঁাসর দগড় বীণা বেণী।—শিবায়ন।

নিশান—ফা° নিশান=চিহ্ন; ধ্বজা, পতাকা; সঙ্কেত। প্রঃ—

ঘরে সহি শুনি যবে বাশির নিশান।—চণ্ডীদাস।

বাধিতে নিশান কালু দিল চুণ-ফোটা।—ঘনরাম।

নিশান নাহুে কোনো রকম বাজনা ছিল বোধ হয়, কারণ আমরা পাই—

সাজ রে সাজ রে নিশান ফুকরে

নাগরায় ঘন পড়ে কাটা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বিনা বায় শব্দ বাজে দণ্ডীর নিশান।

—সীতারাম রায়ের ধর্মরাজের গীত

যদি ঘট বাঁধে তবল নিসান।

বহিরা শব্দ শুনৈ নহি কান :--কবীর।

দানিসবন্ধ—ফা দানিশ মুন্ = বিজ্ঞ, পণ্ডিত, ধাঙ্গিক।

ছন্দ—স<sup>১</sup>/ছদ্ / ছন্দ—আচ্ছাদনে। যাঁহী অত্বে আচ্ছাদন করে তাঁহী ছন্দ,—চলনা, প্রবন্ধনা।

রোজা—ফা<sup>১</sup> রুজাহ্ = উপবাস। মুসলমানদের রমজান মাসেব পালনীয় উপবাস-বত।

প্রঃ—

দেব দেবী পূজা বিনে কি হবে রোজায়।—অগ্রদামহল।

কব্জ দেশ—কাষোজ-দেশবাসীর নায় মুণ্ডিতশির।

প্রাচীন ভারতে কাষোজের অবস্থান নিয়েকু প্রোকটি হইতে জানিতে পাৰা

গায় :—

“কাষোজ-দেশো দেবেশি বাজিবাশিপরাগঃ।

বৈবর্ভদেশাদ উক্কক ইন্দ্র প্রত্যাহ দক্ষিণে।”—( শক্তিসঙ্গমতয় )

শ্রীবিজয়রূপক রায়।

“ভারতের ভূগোলে এক সময়ে দুইটি কষোজ লিপিত হইয়াছিল,—একটি বর্তমান ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, অপরটি পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। প্রথমটি মুসলমান অধিবাসী কড়ক অধ্যুষিত, অপরটি সুবিশাল হিন্দু ও বৌদ্ধ কৌর্দিত পরিপূর্ণ। \* \* \* প্রথমোক্ত কষোজই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান গ্রন্থকারেরা ইহাকে কষোজ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আজকাল কেহ কেহ তিব্বতকে কষোজ নামে নির্দেশ করিতেছেন।”—সাহিত্য, ফাঙ্কন ১৩১৯। শ্রীনরেন্দ্রকিশোর গুপ্ত।

কষোজ বর্তমান ক্যাম্বোডিয়া ( Cambodia ) শ্রামবাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা ঠিক ভারতবর্ষে নহে। তখনকার ভারতবর্ষ এখন অপেক্ষা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে অনেক বড় ছিল, কিন্তু এখন ক্যাম্বোডিয়া কিংবা কষোজ ভারতবর্ষে আছে বলিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।—শ্রীমদ্রথনাথ চৌধুরী।

রঘুবংশে রাজা রঘুর দ্বিগ্নিভয়ে তাঁহার নিকট কষোজ নরপতিদিগের পরাজয়ের কথা উল্লেখ আছে। রঘু পারস্ত-বিজয়ের পর সিদ্ধনদীর তীর দিয়া উদীচ্য নরপতি-দিগকে পরাজয় করিবার মানসে ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কষোজ প্রদেশে উপস্থিত হন। পূর্বে পারস্তদেশ ভ্রমধাশাগর হইতে সিদ্ধনদীর পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাবীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়েও পারস্ত রাজ্যের সীমা এইরূপ ছিল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে পারস্ত রাজ্যের পূর্বসীমায়

সিন্ধু নদীর তীর দিয়া উত্তর দিকে যাইলে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে আসা যায়। রঘু সিন্ধুতীরস্থ হৃণদিগকে পরাস্ত করিবার পর কাষোজ আক্রমণ করেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কাষোজ ভারতবর্ষের সীমার পরপারে ঠিক উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। কাষোজ মহাবীর আলেকজান্ডারের সময়েই বাস্ত্রীয়া প্রদেশ নামে অভিহিত ছিল এবং ঐ প্রদেশ আলেকজান্ডার অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ প্রদেশ সেলুকাসের শাসনাধীন হইয়াছিল। সেলুকাসের সহিত মোর্যাবংশীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাতে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে পঞ্জাবস্থিত গ্রীক অধিকার ও কাবুলপ্রদেশ ছাড়িয়া দেন এবং কাবুল-প্রদেশের উত্তর-পশ্চিমস্থ বাস্ত্রীয়া প্রদেশ ছাড়িয়া দেন এবং কাবুলপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমস্থ বাস্ত্রীয়া প্রদেশ নিজে প্রাপ্ত হন। মহাভারতের সময়ে এই প্রদেশের নাম বাল্লিক রাজ্য ছিল। আধুনিক নাম “বল্ক” এবং আফগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাল্লিক, কাষোজ, বাস্ত্রীয়া ও বল্ক একই রাজ্য, তবে বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছিল, এবং এই প্রদেশ যে সকল সময়েই একই সীমার ভিতর আবদ্ধ ছিল এরূপ কথা বলা যায় না,—সময়ভেদে আরতনের বৃদ্ধি অল্পসারে সীমার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।—শ্রীভ্রজেন্দ্রনাথ সিংহরায়।

হরিবংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা সগর রাজ্যে অল্পস্থিত থাকার কালে কতকগুলি বহির্ভারতীয় জাতি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল; রাজা ফিরিয়া আসিয়া তাদের পরাজিত ও দণ্ডিত করেন—

অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডরিয়া ব্যসর্জয়ং ।

যবনানাং শিরঃ সর্জং, কাষোজানাং তুধৈব চ ॥

ইহা হইতে এই জানা যায় যে যেদিকে শক ও যবনদেশ-দেশ, সেই দিকে কাষোজ; ও সেই দেশের লোকেরা সমস্ত মাথা নেড়া করে।

রঘুবংশে দেখা যায় যে রঘু দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সিন্ধুতীর দিয়া কাশ্মীরে অতিক্রম করিয়া হৃণ দেশ জয় করেন ও তার পর কাষোজে যান এবং কাষোজ হইতে হিমাগরে উপস্থিত হন (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ ৬৭-৭১)। কালিদাসের বরুণ নিতুল ভূগোল-জ্ঞান ছিল দেখা যায়, তাতে এই জানা যায় যে কাষোজ দেশ কাশ্মীরের উত্তরের কোনো দেশ।

প্রাচ্যবিদ্যারহর্ষব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনুমান করিয়াছেন যে কাষোজ মধ্য-এসিয়ার বর্তমান পারস্তের নিকটে ছিল; পরে সেখানকার লোক ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাষে উপসাগরের সন্নিহিত জনপদে আসিয়া বাস করে ও সেই দেশ কাষোজ নামে খ্যাত হয়।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে আফ্গানিস্তানই কাবোজ।  
বাস্তবিক ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত পুস্তকে প্রকৃতরূপে বন্যোপাধার কাবোজ প্রদেশকেই  
কাবোজ বলিয়াছেন।

হিন্দুকুশ ও কারাকোরাম পর্বতমালায় আছে কোর্মান্জ কামভেজী ও কাবোজ  
নামে শিরাপোষ জাতি বাস করে; তাদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ঐ জাতিরা  
মুসলমানদের ভয়ে কান্দাহার-সমিহিত দেশ হইতে পলাইয়া হিন্দুকুশ ও কারাকোরাম  
পর্বতে আশ্রয় লইয়াছে। নাম-সাদৃশ্য হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন এরাই  
প্রাচীন কাবোজ জাতি, কাবোজ দেশের লোক।

অশোক-অনুশাসন হইতে জানা যায় যে অশোক প্রচারক পাঠাইয়া চিমালয়-  
সমিহিত বহু দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন; সেটসব দেশের অন্যতম কাবোজ।  
নেপালের লোকেরা এখনও তিস্ততকে কাবোজ বলে (Foucher, *Iconographie  
Bouddhique*, p. 134)। সেইজন্য ভিন্সেন্ট স্মিথ তিস্ততকেই কাবোজ  
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (Vincent Smith, *Early History of India*, p.  
173, 2nd ed.)।

কেহ কেহ দক্ষিণ-পশ্চিম কান্দাউর রাজ্যটির (রাজাপুর) নামক স্থানকে কাবোজ  
বলিয়া সনাক্ত করিতে চাছেন।

দশ রেখা টুপি—দশ-কলিরা টুপি; দশ টুকরা ত্রিভুজ মন্দিরাকৃতি কাপড় পাশাপাশি  
সেলাই করিয়া জুড়িয়া টুপি করিলে যে টুপিতে দশটি সেলাইএর দাগ বা রেখা হয়।  
A cap having ten stripes.—J. N. Gupta's Bengal in the Sixteenth  
Century.

টুপি—সংস্কৃত পৃথগ্ > পাণ্ডিটোপ > সিংহলী, মালয়ী, হিঁ টোপ, টোপী; ও° টোপি।  
তুর্কী ফোটা > বর্ণবিপণ্যে টোপা > টোপ, টোপী, টুপী। তুঃ—গ্রীক *topos*,  
ইং *top*। প্রঃ—

ধর্ম হৈল জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি।—শূরপুরাণ।

পাণ্ডজামা নিয়া টুপী পরি কটীবদ্ধ।—বিজয় বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

উজার—কা° উজার = অধোবস্ত্র, পাজাব। প্রঃ—

ভক্তক দেবভাগন সন্তে চর্যা একমন

আনন্দেত পরিল উজার।—শূরপুরাণ।

অধোবস্ত্র উজার উজার অধোদেশে।—ঘনরায়।

পরিধান উজার আমার দেখ সব ভাঙ্গা।—বিজয় ভূপের মনসামঙ্গল।



দৃড় নাড়ি—দৃঢ় নারী। মুসলমান মহিলারা দৃঢ় ও ঠোঁড়ার পরে।

খালী—আঁ। শূণ্য। প্রঃ—

আমি নারী বোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

সারিয়া—স+ণিচ=সারি খাতু অপসারণ। জোরে বাড়ি মারিবার জন্ত হাত পশ্চাৎ

দিকে অপসৃত করিয়া। তুঃ—

দূরে থাকিয়া কেহ মেলিয়া মাঝে ঢেলা।

—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (১৫ শতক)।

ডাঁড়া—সঁ দণ্ড > হিঁ ডাণ্ডা > বাঁ ডাঁড়া=লাঠি। তুঃ—শিরডাঁড়া।

মুরিদ—আঁ। মুসলমান তাপস; মুসলমান ধর্মগুরু শিষ্য।

দোয়া—আঁ। আশীর্বাদ।

ভেক—সঁ বেশ > হিঁ ভেঘ > ভেক। মঁ ভেশ, ভেঘ। প্রঃ—

তোজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক,

পুরন্দর হইল মলনা।—শূত্ৰপুৰাণ।

সেখ—মুসলমানদের চাঁর প্রধান জাতি—সৈয়দ সেখ মোগল পাঠান। আঁ শেখ=

মহম্মদ-বংশীয় মুসলমান, মুসলমান পুরোহিত।

বীরের সম্মান পায়্যা পশ্চিম দিগেতে গিয়া

বস্ত্রে যত মোগল পাঠান।

চাঁসনহাটীর মাঝে সৈদ সকল রাজে

সেক-জাদা বৈস্ত্রে পায়্যা পাণ ॥

—দ্বিজ দরবারের চণ্ডীকাব্য (দীনেশ-বাবুর মতে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর পূর্ববর্তী)।

সেখজাদা সব চলে যেন গজরাজ।—দ্বিজ বংশীবদন।

কালা—ফাঁ কুলাহ=উপড়-করা উঁটা ঠোঁড়ার মতন কোণ-উঁচু-করা টুপী। অথবা

কাল রঙের।

পাগ—সঁ প্রাণ > প্রাঁ পগ্গহুমাঁ পগ্গ, পাগ; হিঁ পাগড়ী। মঁ ওঁ অসঁ তেঁ

পাগ, পাগড়ী। প্রঃ—

ওহে পাগধারী, পাসরেছ নবীন কিশোরী।—চণ্ডীদাস।

শোভিল অগুন পাগ মস্তকমণ্ডলে।—কৃত্তিবাস।

তিষ্ঠা হেন পাগ মাখে মুখে লম্বা দাড়ি।

—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

মাণিক গাভুলির ধ্বংসলেন, জ্ঞানদাসে, মাণিকচন্দ্র স্বাক্ষর গানে, ঘনরায়ের  
ধ্বংসলেন, ভারতচন্দ্রে পাগ ও পাগড়া লেখের প্রয়োগ আছে।

গয়ের—আঁ ঘয়ের=অস্ত্র, পৃথক্ ট্যাগি।

২৬০ পৃষ্ঠা

সুহাদী.....পাঠান—পাঠান জাতির বিভিন্ন শ্রেণী বা থাক। প্রঃ—

পাঠান সৈয়দ

সাজিল মগধ

আব সাথে সেখতাদা কাজি।—মাণিক গাভুলি।

তার সনে সাজি আইল চাকাব পাঠান।—দ্বিজ বংশীবদন।

টবর—টোপর, অর্থাৎ টোপলা > পোটলা। টোপর শব্দের ব্যুৎপত্তি টুপি শব্দে দৃষ্টব্য।

তুঃ—টং tub, চিঁ টম্বর।

মিঞা—ফাঁ। মাতৃ মুসলমান, মতালার, প্রভৃ, প্রধান, মওল। প্রঃ—

কাজির ভাই কাজির লালা সব হৈল মিঞা।

• —দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

তুনি মিয়া তসবী কোরাণ ফেলাইয়া।

দড়বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥—অন্নদামঙ্গল।

নিকা—আঁ নিকাহ্ = বিবাহ। বাংলায় এষ্ট কথাটির অর্থ চট্টগ্রামে বিধবার বা  
বিপন্নীদের অথবা তালুক-দেওয়া বা গুলি-দেওয়া স্বী-পুরুষের প্রথমবারের  
পরের বিবাহ। প্রঃ—

কেহ বা মোল্লা হয়

বালক পড়াইয়া রয়

নিকা বাকি পায় এক তর।

—দ্বিজ চরিরামের চণ্ডীকাব্য।

আব দেখ নারীর খসম মরি যায়।

নিকা নাচি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায় ॥—অন্নদামঙ্গল।

সিকা—সঁ চতুকা, চিঁ সূকা, ও সূকা = টাকার চতুর্থাংশ। প্রঃ—

সিকি আনি তুআনি মাগিল অন্নময়।—শিবায়ন।

দোয়া—আঁ। আলীসাদ।

কলিমা—আঁ কলিমা, কল্মা = মুসলমান শব্দের মূল মতু—লা টলাতা টল্লাতা  
মুহম্মদ-উর্ বহুল-উল্লাহ্ = আল্লাহ্ বাতীত আর কোনো উপাধি নাই, মুহম্মদ  
আল্লার পরমেশ্বর অর্থাৎ বাস্তবত।

তার বত গোষ্ঠী ভোলা কলিমা জানিয়া।

কাজির ভাই কাজির লালা সব হৈল মিঞা :—দ্বিজ বংশীবদন।

আমার বাসনা হয় বত হিন্দু পাই।

মুমত দেওয়াই আর কলমা পরাই ॥—ভারতচন্দ্র।

করাঙ্কুরী—?

কুণ্ডলী—স° কুণ্ডলী > কুণ্ডলী = মোরগ। প্রঃ—

বকরী বকরা মরে কুঁকড়ী কুঁকড়ী।—ভারতচন্দ্র।

জবাই—জা° জবাইহা, জিবা = ধর্মসম্বন্ধে ভাবে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া পশু বলি।

বকরী—স° বর্কর, বকরী = ছাগ, মেঘ; জা° বকর = গোব্রু। বকরী = ছাগী। ইহা

দ্বারা এই জানানো হইতেছে যে মুসলমানেরা মাদী পশুও বধ করিয়া খায়, বাছা

হিন্দুর শাস্ত্রানিষিদ্ধ। তুঃ—

বকরি জবাই করি

কড়ি পায় ছয় বুড়ি

মোগলানার হরিষ অন্তর।—বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

মখদম—জা° ম-খাদিম = মুসলমান গুরুমহাশয়, মোলবী। ইহা মজব্ব হইলে অর্থ মুসল্লত

হয়; মজব্ব—(জা°) মুসলমান শিশুদের পাঠশালা।

এই প্রসঙ্গ হইতে আমরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মুসলমানদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি।

## মুসলমানদিগের শ্রেণীবিভাগ (২৬০—২৬১ পৃষ্ঠা)

২৬০ পৃষ্ঠা

গোলা—জা° গুল, গোল = জনতা; জনতার ভাব—গোলা = সাধারণ। সামান্ত,

অশিক্ষিত। তুঃ—গোলা পায়রা।

তাপন—স° ত্রসর: সূত্রবেষ্টনম্।—হেমচন্দ্র। তসর পাট বুনবার পূর্বে সূত্রের মাড়

মাখানো।

জোলা—জা° জোলাহ্ = তাঁতি। প্রঃ—

ব্রহ্মাং কুবিন্দ-কভায়াং জোলা-জাতিব বভূব হ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১০।১২২।

কেহ করে জোলা বৃত্ত কাপড় বুনএ নিত্য।—বিজ হরিরাম।

পা পোছার বেটা চুনিয়া জোলায় তায়্যা।—বিজ বংশীবদন।

মুকেরি—উর্দু। বলদিয়া, বাহারী বলদে করিয়া বেগার করে।

২৬১ পৃষ্ঠা

কাবাড়ি—ন<sup>০</sup> কর্কট = হাট। হাটুবে, মাছুয়া। অথবা, আ<sup>০</sup> কব<sup>০</sup> = সমাধি; কাবার

—শেষ, বধ; কাবাড়ি = যারা বধ করে, কসাই। প্র:—

কুজুড়া কাবাড়ী হৈয়া নানা দবা আনে বৈয়া।—খিজ চরিয়াম।

গরশাল—আ<sup>০</sup> ঘরের (বাতীত, বিনা) + শাল (দল) = দলছাড়া, জাতিহীন।

পট্যা—স<sup>০</sup> পট বা পটু = কাপড়; পট্যা—ফাটা = পাগড়ী। ও<sup>০</sup> ম<sup>০</sup> ফেটা, হি<sup>০</sup> ম<sup>০</sup> ফেটা = পাগড়ী। স<sup>০</sup> ফটা = সর্পফণা বা স<sup>০</sup> বেট বা পটু > ফেটা।

তীর করাইয়া—ফা<sup>০</sup> তীর = বাণ, শর। তীর নিশ্চাল করে যে সে তীর-করাইয়া।

সিয়ে—স<sup>০</sup> সৌব ধাতু > সিয়; স<sup>০</sup> সি ধাতু বন্ধনে > অস<sup>০</sup> সি, ও<sup>০</sup> সি<sup>০</sup>, হি<sup>০</sup> সা, ম<sup>০</sup> শিও।

প্র:—

কোন দিনা রাত্তার বেটা সিলাইবে খুলি কাথা।

—মাণিকচন্দ্র রাত্তার গান।

শ্রীমাসের বস্ত্র সিক্রে দরজী যবন।—চৈতন্যচরিতামৃত।

সিয়া পাতে খায় তখ।

বলে ডাক সে বড় অবুধ।—ডাকের বচন।

দরজী—ফা<sup>০</sup> দরজ্ (সেলাই) করে যে সে দরজী।

ঘটা—স<sup>০</sup>। সমূহ।

নেয়াল—হি<sup>০</sup> নেওয়ার = সাধা পুতায় গৌনা লখা ফিতা, বাচা দিরা খাট ছার।

বুনিঞা—স<sup>০</sup> বয়ন > বুন ধাতু। ও<sup>০</sup> বুন, হি<sup>০</sup> বিন, ম<sup>০</sup> বিন।

কেহ করে জোলা বৃত্ত কাপড় বুনএ নিতা।—খিজ হরিরাম।

বেনটা—হি<sup>০</sup> বনাওট = যে বয়ন করে।

কাগজ—কাগজ প্রথম আবিষ্কার হয় চান দেশে ২৫ বা ১০৫ পৃষ্ঠাক্ষে। ওসাই-লুন নামে একজন চীনা ইহার উদ্ভাবন করেন। পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাতাকীর কাগজে-লেখা পুঁপি তুর্কিস্থানে খোটান ও সম্ভ্রিয়ানার নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র বলেন যে অন্তত দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতীয়েরাও কাগজের ব্যবহার ও প্রস্তুত-প্রণালী অবগত ছিল। ব্যাস-সংহিতায় আছে যে কোনও দলিলের মুসাবিকা প্রথমে কাষ্ঠকলক অথবা মাটির উপর করিবে; ত্রুমাণি সংশোধন করিয়া পরে নকল করিবে। এষ্ট পত্র বৃক্ষপত্র নহে। ভারতীয়েরা নিজেরাষ্ট ইহা উদ্ভাবন করিয়াছিল কি চীনাগের নিকট হইতে পাইয়াছিল তাহা বলা কঠিন

( Records of Ancient Sanskrit Literature I. 16-17 )। আলেক-  
জান্দারের সেনাপতি নিয়ার্কস লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতে তিনি যক্ষ ও তুলোট  
কাগজ দেখিয়াছিলেন। নিকোতো কোস্তি পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণ  
করিতে আসিয়া বলেন যে তখন কাষে বাতাত ভারতের অপর কোণাও কাগজ  
প্রস্তুত হইত না। ৬৩০ বৎসর পূর্বে শিয়ালকোটে কাগজ প্রস্তুত হইত স্থির  
হইরাছে। অপ্রাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থে কাগজ নাম পাওয়া যায়। আরবী ফারসী  
কাগজ, ম° কাগদ। প্রঃ—

সন তারিখ শ্রী কাগজত লিপিতা।—মণিকচন্দ্র রাজার গান।

বুলে—স° বল ধাতু সঞ্চরণে।

কলস্তর—আ° কলস্=মুণ্ডিতকেশ মুসলমান সম্রাসী যারা ভালুক বাদর নাচাইয়া  
খেলা দেখাইয়া জীবিকা উপার্জন করে।

রশাণ—স° রসায়ন = জাঁকজমক।

দেসধি—?

শানা—স° শাণী, ও° শানা। তাঁতের অঙ্গ সৰু সৰু শলাকার চিকণী, যাচার ভিতর  
দিয়া টানার জোড়া জোড়া হুতা যায়। শানা বান্ধা = শানার ভিতর দিয়া টানার  
হুতা প্রবেশ করানো। প্রঃ—

তাঁতির তাঁতের শানা লাউসেন বলে।—ঘনরাম।

অথবা শানা = শাণযন্ত্র, অস্ত্রাদি শাণিত করিবার যন্ত্র।

কেহ হৈয়া শাণগর                      শাণা বান্ধে নিরস্তর

কেহ অস্ত্রের মলা দূর করে।—বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

সুনত—আরবী সুনত = খংনা, মুসলমান করার অমৃত্তান, circumcision. প্রঃ—

শামার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।

সুনত দেওয়াই আর কলমা পড়াই ॥—অন্নদামঙ্গল।

শিবাজী মহারাজ ন হোতা ত সুনত হোতা সব কোই।—ভূষণ কবি।

হাজাম—আ° হজাম = অস্ত্রচিকিৎসক, নাপিত। নাপিতেরাষ্ট আগে অস্ত্রচিকিৎসা  
করিত।

রঙ্গরেজ—ফা° রঙ্গরিজ্ = যে রঞ্জন করে। তুঃ—মাগদহের নাম রঙ্গরেজাবাজার,

ভ্রমবশতঃ এখন ইংরেজবাজার হইরাছে।

রঞ্জন—স° রঞ্জন, রঞ্জন = চিত্রকরণ, রং ছোঁপানো।

হালান—? আ° হলাল = বিধিসম্মত, পবিত্র। প্রঃ—

হালান না করি করে নাহক হালাক।—অন্নদামঙ্গল।

প্রাচীন বাংলায় ন ও ল প্রায় একরূপ ছিল, অতএব হালান=হালান পাঠে  
ঠিক মনে হয়।

কুন্দুর—? আ° কতস=পবিত্র।

### ২৬১ পৃষ্ঠার ফুটনোট

কসাই—আ° কসসাব=পশুঘাতক। উদ্—কসাই।

এই প্রসঙ্গ হইতে সেকালের মুসলমানদের ব্যবসায়ের একটি পরিচয় পাওয়া  
যায়।

## ব্রাহ্মণগণের আগমন ( ২৬২—২৬৪ পৃষ্ঠা )

### ২৬২ পৃষ্ঠা

মুখটি টতাদি—নব “অভ্যাদিত পালব্রাহ্মণগণের প্রভাব” আদিশুর-তনয় কৃষ্ণ পৌণ্ডর্যক  
চাৰাইয়া ব্রাহ্মণবর্গের সতিত রাঢ়দেশে আসিয়া বসতি করেন.....রাঢ় দেশে  
শুবরাজ্য স্থাপতিষ্ঠিত হইলে, কৃষ্ণ-তনয় মহাবাহু কিতিশুর রাঢ়দেশবাসী  
ভট্টনারায়ণাদির সন্তানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের জন্য ৫৬ খানি গ্রাম  
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। সেট গ্রামের নামানুসারে গ্রামী বা গাঞির  
উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নে ৫৬ খানি গ্রামের নাম লিখিত হইল—(১) বন্ধ্যা বা  
বাড়র, (২) কুম্ভকুল, (৩) কুলভ, (৪) গড়গড়, (৫) ঘোষণ, (৬) সেট, (৭) দীর্ঘ,  
(৮) কড়ী, (৯) মাস, (১০) বড়া, (১১) কেশরকোণা, (১২) পারি, (১৩) বহু বা  
বহুয়া, (১৪) কুল, (১৫) ঝিক্কা, (১৬) বোকট্টা, (১৭) ডিডী, (১৮) রায়  
(১৯) মুপতি, (২০) সাহড়া, (২১) চট্ট বা চাট্টিতি, (২২) গুড়, (২৩) শিমলা,  
(২৪) পালশী, (২৫) হড়, (২৬) দগ্ধবাটী, (২৭) পোষ, (২৮) তৈলবাট বা তিলাড়া,  
(২৯) অমূল বা আমূল, (৩০) ভূরি বা ভূরিশ্রেষ্ঠ, (৩১) পলসা, (৩২) পকট বা  
পাকুড়, (৩৩) মূল, (৩৪) পীতমুণ্ড, (৩৫) পিন্নল, (৩৬) ঘোষ, (৩৭) পূর্ষ, (৩৮)  
পুতিতুণ্ড, (৩৯) বাপুল, (৪০) ছিচ্চল, (৪১) কাঁক, (৪২) কাজা, (৪৩) চতুর্ধ,  
(৪৪) মহন্ত, (৪৫) শিমূল, (৪৬) গাঙ্গো বা গাঙ্গুড়, (৪৭) দণ্টী, (৪৮) পালি,  
(৪৯) বালি, (৫০) কুল, (৫১) নন্দি, (৫২) সিক, (৫৩) সাজা, (৫৪) দায়া, (৫৫)  
শির বা শিহর, ও (৫৬) নাঞি।

উপরোক্ত ৫৬ খানি গ্রামের মধ্যে ভট্টনারায়ণের ১৬টি পুত্র প্রথম  
১৬ খানি, তৎপরে ব্রীহৎসের চারি পুত্র পরবর্তী ৪ খানি, দক্ষের ১৪ পুত্র তৎপরেবর্তী

১৪ খানি, ছান্দড়ের ১১টি পুত্র পরবর্তী ১১ খানি, এবং বেদগর্ভের ১১ পুত্র শেষোক্ত ১১ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন।.....

উক্ত ৫৬ খানি গ্রাম পাইয়া তথায় গিয়া যিনি যে গ্রামে বাস করেন তিনি সেই গ্রামী বা গাঞি আখ্যা প্রাপ্ত হন। কালক্রমে তাঁহার বংশধরগণের ঐ গাঞি উপাধি-স্বরূপ গণ্য হইল। এইরূপে অতাপি রাতায় ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ স্ব স্ব নামের অন্তে গাঞি নাম যোগ করিয়া স্ব স্ব পূর্বপুরুষগণের আদি বাসস্থানের পরিচয় দিতেছেন।”—রায় সাহেব ত্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানহার্ণব কর্তৃক সংগৃহীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” ১ম ভাগ, ১১৫—১১৮ পৃষ্ঠা।

মুখটি—বাকুড়া জেলায় অধিকানগর মহকুমার অন্তর্গত মুখটি গ্রাম। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষের প্রথম পুত্র ধাঁধু বা ধুরন্ধর এই গ্রামে বাস করিয়া মুখটি গাঞি হইয়াছিলেন।

চাটটি—বর্ধমান জেলায় খানা-জংসন হটতে কিঞ্চিদধিক দেড় কোশ পশ্চিমে অবস্থিত চাটটি গ্রামে কাঞ্চপগোত্রীয় দক্ষের ষষ্ঠ পুত্র সুলোচন বাস করিয়া চট্ট গাঞি হইয়াছিলেন।

বন্দা—বর্ধমান জেলায় মেমারি স্টেশন হইতে দুই কোশ দক্ষিণে অবস্থিত বাড়র গ্রামে শাণ্ডিলাগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের প্রথম পুত্র ববাহ বাস করিয়া বাঁড়রী বা বন্দাবট্টর গাঞি হইয়াছিলেন।

কাঞ্জী—বর্ধমান জেলায় কাঁটোয়া শহর হইতে প্রায় ৬ কোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কাঞ্জী গ্রামে বাৎস-গোত্রীয় ছান্দড়ের অষ্টম পুত্র শ্রীধর বাস করিয়া কাঞ্জিয়াল বা কাঞ্জিলাল গাঞি হইয়াছিলেন।

বিঘ—৭৯ নম্বরের বালি গ্রাম ৭ মূর্শিদাবাদ হইতে কিঞ্চিদধিক ৪ কোশ উত্তরপূর্বে ভৈরব নদের দক্ষিণ কূলে বালি গ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের ষষ্ঠ পুত্র কুমার বাস করিয়া বালি গাঞি হইয়াছিলেন।

গাঙ্গুলি—বর্ধমান জেলায় শক্তিগড় স্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক ৫ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত বর্তমান গাঙ্গুর বা গাঙ্গুড় নামক গ্রাম বাকা নদীর ধারে। এই গ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের প্রথম পুত্র হল বাস করিয়া গাঙ্গোলী বা গাঙ্গুলী গাঞি হইয়াছিলেন।

ঘোষাল—মানভূম জেলায় বরাকর নদী হইতে অর্ধকোশ দক্ষিণে এবং পাণ্ডুয়া হইতে দেড় অর্ধেক পশ্চিমে অবস্থিত ঘোষাল গ্রামের পূর্ব নাম ছিল ঘোষণ। এই গ্রামে শাণ্ডিলাগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সপ্তম পুত্র গুণ বাস করিয়া ঘোষণী গাঞি হইয়াছিলেন।

অথবা, নীৰভূম ভেলার বরপসিং পরগনার মধ্যে মল্লারপুর টেপনের নিকটে  
বোথগ্রামে বাংসগোত্রীয় ছান্দের দ্বিতীয় পুত্র সুরভি বাস করিয়া বোথাল গাঞি  
হইয়াছিলেন।

পূতুগু—মুর্শিদাবাদ জেলার জেমোকান্দির ৪ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত পুতুগু বা  
পাতুগু গ্রামের পূর্ব নাম পুতুগু। এই গ্রামে বাংসগোত্রীয় ছান্দের বহু পুত্র  
শহর বাস করিয়া পুতুগু গাঞি হন।

হড়—বর্তমান জেলার খড়িরা নদীর উত্তর পাশে অবস্থিত বর্তমান হড়গ্রাম; কর্ফনা হটে  
দেড় কোশ উত্তরপূর্বে ও বর্তমান শহর হটে কিকিমাধিক ৫ কোশ উত্তরে  
অবস্থিত। এখানে কাশ্যপ-গোত্রীয় দক্ষের সপ্তম পুত্র কাক বাস করিয়া হড়  
গাঞি হইয়াছিলেন।

বাগাঞ্চি—? সূটনোটের পাঠ বাটগাই পাঠই ঠিক, বোধ হয় বাটগাঞ্চি বাগাঞ্চি  
হইয়াছে লিপিকর-প্রমাদে।

বর্তমান জেলার সাতশটকা পরগনার কালমোচিনী থানার উত্তরে ও খড়িরা নদীর  
দেড় কোশ পশ্চিমে বাথগ্রামে ভরষাঙ্গ-গোত্রীয় ৩ হলের চতুর্থ কনিষ্ঠ পুত্র রাম  
বাস করিয়া বাথ গাঞি হইয়াছিলেন।

কেশব—বাকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ১০ কোশ পূর্বে দাক্ষকেশব নদের নিকটে  
কেশবকোণা গ্রামে শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের পঞ্চম পুত্র নিশা বাস করিয়া  
কেশবকোণী গাঞি হইয়াছিলেন।

গড়—নীৰভূম জেলার 'সিউড়ী হটে ৬ ০ কোশ দক্ষপূর্বে অবস্থিত গড়গড়ে নামের  
বর্তমান গ্রাম। এখানে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের তৃতীয় পুত্র রাম বাস করিয়া  
গড়গড়ী গাঞি হইয়াছিলেন।

অথবা মুর্শিদাবাদ শহর হটে ৬ কোশ পশ্চিমে অবস্থিত গুড়া গ্রাম। এখানে  
কান্তপগোত্রীয় দক্ষের প্রথম পুত্র দীৰ বাস করিয়া গুড়া বা গুড়গ্রামী হইয়াছিলেন।

ঘণ্টেবরী—ঘণ্টা বা ঘণ্টেবর গ্রাম। বর্তমান সংস্থান অনিশ্চিত। এখানে সাবর্ণগোত্রীয়  
বেদগর্ভের সপ্তম পুত্র মধব বাস করিয়া ঘণ্টা বা ঘণ্টেবরী গাঞি  
হইয়াছিলেন।

কুলিলাল—? কুলকুলী? “আকাশ, কুলকুলী ও কোরাবী—এই তিনটা গাঞি  
কোথা হইতে আসিল? রাতীর কুলাচাঙ্গগণ এ সবকে নিকর।”—রায়সাহেব  
নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিবচিত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” ১ম খণ্ড  
১১৮ পৃঃ। সাতশতী ব্রাহ্মণদের এক গাঞি। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের  
বংশীয় বাসুদেব কুলকুলি গ্রামে বাস করেন।



পারীঘাতি—? ৫৬ গাঞির দ্বাদশ পারি বা পারিহা। বর্তমান নাম পারিহারপুর।

বীরভূম জেলার সাঁইখিয়া ষ্টেশনের দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শান্তিলাগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র বাটু বাস করিয়া পারিহাল গাঞি হইয়াছিলেন। নিম্নে পারীয়াল গাঞির উল্লেখ আছে। তবে এই পারীঘাতি কি ?

পীতমুণ্ডী—এখন এর ডাকনাম পীতমুড়া বা পীতমড়া। পাকুড় ষ্টেশন হইতে ৬ ক্রোশ পশ্চিমে। কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের পঞ্চম পুত্র কোতুক এখানে বাস করিয়া পীতমুণ্ডী গাঞি হন।

ঝিকরাঙ্গি—বহরমপুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে ঝিক বা ঝিকরা গ্রামে শান্তিলাগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের পঞ্চদশ পুত্র কাম বাস করিয়া ঝিকরাড়ী বা ঝিকরাল গাঞি হইয়াছিলেন। এই গাঞি এখন লুপ্ত হইয়াছে।

মালখণ্ডী—?

ঘুঘুণ্ডী—? ঘোষলী ?

বড়াল—? বড়াল ? এখন বোড়া বা বৈকুণ্ঠপুর নামে পরিচিত বাকুড়া জেলার বিষুপুৰ হইতে ১১ ক্রোশ পূর্বে ও দারুকেখর নদ হইতে ২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত গ্রামে শান্তিলাগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের নবম পুত্র বিক বা বিকর্তন বাস করিয়া বড়াল বা বটব্যাল হইয়াছিলেন।

কুণ্ডমাল—বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট হইতে দেড় ক্রোশ পূর্বে কুন্দ গ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় বৈদগর্ভের দ্বিতীয় পুত্র রাঙ্ বাস করিয়া কুন্দমাল গাঞি হইয়াছিলেন।

ছোটখণ্ডী—বর্দ্ধমান জেলার মেমারি ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক-রোডের ধারে অবস্থিত চোৎখণ্ড গ্রামের নাম ছিল চতুর্থখণ্ড। এখানে বাৎস-গোত্রীয় ছান্দড়ের নবম পুত্র গুণ বাস করিয়া চতুর্থখণ্ডী বা চোৎখণ্ডী বা চোৎখণ্ডী হইয়াছিলেন।

পলশাঞী—মুর্শীদাবাদ জেলার মুরারই ষ্টেশনের আশ মাইল উত্তরে বাসলোই নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত পলশা গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের একাদশ পুত্র ভাস্ক বাস করিয়া পলশাঞী গাঞি হইল।

দিগাড়ী—হুগলী জেলায় জাহানাবাদ হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে দারুকেখর নদের তীরে দীর্ঘ বা দীঘড়া গ্রামে শান্তিলাগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের দশম পুত্র শুষ্ঠ বাস করিয়া দীর্ঘাঙ্গী বা দীঘাড়ী গাঞি হন।

কুহুম-গাঞি—কুহুম বা কুহুমকুল গ্রাম। বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর গ্রামের দেড় ক্রোশ দক্ষিণে ও পরম্পর হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধানে কুহুম ও কুলী নামে দুটি গ্রাম

আছে; দুই গ্রামের নাম পরম্পর যোগে তাহাদের পরিচয়। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের চতুর্থ পুত্র নান এখানে বাস করিয়া হন কুশুমকুলী।

শাণ্ডিগাঞি—এখন সেউর নামে খ্যাত মুন্সীদাবাদ জেলায় জলীপুর হইতে ৩১০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত সেউ গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ত্রয়োদশ পুত্র দেবা বাস করিয়া সেউ গাঞি হইয়াছিলেন।

কুলভি—এখন কুলহা নামে পরিচিত, বৰ্দ্ধমান জেলায় টমাস হইতে ৩১০ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কুলভ গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বর্ষ পুত্র শুক্রি বাস করিয়া কুলভি গাঞি হইয়াছিলেন।

পারীয়াল—পূর্বের পারীঘাতি গাঞি দৃষ্টব্য।

কড়িয়াল—এখন কড়ি বা কোড়ি নামে খ্যাত বীরভূম জেলায় অজয় নদের দক্ষিণকূলে ও সিউড়া হইতে কিকিদমিক ২ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের দ্বাদশ পুত্র মধু বাস করিয়া কড়িয়াল বা কড়্যাল গাঞি হইয়াছিলেন।

কুলখাল—কুলকুলি গাঞি। পূর্বের কুলিগাল গাঞির দীক দৃষ্টব্য।

সিমলাই—হুগলী জেলায় গান্ধু নদীর নিকট ও বৈচা ষ্টেশন হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত শিমলা গ্রামে কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের নবম পুত্র কুণ্ডের বাস করিয়া সিমলাই গাঞি হইয়াছিলেন।

কুলিয়াল—পূর্বে উল্লিখিত কুলকুলি গাঞি।

পিপিলাই—বীরভূম জেলায় মল্লারপুর ষ্টেশন হইতে কিকিদমিক ২১০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে ও ময়ূরেশ্বর হইতে কিকিদমিক ১ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত পিপল গ্রামের বৰ্দ্ধমান নাম পেপল বা পিপুলগ্রাম। এখানে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের পঞ্চম পুত্র ধীর বাস করিয়া পিপলী বা পিপ্লাই গাঞি হন।

পূর্বগাঞি—মুন্সীদাবাদ শহরের ৩১০ ক্রোশ পশ্চিমে পূর্বগ্রামে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের সপ্তম পুত্র বিশ্বম্ভর বাস করিয়া পূর্বগ্রামী হইয়াছিলেন।

বাপুলা—বৰ্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট হইতে কিকিদমিক দেড় ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত বাপুলা গ্রামের আধুনিক নাম বাবুলা বা বাবলা। এখানে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের চতুর্থ পুত্র মহাদেবা বাস করিয়া বাপুলা গাঞি হইয়াছিলেন।

পিলাচধণ্ড—? ৫৬ গাঞির বহিষ্ঠিত কোনো গাঞি।

কর্ণাই—? ৫৬ গাঞির মধ্যে এ নামের গ্রাম নাই। সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের গাঞির মধ্যে কলাই আছে।

সেড়ে—বর্দ্ধমান জেলায় রায়না ও দামুড়া হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ পশ্চিমোত্তরদিকে সিহারা গ্রামে সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের একাদশ কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞপাকর বাস করিয়া শিরাড়ী বা সিহারী গাঞি হইয়াছিলেন।

বৈস—মুর্শিদাবাদ জেলায় রায়পুর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে বমুয়া গ্রামে শাঙিয়া-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের একাদশ পুত্র নিনো বাস করিয়া বমুয়াড়ী বা বেসো গাঞি হন।

পালধি—বর্দ্ধমান জেলায় কাঁটোয়া হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত এখন পালতি বা পালতিয়া নামে পরিচিত গ্রামে কাণ্ডপগোত্রীয় দক্ষের দশম পুত্র রাম বাস করিয়া পালধি গাঞি হন।

হিজল গাঞি—বর্দ্ধমান শহর হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে দামোদরের দক্ষিণ কূলে হিজল গ্রামে বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়ের দশম পুত্র মন বাস করিয়া হিজল বা হিজল গাঞি হন।

মাসচটক—বীরভূম জেলায় সিউড়ী হইতে কিকির্দখিক ৪ ক্রোশ পূর্বে ও সাঁইথিয়া ষ্টেশন হইতে কিকির্দখিক দেড় ক্রোশ দক্ষিণে এখন মাসদহা নামে পরিচিত গ্রামে শাঙিয়া-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের অষ্টম পুত্র গুড় বাস করিয়া মাসচটক নামে পরিচিত হন।

দিঙীসাক্রী—বর্দ্ধমান জেলায় গোপৌড়িমির অন্তর্গত দিগ্‌নগরের ১ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত গ্রাম ডিঙীসা; এখন ডিংসা বা ডিসা নামে পরিচিত। এখানে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহরের দ্বিতীয় পুত্র জন বাস করিয়া ডিঙীসাক্রী গাঞি হইয়াছিলেন।

করড়ি—৫৬ বা ৫৯ গাঞিরও অতিরিক্ত তিন গাঞি পরে প্রচলিত হইয়াছিল—আকাশ, কুলকুলী ও কোয়ারী। বর্দ্ধমান জেলায় সেলিমাবাদ পরগনার মধ্যে কোয়ড়া বা কয়ড়া গ্রাম হইতে কমড়ী গাঞি। কবিকঙ্কণের বংশ এই গাঞির অন্তর্গত। সপ্তশতাব্দের মধ্যে কোয়াড়ী, কড়ারী, কোয়াড়ী গাঞি আছে।

দানড়ি—“কুল-রম্যতে সাবর্ণ গোত্রে ‘দারী’ স্থানে ‘দানিরাড়ী’ গাঞি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু হরিশ্রি হইতে বাচস্পতিশ্রি পর্য্যন্ত কোন কুলাচাৰ্য্য এই দানিরাড়ী গাঞির উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে অসম্মান হয়, রাত্তী-শ্রেণীর মধ্যে গাঞি উৎপত্তির পরবর্তীকালে দানিরাড়ী হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ মনে করেন মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগরদীঘির ১ ক্রোশ পশ্চিমে বে দানগ্রাম আছে তাহা হইতেই দানী বা দানিরাড়ী গাঞি হইয়াছে।”—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠার ফুটনোট।

ভুরিঠাল—বর্দ্ধমান নাম ভুরহট। হুগলী জেলায় প্রসিদ্ধ পরগনা। এই গ্রামে কাণ্ডপ-গোত্রীয় দক্ষের তৃতীয় পুত্র সূর্য্য বাস করিয়া ভুরিগ্রামী বা ভুরিশ্রেষ্ঠিক গাঞি হইয়াছিলেন।

বটগ্রামী—পূর্বে বলাল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। বটবাল।

নন্দি-গাঞি—বর্দ্ধমান জেলার যেখানে ফড়িয়া ও ব্রহ্মাণী নদী মিলিত হইয়াছে, তাহারই পূর্বাংশে কিয়দূরে এবং কাঁটোয়া হইতে সাড়ে তিন ক্রোশ দক্ষিণে নন্দীগ্রাম। এখানে সার্বগোত্রীয় বেদগর্ভের পঞ্চম পুত্র বিত্ত বাস করিয়া নন্দী বা নন্দিবাল গাঞি হইয়াছিলেন।

ভাট্যাতি—সাতশতী ব্রাহ্মণদের এক গাঞি ভট্ট। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার মধ্যে অবস্থিত ভট্টগ্রাম বা ভাটগাঁ হইতে এই গাঞি-নাম।

শীতলশাক্তী—?

লালসী—সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের লালসী গাঞি।

কোঙড়া—সপ্তশতীদেব কৌয়াড়ী গাঁই।

মতিলাল—?

## ২৬৩ পৃষ্ঠা

বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ—“আদিশুরের সময় অথবা পরে যে-সকল সপ্তশতী বারেন্দ্রে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের গাঞি-গোত্র সম্বন্ধে কোন কথা উক্ত কুলচাৰ্য্যগণ প্রকাশ করেন নাই।”—বরেন্দ্র জাতীয় ঐতিহাস, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা।

শারী—স° শ্রেণী।

অগ্ৰহারী—স° অগ্রচারণম্—বাসস্থান। দক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণপাড়াকে এখনো অগ্রহারম্ বলে। দশকুমারচরিতে ও রাজতরঙ্গিনীতে অগ্রচারণম্ শব্দ আছে।

অধিষ্ঠাতা—যজ্ঞের অধ্বর্য্য বা চোতা।

পড়ুয়া—স° পাঠ > পড়া; পড়া + উয়া (বৃত্তি অর্থে) = পড়ুয়া = পাঠার্থী, বিদ্যার্থী। প্রঃ—

শত শত পড়ুয়া আস লাগিলা পড়িতে।—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি।

পড়িতে পড়ুয়া সঙ্গে করিল কন্দল।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

নগর্যা—নগরিয়া = নাগরিক।

কোপী—স° কূপ-কূপ-সম্পূর্ণ গভীর পাত্ত কূপী, কোপী; চামড়ার শিশি। চি° কুম্বী।

কৃতিবাসে—কোপী।

মাসরা—আ° মুশাহরা > মাসহরা > মাসরা = মাসিক বৃত্তি, মাসিক বেতন।

হালখানার মাসরা সাধে দেড় বুড়ি কড়ি।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

শাতরী—স° সত্তর > শাঁতার। বৌদ্ধগান ও দোহার—সত্তরে = সত্তরপ, শাঁতার।

হাতে কুশে দক্ষিণা শারণ—শ্রদ্ধ করিয়া হাতের কুশাস্থরী থুলিবার আগেই অর্থাৎ  
অমুষ্ঠান সাঙ্গ হইতে না হইতেই দজমানের নিকট হইতে দক্ষিণা আদায় করিয়া  
পুরোহিত তাকে অব্যাহতি দেয়। দান করিতে হইলে কুশহস্ত হইতে হয়, কারণ—

যস্মান্ মধু-বধে বিমোহে দেহ-স্বৈদ-সমুদ্ভবাঃ ।

তিলাঃ কুশাশ্চ মাষাশ্চ তস্মাচ্ ছাষ্টস্ত ভবতিহ ॥

—মৎস্তপুরাণ, দানমাহাত্ম্য ।

গৃহীক্কৌড়ম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণং গুণায়িতম্ ।

দর্ভত্রয়ং সাগ্রমূলং ফল-পুষ্প-তিলান্বিতম্ ।

জলাশয়্যারাম-কূপে সঙ্কল্পে পূর্বাদিঙমুখঃ ॥—ভবিষ্যপুরাণ ।

“গুচিঃ গুল্ল-বিবাসাঃ.....দর্ভপাণিঃ উদঙমুখং আসনে উপবেশ্য.....বারিণা  
দেয় দ্রব্যং প্রোক্ষ্য বাম-হস্তেন স্পৃশন্ দক্ষিণপাণিনা কুশ-তিল-জলান্যাদায়.....”  
দান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন—দানক্রিয়াকৌমুদী ।

## ২৬৪ পৃষ্ঠা

গালি—স° গর্হিকা > প্রা° গল্হিআ (অপভ্রংশ মাগধী) > স° গালি। বিরুদ্ধশাসনং  
গালিঃ ।—হেমচন্দ্র ।

লণ্ডেভণ্ডে—স° লণ্ড ধাতু উৎক্ষেপণে, ভণ্ড ধাতু প্রতারণে, যুদ্ধে। ম° লডথড, অস°  
রণ্ডভণ্ড । বিপর্যাস্ত করে ।

ঘটক—স° । প্রঃ—

ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয় ।—ভারতচন্দ্র ।

কুলপঞ্জি—বংশের ইতিহাস যে গ্রন্থে লিখিত থাকে ।

গ্রহ-বিপ্র—গ্রহাচার্য্য, দৈবজ্ঞ, যারা লোকের গ্রহদৃষ্টি গণনা করিয়া দোষ কাটাইবার জন্ত  
শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করে ।

বর্ণ-বিজগণ মঠপতি—ব্রাহ্মণের বর্ণের পুরোহিত ব্রাহ্মণ । দেশের অধিকাংশ লোক  
বৌদ্ধ হইয়া আবার যখন হিন্দুসমাজে পুনঃপ্রবেশ করে তখনও আবহমান কালের  
হিন্দুরা তাদের সঙ্গে সামাজিক সংস্রব পরিহার করিয়া চলিত ; এজন্য বৌদ্ধ মঠের  
শ্রমণেরাই তাহাদের পুরোহিত্য করিত এবং ক্রমে তারা বর্ণ-ব্রাহ্মণে পরিণত  
হয় ।

“They ( the Buddhist and the Hindu ) were rivals and were very exclusive. But now they are all disorganised. They have lost their monks who were either killed ( by the Muhammadans ) , or had to flee the country. Those who remained were not powerful enough to organise their community and laterly as priests they called themselves Brahmins and are known as Varna-Brahmins, i. e., priests of those castes with whom Brahmanas and their followers hold no intercourse.—Buddhists in Bengal by Mahamahopādhyāya Haraprasād Shāstri, Dacca Review, October 1921.

দ্বিপিকা—মহাভাগবতীত শ্রীনিবাস-কৃত জ্যোতিষ-গ্রন্থ দ্বীপিকা—উদাহাদিস্য শুদ্ধিগ্রন্থার্থে দ্বীপিকা ক্রিয়তে। শুদ্ধিদ্বীপিকা নামে এট গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে, এটুলার পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ভাবতী—বরাহের সূর্যাসিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া শতানন্দ ভাবতী নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভূঃ—

ভাবতী দ্বীপিকা কেহ পড়ে রাশিচক্রা—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য।

জাইয়াতি—জন্ম ও মৃত্যু যে পত্রিকায় লিখিত হয়—জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠী।

ঝুপড়ি—সং কুপ > ঝোপ। ঝোপ + ডি ( সাধুশ্রে ) = ডি ঝোপড়ী = কুদ কুটীর।

কাথা—বৈদিক কুপ > স কথ > বা কাথা = জার্ণ কাপড় একর সেলাই-করা তুলান শয়্যা বা আবরণ। প্রঃ—

কোন দিনা রাজার বেটা সলাটবে কুলি কাথা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

নারী হেব চাকন চিকন পুরুষ কৈয়া-ওড়া।—ঐ

লাঠি—সং যষ্টি > প্রা লট্ঠী > লাঠি।

কাঠী—সং কঠী > কাঠী।

দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্যে এইরূপ বহুবিধ ব্রাহ্মণ-বাসের কথা আছে। দীনেশ-বাবুর মতে হরিরাম কবিকল্পের পূর্ববর্তী।

## ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির আগমন (২৬৫—২৬৭ পৃষ্ঠা)

২৬৫ পৃষ্ঠা

ক্ষেত্রী—স° ক্ষত্রিয়। স° ক্ষত্রিন্ > ক্ষত্রী। প্রঃ—

ক্ষেত্রী বৈশ্য শূত্র নানা জাতি।—দ্বিজ অভিরামের মহাভারত (১৫ শতাব্দী)।

বাগিয়া জাতি ক্ষেত্রী কুল হেলাতে হারামু।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ক্ষেত্রী বংশে কর্ণসেন ময়নার ঈশ্বর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ভানুবংশ—পরমেশ্বরের পুত্র ব্রহ্মা ; ব্রহ্মার পুত্র মরীচী ; মরীচীর পুত্র কশ্যপ ; কশ্যপের পুত্র হৃদ্য ; হৃদ্যের পুত্র বৈবস্বত মনু, প্রথম হৃদ্যবংশীয় রাজা সত্য যুগে ; তাঁর বংশে ইক্ষ্বাকু ; ইক্ষ্বাকুর বংশে রঘু দশরথ রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি ক্রমে ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ পর্য্যন্ত সমাগত রাজবংশ।—ভাগবত ; মৎস্যপুরাণ ১১ অধ্যায় ; গরুড়-পুরাণ ১৪৩ অধ্যায় ; ইত্যাদি।

চন্দ্রবংশ—ব্রহ্মার পুত্র অত্রি ; অত্রির পুত্র চন্দ্র ; চন্দ্রের পুত্র বুধ ; বুধ ও বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার পুত্র পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান বা বিঠুরে চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা ; তাঁর বংশে নহরু যযাতি যদু পুরু ইত্যাদি ; যদুবংশীয় কুরু ইত্যাদি, এবং পুরুবংশীয় দুয়ন্ত উরত ইত্যাদি ; কুরু-পাণ্ডব-বংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ; মগধের নন্দবংশও চন্দ্রবংশীয়।

দোসর—স° দ্বি-সদৃশ। হি° ম° ও° দোসরা = দ্বিতীয়।

যার কান্দ বসে দোষর মাথা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কনক-শঙ্কু এক ভেথ বিলোকন দোসর দেখায়বি মোয়।—বিতাপতি।

রাজপুত—স° রাজপুত্র। ক্ষত্রিয়।

সবে—শুদ্ধ পাঠ সেবে = সেবা করে। গুজরাটে যত লোক বাস করিতে আসিতেছে

সবাই বৈষ্ণব—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

খেয়াতি—স° খ্যাতি। প্রঃ—

কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈরাছে,

আর কি কাহারে ডর।—জ্ঞানদাস।

উলিয়া—স° উত্তরণ > উর > উল ধাতু = অবতরণ, নামা। তুঃ— হি° উলার (গাড়ীর একদিক খুঁকিয়া পড়া), হি° উলানা = নামা ; বা° ওলা-উঠা। প্রঃ—

বেহলা রন্ধন করি উলাইল ভাত ।—মনসার ভাসান ।

বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উল্লস না গো ।—রামপ্রসাদ ।

রথ হইতে উল্লিগেন চারি মহামতি ।—কৃত্তিবাস ।

তবে ধনজয় বীর রথ হটেতে উলি ।

—কাশীবাসিন্দাসের মহাভারত, আদি পর্ব ।

“উলিয়া আখড়া ঘরে” মানে আখড়া-ঘরের কুস্তির আয়গায় আবতরণ করিয়া, নামিয়া । আখড়া-ঘরের মধ্যে চারিদিকে উচু দাওয়া ও মধ্যে উঠানের মতন গর্ত থাকে, সেখানে কুরা মাটির উপর কুস্তি লড়া হয় ।

আখড়া—স<sup>০</sup> অক্ষবাট > প্রা<sup>০</sup> অক্ষআড়ো > ঈ<sup>০</sup> আখাড়া, ও অখড়া, ম<sup>০</sup> অখাড়া, বা<sup>০</sup> আখড়া = কুস্তির আস্তানা । প্রঃ—

অতঃপর আখড়া প্রবেশি শুভমগ্নে ।

মল্লবিদ্যা আবৃত্ত করিস চুটকনে ।—দনবামেব পঞ্চমঙ্গল ।

অপূর্ণ আখড়া দব কবেন নিঃশাণ ।—মাণিক গাঙ্গুলির পঞ্চমঙ্গল ।

মল্লবিদ্যা—স<sup>০</sup> মল্লবিদ্যা ।

শুলী—স<sup>০</sup> শুলী—শুলী তু গুটিকা-ভেদে ।—মেদিনী । ছি<sup>০</sup> গোণী ।

চাপগরি—স<sup>০</sup> চাপ ( মল্লক ) + ফা<sup>০</sup> গরি ( ধারণ, গতি )—মল্লক চালনা অভি্যাস ।

বাজা বাজা—? স<sup>০</sup> বাজ = যুদ্ধ । যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোনো অঙ্গ ?

মালপাজা—স<sup>০</sup> মল্ল > মাল ; স<sup>০</sup> পক্ষ, দা<sup>০</sup> পন্থহ > পীজা = চমুবেটন ।—

পীজা করে চক্কেতু ধরিল সত্বর ।—ভাবতচন্দ্র ।

মল্ল বা পালোয়ানের পেঁচ অভি্যাস ।

ভাট—স<sup>০</sup> ভট্ট । প্রঃ—

ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেরা কুল কয় ।—ভারতচন্দ্র ।

পিঙ্গল—পিঙ্গলাচার্য্য-কৃত ছন্দ-শাস্ত্র সংগ্রহে ও প্রাকৃতে । ভাটদিগকে সর্কদা স্বতিপাঠ করিবার জন্য পদ্য রচনা করিতে হয় এবং সেইজন্য নব নব ছন্দ আয়ত্ত করিবার জন্য ছন্দশাস্ত্র পাঠ করিতে হয় । তুঃ—

সন্নিধানে হুকাব্য পিঙ্গল পড়ে ভাট ।—মাণিক গাঙ্গুলির পঞ্চমঙ্গল ।

ধাসা—আ<sup>০</sup> । উৎকৃষ্ট । প্রঃ—

ওরে মনের মতন কর যতন,

রতন পাবে অতি ধাসা ।—রামপ্রসাদ ।

ধাসা যকমণী পাড়কা পাএ ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।



খাসা নামে একরকম বিশেষ উৎকৃষ্ট বস্ত্রই ছিল।—Cotton Manufacture of Dacca, by Taylor, Ch. V. pp. 44-45.

জোড়া—স° যুক্ত > স° জুড় (বন্ধন)। যুগ্ম বস্ত্র, যুগল উত্তরীয়, দুখণ্ড বস্ত্র ও উত্তরীয় একত্র, দোশালা।

প্রত্যুষে উঠিয়া পাত্র পোরে জামা জোড়া।—মাণিক গাঙ্গুলি।

রাজা গোড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।

পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥—কৃষ্ণিবাসের আত্মপরিচয়।

বৈশ্য—

বিশত্যাগ পশুভ্যাশ্চ কৃষাদানকৃতিঃ শুচিঃ।

বেদাধ্যয়ন-সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥

—পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড বর্ণবিভাগ ২৬ অধ্যায়

দণ্ডস্ তথা ক্ষত্রিয়স্ত্র, কৃষির্ বৈশ্যস্ত্র শত্বতে।—গরুড় পুরাণ ৪৯ অ।

বিশতি প্রবিশতি সর্বত্র ইতি বৈশ্যঃ।

কলস্তর—স° কলাস্তর—বৃদ্ধিঃ কলাস্তরম্।—হেমচন্দ্র। ও° কলস্তর=হৃদ।

পশুনাং রক্ষণং দানম্ ইজ্যাধ্যয়নম্ এব চ।

বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যস্ত্র কৃষিম্ এব চ ॥—পদ্মপুরাণ।

কালে কিনী রাখে—যে সময়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তখন তাহা সস্তায় পাওয়া যায়; সস্তার সময় কিনিয়া অসময়ে চড়া দামে বিক্রয় করিয়া লাভ করা Economical speculation, বৈশ্যকর্ম্য।

২৬৬ পৃষ্ঠা

তোলা—স° তোলক=১ ভরি, ১ টাকার ওজন।

চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা।—গোরক্ষবিজয়।

হাতে করি আনিলেন তিন তোলা মাটা।—কৃষ্ণিবাস, আদিকাণ্ড।

হীরা—স° হীরক।

মতী—স° মোক্তিক, মুক্তা > প্রোক্ত মোক্তিক, মুক্তা > মোতী।

পলা—স° প্রবাল। শূন্তপুরাণে—পবাল। প্রঃ—

গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা হুটি।—শিবায়ন।

ভোট—স° ভোট (ভূটান) দেশের কঞ্চল। প্রঃ—

ভোটে হতে জটে ধরে ভাটে পাড়ি শিটে।—ঘনরাম।

ভোট কঞ্চলের পানে প্রভু চাহে বাবে বার।—চৈতন্যচরিতামৃত।

গোরাঙ্গ সুন্দর পরে নিমন্তর

ভোট কথলে বসিঞা।—অন্নানন্দ।

শগলাপ—আ° সাকলাং=রঙিন কাপড়, মূল্যবান বেশমী বস্ত্র।—Arabic *Siglatun*; High German *Cicalat*; Latin *Cyclas*; Romance *Ciclaton*; in Chaucer *Ciclatoun*.—See in Kittredge Anniversary Papers (Harvard University) the article *Ciclatoun* by Prof. G. F. Moore.

পাটনেত ভোট সোজ সকলত কথলে।—অন্নানন্দ।

পাট নেত ভোট নেত সকলত কথলে।—লোচনদাস।

ঘোট—সদা° টা° স° ঘোটা। তে° গুরা° ঘোড়া° স° ঘোট, ঘোটক।—শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মজুমদার।

করড—স°। উট, হাতীর বাচ্চা।

পটীণ—স° পটিল=পুরুষ-প্রমাণ দোমারী তরোয়াল।

আঙ্গরাখি—স° অঙ্গ°>আঙ্গ; স° রক্ষী°>রাখি; অঙ্গ যে রক্ষা করে—বর্ক, কবচ।  
জামা, পিবাণ। হি° অঙ্গরখা।

বৈদ্যক—মহর্ষি গালব ও বৈশ্যকস্তা বাবভদ্রা হইতে জাত সন্তান ধনন্তরির আদি-বৈদ্য; বৈদমস্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ধনন্তরিকে উৎপন্ন করা হয় বলিয়া উপাধি বৈদ্য; অথাকূলে (মাতৃকূলে) সংস্থাপিত বলিয়া নাম অখট।

ধনন্তরি ও বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের কস্তা সিদ্ধাবিদ্যা হইতে তিন পুত্র জন্মেন—  
সেন দাস গুপ্ত।—ব্রহ্মপুরাণ।

বৈদ্যোঃ শ্বিনীকুমারো জাতঃ বিপ্রযোষিত।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ২৮ অধ্যায়।

পৌরাণিক মতে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমার আদি-বৈদ্যের পিতা ও ব্রাহ্মণী তাঁর মাতা। মন্ত্ৰ (৮-১০ অধ্যায়), যাজ্ঞবল্ক্য (১১২১) প্রভৃতি বহু সংহিতাকার অখট বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের বৈশ্যাত্মীর পুত্র বলিয়াছেন। পূর্বে যখন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে কৃত্রিয়াকে ও বৈশ্যকে বিবাহ করিতে পারিত; আর সেই-সকল স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পিতৃভাতি পাটয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণ-পুত্র বলিয়াই তাঁহাদের বেদ পঠন-পাঠনে অধিকার বর্ধিত ছিল এবং নামট হইয়াছিল বৈদ্য,—অর্থাৎ বেদবিদ, বেদপারগ, বিদ্বান, পণ্ডিত। বৃহৎসংপুরাণ (৯৩৬) বলেন যে ঋষিগণ অখটকে বৈদ্য নাম ও আয়ুর্ষেদ প্রদান করেন। এই অখট নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা নানা মূর্খির নানা মন্ত

জানিতে পারি। বৈদ্যবংশের আদিপুরুষের নাম অমৃতার্চা; তাঁর পিতা মহর্ষি গালব, ও মাতা বৈষ্ণা বীরভদ্রা। অম্বা বা মাতার নামে পরিচিত হন বলিয়া বৈদ্য-  
 দেব অপর বংশনাম অম্বষ্ঠ। আবার কারো মতে অম্বষ্ঠ দেশ আফগানিস্থানে;  
 সেই অম্বষ্ঠদেশবাসী বংশ অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত হয়। অমৃতার্চার্যের অনেকগুলি  
 কন্যা ছিলেন; নানা মুনি ঐ কন্যাদের পাণিগ্রহণ করেন। মদ্রদেশ (পঞ্জাব)-  
 নিবাসী ঋষি ধনন্তরি অমৃতার্চার্যের দ্বিতীয়া কন্যা মলয়াকে বিবাহ করেন। মলয়া  
 ও ধনন্তরির পুত্রের নাম হয় সেন। অপরপর কন্যাদের অপর সাত পুত্র হয়—  
 গুপ্ত, দত্ত, দেব, দাশ, কুণ্ড, নন্দী, দোম। সেইসব পূর্বপুরুষদিগের নাম এখনো  
 বৈদ্যেরা নিজেদের উপাধি রূপে ব্যবহার করেন এবং দাশ উপাধি তালব্য শ দিয়া  
 লেখেন। সেন ও দাশ আখ্যাবর্ত্ত হইতে দ্রবিড়দেশে গিয়া বাস করেন, এবং তাঁহাদের  
 বংশ দ্রবিড়দেশে হইতে বঙ্গদেশে আসেন। দ্রবিড় কর্ণাট দেশে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর  
 আগে হইতেই জৈনধর্ম হীনবল হইতে আরম্ভ করে ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে  
 থাকে। সেন-উপাধিধারী যেসব জৈনপুরোহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকার করে, তারা  
 সব ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়া যায়। দ্রবিড়দেশে বজ্জাল নামে এক জাতি কক্‌ত্রিয়ধর্মী  
 ছিল; তারা রাজাদের সৈন্য সেনাপতি যোদ্ধা হইত, বড় বড় রাজকর্মে নিযুক্ত  
 থাকিত; আবার তারা বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞও করিত। এই বজ্জাল জাতি তখন  
 দ্রবিড়দেশের খুব প্রাতিষ্ঠানিক প্রবল জাতি ছিল বলিয়া তাদের নাম হয় বজ্জাল,—  
 বজ্জম্‌ মানে বজ্জাস্রোত, ও অলম্‌ মানে রাজা; তাহা হইতে বজ্জালম্‌ মানে নদীমাতৃক  
 দেশের রাজা; অথবা বল হইতেছেন যুদ্ধদেবতা, এই যুদ্ধদেবতার নাম হইতেও  
 বজ্জাল নাম হইয়া থাকিতে পারে। বজ্জাল জাতি বেদমুখ্যায়ী হইয়া চোল ও পাণ্ড্য  
 বংশীয় রাজাদের পুরোহিতের কাজও করিত; তখন তাদের নাম হয় বৈজ্ঞ।  
 যারা যোদ্ধাবৃত্তি বা পুরোহিত্য না করিত, তারা হইত চিকিৎসক। দাক্ষিণাত্যে  
 চিকিৎসককে অম্বট্টন বলে; চিকিৎসাব্যবসায় ক্রমে নাপিত জাতের ব্যবসায় হইয়া  
 পড়ে, সেইজন্ত এখনো নাপিতদের দাক্ষিণাত্যে অম্বট্টন বলে। অতএব দেখা  
 যাইতেছে বজ্জাল-বৈজ্ঞ চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে তৃতীয় নাম লাভ করে অম্বষ্ঠ।  
 তামিল দেশের বজ্জাল-বৈজ্ঞের এক শাখা শানান নামে পরিচিত হয়। রাজেন্দ্র-  
 চোল যখন বঙ্গবিজয় করিতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে বজ্জাল-বৈজ্ঞ অম্বষ্ঠ-শানান  
 নামে পরিচিত দ্রবিড়দেশী জাতি বঙ্গদেশে আসেন ও বঙ্গেই থাকিয়া যান। এই  
 জাতি বঙ্গদেশেও প্রবল হইয়া বঙ্গ ও মিথিলার রাজা হন এবং সেন ও কর্ণাট বংশীয়  
 রাজা বলিয়া পরিচিত হইতে থাকেন। বঙ্গের সেন-রাজারা আপনাদিগকে কর্ণাট-  
 কক্‌ত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন; এই কক্‌ত্রিয়-পরিচয় অবলম্বন করিয়া বাঙালী-কক্‌ত্রিয়

কার্যতঃ সেনরাজাদের কার্য প্রতিলিপ্য করিতে চান। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বল্লাল-শানান জাতির বংশেই যে বঙ্গের সেনরাজা বল্লাল-সেন উৎপন্ন তাহা এখন ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থির হইয়া গেছে ; ঐ বল্লাল-শানান জাতি একদিকে যেমন ব্রাহ্মণধর্মী বৈষ্ণ ছিলেন, অপবদিকে তেমন কৃত্রিয়ধর্মী বল্লাল ছিলেন ; সুতরাং সেনরাজাদের কর্ণাট-কৃত্রিয় পরিচয়ে ও সেই বংশের যারা ব্রাহ্মণধর্মী তাঁদের বৈদ্য জাতি বলিয়া পরিচয়ে কোনো বিরোধ নাই। বঙ্গের সেনবংশ নিজের চক্ষুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন ; বোধ হয় ঐ বংশের আদিপুরুষের নাম চক্ষ ছিল ; গোবর্দ্ধন আচার্য আখ্যাসপ্তশতী কাব্যে এই কথাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন বোধ হয়।—

সকলকলাঃ কল্মসিতুম্ প্রভুঃ প্রবক্ষ্যে কুমুদবকোচ্চ ।

সেনকুলতিলক-ভূপতিবেকো রাক্ষ প্রদোষত ॥

এই শ্লোকে কুমুদবকু ও রাক্ষ চক্ষুর নামান্তর।

পাণিনি ব্যাকরণে ও ক্রমদীপ্যবের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে দাস ও দাশ শব্দের ব্যাপ্তিগত অর্থ দেওয়া আছে।—‘দসো ভূত্যো—দাশঃ’; দাস শব্দের মুখ্য অর্থ দাস্য, গোণ অর্থ ভূতা। ‘দশ্শ দংশনে.....কৈবর্ত্তে দাশঃ’; দংশন ভূততে উৎপন্ন দাশ শব্দে, কৈবর্ত্ত ধীরব (যারা মাছকে দংশন অর্থাৎ হত্যা করে) বুঝায়। ‘তালব্যাস্ত দাশ দানে—দাশস্ত্যাস্ত দাশো বিপ্রঃ’; তালব্যাস্ত দাশ শব্দের মানে দাতা ; যিনি বেদবিদ্যা দান করেন তিনিই দাশ।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—শঙ্করচন্দ্রম “বৈষ্ণ” শব্দ ; পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র বিজ্ঞারত্ন প্রণীত ও সম্পাদিত জাতিতত্ত্ববারিধি ও মন্দারমালা ; পণ্ডিত শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত History of the Bengali Language (Calcutta University) ; শ্রীবাগদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিত বাংলাৰ ইতিহাস ও প্রবন্ধ (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, no. 3) ; ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এটচ-ডি লিপিত “সেনরাজগণের কুল-পরিচয়” প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ মাস ১৩৩৮ ; জাতিতত্ত্ব—বঙ্গ ব্রাহ্মণ কার্যতঃ ও বৈষ্ণ, শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুর প্রণীত ; প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২৭, ৪৫৩-৪৫৫ পৃষ্ঠা।

শুশ সেন দাস দত্ত ইত্যাদি—

সেনো দাসশ্চ শুশশ্চ দত্তো দেবঃ করস্ তথা ।

রাঙ্কসোমাবপীতাসৌ রাটোয়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥

উত্তমো সেন-দাসো চ শুশ-দত্তো তথৈব চ ।

দেবঃ করশ্চ মধ্যাহ্নো রাঙ্ক-সোমো কুলাধমো ॥

—গৌরানন্দমিত্রকায়স্থ-ভরতসেন-কৃত বৈষ্ণকুলতত্ত্বম্। অষ্ট-কুল-চন্দ্রিকা।

অমৃত্যুচার্য্য তাঁহার কন্তাদিগকে বৈষ্ণববাচক উপাধিকের সহিত বিবাহ দিয়া-  
ছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার দৌহিত্রগণও বৈষ্ণববাচক গুপ্ত, সেন, দত্ত, দেব, দাস  
( অধুনা দাশ ), কুণ্ড, নন্দী এবং সোম উপাধিক ; এবং ইহাঁদিগের বংশধর অষ্ট  
বৈষ্ণবও এই উপাধি ব্যবহার করেন। অমৃত্যুচার্য্যকে বৈষ্ণব আদিপিতা বলা  
যায় না, তিনি মাতামহ ; তাঁহার দৌহিত্রগণ অষ্ট বৈষ্ণব আদিপিতা। পিতৃকুল  
ধরিয়াই বংশপরিচয়, সেইজন্তই অষ্ট বৈষ্ণব ঐ-সকল উপাধি ব্যবহার করেন।  
এই-সকল উপাধি ব্যতীত অষ্ট বৈষ্ণব মধ্যে যে ধর, কর, নাগাদি আরও উপাধি  
দেখা যায় তাঁহারা বোধহয় দ্বিতীয় প্রকারে উৎপন্ন অষ্ট বৈষ্ণব। ঐ-সকল উপাধি  
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে নাই ; আছে কেবল বৈষ্ণবদিগের আর কায়স্থই বল বা শূদ্রই  
বল আছে তাহাদের মধ্যে। অষ্ট, বৈষ্ণব এবং কায়স্থর উপাধি যখন এক, তখন  
ইহাদের আদিপুরুষ এক বলিয়াই মনে হয়, বৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছে।  
—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দেব, প্রবাসী ১৩২৭ ফাল্গুন, ৪৫৩ পৃষ্ঠা। “বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও  
বৈষ্ণব”-প্রণেতা শ্রীগিরিশচন্দ্র বসুরও এই মত।

কুলস্থান—কুলীন, গোষ্ঠীপতি।—

কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্বে যন্তানং ভৃঞ্জতে মূহঃ।

কুলীনায় স্ততাং দত্তা স গোষ্ঠীপতির্ উচ্যতে ॥

মৌলীকায়—? মৌলিক = মূলসম্বন্ধীয়। রোগের নিদান সম্বন্ধে।

কেহ প্রয়োগের বস—কোনো কোনো বৈষ্ণব ঝাড় কুঁক তত্ত্বমস্ত্রে অম্বরক্ত। তত্ত্বশাস্ত্র  
হইতে রসায়নের উৎপত্তি, সেইজন্ত বৈষ্ণবগণ তত্ত্ববশ। প্রয়োগ = অমুষ্ঠান।

বসন মণ্ডিত করি শিরে—সেকালের বৈষ্ণবরা মাথায় পাগড়ী বাধিত দেখা যাইতেছে ; ইহা  
তাহাদের অবাঙালীত্বের পরিচায়ক।

কপূর—সেকালে দুর্লভ সামগ্রী ছিল দেখা যাইতেছে।

রোজা—সঁ উপাধ্যায় > প্রাঁ উজ্জ্বায়, উজ্জ্বায় > হিঁ ওঝা > রোজা = প্রাচীন কালের  
বৌদ্ধ তান্ত্রিক > চিকিৎসক। সঁ বৌদ্ধ > ওঝা > রোজা। প্রঃ—

কেহ কেহ মাই ওঝা দে ঝাড়াই

৪৫৩ পৃষ্ঠায়ের পেয়েছে ভূতে।—চণ্ডীদাস।

ওঝাগুলিক হয় বিষ ঝাড়িয়া নামায়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

২৬৭ পৃষ্ঠা।

অগ্রদানী—যে পতিত ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ করে।

লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রানাম্ অগ্রে দানং গৃহীতবান্।

গ্রহণে মৃতদানানাম্ অগ্রদানী বভূব সঃ ॥—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

রাজকর নাহি দেই—রাজা বল্লভ সেনের মাতৃশ্রদ্ধে উৎসৃষ্ট স্বর্ণধেনু কোনো ব্রাহ্মণ লইতে অস্বীকার করিলে এরা গ্রহণ করে; রাজা ইচ্ছাতে তুষ্ট হইয়া ইচ্ছাশেষ খাজনা মাপ কবিয়া দেন।—বল্লালচরিত। মধু শ্রোত্রিয় মাতৃকেই নিকর করিয়াছেন।

বৈতরণী ধেমু—

নদী বৈতরণী নাম ভূগন্ধা কৃষ্ণবাহিনী;

উৎকতোয়া মহাবেগা অস্ত্র-কেশা-ভরঙ্গিনী ॥

—প্রারম্ভিক্তিবৈক-দ্বিত তমদায়-বচন।

কালিকাপুরাণ ১৮ অধ্যায়, কৃষ্ণপুরাণ ১২ অধ্যায় প্রভৃতিতে বৈতরণী নদীর উৎপত্তির গল্প ও বর্ণনা আছে।

আসন্ন-মৃত্যুনা দেয়া গোঃ সবংসা চ পূর্ববৎ।

তদভাবে চ গোব একা নবকোদ্ধাৰণায় বৈ ॥—শুক্ৰিতব।

যমধাবে মহাঘোবে তপ্তা বৈতরণী নদী।

তাক তত্বং দদাম্যোনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্ ॥—শুক্ৰিতব।

## কায়স্থগণের আগমন (২৬৭—২৬৮ পৃষ্ঠা)

২৬৭ পৃষ্ঠা

ভেট—সং মেল>হি ভেট, ম ও ণি ভেট=মিলন>মিলন-সময়ে প্রদত্ত উপহার।

শাস্ত্রনির্দেশ—রিক্তপাণির ন পণ্ডিত রাজানং ভিবজং (দেবতাং) শুকম্ ॥—বিক্রম-

চরিত ১১৫; বেদান্তসারের বিদ্যোদ্যানেরজননী টীকা; সমাক্তব্রহ্মকৌমুদী।

প্রঃ—

পক্ষ শ্লোক ভোটলাম রাজা গোড়েশ্বরে ॥—কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়।

ভেট দেয় আনি ॥—চৈতন্যচরিতামৃত।

গাছ—বাক, ভার বহিবার দণ্ড। বড় ভাল।

কায়স্থ আইলা—বাংলার উচ্চ স্তরের সকল জাতিই বাহির চট্টে আগত উপনিবেশী;

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আসিয়াছিল কান্তকূজ হইতে ও বৈদ্যর। আসিয়াছিল কর্ণাট

হইতে। শুকরাটে নতুন নগর পত্তনে নব নব জাতির আগমনের মধ্যে সমগ্র বঙ্গের

জাতীয় ইতিহাস লুপ্তায়িত আছে। “খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও ২৭ জন কায়স্থ গোড়ে আগমন করেন।”—বঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য।

মাইসিয়া—মাহেশ গ্রামের, হুগলি জেলায় শ্রীরামপুর মহকুমার প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা কায়স্থদের সমাজ-স্থান।—

রহিমপুর মহেশপুর সমাজ করিল।

কেহ হামকুড়া বৈল, কেহ মহেশ রোহাল ॥

প্রধান সমাজ এই লিখিল সকল।—চাকুর।

বসু মিত্র আদি কুলজন—

ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।

অভিमानে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি ॥—কায়স্থকোত্তম।

পাল.....বন্দ্য—

আদৌ প্রজাপতের্ব জাতা মুখাদ্ বিপ্রাঃ স-দারকাঃ।

বাহুবোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উক্লোর বৈশ্যা বিজজিরে ॥

পাদতশ্ চ শূদ্রাঃ সত্ত্বাস্ ত্রিবর্ণস্ত চ সেবকাঃ ॥

হৌম-নামা সূতস্ তস্ত প্রদীপস্ তস্ত পুত্রকঃ।

কায়স্থস্ তস্ত পুত্রো হুভূদ্ বভূব লিপিকারকঃ ॥

কায়স্থস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিধাতা জগতীতলে।

চিত্রগুপ্তশ্ চিত্রসেনো বিচিত্রশ্ চ তথৈব চ ॥

চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।

চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রং প্রচক্ষতে ॥

বসু-ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।

মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণো চিত্রসেন-সূতা ভূবি ॥

করণস্ত সূতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ।

মৃত্যুঞ্জয়াং সমুদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্ চ পালিতঃ ॥

সিংহশ্ বৈতথা পশ্চাজ্ জাতাশ্ চ বহুসংখ্যকাঃ ॥

—অগ্নিপুৰাণ, জাতিমালা।

মহারাজ বল্লাল সেন ঘোষ বসু গুহ মিত্র বংশকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। লক্ষণ সেনের প্রপৌত্র মহারাজ দনোজমাধব কায়স্থদের কুলমর্যাদা নির্ণয় করেন। কায়স্থগণের কুলীন ব্যতীত অপর বংশের ৭২ রকম উপাধি পাওয়া যায়।

সিদ্ধকুল, সাধা কেহ—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান হোসেন শাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসু ( পুরন্দর বা নামে পরিচিত ) দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারহদিগকে কুলীন সিদ্ধ-মৌলিক ও সাধা-মৌলিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন।—বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কারহ ও বৈদ্য ।

প্রসঙ্গ সত্যের বাণী—কারহেরা সকলেই লেখাপড়া জানিত—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় । শিক্ষিত বলিয়া তারা ভবা ছিল ।

আসার—সঁ আশা = দিক্ ।

ঈদ্র হরিরাম প্রভৃতির পূর্ণ প্রণীত চণ্ডিকাব্যে এইরূপ অবিকল বর্ণনা আছে ।

## গোপ প্রভৃতি জাতির আগমন ( ২৬৮—২৭১ পৃষ্ঠা )

২৬৮ পৃষ্ঠা

তেশন—সঁ ত্রি > তে ; আঁ সন = বংশর । প্রঃ—

সহরে সকল প্রজা স্থখে করে ঘর ।

তিন সন অপর না লয় রাজকর ॥—ঘনরাম ।

ইনাম—আঁ । দান, পুরস্কার । প্রঃ—

রাজপুরে পুরস্কার কত ধন পাব ।

ইনামে ঘনরামতী অবশ্য আনিব ॥—ঘনরাম ।

ইনাম কি চাহ বলি পাতিলা জিজ্ঞাসে ।—অন্নদাচরণ ।

২৬৯ পৃষ্ঠা

হনৌক—?

উপড়ায়—সঁ উংপাটন > উপাড় ধাতু । প্রঃ—

শালগাছ উপাড়িয়া ঘন দিল পাক ।—কৃতিবাস, আদিকাণ্ড ।

বোড়গান ও দোহার—উপাড়িঅ, উপাড়ী—গুটি উপাড়ী মেলিলি কাজি ।

মাস—সঁ মাষ ।

মুগ—সঁ মুগ্গ । ওঁ মুগ-অ, হিঁ মুংগ্ । প্রঃ—

মুগ বাটলা আর চসিহ ইধু চাস ।—শ্রুতপুরাণ ।



শারিসা—স° সর্ষপ>প্রা° সরিস ; ও° সোরিষ-অ, হি° সর্ষো ; বা° সর্ষা, সরিষা  
 প্রঃ—

তিল সরিসা চাস কর গোঁসাই বলি তব পাএ।—শৃঙ্গপুরাণ।

কাপাস—স° কার্পাস>প্রা° কপ্পাস>হি° কপাস, ম° কাপুস, ও° কপা। প্রঃ—

কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।—শৃঙ্গপুরাণ।

সভার—স° সর্ক>প্রা° সর্ব>বা° সব, হি° সব, ও° সব ; প্রাচীন বাংলায় সত। প্রঃ—

সভাকার কপালে মরণ আছে লেখা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

সরগ মরত নহি ছিল সতি ধুদ্ধকার।—শৃঙ্গপুরাণ।

আনন্দজুত হএ চলিল সন্ডে লএ।—শৃঙ্গপুরাণ।

য়েক জায়—স° এক ; ফা° জা=জয়গা, স্থান ; >উর্দু একজা=এক স্থানে, একত্র।

তন্তুবায়—স°। পূর্বে ব্রাহ্মণেরাই তন্তুবায় ছিল ; মনুসংহিতার পরবর্তী বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য  
 সংহিতার সময় হইতে তন্তুবায়-ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া তন্তুবায় জাতির সৃষ্টি করে বোধ  
 হয়।—প্রবাসী ১৩২৮ বৈশাখ ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বেদের সময় বয়নকারীকে বায়  
 বলিত (ঋকসংহিতা ১০।২৬।৬)।—প্রবাসী ১৩২৭ চৈত্র ৫৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভুনী—কোম>ক্ষুঞ>খুনি>ভুনি ? মোটা তসরের পাড়হীন শাদা ধুতি। প্রঃ—

পরিল বিচিত্র সরু দিব্য বস্ত্র ভুনি।—চৈতন্যমঙ্গল।

চিত্রবর্ণ পটুশাড়ী ভুনী-ফোতা পটুপাড়ি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের ভুনি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

খনী—স° কোম>ক্ষুঞ>খনী ? তুঃ—

খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসয়েতে হাত।—ভারতচন্দ্র।

মনসা জমিল রে গায়নে দেও খনি।—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

খাদি—স° ক্ষুদ্র>ও° খদি, হি° খাদী। তুঃ—স° ক্ষুদ্রনাসিক>খাদা নাক। ছোট  
 কাপড়, খণ্ডবস্ত্র।

খুতি—স° ধোতী—যাহা ধোত করা যায় ; শৃঙ্গপুরাণে—দ্বিবিধ রূপ দেখা যায়—

কেমন বরন আপুনি কেমন পরিছ ধোতি।

স্বনার কলস ভঁধি উড়য়ে নেতর ধুতি।—শৃঙ্গপুরাণ।

হি° ধোতী ; ও° ধোতি ; তে° ধোতি ; ম° ধোতর, ধোত্র।

বুনে—স° বপন>বঅন>বরন>বুন ধাতু। হি° বুন্না, ও° বুণ। বপন অর্থে বুন ধাতু  
 শৃঙ্গপুরাণে আছে। প্রঃ—

নানা জাতি বস্ত্র সব বুনএ কুবিন্দ।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য

কাটিম্ চিকন স্তি

তোক্ষিহ্ ব্ৰুনিবা ধুতি

হাটে নি বেচিলে পাটবা কোড়ি।—গোরক্ষবিজয়।

গড়া—সি গাঢ়, হি গাঢ়া=গাঢ় বোনা মোটা বস্ত্র।

কুড়ি—সি কুণ্ডা—ছোট পাত্র।

গড়ি—স গঠ, ঘট>হি ও গঢ়, ম' ঘড়। নির্মাণ করা। শৃঙ্গপুরাণে গঠ ধাতুরই প্রয়োগ আছে।—হনার কাস্তাখানি গঠিয়া জুগল। বৌদ্ধগান ও দোহায়—  
গটই=গড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—গড়া, গঢ়া দুই রূপই আছে।

পিটে—স পিট ধাতু সংদাতে, পদে। প্রঃ—

মার পাঠেতে খাটেতে সমক নি যায় পিটিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মৃদঙ্গ—মাটির তৈরি অঙ্গ বা পোলের মুখে চামড়া-ছাওয়া আনক বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজএ জয়সম্মা ঘণ্টা।—শৃঙ্গপুরাণ।

কাড়া—সি কটাহ। কটাহ-মুখে চন্দ্রাচ্ছাদন দেওয়া বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

মৃদঙ্গ কাড়া বাজে কুলর মালা সঙ্গে

আনন্দেত ধন্যর পূজনা।—শৃঙ্গপুরাণ।

পড়্যা—স পটচ>পড়া, পড়া। আনক বাদ্যযন্ত্র।

কংস করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া।—কৃষ্ণবাস।

তেলী—স তৈলিক। স তৈল>প্রা তেল, ও' তি' ম' বা' তেল; তেল কবে দে সে তেলী।

ঘনা—সি ঘন>ঘনা, ঘানী। ঘনা-গাছ তৈল-নিম্বীড়ন-বহু; ঘনাগাছের তেল নেকড়া ভিজাইয়া তুলিতে হয়, ঘানীগাছের তেল জিত দিয়া বাতির হয়। ও' ঘণা; ম' ঘাণা, ঘণা। স ঘন+অ=ঘন=মুদগর, যাঁরা পরস্পরে আহত হয়। ঘন>ঘানী, ঘনা।

কিনীঞা—সি ক্রী ধাতু; ক্রাদি-গদ্য ধাতুতে না আগম হয়—সি ক্রীণাতি>বা' কিনা, কেনা, হি কিননা, ও' কিনিবা।

বেচে কিনে জারে জেবা মন।—শৃঙ্গপুরাণ।

বেচয়ে—সি বিক্রী>বিক, বিচ, বেচ; ও' হি' বেচ। প্রঃ—

চোর গাট গাঙ্কি-চুলা খান।

যে বিচে সেই সিয়ান।

ইচা বিচিতে না পুছিব মান।—ডাক।

উঠ দদি বিচ নিজী মথুরার হাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কাষার—বৈদিক কষার > কাষার > স° কষকার। প্রঃ—

পবেসে কাষার ঘরে।—শূন্তপুরাণ।

শাল—স° শালা—গৃহ; কক্ষশালা।

কোদালী—স° কুঠার; দ্রবিড় কোদাল, কোদালি। স° কুদাল, কুদাল; বা° কোদাল।

ফাল—স° ফাল=লাঙ্গলের লৌহফলক, যাহা দিয়া মাটি ভেদ করা হয়।

সুনার জে লাঙ্গল কৈল রূপার জে ফাল।—শূন্তপুরাণ।

শবাক=স° শ্রাবক=বৌদ্ধ বা জৈন। শবাক পাঠও শ্রাবক হইতে আসিতে পারে।

বৌদ্ধ শ্রাবকেরা ব্রাহ্মণ্য প্রার্থীভাবে হীনাবস্থা হইয়া তাঁতির ব্যবসায় অবলম্বন করে।

.....a certain weaver class called Saraki Tanti in the Western Thanas of the districts of Puri and Cuttuck and even in the neighbouring Tributary Mahals..... They worshipped him (Buddha) even in marriage ceremony.. Saraki Tantis are to be found in almost all the districts in Western Bengal. These, however, do not worship Buddha, but abstain carefully from meat and drink and are more cleanly than their brother caste men. The word Saraki seems to be a corruption of Sravaka, an undoubted Buddhist term.....—Buddhists in Bengal, by M.M. H.P. Shastri, Dacca Review, October 1921.

প্রবাসী ১৩২৯ কাঙ্ক্ষিক মাস ৫৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু শবাক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ( ব্রহ্মখণ্ড ১০ অধ্যায় ) মতে—

য়েচ্ছাৎ কুবিন্দ-কন্তায়াং জোলা-জাতির্ বভূব হ।

জোলাং কুবিন্দ-কন্তায়াং শবাকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১২১ শ্লোক।

গোপালভট্ট-রচিত বৃষ্ণালচরিত-খ্যাত পরশুরামসংহিতার মতে নাপিত ও কুবেরী জাতি হইতে শবাক জাতির উৎপত্তি।

“পূর্বে যে ইহারা বৌদ্ধ ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।”—বীরভূম-বিবরণ ২য় খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা। প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ষি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ঐ পুস্তকের ভূমিকায় (১০ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন—জৈন বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে এখানে শবাক জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

বৃহদ্রথপুরাণে ( উত্তর খণ্ড ১৩ অধ্যায় ) শাবক নামে এক জাতির উল্লেখ আছে।—মালাকারাং তু সঙ্কতো নটঃ শাবক এব চ।—৪২ শ্লোক।

নিরামিত্ত—স<sup>১</sup> নিরামিষ। হবিষ্য-শব্দসামুদ্রে নিরামিষা, আমিষা। তুঃ—

সুক্রবার দিনে গো ঝিক করিব হবিত্ত।

ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিষ ॥—শূন্যপুরাণ।

নিত্ত নিরামিত্ত খাই ত্রাকনি জোগিনি হই।—গোয়কবিজয়।

হরিস—স<sup>১</sup> হর্ষ > হরিষ। প্রঃ—

হইয়ে হরিষ-যুক্ত চলে তিন জন।—কুতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

তাৎলিক—স<sup>১</sup> তাৎলী = তাৎল-ব্যবসায়ী। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন তাৎল ও তাৎলী তামিল শব্দ; তামিল জাতি পান লইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়া তামলী জাতি হয়। তুঃ—

নগরে তামেলী বাসি বেচা কেনা করে।

অপূর লইয়া পান দেষ্ট মহাবীরে ॥—ঈজ হরিষ্যমের চণ্ডীকাব্য।

এই জাতির ইতিহাস তাৎলীজাতি-পত্রিকায় প্রাপ্য।

বিড়া—স<sup>১</sup> বীটিকা, বীটি > ও<sup>১</sup> বিড়া বিড়ি, হি<sup>১</sup> বীড়া = পানের খিল, তাৎল-বল্লী।

২০ গুণ্ডা পানে এক বিড়া—চট্টগ্রামে; এক গোছ পান, এক পরসার পান—বরিশালে।

কোই পান-বিড়ি

কর পর লেই

কপুর বিবিধ দেত।—অগ্রকাশিত পদবস্তাবলী।

আচমন করি দিল বিড়ক সঙ্কর।—চৈতন্যচরিতামৃত।

মালাকার—স<sup>১</sup> মালাকার, মালকার > স<sup>১</sup> মালাকার। তুঃ—

নগরের একদেশে রহে মালাকার।

মালক সাজিয়া করে পুষ্পের পসার ॥—ঈজ হরিষ্যম।

মালক—তা<sup>১</sup> মালা = ফুল। ফুলের বাগান।

পুষ্প তুলিবাক পশ্চিম গেলা মালাকার বাড়ি।

পরতুর মালকএ জাগতি নন্দি মহাকাল।—শূন্যপুরাণ।

মোড়—স<sup>১</sup> মুকুট > বিজয়-বাণ বলেন—স<sup>১</sup> মন্তক > মটক > মুকুট > স<sup>১</sup> মুকুট।

মুকুট > মউড়। মালিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে—মটক।

গুটলী—স<sup>১</sup> পুট, হি<sup>১</sup> শোখলা, ম<sup>১</sup> পুডকা; স<sup>১</sup> পোটলী; হি<sup>১</sup> পোট, পোটলা।

ফুলসাজি—ফুলের শয্যা বা সজ্জা > সাজি ।

সাজি লএ ফুল পাড়ে জাএসি মালঞ্চে ।—শুভপূরণ ।

কাঙ্কে—স° কঙ্কে ।

বারোই—স° বারজীবী, বারকী ।

ব্রাহ্মণস্ত তু তাম্ ল্যাং পুত্রোহসৌ বাক্জিঃ স্মৃতঃ ।

তাম্ ল-ব্যবসায়ী চ কলৌ লচ্চুদ্রবৎ স্মৃতঃ ॥—বৃহদ্রথপূরণ ।

বোরজ—স° ব্রজ > ও° বরজ-অ, হি° বরজ । আ° বুজ্ = ভূর্গ ; ভূর্গবৎ সুশ্রবিত স্থান  
বরজ । তুঃ—

বারুই বসিয়া তারা বরোজ করয় ।

কলিঙ্গ হইতে পাণ আনিয়া রোপয় ॥—দ্বিজ হরিরাম ।

পান যে বঙ্গদেশের নয় তাহা দ্বিজ হরিরাম স্পষ্টাকরে সাক্য দিয়াছেন ।

দোহাই—হি° হুহাই = শপথ, দিব্য ; ভূঃখ জানাইয়া সুবিচার প্রার্থনা । প্রঃ—

শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই ।—বিদ্যাপতি ।

মদক—স° মোদক । তুঃ—

সুত্রধর মোদক বসিল দিয়া সারি ।—দ্বিজ হরিরাম ।

কারখানা—ফা° কার্ = কর্ম, খানা = গৃহ । প্রঃ—

কারখানা কেবল যেমন কামরূপ ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।

খণ্ড—স° । খাঁড় গুড়, পাটালি গুড় ।

লাড়ু—স° লড্ডুক > হি° লাড্ডু ।—

লাড়ু দিয়া যেমন ভাণ্ডাও ছাওয়ালে ।—কুন্তিবাস, আদি ।

ধীর ধীরিসা দুহু সর লাড়ু খাএ রঙ্গে ।—জয়ানন্দ ।

প্রবোধ করিলা শিশু নাড়ু কলা দিয়া ।—গোবিন্দচন্দ্রের গান ।

পশরা—স° পণ্যশালা > হি° পনসার > বা° পশার, পশরা । প্রঃ—

চউশঠী ঘড়িরে দেট পসারা ।—বোদ্ধগান ও দোহা ।

হাট—স° হট্ট > হাট । প্রঃ—

অনেক কড়ী পসারা ।

হাট জাইতে না পাইলো মথুরা ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

সুনার পাটেত বেসাতির বৈসএ হাট ।—শুভপূরণ ।

যোগান—সর্ববরাহ । প্রঃ—

বাহুবোণে অষ্ট যোড়া রথের যোগান ।—কুন্তিবাস, সুলরাকাশ ।

নাপীত—স° নাপিত > পা° নহাপিত > বা° নাপিত ; অমরকোষে নাপিত শব্দ আছে ।

কাতা—স° কর্তরী । হি° কতান = কুর ইত্যাদি রাধিব্যয় পাত্র বা আধার ।

রশাল—স° রস (= পারদ) + আল (অস্ত্রার্থে) = পারদপ্রলিপ্ত ।

আগুরী—স° উগ্রকত্রিয় । মহাসংহিতায় কত্রোগ্র ।

জানা—উগ্রকত্রিয়ের উপাধি । আগুরী চই ভাগে বিভক্ত—হৃত ও জানা । জানাদিগের  
বিবাহ-সময়ে উপনয়ন হয় ।—সম্বন্ধনির্ণয় ।

বীরবানা—বীর + বানা (তা° বানা = পতাকা) = বীরচিহ্ন ।

গন্ধবান্ধা—গন্ধবগিক্ । রামায়ণের কাল হইতে এই জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়—  
দত্তকারাঃ সূধাকারা য়ে চ গন্ধোপজীবিনঃ ।—অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৩ অধ্যায় । এঁরা  
কোশাখী (শ্রয়গ) হইতে উড়িষ্যার ভিতর দিয়া আসিয়া বঙ্গে ও প্রাগজ্যোতিষপুরে  
(আসাম) উপনিবেশ করেন । তুঃ—

গন্ধবগিক বস্ত্রা নগর ভিতর ।

জৈত্রী লবঙ্গ জীবা বেচে জাহফল ।

নানা দ্রব্য আনি ভায়া করএ পসরা ।

বীরে ভেটে গন্ধ দিয়া, পরএ সুলসরা ॥—বিজ হরিরাম ।

হঁচাদের ইতিহাসের জন্ত গন্ধবগিকপত্রিকা ১৩২, ১৩৩ সাল দ্রষ্টব্য ।

শম্ববান্ধা—স্বতাচী-বিশ্বকর্ষণোর নব পুত্রোচ্চ শিষিনঃ ।

মালাকার-কন্দকার-শম্বকার-কুবিন্দকাঃ ।

কুন্তকারঃ কংসকার বড়োতে শিল্পীনাং বরাঃ ॥—বৃহৎসংহিতাপুর্বাণ ।

শম্বকারী শম্ব কাটে অবলার হেতু ।—বিজ হরিরাম ।

মনীবান্ধা—স° মণিবগিক্ । তুঃ—

মন্য-বগিক বেচে হীর নীলা পলা ।

নগরের লোক লয় পরয় অবলা ॥—বিজ হরিরাম ।

কংশারী—স° কাংসকার । তুঃ—

কাংস্তবগিক বস্ত্রে নগর ভিতর ।

স্মারি খালা ঘটা বাটী গড়ে নিরন্তর ॥—বিজ হরিরাম ।

ইতিহাসের জন্য কংসবগিক-পত্রিকা দ্রষ্টব্য ।

ঝারি—স° ঝাড়ু করণে । স° ঝারা > ঝারা, ঝারি । চি° ঝড়্বর । প্রঃ—

চরিত্রা তুরিতে রূপার ঝারিতে

লইল খীর পুরিআ ।—শৃঙ্গপুরাণ ।

সোণার ঝাড়ু, সোণার ডাবর, সোণার সব ঝারি।—কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড ।

খুরি—স° কুণ্ডী > কুঁড়ি, কুড়ি (তুঃ—হাঁড়িকুড়ি ২৬৯ পৃঃ) > খুরি। স° খোলক > হি°  
খোর > খোরা > কুজার্থে খুরি। কা° খুর = খাওয়া; খাওয়ার পাত্র খুরি। হি°  
খোরী। প্রঃ—

খালি খুরি ডাবরেতে পুরিআ লছি চন্দন।—শূন্যপুরাণ।

বাটী—স° বাট (বেষ্টিত) পাত্র বাটী; স° পাত্রী > বাটী। হি° বটরী, ম° বাটী।

বট—স° বট (বেষ্টিত, বর্জ্য লাকার) = বড় বাটী।

ঘাঘর—স° ঘর্ঘর = কাঁসার বাদ্যযন্ত্র, কবতাল; ছোট ছোট ঘণ্টা। প্রঃ—

চন্দন-চর্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

নূপ বলে নাচ নাচ নাচ বাছাধন।

ঘাঘর ঘুঘুর বাজে শুনিয়া কেমন ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

সাপুড়া—স° সম্পুট।

উড়িয়া গোড়িয়া

কুলুপা চিরনী

বিচিত্র সাপুড়া।—জয়ানন্দ।

চুনা বাটী—চুন রাধিবার বাটী।

শব্দ বাটী বাট সরঙ্গী খাল রসময় রসখুরী।—জয়ানন্দ।

স্বর্ণবণিক—“স্বর্ণবণিক জাতি অযোধ্যানিবাসী।”—গোবর্দ্ধনমিশ্রের কুলজী। অযোধ্যা

হইতে গোড়ে, গোড় হইতে রাড়ে বঙ্গে স্বর্ণবণিকদের বিদ্যুতি ঘটে।

কসে—স° কষ। পাথরের উপর সোনা-রূপার দাগ পাড়িয়া পরীক্ষা করে। তুঃ—

ঢর ঢর কবিল-কাঞ্চন তহু গোরি।—জ্ঞানদাস।

২৭১ পৃষ্ঠা

পশ্ততহর—স° পশ্ততোহর = যে দেখিতে দেখিতে চোখের সামনে চুরি করে—স্বাক্ষর।

তুক্রনীতিসারে স্বাক্ষরদের চোরের বাবা বলা হইয়াছে—

চৌরাণাং পিতৃভূতাসু তে স্বর্ণকারাদয়ন্ততঃ ॥—৪।৪।৪২।

পল্ল গোপ—পল্লব গোপ, পল্লব গোপ। স° পল্ল = শতরঞ্জনস্থান। পল্ল গোপ = চাবী

গোয়াল। গোপ-ব্যবসায়ী পল্লব জাতি। কনোজের রাজা মহেন্দ্রবল ও মহী-

পালের সভাকবি রাজশেখর (৯ম শতাব্দীর শেষ ও ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে)

ভংকৃত কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে দক্ষিণাপথের পল্লব ও উত্তরপশ্চিমাকাশের পল্লব

জাতিকে বিভিন্ন বলিয়াছেন। See The History and Institutions of the Pallavas, by C. S. Srinivasachari, M. A., Mysore.

বাথান—সংগ্রহান (=গোষ্ঠ), সংগ্রহান > বাথান।

বাথানে রহিল গাই                      আইস তাই কানাই

বনের মাঝে করি গিয়া খেলা।—কলকতকন।

পরশর-সংহিতার এই মর্যাদাকে নবশাক বলা হইয়াছে—কিন্তু নব-শাকের কোনো অর্থ হয় না। কেউ কেউ বলেন—নব-শাক অর্থাৎ নয়টি শক জাতি বা নতুন শক জাতি।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদের বলিয়াছেন—নবশাক—হিন্দু সমাজের নতুন শাখা; এরা-সব বৌদ্ধ ছিল, পরে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে।—

The Vajrayanists, the Sahajiyas, the Nathists, and the Kala-chakrayanists.....were either converted to Islam or forced to join the Brahmins..... They took these within the pale of their society and called them নবশাক or the new branch. Those who tried to maintain a separate existence were excluded from the pale of their society and these formed অনাচারশীল জাতি or the depressed classes.—Introduction to the Modern Buddhism by Nagendranath Basu.

.....The so-called depressed classes in Bengal were at one time Buddhists, and lived in complete rivalry with the Hindus. ....The goldsmiths and carpenters however are still Buddhists but they do not know they are so.....They have lost their monks who.....called themselves Brahmins and are known as Varna-Brahmins, i. e. priests of those castes with whom Brahmanas and their followers hold no intercourse.—Buddhists in Bengal by MM. H. P. Sastri, Dacca Review, October 1921.

১. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে (ব্রহ্মবৈবর্ত ১০।৮৫) নবশাকদের উৎপত্তিহীন—মলয় উদ্ভিদগণ।



## ধীবর প্রভৃতি অগ্ন্যগ্ন জাতির আগমন

( ২৭১—২৭৩ পৃষ্ঠা )

২৭১ পৃষ্ঠা

হুই জাতি বসে দাস—কৈবর্তে দাস-ধীবরো ।—অমর ।

কলু—কল (ধানি) চালায় যে সে কলু । হি' কোলুহু । তেলী ।

কুমার কামার সাজে কলু মালি ধবা ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।

বাইতি—স° বাদতি, বাদিত্রী > বাইতি = বাণ্ডকর জাতি । মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে  
বহুস্থানে এই জাতির উল্লেখ আছে ।

মাঙ্গুরি—স° মন্দুরা, মন্দোদরী । প্রঃ—

আগ্নিনার পড়িয়াছে রাক্ষা মাঙ্গুরি ।—কৃষ্ণিবাসের আশ্রয়বিবরণ ।

ধোবা—স° ধূণ ধাতু দীপনে > ধূপা, ধোপা, ধোবা । যে বস্ত্র ধবল করে ।—স° ধাব্  
ধাতু প্রক্ষালন, মার্জন, শুদ্ধীকরণ । ম° হি° ধোবী, ও° ধোবা, শ্রীহটে  
মেদিনীপুরে ধূপা । তুঃ—

পাইয়া পুখুর ঘাট

রজক পাতিল পাট

বসন সকল ধোত করে ।—ঘিঙ্গ হরিরাম ।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে—ধবা ।

সুড়ি—স° শৌণ্ডিক, শুড়ী । মদ চোলাই করিবার যন্ত্র শুড়াকৃতি ; এজন্ত মন্তবিক্রয়ার  
নাম শৌণ্ডিক, শুড়ী, শুড়ী ।

কোচ—মাংসচ্ছেদ-গর্ভে তীবর-ওরসে জাত জাতি ; শিব হইতে উৎপন্ন জাতি ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ।

কোচাখ্যানে চ দেশে চ বোনিগর্ভসমীপতঃ ।—শ্রীবোশিনীতন্ত্র, ১৩ পটল ।

এই টীকার ২০৫ পৃষ্ঠায় কোচজাতির বিবরণ দ্রষ্টব্য ।

কাঙরাল—কামরূপ > কাঙর ; কাঙর + আল = কামরূপ-দেশবাসী ।

২৭২ পৃষ্ঠা

পটুনী—হি° পটনী = নেয়ে, নাবিক, পাটনী । প্রঃ—

সেই ঘাটে থেরা দেয় ঝুঝরী পাটনী ।—অন্নদামঙ্গল ।

পাটনী করিয়া পার গেল ভুব জিনে ।—কৃষ্ণিবাস, আদিকণ্ড ।

বুলে—স° বল ধাতু সন্ধরণে ।

সিরলী—স° শৃঙ্খলী—থেকুর-গাছ কাটা ব্যবসা বাহাদেয় ।

খাজুর—স° খজুর । হি° খজুর ; পূর্ববঙ্গে খাজুর । কুন্তিবাস, মাণিক গাঙ্গুলি  
প্রভৃতিতে খাজুর । শৃঙ্গপুরাণে থেকুর ।

তাল খাজুর আর নানা বর্ণ ফুল ।—গোরক্ষবিজয় ।

তাল খাজুর নারিকেল মনোহারী ।—মৃগলুক ।

ছুতার—স° হুতধার > ম° হি° হুতার । গোরক্ষবিজয়ে—হুতার, সুথার ।

সুথারের হস্তে তুষ্কি সমর্পিলা তরু ।—গোরক্ষবিজয় ।

কোটে—স° কুটু ধাতু ছেদনে ।

দলট—যারা চিনির দলা তৈরি করে । তুঃ—

এ ক্ষীর বোদক চিনীক দলক কে তোর আঁচরে দিল ।—জানদাস ।

স° দলপতি > ও° দলট ।—সিংহদ্বারের দলট ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

জাতির পদবী ।

ঘড়ই—? ঘরই = ঘরামী ?

জালা—স° অলিঙ্গর, ফা° জাররা, টং jar > জালা = মাটির বৃহৎ অলপাত্র । মাথা

জালা—ক্ষেপলা জাল, বাহা মাথার উপর দিয়া গুরাইয়া ফেলিতে হয় ; অথবা  
মাথার মতন গোলাকার জালা ।

সোলা—স° অলম্বা, ও° সোল-অ, টি° সোলা । অলম্বা হঠাতে সোলা হওয়া শব্দ ;

সলিলা > সোলা চটতে পারে । প্রঃ—

শোলায় মত আছিল শরীর, ক্রমে ভারী চটয়া গেল ।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

কিরাত—With reference to the geography of the Mahabharata and the Puranas, we may say that the main portion of Northern Bengal and some portion of the district of Mymensingh were included in the Pragjyotisa country or Assam, over a portion of which the Kiratas predominated.....a broad leaf is the emblem of the Kiratas, who now reside in the wild tracts of Cachar.—History of the Bengali Language by Bijoy Chandra Majumdar, page 36.

কোল—ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসী।

জাইয়াজিবি—জায়াজীবী, যারা জী ভাড়া দিয়া জীবিকা উপার্জন করে।

কেয়লা—?

কাঁওরা কেয়বা—স° কিরাত।

হাড়ী—স° হডিক, হড্ডি > ও° হাড়ি, অস° হারি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরুসম্প্রদায়—  
হাড়িকি হাড়িপা মন্ত্রসিদ্ধ বৌদ্ধ।

এক হাঁড়ী গঙ্গার জল হাড়ি আনিল যোগাইয়া।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

পাইশালে খাটে হাড়ি রাজার আওয়সে।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

পামুঞি—স° উপানহ > ও° পাণ্ডোই, হি° পনহী, ম° পায়তণ, নদৌয়ার পানাই।  
কুন্তিবাসে পানই।

জীন—ফা°। প্রঃ—

আজ্ঞাবন্দী নফর বাজীর বাক্কে জীন।—ঘনরাম।

জয়পত্র সহিত ঘুড়ির পৃষ্ঠে জিন।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চাম্বার—স° চর্মকার, চর্ম্মার।

বিউনী—স° ব্যজনী। প্রঃ—

গোসাঞি দিলেন তবে বিউনির বাস।

জত ছিল ছার পাস উড়িমাত জাঅ ॥—শূকপুরাণ।

চালুনী—স° চালনী, হি° চালনা।

চাটা—স° চটু=তৃতীয় আসন।—মেদিনী। হি° ম° চটাই; ও° চটেই, বা° চোটাই,  
চাটা=দরমা।

ডোম—স° ডোম জাতি—এরাও বৌদ্ধ ছিল, এখনো ধর্মপূজক।

লাটা—স° নর্তকী > নাটাই, লাটাই। প্রঃ—

বুকে বাণ বাজিয়া নাটাই হেন ঘুরে।—কুন্তিবাস।

চতুদী—স° চতুর্দোল+ঈ=বারা চতুর্দোল বহন করে; দুলে জাতি।

চুনারা—যারা চুন তৈয়ার করে। স° চূর্ণকার > হি° চুনার।

মাখি—নোকা বা নদৌর মধ্যে যে থাকে।

কোরঙ্গা—স° কোর=মাড়; যে জাতি কাপড়ে মাড় বা রং লাগায়। যে জাতির চিঁড়া  
প্রস্তুত ও বিক্রয় ব্যবসায়।

ধোয়রা—? যারা ধোয়ার কাজ করে ?

ধাজী—?

মাল—সি মল। অসভ্য জাতি, ইহাদের সাপ ধরা ব্যবসা।

## ২.৩ পৃষ্ঠা

চণ্ডাল—ব্রাহ্মণী মা ও শূদ্র পিতার সন্তান চণ্ডাল নাম পাঠরাছিল।—মহু।

কেহুর—সি কশের, হি কসের, ও কেহুর। ঘাসের কন্দ।

কালসী—কা। বাত্বয়স্থ। মানিক গাঙ্গুলির দশমস্কলে উল্লেখ আছে।

খমক—কা। বাত্বয়স্থ। প্রঃ—

ববাব খমক বীণা সুরমিল করিয়া

প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া।—জ্ঞানদাস।

সিকা—স চতুকা > তি সকা, ও সকা।

গোয়াল্যা—স গোশাল > প্রা গোহাল > গোয়াল। গোয়াল+ইয়া (সম্বন্ধীয়)  
=গোয়ালিয়া, গোয়াল্যা।

কেরালী—সি ক্রয়+আল—ক্রয়কালে যে তোল করে=কয়াল; কয়ালের বৃত্তি  
কয়ালি (?)।

মারহাটা—মহারাষ্ট্র।

শলঙ্গ—সি শলাকা; সি শলল=শলকীলোম, সজাকর কাটা, সি শলকী=সজাকর  
কাটা।

পেনই—?

ছানী—সি ছাদনী—যাহা চক্ষুর দৃষ্টি আচ্ছাদন করে। হি ছানী।

ফোড়ে—সি ফুট ধাতু ভেদনে।

যোগী—নাথপন্থী। যোগীদের তত্ত্বাস ১৩২৮ কাশ্যন চৈত্র মাসের প্রবাসীতে  
শ্রীঅম্বাচরণ বিজ্ঞানভূষণের নাথপন্থী ও সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়  
বিদ্যদ্বন্দ্বের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। যোগিসপা পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

সিগা সে ডুমকু বার—নাথপন্থী যোগীরা গলায় গণ্ডারের পড়ের শিকা ঝুলাইয়া রাখে  
এবং পূজা ও ভোগের সময় তারা সেট শিকা ও ডুমকু বাতাইয়া থাকে। এরা  
কানে শাঁখের কুণ্ডল পরে।

পাতি—সি পংক্তি। প্রঃ—

দমকত দামিনি-পাতি।—বিদ্যাপতি।

সুযুকুল ধব্যা তাঁতি—? সুকুবিল ধব্যা তাঁতি?—কুবিল=তাঁতিদের এক উপাধি;  
ধব্যা যারা ধবল অর্থাৎ শুদ্ধ, অথবা বস্ত্র ধৌত উজ্জল শুদ্ধ করে।

টুরী—? কুরী (?) = মোদক, ময়রা। জুড়ি?—জুড়িয়া।

আঙ—স° আম = কাঁচা। প্রঃ—

গলে গেল আঙ হাড়ী উনান সহিত।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ভরত রাজার অবিশাপে—? স° ভরত = তাঁতি। গুজরাটে প্রবাদ আছে তন্তুবায়  
জাতি রাজবিরোধী হইয়া উঠিলে তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে সমাজে নিয়ন্ত্রণীয়  
করিয়া দণ্ড দেন এবং তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহাদের নিকট  
হইতে কর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা বন্ধ করেন। গুজর প্রতiharদের বঙ্গবিজয়ের  
সময় অনেক গুজরাটী তাঁতি এদেশে আসিয়া বাস করে। তাহাদের সেই  
প্রবাদের কথাই কবিকঙ্কণ উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয়।

ভোজের মাইয়া—প্রাচীন ভারতের ধারা নগরের রাজ্য ভোজ (১০১৮-১০৬০)  
ইন্দ্রজালবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রজালবিদ্যার অপর নাম হয় ভোজ-মায়  
বা ভোজ-বাজি। তুঃ—

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।—রামপ্রসাদ।

বাজিকর—ফ° বাজী, স° বাজ = খেলা; বাজি করে যে সে বাজিকর বাজিকার  
বাজিগর = ঐন্দ্রজালিক, কুহক। প্রঃ—

বাজিকার নাচাএ যেন কাঠের পুতুলী।—চৈতন্যমঙ্গল।

বাজার—ফ°। প্রঃ—

ধমর বাজার মাঝে পঞ্চ নাদে বাজনা বাজে  
কোলাহল হৈল উত্তরোল।—শৃঙ্গপুরাণ।

বায়—স° বাদি ধাতু > বা° বা ধাতু। প্রঃ—

কেহ গায় কেহ বায় কেহ তাল ধরে।—জ্ঞানদাস।

কুচুনী পাগল কর সিঙ্গা উত্তর বায়া।—বংশী দাসের পদ্মাপুরাণ।

গায়—স° গৈ ধাতু—গাহতি > বা° গায়, গা ধাতু।

একভীতে—এক দিকে, এক পাশে। প্রঃ—

জটা ফুল তুলে কুণ্ডর থুইলা একভিতা।—শৃঙ্গপুরাণ।

নূর্ন নগর পত্তন হইলে বিবিধ জাতি আসিয়া বাস করার বর্ণনা প্রাচীন বহু কাব্যে  
আছে। ষিঙ্গ হরিরামের চণ্ডীকাব্য হইতে নমুনা পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে;  
তুলনার জন্য অন্নদামঙ্গল হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল—

আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক ।  
 যুগী চাসাধোপা কৈবর্ত অনেক ॥  
 সেকরা ছুতার মূড়ী ধোবা জেলে শুড়ী ।  
 চাড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুড়ী ॥  
 কুম্বী কোবান্না পোদ কপালী তিরর ।  
 কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর ॥  
 বাইতি পটুগা কাণ কসরী যতেক ।  
 ভাবুক ভাক্তরা ভাঁড় নষ্ঠক অনেক ॥—ভারতচন্দ্র ।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে ( ৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় ) অনেক জাতিব নাম আছে—  
 একুনে ছকুড়ি জাতি ছটি আর বাড়ি

## হাটপত্তন ( ২৭৪ পৃষ্ঠা )

মস্তরা—স' মস্তর = বংশযন্তি । মস্তরদণ্ড ।

বনমালা—

অজিতুলধিনী মালা সর্কস্তকুম্মোদ্ধলা ।

মধো মূলকদম্বাঢ্যা বনমালাতি কীর্তিতা ॥—রঙ্গবৈবর্তপুরাণ ।

দ্বাপনী—স' দ্বাপনী = ময়ূরের শিখা, যাচা দ্বাপি বা শোভা পায়; এখানে পতাকা। প্রঃ—

অলমল অঙ্গভেজ মদনদাপুনি ।—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ।

সোনার দ্বাপনি লয় নব অঙ্গে বহি ।—কৃষ্ণবাস, লক্ষ্যাকাণ্ড ।

এক হাতে ধরিয়াছে সর্পাদ্বাপনি।—ঐ ।

সাদু—অ' সাদ (লাভ) পাঠিবার জন্য ব্যবসায় করে যারা তারা সাউদ > সাধু; স' সাধু

= যারা ব্যবসায়ে সাধুতা রক্ষা করিবে লোকে আশা করে—honesty is the best policy যাদের হইয়া উচিত । বাংলার সাধু শব্দ যে সংস্কৃত সাধু শব্দ নয়,

আরবী সাউদ শব্দ, তার পরিচয় এই শব্দের প্রাচীন রূপ দেখিলে বুঝা যায়—

বন্দর সাউদ মহাজনকে অনিল ডাকিয়া ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

সাউত সদাগর দেয় থাকনা নাই নোকা বেচাকা ।—ময়নামতীর গান ।

লণ্ডেভণ্ডে—স' লণ্ড ধাতু উৎক্ষেপণে; ভণ্ড ধাতু প্রতারণে, বুঝে । ন' লণ্ডণ্ড; অস\*

রওভণ্ড ।

তোলা—স° তুল ধাতু। হাটের বেপারীর নিকট হইতে বাহা বিনামূল্যে নিজস্ব গুণ স্বরূপ  
তুলিয়া লওয়া হয়।

কিল—স° কৌল = কণ্ঠ, খেঁটা—কণ্ঠ বা খেঁটার ত্রায় মুষ্টির আঘাত। প্রঃ—

মাগু কিলেঁ কিলান্না মারিবো তোফা বাটে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চাপড় চোপড় মারে আরো মারে কৌল।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

লাথি—স° লতা = পদাঘাত ; হি° লাত, লাথ ; ফা° লক্দ্। প্রঃ—

কোপ করি রাণীর উদরে মারে লাথি।—কৃষ্ণবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

পিঠে মাথি চুণ—পিঠে ব্যথার জন্ত চুনের প্রলেপ।

আদাসে—ফা° আর্জনাৎ > হি° অরদাস = অভিযোগ, নালিশ। প্রঃ—

রাজারে আদাশ করি জামতি লুঠিতে।—ঘনরাম।

## রাজ-সমোপে হাটুয়াদিগের আবেদন

( ২৭৫—২৭৬ পৃষ্ঠা )

২৭৫ পৃষ্ঠা

খুন—ফা° খুন = রক্ত ; > রক্তপাত, আঘাত > হত্যা, বধ।

ঘরের সেবক বলি না করিল খুন।—কৃষ্ণবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড।

বলির দ্বারে চেড়ীর এঁটো খেয়ে হলি খুন।

—কবিচন্দ্রের রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, অঙ্গদরায়বার।

লুটে—স° লুঠ, লুট ধাতু > বা° লুট, লুঠ। বুদ্ধগানে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—লুড় ধাতু।

বাড়ি—? লাঠি। অথবা—বাড়ী—গৃহ।

চাল্যা—চালিয়া, চাল প্রস্তুত করে যে—চালকী, চালতী।

ঠেঠা—স° ধুঠ > হি° ঠেঠা। কপূরমঞ্জরী ও দেশীশঙ্গগ্রহে—টেণ্টা।

খণ্ডে সব জঞ্জাল আর ঠেঠা দান।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কি করিত ঠেঠা বুড়ী মায়া বই তো নয়।—লোচনদাস।

বনী—স° ভগিনী > প্রা° ভইনী, বহিনী > বহিন, বোন, বনী, ভৈন, ইত্যাদি বাংলায় বহু  
রূপ দেখা যায়। ২৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাণী—হি° রাণী = ব্রীলোক।

অতি দীঘলী হয় রাণী ।—ডাকের বচন ।

না রাণী না পুরুষ রাজ্য করিল ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

তাহা হইতে পবে বিধবা স্বীলোক—স' বণ্ড = নিফল > রণ্ডা, রাণী = নিফলা, •  
বিধবা । নিফলত্ব অর্থ হইতে রাণী শব্দে বেঙ্গী বুঝায় ।

বেহলা বলেন আমি হইলাও কড়া রাণী ।—কেতকা দাস ।

কুমার—স' কুস্তকার > প্রা' কুস্তম্বার > কুস্তার ; হি' কুম্ভাব, ও' ম' কুস্তার, বা'  
কুমার । প্রঃ—

কুম্ভাবের চাক যেন মাণিক অন্তর ।—কুন্তিবাস, লক্ষ্মীকাণ্ড ।

জান—ফা । জীবন ।

সিকা—স চতুর্দা > হি' সিকা, ও' সূকা, বা' সিকা, সিকা ।

ধুতি—উৎকোচ, ঘৃষ । প্রকাণ্ডে ঘৃষ বলিয়া না দিয়া ধুতি পরিবারণে অল্প দেওয়া টাকা ;  
এখন পান খাইতে দেওয়া মানের ঘৃষ দেওয়া । পা লক্ষ, পাঞ্চ > উৎকোচ বরুণ  
লঙ্কানিবারণক বর । প্রঃ—

ধুতি ধেষে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ।—ভারতচন্দ্র ।

কতি—স' কুত্ৰ > কতি, কথি, হি' কতি—তুলসীদাস । বহুবলি—কতি । স' কিম্ +  
উতি ( অতি, পরিমাণার্থে ) = কিমতি > কতি । প্রঃ—

কতিকণে আগুন কুঞ্জবগননী ।—বিজ্ঞাপতি ।

নূতন মণ্ডপে পাঠকা নাট কামিচা পাঠিব কথি ।—শৃণুপূর্ণাণ ।

খিলা—স' জৌড় > প্রা' কিল, খেল > স' কেলি, খেল > বা' খেলা ; হি' খেল ।

জলেরে—জলের জন্ত—নিমিত্তার্থে বে বিভক্তি, কে বিভক্তি ৩য় ।

ঢেলা—স' দল > প্রা' ডলো > হি' ডলা, ডলা, ঢিলা, ঢেলা ; ও' ঢেলা, ডেলা ;  
ম' ঢোলা । = লোষ্ট্র ।

## কালকেতুর সমীপে ভাঁড়ুদত্তের আগমন

( ২৭৬—২৭৮ পৃষ্ঠা )

২৭৬ পৃষ্ঠা

বহুমালা ছন্দ—সংস্কৃতে এক মণিমালা ছন্দ আছে ; কিন্তু এখানে নামের বিশেষত্ব ছাড়া  
ছন্দে কোনো বিশেষত্ব পাওয়া যায় না—চন্দ্র একেবারে পরায় ।



ঠকা—স° স্তগ (=ধৃষ্ঠ) > হি° ঠগ। অনাদরে আকার যোগ হইয়াছে। প্রঃ—

ঠেকেছে ঠকের ঠাই আর যায় কোথা।—মাণিক গান্ধূল।

বেভার—স° ব্যবহার > ও° বেভার-অ; হি° বেবহার। প্রঃ—

সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।—বিজ্ঞাপতি।

বেয়াজ—বেয়াজ হইবে বোধ হয়। স° ব্যাজ > বেয়াজ = লাভ। আ° বেয়াজ =  
দলিলের পরিষ্কার নকল। প্রঃ—

মূল বিষয় পরধনে সাগরে বেয়াজ।—বিজ্ঞাপতি।

বাজার—ফা°। প্রঃ—

অপরূপ ধন্যর বাজার।—শূলপুৰাণ।

### ২৭৭ পৃষ্ঠা

হাসীল—আ°। বুদ্ধি ও কৌশলপূর্বক কার্য উদ্ধার; আদায়। বালি পতিত প্রভৃতি  
অমূল্যের জমিকে উর্বর করা; ফলদায়ক করা। প্রঃ—

এক-দিনে অল্প ধনে

যে তোমারে সিনি মানে

হাসিল করহ তার কাম।—সত্যনারায়ণের পাঁচালি।

পড়েই—? পতিত ?

পাইরাবত—স° পারাবত। লোকের বিশ্বাস গৃহস্থের অভ্যাদয়ের সময় পায়াস  
গৃহে বাস করে, কিন্তু অবস্থা হীন হইলে তাহারা উড়িয়া অগ্রজ যায়।

হেলা—স°। অবহেলা, অবজ্ঞা। প্রঃ—

এবে কেহে শশীমুখী কর মোরে হেলা।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বাণিয়া জাতি ক্ষেত্রে কুল হেলাতে হারামু॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

তুঞি—স° তুং > প্রা° তই > বা° তুই, হি° ও° তু, ম° তুঁ; ফা° তু; ই° thou, ফরাসী  
tu (তু); জাপানী du; ইত্যাদি।

যে কর সে কর তুঞি কাছাঞি ল।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চাহসী—স° চত ধাতু যাচনে > চাহ, চা ধাতু; স° চায় ধাতু পূজা ও চাক্ষুস জ্ঞানে > হি°  
ম° চাহ ধাতু ইচ্ছায়, প্রেম করায়। অশোক-অমুশাসনে—চাগ = দেখা। বা°  
চাহ + সি (অমুজ্ঞার বিভক্তি) = চাহসি। প্রাচীন বাংলার অমুজ্ঞায় সি বিভক্তি-  
যুক্ত ধাতুরূপ অনেক দেখা যায়। তুঃ—

কেলি করিতে পরি হাস মরণ ইছসি।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বোল চালাই হাট জাইতে চাহসি সুন্দরী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

তারে হরি চাহসি যদি।—শশিশেখর।

ও তিন আশ্বর

মনে জনি রাখসি

সপনে কবসি জনি সঙ্গ।—জানদাস।

বিজরাজ—চন্দ্র।

ঘুচালে—সি ঘৃষ্যাত্মক সঙ্গোপনে, বধে > হিঁ ঘুসা = প্রবেশ, প্রেরণ; মঁ ঘুসণে = সবলে প্রবেশন।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়। সঁ গম্ (গচ্ছ), হিঁ চুক্না > ঘুচ।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাস।

ঠাকুরালী—ঠাকুর + আলী (ভাবার্থে, অন্ত্যার্থে বা আলি বা আলী প্রত্যয়), তুঃ—চাতুরালি, নাগরালি।

মাঠে থাক ধেনু রাখ

দুলাহ দুসর থাক -

ঠাকুরালি যমুনার ঘাটে।—অপ্রকাশিত পদ্যদ্বাবলী।

বাস—ধনুক।

লাঘব—অপমান।

—মে—বিক্রমে পাঠ ছিল গোপ ধর।

২৭৮ পৃষ্ঠা

রাজভেট—“বিক্রপাগিরি ন পশ্চত রাজানং ভিষভং গুরুম্।” এটেশান্তনির্দেশ (৫২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অনুসারে পূর্বে রাজদর্শনের সময় সকলেই কিচ্ছু উপহার লইয়া যাইত। তুঃ—

রাজা ভেটি করিবে বসিলা সদাগর।

রাজা ভেটি গত বস্ত্র দিলেক গোচর ॥

—দ্বিজবংশাবলনের মনসামঙ্গল (১৬ শতক)।

সঁ মেল > ভেট। হিঁ ভেঁট; মঁ ওঁ ভেট।

আলু—সঁ আলু=ছোট ঘটা বা গাড়ু (অমর)। ঘটাকার মূল আলু। সঁ গ (গমন করা) + উ—আরু > আলু=মাটিতে দাঁ জলেতে ঘাড়া গমন করে—কন্দ, মূল।

মুলা—সঁ মূলক।

মোচা—সঁ মোচা=কদলী।—অমর, মেদিনী, হেমচন্দ্র। পরে কলার ফুল=মোচা।

মাথের বসন—ভাঁড়ুর নামেই ভগামি, কাজেও পদে পদে ভগামি; তার নিজের সব কাপড় খাটো ছেঁড়া, তাই স্ত্রীর কাপড় পরিয়া ‘বাহিরে কৌচার পতন’ করিল।

মাথের—পালি মাতৃগামো চ মহিলা ; দ্রবিড়ী কোটা প্রভাষায় মুক্কাণ, মোক্কিন, মোগ্গণ =  
 জ্বীলোক ; ওরাষ্ট—মুকা=স্ত্রী ; ও° মাইকিনা=জ্বীলোক । হি° মান্ = সীমন্ত,  
 মাগী=সীমন্তিনী । স° মার্গো > মাগী । প্রাচীন বাংলায় মাণ্ড=স্ত্রী ; মাগী=  
 জ্বীলোক ।

লাম্বে—স° নামি ধাতু নতি । ও° নাষ ধাতু । শৃংখুরাণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মাণিক গাঙ্গুলির  
 ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীনতর পুস্তকে নাষ ধাতু ।

সিনান করেন্ত

দেব নিরঞ্জন

নাষিআ আগমর জলে ।—শৃংখুরাণ ।

কাথের কলস নাষাঅ তোঙ্গে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

কোচা—স° কচ্ছ > কৌচা । স° কৃষ্ণ > কৌচা=ধুতির সম্মুখের কুঞ্চিত অংশ । স°  
 কক্ষা=বস্ত্রাঞ্চল । পা° কচ্ছা ( হেমচন্দ্র ), প্রা° কচ্ছ = বস্ত্রাঞ্চল ।

কেশাইর—স° কেশর = জাফরান, কুঙ্কুম ।

কইফিত—আ° কৈফিয়ৎ = বিবরণ, মন্তব্য । যে পাজী কেবল সাংকেতিক নয়, যার  
 মধ্যে জ্যোতিষতত্ত্ব বিস্তারিত করিয়া লেখা আছে সেইরূপ পাজী ।

কলম—২৯৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য ।

গুজ্জে—স° গুহ ধাতু গোপনে । স° গুহ > প্রা° গুজ্জ > গুজ । স° গম ধাতু  
 হইতে ?—

আপন পাসার চালে রাখিল গুজিয়া ।—চৈতন্যচরিতামৃত ।

মাথা গুজে যত সাপ যায় পলাইয়া ।—ভারতচন্দ্র ।

বিভা—স° বিবাহ > প্রা° বিবাহ > বিভা, বিয়া ।

## কলিঙ্গরাজের নিকট ভাঁড়ুদত্তের আগমন

( ২৭৯—২৮০ পৃষ্ঠা )

২৭৯ পৃষ্ঠা

মিছা—স° মিখা > প্রা° মিছা > মিছা । প্রঃ—

মিছ নাহি ভাষী ।—বিজ্ঞাপতি ।

উদক চান্দ জিম সাচ ন মিছা ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

মিছে লোঅ বন্ধাবএ অশনা ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

কাঙ্ক—স° কাঙ্ক > প্রা° কাঙ্ক, কঙ্ক; পা° ক্যা; হি° বা° কাঙ্ক। বৌদ্ধগান ও  
দোহায়—কাঙ্কন।

পিতা—পান করিত। স° পা ধাতু (পিব); স° পী ধাতু পান করা; > বা° ও°  
চি° ম° পি ধাতু। প্রঃ—

গাৰ দূটা লোহপাত্রে প্রভু পিল ভল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

কুশুম-সমুহ-মধু পিআ মধুমন্ত মধুকর-

নিকরে মধুব বন্ধারে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বৌদ্ধগান ও দোহায়—পিব ধাতু।

চড়ন—স° চর ধাতু চলা > আৰোহণ। বৌদ্ধগানে—চড় ধাতু। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—চড়,

চড় ধাতু; শূন্তপুরাণে—চাপ ধাতু। প্রঃ—

চুরি গেল ভূপতিব চড়নের ঘোড়া।—মাণিক গাঙ্গুলি।

২৮০ পৃষ্ঠা

ফলধনু—মদন, কামদেব।

গড়—স গড় (= পরিবা°); বা° গড় = পরিবা-পেষ্টিত পাকে বলিয়া ভর্গ। প্রা° গড়ো  
= ভর্গ।—হেমচন্দ্রের দেশনামমালা। প্রঃ—

শ্রমের আক্ষাক গড়ে।

তার শ্রেণে মোব মেটো—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মাতোয়া—স° মত > মাত; মাত + উগ = মাতোয়া। চি° মতওয়াণ, ও° মাতুআলা।

বৌদ্ধগান ও দোহায়—মাতা, মাতেল, মাতেলা = মাতাল। প্রঃ—

মুকল-মধু-মাতিয়া নব-কোঁকিল। বিদ্যাপতি।

নাটুয়া ঠমকে যাব ফিরিয়া ফিরিয়া চাব

যেন গজবাজ মদমাতা।—পদবন্ধাবলী (শ্রীনিবাস দাস)।

উড়িয়া পড়িয়া মাতল দমবা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলে।—গোবিন্দদাস।

বাব—স° বাতি > বাতির > বাতির > বাইর > বাব = প্রকাশ হইয়া সভায় বস। ফা°

দবাব = সভা; ফা° বাব = প্রবেশ; স° বাব = বাব। প্রঃ—

রত্ন সিংহাসনে বাব দিল ভুগপতি।—শূন্তপুরাণ।

দণ্ডপাটে—পটু: পেঘ-পাঘাণে, ব্রহ্মদীনাঞ্চ বন্ধনে।

চতুপথে তু রাজাদি-শাসনাসুর-পাঠয়েঃ।—মহিমী।

রাজ-সিংহাসনে।

পটু: স্তাং কলকে বৃণশাসনে।—ত্রিকাংশেষ।

শোঙরি—স° স্ব ধাতু; ফা° গুমার = গণনা, সংখ্যা। ও° স্মর ধাতু। প্রঃ—

কহই বিছাপতি সোঙরি চরিত।—বিছাপতি।

গোসাঞি সোঁজরি কাছাঞি ঝাট বাহ নাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

সুখে থাকি আরড়া নগরে—কবিকঙ্কণ যে দুঃখের পর আরড়া নগরে রাজ্যশ্রেয়ে সুখে  
আছেন ইহা তাঁহার আশ্রয়দাতাকে শুনাইয়া দিতেছেন।

## গুজরাটে কলিঙ্গরাজের দূত প্রেরণ ( ২৮১—২৮২ পৃষ্ঠা )

২৮১ পৃষ্ঠা

পাত্র—মন্ত্রী।

জোহার—স° জয়কার। প্রঃ—

মাহত হাতীর কাঁখে জানায় জোহার।—ভারতচন্দ্র।

কালু কয় সমুখে জুহাক সাত বার।—মাণিক গাঙ্গুলি।

কোটালীয়া—কোটাল শব্দের অনাদর রূপ।

পারা—স° প্রায়; ও° পরি, ম° পরী, ফা° বার = তুল্য। প্রঃ—

বিরতি আহারে রাজা বাস পরে

যেমন যোগিনী পাৰা।—চণ্ডীদাস।

সম্মনে গগনে গণিছ তার।

দৈব অবঘাত হৈয়াছে পাৰা॥—বিছাপতি।

নিশাপতি—রাত্রিকালের গ্রহরী, কোটাল। প্রঃ—

পশ্চাতে যাইয়া এল নিশাপতিগণ।

মুনিরে সমুখে দেখি জিজ্ঞাসে বচন॥—কাশীরাম দাস।

পুটাঙ্গলী—পুট (= অঙ্গলি) + অঙ্গলি = অঙ্গলিবদ্ধ করপুটে।

খাঙা—স° খণ্ড > বা° খাঁড়া, খাঙা = বাহা ছারা খণ্ডিত করা যায়; ও° খণ্ডা, হি°  
খাঁড়া। প্রঃ—

সীতারে কাটিতে খাঙা তুলিল রাবণ।

হাতে করি নিল বীর খাণ্ডা এক-খারা।—কুন্তিবাস, সুল্লরাকাণ্ড।

সেই মত দাসে রক্ষ খর নিজ খাণ্ডা।—মাণিক গান্ধূলি।

যোগীর ধরে বেশ—গুপ্তচরের ছদ্মবেশ। চব্বতই প্রকার—

প্রকাশ্যে প্রকাশ্যে চরম্বি বিবিধো মতঃ।

—ভোজরাজ-কৃত যুক্তিকল্পতরু।

অপ্রকাশ বা গুপ্ত চরবো বিবিধ ছদ্মবেশে বিচরণ করিবে—

বর্ণিতো মনুকুলনান্ সংবৎসর-চিকিৎসকান্।

তথা প্রবজিতাকারান্ চারান্ রাজান্ নিয়োজয়েৎ ॥

—মন্ত্রপুৰাণ, ২১৫ অধ্যায়।

কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রেও আছে যে গুপ্তচর সন্ন্যাসীর বেশে পরবাজ্যেব সন্ধান  
লইবে এবং গৃঢ়পুরুষ “পরমশত্রুঃ প্রগলভঃ ছাত্রঃ কাপটিকঃ” হইবে এবং—

প্রজ্ঞাপ্রত্যাবসিতঃ প্রজ্ঞাশোচনকু উদাহৃতঃ।

মুণ্ডো জটিলো বা বৃন্তিকামস্ তাপসবাজনঃ ॥

পাক্য—স’ পদ্যাতিক, পাদিক, পারিক ; কা পাতক > পাক ; পাইক লদের বর্ণবিপণ্যে  
পাকই > পাক্য = পদ্যাতিক। প্রঃ—

ভয়পাইক কহে গিয়া রাবণ-গোচর।

ধুম্রাক্ষ পড়িল বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

শেষ কাণ্ডে বৎসক পাইক ভাতার।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

চেল—স’ চোট, চেল = দাস ; চেলুক = বুদ্ধশিষ্য ভিক্ত। চি’ চেলা = শিষ্য। প্রঃ—

মোব ঘরর চেলা-কোনা সন্ধ্যাক-সুন্দর।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দক্ষিণ চরণে.....সিকলে—“আলেবিয়া নামক সন্ন্যাসীরা পায়ে জিজিবে পরে ও তাকে  
‘গিরনার হাল’ বলে। সন্ন্যাসীরা নানা তাঁর্থে গিয়া নানা-প্রকার তীর্থসান্ধী  
তীর্থচিহ্ন-স্বরূপ অঙ্গের নানা অবয়বে ধারণ করেন। এটসব চিহ্নের নাম—পবিত্রী,  
চুমরা, ইত্যাদি”।—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ।

ত্রিবেদী মন্দির দণ্ড—ত্রিভঙ্গ বংশবন্তী। ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর চিহ্ন—

বাগদগোহথ মনোদণ্ডঃ কারদণ্ডস্ তথৈব চ।

বস্ত্রোত্তে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥—মহা।

বাক্‌সংঘম, মনঃসংঘম ও ইন্দ্রিয়সংঘম বার ত্রত ও আরত্রে সে ত্রিদণ্ডী। এট, দণ্ড  
বা শাসন বা সংঘম শব্দ-সান্ধিতে বস্ত্রদণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া সন্ন্যাসীদের অবলম্বন ও  
চিহ্ন হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডং বৈগবং সমাক্ সন্ততং সমপর্ককম্ ।

\* \* \*

শৌচার্থং মানসার্থঞ্চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্ ॥

—হার্যাসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ।

সব্ব রজ্জ তম ত্রিগুণ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর ত্রিমূর্তিতে প্রকাশমান ; এইজন্ত যতিগণ  
ত্রিদণ্ডী আঘাত বা পলাশদণ্ড ধারণ করেন; যেহেতু—

অশ্বখ-রূপো ভগবান্ বিষ্ণুর্ এব ন সংশয়ঃ ।

রুদ্র-রূপো বটস্ তদ্বৎ, পলাশো ব্রহ্ম-রূপ-ধৃক্ ॥

দর্শন-স্পর্শ-সেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ ।

হুংখাপদ-ব্যাদি-হুষ্ঠানং বিনাশ-কারিণো ব্রুবম্ ॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৬০ অধ্যায় ।

সিংহনাদ—নাথপন্থী সন্ন্যাসীরা গলায় গণ্ডারের শৃঙ্গ ধারণ করে ও পূজা-আরতির সময়

তাহার নাদ করে, অর্থাৎ বাজায় ; এই গণ্ডারের শৃঙ্গকে তারা শৃঙ্গনাদ বলে ।

শৃঙ্গনাদ > সিংহনাদ, শিংনাদ, সিংনাদ । প্রঃ—

তুড়ু তুড়ু করিষ্ঠা রাজা সিংনাদ বাজায় ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

সিংহনাদ হুনি তবে মৌনে কহে ছলে ।—গোরক্ষবিজয় ।

সিংহনাদ সবনে সাজিল সাঁধা বীর ।—মাণিক গান্ধূলি ।

শহর—ফা° । নগর ।

## কোটালের গুজরাট দর্শন ( ২৮৩—২৮৪ পৃষ্ঠা )

২৮৩ পৃষ্ঠা

ধ্বস্ত—স° ধ্বাস্ত = অন্ধকার ।

নিত্য—প্রত্যহ ; অথবা—নৃত্য ।

মঙ্গল—কল্যাণ ; অথবা—মঙ্গলকাব্য গান ।

২৮৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট

কমলবাসে—কমলের ছায় বাস—হুগন্ধ বা বস্ত্র । কমলাবাস বা কমলাবিলাস বস্ত্র প্রসিদ্ধ

ছিল—

কমলাবিলাস বাস পরি অভিলাষে।—ঘনধাম।

বসন লক্ষ্মীবিলাস।—ভাবতচন্দ্র।

২৮৪ পৃষ্ঠা

কঠেতে কুঠার মাগে পরিহার—কুঠার ঘরের অঙ্গ—

কুঠারো মঘলো দণ্ডঃ পঞ্চাশৎ ছুরিকা তথা।

এতানি বমহন্তেযু দণ্ডানি পাপকর্ণিণাম ॥—গণ্ডপুৰাণ।

রাজরোষে পতিত ব্যক্তি যমের অঙ্গ কুঠার ইত্যাদি গলায় বাধিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইবে—

ফল্গুনাদায় মুঘলঃ লণ্ডঃ বাপি খাদিরম।

শক্তিফোভয়তত্তীক্ষ্মাম্ আয়সঃ দণ্ডম্ এব বা ॥—মথু চাঃ১৭।

ইহা বস্ত্রতার চিহ্ন; ইহা দ্বারা এই জানানো উদ্দেশ্য যে আমি বধা—বধ করিবার অঙ্গ পথান্ত গলায় বাধিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আপানি নিঃস্ব-অশুগত-সমর্থ প্রভু, ইচ্ছা করিলে মারিতে বা বাধিতে পারেন।

ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ১৩৬৬ খৃষ্টাব্দে কালেন নগর অবরোধ করিলে ক্যালের ছয়জন বৃজেন বা প্রধান নগরবাসী গলায় ফাঁশ (halters) বাধিয়া আসিয়া রাজার কাছে পবিহার প্রার্থনা করেন।

বৃহস্পতিবার নিশি সমাপ্ত—মঙ্গল গান অষ্টোচ ব্যাপিয়া প্রাতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় তট পালা করিয়া ষোল পালায় শেষ হয়। এইজন্ত এই গানের এক নাম—অষ্টোচপালা।

২৮৪—২৮৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট

গড় চারিভিত্তা চৌদিকে বেউড় বাঁশ—চারিদিকে পরিখা ও বাঁশ দিয়া ঘেরা। সেকালের দুর্গ গড় ও বাঁশের বেড়ার ঘেরা থাকিত। তুঃ—বাঁশবেড়ে।

বেড়ু বাঁশে বেষ্টিত বিবম গড়খানা।

দ্বার বন্ধ পাষণে সমুখে দিল জানা ॥—ঘনরামের পঞ্চমঙ্গল ৭ম সর্গ।

যড়ব্বিধ চূর্ণের মধ্যে এইরূপ চূর্ণকে বনচূর্ণ বলে।—শুক্লনীতিসার।

ভিত্তা—স° ভিত্তি > ভিত্ত, ভিত্তা = দিক্। প্রঃ—

ভিত্তা ভিত্তি বম পালাবার লাগিল।—নাগকচন্দ্র রাজার গান।

জাগিতে ঘুমোতে চাহি চারি ভিত্তে।—অপ্রকাশিত পদ্যস্বাবলী।

কুটুখ বাঁধব বহু সতে রহে চারিভিত্ত।—শুক্লপুৰাণ।

মহাকোপে ধায় বীর রাক্ষসের ভিত্তে।—কৃত্তিবাস, পঞ্চাকাণ্ড।

সে না বাঁশী আ ল রাধা নিলো কোণ ভিত্তে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।



চৌদিকে—স° চতুর্দিকে । স° চতুঃ > প্রা° চউ > চৌ । তুঃ—

চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পূরল ।—শৃঙ্গপুরাণ ।

সখিজন হলাহলী পড়ে চৌদিশে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

বেটিল হাক পড়অ চৌদীস ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

বেউড়—স° বেষ্ঠ > বেউড় । কাঁটা-বাঁশ—পূর্বকালে গড়ের চারিদিকে এই কাঁটা-বাঁশের  
দুর্ভেদ বেড়া করা হইত ; বাঁশ আঁকাবাকা । এই বাঁশে বংশলোচন জন্মে ।

পূর্বকালে এতরূপ বৃক্ষ-বেষ্টিত দুর্গকে বাক্য-দুর্গ বলিত । দুর্গ রক্ষার বহু  
প্রকার ছিল—

খাত-কণ্টক-পাষাণৈর্ ভ্রম্মণং দুর্গম্ ঐরিণম্ ।

পরিতস্ত মহাখাতং পারিখং দুর্গম্ এব তং ॥

ইষ্টকোপল-মৃদু-ভিত্তি-প্রাকারং পরিঘং স্মৃতম্ ।

মহাকণ্টকবৃক্ষোদৈর্ ব্যাপ্তং তদ্ বনদুর্গমম্ ॥

জলদুর্গং স্মৃতং তজ্জঙ্ঘর আসমন্তাম্ মহাজলম্ । ইত্যাদি ।

বাক্য-কৈবল্যদুর্গক গিরিদুর্গক পার্শ্বিক ।

দুর্গক পরিখাপেতং বপ্রাট্টালকসংযুতম্ ॥

শতগ্রী-যন্ত্রমুখোচ্চ শতশল্ল সমাবৃতম্ ॥—মৎস্যপুরাণ ১২১ অধ্যায় ।

গুহ্রনীতিসার ৪ অধ্যায় ৬ প্রকরণে দুর্গবর্ণনা আছে ।

সীতারাম দাসের ধর্ম্মরাজের গীতে বেতগড় গুয়াগড় কেয়াগড় প্রভৃতির উল্লেখ  
আছে ।—বঙ্গসাহিত্যপরিচয় ৪০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । গোবিন্দচন্দ্রের গানেও ( বঙ্গ-  
সাহিত্য-পরিচয় ১০৩ পৃষ্ঠায় ) বহুবিধ গড়ের বিবরণ পাওয়া যায় ।

জড়—স° জট্ (= সংহতি) অথবা জল্ (= আচ্ছাদন) > জড় = শিকড় । হি° জড় =

শিকড় । এখানে গড়ের ভিত্তি । প্রঃ—আনিল বেণার জড় ।—চণ্ডীদাস ।

কঙ্গুরা—ফা° কুংগুরা > হি° কঁগুরা = শিখর, চূড়া, বৃক্ক, মিনার ।

কণক কঁগুরা ।—তুলসীদাস ।

পুরট—স° স্বর্ণ ।

রাজহুতের গুজরাট-বার্তা নিবেদন ।

২৮৫ পৃষ্ঠা

ঠাট—স° স্থিতি > হি° ঠাট, ও° ঠাট-অ = সমুহ > সৈন্তদল ।

চলিল অঙ্গদ বীর লয়ে সেনাগণ ।

এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গর্জনে ॥—কৃত্তিবাস, হুমরাঁকাণ্ড ।

বুঝি—স<sup>ি</sup> বুধ > প্রা<sup>ি</sup> বুধ > বা<sup>ি</sup> বুধ ।

কাতি—স<sup>ি</sup> কন্তরী > প্রা<sup>ি</sup> কন্তরী > হি<sup>ি</sup> কাতী, বা<sup>ি</sup> কাতি । প্রঃ—

তুমি তাকে অকাতবে কাটি কাতি ধরা ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ।

আওরাস—স<sup>ি</sup> আবাস = গৃহ ; প্রাচীন বাংলার অর্থ—রাজপ্রাসাদ । ও<sup>ি</sup> আওরাস =  
বাজবাড়ী । প্রঃ—

গঠিছে আওরাস দর থাকিবেন বণুবর ।—কুন্তিবাস, সুলকাণ্ড ।

পাটশালে পাটে ছাড়ি বাজার আওরাসে ।

—ভারত মল্লিক রুত বাজা গোবিন্দচন্দ্রের গান ।

### ২৮৬ পৃষ্ঠা

চাপী—স<sup>ি</sup> চত্বী > প্রা<sup>ি</sup> চপা > হি<sup>ি</sup> চাপী, ম<sup>ি</sup> চত্বী, ও<sup>ি</sup> বা<sup>ি</sup> চাতী ।

দামা—স<sup>ি</sup> দম্মম, দা<sup>ি</sup> দম্মামা > বা<sup>ি</sup> দামামা, দামা । প্রঃ—

অশনির শব্দ যেন দামার নিশান ।—শিবায়ন ।

রঙ্গিনী বগুজট                      তন্দুজি বাগুজট

দন দোর বাজাটেরা দামা ।—ঘনরাম ।

দন ঘন বাজে তার কত কোটি দামা ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

পানা—স<sup>ি</sup> স্থান । উপবেশন-স্থান > অববোধ করিয়া স্থিতি, প্রচরা । মনুর টীকাকার  
গোবিন্দরাজ পানা অর্থে স্থানক পদ ব্যবহার করিয়াছেন । প্রঃ—

সেছি পানে এটে ভ্রম বাজাব বসিবার পানা ।—শুভপুবাণ ।

না যাউ ও যমুনা'র ভলে                      তরুয়া কদম্বমূলে

চিকণ কালা করিয়াছে পানা ।—চণ্ডীদাস ।

বার জাগায় চৌকি পহরা, তের জাগায় পানা ।

—মাণিকচন্দ্র বাজার গান ।

দাতা বীর কর্ণের সমান—(১) বীর কালকেতু কর্ণের সমান দাতা, বা (২) কালকেতু  
কর্ণের সমান দাতা ও বীর । পাণ্ডু-মহিষী কুন্তীর কানোন পুত্র কর্ণ প্রসিদ্ধ বীর ও  
দাতা ছিলেন—তিনি কোনো প্রাণীকে প্রাত্যাহ্যান করিতেন না ; তিনি বান্ধবের  
পারণার জন্য নিজের হাতে কষাত ধরিয়া পুত্র বৃষকেতুকে কাটিয়াছিলেন এবং  
অর্জুনের জনক ইন্দ্রের প্রার্থনায় নিজের সচজাত কন্য ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া  
শত্রু অর্জুনের জন্য দান করিয়াছিলেন ।—মহাভারত ।

ভয়ানকে ভয় হরে—(১) যে ভয়ানক তার ভয়ানকত্ব নষ্ট করে তাকে পরাজিত ও দমন  
করিয়া, (২) যে ভয়ানক তার ভয় মোচন করে। খুব সম্ভব কবি ভয়ানক শব্দ ভীত  
অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, ভয়ঙ্কর অর্থে নহে।

পেলা—স° পেল ধাতু গতিতে > প্রা° পেল—ক্ষেপণে।

লোফে—স° লফ ধাতু বা লপ ধাতু—উৎপতনে; স° লফ্ ধাতু প্লুতগতিতে। প্রঃ—

সব অস্ত্র লুফে ধরে পবন-নন্দন।—কুন্তিবাস, হৃদরাকাণ্ড।

কুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে।—চণ্ডীদাস।

দণ্ডপাটে কর দিয়া—পটু রাজাদিশাসনাস্তুর-পীঠায়াঃ।—মেদিনী। রাজ্যাসনে হাতের  
ভর দিয়া বসিয়া।

নথ জিনি, গজমতি জিনিয়া—ব্যতিরেক বা অধিকাক্রটবৈশিষ্ট্যরূপক অলঙ্কার।

## কলিঙ্গরাজ-সমীপে কোটালের গুজরাট বর্ণনা

( ২৮৫—২৮৮ পৃষ্ঠা )

২৮৬ পৃষ্ঠা

বৈষ্ণবের...হবি-সংকীর্ণন—গুজরাট রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে চণ্ডীর রূপায়, চণ্ডীর  
সেবকের দ্বারা; কিন্তু সেখানকার প্রায় সবাই বৈষ্ণব! আর সেই পুরীর  
তুলনা কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি বৈষ্ণব দেবতা বলিয়া গণ্য রাজাদের রাজধানীর সঙ্গে।  
ইহার কারণ কবির নিজের বৈষ্ণবত্ব ও চৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্মের বহুবিস্তৃতি।

২৮৭ পৃষ্ঠা

বেণী—বীণা বা বেণ বা বংশ-নির্মিত বাস্তব্য। প্রঃ—

ঢাক ঢোল কাসর দগড় বীণা বেণী।—শিবায়ন।

৪৪৪

[ ৪৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ]

দোখণ্ডী—চই খণ্ড আছে যে বাস্তব্যের। ভূঃ—

দোহরী মোহরী শাবী গণিতে অসংখ্য।—কুন্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

ঢোল—স°। প্রঃ—

কাড়া পড়া ঢাক ঢোল ভবোল টকারা।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঢাক ঢোল বাদ

মানসিত নিত

সম্ব বণ্টা ধনি বাজে।—শুভপূরণ।

বন্ধকী—? কৃত্তিবাস বিদ্যমান নামে এক বাস্তবত্বের উল্লেখ করিয়াছেন—

কত কোটি বাজে সিদ্ধ আর বিদ্যমান।—লঙ্কাকাণ্ড।

সাগী—ফা° লাহ্ (রাজা, শ্রেষ্ঠ) + নাএ (নল)—লাহ্ নাএ = শানাট বাগী; স° সানেনী, সানিকা। প্রঃ—

ত্রিশ কোটি শানাট বাজে আর যে বাঁধবী।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

দোহরী মোহরী লগী গণিতে অসংখ্য।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

বিজ্ঞা—বিজ্ঞায়িত।

মাতো—স° মত।

কামান—ফা° কমান্ = ধনুক, ই Cannon, ফরাসী Canon; বেঙ্গে কর্ণকারতী; কণী; মনুসংহিতার কর্ণ = তোপ। আগে ধনুক অর্থেই বাংলায় কামান লক্ষ্য ব্যবহৃত হইত—

• কামের কামান জিনি ভুগর ভঙ্গিমাখানি।—চণ্ডীদাস।

চর্চিশ—স° বটত্রিশ > চর্চিশ > চর্চিশ।

ভাবতচন্দ্রের বিজ্ঞানন্দরে পূর্ববর্ণন-প্রসঙ্গে চর্চিশ ভাতির উল্লেখ আছে—

চলে যায় পাছু করি কোটালের পানা।

দেখে ভাতি চর্চিশ কারপানা ॥

বৃহৎসংস্কৃতপুরণের উত্তরপথে ১৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে আছে—

বটত্রিশলজ্ ভাতয়ঃ শূদাঃ।

কিন্তু যতগুলি নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা গণনায় ৪৪ ৩৮। আবার মণিক গাঙ্গুলির পদ্মমঙ্গলে আছে—

একনে ছকুড়ি ভাতি ছটি আর বাড়!।

২৮৮ পৃষ্ঠা

বুদ্ধিবল—বুদ্ধিবল বাহাব সে, অপবা মরী।

বাটে—স° বট > বাটে—বিতরণ।

বাটে—স° বট > প্রা° বট্টা > স° বাটে—বাটো মার্গে রূতিস্থানে।—মেদিনী।

আড়ে—স° আরতি = প্রস্থ। হি° আর, ওয়ার—নদীর উপার।

বোজন মশেক মনু আড়ে পরিসব।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

দিগে—স° দীর্ঘ > প্রা° দীর্ঘ > বা° দীর্ঘ। প্রঃ—

বৈতরণী আড়ে দাঁখে উবু সোলে কোস।—শুভপূরণ।

বেঞা—?

তীর—ফা°। প্রঃ—

ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।—অন্নদামঙ্গল।

শেল শূল মারে কেহ, কেহ গুলি তীর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

কক্ষা—স° কক্ষ=প্রতিযোগিতা, সমতুল্যতা। তুঃ—সমকক্ষ, তুল্যকক্ষ। কক্ষা=তর্কে  
পূর্বপক্ষ। প্রঃ—

যার কক্ষা মাত্র নাহি ব্যুৎ কোন জনে।—চৈতন্তভাগবত।

বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।—চৈতন্তভাগবত।

মালানী—স° মল্ল>মাল; মাল+আনী (বৃত্তি বা ভাব অর্থে)—মালানী=পালোয়ানী।  
লাটে—নাটে, নৃত্যে।

বাখান—স° ব্যাখ্যান। প্রঃ—

তার সনে অল্পমানে যোগশাস্ত্র বাখানে।—চৈতন্তমঙ্গল।

দূর বেটা চর আর না কর বাখান।—কৃষ্ণিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বাশুলী—বুদ্ধদেবী বাগুলি বা বজ্রভারা বা বিশালাক্ষী।

দেয়াশীল—স° দেববাসিনী—যার উপর দেবতার ভর হইয়াছে; দেবকন্যা। >দেয়া-

সিনী=যে নারী তরুণ জ্ঞানে। তুঃ—ও° হুঁ আসিনী=স° ভূবাসিনী। দেয়াসিনী

>দেয়াশীল। প্রঃ—

দেয়াশিনী-বেশে

মহলে প্রবেশে

রাধিকা দেখিবার তরে।—চণ্ডীদাস।

গোকুলে দেব দেয়াসিনি আওল।—বিষ্ণুপতি।

চালে মাথা—দেবতার ভর হইলে মাথা চালনা করা, মাথা ঘন ঘন নাড়া, লক্ষণ প্রকাশ  
পায়।

ওঝা—উপাধায়>প্রা° উজ্জ্বায়, ওজ্জ্বায়>ওঝা=বুদ্ধ তাত্ত্বিক, ভূতপ্রেত-  
চিকিৎসক। প্রঃ—

কেহ কেহ মাই

ওঝা দে ঝাড়াই

সাইয়ের পেয়েছে ভূতা।—চণ্ডীদাস।

ঝাপান—স° ঝাপ=উচ্চ হইতে লক্ষ—গাঞ্জে সন্ন্যাসীদের অগ্নি-কণ্টকাদর উপর  
পতন।

দশমী—স°। দশম দশায় উপনীত—বৃদ্ধ। প্রঃ—

কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল।—বিষ্ণুপতি।

## কলিঙ্গ-রাজের যুদ্ধ-সজ্জা ( ২৮৯—২৯০ পৃষ্ঠা ) .

২৮৯ পৃষ্ঠা

ধ্বনী—সি ধ্বনি=শব্দ ; এখানে অর্থ বৃহাৎ ।

ডাক—সি ড ধাতু লক্ষে > পাণি ডাক—ডঙ্কার = শব্দ করা । প্রঃ—

উপজিয়ে মারকো দিলে ডাক ।

সেই সে কারণে তার নাম থৈলা ডাক ॥—ডাকের বচন ।

রাউত—সি রাজপুত্র > রাজপুত ( প্রাি রাজপুত ) > বাি ম' ও রাউত = অধারোচী  
সেনা ।— প্রঃ—

রাউত মাহত দূত আবো সৈন্তগণ ।—কাকাকাবেরী ।

ব্রাহ্মণ বজ্রপুত ক্ষত্রিয় মাহত মোগল মাহত বণ অনিবারা ।—অন্নদামঙ্গল ।

রাউত সাজিল কত বণে অভিসার ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।

মাহত—সি মহামাত্র > হি' মহাবৎ, মহোৎ ; ম' মহাৎ ; ও' মাহত্ব ; বা মাহত = হস্তী-  
চালক । প্রঃ—

আগে চড়ে হস্তীর মাহত, পিছে চড়ে রাজা ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

নড়ে—সি নড ধাতু ভ্রংশে, চালনে ।

উত্তরোল—সি উচ্চরোল ; উৎ + তরল = চকল । হি' রওলা = কোলাহল । প্রঃ—

কোলাচল তৈল উত্তরোল ।—শূন্তপুরাণ ।

উপবনে অলি উত্তরোল ।—চণ্ডীদাস ।

আকুল অতি উত্তরোল ।—বিজ্ঞাপতি ।

সর্বীর বচন শুনি ছিরা উত্তরোল ।—জ্ঞানদাস ।

রাধাক দেখিয়া কাছে উত্তরল তৈলা মনে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

উত্তরলী হরিলী রাহা বাণীর নামে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

মনে না মানেন সাতা হয়ে উত্তরোলী ।—কৃত্তিবাস ।

ব্যালাস বাজন—সি বাচকারিংশ > বিচলিশ > বিহারিশ । সি বাজন > বাজন, বাজনা ।

২৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

বোল—সি বদ > প্রাি বোল > বোল = বাক্য । প্রঃ—

উদ্ভূতর বাক্য শুনি বোলে মাঝাধর ।—শূন্তপুরাণ ।

প্রতীত নাহি বোলে।—বিজ্ঞাপতি।

বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।—অন্নদামঙ্গল।

বোল চালে হাট জাইতে চাহসি স্তম্বরী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পড়ে—স° পট, পং ধাতু গতি অর্থে > পড় ধাতু। এখানে অর্থ—আরম্ভ।

দড়—স° দগড় > দগড়, দড়।

ঢাক—স° ঢকা। প্রঃ—

বাজএ জএঢাক মেখের সম ডাক স্থানিতে স্থধনি বাজন।—শুভপুরাণ।

পৃষ্ঠে—স° পৃষ্ঠে। স° পৃষ্ঠ > প্রা° পিটুট > পিঠ।

শেষ—স° শেল, শল্য।

তীর্থে—স° ভিত্তি > ভিত > ভিট = দিক্ ; স° মিগ > মিড় > ভিড় > ভিট।

মোহারয়—মহা + রয় (বেগ) = অতি বেগবান্।

বেলক—? বন্দুক।

ভূষণী—স° ভূষণী, ভূগুণী, ভূশণ, ভূমণ্ডা, ভূমণ্ড, ভূষণী = কামান ; ইহা বাহ্যত্রয়-  
পরিমাণ লক্ষ্য। বড় বড় গ্রন্থযুক্ত ও স্থলকায় ; ইহার মুণ্ডদেশ উত্তম, বর্ণ ক্রম,  
সর্পের ছায় উগ্রদর্শন, এবং ইহা পাতন ও ঘর্ন এই উভয় গতি-বিশিষ্ট। অথর্ববেদ  
ও রামায়ণ প্রভৃতিতে এর বর্ণনা আছে। ৪৩৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

ডাবুশ—স° দর্শি (= হাতা) > ডাব, হি° ডরু। ম° ডবলা, ডবলী—নারিকেল-মালাব  
হাতা। ডাবুশ = হাতার আকার অস্ত্র।

ভূঞা—স° ভূমিক, ভূমিজ > ভূঁইয়া, ভূঞা—স্থানীয় সামন্ত ভূস্বামী।

গণজুত—অমুচর সহিত, সৈন্ত সমেত।

নিশান—৪৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রঃ—

এ সখি রঙ্গিনি কহল নিশান।—বিজ্ঞাপতি।

স° নিবান > নিসান ; অস° নিসান = বাস্তবস্থের শব্দ।

### ২৮৯-২৯১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ফরিকাল—আ° ফরীক্ (ফুট সৈন্তদল) + স° আলী (দল) বা বা° আল (স্বার্থে)।

সৈন্তদল। ফ° ফরিকইন = যুধ্যমান ছই শব্দ। প্রঃ—

অপর টান্নন টাটু ঢালি ফরিকার।—ঘনরাম।

ঢলে ঢালীপাক ফরিকালে ধর ধর বলি।—ঘনরাম।

ধাতুকী বন্দুকী ঢালী রায়বেশে ফরিকালী

রাহত মাহত সমুদায়।—ঘনরাম।

করিকান লইয়া কেহ ধার রড়াইড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

রায়বংশ—স' রাজা > প্রা' রাজা > রায়; বংশ > বংশ। রায়বংশ = শ্রেষ্ঠ বংশ, অর্থাৎ  
বল্লভ, বর্ষা; দীর্ঘ বংশের লাঠি। প্রঃ—

তবকী ধাতুকী ঢালী রায়বংশে মান।—অন্নদামঙ্গল।

রায়বংশে রাউত বসেছে রণসাজে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

তের কাহন—স' ত্রয়োদশ > প্রা' তেরহ > হি তেরহ। স' কাহাপণ > প্রা' কাহাপণ  
> কাহন। ১৬ পণে এক কাহন; ১৩ কাহন =  $১৩ \times ১৬ \times ৪ = ৮৩২$ —এক  
Battalion সৈন্য। ১৩ সংখ্যা সৈন্যদলের একটা নির্দিষ্ট unit ছিল বোধ হয়।  
তুঃ—

ডাক দিয়া আনাইল ডোম তের জন।—মাণিক গাঙ্গুলি।

কোল—বজ্রের আদিম অধিবাসী—ইহার প্রধানত কোল লবিড় ও মোঙ্গল এই তিন  
ভাগে বিভক্ত; ইহাদের দেব ও দেবীর নাম—বঙ্গা ও বঙ্গী। ইহার কলিঙ্গ  
দেশের অধিবাসী।

কড়ি—স' কাণ্ড = বাণ, তার।

তিন কাঁটি—ত্রিফলক-বিশিষ্ট।

ফটিক—স' ফটিক।

খড়ি—স' কটক (= বলয়) > কড়ি = মাকড়ি। প্রঃ—

সুবর্ণের কড়ি-বউলি রতনপত্র পাণ্ডুলি

সুবর্ণের অঙ্গদ কল্পণ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

রতন কড়িয়া কেবা ঘটন করিয়া গো

কে না গড়াইয়া দিল কানে।—পদরত্নাবলী।

বাহর বলয়া লএ কাটী।

কানের হিরোধর কটী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

রাজা—স' রজ (= বর্ণ, রং) > রাজা = লোহিত, বিশেষ একটি রং।

রাজা বাস পরে বিরতি আহারে

যেমতি যোগিনী পারা।—চণ্ডীদাস।

কামু-অমুরাগ-রাজা-বসন পরিয়া।—চণ্ডীদাস।

নীল বসন পরিধান তাতে রাজা পাড়ি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ৮

রামা—স' রাম, রামক।

রাগু—স' রূপ > প্রা' অগু > আগ, রাগু। প্রঃ—



আণ্ড গিন্না রাবণের গলে দিব ফাঁস।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

গুণী আণ্ড পাছ আপন মনে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

২৯০ পৃষ্ঠা

গাজন—স° গর্জন=কোলাহল। স° গা (পৃথিবী)+জন (জীব)=পৃথিবীতে জীবসৃষ্টি।

তাহার উৎসব।—ব্রহ্মবিষ্মা, চৈত্র ১৩৩০ দ্রষ্টব্য। প্রঃ—

গাজনে দুর্গার মেলা যেত ফুলে গাঁথি মালা

নিরন্তর যোগাঅ ঈসরে।—শৃগুপুরাণ।

দোসর—স° দ্বিতীয়>প্রা° দোজো, দুইজ্জ, দোজ্জ; পা° দুচ্চ>দো; স° সদৃশ>সর।

দোসর=দ্বিতীয় সদৃশ, সহচর।

কালে—স° কাল=যম; যম সদৃশ।

কাংরাণে—প° কাওরা জাতি? কামরূপ>কাঙর, কাঙর-দেশ-বাসী কাঙরাল?

খানখানা—ফা° খা-ই-খানান্=খাঁ-উপাধিকদের প্রধান।

জবন—স° যবন, গ্রীক Ionian>ভারতের বহির্ভাগের পশ্চিমাঞ্চলের সকল জাতিই যবন নামে পরিচিত ছিল। পরে মুসলমান বুঝাইত।

পত্রশানা—ধাতুপত্রের সমাহ (বণ্ড)। প্রঃ—

শাণায় ঠেকিয়া বাণ না করে অবেশ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

সে মোর পরম বন্ধু বান্দে বীরপণা।

তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সান্না॥—ঘনরাম।

বীরবাণ—স° বীর+তা° বানা (=পতাকা, চিহ্ন)। প্রঃ—

উড়ে সর্পবাণ।—অন্নদামঙ্গল।

অর্জুনের সেনা যেত পীত বাণ

বিবিধ বাজনা বাজে।—কাশীরাম দাস।

শিলী—স° শিলী=হল, তীক্ষ্ণাণ্ড। শিলীমুখ=বাণ।

ফিরিঙ্গি—ই° Frank, জার্মানীর Franconia প্রদেশবাসী জার্মান উপজাতি, তাহার খৃষ্টীয় ৫ম শতকে Gaul দেশ জয় করিয়া নিজেদের নামে দেশকে পরিচিত করে France. Crusade বা জিহাদ যুদ্ধের সময় মুসলমানেরা পশ্চিম-ইউরোপের সকল জাতিকেই Frank বা ফিরিঙ্গী বলিত। ভারতবর্ষে পর্তুগীজ ও ভারতীয়ের মিশ্রণ-জাত জাতি ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত হয়; পরে সমস্ত Eur-asian জাতিই ফিরিঙ্গী আখ্যা পায়। ভাবপ্রকাশে (১৬ শতক) ফিরঙ্গ শব্দ আছে।—

ফিরঙ্গ-সংস্রকে দেশে বাহুল্যে নৈব বজ্ ভবেৎ।

তন্মাং ফিরঙ্গ ইত্মাক্তো ব্যাধির্ ব্যাধি-বিশারদৈঃ ॥

স্বর্ধাসিকারের টীকাকার রত্ননাথ ( বারাগসীবাসী, ১৬২৫ শকে = ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ) লিখিয়াছেন—ইয়ঃ স্বয়ংবহবিভা সমুদ্রান্তনিবাসিজন্মৈঃ কিরকথাঃ সমাগ্ অভ্যন্তেতি ।—প্রথম স্বয়ংবহ বয় ( কালনির্দেশক বড়ী ) এদেশে নিশ্চিত হইয়াছিল, ফিরঙ্গীর। সে বস্ত্রের উন্নতি করিয়াছিল ।

পাকরাজ-গ্রহে ফিরঙ্গ-রোটা—পাওরোটা—বর্ণিত হইয়াছে ।

ফাি ফরাক্, ফরাক্, ফরাক্, ফরঙ্গী, ফরঙ্গ ।

পশ্তুগীজ জলদস্যুর উৎপাত এক সময় ভাবত-সমুদ্রে প্রবল হইয়াছিল ।

চতুরঙ্গ—হস্তাশ্ব-রথ-পাদাতঃ চতুরঙ্গং সমাশ্রিতম্ ।

## কলিঙ্গ-রাজসেনার যুদ্ধযাত্রা ( ২৯১—২৯২ পৃষ্ঠা )

২৯১ পৃষ্ঠা

উন্নর গাজি—হিন্দু নৃপতির মুসলমান সেনাপতি—টকা লক্ষ্য করিবার বিষয় ।

পাথরিয়—পা + থর ( দ্রুত ) + টয়া = দ্রুতগামী । স<sup>১</sup> পক্ষল > পাথর, পাথর + টয়া

= পাথরিয় = পক্ষীরাজ ঘোড়া, পক্ষীরাজের দ্বার দ্রুতগামী । প্রঃ—

সুখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আশ্রিত পাথর ।

—গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম্মরাজের গীত ( ১৫ পৃষ্ঠক ) ।

তুপতির দস্ত ঘোড়া অধর পাথরে ।—মালিক গাঙ্গুলি ।

রণাগল—রণ-অর্গল, রণ যে আগলিয়া থাকে ।

গাউ—?

রণঝটা—স<sup>১</sup> রণ + ঝট ( ঝটিতি, শীঘ্র, দ্রুত ) = যে দ্রুত রণ করে । রণ + কাটা = যে

ঝাঁটার মত রণ নিবৃত্ত করে ।

রাজপুরোহীত—সেকালের পুরোহিতেরাও যুদ্ধ করিত দেখা যাইতেছে ।

কাছে—স<sup>১</sup> কক্ষ > প্রা<sup>১</sup> কচ্ছ > স<sup>১</sup> কচ্ছ > হি<sup>১</sup> বা<sup>১</sup> কাছ = নিকট । প্রঃ—

জহাঁ কুনজ গহ কাছে ।—সুরদাস ।

স<sup>১</sup> কচ্ছ ধাতু বন্ধনে > হি<sup>১</sup> কাছনা । প্রঃ—

কাছিয়া কাপড় পিছে রূপে কামদেব নিলে ।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ।

ঠড়িক—স° ইড়া = বরা ; স° ইড়াচিকা = বোলতা । ঘোড়াকে ভরিত গমনে উত্তেজিত  
করিবার জন্য হুচি-হল সওয়ারের জুতার সংলগ্ন থাকে ; Spur. প্রঃ—

ইড়কি দিতে চলে ইসারাতে ।—মনরাম ।

মারীয়া—স° মৃ + গিচ = মারি ধাতু অর্থাস্তর লাভ করিয়া বাংলায় প্রহার । ও° ম° হি°  
মার = প্রহার ।

হেলীলেক—স° হিল ধাতু = পার্শ্বে নত হওয়া । হি° হিলনা ।

ঠাট—স° স্থিতি > চি° ঠাট = সমূহ, সৈন্যদল । রুত্তিবাসে ভূরিপ্রয়োগ ।

তাজি—আ° তাজী = ঘোড়া । প্রঃ—

বড় বড় তাজী ঘোড়া করি নানা সাজ ।

সেখজাদা সব চলে যেন গজরাজ ॥—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল ।

শহীত—স° সৈন্ত ।

## চরমুখে কালকেতুর গুজরাট আক্রমণ

অবণ ( ২৯৩—২৯৪ পৃষ্ঠা )

২৯৩ পৃষ্ঠা

পুটলী—স° পটল = অংশ, বিভাগ ; সমূহ, দল ।

সামু—স° সামু = পথ । প্রঃ—

সর্প কোলে নিজা যায় শয়নে সামুর ।—মাণিক গাঙ্গুলি ।

ধামুকী—ধমুকধারী সৈন্ত । প্রঃ—

তবকী ধামুকী ঢালী ।—অন্নদামঙ্গল ।

আরোহণ কৈল রণে লক্ষণ ধামুকী ।

—ঐনজাম দাসের সীতার বনবাস ( ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব সময়ের ) ।

তেইশ অক্ষোহিনী ঠাট যুদ্ধের ধামুকি ।—রুত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

এথা লক্ষণের সহ শ্রীরাম ধামুকী ।

বাগ্র হৈলা কুটীরে সীতারে নাই দেখি ॥—মাণিক গাঙ্গুলি ।

হয় হৈশ রব—হয়ের ( ঘোড়ার ) হেবা রব ।

মর্দল—স° । মাদল ।

## কালকেতুর রণসজ্জা ( ২৯৫—২৯৬ পৃষ্ঠা )

২৯৫ পৃষ্ঠা

চেরাড়—? বাঁশের বাঁধারিবে মুখে ফলা লাগানো বাণ ।

২৯৬ পৃষ্ঠা

মহলা—স° মুখ > প্রা° মুহ । মুহ + ডা = মুহড়া, মহড়া ; মুহ + আড়া = মুহাড়া, মোহাড়া ; > মহলা । কণ্ঠের পারাবৃত্তক অভ্যাস, শিঙ্কার পরিচয়, পূর্বপ্রয়োগ, rehearsal.

## কালকেতুর যুদ্ধ ( ২৯৬—৩০৪ পৃষ্ঠা )

২৯৬ পৃষ্ঠা

খানা—স° খাত, খনি > খানা ।

পত্রভাগে—বাণপক্ষে, শরপক্ষে ।

শিঞ্জিনী—স° শিঞ্জিনী = ধনুকের ছিলা বা গুণ । তুঃ—

গিরিবর ধনু, শেষ শিঞ্জিনী ।—অন্নদামঙ্গল ।

যেষ—স° শেষ । শেষ নাগ । ত্রিপুর-মচন-কালে মহাদেবের ধনুকের ছিলা চটয়াছিল

শেষ নাগ ; সেই আখ্যায়িকা স্মরণ করিয়া টচা লিখিত চটয়াছে ।

উদ্বাস্ত ভৈরব-বেশ—যিনি ভীষণ, কুপিত, ভয়ানক, তিনি ভৈরব ; সেই ভৈরব আবার

উদ্বাস্ত ; এমনই ভীষণের মূর্তি ।

অণুবলে—স° অমূল = পঞ্চাং-রক্ষী সৈন্ত ; সচরক সৈন্ত ; প্রভাব । গঃ—

ধর্ম-অমূল বলে তাহা চটল পূরণ ।—কাশীরামদাস, সম্ভাষণ ।

বাস জপে অনশনে অন্নদা জানিল মনে,

বাসের তপের অমূল বলে ।—অন্নদামঙ্গল ।

কুবে—স° যুদ্ধ > প্রা° যুদ্ধ > বা° যুদ্ধ ।

উলট পালট—স° উৎ-লট, উৎ-লট, উৎ-লট > উলট ; প্রা° অলট । পরাবর্ত্ত,

প্রত্যাবৃত্ত > পালট; প্রা° পালট। অলট-পালট ( পার্শ্বপরিবর্তন )।—  
হেমচন্দ্রের দেশী নামমালা।

ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি উলটী পালটী।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হানা—স° হন ধাতু। প্রঃ—

তেঁই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।—কুন্তিবাস, লক্ষ্মাকাণ্ড।

### ২৯৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

পাইক—স° পাদিক, পায়িক, পদাতিক; ফা° পাইক।

চাপ—স° চাপ = ধমু। স° চপটী = খণ্ড। চাপ = যোদ্ধা, সৈন্য ( কুন্তিবাসে );

জনতা সহ যাত্রা ( ও° )। প্রঃ—

কটকের চাপ দেখি লাগয়ে তরাস।—কুন্তিবাস, লক্ষ্মাকাণ্ড।

উরমাল—ফা° রুমাল। ১৫৭ পৃষ্ঠায় উরুমাল দ্রষ্টব্য।

রাড়—রাড় শব্দের ঢীকা ৩২৮, ৪০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হাড়িয়া চামর—হাড়ির মতন বড় গোলাকৃতি চামর।

### ২৯৭ পৃষ্ঠা

লুফি—স° লফ, ই° leap, Anglo-Saxon (past tense) hleop, ল্যা° rampa, হি°  
লপক, জার্মান laufen —উক্কে উৎকেপ; স° লপ ধাতু উৎপতনে। প্রঃ—

নানা অস্ত্র ইন্দ্রজিত করে বরিষণ।

সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন ॥—কুন্তিবাস, স্কন্দাকাণ্ড।

চৌষট্টি—স° চতুষষ্টি।

ফিরে—২৮৫ পৃষ্ঠায় ফিরাতে শব্দের ঢীকা দ্রষ্টব্য।

রাধ—স° রক্ষা > প্রা° রক্ষা > রাধা, রাধ।

ঝাঁকে—১৩৫ পৃষ্ঠায় ঝাঁকে ঝাঁকে শব্দের ঢীকা দ্রষ্টব্য।

ঢালী—স° ঢাল = চক্ষুক্ষালক, অস্ত্রবারক। যে ঢাল ধরিয়া যুদ্ধ করে সে ঢালী।

সামালিয়া খায় তালি, কালু সিংহ মহা ঢালি।—ঘনরাম।

তবকী ধামুকী ঢালী।—অন্নদামঙ্গল।

তয়—? তরু (সতরু) > তয় = তাক, সন্ধান, সাবধান। আ° তয় = পাট, তাঁজ, নিম্পত্তি,  
শেষ। আ° তায়ুনাতী = বিশেষ কাজের নিমিত্ত নিযুক্ত গ্রহরী।

অবাহতি—অবাহত. যাকে বগে বাহত বা পরাজিত করা যায় না।

তাজী—আঁ। ঘোড়া।

ডিঙীম—সঁ। বাহাতে আবাহত করিলে ডিন্‌ডিং শব্দ হয়। তুঃ—ইং ding, মধ্য ইং  
dingen—শব্দ।

## ২৯৮ পৃষ্ঠা

রণঝাটা—রণের ঝাঁটা বহুপ যে। সঁ ঝাটো মার্কনে।—মেদিনী।

চাহসী—সঁ চার খাতু পুজা অর্চনা চাক্ষুষ-জ্ঞানে; সঁ চত খাতু যাচনে; > হিঁ মঁ চাহ  
খাতু ইচ্ছা, যাচনা। চাহ+অনুজ্ঞাব বিভক্তি 'স=চাহসি+তুমি চাহিতেছ।

প্রঃ—

পাছে আসিতে কেনে চাহসি মোর।—শ্রীকৃষ্ণকৌশল।

## ২৯৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

আওসার—?

ভেজাল্যা—চি ভেজনা=প্রবণ, নিক্ষেপ, লাগানো। প্রঃ—

কলঙ্কের ডাল মাথায় করিয়া অনল ভেজাই ঘরে।—চণ্ডীদাস।

জ্ঞান কহে লাক্ষণের ভেজাইলম আগুনি।—জ্ঞানদাস।

ময় পড়ি ফঁক দিয়া মাটিতে ভেজায়।—অন্নদামঙ্গল।

অনল ভেজায় কুণ্ডে বেড়ে চারি সতী।—ঘনরাম।

অবশেষে শ্রীক্ষে অঁকড় ভেজাইল।—কৃষ্ণবাস, আদি।

ক্রোধ করি যেই ধরে কোলালির মুঠে।

এক চোটে ভেজায় পাতালে কৃষ্ণপুঠে॥—কৃষ্ণবাস, আদি।

কাটন করিয়া শেষে কুঠার ভেজায়।—মাণিক গাঙ্গুল

## ২৯৯ পৃষ্ঠা

বট—সঁ বটতে > প্রা বটুই, পাঁ বটুতি > বট।

তো সনে—তোর সঙ্গে। প্রঃ—

যার লাগি তো সবার দত্ত চঃ পতবা।—কৃষ্ণবাস, লক্ষ্যাকাণ্ড।

তো বিনো উনমত কান।—বিজ্ঞাপতি।

তো সেবা নাহি জানি।—চণ্ডীদাস।

এ সব চরিতে তো নাসিলি দুই লোকে।—শ্রীকৃষ্ণকৌশল।

কাঠরিয়া ছিল কিনা কলিঙ্গ-নৃপতি—কলিঙ্গের রাজা চণ্ডীর আদি পুত্রক, তিনিও  
কাঠরিয়া—নিম্নশ্রেণীর অরণ্যচারী লোক—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কাঠরিয়া—স° কাঠ > প্রা° কট্ট > কাঠ; কাঠ + ইয়া (বৃত্তি অর্থে), র আগম  
উচ্চারণে।

শিলী—স° শিলী = হল। শিলীমুখ = বাণ। কিন্তু এখানে শিলী ফেলাতে ধূমে অন্ধকার  
হইতেছে, অতএব শিলী এখানে বাণ বা ফলা অন্ত্র নয়। আ° সিলাহ্ = অন্ত্রশস্ত্র।

প্রঃ—

দুর্গা-নামের দুর্গ গৌপে বেধেছি মা সেলেখানা।

তাতে গুলি গোলা সকল তোলা ভক্তি-অস্ত্র আছে শানা ॥—রামপ্রসাদ।

বিদ্যাবিক্রী—স° বিধ, বিদ্ব > বিক্র। পরস্পর পরস্পরকে বিক্র করা বিদ্যাবিক্রী।

মণী হেতু রণ ইত্যাদি—যদুবংশীয় সত্রাজিত স্ত্রীপ্রদত্ত স্তম্ভক মণি ধারণ করিয়া মথুরায়  
আসিলে কৃষ্ণ বাঁললেন—ঐ দুর্লভ মণি মথুরার রাজা উগ্রসেনের যোগ্য, তাঁকেই  
দেওয়া উচিত। উগ্রসেন ত ছিলেন নামে রাজা, আসল রাজা ছিলেন কৃষ্ণ।  
সত্রাজিত মনে করিলেন মণিটির উপর কৃষ্ণের গোভ হইয়াছে; সত্রাজিত তাই  
মণিটি তাঁর ছোট ভাই প্রসেনকে দান করিলেন এই ভাবিয়া যে কৃষ্ণ ছেলেমানুষ  
প্রসেনের নিকট হইতে উহা আর চাহতে বা বলে কাড়িয়া লইতে পারিবেন না।  
প্রসেন ঐ মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া মুগ্ধা করিতে গেলে এক সিংহ প্রসেনকে বধ  
করিয়া ঐ মণি অপহরণ করে।—ভাগবত ১০।৫৬; বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ। (২৭  
পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)।

শচান—স° শ্চেন > প্রাচীন বা° সঞ্চান, সচান, শচান, শাচান; ও° সঞ্চা, সঞ্চাণ।

প্রঃ—

আকাশে ভ্রমন্ত দেখে সাচান গৃধিনী।—ষষ্ঠাবরের মনসামঙ্গল।

শকুন সাঁচান তথা শোভিল আকাশে।—রাজেন্দ্র দাসের মহাভারত।

এক দিন ঘুঘু পক্ষে সয়চান খেদাড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

সচান উড়য়ে যেন গগন উপর।—গোরক্ষবিজয়।

দাপট—স° দপ > প্রা° দপ > দাপ; দৃপ > দাপট = প্রতাপ, পরাক্রম। প্রঃ—

চরণের দাপটে পাষণ হয় চুর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চাপনে—স° চপ খাতু চূণীকরণে, চক্ষ খাতু চক্ষণে। তাহা হইতে অর্থ—পেষণ, পাড়ন,  
ভার আরোপণ। প্রঃ—

আঁচুর চাপান দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

হেলাতে—সঁ হেলা = অবলীলা । প্রঃ—

প্রাণে মারিবে কংসাসুর মোঞ হেলে ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

বাগিরা জাতি ক্ষেত্রী কুল হেলাতে হারাসু ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।

রাটে—সঁ অট ধাতু ভ্রমণ > যোগ্য হওয়া, সমান হওয়া । প্রঃ—

ত্রিভুবন নাহি আটে বাহার সংহতি ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

বোলাবুলী—বোলের প্রত্নাত্তরে বোল, উত্তর প্রত্নাত্তর, বাদ্যযন্ত্রবাদ ।

হয় বোলাবুলি করে ঠেলাটোল ঠেল অরাজক পাৰা ।—চণ্ডামাস ।

### ৩০০ পৃষ্ঠা

তাড়িপত্র খাণ্ডা—খাঁড়া, বাহা তালপত্রের গায়ে লগ্ন ও নমনায় ও পাতলা :

উত্তর দ্বাবে চত্যানি—তুঃ—

পুষ্প জল দিয়া পুষ্প দ্বার বাচাইয়া ।

উত্তর দ্বাবে লক্ষ্মা উদ্ভবিল গিয়া ॥

\* \* \* \*

বাচাইয়া উত্তর দ্বারে দিয়া পুষ্প জল ।

পশ্চিম দ্বারে গেল লক্ষ্মা পারদল ॥

—গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গবাহুর গীত (১৫ শতক) ।

বিজয়াজ—ব্রাহ্মণভূম পরগনার ব্রাহ্মণ রাজা বগুনাপ ।

ললিত—বসন্ত রাগের রাগিণী ললিতা, পুরীক্ষে গের, আনন্দযাত্রক ।

কাছিয়া—সঁ কক্ষ > প্রাঁ কচ্ছ > সঁ কচ্ছ ( = পার্শ্ব ) > পাছ = পার্শ্ব, নিকট । কাচ

ধাতু = পাশে আনা, বীধা । প্রঃ—

কাছিয়া কাপড় পিন্ধে রূপে কামদেব নিন্দে ।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল (১৫ শতক) ।

অগ্রদ্বারা—সঁ অগ্র > প্রাঁ অগ্গ > বা অগ, অগ্র ; আগু + ল + আণী = অগ্রসর,

অগ্রদ্বারা, প্রধান, প্রথম । তুঃ—

গোটা কত নাগ পোষ তে কারণে লোকে ঘোষ

বিবাহে আগল বিষহরী ।—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ।

কানটি গেল বান্দী আগেরা পান খাণ্ড ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ।



রাবণের কাছে দেখে পরমাসুন্দরী ।

রয়দানবের কণ্ঠা রাণী মন্দোদরী ॥

সোহাগে আগুলি সেই রত্নে বিভূষিতা ।—কুন্তিবাস, সূন্দরাকাণ্ড ।

সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ।—চৈতন্যভাগবত ।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি ।—জ্ঞানদাস ।

খালী—স° খল, কুলা, খাত । ইং Canal । প্রঃ—

সাগর যোজন শত দেখি খালিজুলি ।—কুন্তিবাস ।

### ৩০১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

পানীর—স° পানীয় > পানী = জল । প্রঃ—

তিণ ন ছুপই হরিণা পিবই ন পানী ।—বোদ্ধগান ও দোহা ।

শূন্যপ্রাণে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—জল ; কুন্তিবাস জল ও পানি দুই ব্যবহার  
করিয়াছেন—

শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড ।

পসলা—ফ° পানীদন্ = ধারা বর্ষণ (to sprinkle)—তুঃ—গোলাবপাশ । স° প্রবর্ষণ >  
পসলা । ম° পহাল ।

ঠেকিয়া—স° স্থগ ধাতু থামা, বাধা পাওয়া, স্থগিত হওয়া ।

পাছু—স° পশ্চাৎ > প্রা° পছা > বা° পাছ, পাছু, পাছা । প্রঃ—

পাছু পাছু করি তাহাএ আলিঙ্গন দিল ।

—সঞ্জয়-বচিত মহাভারত (১৪ শতক) ।

নেত ধড়ী পিঙ্গি আগু পাছু লাষাএ ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

যেইছন—স° যম্বিন, হি° জৈসা, ব্রজবুলি য়েছন = যেমন ।

যেছন বাঢ়ত মৃণালক স্রুত ।—বিদ্যাপতি ।

যেছন সেবলু নাগর কান ।—গোবিন্দদাস ।

টান—স° তন ধাতু বিস্তারে ।

ছিণ্ডিল—স° ছিঙ্গ । ছিন্ন > ছিণ্ড : প্রাচীন বাংলায় ছিণ্ড প্রয়োগ অধিক । প্রঃ—

গাছে লাগি ছিণ্ডিল সকল গজমুতী ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

কাখড়ি—স° কর্কটী, হি° ককড়ী ; বা° কাকড়ী, কাকুড় । বোদ্ধগান ও দোহায়—  
কাকুরি ।—কাকুরি ন পাকৈলা রে শবরাশবরি মাতৈলা ।

ফড়া—স° ফটা = ফণা—সর্পফণাকৃতি পশুর কাটা পা ; ফা° ফরা = শাখা—বৃক্ষশাখাকৃতি

পশুর কাটা পা । স° ফরা > ফড় = ছিন্ন করা । ফড়া = ছিন্ন অঙ্গ ।

অষ্ট কুলাচল—কূল (প্রধান) পর্তু মন্ত্রপুরাণের মতে সাতটি—

মাহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্রিমান্ শঙ্কবান্ অপি ।

বিক্রান্ত পারিপাত্ত্যচ্চ ততোহন্তে কূলপর্যতাঃ ॥ —২৫ অধ্যায় ।

(১) মাহেন্দ্র—বামারগে উক্ত দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে স্থিত পর্তু ত, তত্ত্বমান্ এষ্ট পর্তুত চট্টতে লাক দিয়া লঙ্কার গিয়াছিলেন । চিচ্চা হ্রদেব নিকট চট্টতে গণ্ডোয়ানি পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্তুতশেলী ।

(২) মলয়—তামিল মলৈ = পাছাড় । পরে একটি বিশেষ পাহাড়ের নাম । নীলগিরি পর্তুতমালাব একটি শৃঙ্গ, কাবেরী নদী চট্টতে উদ্ভূত, মতর্গি অগস্ত্যের বাসস্থান । কেচ বলেন উচ্চা কেবল দেশে, ত্রিবাকুরের পুষ্কসীমান্ত Cardamum Mountain ।

(৩) সহ—পশ্চিমঘাট পর্তুতমালা ।

(৪) শুক্রিমান্—শক্তিমান্ পর্তুত, বিক্রা পর্তুতের সরিহিত উত্তর ও পশ্চিম দিকের শঙ্কবান্ ও পূর্বের মাহেন্দ্রগিরির সংযোজক পর্তুত-শ্রেণী ।

(৫) শঙ্কবান্—নন্দদাব নিকটস্থ পর্তুত, বামারগে উচ্চা জাষবান ও বানরদিগের বাসস্থান । চিন্ণ্ডওয়ারা বিলাসপুত্র ও বালদাটের অধ্বর্গত পর্তুত । সাতপুরা পাছাড়, বিক্রাপর্তুতের সমান্তরালে অবস্থিত ।

(৬) বিক্রা—কিষ্কিন্দাব দক্ষিণস্থ সচস্রশৃঙ্গ পর্তুত (বামারগ) ; মধ্যভারতের পর্তুতমালা বাচ্চা উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথকে বিভাগ করিয়াছে ।

(৭) পারিপাত্ত্য বা পারিপাত্ত—বিক্রাগিরিব উত্তর-পশ্চিমাংশ । পশ্চিম সমুদ্রে স্থিত পর্তুত, গন্ধর্ব্বের বাসস্থান (বামারগ) । অবন্তী ও শল্যদেশের মধ্যবর্তী আধ্র পর্তুত ও সালাঘর পর্তুত ।

(৮) চিমালয়—স্বনামপাত্ত পর্তুত, ভারতের উত্তরসীমা ।

ঘুরে—স° ঘূর্ণ ধাতু > বা° ও° ঘুর, হি° ঘূম ।

৩০২ পৃষ্ঠা

শারী—স° শৃ + শিচ = সারি ধাতু—অপসারণ, প্রসারণ । প্রঃ—

বার তিন ফলঙ্গ সারিল বীর দাপে ।—মানিক গাঙ্গুলি ।

বাংলা সার ধাতুর বহু অর্থ ।

## ৩০২ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

দাবড়—স° দাব = প্রতাপ, তেজ ; হি° দাব = চাপ, প্রতাপ। দাব + ড = দাবড়। স°  
 দাবন > দাবড়। স° দর্প > দাপ > দাব ; দাব + ড = দাবড়। স° দমন >  
 দাবন > দাবড়।

উভারে—স° উদ্ধার > উধার, উভার = নামানো, অবতারণ। প্রঃ—

এক ভার দুই ভার তিন ভার ডুবাইল।

দিনটাত মহারাজ বার ভার উভাইল।—মাণিকচন্দ্ররাজার গান।

পুষ্পযুগি নালাচলে গন্ধের উভার।—চৈতন্যমঙ্গল।

উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।

কলসে কলসে জম্ম অমিয় উভারি ॥—জ্ঞানদাস।

উব্ভে ভোঅণে হোই জাণ।—বৌদ্ধগান ও দোহা।

## ৩০৩ পৃষ্ঠা

মালসাট—স° মল্লক্ষেপট = মল্লের বাহর আক্ষেপট, তাল চৌকা। স° মল্ল + শাট (বস্ত্র)  
 = মালকৌচা। প্রঃ—

মালসাট মারি ধায় বানর কটক।—কুন্তিবাস।

সিংহের গর্জ্জন করি মাঝে মালসাট।—জ্ঞানানন্দ।

মণ্ডলে—(১) মণ্ডলাকারে ঘূর্ণিত হইয়া, (২) সেনামণ্ডলের উপর।

## রাজসেনাভঙ্গ দর্শনে ভাঁড়ুদত্তের চিন্তা

## ( ৩০৪ পৃষ্ঠা )

দাগে—স° দাহ > প্রা° দাঘো, ফা° দাঘ > দাগ = চিহ্ন। দাগ ধাতু = চিহ্ন করে।  
 প্রঃ—

ভট্ট ষ্ট্রো অব ভণ্ড ভয়া।

কবিতাই ভটাই-মে দাগ চঢ়ায় ॥—অন্নদামঙ্গল।

ভেলকী—স° ভুল > ভেল ; ক (করা) > কৌ ; ভেল + কৌ = ভেলকী = বাহা ভ্রম  
 উৎপাদন করে। স° ভেল = ক্ষিপ্ত ; ভেলকী = বাহা ক্ষিপ্ততার সহিত সম্পাদিত  
 হয়। স° মেল > ভেল = মিশাল, বাহা ষাটি নয়, কৃত্রিম।

## কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ ( ৩০৫-৩০৬ পৃষ্ঠা )

৩০৫ পৃষ্ঠা

জিজিবিষা—স জীব + সন + অ = জিজীবীষা - বাঁচবার ইচ্ছা, জীবিত থাকিবার ইচ্ছা।

নথবরজ্জিনী—নথবর রঞ্জন করে যে—নকন। প্রঃ—

হাতে দিয়া নরপনী খোলে নথবরজ্জিনী। —চণ্ডীমাস।

থুঙ্ক—স' কুর, থুর = মুণ্ডনাস।

রামায়ণে স্তনেচ্ছি—বামায়ণ, কিস্কন্ধাকাণ্ড।

আবেপিণী অনয়ে পাশান - মূল বা কঁদা বাসেব ভাষা রামায়ণে এমন কথা নাই।

বাণীর রমণী—ভাব। বামায়ণ কিস্কন্ধাকাণ্ড ১৫ সর্গে ভাবা বাণীকে স্ত্রীগ্রীবের সঙ্গে  
গুঞ্জে ঘাটতে বারণ করেন।

ঋষমুখ—ঋষমুখ পক্ষত, পুরুষটি ও নীলগিরি পক্ষতশ্রেণীর মধ্যস্থিত পক্ষত। ঠটা পাম্পা  
সর্বোবর ও কাবেবী নদীর উৎপত্তিস্থান। এখানে মত্তর মুনির আশ্রম ছিল;  
বালী ভৃগুভি অন্তর্যমক বধ করিয়া এত আশ্রম রক্তে কলুষিত করিয়াছিলেন বলিয়া  
মুনি শাপ দিয়াছিলেন বাণী এখানে প্রবেশ করিলে তার মৃত্যু হইবে ( কিস্কন্ধা-  
কাণ্ড, ১১ সর্গ )। এত শাপের ভয়ে বাণী এখানে আসিতে অক্ষম ছিলেন বলিয়া  
বালীর ভয়ে স্ত্রীগ্রীব এত পক্ষত আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বালো—বালীকে।

রামায়ণ উপাখ্যান—ভূঃ—

তং তু তারা পরিস্রজা স্নেহাদ্-বর্শিত-সৌকর্য।

উবাচ ব্রহ্মসংদাস্তা হিতোরকর্মিণঃ বচঃ ॥

সাধু-ক্ৰোধামিমাং বীর নদীবেরগমিবাপত্তম্।

পর্যনচখিতঃ কাল্যং তাজ ভুক্তামিব স্রজম্ ॥

কাল্যমেতেন সংগ্রামং করিষ্যসি চ বানর।

বীর তে শক্রবাহুলাং কন্ততা বা ন বিজতে ॥

সহসা তব নিজ্রাস্যো মম তাবন ন রোচতে।

শ্রমতাম্ অভধাত্যামি বনুনিমিত্তং নিদার্যতে ॥

পূৰ্ণম্ আপতিতং ক্রোধানং স ত্বাম্ আহবয়তে যুধি ।  
 নিম্পত্য চ নিরন্তস্তু তে হস্তমানো দিশো গতঃ ॥  
 ত্বয়া তন্ত্র নিরন্তস্তু পৌড়িতস্তু বিশেষতঃ ।  
 ইহৈত্যা পুনর্ আহ্বানং শঙ্ক্যং জনয়তীব মে ॥  
 দর্পশ্চ ব্যবসায়শ্চ বাদৃশস্তু তন্ত্র নর্দতঃ ।  
 নিনাদন্ত চ সংরম্ভো নৈতদ্ অল্পং হি কারণম্ ॥  
 নাসহায়ম্ অহং মত্তে সুগ্রীবং তম্ হহাগতম্ ।  
 অবষ্টক্ সহায়শ্চ যম্ আশ্রিত্যেয গর্জাত ॥  
 প্রকৃত্যা নিপুণশ্চৈব বাক্যমাংশ্চৈব বানরঃ ।  
 নাপরীক্ষিতবীৰ্য্যেণ সুগ্রীবঃ সথ্যম্ এঘ্যতি ॥ ইত্যাদি ।

—রামায়ণ কীৰ্ত্তিকাশাণ্ড, ১৫ সর্গ, ৬-১৪ শ্লোক ।

তারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে ।  
 বালিকে বারণ করে যাইতে সমরে ॥

\* \* \* \*

কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়া ।  
 কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়া ॥  
 অবশ্য কাহার ঠাই পাঠয়াছে বল ।  
 নতুবা আসিবে কেন নিজে সে হুর্লল ॥  
 যুদ্ধে না যাইছ তুমি থাক অন্তঃপুরে ।  
 ডাকিছে সুগ্রীব ডাকে ডাকুক বাহিরে ॥

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কীৰ্ত্তিকাশাণ্ড ।

কবিকঙ্কণ রামায়ণের গুরুকরণ করিতে গিয়া কালকেতুর বলিষ্ঠ চরিত্র  
 একেবারে মাটি করিয়া ছাড়িয়াছেন ।

“তুই তিন সমা জায় শিশুগণ মিলে ।

ভল্ল কুব্জবানর ধরি কালকেতু খেলে ॥”

যে কালকেতুর “তুই বাহ লোহার শাবল”, সে স্বভাবভীক ঝ্রীলোকের একটি  
 কথায় সুবোধ শিশুর মতন “লুকাইলা গিয়া ধাত্তঘরে” ! এখানে কালকেতুকে  
 বীর শব্দে অভিহিত করায় শব্দের অপব্যবহার ও কালকেতুর অপমান উভয়ই  
 হইয়াছে । কবিকঙ্কণ এমনি করিয়া সকল চরিত্রকেই নষ্ট করিয়াছেন, একটিও  
 মাহুষের মতন মাহুষ স্রষ্টি করিতে পারেন নাই ।

কবিকল্পে পূর্ববর্তী চণ্ডা রচায়তা মাধবাচাৰ্য্যে কালকৈতু-চরিত্র চেষ্টা বলিষ্ট  
হটয়াছিল। ফুল্লরা স্বামীকে যুদ্ধে যাঠিতে বারণ করিল ;—

তুনিয়া ত বীরবর ক্রোধে কাপে পরধর,

শুন রামা আমার উত্তর ।

কবে শৈয়া শব-গাতী পূজিব মঙ্গলচণ্ডী,

বলি দিব কলিঙ্গ-জয় ॥

অবোধিয়া দণ্ডধরে এত দণ্ড করে ঘোষে,

দেবাই পাঠাচয়্য দিছে ঠাটে ।

আজ বণে চানা দিব, ভবনে ঘোষিতে পুণ,

যুগ্মমালা দিব গুজরাটে ।—মাধবাচাৰ্য্যে চণ্ডা ।

যান্ত্রিক—ধান রাবিবাব গোলা বা মরাট । প্রঃ—

কোড়ি মড়াট যে বহুত ধানবব ।—গোবিন্দচন্দ্রের গীত ( ১১-১২ শতাব্দী )

## কোটালের চিত্তা ( ৩০৬—৩০৭ পৃষ্ঠা )

৩০৭ পৃষ্ঠা

পটল—সঁ পটল = ধানের মরাট । ভুঃ—

ভীমক চাই বামন পটল তাঁউলব আন ।—শৃঙ্গপুৰাণ ।

উত্ত—সঁ উত্ত > প্রাঁ উত্ত । শৃঙ্গপুৰাণে—উত্ত ; নৌকগানে—উত্ত ।

উত্ত লেজ করিয়া পদায় কপিগণ ।—কুবিবাস, লক্ষ্যকাণ্ড ।

## ভাড়াবস্তুর চাতুরী ( ৩০৮—৩০৯ পৃষ্ঠা )

৩০৮ পৃষ্ঠা

ধাকচ—সঁ ধা > প্রাঁ ধক > বাঁ ধাক । চিঁ পা, ওঁ পিলা । ধাক + ঠ অর্থাৎ

বিভক্তি । প্রঃ—এবার ধাকচ মন নেবারী ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ।

বুদ্ধে—বুদ্ধিতে ।

ব্রাহ্মণ—শঠ ভাঁড়দন্ত ব্রাহ্মণের ধার্মিকতার প্রতি লোকের বিশ্বাস আশ্রয় করিয়  
মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করিয়া নিজের কৰ্ম্মসাধন করিতেছে। এট  
ব্যাপারে ব্রাহ্মণের চরিত্র যে কতখানি হীন ও হেয় হইয়া গেল সেদিকে ব্রাহ্মণ  
কবির লক্ষ্য নাই।

সাবহীত—স° সাবহিত = অবহিত হইয়া, সাবধান হইয়া।

তুরিত—স° তুরিত। প্রঃ—

তুরিতে আইলা ভান্নুর বাড়ী।—চণ্ডীদাস।

তুরিতে ঘুচায়নু নৌবিক কাচ।—বিজ্ঞাপতি।

ছআর মুক্ত কারব তুরিতে।—শতপুৰাণ।

এ কথা শুন সবে শুনহ তুরিত।—গোরক্ষবিজয়।

নির্বন্ধ—নিয়ম, কবাব, অঙ্গীকার। তুঃ—

তবে সেএ দেশেত নিরবন্ধ করিল।

বৎসরে একবার পূজিতে বলিল ॥—গোরক্ষবিজয়।

বেড়্য—বেড়িও, বেঠেন করিও।

ছয়ারি—স° দ্বারী > প্রা° ছআরী, ছবারী। প্রঃ—

ছয়ারী পছরী দাসী যতেক নফর।—গোবিন্দরাম বন্দোপাধ্যায়েষ

ধর্ম্মবাজের গীত ( ১৫ শতাব্দী )।

বেহার—স° বিহার = ক্রীড়াগান। প্রঃ—

বিহার উত্থান ঘর

ভাগে যত কপিএর

তরুণর ভাগে রামসেনা।—কুন্তিবাস।

খুড়ি—স° ক্ষুদ্রক > গাথা বা বৌদ্ধসংস্কৃতে খুড়ক > খুড়অ > খুড়া, খুড়ী। চরকসংহিতায়—  
খুড়াক শব্দ স্বল্পার্থে।

জোহার—স° জয়কার, জয়হার > হি° জুহার, ও জোহাব। প্রঃ—

মহত হাতীর কাধে জানায় জোহার।—ভারতচন্দ্র।

রভষ করিয়া যায় রাজার দরবার।

হেন কালে ডিঙ্গা-চোর করিল যোহার।

কালু কয় সম্মুখে জুহাক সাত বার।

তের ডোম সঙ্গে কালু করিল যুহার ॥

—মাণিক গাঙ্গুলির ধন্যমঙ্গল ৪১১১৪২ ; ১১৬২১৩২ ; ১১৭১১৭০।

## ফুল্লরার নিকট ভাঁড়ুদত্তের কপটতা ( ৩০৯—৩১০ পৃষ্ঠা )

৩০৯ পৃষ্ঠা

ডেড়ি—ফা' দেব = দেবী, বিলম্ব > অসমাপ্ত । প্রঃ—

ক্রোধ হল কা'ব সঠিতে হয় ডোড় ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধন্যমঙ্গল ।

নাবড়—না + বড় = ছোট গোক ।

নাবড়, নেবড়, নয়বব, নেবব, নাবেবড় রূপ দেখা যায় । (বাগেশ-বাবুর মতে—  
নাবব ( বৌদ্ধ ভিক্ষু ) > নাবড় । শ্রীকৃষ্ণ বসন্তবন্ধন বিহঙ্গমভৈরব মতে—নটবর >  
নাবড় । শ্রীকৃষ্ণকাওনে—নাবেবড় রূপ আছে ।

নিতানন্দ প্রিয় বড় নাবড় শ্রীগুণ ।—চৈতন্যমঙ্গল ।

ঠক ঠেটা নাবড় ছেবড় গোক রটে ।—ঘনরাম ।

নব লক্ষ লগ্নয়ে মাঠজা নাবড় ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধন্যমঙ্গল ।

জায়—যুক্ত, তক, বাসায়বাদ ।

জাঠাগিব—ফা' জাগিব = কয়েক পুত্রের স্বরূপ দত্ত জমি ।

জয়গ্রাম জাঠাগিব পাবে যত কই শুন ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধন্যমঙ্গল ।

জায়গির করি দিল দক্ষিণ মথনা ।—ঘনরাম ।

অন্ধ অঙ্গ জায়গির গুণ শবের মাঠনে জারি ।—রামপ্রসাদ ।

পত্তি—স' পত্তি = পদাতি সৈন্য । প্রঃ—

অধারোহী অধারোহী পত্তি পত্তি যুকে ।—কাশীরাম দাস ।

বাসীহ—স' বস ধাতু য়েহ প্রীতি বাসনা প্রত্যাশা-জ্ঞানযোগঃ ।—মেদিনী । ২৭৮ পৃষ্ঠা  
দ্রষ্টব্য ।

আনি—স' অন্ত > প্রা' অন্ > আনি । প্রঃ—

কতু না হেরিয়ে আনি ।—চণ্ডীদাস ।

বড়ারি চলিলো আনি পথে ।—শ্রীকৃষ্ণকাওনে ।

অণ চাহন্তে আণ বণঠা ।—বৌদ্ধগান ও দোহা ।

ঠকের—স' ষ্ঠগ, ষ্ঠগ ধাতু গোপনে ; স' ষ্ঠগ = দৃষ্ট ; স' ষ্ঠক, ষ্ঠক ধাতু প্রতিঘাতে ।

ঠক = প্রত্যয়ক । হি' ষ্ঠগ = প্রবন্ধক । প্রঃ—



ঠেকেছে ঠকের ঠাই আর যায় কোথা।—মাণিক গাভুলি।

ঠক-ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার।—ভারতচন্দ্র।

ধাঙঘরে দিলা বিলোচন—ফুল্লরা হুট ভাঁড়ুদত্তের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া  
মনস্থির করিতে পারিতেছিল না যে ধামীর গোপনস্থান বলিবে কি বলিবে না;  
সেইজন্য সে ইতস্ততঃ করিতে করিতে ধাঙঘরের দিকে চাহিল এবং “মুচতুর  
ভাঁড়ুদত্ত হইতে বুলিলা তব্ব।”

## একাকী কালকেতুর যুদ্ধ ( ৩১০—৩১১ পৃষ্ঠা )

৩১১ পৃষ্ঠা

মুঠকৌ—স° মুঠিক। প্রঃ—

চরণ গ্রহার আর মুঠকি তাড়ন।—সঞ্জয়ের মহাভারত।

মারি বজ্রমুঠকি পাষণে করে গুঁড়া।—বনরাম।

এক মুঠকির ঘায়ে তোমার লইতাড় প্রাণ।—কুন্তিবাস, কিস্কিন্দাকাণ্ড।

দৈহে—স° ঘর, ঘো > ডই, দৈহ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে—দুইহো, দুইহাঁর। প্রঃ—

ত্রিভুবনে পরাভব তোমা পোতা ঠাই।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

তুয়া ঠেথে লাগি পাও ছহ পড়ইতে

ততহি উধাসি ভৈ কেশ।—বিষ্ণুপতি।

চক্ষু দান দেহ তুঙ্গি ভাই হই জনে।—শৃঙ্গপুরাণ।

গড়াগড়ি—স° ঘূর্ণিত > ঘরাঘরি, গড়াগড়ি। প্রঃ—

রাজার কমর ছাড়িয়া সব ঘরাঘরি গেল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কেবল গড়ি শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়—

ফুলশরে, ফুলজর

সকল কলেবর

কাতর মহি গড়ি যায়।—চণ্ডীদাস।

কণে উঠে কণে বৈসে কণে গড়ি যায়।—মাণিক গাভুলি।

কণে গড়ি দিয়া কান্দে ধুলায় ধূসর।—জয়ানন্দ।

কাছি—স° কক্ষ > প্রা° কচ্ছ > স° কচ্ছ > কাছ = নিকট। কাছি = গ্রহণ করিয়া।

শাণা—স° শানী = অজাবরণ। বর্ষ, সাঁজোয়া। প্রঃ—

গায়েতে পরিল শানা মাথার টোপর।—কুজিবাস।

### ৩১১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বাঁজিয়া—স<sup>১</sup> বাঁজ ধাতু—বাজো নিঃস্বন-পঙ্কয়োঃ।—মোদনী। বাজ=শব্দ, গতি,  
বুদ্ধ > আঘাত। প্রঃ—

চণ্ডীদাস কহে বেজেছে জময়ে

ভ্রামের পরিত্যাপ। ●

পাছাইয়া—স<sup>১</sup> পছাং > প্রা পছা > বা পাছ, পাছা। প্রঃ—

পাছাইল পদ্মমুখী পেয়ে মহা ভয়।—শিবায়ন।

## কোটাল কর্তৃক কালকেতুর বন্ধন (৩১২—৩১৩ পৃষ্ঠা)

### ৩১২ পৃষ্ঠা

হরিল। বীরের বাহুবল—এইখানে মামুষকে একেপায়ে দৈবনিউর করিয়া ছাড়া হইল।

চণ্ডীর চরিত্র কিন্তু এতে উন্নত থাকিল না ; কালকেতুকে নিজে ঘাচিয়া খন দিয়া

রাজা করিয়া তাকে এখন অপমান করানো নৈতিকবিধানসম্মত মোটেই নয়।

চতুরঙ্গ—হস্তাধ-রথ-পাদাত্ম।

ঠেলাঠেলী—স<sup>১</sup> বল ধাতু সঙ্করণে ; তা পেল=নিষ্কেপ ; বলা > পেলি ; প্রাচীন

বা<sup>১</sup> পেলাপেলি > ঠেলাঠেলি। অথবা, স<sup>১</sup> বল ধাতু গাত হঠতে ঠেল। বা<sup>১</sup>

হি<sup>১</sup> বা<sup>১</sup> ও<sup>১</sup> ঠেল। ঠেলার বিকছে ঠেলা=ঠেলাঠেলি—ব্যতীতার বক্তব্যটি সমাস।

প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি।

ঠেলাঠেলি হঠতে হইল গালাগালি।—কুজিবাস, আদিকাণ্ড।

হয় বোলাবুলি করে ঠেলাঠেলি

হৈল অরাজক পার।।—চণ্ডীদাস।

কেলাকেলি ঠেলাঠেলি উলটা পালটা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বিশ বিশ—এক হাত বিশ জনে ও অপর হাত বিশ জনে—বহু বৃথাটতে বিশ্ব হই

### ৩১৩ পৃষ্ঠা

সিকল—স<sup>১</sup> স্খল > সর্বা<sup>১</sup> টি<sup>১</sup> স<sup>১</sup> সিকল, সিকল ; ও<sup>১</sup> সাঙ্খ্যিক।

সাত-শিরা লোহার শিকল তায় বেড়া।—মাণিক গাঙ্গুলির ধন্যমঙ্গল  
গলা টানি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে।—কুন্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড  
প্রথম ছিকলি হইলো লিঙ্গের উৎপত্তি।—মৃগলুক।  
গোরক্ষবিজয়ে ছিকলি, ছিগলি দট রূপ।

হাথে বাগা—হাতের বন্ধা। স° বন্ধ ধাতু গতি; যাহা দ্বারা গতি সংঘত হয় তাহা বন্ধা;  
বন্ধা > বা° বাগ ধাতু=সংঘত করা, শাসন করা। হাতকে যাহা বাগাইয়া  
রাখে তাহা হাথ-বাগা।

জিজির—ফ° জঞ্জির। প্রঃ—মাণিক গাঙ্গুলির ধন্যমঙ্গলে—জিঁজির. জিজির,  
ঝিঝির—তিন রূপ দেখা যায়—

কাকালে ঝিঝির শিরে সোনার টোপের।

বন্ধ করে তেহের জিজিরে বান্ধে কটা।

গোরক্ষবিজয়ে জিজিল—কামের গলাতে দেহ লোহার জিজিলি।

সোনার জিজির দিল, কানে দিল সোনা।—ঘনরাম।

গলাতে কুঠার বান্ধি—৫৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## কোটালের প্রতি ফুল্লরার বিনয় (৩১৩—৩১৪ পৃষ্ঠা)

৩১৩ পৃষ্ঠা

সন্তেখরি ঝাল—যে মালায় বা হারে একশত ছালা বা নরী আছে। প্রঃ—

বেশর-খচিত শতেখরী পাইরল।—বিজ্ঞাপতি।

ছিণ্ডিআ পেলাইবো বড়ায় সাতেসরী চাব।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বারেক—বার + এক = বারেক ( বাংলা সন্ধি )।

আইয়াত—আয়ুয্যতীর ক্রথাৎ সধবার চিহ্ন-সীলোকেব আয়ু স্বামীর মৃত্যুতেই সহমরণে  
শেষ হইত বলিয়া আয়ুয্যতী অর্থে সধবা হইয়াছিল। স° আরতি, আরতি =  
স্বামীর স্নেহ, প্রভাব, বশিষৎ সধবা অবস্থা।

‘ আরতিস্ তু স্মিয়াং দেবো প্রভাবাগমিকালয়োঃ।

আরতিস্ তু স্মিয়াং স্নেহে বশিষ্ণে বাসরে বলে ॥—মেদিনী।

আরতের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি।—ভারতচন্দ্র।

জন্মায়তি হয়ে বাছা জিহা থাক যথেষ্ট।—শিবায়ন।

আশিব দিলেক চণ্ডী বাড়ুক আয়ত।—মাণিক গান্ধলি।

লাদিয়া—হিন্দী লাদনা=বোকাই কবা। আসা হি ম লাদ, ও লদ, ই load ;

অতরাং কোনো এক সাধারণ দাতু হইতে লাদ্য হইয়াছে। স লড দাতু উৎক্ষেপণ=ভাব চাপানো।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

তিন গোটা—তিনটা। স একটা > গোটা। তে ওকটি > গোটা।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রাচীন বাংলায় বহুরূপে এই লদ ব্যবহৃত হইত। এখন গোটা স্থানে টা মাত্র ব্যবহার হয়। প্রঃ—

এড়িলেক গাছ গোটা করিয়া চক্ষার।—কুন্দিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

পাখী গোটেক দেখিয়া ঢেল না মাঝিম।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

গোটা চারিক কথা যখন রাজকি শিপাইল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

অষ্টমী পূজার দিন পাটা-গোটে লয়।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

অতাল্ল-বয়স মম পুর চাপি শুউ।—কুন্দিবাস, আদিকাণ্ড।

অষ্ট গোটা বাজ তার চাপি গোটা মুণ্ড।—কুন্দিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বাঁশি শুটি থইত তুঙ্গে কলসা ভাঁতর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

না—বিতর্কে, জিজ্ঞাসায়।

লগিয়া—স লগ=লোলুপ, লালসাপূত; স লন্ দাতু টঙ্কা অর্থে। লুঠন করিয়া।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লুঠন করিতেছ অথ লোড়সি আছে; লুঠন করিয়া=লুড়িয়া।

বৌদ্ধগানে লুড়িউ=লুট কব; লোড়িব=লুট করিব।

গড়িয়া—স গড় দাতু ক্ষরণ, সেচন। ছিনাইয়া।

লেগু—স লী, লা, লড দাতু হইতে বা ল দাতু।

লা তু দানে স্থান গ্রহণেচাপি নিগুজতে।—মেদিনী।

বাংলা ল দাতু প্রাচীন বাংলায় লে কপও দ্রবিত। প্রঃ—

ওড়নি লেহ অঙ্গে।—গিরিধরবর গুপ্তগোবিন্দ।

আবেশে হিয়ার মাঝারে লেট।—বিত্তাপতি।

বলে নাছি লেগত জীবন চামার।—বিত্তাপতি।

কোলে লেয়ব সখি তুর্ক শিয়া।—বিত্তাপতি।

সব রস লেয়ল রসিক সুবারি।—বিত্তাপতি।

বৌদ্ধগানে লাহ, লেচ, লোউ=লগ। লেগু=লউক। অত্য়ক্ষর প্রাচীন

বাংলায় দাতুর শেষে উ লাগিত—কক, হউ, মক, চক, উত্তাদি।

কুণ্ড—চিতার গর্ত।

## ৩১৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ডাকা—ডাকিয়া জানাইয়া অপহরণ ও লুণ্ঠন, ডাকাতি। প্রাচীন কাব্যে ডাকা।—

হুভিক হইল রাজ্যে, হৈল ডাকা চুরি।—কাশীরাম দাস।

সভা মাঝে দিয়া ডাকা প্রাণ করে চুরি।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

নিত্য ডাকা চুরি হৈলে নগরে না বৈসে।—গৌরকবিজয়।

যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকা-বুকা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ডাকা চুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

ফুল্লরার স্বামীপ্রীতি ও স্বামীকে বাঁচাইবার জন্ত চেষ্টা তার চরিত্রকে বড় উন্নত  
মধুর করিয়াছে ; তার প্রত্যেক বাঁকা করুণরসে অভিষিক্ত।

## ফুল্লরাকে কোটালের সান্ত্বনা ও কালকেতুকে লইয়া রাজসমীপে গমন ( ৩১৫—৩১৬ পৃষ্ঠা )

## ৩১৫ পৃষ্ঠা

শতন্তর—স° স্বতন্ত্র=স্বাধীন, স্বপ্রধান। প্রঃ—

কিবা চায় কোটাল হয়েছে স্বতন্তর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

সামী হরুবার মোর নহৌ শতন্তর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

মোহিণী কিস্কর                      হল নৃপবর

স্বতন্তর মহাপুর।—ঘনরাম।

নারী যার স্বতন্তর সে জন জীয়েন্তে মরা।—ভারতচন্দ্র।

পাঠক সিংহ—যে শাস্ত্রপাঠ করিয়া শোনায়ে সে পাঠক ; সিংহ শব্দ শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক।

ডাহিন বামে শোভে শত শত ভাট।

বেতাল সিংহ আদি পড়ে স্তবপাঠ ॥—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল।

ইতিহাস—পুরাণ প্রভৃতি।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে নারদ ঋষি আপনার শিক্ষার পরিচয় দিবার সময় বলিতেছেন—“আমি তিন বেদ, চতুর্থ অথর্কন, পঞ্চমত ইতিহাস-পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছি।”—৭।১।২।

সভার বিহর—কুকুসভার বিহরের দ্বার ধার্মিক উচিতবক্তা জ্ঞানবান্। সঁ বিদ্ ধাতু  
(জানি)+উর (শীলার্থে)=বিহর=বাহার জানাই স্বভাব, জ্ঞানী, শণ্ডিত।

### ৩১৫ পৃষ্ঠার অভিরিক্ত পাঠ

বাঘহাতা—বাঘের থাবার সদৃশ হাতকড়ি।

ডাড়ুকা—সঁ দণ্ডিকা, দণ্ডবেষ্টিকা=পদবন্ধনার্থ দণ্ডবেষ্টন, পায়ের বেড়ি।

দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

হস্তীর দারুকা দিলে কাটিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কোমরের তোপ দিল পাএত ডাড়ুকা।—শৃঙ্গপুরাণ।

### ৩১৬ পৃষ্ঠা

আঠার—সঁ অষ্টাদশ>প্রাঁ আটাড়>বাঁ আঠার।

ভাগিনা—সঁ ভাগিনের=ভগিনীর পুত্র। প্রঃ—

গৌরী দেখি বলে আইস শুনের ভাগিনা।—শিবায়ন।

ভাগিনা তোম্বাক জাগী

আন্ধে ভোর মাউলানী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

রাহত—২৮৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। প্রঃ—

রাহত মাহত সাজাইল হাতী বোড়া।—কুন্তিবাস।

## কলিঙ্গ-নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন

### ( ৩১৬—৩১৮ পৃষ্ঠা )

#### ৩১৬ পৃষ্ঠা

মমার রাগ—বর্ষণের সময় গেষ।

চিন—সঁ চিহ্ন>প্রাঁ চিহ্ন>বাঁ চিন। হিঁ চিন্‌চা।

অনবের—?

গুজুরাটে বসতি ইত্যাদি—কালকেতুর দ্বার্য উত্তর আদর্শ করিয়া তারতচন্দ্র হুন্দরকে

দিয়া দ্বার্য উত্তর দেওয়াইয়াছিলেন মনে হয়। গুজুরাটের উল্লেখ ধর্মপুজাবিধানে,

মাণিক গাবুলির ধর্মরত্নে আছে :

পালী—পাইলি।

ছুঁতে—স° ছুপ্ ধাতু স্পর্শে। স° স্পৃশ্ > প্রা° ছিব > বা° ছুঁ। প্রঃ—

ছোঁবার থাকুক কাব না হেরি রমণী ॥

যাত্রাকালে ছুলে নারী পড়িবে প্রমাদ।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

জুয়ায়—স° যুজ্ ধাতু হইতে। যোগ্য হয়। প্রঃ—

ঐ সব সিদ্ধান্ত গুঢ় কহিতে না যুয়ায়।—চৈতন্যচরিতামৃত।

নিশাও প্রহর দেড় ছইও বা হয়।

ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায় ॥—চৈতন্যভাগবত।

এবে মথুরার হাট জাইতৈ জুয়াএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ভাঁতি—স° ভাতি = দীপ্তি > প্রকার। ও° ভক্তি, হি° ম° ভাঁতি। প্রঃ—

চিত্র কৈল নানা ভাঁতি।—শূন্যপুরাণ।

নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাঁতি।—ভারতচন্দ্র।

লোহিত লোচন পঙ্কজ-ভাঁতি।—বিছাপতি।

ভারি—দারী, ভারপ্রাপ্ত। গৌরব। তুঃ—

তব ভারি-ভুরি ভাঙ্গিব মুরারি।—চণ্ডীদাস।

আমি জানি তোমার সম্মানের ভারিভুরি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে। প্রঃ—

এক কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ডরায়—স° দর (= ভয়) > ডর। ডরায় = ভয় পায়। প্রঃ—

দৈবকীনন্দন কাহু কাথো না ডরাঅ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

বোদ্ধগান ও দোহা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন সকল কাব্যে ডর শব্দের

প্রয়োগ পাওয়া যায়।

## কালকেতুর কারাদণ্ড (৩১৮—৩১৯ পৃষ্ঠা)

৩.

৩১৮ পৃষ্ঠা

থুতে—স° স্থাপি > বা° থু ধাতু। প্রঃ—

বাসী ণ্ট থুইহ তোকে কলসে ভীতর।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

পসার নাশাআ খোহ ডহরার মাঝে।—ঐ

রূপী খোই মহিকে ঠাবী।—বোদ্ধগান।

পোতাঘাতি—পোতের মাঝির সদৃশ বলবান্ গ্রহরী ও রক্ষী (?)। কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলির  
ধর্মমঙ্গলে কারাগ্রহ অর্থে পোতাঘর আছে—

মেরে ধেরে পোতাঘর আবেশ করায়।

শয়—সং সপাদ>সওয়া = এক চতুর্থাংশ সহিত এক। প্রঃ—

এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

তপর—সং দ্বিগ্রহর>তপর। প্রঃ—

রাধে তপরর বেলে কমমের তলে

বলে খাইলো তোর দহী।—শ্রীকৃষ্ণকৌন্তন।

ঠিক তপুর ভাড়ায় যম করিয়া গেল মেলা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

জামের বাশাটি তপুবে ডাকাতি

সরবস হরি লৈল।—চণ্ডীদাস।

যাতায়াতে গত দিবা যে কালে তপর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

অত পাখী—?

ভাই ভাই—এই সম্বোধনে কালকেতুর চরিত্রের মতক প্রকাশিত হইয়াছে; সে রাজা  
হটয়াও অহঙ্কৃত হয় নাহি।

উশারিয়া—সং উংসারণ, হি উসারণা = সর্বানো, দূর করা, ত্যাগ করা। তুঃ—ওসার।

য়েতটুকি—সং এতাবৎ>হি এতাবৎ; সং ইয়ৎ>হি এতাবৎ, ও এতাবৎ, মং এতাবৎ।

সং এতবৎ>এত। সং স্তোক>টুক, টুক, টুকি। সং টুটুক, ক্রটি—

ক্রটি: জ্ঞা সংশয়ে স্বল্পে যৈল্লা কালমানরোঃ।—মেদিনী।

ও টিকিএ, টিকে; হি টুকসা।

হাড়ী—সং হডি, হডিকাঠ>ওং হরিকাঠ-অ = যপকাঠ।

উর্দ্ধমুণ্ডা—উর্দ্ধমুখ যার। মুখ>মুঞ, মুঞ হয় বহুব্রীহি-সমাসে ও বিতর্কিত-যোগে।

পদ্ববনে পদ্ব করে পোড়ামুণ্ডে কাক।—মাণিক গাঙ্গুলি।

তুঃ—মুঞ আশুন।

তুষধুঙা—তুষধ্বং। ধ্বং>ধুংসা—

ধুংসার ছলনা করি কাঁদি।—চণ্ডীদাস।

চাল—সং শালা, তাং চালা>বাং চালা, সং চাল। প্রঃ—

বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর।—কুন্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

বর হইল চাল হইল কামিনা রাখিল পাছ ভর।—শূন্যপুরাণ।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন-বাবু—সং চাল খাতু বিস্তার হইতে চাল—বাচ্য স্রবের উপর

বিস্তৃত হয়—নিষ্পাদন করিয়াছেন।



সাদা—স° শঙ্কু>বা° সাদ্, ম° সাদ্, ও° সাদ্। চাকায় চাদ্, অস° চাং। একজনে  
বহন-অশক্য ভার বহনের বাক—বহনীয় ভার দণ্ডের মধ্যস্থানে ঝুলাই  
দণ্ডের ছই প্রান্তে দুজন বা ততোধিক ব্যক্তি উহা বহন করে। প্রঃ—

সাঁগী দিয়া তুলে লয়ে শালঘরে ফেলে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ঘোল সাদ্দের কাঠ তুলি যে করিল বাশী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

চাদ্বে চড়াইল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

বিপরীত বেশ তার হাতে লোহার সাদ্।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

বড় বড় সাদ্ দিয়া হস্তমানে বাদ্বে।—কুন্তিবাস, জ্বলরাকাণ্ড।

বাইশ মোন পাষাণ নেও সাইদ্ব করিয়া।

—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

চাপান—স° চপ ধাতু চূর্ণ করা; ধ্বংস করা।>পেষণ, ভার্যাপণ।

## কালকেতুর খেদ ( ৩২০—৩২১ পৃষ্ঠা )

৩২০ পৃষ্ঠা

মাথা খায়া—ভুঃ—

লুটীঞা বুলহ কেনে মায়ের মাথা খাঞা।—চৈতন্যমঙ্গল।

নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়।

আর গেলে অধিকা আমার মাথা খায় ॥—শিবায়ন।

বৈলা—বলিলে।

অনুত্তর—ন (না) + উত্তর (উত্তম) = রুঢ়।

শে—স° শিৎ>সিন, সেন, সি, সে। হি° হি>সি>সে = নিশ্চয়।

যে কাঙ্ক্ষার গুণে হিয়া জরজর সে কাঙ্ক্ষ সে দিল শোক।

—বিভাপতি।

মনের ভরমে রতন হারান্ন বিধি সে লাগিল বাদে।—চণ্ডীদাস।

কাত্যারনী—কাত্যায়ন-কুলের দেবতা বা কাত্যায়ন ঋষির দ্বারা প্রথম পূজিতা দেবী  
অর্দ্ধব্রহ্মা কাব্যাবসনা বিধবা। পরে জুর্গার এক নাম। মহিষাসুরের বধের জন্য  
হিমালয় কাত্যায়নাম্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঐক্য হইয়া স্ব স্ব দেহ হইতে ইঁহাকে

স্বজন করেন; আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে ইনি উদ্ভূতা ও শুক্লা সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে পূজিতা হন এবং দশমীতে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন।—কাত্যায়নীভূত।

কাত্যায়নী ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তগিনী (হরিবংশ, বিষ্ণুপু ১৭৮ অধ্যায়)। ক' শব্দে ব্রহ্মা ও শিব; ই' হাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেবীর নাম হয় কাত্যায়নী (দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়)। কাত্যায়নী ষাপরে কাঙ্কিকের-কোণ হইতে প্রাচীভূতা হন (দ্রুমপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৭, নাগরখণ্ড ১২০—১২১, ১৪৯৮ অধ্যায়)। কালিকাপুরাণ ৬০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

## চৌতিসা ( ৩২১—৩২৮ পৃষ্ঠা )

### ৩২১ পৃষ্ঠা

কালী—চণ্ডবধের সময় উৎপন্ন দেবী (মার্কণ্ডেয় পুরাণ); দক্ষযজ্ঞে ঘাটবার সময় সতী এই মূর্তি ধারণ করেন (শিবপুরাণ); কালস্বরূপ শিবের শক্তি কালী। স্ত্রীবা দানবকাসুরকে বধ করিবার জন্য জগতের কারণ দেবী মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিয়া শিবের কণ্ঠবিষে নিজের শরীর নিষ্কাশ করেন, এবং কালকর্ত্তী কালীরূপে উৎপন্ন হন (লিঙ্গপুরাণ পুঙ্খভাগ ১০৬ অধ্যায়)। যোগিনীগণের প্রধান কালী (দ্রুমপুরাণ আবক্ষ্যখণ্ডে অবস্তীক্ষেত্রমাচায়া ৬৪৬)। কালিকা মাতৃকাগণের অন্ততমা, প্রজ্ঞালক্ষণাকার। শুদ্ধমাংসাতিকৈরবা নরমালাবিভূষণ। কপালকত্রিকাহস্তা (দ্রুমপুরাণ, আবক্ষ্যখণ্ড, চতুর্দশাতিলিঙ্গমাচায়া ৮২।৩৩, ৩৪)। কালী তুর্গা ও উমা ভিন্ন, কারণ উমার বিবাহে কালী মাতৃকাগণের পশ্চাতে পশ্চাতে বরষাত্রী হইয়া গিয়াছিলেন (কুমারসম্ভব ৭।৩২)। পরে উমা কালী ও তুর্গা একই দেবীর বিভিন্ন নাম হয়।—শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ১০, ১৭; পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৪৩ অধ্যায়; দ্রুমপুরাণ কুমারিকাখণ্ড ২২ অধ্যায়; কালিকাপুরাণ ৪৫, ৬০ অধ্যায়; বংশপুরাণ ১৫৫ অধ্যায়; দেবীভাগবত ৫।৩৩, ৯।২২; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কপালীনী—কপালিনী। শিব কপালী, তাঁর স্ত্রী তুর্গা কপালিনী।

কান্তা—সুন্দরী, মনোরমা, প্রিয়া।

কপোলকুণ্ডলা—কপোলে কুণ্ডল লঙ্ঘিত বীর। কপালকুণ্ডলা ?

কালরাত্রী—কল্লাস্ত রাত্রির তুল্যা যে দেবী দ্ব্যতিক্রমা—“কালরাত্রীব ভূতানাং সর্বেষ  
দ্ব্যতিক্রমা”—

“স্যা দ্বর্গা শক্তিভিঃ সাক্ষিঃ কাশীঃ রক্ষতি সর্বতঃ ।

তাঃ প্রযত্নেন সংপূজ্যাঃ কালরাত্রিমুখা নরৈঃ ॥”

—কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ।

কঞ্জমুখি—স° কং (জল) + জ (জন্ম) = কঞ্জ = পদ্ম । কঞ্জের ছায় মুখ ধীর তিনি কঞ্জমুখি  
= পদ্মমুখী ।

কলিকার—স° কলি = হেঘ, কলহ, যুদ্ধ, অথবা কলিকাল—

যদা সদানুভং তল্লা নিদ্রা হিংসা বিষাদনম্ ।

শোক-মোহো ভয়ং দৈন্ত্রং স কলিত্বামসঃ স্মৃতঃ ॥—ক্ৰীমদ্ভাগবত ।

কলি + কার (করে যে) = কলি-উৎপাদক ।

### ৩২২ পৃষ্ঠা

গকুলরক্ষিণী—গোকূলে অশ্বরদিগের উপদ্রবের সময় কাত্যায়নী-ব্রত করিয়া গোপগণ  
নিরুপদ্রব হইয়াছিল ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ; ভাগবত ।

গোপকূলে অবতার—নন্দগোপকূলে জাতা ।—মহাভারত ।

গোরী—গোরী । প্রঃ—

এত শুনি গোরী

দ্রবাহ পসারি

বধুয়া করিল কোলে ।—চণ্ডীদাস ।

ঘোররূপা—যিনি সংহারার্থ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন ।

ঘোরতপা—বিষম দারুণ তপ করিয়াছিলেন যিনি ।

ঘোষণ ভূষণ—উচ্চ শব্দ ভূষণ ধীর ।

কাল ঘাম—কাল (মৃত্যুকাল) + ঘাম—মৃত্যুকালীন ঘর্ম্ম । স° ঘন্ম, প্রা° ঘন্ম, বা° ঘাম,  
হি° ঘাম (= রোদ) ।

ঘোরা—ভয়ঙ্করী ।

চম্পিশ—স° চম্পারিংশং > চম্পিশ ।

ছিএ—স° ক্ষুদ্র > পালি চুম > ছুম > ছুয়া (= ছেলে—মালদহে), ছিয়ে = ছেলে, পুত্র ।

শাবক > ছুয়া > ছিয়ে ।

### ৩২৩ পৃষ্ঠা

জয়কারী—জয়কারী, জয়দাত্রী ।

হাকার—স° হকার বা হাহাকার শব্দজ ।

জিউ—সং জীর। প্রঃ—

জঠর-অনলে যেন জিউ জলে য়োর।—শিবায়ন।

ঝোর ঝংকার—সং ঝাট, ঝাট > প্রা° ঝাড় = ক্ষুদ্র সংহতশাখ বৃক্ষ (যেদিনী)। স°

ঝট, জট ধাতু রাশীকরণে > ঝাড়, ঝোড় = ক্ষুণ্ণ, কাঁকড়া গাছ। ঝোপ-ঝাড়।

ঝগড়াকে—ঝগড়ার জন্ত। নিমিত্তার্থে বাংলায় কে প্রত্যয় হয়। তুঃ—

“বেলা যে পড়ে গেল জলকে চল।”—রবীন্দ্রনাথ।

স° ঝর, ঝড়া > প্রা° ঝড় > ঝগড়া। হি° ঝরর = ঝড়, ঝকোড় = ঝড়বৃষ্টি।

চটুগ্রামে ঝড় = বৃষ্টি, মালদহে ঝড়ি = বৃষ্টি। সাহিত্যে ঝগড়া = কলহ। মাণিক

গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে—ঝকড়।

ঝনঝনা—স° ঝঞ্ঝনা = বজ্র।

ঝন—শব্দ।

টানাটানি—স° তন ধাতু বিস্তারে। টানের বিরুদ্ধে টান = টানাটানি।

টঙ্কর—স° টঙ্ক = খড়গ, ঢড়। টঙ্কর, ঠোঁকর।

### ৩২৪ পৃষ্ঠা

ঠাটা—বা° ঠাঠা = বজ্র; বা° টেঁঠা = বর্শা, বনম; বা° ঠাট = সৈন্তদল।

ঠাকিনী—ভূগাঁর প্রধান সহচরী, ৬৪ যোগিনীর অন্ততম।—বৃহত্তরম্মিকেশ্বর পুর্বাণ

ডম্বর-ক্রপিলী—ডম্বর-ক্রপিলী। ডম্বর = কুমারের অন্তর।

ডম্বর-মধ্যমা—ডম্বর ন্যায় মধ্য বা কটিদেশ দ্বার।

ডিক্টিম—ঢোল। ডিম ডিম শব্দ করে বকিয়া নাম।

ডাকাতি—স° ড ধাতু শব্দে। পালি ডকার (= হকার) > বা° ডাক, ডাকা

ডাক দিয়া জানাইয়া শুনাইয়া যে অপচরণ শু শুঠন তাহা ডাকাতি।

লোহি—? নাহি?

ঢল—স° দস্তন্ত কৈতবে।—যেদিনী। দস্ত > ঢল = শঠ।

ঢোক—স° ঢোক = গমন করা। ঢোক = অন্তঃপ্রবেশ, গলাধঃকরণ।

নৌঞা—নিয়া, লইয়া? অথবা ঢোকনৌঞা = গোপনকারক?

খেদে—স° খিদ ধাতু সন্তাপে > বা° খেদ ধাতু তড়িনে।

তপনী—গোদাবরী নদী।

তপীত—স° তপ্ত, তাপিত।

থরথরি—প্রা° থরথরিঅ = ভয়ে কম্প। প্রঃ—

দেখি ধন্থর আমিনি সাত পাঁচ মনে মানি

ডরএ জম কাঁপএ থরথর।—শূক্তপুর্বাণ।

সঙ্গে ননদিনী ছিল

সকল দেখিয়া গেল

অঙ্গ কাঁপে থরহরি ।—জ্ঞানদাস ।

৩২৫ পৃষ্ঠা

ধিষণা—(স°) বৃদ্ধি ।

ধারণা—চিন্তাসংঘম, রঞ্জে চিত্ত অভিনিবেশ ।—

স তু অদ্বিতীয়বস্তুনি অন্তরেন্দ্রিয়ার্ণবম্ ।—বেদান্তসার ।

তন্ময়ং সমস্তশক্তীনাম্ আধারে তত্র চেতসঃ ।

কুর্লীত সংস্থিতং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা ॥—বিষ্ণুপুরাণ ।

ধারণাবত্তী = সংঘমময়ী ।

৩২৫ পৃষ্ঠার ফুটনোট

ধরণী ধরিলে—মধুকৈটভ বধের সময়ে মহামায়া যোগনিদ্রা পাতালগত ধরণীকে সমুদ্রগ-  
হইতে তুলিয়া বিষ্ণুকে যুদ্ধ করিবার স্থল দিয়াছিলেন ও টলটলায়মানা ধরণীকে  
তিনি ধারণ করিয়া ছিলেন ।—কালিকাপুরাণ, ৬১ অধ্যায় ।

ব্রতধর—হিমালয় (৭) ।

নিধু-নিদ্রা—?

কুণ্ডলে বসতি—কুলকুণ্ডলিনী, কুণ্ডলিনী শক্তি, জীবের শ্বাসপ্রশ্বাসরূপিণী শক্তি ।

নিল-পতাকীনী—নীলপতাকিনী = নীলপতাকাধারিণী । তদ্বরাজ তন্ত্রে নীলপতাকিনী  
ষাণ্ণশ নিত্যাদেবীর অন্যতমা ; তান্ত্রিক অভিষেকে দুর্গাকে নীলপতাকিনী বলা  
হইয়াছে । হেমাঙ্গির ব্রতখণ্ডে দুর্গার হস্তধৃত বস্ত্রের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়—  
ধ্বজং ডমরুকং পাশম্ । দুর্গার সঙ্গে নীলের পুংবা নিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়—(১)  
শিব নীললোহিত, নীলকণ্ঠ, (২) দুর্গার দশমহাবিষ্টা রূপের দ্বিতীয়া তারার নাম  
নীলসরস্বতী, (৩) নীলগণেশ অন্যতম গণপতি, (৪) নীলকুন্তলা দুর্গার সখী (বৃহদ্রথ-  
পুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৪ অধ্যায়), (৫) নীলগঙ্গা হরিদ্বারের চণ্ডীপর্বতের তলবাহিনী  
গঙ্গাধারা, (৬) নীলতন্ত্র দুর্গার বিশেষ পূজাপদ্ধতি, (৭) নীলব্রত শৈবব্রত, (৮)  
রামচন্দ্র নীলোৎপল দ্বারা দুর্গাকে প্রসন্ন করেন, (৯) নীলকণ্ঠ পাখী বিজ্ঞানদশমীতে  
দর্শনীয় ।

নিগম-নিগূঢ়া—নিগম-নিগূঢ়া—নিগমে (শাস্ত্রে) যার মহিমা নিগূঢ় (গুপ্ত, গভীর,  
রহস্যবৃত্ত) ।

হর—হরো, হইও, হও ।

## ৩২৬ পৃষ্ঠা

ফার—সঁ ফুট > ফুট, ফোট, ফার। সঁ ফার > ফার = ছিদ্র। প্রঃ--

জগদল পাথর বিলিয়া কৈল ফার।

ছফার হৈল শিলা কালীর রূপায় ॥—মাণিক গাঙ্গুলি

এক শরে বিধে যদি করে দিস ফার।—দনবাম।

হই—হইয়া।

নগে—সঁ নগ = পদ্ম।

ভদ্রকালী—দক্ষযজ্ঞ নাশের সময় বৈশ্বকোপ হইতে উৎপন্ন হইয়া ইনি নীরভদের সহিত দক্ষযজ্ঞ নাশ করেন। পরে এষ্ট মুষ্টিতে দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন—  
কালিকাপুরাণ, ৫০ অধ্যায়। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় ফুজা সতীর নাসাংগ হইতে জন্মটিবন্ধ। এক স্ত্রী উৎপন্ন হয় : ঐ স্ত্রী চারিটি দাত, তিনটি লোচন, সে গোধা এবং অশ্রুস্রাব বন্ধন করিয়াছে। তাহার মেথলা কবচবন্ধ, তাহার হস্তে খড়্গ তুণ ধনু ও পতাকা বিরাজিত, তাহার বদন সচস্রসংখ্যক, ভুজ একশত, এবং চরণ ও উদর সহস্র, সে প্রতিকূল পদবিজ্ঞাসে ধরা কম্পিত করিতে লাগিল; তাহাকে তমোময়ী দেখিয়া দেবী সতী তাহার নাম রাখিলেন ভদ্রকালী ও ময়া। শঙ্করের সৃষ্টে বারভদ্র এষ্ট ভদ্রকালীকে সঙ্গে করিয়া দেবতাগণের সহিত দক্ষকে ও তাহার যজ্ঞকে বিধ্বস্ত করেন।—দক্ষপুরাণ, আবহায়াখণ্ড, চতুর্দশতিল্প-মাহাত্ম্য, ৮২ অধ্যায়।

যিনি সর্বসময়ে, মৃত্যুকালে, ও মৃত্যুর শেষেও ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন তিনি ভদ্রকালী।—দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়।

ভূতমতি—ভূত (পঞ্চভূত, জীব, পিপাচ) + মতি (ইচ্ছা) = ধীর ইচ্ছার ভূতের সৃষ্টি স্থিতি লব্ধ হয়।

ভামরী—সঁ ভামরী = পাক্কা, দুর্গা। মহাসুরকে ছলনা করিতে পাক্কা ভ্রমররূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

ভ্রামরী চ মাং লোকে সদা স্তোয়ামি সর্বতঃ।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

মহেন্দ্র-মোহীতা = মহেন্দ্র-মহিতা = মহেন্দ্র কর্তৃক পূজিতা।

## ৩২৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট

ফারক—আঁ ফারীৎ = নিরুত্তি, খোলা।

মধুকৈটভনাশিনী—মধুকৈটভ নাগের সময় মহামায়া আত্মপ্রকাশ বিষ্ণুকে সাহায্য করেন।—কালিকাপুরাণ, ৬১ অধ্যায়।

মহেশের অর্দ্ধতম—অর্দ্ধতম হইবার বিবরণ শিবঠাকুরের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

মধুপুরে কৈলে মধুবেশের মাননা—?

### ৩২৭ পৃষ্ঠা

যজ্ঞযুগা = যজ্ঞযুগা = যিনি যজ্ঞ (দক্ষ-যজ্ঞ) বধ বা পণ্ড করেন।

যশোদানন্দিনী—মহামায়। একানংশ, যার সঙ্গে ত্রীকৃষ্ণকে পরিবর্তন করা হয়।—

ত্রকবৈবর্তপুরাণ, ভাগবত, ভবিষ্যপুরাণ, হরিবংশ, ইত্যাদি।

রত্ন—মৃগ। তুং—পরিণতরত্নরোমপাণ্ডু।—কাদম্বরী।

বহত—সি প্রভূত > প্রাি বহুত, বহুত; পালি পহুত, হি বহত। সি বহতর > (র লোপে) বহত। বহু + ত পাদপুরণে।

বহুত মিনতি করি তোয়।—বিজ্ঞাপতি।

বহু জ্ঞাপতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব।—চৈতন্যচরিতামৃত।

রক্ষিণী—ক্রোড়াশীলা, লালাময়ী। বোক তান্ত্রিক দেবী।

রক্ষিণী—রক্ষণকত্রী।

গায়ী—সি অগার, আগার বা গৌরব শব্দজ।

লাপা—সি লপ ধাতু কথা বলা। লাপা = বাচাল।

কৈল—করিল।

শাকন্তরী—(১) শক জাতির দেবতা, (২) কৃষিকোবীদের দেবতা যিনি শাক (উদ্ভিজ্জ)

ভরণ করেন, (৩) যিনি শতবারিকো অনাবৃষ্টির সময় শাক রূপে জীব রক্ষা করেন।

—দেবীভাগবত ৭।২৮।

### ৩২৮ পৃষ্ঠা

যড়শুণধারিণী—দণ্ডনীতিনির্দিষ্ট সন্ধি বিগ্রহ যান আসন বৈধ আশ্রয় যড়শুণ যার

আশ্রিত, অথবা সন্ধ্য রজ তম তিন শুণ ও সৎ চিং আনন্দ তিন স্বরূপ যার।

যড়শুণধারিণী—শিক্ষ। কল ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ—বিজ্ঞার এই ছয় অঙ্গ যার রূপ।

যক্ষরূপা—যষ্টীরূপ। আত্মশক্তি পঞ্চাশ বিতরু হইয়া দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী ও যষ্টী

রূপ ধারণ করেন।—ত্রকবৈবর্তপুরাণ। যষ্টী = দুর্গা।—মেদিনী।

ঘোড়া = ঘোড়া = ছয় প্রকার। ছয় প্রকার বিধিতে শরীরে ময় বিভাস করিয়া দুর্গা-পূজা

করিতে হয়।—তন্ত্রসার।

যট—শট।

যড়রবা—যড়রস। ছয় প্রকার রস যিনি—

মধুরো লবণস্ তিস্তঃ কষায়োহন্নঃ কটুস্ তথা।—রাজনীর্ধরট।

বড়বর্ণধারিণী—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ছর বর্ণ যিনি ধারণ করিয়া আছেন।  
হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল—

কল্পরূপেন সংহর্তী বিশ্বানাম্ অপি নিত্যশঃ।

তক্তানাং পালকো যো হি হরিস্ তেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ।

কল্পরূপে যিনি বিশ্বকে চরণ করেন তিনি হরি। যিনি সৃষ্টি হরণ করেন তিনি হর। যিনি স্বর্ণময় পদ্মের গর্ভে ভগ্নলাভ করিয়াছিলেন তিনি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—

হিরণ্যবর্ণম্ অভবৎ তদ নশুম উদভেদনম্।

তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্ উতি বিশতঃ ॥—দেবীপুরাণ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আত্মাশক্তি চত্রেতে উৎপন্ন হন—

বিস্কৃঃ শবীরগ্রহণম্ অহম্ (ব্রহ্মা) উপানি এব চ।

কারিত্যস তে যতো হৃদস্ হাং কঃ স্তোভুং শক্তিমান্ তথৈব ॥

—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডা, মধুকৈটভ-বধ-প্রকরণ, ৮৩, ৮৪ সৌক।

সর্বমহময়ী হং চি ব্রহ্মাত্মাস্ হং (চণ্ডী) সনুযুগাঃ।—কাশীখণ্ড।

সম্বিকত্রৌ চ প্রকৃতিঃ সর্কেয়াং জননী পরা।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণেশখণ্ড, ৭৩ অধ্যায়।

হেলে—অবলীলাক্রমে। সং হেড়্ (রণা করা) + অ (ভাবে) + আপ্।

কৃষ্ণীর—ক্ষৌণ্ডীর = পৃথিবীর। কুর (পানন) বা কৃ (শঙ্গ করা) + নি = ক্ষৌণ্ডী।

কৃধ্ব—কৃধা ? কৃক ?

শিবরাম—কবিকল্পের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

বাংলা বর্ণমালায় ৩৪ ব্যঞ্জনবর্ণ ক্রমাযয়ে আদিতে আছে এমন শব্দবিশ্বাসের দ্বারা স্তুতিকে চৌতিশা বলে। মন্ব অক্ষরময় ; দেবতা মন্ববশ ; তথৈ এক এক অক্ষরের বিশেষ বিশেষ দেবতাকে বশ করিবার শক্তির উল্লেখ আছে। কোন্ অক্ষরে কেমন গুণ ধরে তাহা বলা কঠিন, সকলের জানা না থাকারই কথা ; অতএব লাগাইয়া দাও ক্রমাযয়ে সব কয়টা, যেটা লাগে ভালো, না লাগে ক্ষতি নাই।

চৌতিশা স্তুতির মূল আদর্শ পুরাণে। বৃহদ্বৈবর্তপুরাণে (মধ্যখণ্ড, ২০ অধ্যায়) ভগীরথকৃত গঙ্গার স্তবে অকারাদিক্রমে শব্দবিশ্বাস না থাকিলেও একট অক্ষর আদিতে আছে এমন বহু শব্দ একত্র গ্রহণ করা চটয়াছে। শিবপুরাণে (জ্ঞান-সংহিতা, ৩য় অধ্যায়) মহাদেবের শব্দময় রূপের স্তব করিয়া অ চটতে ক পর্যাশ্ব সমস্ত অক্ষর ক্রমে ক্রমে শিব-অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা চটয়াছে।



প্রাচীন বাঙালী কবিদের কাব্যে বারমাস্তা দেওয়ার মতন চৌতিশা দেওয়াও একটা দস্তুর হইয়া পড়িয়াছিল। এইসব চৌতিশা স্মৃতি অনেক সময় ছেলোমামুবা হইয়া দাঁড়াইত, তার মধ্যে রচনাপরিপাটা কিছুমাত্র থাকিত না।

শ্রীচাঁদ দাস নামে এক কবির কেবলমাত্র “কালকেতুর চৌতিশা” পাওয়া গিয়াছে। তার বিবরণ ১৩১৬ সালের সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার আছে।

কবিকঙ্কণ কালকেতুকে দিয়া চণ্ডীর চৌতিশা স্মৃতি করাইবার উপলক্ষে বার বার কৃষ্ণের ও বিষ্ণুর সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্কের উল্লেখ করাইয়াছেন। ইহা বোধ হয় কবিকঙ্কণের বৈষ্ণব পক্ষপাতের ফল।

## কালকেতুর বন্ধন মোচন ( ৩২৯ পৃষ্ঠা )

নাচাড়ি—স<sup>১</sup> নৃত্য > প্রা<sup>১</sup> নচ > নাচ। নাচ + ওয়ালী = নাচওয়ালী > নাচাড়ি = যে ছন্দ নৃত্যের তালে তালে পঠিত বা গীত হইতে পারে। ত্রিপদী ছন্দকে প্রাচীন কালে নাচাড়ি বলিত।

শ্রীরাগ—ছয় রাগের অত্যন্তম রাগ।

অভয়া—বাঁহোর দ্বারা ভয়ের উৎপত্তি ও বিলয় হয়।

লজ্জাবতী—চণ্ডীর এই লজ্জাটুকু থাকতেই প্রমাণ হয় যে তিনি জানিয়া বুঝিয়াই অপকণ্ম করিতেছেন—নির্দোষ কালকেতুকে কেবা রাজ্য দিতে বলিয়াছিল, আর কেনই বা তাকে লাজিত করা? কিন্তু চণ্ডী অপকণ্মে এমন পাকা নন যে তিনি লজ্জা পাওয়ার বাহিরে বাঁহতে পারেন—ইহাই চণ্ডীচরিত্রের ঈষৎ প্রশংসার বিষয়।

আশ্বাসন—আশ্বাসন = আশ্বস্ত।

দুর্দৃষ্ট দোসে—চণ্ডী কালকেতুর দুর্দৃষ্টের দোষের দোহাই দিয়া নিজের কৃতকণ্মের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পণ্ডবধ-হেতু কালকেতুর গুরুপাপের মূল্যধারণ ত চণ্ডাই।

ধবল ছাতি—রাজচিহ্ন। রাজহৃদয়ের লক্ষণ এই—

চান্দনৌ দণ্ড-কন্দৌ চেং, হুতুকে রজ্জু-বাসদৌ।

ছত্রং মনোহরং রাজ্যং স্বর্ণকুন্তোপশোভিতম্ ॥

তুলানি রজ্জু-বাসাংসি স্বর্ণকুন্তুগুণোপরি।

ইদং কনকরক্তাখ্যং ছত্রং সর্বার্থসাধকম্ ॥

—ভোগরাজকৃত ব্যক্তিকরতক।

কলিঙ্গাসের যযুৎসে রাজার খেত ছত্রচামরের উল্লেখ আছে—

অনেনম্ আসীং ত্রয়ম্ এব তুপভেঃ—

শাশ প্রভং ছত্রম্ উভে চ চামরে ॥ ৩১৬ ॥

বাণভট্টের কাননধরীতে ময়ূরপৃচ্ছনিশিত ছত্র রাজচিহ্ন বলা হইয়াছে।

পালাইতে চাহে—কলিকেকতু চণ্ডীর আচরণ দেখিরা তাঁর কথা আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

## কলিঙ্গরাজার প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ ( ৩৩০—৩৩১ পৃষ্ঠা )

৩৩০ পৃষ্ঠা

কাত—স কথা যুগ্মভিত্তি প্রাবল্যবশতঃ। - মদিনা। কাথ, মাটির দেওয়াল।

কুলিতাব ধম্ম - কুলিতা-কাঠের ধম্ম।

অগাব -স অগাব = অগাব - গৃহ। প্রঃ

দোতাই রাজাব, সুসীল অগাব,

দ্বিগা স্থাটীল ভাত।—অন্নদান।

পোতা পাকাগণ--পোতনাবিক ও পারিকগণ।

উবক—স উবগ = মৌসুম। মাসাব শুভি মতে ভাড়ে--বন্দক।

বিলক--? বন্দক।

চাব—স শু মাতৃ আচ্ছাদনে। চোখেব পাতা আচ্ছাদন করিয়া উজ্জিত।

দেক পোতামানীবে কিলার তিনকনে—পোতামানি বেচারাবা চকুদের নন্দর, তাদের

দোর কি? কিন্তু চণ্ডী নিকের চবদের লোকাটয়া দিলেন তাদের কিলটিতে।

কবিকল্পণের সময় ডিহিমাষের পেয়াদাবা যে অত্যাচার উৎপাদন করিত, করনায়

তাদের কিলটিয়া কবি ও শ্রোতাবা একটু আনন্দ সংযোগ করিয়া লইলেন।

এই ব্যাপারের আদর্শ আছে শিবপুরানে (মহাসংহিতা, ৭ম অধ্যায়)।

অনিকল্পকে কারাকল্প করিলে অনিকল্প কালীর পুত্র করেন; তবে তুটী কালী

কারাগারে উপস্থিত হইয়া কারাকল্পীদের—

শ্রুতিভির মুক্তিভির বাতিব দারমামাস পজ্জমন্।

শরাস্ তান্ তদস্যং কুর্থা সর্পস্পগন্ তদ্যানকান্ ॥

মোচয়িত্বানি কঙ্কণ ততশাস্ত্রঃ পুরং ততঃ ।  
প্রবেশয়িত্বা হুর্গা তু তত্রৈবাদর্শনং গত্বা ॥

ডাঙা—স° দণ্ড > দাঙা, ডাঙা ।

কর্পর—স° কর্পর, ধর্পর = নরকপাল বা ধত্বা ।

ধরাইয়া ছাতা—রাজা করিয়া ।

রাম রাম শোভরণে—রাম নামে হুঃস্বপ্ন হুর্বিপাক বিপদ নষ্ট হয় ।—

হুঃস্বপ্নদর্শনে চৈব গ্রহপীড়াসু জৈমিনে ॥

ঔৎপাতিকে ভয়ে চৈব বহিঃ-রোগ-ভয়ে তথা ।

রাম-নাম স্মরন মর্ত্যো নাশুভং লভতে কচিৎ ॥

রাম-নাম বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীশুভনিবারণম্ ।

কামদং মোক্ষদং চৈব স্মৃতিব্যং সততং বৃধৈঃ ॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১৪শ অধ্যায় ।

## রাজার স্বপ্ন বিবরণ ( ৩৩১—৩৩২ পৃষ্ঠা )

৩৩২ পৃষ্ঠা

শশের কুণ্ডল—নাথপত্নী যোগীদের ও তান্ত্রিক ভৈরবীর ভূষণ-চিহ্ন ।

পরিধান সবাঁকার লোহিত বসন—

কাষারবস্ত্রধারিত্বং তদ্বৎ স্ত্রীকৌড়নং তথা ।

রেহ-পানাবগাহো চ রক্তমালামুদেপনম্ ।

এবম্ আদৌনি চাত্তানি হুঃস্বপ্নানি বিনির্দ্দেশেৎ ॥

—মৎস্তপুরাণ, ২৪২ অধ্যায় ।

আতড়ি—স° অয় > আতড়ি ।

কেশ-কুশাজুরী—কুশাজুরী শুদ্ধ বৈদিক ঋষিকের চিহ্ন । কেশাজুরী অঘোরপত্নী ভৈরব কাশালিকের চিহ্ন ।

হাড়ের চরনে—চন্দনকাঠের বধলে হাড় বসিয়া সেই পঙ্ক লেপন ।

গর্জবে চাপায়া—গর্জিত অসম্ভবান ; তাতে চড়া অপমানজনক ।

যশে কি দেখিলে কি হয় তাৰ ব্যাখ্যা—

খৰোষ্ট্ৰ-মহিষাক্ৰোধে মৃত্যুশূন্ত ন সংশয়ঃ ।

দেবতা যত্র নৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হসন্তি চ ॥

আন্দোটয়ন্তি ধাবন্তি তন্ত্ৰ দেশো বিনশ্ৰুতি ॥

রক্তাধ্বরধরাং নাবাং রক্তমালামুলেপনাম্ ।

উপগৃহীতি যঃ যশে ব্যাধিস্তত্ত্ব বিনিশ্চিতম্ ॥

—ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণ, ৬৩-৮২ ।

মরণের প্ৰাক্‌কালে কংস এইৰূপ হুঃবশ দেখিরাছিলেন। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণে পরশুৰামের হুঃবশ ( ৩৩ অধ্যায় ), কাশ্যবীৰ্য্যাক্ষনের হুঃবশ ( ৩৪ অধ্যায় ) ; হেবাপুৰাণে ঘোর অশুৰেব হুঃবশ ( ২২ অধ্যায় ) ; এবং কালিকাপুৰাণে ( ৮৭ অধ্যায় ) ও মন্ত্ৰপুৰাণে ( ২১৬ অধ্যায় ) স্বপাৰ্ধ বৰ্ণিত হইয়াছে। মহাত্ম্যৰতে বহু হুঃবশ ও স্বপদট নিমিত্তের অৰ্থ বহু স্থলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

উড়মাল—ওড় ফুলের মালা। ওড় > ওড় = কবাকুল। চীন দেশ চটতে ওড়দেশে ও ওড়দেশ হটতে বঙ্গ কবাকুল আসে।

পাবাড়ি—স' সৰ্বাস্ব > পাবাড় = শেষ, সমাপ্ত। অথবা পাবাড়ি—স' পৰ্ণ > পাবাড়ি, পাবাড়ি = পালের পাব।

### ৩৩২ পৃষ্ঠার ফুটনোট

আসা বা'ড়ি—আ আসা = লাগি ; বা'ড়ি ( ? ) = আগাত, যক্তি।

## পাত্ৰ মিত্ৰ সহ কলিঙ্গরাজ্যৰ পৰামৰ্শ

( ৩৩৩—৩১৪ পৃষ্ঠা )

৩৩৩ পৃষ্ঠা

গুডৰী—বসন্ত বাগের বাগিণী গুৰ্জবী—গুৰ্জব দেশে গীত বাগিণী ; পুৰীক্ষে শেষ  
গাক্কাবী—শ্রীবাগের বাগিণী—গাক্কাৰ দেশে গীত বাগিণী ; সাক্কাৰে শেষ।

আজুকার—স° অজ্ঞ>প্রা° অজ্ঞ>আজ, আজি, আজু। সম্বন্ধে কার বিভক্তি।

প্রাচীন বাংলায় আজুক পদও প্রচলিত ছিল—

আজুক কৌতুক কহন না ছোয়।—বিভাপতি।

আজুক শয়নে ননদিনী সনে

ভুতিয়া আছিহু সহ।—চণ্ডীদাস।

শেষ নিদ্রা—শেষ নিশিতে স্বপ্নে দেখা ঘটনা সত্যই ঘটে এই বিশ্বাস—

স্বপ্নস্ত প্রথমে যামে সংবৎসর-ফলপ্রদঃ।

দ্বিতীয়ে চাষ্টভিন্ন মাসৈস্ ত্রিভিন্ন মাসৈস্ তৃতীয়কে ॥

চতুর্থে চার্দ্রমাসেন স্বপ্নঃ স্তাৎ তু ফলপ্রদঃ।

দশাহে ফলদঃ স্বপ্নো হ প্যরুণোদয়দর্শনে ॥

প্রাতঃ স্বপ্নশ্চ ফলদস্ তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ।

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৭ অধ্যায়।

অরুণোদয়বেলায়াং দশাহেন ফলং ভবেৎ।

—মৎস্কপুরাণ ২৪২ অধ্যায়।

মাণ্যে—মারিলে।

আহীড়ির—স° আতীর>হি° অহীর; স° আভীয়ী>হি° অহীরী। গোপ জাতি। প্রঃ—

ভুবাছ পসারি আসে আহিরী-অঙ্গনা।—ঘড়নাথ।

দেখি হাসে যতক আহিরী।—কৃষ্ণানন্দ।

নাট—স° নট>নাট, লাট=বিশৃঙ্খলা। স° নাট=নৃত্য, অভিনয়। স° লটু=

দুর্জন, দুর্ভট। প্রঃ—

আনন্দে প্রতাপকল্প ছাড়ি রাজ্যপাট।

মিশ্রের ভবনে আসি নিত্য দেখে নাট ॥—গোবিন্দদাসের করচা।

এরূপে করিয়া হাট বয়ে গিয়া আর নাট

বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।—ভারতচন্দ্র।

সব নাটের গুরু কালা।—চণ্ডীদাস।

আবেশ—আসক্তি, অহুরাগ। প্রঃ—

সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই।

আবেশে হিয়ার মাঝারে লই ॥—বিভাপতি।

ছোড়ান—স° ছোড়াছু অপসারণে>বা° ছাড়। হি° ছোড়না, ছোড়ান। ছোড়ান  
মুক্তি।

শগলভ—৫১২ পৃষ্ঠা উষ্টব্য।

## কলিকরাজ কর্তৃক কালকেতুর সম্মান

( ৩৩৪—৩৩৫ পৃষ্ঠা )

৩৩৪ পৃষ্ঠা

বলীঘর—কারাগারের সকল বলী । স' গুহ > গ্রা' ঘর ।

মাগি—স' মৃগ ধাতু অধেবণ, স' মার্গণ = প্রার্থনা । প্রাচীন—বা' ৩' মাক, হি' মদ, ম' মাগ ।

বসাইলা—স' উপনিষৎ > বা' বস ধাতু ।

৩৩৫ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণাগণ—স' কৃষি > কৃষ্ণ, কৃ' ট; স' ভৌমিক, কৃষিক, কৃষিভ > কৃ' ইয়া, কৃষ্ণা = কৃষ্ণাবী, সামন্ত কৃষ্ণাবী ।

কালি—স' কলা > প্রা কল > ও' অস বা কালি, টি ম' কাল ।

ভগ্নমৃত—গুক্রাচাৰ্য্য । অমৃতগুহ গুক্রাচাৰ্য্য স্মরণরূপে ৪৩ অমৃতদের পুনৰ্জীবিত  
করিবার ইচ্ছায় মৃতসঞ্জীবনীবিজ্ঞা লাভের জন্য মৃত্যুঞ্জয় শিবের তপস্তা করিতে বান ।  
এই সুযোগ পাইয়া অমরেন্দ্র অমৃতদের আক্রমণ করিলে সাক্ষী ভগ্নপত্নী পুত্রের  
অনুপস্থিতিকালে অমৃতদের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন । দেবতাদের অমুরোধে  
বিক্র গুক্রাচাৰ্য্যের মাতার পিরন্দেশ করেন । তখন ভগ্ন যৌর তপঃপ্রভাবে মৃত  
পত্নীকে সঞ্জীবিত করেন ও বিক্রে পুণিবীতে মাতৃষ হট্টয়া অবতার হট্টবার লাগ  
লেন । গুক্রাচাৰ্য্যের তপস্তাও এই সময় সম্পূর্ণ হট্টলে—

তন্ত কুট্টেন দেবেন শঙ্করেন দেবাঙ্ঘনা ।

মৃতসঞ্জীবনী নাম বিজ্ঞা দস্তা মহাপ্রভা ॥

তাস্ত মাহেশ্বরীং বিজ্ঞাঃ মতেশ্বরমুদোগতাম্ ।

ভার্গবে সংকিতাঃ কৃষ্টা যুগধুঃ সৰ্বদানবাঃ ॥

—মৎসরপুরাণ, ২৪৯।৫-৬ ।

তদ্ব্যং সঞ্জীবনীঃ বিজ্ঞাঃ ভবান্ (ভার্গবঃ) জাততি তবতঃ ।

—বামনপুরাণ, ৬২ অধ্যায় ।

এই বিজ্ঞা শিববার ভক্ত স্মরণরূপে পুত্র কন্যা গুক্রাচাৰ্য্যের শিষ্য  
হীকার করেন ।—মহাত্মারত, ভাগবত ।

দৈত্যদানবগণের গুরু সেই কবি হুঃসহ তুষধ্বংস সহস্র বৎসর সেবন করিয়া মহাদেবের নিকট মৃতসঞ্জীবনী মহাবিद्या প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অতি দুষ্কর বিद्या সুরগুরু বৃহস্পতিও জানেন না। শিব, কাণ্ডিকেশ, পার্শ্বতী এবং গজানন ব্যতীত এ বিद्या আর কেহই জানেন না।—স্কন্দপুরাণ, কালীখণ্ড, ১৬ অধ্যায়, বঙ্গবাসীর অনুবাদ। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১৩, হরিবংশ এবং ব্রহ্মপুরাণ ৯৫ অধ্যায়েও এর বিবরণ আছে।

শুক্রেণাপাসিত মৃত্যুঞ্জয় মম্ব এই—ও তৎসবিতুর্বরেণ্যং ত্র্যম্বকং যজ্ঞামহে স্বর্গন্ধিং  
পুষ্টিবর্দ্ধনং ভর্গো দেবত্র ধীমহি উর্কারকমিব বন্ধনাং ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ  
মৃত্যোমুক্তিরমামৃত্যং। হৌ ও জুং সঃ ইত্যাদি।—তন্ত্রসার।

## মৃত সৈন্যগণের প্রাণদান ( ৩৩৬—৩৩৭ পৃষ্ঠা )

৩৩৬ পৃষ্ঠা

ধানসী—ধানসী বা ধনস্রী ছয় রাগের অত্যন্তন সম্প্রীত-দামোদরের মতে। মধ্যাহ্ন কাণ্ডে  
গেয়। ধানসী আনন্দ-প্রকাশক সুর।

উষণা—উশনা = শুক্রাচাৰ্য্য।

কুশপাণী = কুশপাণি।

উলটে—স° উল্টে।

কাছিয়া—কক্ষে লইয়া। ৫৬৫ পৃষ্ঠায় কাছিয়া উষ্টব্য।

কচালে—স° কচ ধাতু দাঁপনে। মার্জনা করে, রগড়ায়। প্রঃ—

এক হাতে সখি কচালিয়া আঁখি

নয়ানে দেখিয়ে অরি।—চণ্ডীদাস।

কাঁচা—ফা° কুচক > কাঁচা, কচি, কুচো।

আনঞ্জে—স° অজ > আন।

৩৩৭ পৃষ্ঠা

উজ্জগরে—উদ্গারে, উদ্গার করে।

এইখানে চণ্ডীর মহিমা সুপ্রকাশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যার রূপায় বা  
রাজা হয়, যার ইচ্ছায় বীর নিকলীয়া হয়, রাজা বন্দী হয়, যার চক্রান্তে দেবতা  
ব্যাধকুলে ধসিতে হয়, যার রূপায় বন্ধন মোচন হয়, নষ্ট রাজ্য উদ্ধার হয়, এ  
কি মর্য্য পৰ্য্যন্ত বাচে, তাঁকে ভক্তিতে না ছোক ভয়ে ও লোভে লোকে পূজা করি  
অবৃত্ত হইরাছিল।

## গুজরাটে আনন্দোৎসব ( ৩৩৭—৩৩৮ পৃষ্ঠা )

৩৩৭ পৃষ্ঠা

শ্রীগোরা—শ্রী বাণ, ও শ্রী বাণের অন্ততমা রাগিনী গোরা। গোরা রাগিনী সারাজ্জ কালে গের।

৩৩৮ পৃষ্ঠা

খোল—অক্ষাটীন সঁ খোলক।

মল্লিরা—মল্লিরাঙ্কতি বলিয়া নাম। সঁ মল্লীর > মল্লিরা।

গায়ক মঙ্গল গায় গীত—গায়ক মঙ্গলজনক অথবা মঙ্গল নামে পরিচিত বিশেষ ধরণের ও সুরের দেবমাহিমা-প্রকাশক গান গাহিল।

কাকৈ—সঁ কক > প্রাঁ ককথ > কাক, কাক, কাক, কাক।

সহমে—সহর। সহমহুবা সংবেগ-সহমো।—অমর।

## কালকেতুর প্রতি ভাড়াদত্তের কপট বাক্য

( ৩৩৯—৩৪০ পৃষ্ঠা )

৩৩৯ পৃষ্ঠা

কাচকলা—কলা শেষের সঙ্গে সমাদে কাচা এক কাচ হয়।

কচু—সঁ কচু।

বচনেক—বচন + এক ( বাংলার নিজস্ব সর্কি )।

অপজান—অবজ্ঞা।

গো পথ—গোপথ = গোপত = গুপ্ত = গোপ। অথবা আছিল গো পথ-বেশে (= পথিকবেশে )।

কাত = খাত।

৩৪০ পৃষ্ঠা

তপর—সঁ ত্রিগ্রহর > তপহর, তপর।

বহু—সঁ বধু > বহু, বহু।

উমাপদ-চীত চিতা—উমাপদ-চিত-চিত = উমার পরে আঁচিত স্থাপিত চিত্ত বার।

ব্রাহ্মণ মহাধর—ব্রাহ্মণত্বের ব্রাহ্মণ বাক্য বর্ণনা বার।



## ৩৪০—৩৪১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

খোয়ালো—স° কয় শব্দজ।

করজ—আ° কর্জ = ঋণ।

ফারক—আ° ফারিফ = মুক্ত।

কুড়ায়্যা—স° কুল = রাশি > কুড়া ধাতু = খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ করা। আ° কুল = সমস্ত > কুড়া = সমস্ত সংগ্রহ।

নৌচ হর্যা—কবিকঙ্কণের সময় রাজপুত্র অপেক্ষা কায়স্থ সামাজিক মর্যাদার শ্রেষ্ঠ ছিল দেখা যাইতেছে।

থারিজ—(আ°) পরিত্যাগ, ছাড়ান।

কাহে—স° কথং > প্রা° কহং > হি° কাহে = কি কারণে।

কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা।—বিষ্ণুপতি।

মসাতে—আ° মুসাওয়াৎ = Equation, evenness, ঋণ্য হিসাবে।

সদরে—আ° সদর। প্রধান অধিকারীর নিকটে।

উত্তরোল—উৎ + তরল = চঞ্চল ; উচ্চরোল > উত্তরোল। প্রঃ—

কোলাহল হৈল উত্তরোল।—শুভপুরাণ।

উপবনে অলি উত্তরোল।—চণ্ডীদাস।

মনে না মানেন সীতা হয়ে উত্তরোলী।—কৃতিবাস।

মুণ্ডায়্যা—মুণ্ডন করিয়া; নেড়া করিয়া। মাথার চুল মুণ্ডন করে সন্ন্যাসীরা ; মুণ্ডন মানে civil death। সেই রীতি অনুসারে কারো মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া সমাজচ্যুতির চিহ্ন। মহু কায়দণ্ডের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তার অন্ততম মস্তক-মুণ্ডন—

মুদ্রণ মোণ্ডাম্ অচ্ছেৎ তু ক্ষত্রিয়ো নণ্ডম্ এব বা।

গ্রাকরাজ সেলিউকস-নিকটর চন্দ্রগুপ্তের দরবারে মেগাস্থিনিসকে দূত পাঠান ৩০৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে। মেগাস্থিনিস সেই সময়কার ভারতবর্ষের বিবরণ বাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তার মধ্যে আমর্য দেখিতে পাই—“কেহ নিরতিশয় গর্হিত অপরাধ করিলে রাজা তাহার কেশ ছেদন করিতে আদেশ করেন—ইহাই সর্বাঙ্গপক্ষা গুরুতর দণ্ড।”—মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ ১১৭ পৃষ্ঠা শ্রীরজনীকান্ত গুহ দ্বারা অনুবাদিত।

অতকে পুরিরা তুণ্ড—?

হই গালে দেহ কালি চূণ—এক গালে কালী ও অন্ড গালে চূণ দেওয়া অভ্যাস অপমান।

ওজনীতিসারে ( ৪ অধ্যায়, ১ প্রকরণ ) মণ্ডের বিবিধ বিধি আছে—

নির্ভয়নং চাপমানো হননং বন্ধনং তথা ।

ভাড়া নং দ্রব্যাহরণং পুরান-নির্কাসনাঙ্কনে ॥

ব্যক্তকোরম্ অসদ্ব্যবস্থা অজ্ঞেদে। বধনং তথা ।

দুর্ভিক্ষ এতে ছাপাশাশ্রিত দণ্ডিতের প্রভেদকাঃ ॥

অঙ্কন = চুনকালী দেওয়া ।

প্রাচীন কালে বাংলায় এই শাস্তি বিশেষ প্রচলিত ছিল—

পাতে খড়, গলায় বড়, চুনকালী কপালে।—মালিক গাছুলি।

## ভাড়া দত্তের অপমান ( ৩৪০—৩৪৩ পৃষ্ঠা )

### ৩৪০ পৃষ্ঠা

মল্লার—ছয় রাগের অন্ততম। বর্ষাকালে গের। এখানে মল্লার রাগ নির্দেশ করায়

ভাড়া দত্তের অশ্লবর্ণন সূচনা করা হইতেছে।

চৌপদী—সাধারণ পদ্যের ছন্দকে যে চৌপদী নাম কেন দেওয়া হইল বলা কঠিন।

কবিকঙ্কণের ছন্দ সখকে জ্ঞান ভালো ছিল না ; কতকগুলি নাম জানা ছিল, তাহাই

হানে অস্থানে প্রয়োগ করিতেন।

অনল জেন জলে—অনল বেন জলে।

### ৩৪১ পৃষ্ঠা

কি করিতে পারী—তুই কি করিতে পারিল।

### ৩৪২ পৃষ্ঠা

মহাধন্য—ধন্য > হি° ধান্দা, বা° ধক, ধল।

ইনাম—কা° ইনাম = পুরস্কার। ইনাম-বাড়ীতে = পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত বেষ্টিত স্থানে।

বাড়ি—বৃদ্ধি, স্থল।

সন—আ°।

বেড়াবাড়ি—স° বেট > প্রা° বেট্ট > বা° বেড়, হি° ও° বেট, ম° বিড়। বেড়া = বেটী

বাড়ি = আবাস। বেটন করিয়া আবাস।

ভণীর—? ভণের ? ভণীর সন্তাপে—তওকে সন্তাপ দিবার জন্ত ?

বোড়াধার—স° ভূয় (=বক্র, নত) > ভোঁতা, বোড়া। স° মুণ্ডিত > মুড়া। স° ক্রুড় > প্রা° বৃড় > বা° ও° হি° ম° বৃড় = মজ্জন, ডুবা। বৃড় > বোড়া = ডোবা, ভগ্নধার।

ভাড়র ভিজার মাথা দিয়া বোড়ামূত—মহুর ব্যবস্থা—মুজ্জেন মৌণ্যম্ শ্মশ্চেৎ তু।

ভিজার—স° মৃদ, মিন, মস্জ, মজ্জ ধাতু হইতে ভিজ আসিয়া থাকিবে। হি° ভীণা, ভীজা, ম° ভিজকা।

আনাত—?

চড়বড়ি—স° চট ধাতু ছেদনে, বল ধাতু বধে।

ঠাই ঠাই অন্তর মাথায় রাখে চুলি—এই অপমানজনক দণ্ডকে গুজনীতিসার বলিয়াছে—  
ব্যস্তকোরম্ (৪।১)। ইহাকে সংস্কৃতে পঞ্চচূড় বলে। পাণ্ডবদের বনবাসকালে  
জয়দ্রথ দৌপদীকে অপমান করিলে ভীম জয়দ্রথকে পঞ্চচূড় করিয়া ছাড়িয়া  
দিয়াছিলেন—

এবম্ উক্তা সটাস্ তন্ত পঞ্চ চক্রে বৃকোদরঃ।

অর্ধচক্রেণ বাণেন কিঞ্চিদ্ অক্রবতস্ তদা ॥

তখন সম্ভটী দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন—

দাসো হয়ং মুচ্যতাং রাজস্ ত্বয়া পঞ্চসটঃ কৃতঃ।

—মহাভারত, বনপর্ক।

ধর্মমঙ্গলে আছে যে বৃদ্ধ গোড়েখর যুবতী রাজকুমারী কানড়া কে বিবাহ করিবার  
প্রস্তাব লইয়া ভাট পাঠাইলে কুন্ডা রাজকুমারী কানড়া গোড়েখরের ভাটকে পঞ্চচূড়  
করিয়া দণ্ডিত করেন—

লঘু ডেকে নাপিত করার পাঁচচুলা।

সহর-বাহির করে শিরে ঘোল ঢেলা ॥

পাঁচচুলা করিয়া মাথায় ঢালে ঘোল।

বাজার-বাহির করে বাজাইয়া ঢোল ॥—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল।

কানড়া বলেন ভাল থাক ভট্ট বেটা ॥

আঁখিঠার দিতে দাসী দিলে বাড়কাতা।

ভিজারে ঘুড়ীর মুতে মুড়াইল মাথা ॥

পাঁচচুলে করে দিল ঝুপচ গোটা দশ।

মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টপটপ ॥

গলার ওড়ের মালা মুখে চুনকালি।—ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, ১৬ সর্গ।

ওড়মাণ—বধা পণ্ডর গলার জবাবলৈর মালা দেওয়া রীতি হইতে।

টিটকারী—সং বিজ্ঞার টিটকার। অথবা যুগে টিটটিট শব্দ করিয়া নিম্না প্রকাশ  
প্রঃ—

দেখিয়া হাসিয়ে বত ব্রাহ্মণমণ্ডলী।

টিটকারি দিয়া নাচে দেই করতালি ॥—কাশীরাম দাস।

ছি ছি বলি কুন্তকর্ণ দিল টিটকারি।—কুন্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

শিরে ঢালে ঘোল—মাথার ঘোল ঢালিয়া দণ্ড দেওয়ার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়  
কেলীশীল ভ্রাতৃকে (Fansboll, Vol. II. English Translation, pp.  
98-99)।

কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত যৌবনে বুদ্ধ নরনারী বা পশুপক্ষী কিছুই দেখিতে পারিতেন  
না; বুদ্ধাদের পরিহাস করিয়া বিরক্ত করিতেন। ইচ্ছাতে ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া  
বুদ্ধবশে নগরদ্রুমে আসেন; রাজার আদেশে এত বুদ্ধকে পূর্ববিক্রিত করিবার  
চেতায় সকল রাজকর্মচারী পবাত্ত চটলে যুগং রাজা আসেন; তখন ইন্দ্র রাজার  
মাথার চুই টাড়ি ঘোল ঢালিয়া দিয়া রাজাকে অপমানিত ও লোক-সমক্ষে অপমান  
করেন।

বাংলা-সমাজে এত দণ্ড বিশেষ প্রচলিত ছিল—উচার পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যে  
পাওয়া যায়।

যদি পুন হেন ঘোল

মাথার ঢালিব ঘোল।—পদকল্পতরু।

পিছে ভাঙুর বাজার কেহ ঢোল—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলে ঢোল বাজাইয়া  
পূর্ববিক্রিয়ার করার উল্লেখ আছে দেখিয়াছি। উদ্দেশ্য—ঢোল বাজাইয়া  
লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অপমানিতের অপমান সাধারণের গোচর  
করা।

ভাঙুর লাঘবে—ভাড়ুর অপমানে। এই অপমান শাস্ত্রসম্মত—

রাক্ষো রাষ্ট্রস্ত বিকৃতিং তথা মরিগগন্ত চ।

উক্তান্তি শত্রুসম্বন্ধাদ্ যে তান্ হস্তাচ্ছিত্বান্ নৃপঃ ॥

—শুক্লনীতিসার ৪।১।

হরি হরি বল ইত্যাদি—কবিকল্পণের বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক।

## কালকেতুর শাপাত্ত ( ৩৪৩—৩৪৪ পৃষ্ঠা )

৩৪৩ পৃষ্ঠা

বৃহন্নল—পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস-কালে অর্জুন ক্রীৰবেশে বিরাটরাজার আশ্রয়ে উপস্থিত  
হইয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন—

গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি

ভদ্রোহি স্মি গীতে কুশলোহস্মি নৃত্যে ।.....

বৃহন্নলাং মাং নরদেব বিদ্ধি.....

কলান্ন নৃত্যসু তথৈব বাদিতে ॥

—মহাভারত বিরাটপর্ব ১১ অধ্যায় ।

তৎপরে গোপুটে বৃদ্ধক্ষেত্রে উত্তরকে বৃহন্নলা আপনার শৌর্য্যবীৰ্য্য-মহিমার পরিচয়  
দিয়াছিলেন ।—২৫ অধ্যায় ।

বৈকাল—সং বিকাল, বৈকাল ।

কৃষ্ণের করয়ে পূজা—চণ্ডী বেচারি নিজের পূজা প্রচারের জন্য এত কাণ্ড করিবার পরও  
বৈষ্ণব কবির কাব্যানয়ক কালকেতু চণ্ডীকে পূজা না করিয়া কৃষ্ণকে পূজা  
করিতেছে; এ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য যে চণ্ডীপূজা-প্রচার তাহা যে কৃষ্ণপূজায়  
পণ্ড হইয়া যাইতেছে সেদিকে কবির লক্ষ্যই নাই ।

## নীলাম্বরের জন্ম ইন্দ্রের শোক ( ৩৪৪--৩৪৫ পৃষ্ঠা )

৩৪৪ পৃষ্ঠা

পুলোমজা—ইন্দ্র পুলমন দানবকে বধ করিয়া তার কন্যাকে বিবাহ করেন ।

প্রজা—প্রজা স্রাং সন্ততো জনে । সন্তান ।

বাতি—সং বস্তু ।

৩৪৫ পৃষ্ঠা

শূলপাণি—মহাদেব শূলপাণি হইবার উপাখ্যান শিব-ঠাকুরের ইতিহাসে দ্রষ্টব্য ।

## কালকেতুর প্রতি স্বীকৃতি ( ৩৪৫—৩৪৬ পৃষ্ঠা )

৩৪৫ পৃষ্ঠা

শমাকুল—সম্ ( সমাক্ ) + আকুল = অতিকাতর ।

৩৪৬ পৃষ্ঠা

কুররী—মেঘী বা উৎকোশ-পক্ষিণ। উৎকোশ = যে পাখী উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে।

মোহে—মমতায়।

বিভাবরী—বিভাকে আবৃত করে বলিয়া রাত্রির নাম।

জাতিধর—জাতিধর—পূৰ্ণজন্ম-বৃত্তান্ত যে স্মরণ করিতে পারে।

## পুষ্পকেতুকে রাজ্য সমৰ্পণ ( ৩৪৬—৩৪৭ পৃষ্ঠা )

৩৪৭ পৃষ্ঠা

সিংহজানে—সিংহজানে : সিংহ হটয়াছে যান ( বাহন ) যাচার তাঁচাকে = তুর্গাকে।

## নীলাধরের স্বর্গারোহণ ( ৩৪৮—৩৪৯ পৃষ্ঠা ) .

৩৪৮ পৃষ্ঠা

চাপী—স / চপ্ = চূণীকরণ, পেষণ > আরোহণ।

ত্ৰিদশগণের নাথ—ত্ৰিদশগণের নাথ, ঈশ্বর। ১৭৫ পৃষ্ঠায় ত্ৰিদশ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কেবা দেবতার রাজা—স্বর্গে নিত্য দৈত্য-উপদেব, কখন কে স্বর্গাধিকারী হয় তার ঠিক নাই; এইজন্য নীলাধরের এত প্রশ্ন। কবিকঙ্কণের সময়কাল দেশের অবস্থার জাতি স্বর্গের অপর।

কোন দেব কুমার যোগান—কল ভোগাইবার কাজ ছিল নীলাধরের; সেই কাজ করিতে গিয়াই তাঁকে শাপনষ্ট ব্যাধ হইতে হটয়াছিল। সেই কাজ তিনি জানিতে চান এত বিপদসঙ্কুল কল্প এখন কে করিবেছে।

প্রবব—১০০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪৯ পৃষ্ঠা

নাটুয়া ফিরায় যেন বেশ—নাটুয়া যেন বেশ পরিবর্তন করিল।

চড়ে—স' চর ( চল ) ধাতু > বা' চড় ধাতু = আরোহণ।

আস্তা—আসিয়া।

দণ্ডধর—যম।

জলাধিপ—বরুণ।

নিছিয়া পেলিয়া পাণ—৩০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মপুত্র বীণাপাণি—নারদ।

অন্ধিরা—প্রাচীন ঋষি হইলেও ইনি বর্তমান ভারত-সীমার বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন।

### ৩৫০ পৃষ্ঠা

উল্লসিত—সঁ উল্লসিত।

উর্খা—সঁ উত্তরণ > উরথন = বরণ। উরথিয়া > উর্খা = বরণ করিয়া। প্রঃ—

বর উরথিতে ধনী চলিলা আপনি।—চৈতন্তমঙ্গল।

নিকেতনে পুত্রবধু উখানিল রঙ্গে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাণিক গাঙ্গুলির প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় উখান হইতেও উরথন আসিয়া থাকিতে পারে।

কামনা করিয়া—সঙ্কল্প করিয়া পূজা অর্চনা পাঠ করিতে হয়—

সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।

ফলং চাম্বারকং তস্ত ধর্ম্মস্তাৎকিঞ্চয়ং ভবেৎ ॥—ভবিষ্যপুরাণ।

আশান্ত চ শুভং কার্য্যম্ উদ্ভিশ্চ চ মনোগতম্ ॥—ব্রহ্মপুরাণ।

সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।

ব্রতা নিয়ম-ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বৈ সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥—একাদশীতত্ত্ব।

মননীত—সঁ মনোনীত = মন দ্বারা নীত (প্রাপ্ত) = বাঞ্ছিত, প্রার্থিত, মনোমত। এখানে

বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—প্রার্থনা, বাঞ্ছা।

দ্বীলোকের পূজা—এই কথার মধ্যে চণ্ডীপূজার ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। পত্ন ও ব্যাধ হইতে পূজা এইবার দ্বীসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতেছে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর প্রথম ঋণ্ড আক্ষটি উপাখ্যানের টীকা সমাপ্ত।

## নিদর্শনী

অ

অকথা কখন—১০৩

অক্ষতি—৩২২

অধু—৪৩৭

অধু প্রীতল—২৬৩

অগন্তে—৪৫৭

অগন্ত্য—৩৭৫

অগার—৫২১

অগ্নি—

অগ্নি দেবতাদের হবি বহন করেন—৪০৭

বৈদিক মন্ত্রে অগ্নির নিকট অমুরগণকে বধ

করা হইত—৫০৮

অগ্নির সাত শিখা বা জিহবা—৩২০

অগ্রদানী—৫২২

অগ্রদানী রাজকর দেয় না—৫২৩

অঘাস্তর—৩৭০

অঙ্গভূ—১৮

অঙ্গদ—৩৮৭

অঙ্গদ (অলঙ্কার)—৩৪৬

অঙ্গুরী—২৫৩, ৩৭৫, ৬০৫

অতসৌ—২৬১

অত্যাচাতি—৩২৩

অত্রি—৩৭৫

অত্রিমুনিহৃত—৩৫২

অস্ততনী—২৩৫

অধিপাণ—১৩৮

অধিষ্ঠাতা—৫১৩

অনবের—৫৭২

অনম—৪১৭

অনাধিনী—১৭০

অনিবার বিভাবরী—৩২৭

অনুত্তর—৫৮২

অনুদিন—৩০৭

অনুপতি—৩২৭

অনুবন্ধ—১৫৮

অনুবল—২২৩

অনুবলে—৫৬১

অনুমূতা—১৭১

অনোত্তর—১৪২

অনুবন্ধ—৩০৩

অনুত্তর—২০২

অপর্ণা—৪২৬

অপার্মার্গ—২৬২

অনতার—৩১৬

অনতঃস—৩৩

অবদান্ত—১২০, ২৬২

অবশ্ত অবিসাঁপ—২৭০

অবিসাঁপ—২৭০

অব্যাহতি—৫৬৩

অভয়া—৫২০, ৫২০

অভিধান—১২৩, ৪১২

অধিকার—৫৫২

অধিকা—৪২৫



অযাভা ও অযাত্ৰিক দ্রব্যাদি—২৬৮, ২৬৯, ৩৩৪	আকন্দ—২৬৪
অরবিন্দবন্ধু—১২৯	আকলা—৪৫৯
অরিস্টেনেস—৩৭৭	আকস্মাত—২৩৪
অরুণবন্ধু—৬২	আকাড়ি—২৯২
অরুন্ধতী দেখিলা ( বিবাহের সময় )—১৯০, ৩০৩	আঁকুড়ি—২৬৮
অৰ্ঘ্য—১৩৭, ১৪৫	আক্ষতি—৩৪২
অৰ্জুন (বৃক্ষ)—৩৬৯, ৪৫৩	আখড়া—৫১৭
অৰ্দ্ধতম্—৫৮৮	আখি—৩৩৭, ৪৪৬
অৰ্দ্ধনারীশ্বর—৫২, ১৬৭	আখিঠার—১৯২
অষ্টদিন—২৬৮	আখুলা—৪৫৫
অষ্টনায়িকা—৪১৬	আগ—১১২, ২১৭
অষ্টবাসর—১২১	আগমিচি—৪৬১
অষ্টমন্ত্রণা—১২১	আগল—৩৩৬
অষ্টমাতৃকা—৪১৪	আগলায়—৩১৫
অষ্টমোতে চতুপুজা—২৩৬	আগাই—৪৬৩
অষ্টসিদ্ধি (সিদ্ধি দ্রষ্টব্য)	আগু—৪৯৪, ৫৫৭
অষ্টান্ন দণ্ডবৎ নতি—২৬৭	আগুয়ান—২০৬, ৪৪৫
অষ্টাদশ ভাষা—১০০	আগুয়ারী—৫১৩
অষ্টা-কড়াইয়া—২৮৮	আগুরী—৫৩১
অসিত—৩৭৬	আগুলালী—৫৬৫
অন্তগিরি—১৩৪	আঙ—৫৩৮
অহঙ্কার—১৫৬	আঙ্গরাধি—৫১৯
আ	আঙ্গলা—২৬২, ৪৫৫
আইরাত—১৪৬, ৫৭৬	আঙ্গিনা—৪৪৩
আইয়াস—৪০৪	আচড়—৩১৭
আইলা—৩৩০, ৫২৩	আচড়ায়—৪৪৬
আওয়াস—৪৬৮, ৫৫১	আচমন—১৬৭
আওসার—৫৬৩	আচষিত—১১৬, ১৩২, ১৯৬
আকড়—৪৪৮	আচল—৩৪০
	আচার—২৭০
	আহু—৪৬৫

আছরে—১২৮  
 আছাড়—২৫৬, ৩১৬, ৩৪০  
 আছুক—২০  
 আছে—৩৩৭  
 আজি—৩১৮  
 আজিকার—২১৩  
 আজু—১৭৭  
 আজীরালী—৩২৩  
 আটশর—৪৪৮  
 আটা ফান্স—৩০৫  
 আটে—৩২২  
 আঠার—৫৭২  
 আঠিল—৪৫৭  
 আড়ড়া হান—৩০৮  
 আড়তি—১৬৮, ২৫২  
 আড়া (পুকেরের)—১১৮, ২৩০  
 (ধানের মাপ) —১১০  
 আড়াই—১১৭  
 আড়াল—৪৫২  
 আড়াল—৪৬০  
 আড়ি—৪৩৪  
 আড়ে—৪৪১, ৫৫৩  
 আঢ়ি—৩৪১  
 আতড়ি—৫২২  
 আতজী—৪৫১  
 আতমোড়া—৪৬১  
 আতা—৪৫৬  
 আত্মবাতি—২১৫  
 আথল—৪৮৫  
 আদা—২১০, ৪৪২  
 আদাড়ে—৪৫৬

আদি—৫২৪  
 আদিদেব—১২৬  
 আভাদেবীমুতা—৪২৩  
 আন (অঙ)—১২৪, ১৫২, ১৮৬, ২৫২, ২৮৮,  
 ৪৩৫, ৫৭৩  
 আনা—১১৭  
 আনিলা—২৮৪  
 আনন্দে তরল—১৭৭  
 আপনার—১১৮  
 আপনে হানহ দারু—২৭২  
 আপাঙ্গ—৪৪৮  
 আবলুণ—৪৬১  
 আম—২৪২  
 আমড়া—২৮০, ৪৫২  
 আমড়াঞা—২১৩  
 আমতা—১১৩  
 আমলহাঁড়ার দস্ত—৪২০  
 আমসী—২৮০  
 আমানী—৩১১  
 আমোদর নদ—১১৮, ৪৮০  
 আম্রডাল—২৭৫  
 আবাতাত—৪২২  
 আরা—১৮১  
 আর—২৫৫, ২৮১, ৩০৬  
 আরড়া—১২০  
 আরড়ার ব্রাহ্মণরাজা—১১০  
 আরড়া নগরে—৫৪৬  
 আরতি—১৬৮, ১৭০  
 আদাস—৩১৪, ৫৪০  
 আলক—২২৩  
 আলক—৪৫২

আলনা—৪৫৭  
 আলাইয়া—২৮১  
 আলাইলা—২৭৪  
 আলৌপনা—২২৯  
 আলু—৩১২, ৫৪৩  
 আলু (আসিলাম)—৪০৫  
 আল্যা—১২১  
 আল্যাড—৩৪১  
 আশংগায়া—২২৬, ৩৪৪  
 আশ্বিনে অধিকাপূজা—৪০০  
 আসন (গাছ)—৪৫৪  
 আসন—১০৩, ১৪৫, ১৬৮  
 আসর—১০৩  
 আসা (দিক্)—৪৪৫  
 আসার (দিক্)—৫২৫  
 আসি—৩৩৩  
 আসিব—৪০৬  
 আশ্র—২১৫  
 আশ্রই—৪৮৭  
 আশ্রা—৬০৩  
 আশ্বাশন—৫২০  
 আহড়ে—৩২১  
 আহনে বিহনে—৩২১, ৩৩৭

## ই

ইকড়ি—৪৪৭  
 ইকনৌ—৩৪৫  
 ইচলি—২৮০  
 ইজার—৫০১  
 ইট—৪৭০  
 ইড়াই—৩৮৮

ইড়িক—৫৬২  
 ইতিহাস—৫৭৮  
 ইথে—৩১৪  
 ইনাম—৪৮৬, ৫২৫  
 ইন্দীবর—২৬০

নৌল ইন্দীবর—২২১

ইন্দ্র (যজ্ঞভঙ্গ)—৪৭৬  
 ইন্দ্রফুল—২৬৪  
 ইন্দ্রবালা—২৭০  
 ইন্দ্রাণী—৪১২  
 ইবে—৪৭৫  
 ইলাবৃত দেশ—৩৮৯

## ঐ

ঐষরমূল—১৮৪, ৪৬৩

## উ

উইচারী—৩২২  
 উকড়া—৪৪৮  
 উগ্রচণ্ডা—৪২৩  
 উচ্ছর্গী—২৩৫  
 উগ্রড়—৪৫৯  
 উজাড়—৩১১  
 উজান—২০৪  
 উজানী নগর—২২৩  
 উঠ—২৪৪  
 উঠান—৪৮৫  
 উঠি—১২২  
 উঠিয়া—৩৩৬  
 উঠিলা—৩১৬  
 উড়—২৬১

## নিদর্শনী

উড়িতে—৪০২	উরক—৫২১
উড়ে—৩৩৯	উরুমান—১৫৭, ৫৬২
উডঘর—৪৫১	উর্ঝীয়া—৬০৪
উড়ুঘর—২৮০	উলটকথল—৪৫৯
উংকুতা—৪৬২	উলটপালট—৫৬১
উতারিয়া—৩৪৪	উলটিয়া—২৮৯
উত্তরোল—৫৫৫	উললাত—৬০৪
উথাল—২০০	উলিয়া—৫১৬
উদরগিরি—১৩৪	উল ( হলু স্ট্রবা )—৩৩৮, ৪৫৬
উদগ্র—৩৪০	উশারিয়া—৫৮১
উদ্ধার—২১৩	উদাস—১৭২
উদার—২১৬, ৩০৭	
উদ্বাও ভৈরব-বেষ—৫৬১	উ
উপবিত—৩৯৫	উৎসৃষ্ট—৫৮১
উপড়ায়—৫২৫	ঊ
উপাড়িয়া—৪৫৫	ঊষ—৩৫২
উপাড়ে—২৫৫, ৩২৫	ঊষ্মুখ—৫৬৯
উভ—১৫২, ৫৭১	ঐ
উভরায়—৩১৭, ৪৮৪	ঐকভীতে—৫৬৮
উভারে—৫৬৮	ঐকাকিনী—৩৮৯
উমর গাজি—৫৫৯	ঐনে—৪৩৩
উমা—৪১, ৪২, ৬৯, ৭০, ৭২	ঐকেশ্বরী—৩৯০
উমা দুর্গার কলামূর্তি—৯৩	ঐড়িলা—১৬৯
উমার জন্মতিথি—১৬১	ঐড়ে—৩১৫
উমা প্রথমে কালী, পরে গৌরী—১৬৩	ঐথাই নবক স্বর্গ—৩৪০
উমা রাত্রি দ্বারা অচ্ছন্ন হইয়া কালী—১৬৩	ঐমত—৩৯৭
উমার তপস্তা—১৭৪	ঐর—৪৫৪
উমাকে শিবের ছলনা—১৭৪	
উমার বিবাহ—১৮৯	ঔ
উমানিয়া—৪৩৪, ৪৩০	ঔ—৪১৮
উর—১০২, ১১৫, ২১৬	ঔকা—৩৮৮, ৫৫৫

ওড়মাণ—৬০১

ওদন—১১৮

ওদন-প্রাশন—১৬২

ওল—৩১২

ঔ

ঔষধ—২৭৬

ক

কই (কহি)—১৭৪

কই—২৮৪, ৩৪৪

কইফিত—৫৪৪

ককা—৫৫৪

ককা (পাখী)—৩৮৬

ককুরা—৫৫০

ককুমুখি—৫৮৪

কটক—১২৭

কটটি—৪৫৮

কটাপ—২৪২

কটু তৈল—২০২

কড়ই—২০৮

কড়মড়ি—৩২০

কড়া—২২১

কড়ি—২৭৬, ৩০৭, ৩৩১

কড়িয়াল—৫১১

কণা-কথা—৪২২

কঠোতে কুঠার—৫৪২

কতি—১৮৬, ৫৪১

কথ—১০৫, ৩০৮

কথো—১৩৫

কহুলা—২৩০

কমক—২৬১

কনক কলস—৪৬৯

কন্দরে—৪১৭

কন্দল—২০৭, ২১৬

কন্দল (ফুল)—২৬০

কন্দুক—১৪৪

কন্ধ—৪৬২

কন্ধে—১২২

কঙ্কার দর্শনী—২২৮

কপাল—২০৪

কপালিনী—৪২১, ৫৮৩

কপিন—৩৬

কপিল—৩৫২, ৩৭৪

কপোত—৩৮৬

কপোলকুমুদা—৫৮৩

কব—২০২

কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব—২০, ২১, ৩৭, ৬৪, ১০৫,  
১০৭, ১৫৪, ১৬১, ২৩২, ২৭৩, ২৭৭, ৩০২,  
৩২৫

কবিকঙ্কণের পিতৃপরিচয়—৩৬, ৬৪, ১০২

কবিকঙ্কণের বংশপরিচয়—১০৩, ১১৮

কবিকঙ্কণের রচিত শিবের গান—১১৪

কবিকঙ্কণের আত্মপরিচয়—১৪২

কবিকঙ্কণ বলরাম—১১৪

কজু—১০৫, ১২২

কম—১১৭

কমঠ—২২৫

কমলবাসে—৫৪৮

কমলা—৪৬৪

কমলেশ্বরে—৪৮২

কমল বেণ—৪২২

কমলাড়ি—১১৫

কর—৪৬৩	কর্ণনাথ (নবী)—৪৮২
করকজ—৪৬৩	কলকোড—৪১৭
করক—৩৬	কলকুর—৫০৬, ৫১৮
করজ—৪২৩	কলর—২২৫, ৫৪৪
করজ—২৬৪	কলশিত—২৩৪
করজা—২১০	কলস—৩২২
করজী—৪৫৪	কলা—২৬০, ৩৪৫
করজি—৫১২	কলি—১২৬, ২১৬, ২২২
করক—২৬৮	কলিকার—৫৮৪
করমা—৪৫৪	কলিক—২১৭
করনী—২৬১	কলিক (পাখী)—৩৮৬
করক—৩১০, ৪৩২, ৫১২	কলিক বোধধর্মের শেষ আশ্রয়—২২৬
করমদ—২১০	কলিকরাজ—৪০৫
করাদুরী—৫০৪	কলিমা—৫০৩
করাদি—৪৫৮	কলু—৫০৪
করাত—৪৬৮	কলি—৩৬৮
করাই—১০৭	কলার—২৬০
করির—২৬১	কল্যা—৪৪২
করীকর সমান বর্ষণ—৪৭৮	কল্যাণকড়া—২৬৩
করণা (নেবু)—২৩০, ৪৬৪	কলপ—৩৭৫
কর্ণ দাতা—৫৫২	কলশারী—৫০১
কর্ণপুর—১৭৮	কলসনদী—২২৭, ৩৪১, ৪৮০
কর্ণবেধ—৩৪৩	কসাই—৫০৭
কর্ণাই—৫১১	কসে—৫৩২
কর্ণীকার—২৬৪	কক—১২১, ১২৭
কর্কম—৩৭৪	কহিব—২৫৫
কর্ণির—৩২৫	কাইথি—১১২
কর্ণর—৫২২	কাওয়া (করবা)—৫০৬
কর্ণর—৫২২	কাউড়ি—১৫২
কর্ণটী—২৬৪	কাথ—১৭৩, ৩০৭
কর্ণকাণ্ড—০০০	কাথড়া—৪৫৭

কাঁধড়ি—৫৬৬  
 কাঁখে—৪৮৩  
 কাগজ—৫০৫  
 কাগুরাল—৫৩৪  
 কাচড়া—৩১২, ৩৪৪  
 কাচলৌ—৩৪৭, ৪৩৮  
 কাচা—৪২৪  
 কাছিয়া—৫৬৫  
 কাছি—৫৭৪  
 কাছে—৩৩১, ৫৫২  
 কাজ—১২৮, ৫৪৫  
 কাজ্যে—৩৪১  
 কাজর—৩৪৬  
 কাজি—৪২৬  
 কাঞ্চন (ফুল)—২৬১, ৪৬২  
 কাঞ্চড়ি—১১৫  
 কাজি—২৭৭  
 কাজী—৫০৮  
 কাঁটা—২০২  
 কাঁটাদিয়া বন্দিঘাটা—১১৫  
 কাটিকারী—৪৫৩  
 কাটে—২২২  
 কাটু—৪৪২  
 কাঠ—২১০, ২৮৩  
 কাঠ-দা—৪৪৫  
 কাঠরিয়া—৫৬৪  
 কাঠ-সিম—৪৫৭  
 কাঠা—১১৬  
 কাঠাল—২০২  
 কাঠি (ছোট কাঠ)—৪৩২  
 কাঠী—২২১, ৫১৫

কাঁড়—৫৫৭  
 কাড়া—৩০১, ৫২৭  
 কাড়িয়া—১৫১  
 কাণ্ড—৩২৫  
 কাণ্ডারপটু—১৮৯  
 কাণা (দামোদরের শাখা)—৪৮২  
 কাণাকানি—২৭৭  
 কাত—৫২১  
 কাতা—৫৩১  
 কাত্যায়নী—৭০, ৮৭, ৫৮২  
 কাত্যায়নী পূজা—২৩৯  
 কতি—৫৫১  
 কাথা—৫১৫  
 কানাকানি—১৮৪  
 কান্তা—৫৮৩  
 কান্দে—২১৫  
 কান্দে (স্বক্কে)—২৮৩  
 কান্দে—৫৩০  
 কাপড়—৩০৯  
 কাপড়ি সন্ন্যাসী— ৩০৯  
 কাপাষ—২০২  
 কাপাস—৫২৬  
 কাফল—৪৫৪  
 কাবাড়ি—৫০৫  
 কাম—৪৭২  
 কামনা—৬০৪  
 কামরজ—৪৬৩  
 কামরূপ কামাখ্যা—১৫৪  
 কামরূপিনী—৪২৪  
 কামস্বরী—২৭২  
 কামাখ্যা—৪২৫

কারান—৪৩৯, ৫৫৩	কার্তিকের শব্দ—১২৪
কারার—৫২৮	অবিবাহিত থাকার কারণ—১২৪, ১২৫
কারিনা—৩৬৮	তারকানুরকে বধ করেন—১২৩, ১২৫
কাংরাণে—৫৫৮	ক্রোকপকৃত ভেদ করেন—১২৫
কারত—৪২০	জন্মস্থান—১২৫
কারত্ব—৪৩৫—৪৩৭, ৫২৩	জন্ম প্রভৃতির তিথি—১২৫
কারত্ব সকলেই লেখা পড়া জানিত—৫২৫	বাহন ময়ুর নরং পিঙ্গ—১২৫
কারের—৪৫৮	কুমার-শক্তি চামুণ্ডা—১২৫
কারখানা—৫৩০	কারফরমা—২৪৪
কারত—৪৫৮	কালকেতু—৮৪, ৮৬
কার্তিক ও মাঘ মাসে আমিষ ত্যাগের ব্যবস্থা—৩২২	কাল ঘাম—৫৮৪
কার্তিকী—৪২৪	কালমেঘ—৪৬০
কার্তিকের—১২৩—১২৫	কালরাত্রী—৫৮৪
বিষকারক বিনায়ক গণপতি—১২, ১২৪	কালসী—৫৩৭
কুমার—১২, ৪০—৪১, ১২৪	কালী—১৮৬, ৫০২
কার্তিকের মূর্তিপূজা—২৩, ১২৩, ১২৪	কালী (নাগকুল)—২৬০
অগ্নিপুত্র—৪৪, ১২৫	কালি—৩৪৪
শিবপুত্র—৪৪, ৪৭, ১২৪	কালিকা—৪২৪
দুর্গার পুত্র—৭০	কালী—৪১, ৫১, ৫৩, ৫৩, ৬২, ৭০, ৭১, ৭২, ৮১, ৮২, ১৬২, ১৬৩, ৩২৩, ৪১৩, ৪২১, ৫৮৩
অম্বরহস্তা—৭৩	উমা রাজি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কালী—১৬৩
গুহ—৮৭	যোগবান্ধিত রামায়ণে কালীর রূপ বর্ণনা—৪১২—৪১৩
জন্মবৃত্তান্ত—১২১, ১২৩	কালীর ভয়া, সিদ্ধা, অপরাধিতা, উমা, দুর্গা, গায়ত্রী প্রভৃতি নামের কারণ—৪১৩
নামের কারণ—১২৩	কালীর বর্ণ রূপ—৪১৪
বাহন—১২৩, ১২৫	কালী (রং)—১২২
স্ত্রী—১২৩, ১২৪	কালীর নাগ—৩৭০
অনার্য্য দেবতা—১২৪	কালে—৫৫৮
চোরের দেবতা—১২৪	কাগ্যাকড়া—৪৫৬
বনের প্রাচীনতম দেবতা—১২৪	কাশী—৩৩৮
দাক্ষিণাত্যে প্রভাব—১২৪	
গণেশের জ্যেষ্ঠ—১২৪	



কাঠভার (অব্যাজিক)—২৬০  
 কাসনা—৪৫২  
 কাসনী—২১২  
 কাসী—৪৬৩  
 কাসীমালা (গাছ)—৪৫২  
 কাহন—২২৭, ৫৫৭  
 কাহিনী—৪০১  
 কি—২৫৫  
 কিচক—৩২১  
 কিচু—২৭৯, ৩৪৪  
 কিনি—২০১  
 কিনিতে—২৯৬  
 কিনীঞা—৫২৭  
 কিবা—৩২৯, ৩৯৮  
 কিরাত—৫৩৫  
 কিরাতী—৪২৫  
 কিরীটকোণা—১১৩  
 কিল—৫৪০  
 কিসের—৩২৭, ৪৮৭  
 কুড়ি—৪৫৮  
 কুহুহাড়া—৪৫৩  
 কুখড়ী—৫০৪  
 কুচ—২২২  
 কুচাইলতা—৪৫৬  
 কুচিলা—৪৫৭  
 কুজা—১৮৭  
 কুজর-ছালে—৩০১  
 কুটালি—১১৭  
 কুটা—১৫৬  
 কুটা নিল পাতে—১৫৬  
 কুটাটি—৪৫৮

কুটরা—২৮৩  
 কুঠাই—৪৮০  
 কুঠার—৫৭৬  
 কুড়চি—২৬২  
 কুড়ড়ি—৪৬০  
 কুড়া (বিঘা)—১১৬  
 কুড়া (কাণ্ড বা রাশি)—৪৩৭  
 কুড়া—৩৯৯  
 কুড়ি—৫২৭  
 কুড়ি—২১১, ২৬০, ৩৪১  
 কুড়ি (খনন)—১৭১  
 কুড়িয়া—৩৯৮  
 কুড়া—৩৮৯  
 কুণ্ড—৫৭৭  
 কুণ্ডমাণ—৫১০  
 কুণ্ডলে—৫৮৬  
 কুন্দুর—৫০৭  
 কুন্ত—৩৪৬  
 কুন্তক—৩৮৮  
 কুন্তী ( নদী )—৪৮১  
 কুন—২৯১  
 কুবলয় গজ—৩৭৩  
 কুবেরের ঘর—১২২  
 কুমকুম—৩৪৩  
 কুমড়া—২০৮  
 কুমার (কুম্ভকার)—৪৪৬, ৪৭০, ৫৪১  
 কুমারহট্ট—১১২  
 কুমারী—৪২০  
 কুমুর (বানর)—৩৮৭  
 কুম্বিক—২৩১  
 কুম্ভক—২৬০

কুররী—৬০৩  
 কুর—৪০৩  
 কুরবক—২৬০  
 কুলজন—২২৪  
 কুলধর্ম—৩০০  
 কুলগঞ্জি—২১৪  
 কুলভি—২১১  
 কুলখাল—২১১  
 কুলস্থান—২২২  
 কুলা—২২১  
 কুলাচল—১২২, ২৬৭  
 কুলিতা—৪২১  
 কুলিতাকঠি—৩১৩  
 কুলিতার ধর্ম—২২১  
 কুলিয়াল—২১১  
 কুলিলাল—২০২  
 কুলী—৪২৭  
 কুলীনের লক্ষণ—১৬৪  
 কুল—২০, ১৩২  
 কুল হস্তে করিয়া শাপ দেওয়া—১৪০  
 কুল হস্তে করিয়া দক্ষিণা দেওয়া—২১৪  
 কুলানুরো হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা—৩০৩  
 কুল্ল (কুলের গাছ)—৪২৬  
 কুল্লখলী—২২২  
 কুল্লম গাঞ্জি—২১০  
 কুল্লম বোগান—৬০৩  
 কুল্লমবতী—২৭২  
 কুল্ল অবতার—৩২৪-৩২২  
 কুল্ল বশোদনন্দন—৩২২-৩৬৭  
 কুল্ল ইল্লমখ-ভল্লকারী—৩৭১  
 কুল্লের ঐতিহাসিক তত্ত্ব—৩২২-৩৬৭

কুল্লের শকট ভল্ল—৩৬৮  
 " পুতনা বধ—৩৬৮  
 " তৃণাবর্ত বধ—৩৬২  
 কুল্লের বদন-মথো বিশ্বরূপ প্রদর্শন—৩৬২  
 " বদন অর্জুন বৃক ভল্ল—৩৬২  
 কুল্লের বকাসুর বধ—৩৬২  
 " বৎসক অসুর বধ—৩৭০  
 " অশাসুর বধ—৩৭০  
 " ব্রহ্মাকে দেখিয়া দয়া—৩৭০  
 কুল্লের কালীর মন ( কালীমাথে দিয়া পদ)—  
 ৩৭০  
 কুল্লের দাবানল পান—৩৭০  
 কুল্ল সবার মনোহারী—৩৭৩  
 কুল্লের কুল্লর গত বধ—৩৭৩  
 " চাপুর বিনাশ—৩৭৩  
 কুল্লের মল্ল কংস বধ—৩৭৩  
 কুল্ল তুলসীর শাপে শালগ্রাম-লিঙ্গের পরিণত  
 হন—৪০৩  
 কুল্লের পূজা করে—৬০২  
 কুল্ল-অংশা—৪৭৩  
 কেটরা পাতি—৪৪০  
 কেউ—৪২৮  
 কেউপুর—১১৩  
 কেউবা—৪২৮  
 কেউতারী—৩২০  
 কেউমো—১২৮  
 কেন—১৮৭  
 কেনে—৩২২  
 কেনী—১৭৪  
 কেনে—৩২৭  
 কেয়লা—২০৬

কেরা—২৬২, ৪৬২  
 কেরালী—৫৩৭  
 কেম্বর (অলঙ্কার)—৩৪৬  
 কেল্যাগণ—৩৮৮  
 কেশ-কুশাসুরী—৫২২  
 কেশব ভারতী—৩৪  
 কেশর (ফুল)—২৬১, ৩৪৬, ৪৬৪  
 কেশর—৫০২  
 কেশাইর—৫৪৪  
 কেশের সঙ্গে নীল বস্ত্র তুলনা—৩২২  
 কেম্বর—৫৩৭  
 কেহ—৩৩৮, ৬০১  
 কৈবল্যাধার—১৫৬  
 কৈরব—২৬০  
 কৈল—১৩৫, ৫৮৮  
 কৈলা—৩৩০  
 কৈলাশ-গিরি—২০৩  
 কোক—২৪৩, ৩১৮  
 কোকনা—৪৪২  
 কোকিলাঙ্গ—২৬৫  
 কোকিলাক্ষ—৪৫৪  
 কোঙাঞনগর—১১১  
 কোঙাউ—৫১৩  
 কোঙর—৪৭৫  
 কোচ—২০৫, ৫৩৪  
 কোচা—৫৪৪  
 কোটাল—৩১৭  
 কোটালীয়া—৫৪৬  
 কোটে—৫৩৫  
 কোটোয়াল—২৪৪  
 কোথা—১৬৪

কোথাকারে—৩২৪  
 কোদালী—৪২৮, ৫২৮  
 কোন্দল—৩২৪  
 কোপি—২০৬  
 কোপী—৫১৩  
 কোপীদার—২৬২  
 কোয়া—১৮৬  
 কোরদা—৫৩৬  
 কোরা—২১১  
 কোরাণ—৪২৮  
 কোল—১৭৩, ৫৩৬, ৫৫৭  
 কোলাকোলী—২২৭, ৩৪৪  
 কোস—৪৪১  
 কোপীন—৩৬  
 কোশিকা—৪২১  
 কোষিক-কুমারী—৪৬৬  
 কোষিকী—১৬২  
 কোস্তভ—১২৭  
 কোশ—৩২৮  
 কমা—৪২৫  
 ক্রিয়াই—৪৮১  
 কীর গ্রাম—১১৩, ১৫৪  
 কীরি—২১২  
 কুণীর—৫৮২  
 কুধ্ব—৫৮২  
 কেতী হৈল—১৫০  
 কেম—২৪৪  
 কেতী—৫১৬  
 থ  
 থই—২০৬, ২৭২, ৩৪৫  
 থইরত—৪২৬

খইরী—২৬৪  
 খগেশ্বরী—৪২৪  
 খড়—৪৪২  
 খড়কি—৪৩২, ৪৭০  
 খড়ি—৫৫৭  
 খড়ী—৪৬২  
 খড়গপুর—১১১  
 খণ্ড (খুড়)—২০২, ৩০৭, ৫৩০  
 খণ্ড (খড়গ)—৪০৫  
 খণ্ডকপালী—২৭৫  
 খত—৪২৩  
 খনতা—৪২৮  
 খনৌ—৫২৬  
 খন্দ—৪২২  
 খমক—৫৩৭  
 খরী—৩২৮  
 খরিরের বন—৪৫৬  
 খরিস—৩৮৮  
 খাই—৩৪০  
 খাগড়া—৪৪৭  
 খাজনা—৪৮৭  
 খাজুর—৫৩৫  
 খাট—৩০৭  
 খাটলব—৪৪৮  
 খাড়া—৪৪৬, ৪২৪, ৫৪৬, ৫৬৫  
 খাড়াই—৪৮১  
 খাতক—৪৩১  
 খাদি—৫২৬  
 খান—৩২৮  
 খান খান—১৫২  
 খানখানা—৫৫৮

খানা—৪৮১, ৫৬১  
 খান্দা—১৮৭  
 খাপরা—৩১১  
 খামা—৩২৮  
 খার—৩১২  
 খাল (খাল)—৪৭২  
 খালী (খুল)—৫০২  
 খালী (খাল)—৫৬৬  
 খাসা—৫১৭  
 খাসী—৪৩২  
 খিলা—৫৪১  
 খীর—২৮১, ৪৬০  
 খীরগ্রাম—১১৩, ১৫৪  
 খৌল—১১৭  
 খুলি—১০২  
 খুলে—৩২৮  
 খুলিবারে—৩২৫  
 খুলিয়া—২৪২  
 খুলে—৪৩৪  
 খুড়া—৪২০  
 খুড়ি—৫৭২  
 খুদ—২৮১  
 খুন—৫৪০  
 খুনে—৪২২, ৫৩৪  
 খুপি—২৮৩  
 খুপিকচু—২৮৩  
 খুর—৩৩৭  
 খুরি—৫৩২  
 খুরু—৫৬২  
 খুলি—৪৪৭  
 খেটক—৪৩২

ধেনা—১১৬

ধেনি—২১৪

ধেনে—৫৮৫

ধেনুত—১১১

ধেনাতি—৫১৬

ধেনল—১২৭

ধেনলহ—১২৭

ধেনে—২২২

ধোঁটা—১৪১, ২০২

ধোড়া—১৮৭

ধোয়ে ঢালা—৪৬৯

### গ

গ (গো)—২০, ২৭৬

গকুণমক্ষিণী—২৩৮, ৫৮৪

গধরি—৪৫৩

গঙ্গা—১১১, ৪২২

গঙ্গা বিষ্ণুৰ স্ত্রী—২৭

গঙ্গা কাঙ্ক্ষিকের মাতা—১২১, ১২৪, ১২৫

গঙ্গা সুরেন্দ্র-শখরে—১২৮

গঙ্গা রক্তাকরে মিলিত—১৭৪

গঙ্গা হরির দাসী—৪৭৩

গঙ্গা হরিপদ হইতে উদ্ভূতা—৪৭৩

গঙ্গা জাহ্নবী—৪৭৪

গঙ্গাদাস—১১৮

গঙ্গ—৪৭৬

গঙ্গঘটা—৩১৪

গঙ্গাপল্লভা—৪৬১

গড়—৭০২, ৫৪৫

গড় চৌদিকে বেউড় বাশ—৫৪৯

গড়গড়—৪৫১

গড়া—৫২৭

গড়াগড়ি—৩২২, ৫৭৪

গড়ি—৫২৭

গড়িয়া—৫৭৭

গণজুত—৫৫৬

গণপতি, বেদে—৪

কাঙ্ক্ষিক গণপতি—১২

শিব গণপতি—১৭, ৪০

রুদ্র গণপতি—৫০

গনাঞ্চি—২০০

গণেশ—১—২১, ৭০

বেদে গণেশ—৪

উপনিষদে গণেশ—৫

ধর্ম্মশূত্রে গণেশ—৫

সংহিতায় গণেশ—৫

পুরাণে গণেশ—৬, ৮, ৯

গণেশ শূদ্রদের দেবতা—৭

গণেশ ও শিব অভিন্ন—৭, ৯

রামায়ণে গণেশ—৭

মহাভারতে গণেশ—৭

গণেশ ক্ষেত্রপাল—৮

গণেশের জন্মকথা—৯—১১, ১৩, ১২০,

১২১

গণেশ ও কৃষ্ণ অভিন্ন—১০

গণেশের গজমুণ্ড—৫, ৯—১১, ১৮

গণেশের মাথায় ভটা—১০, ১৮

গণেশের দেহ রক্তবর্ণকেন—১১, ১৮, ১০৬

গণেশের বিবাহ—১১, ১২

গণেশের একদন্ত—১২

গণেশ নাগরক্ষোপবীতী—১০, ১৩, ২০

১০৬

গণেশের বাহন হাঁড়—১৩, ১১০  
 ৪৪ জন গণেশ—১৩  
 গণেশ জ্ঞানোদ্রেক—১৩  
 বিশেষ বিষয়বিশাশন—১৭  
 কাব্যে গণেশ—১৪  
 দাক্ষিণাত্যে গণেশপ্রাধিক্ত—১৪  
 গণেশ-মূর্তি—১৫, ১৬  
 গণেশ-পূজা নিম্নলিখিত—১৫  
 গণেশের দেবপ্রাণগাথা—১৭, ১৭  
 গণেশ ব্রহ্ম—১৭  
 গণেশ প্রধান পুরুষ—১৭  
 গণেশ বিষয়ের চৈত্ৰ ও অক্ষরায়—১৭  
 গণেশ স্বর্গলীলরতন—১০, ১৮, ১০৬  
 গণেশের শুভে মাতুলগুণ—১২  
 গণেশের চতুঃশ্লীল—১২, ১০৭  
 গণেশ শিবহৃত—১২, ১০, ৪৭  
 গণেশ পার্শ্বভীত—১২—১১, ১৮, ২০,  
 ১২২  
 গণেশের পরিধানে বায়চন্দ্র—১৩, ১২,  
 ১০৬  
 গণেশের চতুঃকুল—১০, ১০৬  
 গণেশের মুখে মধুপ—১০, ১০৬  
 গণেশ তপস্তিত্তিরিত—১০, ১০৬  
 গণেশ পঞ্চদেবতার অগ্রগণ্য—১৩  
 কপালে কুম্ভ-কোটা—১০৬  
 হস্তে বর—১২, ১০৭  
 কলাভিজ্ঞ—১০৭  
 ত্রিনয়ন—১০৭  
 গণেশের ভাষ্যজ্ঞান ও বাসজ্ঞান—১২১  
 অনাগ্রদেবতা—১২২  
 গণেশের মাতা—২০৮

গণ্ডা—২৮৩, ৪৩২, ৪৭২  
 গণ্ডা (গণ্ডার)—৩৩৪  
 গণ্ডাবের খড়্গা-কোষে তর্পণ—৩০২  
 গণ্ডি—৩৩৬  
 গণ্ডবাক্তা—৪৩১  
 গণ্ডমাদন—১৩৩, ২৩৩  
 গণ্ডাধিবাসন—১৭৮  
 গণ্ডালী—১৭২  
 গণ্ড—৪৭১  
 গণ্ডেব—৪০৩  
 গণ্ড—৪৭৩  
 গণ্ডা—১২২  
 গণ্ডালী—৪০১  
 গণ্ডি—২২৩ (চাপগণ্ডি দ্রষ্টব্য)  
 গণ্ড—১৩৬, ৩৭৭—৩৮৫  
 গণ্ডে গণ্ড—৪৭৮  
 মচাভায়েতে বিষ্ণুরূপী হর্যোব বাহন-পক্ষী  
 ৩৭৮  
 বিভিন্ন দেশের পুরাণে পক্ষী-বাহন—৩৭৮  
 মচাভায়েতে গণ্ড-উপাখ্যান—৩৮১—৩৮৩  
 গণ্ড বিষ্ণুর বাহন—৩৮১  
 গণ্ড নাগগণের ভক্ষক—৩৮১, ৩৮৪  
 গণ্ড-মার্গ—১৮৪  
 গণ্ড সপ্তভয়-নিবারণ—৩৮৩  
 গণ্ড নাগগণ-বিমোচক—৩৮৩  
 গণ্ডের পক্ষী—৩৮৪  
 গণ্ড অরুপক্ষী অর্ধমান—৩৮৫  
 গণ্ড শয়ন (গণ্ড-শয়ন)—১৮৭  
 গণ্ডা—৪৭২  
 গণ্ড—৩৭৭  
 গণ্ড—৪০৩

গর্ভ-লক্ষণ—২৭৭, ২৮২	গুড়কাড়াঞ—৪৬০
গর্ভকালে মৃত্তিকা ভক্ষণে সাধ—২৭৭	গুড়ময়েন—৪৫৯
গলাতে—৫৭৬	গুড়া—৪৮৮
গা—২৮১	গুড়ি—২৮৯
গা ( গণনার সংখ্যা )—২৯৭	গুড়িগুড়ি—১৮৫, ৩১৯
গাঁগুলি—৫০৮	গুদ্রু—৩৮৬
গাঙ্গ-চিল—৩৮৬	গুণসাগর—৪৬২
গাঙ্গুটি—৪৯২	গুণে—৪৩৪
গাছ আরোপিয়া নিজে কাটা—১৭০	গুপ্ত—৫২১
গাছ (বাঁক)—৫২৩	গুপ্ত বারানসী—৩৯৩
গাছে—২৫৯, ৩২৮	গুয়া—২০৬, ২৫২
গাজন—৫৫৮	গুয়াপান—কর্মনিম্নোগের চিহ্ন—২২৬ ( ১৬৮
গাড় (ঘাড়)—৩: ৭	পৃষ্ঠা উঠেব্য )
গাড়ী—৪৪১	গুরুনিন্দা—১৪৯
গাড়ে—৩২১	গুলঞ্চ—৪৫৭
গাঁথিল—২৬৫	গুলি—২০৫
গাথুনি—৩৩৯	গুলী—৫১৭
গাধা—২৪৪	গুন্ডাল—২৬৫
গাস্তারী—৩৪৫, ৪৫৩	গুশ—৪৫৯
গাম—৫৩৮	গুহ—২০৭
গায়ন—১০৯, ১২০	গৃহমণি—৩৩৩
গারত—৪৫৮	গৃহান্তের প্রশস্তকাল—৪৬৭
গারী—৫৮৮	গো—৪৫৩
গালি—৫১৪	গোটা—২১০, ৩৪৫, ৫৭৭
গালী—৩৯৩	গোটা ( মসলা)—২১২, ২৮৩
গিমা—২৮৩	গোঠিলা—৪৫৮
গিলা ( গাছ )—৪৫২	গোঠে—৪০০
গুহিতা—১১৮	গোতান—১১২
গুজারাট—৪২৯	গোদ—১৮৬
গুজ—৫৪৪	গোদা—১৮৬
গুড়কাউলী—৪৫০	গোদা ( গোখা=গোসাপ )—৩৮৭

গোনস—৩৮৮	ঘণ্ট—২১০, ৩১২
গোপ—৫৩২	ঘণ্টেশ্বরী—৪২৬, ৫০৯
গোপকূলে অবতার—৫৮৪	ঘনসার—৪৩৭
গোপ—৪৪৬	ঘনা—৫২৭
গোপ—৩১১	ঘর—৩৩, ৯০, ১৮৭, ৩৪১
গোমতী—৪২৩, ৪৮১	ঘলঘল—২৬১
গোমঘ— ১১৩, ২৩৩	ঘা—৩২৮
গোয়াল্যা—৫৩৭	ঘাঘর—১৫৭, ৫৩২
গোরকচাউল্যা—৪৫২	ঘাট—২৩০
গোরী—৫৮৪	ঘাটকাল—৪৬৩
গোলা—৪৪০, ৫০৪	ঘাটফুল—২৬৩, ৪৬২
গোলাহাট—২৯৮	ঘাটশিলা—১১২, ১৫৪
গোষ্ঠদান—৩৬৭	ঘাড়ে—৩১১
গোসাক্রী—২১৩	ঘাম—৩৩৬
গোহারি—১১৬, ১১৭, ২৪৩	গুগু— ৪৫৯
গোরী—৫২, ৫৩, ৬৯, ৭০, ৭২, ১৬২, ৪২২	গুচায়া—২৬৩
গোরীদেহ-সমুৎপন্ন সরস্বতী—১০০	গুচালে—৫৪৩
গোরীর ক্রম্যভিধি— ১৬১	গুরে—৫৬৭
তপস্তা করিয়া গোরবর্ণ লাভ—১৬২	ঘৃণ্তী—৫১০
বিবাহ—১৮৯	গুহরা—৪৮১
শিবের সহিত অভিন্ন—১৯৯	ঘোট—৫১৯
শিবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী—৫২, ৫৩	ঘোড়া—২৩৪
গোরী রাগিনী—১২৯	ঘোড়ামুগ—৪৬০
এছছড়া—১৮৯	ঘোড়ারু—২৮৮
এছ-বিপ্র—৫১৪	ঘোড়াশালে বানর রাখবার রীতি—৩১০
	ঘোড়াসাজ—৪৪৯
	ঘোরতপা—৫৮৪
ঘ	ঘোররূপা—৫৮৪
ঘটক—৫১৪	ঘোরকপিনী—৪২৫
ঘটা—৫০৫	ঘোরা—৫৮৫
ঘড়ই—৫৩৫	ঘোল—২৮৩
ঘড়া—৪২৮	



মাথায় ঘোল ঢালা—৬০১

ঘোষ—৪২১

ঘোষণভূষণ—৫৮৪

ঘোষাল—৩৯০, ৫০৮

ঘোসলা ( ঘোসলা ? )—৪০২

## চ

চকোর—৩৮৫

চক্রবাক—৩৮৫

চক্রিনী—৪১২

চক্রী—২১২

চটক ( পক্ষী )—৩৮৬

চড়—৩১৬

চড়ক—৩৭৩

চড়ক পূজা ( চরখ )—২৫০

চড়ন—৫৪৫

চড়বড়ি—৬০০

চড়য়ে—৩০২

চড়র—৪৬০

চড়া—৩১৮

চড়ায়া—৪৩২

চড়ে—৩২৭

চড়িলাঙ—৩৪১

চড়িচড়ি—২০২

চণ্ডবতী—৪১২

চণ্ডমুণ্ডা—৪২৫

চণ্ডাল—৫৩৭

চণ্ডিকা—৪১২

চণ্ডী—৭৪, ৮২—৮৬, ২০২

চণ্ডী পরবর্তী কালের দেবতা—৭৪

পুরাণে চণ্ডী—৮২

চণ্ডী দুর্গা ও বৌদ্ধ দেবতার মিশ্রণ—৮৪

—৮৬

কদিকঙ্কণকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ—১১২

চণ্ডীর জন্মতিথি—১৬১

চণ্ডীর পূজা মঙ্গলবারে—২২৪, ৪২২

চণ্ডীপূজায় বলিদান—২৩৫—২৩৭

চণ্ডীপূজার বিবরণ—২৩৬, ২৩৭

চণ্ডী শঙ্করগৃহিণী—৩৩০

চণ্ডী গোকুলরক্ষিণী—২৩৮

চণ্ডী কৃষ্ণের যমুনা-পারের সহায়—২৩৮

চণ্ডী উটীলা গগনে—২৩৮

দেবকী ও কল্লিণীর চণ্ডীপূজা—২৩৯, ২৪০

চণ্ডী ব্রহ্মোদ-রক্ষিতা—২৪০

রামচন্দ্রের চণ্ডীপূজা—২৪০

চণ্ডী সপ্তশতী—২৪১

চণ্ডী আত্মশক্তির অংশ—২৪১

চণ্ডী কল্যাণ-নিদান—২৭৬

চণ্ডীর কপটতা—২৮৫

জয়চণ্ডী—৩২৯

চণ্ডীর বাহন সিংহ—৩২০

চণ্ডীর বাহন গোম্বিকা—৩৩০

চণ্ডীর গৃহে সাত সত্তা—৩২০

চণ্ডী দশভূজা—৪১৭

চণ্ডীর রূপ—৪১৭, ৪১৮

চণ্ডীর বিভিন্ন নাম—৪১৯—৪২৬

চণ্ডী কুমারী—৪২০

চণ্ডী নারায়ণী—৪২০

চণ্ডীই দুর্গা ও কালী—৪২১

চণ্ডী কোলিকী—৪২১

চণ্ডী বৈষ্ণবী—৪২২

চণ্ডী শাকম্বরী—৪২২

চণ্ডী যশোদানন্দিনী—৪২৩	চাটো—৫৩৬
চণ্ডীর নিকটে বরাহ বলি—৪৭৪	চাটোতি—৫০৮
চণ্ডী হরি-হর-হিরণ্যগর্ভের মূল—৫৮৯	চাতক—৩৮৬
চণ্ডীবাটী—১১৮	চাঁদ—২০৪
চণ্ডীমঙ্গল—৮৬	চামুস—৩৭৩
প্রথম চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মাণিকদত্ত—৮৬	চান্দ—১২৮
চতনা—২২৪	চাপ—৫৬২
চতুরঙ্গ—৫৫৯, ৫৭৫	চাপগরি—২৯৩, ৫১৭
চতুর্শালা—৪৪২, ৪৬৮	চাপড়—৩৫, ৪৪৭
চতুলী—৫৩৬	চাপনে—৫৬৪
চন্দ—১২৬	চাপান—৫৮২
চন্দন—২৩১	চাপায়া—৫৯২
চন্দ্র হরিণলাঞ্ছন ও রাহিণীতে আসক্ত—১৯৮	চাঁপা—২৬১
চন্দ্রকোণা—১১১	চাঁপা-কলা—২৭৯
চন্দ্রবংশ—৫১৬	চাঁপাতি—৪৫৯
চন্দ্রভাগা (নদী)—৪৮০	চাঁপিয়া—৩১৬, ৪৯৫
চন্দ্রভাসু—৩৫৬	চাঁপল—৩৪২
চন্দ্রমূলী—৪৬১	চাঁপে—১৪৫
চন্দনে—৫৯২	চামার—৫৩৬
চরখ—২৫০	চামার-কষ (গাছ)—৪৫৩
চার্জকা—৪১৯	চামুণ্ডা—২৩৫, ৪১৯
চলদল—১১৪	চামুণ্ডা কোমারী শক্তি—১৯৫
চল্লিশ—৫৮৪	চামের—২৯৪
চল—৪৮৮	চারণ—১২৭
চাক—৩১৬	চারি—১১৯, ২৩৫, ৩৪৪
চাকা—২৮০	চারিপার—৪৩৩
চাক্ষা—৪৬২	চারিভিত্তি—৩৩১
চাকলা (গাছ)—৪৫২	চারুদন—৪৫৭
চাকুলা—৪৫১	চালতা—২৮০
চাকুত—৪৬৩	চালা—৫৮১
চাখে—৪৭১	চালিতা—৪৫১

চালু—২০৫  
 চালুনী—৫৩৬  
 চালে মাথা—৫৫৪  
 চাল্যা—৩০৭, ৫৪০  
 চাশ—৪৮৮  
 চাষবাস—২০০  
 চাহনৌ—২১৪  
 চাহসৌ—৫৪২, ৫৬৩  
 চাহিতে—২৭৮  
 চাহে—৩১৭, ৫২১  
 চিকল—৪৬০  
 চিকিচ্ছা—২৪৪  
 চিকুর—২৫১  
 চিঞ্চা—৪৫২  
 চিটা—৪২০  
 চিঠা—৪২৩  
 চিড়া—২৮১  
 চিংড়ী—২৭২  
 চিত্রক—২৬৫  
 চিন—৫৭২  
 চিনি—২৭২  
 চিহ্ন—৩২৩  
 চিব—৩১৮  
 চিরদিন—৩১৮  
 চিরাতা—৪৫৪  
 চিরুণী—৩৪৫  
 চিক্না—৪৬২  
 চিরে—২২২  
 চুচুড়া—৩২৩  
 চুপ পিঠে—৫৪০  
 চুনা—৫৩২

চুনারা—৫৩৬  
 চুপড়ি—৩৪২  
 চুবড়ি—৩৪২  
 চুল—৪৮৫  
 চুয়া—৩৪৩  
 চেড়ী—১৪৪  
 চেয়াড়—৪০৩, ৫৬১  
 চেয়াড়ে—৪২৮  
 চেলা (শিষ্য)—২২২, ৫৪৭  
 চেলা (চাপড়া)—৪৪২  
 চৈতন্যদেব—৩১—৩৬  
 চৈতন্যদেবের সময়—৩১  
 স্বয়ং হরি—৩১  
 সন্ন্যাসীচূড়ামণি—৩৩  
 চৈতন্যদেবের বড়ভুজ—৩২  
 কপট-সন্ন্যাসী—৩৪  
 চৈতন্যদেবের পাশ্চব—৩২—৩৬  
 চৈত্রমাসে শিবপূজা—২৫০  
 চোটে—১২২, ৪৪৭  
 চোয়াড়—৪৩০  
 চোর—৪৪২  
 চৌদিকে—২০৫, ৫৫০  
 চৌধুরী—৩২৩  
 চৌপদী—৫২২  
 চৌরঙ্গ—১২৮  
 চৌরা—৪৬৮  
 চৌবট্টা—৫৬২

ছ

ছড়—৩৩২  
 ছড় (ছাল)—৪০০

ছড়া—২২২, ৩৩১  
 ছয়—১২৬, ২২৩  
 ছর্শ—৫৫৩  
 ছলিয়া—২২২  
 ছন্দ—৪২২  
 ছা—৩১৩, ৩২৭  
 ছাইয়া—২২০  
 ছাইয়াপত্র—৪২২  
 ছাওনী—৩২৮  
 ছাগলা—৪৬০  
 ছাড়হ—২০  
 ছাড়িতে—৪০৫  
 ছাড়োলান—১০৫  
 ছাতা রাঙ্গচিহ্ন—১৪১, ২৪৩  
 ছাতিম—৪৫৫  
 ছানী—১৮৪, ৫৩৭  
 ছান্দন—২২২  
 ছামনি—১৮৯, ৩০৩  
 ছায়—৪৪২  
 ছায়ামণ্ডপ—৩০১  
 ছায়—৩১৩  
 ছায়থায়—৩১৭  
 ছাল—২০০, ২১৬, ৩০২  
 ছালা—৪৩৩  
 ছি—৪২১  
 ছিএ—৫৮৪  
 ছিগিয়া—১৫০, ৩৪৬  
 ছিগুল—৫৬৬  
 ছিগুলান—১৫১  
 ছিলমালী—৪২৭  
 ছিলা—৩২৪

ছুতার—৫৩৫  
 ছুঁতে—৫৮০  
 ছুব—৩০৫  
 ছুনা—২২৪  
 ছুবাতি—৪৫৭  
 ছুরি—৩১২  
 ছেয়া—৪২৩  
 ছো—১৮৮  
 ছোট—৩৩০  
 ছোটখাতি—৫১০  
 ছোড়নি—৫২৪  
 ছোড়িতে—৪০৫  
 ছোলক—৪৬৪  
 ছোলা—২০২

জ

জইছন—১৫১  
 জটপানি—৪৫৮  
 জটয়া—১৭০, ২৩৮  
 জটয়া (ফুল)—২৬৩  
 জাথি—২৫৬  
 জগজন—১২৪  
 জগদম্প—২৩৭  
 জগৎমর্দন—৪৫২  
 জগতি—৪৪৩  
 জগদীশ্বর—৪২২  
 জটা (গাছ)—২৬৩, ২৫১  
 জড়—২৭২, ৩২৩  
 জড় (গাড়েব ভিত্তি)—৫৫০  
 জড়িয়া—১০২

জড়িয়া নগরী—১১১  
 জন—৪৪৫  
 জনক-ভিখারী শিব—২৭১  
 জমু—৩৯১, ৪৮৩  
 জম্মু—২৭৪  
 জবন—৫৫৮  
 জবাই—৫০৪  
 জবে—৩২৭  
 জয়দগ্ধি—৩৭৬  
 জয়ধর—৩১৭  
 জয়ধীপ—৩২  
 জম্মু—২৫১  
 জয় জয়—২৬৫  
 জয়করী—৪২০  
 জয়কারী—৫৮৪  
 জয়ন্তী—৪২৩, ৪৫৪  
 জয়ধ্বতি—৪২৪  
 জয়া—৪২০  
 জয়া বিজয়া—৭০, ১৭০  
 জয়ঠ—২২৫  
 জলধিসুতা—৪১৭  
 জলগান—২১৩  
 জল শর—১৮০  
 জলশাহি—২৭৪  
 জলহরি—৪৭০  
 জলাঞ্জলী—৩৯৩  
 জলেব—৫৪১  
 জলেখরী—৪২৪  
 জাইগিরি—৫৭৩  
 জাইয়া—২৮৫  
 জাইয়াজিবি—৫৩৬

জাইয়াপতি—২৮৫  
 জাইয়াতি—৫১৫  
 জাউ—২৮১, ৩১২  
 জাঙ্গা—৪৬০  
 জাজপুর—১১০, ১৫৪  
 জাঁত—১১৭  
 জাতি (ফুল)—২৬০, ৪৬৫  
 জান—১০৫, ৫৪১  
 জানা—৫৩১  
 জানি—২৯৫  
 জাম—২৪২  
 জাঙ্গীর—২১২  
 জাম্বান—৩৮৬  
 জায়ফল—৪৬৩  
 জাল—৩০৫  
 জালা—৫৩৫  
 জাহ্নবী—২১৬  
 জাহ্নবীজলগর্তা—২৩৭  
 জিউ—৫৮৫  
 জিউধর—৪৫৭  
 জিজিবিয়া—৫৬৯  
 জিজির—৫৭৬  
 জিঠি—২৫৮  
 জিনিয়া—৩৩৯  
 জিনে—২৭৪  
 জিব ( জিহ্বা )—৪৪৬  
 জিরা—২১০  
 জীন—৫৩৬  
 জীয়ে—৩২৯  
 জীয়া—৩২৬  
 জুয়ে—৫৬১

কড়াইতে—১৪২

কুড়ি—৮২

কুড়িলান—৩৩৮

কুতি—৪৬৫

কুরার—২১৪, ৫৮০

কুলি—৪৭২

কেন—১২৫

কোক—৩২২

কোকা (গাছ)—৪৫৮

কোথা—৪৩১

কোড়—২৬১

কোড়া—৫১৮

কোলা—৫০৪

কোহার—৪৩২, ৫৪৬, ৫৭২

কৈমিনি—৩৭৪

কৈমুনি—৪৭৮

করতি—২৭৬

করের উৎপত্তি—২৭৩

কালামুখী—১৫৪

বা

বাংকর—৫৮৫

বাগড়া—৪৩৩

বাগডাকে—৫৮৫

বাড়—১৮২, ৩১২

বনকাট—৪৪২

বনবনা—৪৭২, ৫৮৫

বরদর—৩১২

বলক—১৮৩, ২৭১, ৩১২

বলমলী—৩২১

বলী—২২৫

বল্যাড়া—৪৫৬

বল—২৮৪

বাউ—৩৩৭

বাকৈ বাকৈ—৩১৫

বাকৈ—৫৬২

বাট—১৬২, ২১২, ২৭১, ৩৪৩

বাটা—৪৪৬

বাটি (কুল)—৪৪২

বাটী—৩১১

বাফেন—১৩৩

বাপ—৩৩৬

বাপান—৫৫৪

বাপে—৩১৫

বারি—৫৩১

বারী—১৪৫, ১৬২

বাল—২১২

বি—১৩৮, ১৮৭

বিকরাজি—৫১০

বিটি—২৬০

বিটী—৩৩৭

বিমিকে—৩২৪

বিয়ে—৩২৬

বুড়ি—৩১২

বুগড়ি—৫১৫

বুমঝামি—৪৮১

বুল—২০৫

বুলি—১২৭

বোকনা—৩৩৭

বোড়—৩১৩

বোর—৫৮৫

বোল—১৮৩

ঝোলে—৩৯১

টোপর—২৯৫

ট

ঠ

টগর—৩৮৮

টঙ্কর—৫৮৫

টবর—৫০৩

টলটল—২১৪

টংকা—১১৭, ৪৩৪

টংকাকের—১১৮

টান্ধ—৪৪৭

টান্ধন—৪৩৭

টান্ধী—৩১৯, ৪৩৮

টাণ্ডি—৪৪৫

টান—১৫২, ৫৬৬

টানাটানি—৫৮৫

টানে—৩৩৮

টাবা—২১০, ৪৬৪

টায়ুর—৪৪৯

টিকুরি—১১২

টিয়া (পাখী)—৩৮৬

টুটয়ে—৩৯৯

টুটাল্যা—১৭৩

টুটিল—১৪৬

টুটে—৩১৬

টুনি (পাখী)—৩৮০

টুপি (দলরেখা)—৫০১

টুপি—৫০১

টুপী—৫৩৮

টেটক (পাখী)—৩৮৬

টেটাক (পাখী)—৩৮৬

টোপ—৩২৮

ঠকা—৫৪২

ঠকের—৫৭৩

ঠনঠন—২৭৯

ঠাই—২০৭, ৩২৯

ঠাই ঠাই অন্তর মাথায় রাখে চুলি—৬০০

ঠাকুর—১৯৮, ৪৮৬

ঠাকুরাণি—৪৪১

ঠাকুরালী—৫৪৩

ঠাট—৩১৬, ৫৫০, ৫৬০

ঠাটা—৫৮৫

ঠার—১৯২, ৫৯১

ঠারেরঠারের—১৮৭

ঠিক—২৯২

ঠাত—২৯৩

ঠাঁঠার—৩১০

ঠেকাইয়া—৩১৯

ঠেকিয়া—১৫৫, ৫৬৬

ঠেঠা—৫৪০

ঠেলাঠেলী—৫৭৫

ড

ডাগি—২৭৯

ডমুরা ডিমিডিমি—২৬৬

ডমুরা ঘোগী বাজায়—৫৩৭

ডমুরা-মথামা—৫৮৫

ডমুরা—২৬৬, ৪৪৪

ডমুরা—২৩৪

ডমুরা-কপিণী—৫৮৫

ডর—১১৮, ৩২৭

ডরাই—৪৮৫

ডরাই—৫৮০

ডাক—১০৫, ৫৫৫

ডাকা—৫৭৮

ডাকাতি—৫৮৫

ডাকিনী—৮৫

ডাকু (পাখী)—৩৮৬

ডাড়া—৫০২

ডাড়কা—৫৭৯

ডাঙা—৫৯২

ডানি—২০৭, ৩৭৩

ডাবুল—৫৩৯, ৫৫৬

ডামাকুল—৪৫০

ডামাল নন্দী—১২০

ডাল—২৬৪

ডালা—১৮৪, ২৯৯

ডালী—২০৬, ২৭৬

ডাল্যা—৪৬১

ডিল্লা—২২৩

ডিগুম—৫৮৫

ডিগুম—৫৬৩

ডিহিয়ারি—৪৮৮

ডুবহ—৪৭৬

ডুবু—২৭৫

ডেফল—৫৫৪

ডিওর—১৪৮, ৩০৬, ৪২৮, ৪৮৮

ডেড়ি—৫৭৩

ডেড়িতার—৪২৮

ডেলা—২৯৪

ডোম—৫৩৬

ডোমচিল—২৬৯

ডোর—৩৬, ১৫১

## ঢ

ঢঙ্গ—৫৮৫

ঢাক—৩০, ৫৫৬

ঢাল—১৯৭, ৩০৯, ৩১৫, ৪৩৭

ঢালয়ে—১৫৩

ঢালিও—৪৯৩

ঢালী—৩১৩, ৫৬২

ঢ়েগু—৩৩৭

ঢলাবে—২৪৩

ঢেকি—৪৯১

ঢেমচা—৩০০

ঢেষু—৪৭৭

ঢেলা—৫৪১

ঢোক—৫৮৫

ঢোগ—৪৮৫, ৫৫২

ঢোলকান—২৪৪

## ত

ত—১১৪

তক্ষক—৩৮৮

তক্সা—৪৮৮

তড়েক—৪৬০

তড়ল অষ্টক্সা দ্বারা চণ্ডীপুজা—৩৩৭

তড়ল-মঙ্গলন—১৮১

তধি—১৩৩, ১৮৪, ২০১

তঙ্গবায়—৫২৬

তঙ্গ—৭৪, ৭৯, ৩০৯

তপন (জাকন্-গাছ)—৪৫১

তপনকাটা—২৬৫



তপনী—৫৮৫

তপস্বিনী—৪২৪

তপাধ—২২৬

তপৌত—৫৮৫.

তবক—৪৩৮

তবকের—৪৪৭

তবে—২১৩

তমালী—৪৪৯

তম্বু—৪৪০

তম্বুলিপি—২০৩

তর—৫৬২

তরঙ্গ—২৪৩

তরঙ্গ—৪৮১

তরল (বিশ)—৪৫৫

তরাঙ্ক—৪৩২

তরে—৩০, ৩১১

তসর—৪৪০

তাই—৩০৬

তাক্সি—৪২৫, ৫৬০

তাজী—৫৬৩

তাড়—৪২২

তাড়াঘাত—২৯৩

তাড়াঘাতি—৩২৭

তাড়িপত্র—৪৩৮, ৫৬৫

তাঁতি—৫৩৮

তামাল—২৬৪

তাম্বুলিক—৫২৯

তাম্বুলি—৩৮৫

তাম্বুলিপি—১১০, ২৩৩

তার (ধাতুস্বরের স্থায় স্বল্প অথচ কঠিন)—

৩৩৬

তার (তাড়, বাহর অলঙ্কার)—৩৯১

তারকাস্বর—১৬৭

তারাক্সলি—৪৮১

তারেখর—১১৩

তার্ক্য—৩৭৭

তালপুর—১১৩

তালী—৩১৬

তালুক—১১৬, ৩২৩

তাশন—৫০৪

তিত্ত—২০৮

তিন—১২৩, ৫৭৭

তিন কাঁটি—৫৫৭

তিন বিলোচন—১৫০

তিলক—২৬২

তীনা—৩৪২

তীর—৫৫৪

তীর-করাইয়া—৫০৫

তু—১৪৮

তুঞি—৫৪২

তুন্দ—১২১

তুয়া—১০২, ৩২৬

তুরিত—৫৭২

তুলা—২৪১

তুলাক—৩১৭

তুলিবার—২৫৮

তুলী—৪০১

তুষধুঙা—৫৮১

তৃণাবর্ষ—৩৬৯

তৃতীয়ার চাঁদের সঙ্গে স্কন্দরীর তুলনা—৪০৩

তেউড়ি—৪৫৫

তেঙটিরা—১১৮

তেঞি—৩২৫  
 তেয়াই—৪৮৫  
 তের—৪৭২, ৫৫৭  
 তেলী—২০৬, ৫২৭  
 তেশন—৪৮৫, ৫২৫  
 তেহাই—৪৮৫  
 তোক—৩২২  
 তোখা—৪৫৮  
 তোলা (১ ভরি)—৫১৮  
 তোলা (উত্তোলন)—৫৪০  
 তোলায়—৪৪১  
 তোলে—৪৬৮  
 তো সনে—৫৬৩  
 ত্রপা—৪২৬  
 ত্রিভুবান—১৩০  
 ত্রিদেশ—১৫৫  
 ত্রিনেত্রা—৪২৪  
 ত্রিপুর—১৪২  
 ত্রিপুরা—১২৬, ৪২৪  
 ত্রিপুরারি—৬১, ১২৭  
 ত্রিবলী—২২১, ৩৪৬  
 ত্রিবিধ—৩৩২  
 ত্রিমুষ্টি—৪৪  
 ত্রিশক—২২২  
 ত্রিসক—৪৪৩  
 থ  
 থইকর—৪৬৬  
 থরথর—১৪৮  
 থরহরি—৫৮৫  
 থরে থরে—২২৮, ৩২১, ৪৪৩

থলী—৪৩২  
 থাক—২০  
 থাকহ—৫৭১  
 থাকু—২২৫  
 থানা—১১৭, ৫৫১  
 থাল—২৭২  
 থালৈ—২০৫  
 থির—৩২৫  
 থুইল—১৩১  
 থুতে—৫৮০  
 থুয়াছিত্ত—৪৮৫  
 থুলা—২৮২  
 থোড়—২৮০  
 থোপা—৩২১  
 দইয়া—৩৭, ২০, ১৬১  
 দকদক—২১৬  
 দক্ষ—১৩৭, ১৩৮  
 দক্ষ ত্রাঙ্গের রাজা—১৪১  
 দক্ষযজ্ঞ—৪৫, ৫০, ৭২, ১৫৩, ১৫২, ১৬১  
 দক্ষালয়—১৪৩  
 দকের ছাগমুণ্ড—১৫২  
 দক্ষজনী—২৩২  
 দক্ষিণা (কৃষ্ণচন্দ্র চইয়া দেওয়া)—৫১৪  
 দগড়ি—৩০১  
 দগদগী—২৮০  
 দড়—১৮৬, ৩০৬, ৩১৬  
 দড় (দ্রগড়)—৫৫৬  
 দড়া—১১৬, ৩৩৬  
 দড়ি—৩২২  
 দগুপাটে—৫৪৫  
 দগু বিবিধ প্রকার—৫২৮, ৬০০

দণ্ড—১০৮, ৪২৬  
 দন্ত—৫২১  
 দত্তাত্রেয়—৩৫২  
 দধি (পায়ে ঢালা, বিবাহে)—১৮২  
 দনা—২৬১  
 দনাব—৪৮০  
 দস্তাদস্তি—২১৩  
 দস্তি—৪৫৫  
 দব—৪৫৩  
 দয়া (কলা)—৪৬১  
 দর—৩১০, ৪৩২  
 দরজী—৫০৫  
 দরি (গুহা)—৩৩৬  
 দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে—১৭৪, ১৭৫  
 দর্পণ—২২৯  
 দলই—৫৩৫  
 দলিঙ্গ—৪৭১  
 দশ ছই চারি—১৯৮  
 দশমী—৫৫৪  
 দশাক্ষর মন্ত্র—১২০  
 দশানন—২৫০  
 দা—৪৭৮  
 দাক্ষায়ণী—১৪৪  
 দাগা—৪৯৩  
 দাগে—৫৬৮  
 দাড়ি—৩৭৪  
 দাড়ী—১৫১  
 দাড়িষ—২৬৪  
 দাড়িষ-তক—৪২৮  
 দাঁতে কুটা—১৫৬  
 দাঁত্যা—৪৪৩

দান (থেলার)—১৯৮  
 দানড়ি—৫১২  
 দানী—১৩৯, ১৫০, ১৮২  
 দানিদবন্ধ—৪৯৯  
 দাপট—৫৬৪  
 দাপে—৩১৫  
 দাবড়—৫৬৮  
 দামা—১৫০, ২৩৫, ৫৫১  
 দামামি—৪৮১  
 দামিজা—১১২, ১১৪  
 দামোদর—৪৮০  
 দারিকেশ্বর—১১৮, ৪৮০  
 দারিদ্র্যে গুণরাশি নাশে—১৭৫  
 দারুপিপিলিকা—২৭০  
 দাঁস—৫২১, ৫৩৪  
 দিক্‌করি—২৫৫  
 দিক্‌পাল—১১০, ১৩৭, ১৩৯, ২৩৮, ২৩৯  
 দিগম্বর—১৯৯  
 দিগাড়ি—৫১০  
 দিগে—৪৪১, ৫৫৩  
 দিঘল তরঙ্গ—২৬৯  
 দিঠ—২৬৬  
 দিঠে—৩১৭  
 দিগুঁসীঞী—৫১২  
 দিন—৪৫৯  
 দিনকরস্তুতা (যমুনা)—৪৮১  
 দিলা—৫৭৪  
 দিলান—১৯২  
 দিশপাশ—৪৪০  
 দৌঘল—২৯১, ৪৭০  
 ছই কুলে—২৭৫

হুইপস—২৭০

হুইটী—২৬০

হুকাঠা—৩৪৪

হুটা—৩১১

হু-তিরা—১২৮

হুয়া (লতাগাছ)—৪৫৮

হুপস—৫৮১, ৫৯৭

হুয়ার—৩৪৪

হুয়ারি—২৪৪, ৫৭২

হুয়ুয়—২১৪

হুয়াদু—১৪৭, ৫৯০

হুয়ী—১২৮

হুয়ী—৪০৬—৪১৬

হুয়ী শিব গণেশ ক্ষেত্রপাল দেবতা—৮

হুয়ী—৬৯, ৭০, ২৩৭

হুয়ী বিজ্ঞানবাসিনী—৭১, ৭৪, ১০৭

হুয়ী অনাগ্যপূজিতা—৭১, ৭৫

হুয়ীপূজা—৭২, ৮১, ৪০৬, ৪১৫

সিংহবাহিনী—৭৩, ৮৭, ১১০

হুয়ী শাকস্তরী—৭৫, ৪২২

ত্রিকা বিষ্ণু মহেশ্বরের মাতা ও পত্নী—

৭৬, ৭৭

মহিষাসুরমর্দিনী—৮৮

হুয়ী আদ্যাশ্রুতি—২৭, ১২১

হুয়ী বাহন বৃষ—১৪৪

বৈদিক মন্ত্রবেদি পরে হুয়ী মূর্তিতে কল্পিত

—৪০৭

বালসেনারী সংহিতায় অধিকা রূপের ভগিনী

—৪০৮

বৃহদেবতার অদ্বিতীয় বাক্য সর্বস্বতী ও হুয়ী

অভিন্ন—৪০৯

হুয়ী ও অগ্নি অতির (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

—৪০৯, ৪১৪

হুয়ী অগ্নি, সিদ্ধা, অপরাধিতা, উষা,

গায়ত্রী, গোমী, চণ্ডিকা প্রভৃতি নামের

কারণ—৪১৩—৪১৪

হুয়ী বিভিন্ন নাম—৫১৯—৪২৬

হুয়ী কুমারী—৪২০

হুয়ী নারায়ণী—৪২০

হুয়ী বৈষ্ণবী—৪২২

হুয়ী শকুনের দেবতা—৪২২

শক্তিরূপা তিন দেবে—৪৬৬

ত্রিফলশাখাবাসিনী—৪৬৭

হুয়ী সুরাপায়িনী—৪৭৪

হুয়ী হরি-হর-হিরণ্যগর্ভের মূল—৫৮৯

হুয়ী-বেলা—৫৬৯

হুয়ী—৩৩৯

হুয়ী—২৬১

হুয়ীকর ভূমি—২২২

হুয়ীসা—২৫৩

হুয়ীসার শাপ—৮৮, ৯১

হুয়ীল—২৬৫

হুয়ীচা—৪৩৫

হুয়ীকার—৩১৭, ৩৯৬

হুয়ী—১২৯

হুয়ী—৫৭৪

হুয়ীগতি—৩৩৭

হুয়ী ও ধাতু—৩০১

হুয়ী (দেহ)—৪০৩

হুয়ীটী—৩০১

হুয়ীটল—১১৪, ২৩৫, ৪৭০

হুয়ী—৩২৪

দেখ—১০৫

দেখে—৩৩১

দেবছাট—৪৫৩

দেবতা একাদশ—৮, ৩৮

দেবতা তিন—২১, ৩৮

দেবতা তেত্রিশ, তিন হাজার তিন শত

উনচল্লিশ—৩৮, ৩৯

দেবতা তেত্রিশ কোটি—৩৮

দেবতার বাহন—১০৯, ১১০, ১৩৬

দেবতার মাস—২৭২

দেবদাক—৪৫৫

দেবধান—৪৫১

দেবমন্দির ও দেবমূর্তি—১৫, ২৩

দেয়ড়ি—১৮২

দেয়ান—৪৯৩

দেয়ালীল—৫৫৪

দেশমুখ—৪৯৪

দেশধি—৫০৬

দেশমুগ—৪৮৫

দেহারী—২২১, ২৩৫

দেহালা—২৮৯

দৈন্য-দোসে জেন সর্বগুণে—৩৩৪

দোখণ্ডী—৫৫২

দোপাটা—৪০১

দোয়া—৫০২, ৫০৩

দোয়া চারি—১২৮

দোয়াদশী—২৭৫

দোলমাল—৪৭৯

দোলা-পিণ্ডি—৪৭০

দোসির—৩২২, ৫১৬, ৫৫৮

দোসে—৫২০

দোহাই—৫৩০

দ্যাগড়ি—৪৯৮

দ্যুতক্রীড়া—১২১, ১২৬

দ্বত (দোয়াত)—৪৩৫

দ্বারকা—৪৭১

দ্বারকাপুরী—৩৬৮

দ্বারবাসিনী—৪২৪

দ্বারাগারে—৩৯৬

দ্বিজরাজ—৫৪৩, ৫৬৫

দ্বিপ—৪৩৭

দ্বিপকা—৫১৫

দ্বীপনী—৫৩৯

দক্ষা—৪৬৩

ধ

ধড়া—৩১৮, ৩৩১

ধনঞ্জয়—২৭২

ধনপতি—৮৪, ৮৬, ১২৩, ২২৪

ধনপতি তমলুকে বর্গভীমার মন্দির গঠন

করান—১১০

ধনিচা—৪৫৫

ধন্ধ—৪৯২

ধনন্তরী—৩৫৫

ধব (গাছ)—৪৫২

ধবলছাতা রাজচিহ্ন—২৪৩

ধবল ছাতি (রাজচিহ্ন)—৫২০

ধব্যা—৫৩৮

ধববী—৫৮৬

ধরাইয়া ছাতা—৫২২

ধরিলে—৫৮৬

ধর্মঠাকুর—৮৪, ৮৬, ১৪৭

ধর্মপুত্র—৩৫২

ধর্মসেতু—২৫৪

ধাই—২০৭

ধাউয়াধাই—১৫০

ধার্যা—২১৪

ধাক্কী—৫৩৭

ধাতকী—২৩১, ৪৫০

ধান—২০২

ধান (ওজন)—৪৩২

ধানকাটি—৪৮৯

ধানদৌ—৫৯৬

ধামুকী—৫৬০

ধাক্কা—১৮৪

ধাতুঘর—৫৭১

ধাতুঘরে—৫৭৪

ধার—৩৪০

ধারণা—৫৮৬

ধারী—৩৪১

ধারিতে—৩০৭

ধিবণা—৫৮৬

ধুকড়িয়া—৩৮৬

ধুকড়িয়া ককা—৩৮৬

ধুতি—১০১, ৫২৬

ধুতি (ঘৃ)—১১৭, ৫৪১

ধুতুরা—৪৪৮

ধেমুক—৩৫৯

ধোবা—৫৩৪

ধোররা—৫৩৭

ধোয়া—৩৭৬

ধনৌ—৫৫৫

ধনু—৫৪৮

ন

নকুল—২৪৩

নকুল গউলা—৩১০

নকুল পশুর বৈশ্য—৩১৬

নখররঞ্জিনী—৫৬৯

নগরকেটি—১১৩, ১৫৪

নগর্যা—৫১৩

নগেশ্বনামিনী—৪২৬

নক্টেট—২১৫

নট—২২৩

নটিয়া—২০৯

নড়িয়া—৪৯২

নড়ে—৫৫৫

নামি-গাঞি—৫১৩

নন্দী—১৩৯

নফর—২৪৪, ৪৯৪

নবজাগে—২৩২

নমহ—১০৩

নমাজ—৪৭১

নয়—৩৯৮

নরক (অম্বর)—৩৬৭

নরনারায়ণ—৩৫২

নরসিংহ—৩৫৫—৫৬

নরসিংহবাহিনী—৪২০

নলে—৫৮৭

নহে—৫৯৩

না—৫৭৭

নাক—৩৯৪

নাকার—১৮৬, ২৮৪

নাগা—৪৯৩

নাগাকী—৪২৬  
 নাগেশ্বর—২৬০  
 নাগোয়—২০৬  
 নাচাড়ি—১৩২, ১৭৩, ৩৩৮, ৫৯০  
 নাছ—১১৭, ২৩০, ৪৪৩  
 নাঞি—২০০  
 নাট—১২৪, ৩০২, ৫৯৪  
 নাটা—২৯২  
 নাড়য়ে—২৭৫  
 নাড়িচা—১১২  
 নাতি—১৮৭, ৩২৩  
 নাদন—৪৫৭  
 নাদিয়া—৪৩৪  
 নানা উপহারে চণ্ডীপূজা—২৩৬  
 নানী—১৮০  
 নানীমুখ—১৮০  
 নাপীত—৫৩১  
 নাবড়—৫৭৩  
 নামাজ—৪৯৭  
 নায়ক—১২৪  
 নায়ক—৩৮৫  
 নারদ—১৬৪—১৬৭  
 নারদের জন্ম—১৬৪, ১৬৫  
 নারদের অর্থ—১৬৫, ১৬৬  
 হরিভক্ত—১৬৫  
 যানব—১৬৬  
 বিশ্বপাঠান—১৬৬  
 কলহত্রি—১৬৬  
 সঙ্গীতজ্ঞ ও বীণা-বজ্রের উদ্ভাবক—১৬৬  
 চিরযৌবন—১৬৬  
 টেকিবাহন—১৬৬

শিব-বিবাহের ঘটক—১৬৬  
 পুরাণকার—১৬৭  
 ব্রহ্মর্ষি—১৬৭  
 নারদের বীণা-ধ্বনিতে হরিনাম কীর্তন—  
 ২৫৪  
 নারায়ণ—১০৫  
 নারায়ণের বাহন—১০৯  
 নারায়ণ নদী—১১৮  
 নারায়ণী—৮৬, ১২৪, ২৮৬, ৪২০  
 নারি—২১৫  
 নারিকেল—২১১, ২৮১  
 নারীর ক্রন্দন অস্বাভাবিক—২৬৯  
 নারে—৫৩৯  
 নালিতা—৩৪৪  
 নাহি—১৯২, ৩১৪, ৩৩৮  
 নিকলয়ে—৪৪৭  
 নিকলে—৩১৭  
 নিকা—৫০৩  
 নিগম—১৮, ৩৪৮  
 নিগম-নিষ্ঠা—৫৮৬  
 নিয়—১৮  
 নিছনি—১৪৯, ১৮৯, ২৬৬  
 নিছে—৩০৬  
 নিত—৩৯৬  
 নিত্য—৫৪৮  
 নিত্যপুটা—৪২৪  
 নিত্যানন্দ—৩২  
 আনন্দ-কন্ম—৩২  
 নিদইয়া—২৭৬, ২৯৪  
 নিদান (হেতু)—২৮৫  
 নিদান (শেষ)—৩৯৭

নিদ্রাক্রপা—২৩৮	নীলগিরি—১১০, ১৩৪
নিধানী—২৮৩	নীলগুরু—১১১
নিধু-নিদ্রা—৫৮৬	নীললোহিত—১৩০
নিধ্বমে কেহ না আদরে—১৭৪, ১৭৫	নীলানী—৪২৬
নিবাঙ—২২৭	নীলান্দর—২২২
নিবা ৫-কবচ—২৫৫	নেউগী—৩২৩
নিবেদন (নিবেদন করেন)—১৩৩, ১৪১, ১৪৬	নেউটিলা—৩২৭
নিম—২০৮, ৪৫৫	নেত্রা—২২৪
নিমড়—২২২	নেত্রাল—৫০৫
নিমলী—৪৪৮	নেত্রালী—২৩০, ২৬১
নিরঞ্জন—২৮, ৬৪, ১২৪, ১৫৬, ৩৪৮	নেত্রালয়—৩১৬
নিরবচ্—১১৪	নৈমেষ কানন—২৩২
নিরাশ্রিত—৪০০, ৫২৯	নোয়াবী—২৮০, ৪৫০
নিরীশন—২২২	নৌতুন—১০২, ৪৮৭
নিরুচ্চ—৫৭২	জায়—৫৭৩
নিরুসী—৪৫৭	
নির্দিষ্ট—১২২	প
নিলা-পতাকিনী—৫৮৬	পইতা—১৪১, ১৮৩
নিলা খাণ্ডী—৪৬৯	কনক পইতা—১৪১
নিশর—৪২২	পলি—২৫২
নিশান—৪৮৮, ৫৫৬	পঞ্চ উপচার—৩০০
নিশাপতি—৩২৬, ৫৪৬	পঞ্চক—৪৮৮
নিশি—৩০৫	পঞ্চতপ—১৭৩
নিসান—৪২৮	পঞ্চতীর্থ (উড়িষ্যা)—১১০
নিশ্চা—৪৫২	পঞ্চ দুর্গতি—৩২৩
নিশ্বরে—৪০৫	পঞ্চবাণ—১৬৯, ১৭১, ২৭০
নীচ হায়া—৫২৮	পঞ্চানন—৩১৭
নীঞা—৫৮৫	পটি—২০৫
নীষ—২৮৪	পটুনী—৫৩৪
নীলকণ্ঠ (পত্ন)—২৪৪	পটুল—৫৭১
	পটিল—৪৩৯



পট্টীশ—৫১৯

পট্যা—৫০৫

পড়সি—১৪২

পড়ুয়া—৩৪১

পড়া—৪৪৪

পড়াশী (গাছ)—৪৫১

পড়ি (তোষক)—৪০১

পড়িলা—১২৩

পড়ুয়া—৫১৩

পড়ে—২৮১, ৫৫৬

পড়েই—৫৪২

পড়্যা—৫২৭

পড়্যান—৪৩২

পণ—২৭৭, ৩৪১

পতিনিম্মা—১৮৫, ১৮৮

পত্তি—১৫০, ৫৭৩

পত্রভাগে—৫৬১

পত্রশানি—৫৫৮

পথর—২২৯

পদ্মহাত—৩৩০

পদ্মা—৭০

পদ্মাসন—১০৩

পনষ—২৩০

পনস (বানর)—৩৮৭

পবন উনপকাশ—১৩৬

পবনের বাহন হরিণ—১৩৬

পয়ান—৩০৮

পয়ান—৪৪১

পর (গ্রহর)—১৪৫, ২০৬, ২২৯

পরবন্ধ—২৫৬

পরমাই—১৩১

পরশ—৪৩০

পরশুরাম—৩৫৭

পরাবেশ—২৮৯

পরশর নদ—১১৮

পরশর মুনি—৩৫৭, ৩৭৪

পরিচ্ছন্ন—৪৭৮

পরিণ—২৬৫

পরীক্ষা—

প্রাচীন ভারতে অভিব্যক্ত ব্যক্তির অপরা-

ধিতা ও নিরপরাধিতা নির্ণয়ের পরীক্ষা

—৩৯৪

পর্যত (ঋষি)—৩৭৬

পর্যন্তের নাম—১২৮, ১৩৩, ১৩৪

পলঙ্ক—২১২

পলতা—২০৯

পলসাক্ষী—৫১০

পলা—৩৩৩, ৫১৮

পলায়—৪৪৫

পলাশ—৪৫৬

পলাশন—১১২

পল্ল—৫৩২

পলরা—৫৩০

পশারিলা—১৫১

পশুপতি—১৪৩

পশুচীষে—৪৯৫

পসলা—৫৬৬

পসার—৩৪৩

পসারে—২৯৪

পশুতন্ত্র—৫৩২

পছছিল—৪৩৩

পা—২৮১

পাই—১১৭	পাট (রেশমী বস্ত্র)—৩১৮
পাইক—৫৬২	পাটের পড়া—৪৩৭
পাইরাবত—৫৪২	পাট (খল)—৪৩৪
পাণ্ডুলপুত্রী (পাণ্ডুলপুত্রী বা পাণ্ডুলপুত্রী)—১১৮	পাটকাল কোরুণা—৪৫৮
পাকড়ি—৪৫৬	পাটন কাণ্ড—২২৭
পাঁকাইড়—১৮৬	পাট-নেত—২৭১
পাকাল্যা—৩৩৮	পাটলা—২৬২
পাকুড়ি—৩৮৭	পাটলাল—৪৪৩
পাকৈ—১২১, ২০১, ২১৪	পাটা—২০৪
পাক্য—৫৪৭	পাটি—৪২৬
পাক্যগণ—৫২১	পাটী—১২২, ৪৩২, ৪২৬
পাখ—৪০২	পাটী (কাঠের তক্তা)—৪০৩
পাখরিয়ী—৫৫২	পাটায়—৪৮৮
পাখাল—২৬৬	পাঠক সিংহ—৫৭৮
পাখালীলা—৩১১	পাঠাই—২৫২
পাখী—৩৩৭	পাঠাবরি—৪২৭
পাগ—১১২, ৫০২	পাঠা—১২২
পাগল—৩২৪	পাঠাল্যা—১৫৫
পাচড়া—১১৩	পাড়—৩১৬, ৪৪৩
পাছ—১১৭	পাড়া—৩৪১, ৪৩১
পাছড়ি—৪০১	পাড়িতে—৪৭২
পাছাইয়া—৫৭৫	পাড়ুবি—৪৫৬
পাছোমেতে—৪৭০	পাণ—৪৩৪
পাছু—৫৬৬	পাণি—২০০, ৩১১
পাঞ্জা—৪৭০	পাতাল—১৩২
পাঁজা—২৪৪	পাতাসিঙ্গ—৪৫০
পাঁজি—৪৮৩	পাঁতি—১২৭, ২২৮, ২২১, ৫৩৭
পাঁজাত—৪৫০	পাতি পাতি—৪৪৩
পাকালী (পাঁচালী দ্রষ্টব্য)—১৪৬	পাতিয়া—৪৪৫
পাট (ধাক)—৪৪২	পাতিয়ায়—৫৮০
পাট (পিড়ি)—৩০২	পাত্যারা—৪০৬

পাত (ময়ূ) — ৫৪৬  
 পাতরা — ৩১১, ৪০২  
 পাথি — ৩০৭  
 পাশ — ১৩৭, ১৪৫  
 পান — ২০৬, ৩০৬, ৪২৫  
 পান দিয়া (কর্ণে নিয়োগ) — ১৬৮  
 পান নিছিয়া ফেলা — ৩০৫  
 পান লইয়া (কর্ণ স্বীকার) — ৪২৫  
 পানা — ১৫৩  
 পানি-পালা — ১৫১  
 পানি সিউলী — ৪৫০  
 পানীর — ৫৬৬  
 পানুগ্রি — ৫৩৬  
 পানে — ২৭০  
 পাত্ত — ২৭৮  
 পাবঙ্গ — ৪৮১  
 পায় — ৩২২, ৩৩৭  
 পারলী — ৪৫৫  
 পারা — ১৮৬, ৫৪৬  
 পারাবত — ৩৮৬  
 পারি — ৩২৮  
 পারিজাত — ২৬১  
 পারীঘাতি — ৫১০  
 পারীয়াল — ৫১১  
 পার্শ্বী — ৪৮৮  
 পাণ — ৫২৪  
 পাণক — ৪৭২  
 পাণক — ৪৩২  
 পাণি — ১৪১, ২৪৫, ৫১২  
 পালা — ১২১, ৪৩০  
 পালাইতে — ৫২১

পালান — ১৫৭  
 পালাব — ৩৩২  
 পালী — ২১৩, ৫৭২  
 পালীটা — ৪৪২  
 পালা — ১২৭  
 পালাথেলা — ১২১, ১২২, ১২৬  
 পাশুল (অলঙ্কার) — ৩৪৬  
 পাশে — ৩৪৩  
 পাবঙ্গ — ৩৬৮  
 পাতি — ১২৭  
 পাসরিলা — ১৭০, ৩৪২  
 পিকল — ৫১৭  
 পিকলা — ৪২৪  
 পিছে — ৪২৮  
 পিটে — ৫২৭  
 পিঠ — ২৩৫, ৩১৭  
 পিঠা — ২৮১  
 পিঠে — ২২২  
 পিঠে চূর্ণ — ৫৪০  
 পিড়া — ৪৬২  
 পিড়ি — ১৮৬, ২৭৬  
 পিড়ির বাড়ি মারয়ে — ১৮৬  
 পিড়িরা (গাছ) — ৪৫১  
 পিণ্ডীকা — ৪৪৩  
 পিতা (কন্যা বিবাহের) প্রমাণ — ১৭৭  
 পিতা (পান করিত) — ৫৪৫  
 পিতৃগণ — ১২৩  
 পিনাক — ১৪৮  
 পিনাকের শিঞ্জিনী — ১৪২  
 পিনাকের শর — ১৪২  
 পিপলী — ৬৮৭, ৪৬১

পিপিড়ার—৪০৩	পুন্ডর দীর্ঘকোণ—১৫৫
মৃত্যুর হেতু শিশীলিকার পাখা হর—৪০৩	পুরুলীয়া—৪৪৯
পিপিলাই—৫১১	পুলমঝা—২৭৭
পিরা—৩৯৫	পুলহ—৩৭৬
পিরাণ—২৬৪	পুথিরাছে—৩৩৯
পির—৪৪৫	পুজামূল—২২৬
পীর—৪২৭	পুতনা রাঙ্গসী—৩৬৮
পিলান—২৮৫	পুরবী—৮৬
পিলাচ খণ্ড—৫১১	পূর্বগাঞি—৫১১
পিসি—২৮২	পূর্বপক্ষ—১৩৭
পীঠস্থান—১৫৪, ১৫৫	পূর্বে অলাশয়—৪৬৯
পীতমুণ্ডী—৫১০	পূষা—১৫৩
পুই—২৮৩, ৩১২	পৃষ্ঠে—৫৫৬
পুইকুণ্ড—৫০৯	পৃথিবী হরণ—১৩২
পুজি—৩০৯	পৃথু—৩৫৩
পুটলী—২০৬, ৫২৯, ৫৬০	পেকাশ্বর—৪২৭
পুটাঙ্গলী—৫৪৬	পেখম—৩৮৫
পুড়া—৪৯১	পেখস্থান—৪৪৫
পুড়িয়া—১৭২	পেট—২৭৭
পুজীতি—৪৫১	পেটারিয়া—৪৪৯
পুথি—১০২, ২৫২	পেটারিণ্ড—৩২৪
পুরট—১২৭, ৫৫০	পেঙ্কি—১৪৪
পুরধা—৪৩০	পেনট—৫৩৭
পুরন্দর মিশ্র—৩৩	পেয়াশাল—৪৫৩
পুরমথন—২৭০	পেলা—৫৫২
পুরহর—২৬৬	পেলাইলা—১৫৩, ১৮৯
পুরাণ—১৮, ৭২, ৭৬	পেল—২১৩
পুরু—২৫৯	পো—১৮৩
পুরুষ প্রধান—১৭	পোকে—২১৬, ২৭১, ৩৩৭
পুরুষ পুরাতন—১২৪	পোতদার—১১৭, ৪৩১
পুরুবার্ধ—১৮	পোতা—২২৮, ৫৯১

পোতাঝাঝি—৫৮১, ৫৯১  
 পোনা—২৮৩  
 পোনের—১১৬  
 পোয়ের—২১৬  
 পোহালা—২০৭  
 পোলত্যা—৩৭৫  
 প্রকৃতি—১২১, ১২৮, ১৩০  
 প্রণালী (গাছ)—৪৫১  
 প্রতি আসে—৪৯০  
 প্রতিমা-পূজা—১৫, ২৩, ৯৭  
 প্রত্যাঙ্গী—৪২৬  
 প্রবর—২৭৪  
 প্রবাল—৩৩৯  
 প্রলম্ব—৩৫৮  
 প্রশস্ত দীপপাত্র—১৭৮  
 প্রসূতি-মারুত—২৮৪  
 প্রস্থ—২৬৭  
 প্রহরণ—৪১৭  
 প্রিয়ব্রত—১৩৫  
 প্রেমায়ে—২৮৮

## ফ

ফজর—৪২৬  
 ফটিক—২২২, ৫৫৭  
 ফড়া—১৫২, ৫৬৭  
 ফরিকাল—৫৫৬  
 ফাউরা—২২৪  
 ফাল—৩০৫, ৩৩৬, ৩৪২  
 ফাপর—১৫৫  
 ফাঁফর—৪০৫  
 ফার—৫৮৭

ফারক—৫৮৭, ৫৯৮  
 ফাল—৫২৮  
 ফালি—১৮৪  
 ফাস্তুনে দ্বিগুণ শীত—৪০২  
 ফিকার—৩৮৫  
 ফিরাতে—২৮৫  
 ফিরি—২১৫  
 ফিরিলি—৫৫৮  
 ফিরে—৫৬২  
 ফুটে—২৭০, ৩১৯  
 ফুরগা—৩১৫  
 ফুরাইলা—২৯৭  
 ফুরাণ—৪৩৩  
 ফুল—২৪২  
 ফুলবারা—৪৪৪  
 ফুল ধমু—৫৪৫  
 ফুলবড়ি—২০৯  
 ফুলময় পঞ্চবাণ—১৬৯  
 ফুলরা—২২০, ৩৩৯  
 ফুলসাজি—৫৩০  
 ফের—২২৭  
 ফেল—২০৯  
 ফেলিলা—১২৩  
 ফোটা—২০৪, ২৯৪, ৩৭৩  
 ফোড়ে—৫৩৭  
 ফটিকের স্তম্ভে অবতার—৩৫৬

## ব

বই—৪৮৮  
 বউলী—৩৪৬, ৩৯২  
 বকরী—৫০৪

বকাহর—৩৬৯	বন্দে বন্দে—৪২০
বগড়ির বগা—৪৮১	বন্ধাই—৩১
বঙ্গে ধর্মসম্প্রদায়—৬০	বন্দো—২৭, ৮৯
বচনেক—৫২৭	বন্দ্য—৫০৮, ৫২৪
বট (কড়ি)—৪৩৩	বন্দ্যবংশ—৩৯০
বট (বটীর ধাম)—৪৬৬	বন্ধ—২২৮
বট (বড় বাটা)—৫৩২	সাতানইয়া বন্ধ—২২৮
বট (বর্ত্তে)—৫৬৩	বন্ধকী—৫৫৩
বটগ্রামী—৫১৩	বন্ধুক—১৮
বটে—১৮৭	ববে—২৪৪
বড়—১১৮, ২৭৯, ৩৩০	বরজ—২৩৩
বড় গোয়ালী—৪৬১	বরমালা—২৯৭
বড়বানল শিবের ক্রোধ—১৭০	বরাট্টা—৩২৩
বড়শী—৩২৯	বরাবর—৪৭৬
বড়াকী—৪৭৪	বরাবরি—৩৪৪
বড়ি—২০৬, ২৭৬	বরাহ-অবতার—১৩২
বৎসক অম্বব—৩৭০	বরুণা—৪৫০
বদল—১২৯, ২৭৫, ৪০১	বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ—৫১৩
বনখেজুর—৪৫৮	বর্যাঠার—৩০০
বনচালিতা—৪৫৬	বর্গভীষা—১১০, ২৩৩, ৪৬৭
বনজাম—৪৬৩	বর্ণ দ্বিজ—৫১৪
বন জাম্বির—৪৬১	বর্জন—২৪৪
বন নারৈজ—৪৬৩	বর্জমান—১১৩
বনবাগ্যান—৪৫১	বলদ—২১৪, ৪৩৩
বন বিচা—৪৫৬	বলরা—১২৯
বনমালা—৫৩৯	বলরাম—৩৫৮
বনী—৫৪০	বলরাম হলাগ্রে বমুনাকে আকর্ষণ করিয়া
বন্দন (বন্ধন)—১৮৯	নিকটে আনয়ন করেন—৩৫২
বন্দিশাটা—১১৫	বলাল—৫১০
বন্দী (বন্দি = বন্দনা করিয়া)—১৪৫	বলিদান—২৩৫
বন্দীঘর—৫২৫	বলুকি—১২৯

ବଳେ—୨୦, ୨୨୫

ବଳି—୧୮୭

ବଳନ—୧୫୭

ବଳିକା—୨୬୭

ବଳା—୫୦୬

ବଳାହା—୧୨୧

ବଳିବ ( ବଳିବ )—୧୭୨

ବଳିଷ୍ଠ—୨୧୭

ବଳ—୫୨୧, ୧୨୫

ବଳଧାରୀ—୧୨୨

ବଳେ—୫୭୧

ବଳବାସ—୫୧୨

ବଳି—୭୧୫

ବଳିନୀ—୨୮୨, ୫୨୨

ବଳ—୧୨୨

ବଳି—୫୨୫

ବଳି—୧୭୦, ୧୮୮

ବଳଧାରୀ—୭୨୨

ବଳି—୫୧୨

ବା—୭୧୮

ବାହିତ—୧୭୫

ବାହିତ—୭୨୦, ୫୮୮

ବାହିତ—୭୦୦

ବାହିତ—୭୧୨

ବାକ—୫୧୦

ବାକ୍ସନା—୨୭୧, ୫୧୫

ବାକ୍ସନା—୫୭୧

ବାକା—୫୨୨

ବାକା (ନା)—୫୮୧

ବାକା—୨୧୭

ବାକ୍ତି—୫୧୭

ବାକ୍ତି—୧୨୦

ବାକ୍ତି—୨୨୦

ବାକ୍ତି—୧୧୫

ବାକ୍ତି—୧୧୨

ବାକ୍ତି—୨୭୨

ବାକ୍ତି—୫୭୧

ବାକ୍ତି—୭୨୭

ବାକା—୫୫୧, ୧୨୭

ବାକା—୧୦୨

ବାକା—୨୭୭

ବାକା—୨୦୮

ବାକା—୧୨୨

ବାକା—୧୧୧

ବାକା—୫୨୨

ବାକା—୫୭୨, ୫୫୧

ବାକା—୧୦୮

ବାକା—୨୧୭

ବାକା—୨୦୫

ବାକା—୧୧୨

ବାକା—୫୫୧, ୧୭୮, ୧୧୨

ବାକା—୧୭୮

ବାକା—୧୨୧

ବାକା—୭୨୧

ବାକା—୭୨୭

ବାକା—୨୭୦, ୫୭୨

ବାକା—୧୭୨

ବାକା—୨୦୨

ବାକା—୫୭୮, ୧୭୨

ବାକା—୨୨୭

ବାକା—୧୧୭

ବାକା—୫୨୮, ୧୧୭

বাড়বাড়া—৩১৭  
 বাড়া—৪৫১  
 বাড়াই—২৮১  
 বাড়ি (আবাত)—১৮৬, ৫৪০  
 বাড়ি (বাটী)—৪২০, ৫৪০  
 বাড়ী (আবাত)—১৫১, ৩১২  
 বাড়ী (ভবন)—৩০৭  
 বাড়ী (স্থল)—৪২০, ৫২২  
 বাড়ি—১২৮  
 বাণ্যা—২০৬  
 বাতজমু—৩১৩  
 বাতরাজ—৪৬২  
 বাতাপী হিল্লোল—২৫১  
 বাতি—২৭৫  
 বাথান—৫৩৩  
 বাধুয়া—২০২  
 বাদল—৩২২  
 বাদী—৪৭১  
 বাদিয়া—১৮৩  
 বাধক—২৫৮  
 বাধাই—২৩৩  
 বান (বজা)—৩২২  
 বানা (পতাকা)—৩১৫  
 বানা (বাণ)—৪৪৫  
 বাজা (বণিক)—৪৩০  
 বাজা—২১৩, ৩০৬, ৩৪১  
 বাজি—৫৭৬  
 বাজুলী—২৩১, ২৬১  
 বাপ—১৪৬  
 বাপা—১৪২  
 বাপকালি ধন—৪২২

বাপুলী—৫১১  
 বাব—৪২০  
 বাবলা—৪৫৪  
 বাবল—১২২  
 বাবদেব—৩৭৬  
 বামন অবতার—৩৫৬-৫৭  
 বামন আটি—৪৫০  
 বামনপথি—১৪৭  
 বাম বাহ স্পন্দন ত্রীলোকের পক্ষে মেহলাত ও  
 ধনাগম স্থচনা করে—৩৮২  
 বামা—৩৮২, ৪২৩  
 বামুজার—৪৮১  
 বাব—৩৩৩, ৫৩৮  
 বাবু (পকাশ)—৪৭৬  
 বাবু প্রতিকূল হইল—২৬৮  
 বাবাটি—৪৪২  
 বাব (বাহির)—৩১৪, ৫৪৫  
 বাবল—৪৬০  
 বাবলিকা—২৪৪  
 বাবা—৪৪৪  
 বাবাই—৪৬২  
 বাব (ঘট)—১২১  
 বাবী (ঘট)—১৭৮  
 বাবী (বাহির)—২৮৫  
 বাবিচা—৪৬৩  
 বাবেক—৫৭৬  
 বাবোই—৫০০  
 বালা—৪২২  
 বালি—৩৮৭  
 বালিভাষা—১১২, ১৫৪  
 বালীঘট—৪৭৩



বালীর—৫৬৯

বালো—৫৬৯

বাঁশ—৩১৮

ভালুকা বাঁশ—৪৫৫

বাঁশগাড়ি—৪৯০

বাতুলী—৮৫, ৪৬৬, ৫৫৪

বাবাড়ি—৪৭০

বাস—৫৪৩

বাসক—২৬২

বাসর মজল—২২৪

বাসা—৩৩৭

বাসি—২৭৮

বাসিলী—৪৭৮

বাসী (পর্যাবৃত্ত)—২৭৯

বাসী (কুঠার)—৪৪৫

বাসীহ—৫৭৩

বাসুকি—৩৮৮

বাসুকি পিনাকের জুগ—১৪৯

পৃথিবী মাথায় ধারণ করেন—১৫২

বাহ (বাহন)—৫২১

বাহির—১২২, ৪০০

বাহমা (নদী)—৪৮২

বাহুবল—৫৭৫

বিউনী—১৪৫, ৩৪৬, ৫৩৬

বিক্রমকেশরী—২২৪

বিক্রমন্তপুর—১১২

বিঘ (বিঘ)—১৮

বিগ্রহ—৪৯০

বিচরে—৪৩৫, ৫২৭

বিচি—২০৯

বিছন—৪৯১

বিছাতি—৩৯২, ৪৫১

বিছায়া—৪৯৬

বিজইয়া—২৩৩

বিজপুর—২৩০

বিজুবন—২৪২, ৩১৮

বিজুলি—১২৯, ৩২০, ৪৬৯

বিজোগ—৪১৮

বিভায়—৩১৬

বিড়ঙ্গ—৪৮১

বিড়া—৫২৯

বিড়াই (নদ)—৪৮১

বিদ্য জেক—৪৬২

বিদ্যারি—২৬৪

বিদ্যর—৫৭৯

বিদ্যা—৫৫৩

বিনয়ী—৪৩৪

বিনয়ন (গাছ)—৪৫১

বিনা—৪৫৮

বিনায়ক—৫, ৬, ৮, ১৬, ১৭

বিশু—৩২৬

বিশ্বাসিনী—৪৬৬

বিশ্ব্যাবিকী—৫৬৪

বিশ্বে—২৮৫

বিপাথ (বিপাক)—৪০০

বিপাশা—৪৮২

বিবাহের আচার অনুষ্ঠান—১৭৭—১৮২, ১৮৯,

১৯০, ২৯৯—৩০৫

বিবাহের শুভ দিন ইত্যাদি—২৮৯, ২৯৯

বিবি—৪৭১

বিভা—১৬৭, ৫৪৪

বিমর্শন—২৭১

বিষ—৪৫৮  
 বিরাল্লিণ বাজন—২৫৬  
 বিরছাট—৪৫৪  
 বিরণ—৪৫৬  
 বিরল করি স্থল (কুভদৃষ্টি)—১৮২  
 বিরিকি—১৩৬  
 বিল—৪৮৫  
 বিলক—৪৩৮, ৫৯১  
 বিলশোনা—২৬৫  
 বিলোচন—৫৭৪  
 বিষ (শিব পূজায় আবশ্যক)—৪৬৪  
 বিষ (বালি গ্রাম)—৫০৮  
 বিলাই ছাঞি—৪৬০  
 বিশ—৪৯৮  
 বিশ বিশ—৫৭৫  
 বিশকটে—২২৩  
 বিশাই—২২৬, ৩৪৮  
 বিশালাক্ষী—৮৫  
 বিশ্ব (বিশ্বকর্মা)—৪৬৮  
 বিশ্বকর্মা—২২১, ২২৬  
 বিশ্বকাইয়া—২৩৩  
 বিশ্বামিত্র—৩৭৬  
 বিশ্বনাথলীয়া—২৬২  
 বিষ্ণু—১২১  
 নবম্বর্ষপ্ৰথিবীব্যাপী—১৩৪  
 শিশুমারঙ্গণী—১৩৪  
 বিষ্ণু বাহন গরুড়—১০৯, ১৩৬  
 শিবের পিনাকের শর—১৪৯  
 বিষ্ণু নানা অবতার—৩৪৮—৩৫১  
 বিষ্ণু বরাহমূর্তি—৩৫০-৫১  
 বিষ্ণু দেউল—৪৬৯

বিহাই—২৯৭  
 বিহনে—৩৪০  
 বিহান—৪৩১  
 বীণাধ্বনি—২৫৪  
 বীর খড়ি—৩০২  
 বীরবানা—৩৬, ৫৩১, ৫৫৮  
 বীরের—৫৭৫  
 বৃক—২৭০, ৩৩৫  
 বৃষ্ণ—১০৫, ১৯৭  
 বুঝি—৫৫১  
 বুড়া (নদী)—৪৮২  
 বুড়ি—৩৪১, ৪৩১  
 বুড়িবল—৫৫৩  
 বুড়ে—৫৭১  
 বুনিঞা—৫০৫  
 বুনে—৫২৬  
 বুপ—২৮৩  
 বুলা—২৯০  
 বুলে—২১৪, ৪৭৭, ৫০৬, ৫৩৫  
 বুন্দা—৩৭২  
 বুধ ভূর্গায় বাহন—১৪৪  
 বুহন্নলা—৩০৮  
 বুহতী—২৬২, ৪৪৯  
 বুহম্পত্তি—২৫৭  
 বুহম্পত্তিবার নিশি সমাপ্ত—৫৪৯  
 বেউচ—৪৫১  
 বেউড় বাশ—৪৫০, ৫৫০  
 বেউড়ি—৪৫৮  
 বেগবাত্তে—৩০৮, ৩৩৭  
 বেগতড়কা—৪৭৮  
 বেগাচি—৩৪৩

বেড়চের ফল—৩২৯  
 বেড়ু—৪৪১  
 বেচিতে—২৯৬  
 বেচিল—২৭২  
 বেঞা—৫৫৪  
 বেটা—৪৯৩  
 বেড়া—২২৯  
 বেড়াঝাল—৪৫৭  
 বেড়াবাড়ি—৫২৯  
 বেড়ি—৩০১, ৩২৯  
 বেড়িত—২০৪  
 বেড়া—৫৭২  
 বেণী—৪৪৪, ৫৫২  
 বেতাড়গড়—১১১  
 বেতস—৪৫০  
 বেতাল—১৫৮  
 বেদবতী—৩৯৬, ৪২০  
 বেদবতীর সতীষ-শক্তি—৩৯৭  
 বেনটা—৫০৫  
 বেনা—৩৩৮  
 বেতার—৫৪২  
 বেরাজ—৫৪২  
 বেরাদার—৪৯৮  
 বেরুগা—৪৪১  
 বেলক—৫৫৬  
 বেলেন—৪৫৮  
 বেলোভা—২০১  
 বেশারি—২১০  
 বেশডি—৩০৭  
 বেশাডো—৩১৩  
 বেহদ—৪৬৯

বেহার—৫৭২  
 বৈভরগী ধেমু—৫২৩  
 বৈভক—৫১৯  
 বৈলা—৫৮২  
 বৈশাখ পুণ্যমাস—৩৯৮  
 বৈশাখ মাসে আমিষ পরিত্যাগ  
 —৩৯৯  
 বৈষ্ণবী—৪২২  
 বৈস—৫১২  
 বৈস্ত—৫১৮  
 বোঝা—৩৪৩, ৪৭০  
 বোড়গ্রাম—১১১  
 বোড়াধার—৬০০  
 বোয়ালী—১৭৩, ২৮৩  
 বোরজ—৫৩০  
 বোল—৩৯৭, ৪৮৫, ৫৫৫  
 বোলাবুলী—৫৬৫  
 বোহারী—৪৫৯  
 ব্যপদেশ—১২৪  
 ব্যাপাগলা—৪৬০  
 ব্যালিশ বাজনা—১৫০, ৫৫৫  
 ব্যাসদেব—১০৫, ৩৫৭-৫৮  
 ব্যোমযানে—৩২০  
 ব্রতধর—৫৮৬  
 ব্রহ্ম (বর্ষ)—৪৩৮  
 ব্রহ্মা—  
 চতুর্ভুজ—৪৮, ৯২  
 ব্রহ্মার কস্তা সরস্বতী—৯২  
 ব্রহ্মাণী—৯২  
 ব্রহ্মার বাহন—৯৮, ১০৯  
 ব্রহ্মার ডেজ হইতে দেবীর উত্তর—১২১

ব্রহ্মার বিখণ্ডিত তমু হইতে :মহু ও	ভাচা—৪২৪
শতরূপার উদ্ভব—১৩১	ভাজি—২০৯
ব্রহ্মার প্রতি কৃষ্ণের দয়া—৩৭০	ভাট—২৫৩, ৫১৭
ব্রহ্মাণী—৪১২	ভাট্যাতি—৫১৩
ব্রাহ্মণ মহীধর (স্বঘূনাথ দ্রষ্টব্য)—১৪৮, ৫২৭	ভাটি (গদা)—৪৫৬
ব্রাহ্মণ—৫৭২	ভাটী—২০৪
ব্রাহ্মণী—৩৮৯	ভাঠা—২২২
ব্রাহ্মণের পদধূলা—২৪১	ভাঁড়ু—৪২০
বানর ঘোড়াশালে—৩১০	ভাণ্ডা—৪২৪
ভ	ভাণ্ডিব—১৭২
ভগ—১৫৩	ভাণ্ডী—৩৪২
ভগীষ—৬০০	ভাণ্ডী (বটগাছ)—৩৮৭
ভণে—২১৫, ৩০৭	ভাত—২১৬, ৩৩৯, ৪৮৯
ভক্তিশা—২৩৮	ভাতার—৩৪২
ভদ্রকালী—৬৯, ৭০, ৫৮৭	ভাঁতি—৩৪৫, ৫৮০
ভদ্রবনা—২৬২	ভাঙ্কল্যা—৪৪৮
ভবানী—৬৮, ৬৯	ভাঙ্কপদ মাস—১৮৬
ভয়ঙ্করী ভীমা—৫২৩	ভানুবংশ—৫১৬
ভবত রাজার অভিষেক ভাঁতিদের উপর—৫৩৮	ভানুলোদ—৪৬০
ভয়বাজী—৪৪৯	ভাঙা—৪২১
ভরসা—৩২৯	ভাবকী—৩২১
ভরা—২৭২	ভামরি—৫৮৭
ভর্গ—২৭২	ভার—১৭৬
ভাট ভাই—৫৮১	ভারা—৪৮৭
ভাগিনা—৫৭৯	ভার—৪২৮
ভাঙড়—১৩৮	ভারত পুরাণ—৩৪৮
ভাল—২০১	ভারতবর্ষ—২৩২
ভালান্তে—৪৩০	ভারি—৫৮০
ভালসা—৪৪৮	ভারুই (পাৰী)—৩৮৬
ভান্দিয়া—২১১	ভাল—১২১, ১৮৬
ভান্দিয়ান—১৫২	ভালী—৪৫২

ଡାଲିଆ—୧୧୮  
 ଡାଲୁକା ବାଣ—୫୫୫  
 ଡାହର—୩୨୫  
 ଡାସେ (ଡାସେ)—୧୨୬, ୩୫୦  
 ଡାସତି—୫୧୫  
 ଡିଆରୀ—୨୧୧  
 ଡିଜାର—୬୦୦  
 ଡିଝିଆ—୧୫୧, ୫୩୩  
 ଡିତମ୍ବି—୫୬୩  
 ଡିତର—୨୬୮, ୫୦୦  
 ଡିତା—୫୫୨  
 ଡିହୁ—୩୨୩  
 ଡିଲ୍ଲିପାଲ—୫୩୮  
 ଡିଠେ—୫୫୬  
 ଡିଘୁ—୫୮୫  
 ଡିତ—୨୩୫  
 ଡିତର—୨୬୮  
 ଡିଝ-ମୁଖେ—୨୧୧  
 ଡୁବନ-ଲୋଚନ-ଫୋର—୩୬  
 ଡୁରଘା (ଗାଢ଼)—୫୫୧  
 ଡୁରଘା—୫୩୮  
 ଡୁଝାପା—୨୬୨  
 ଡୁଝଳ କେଶର—୫୬:  
 ଡୁଝା—୫୬୨, ୫୫୬  
 ଡୁଝାଗମ—୫୨୫  
 ଡୁତମତି—୫୮୧  
 ଡୁଘି—୫୨୬  
 ଡୁମି-କୁମଢ଼ା—୫୫୮  
 ଡୁମିଠାଳ—୫୧୨  
 ଡୁବଘା—୫୫୬  
 ଡୁଝ—୧୩୬, ୩୧୫

ଡୁଝମୁତ—୫୨୫  
 ଡେକ—୫୦୨  
 ଡେଝିଟିଆ (ଡେଝିଟିଆ ହାବେ )—୧୧୮  
 ଡେଝାଲା—୫୫୨, ୫୬୦  
 ଡେଟ—୧୧୩, ୫୨୩  
 ଡେଟା (ମାଧୀ)—୩୮୬  
 ଡେଟେର—୫୨୩  
 ଡେଠ—୨୨୫  
 ଡେରକୁଘା—୫୬୦  
 ଡେଫ—୨୫୩  
 ଡେଫା—୧୧୩  
 ଡେରେଘା—୩୨୮  
 ଡେଲ—୩୨୫  
 ଡେଲକୀ—୫୬୮  
 ଡେଲା—୫୮୬  
 ଡେରବଞ୍ଚାମିନୀ— ୫୨୬  
 ଡେରବୀ—୧୦୮  
 ଡେରବୀ (ଡେରବ ମଦ)—୫୮୨  
 ଡୋକ—୨୮୦  
 ଡୋଗବତୀ—୫୮୦  
 ଡୋଗବତୀ-ଝଳ—୨୩୦  
 ଡୋଝରାଝ-ଅବତଂସ (କଂସ)—୩୧୧  
 ଡୋଝେର ସାହିଆ—୫୩୮  
 ଡୋଟ—୫୧୮  
 ଡୋଲ—୨୫୧, ୩୫୦  
 ଡୁମରମିତ୍ତ—୫୨୬

## ମ

ମଧ—୧୩୩, ୧୫୧, ୨୩୨  
 ମଧମଧ—୫୦୫  
 ମଗଧ ବଳୀ ଡାଟ—୨୫୨

মধবন—২৫৪  
 মঙ্গল—১০২, ৫৪৮  
 মঙ্গলিয়া—২৮৬  
 মঙ্গলকোট—১১৩  
 মঙ্গল গীত—৫৯৭  
 মঙ্গলচণ্ডী (চণ্ডী দ্রষ্টব্য)  
 মঙ্গলচণ্ডীকাকারূপ—২২১  
 মঙ্গলবার—২২৪  
 মঙ্গলবারে পূজা—২২৪  
 মঙ্গলরাগ—১৭৭, ২৩৪, ৪৪৩  
 মঞ্জিয়া—৩৪৫  
 মঞ্জিলু—৩২৪  
 মক্ষু—১৮৮  
 মঞ্জুল—২৬৬  
 মঠপতি—৫১৪  
 মড়া—৪৭৪  
 মড়ু—৪৬১  
 মণিকর্ণ—১২৩  
 মণ্ডলগ্রাম—১১২  
 মণ্ডলে—৫৬৮  
 মন্ত্র অবতারের উপাখ্যান—৩৫৪  
 মন্তররাজা—৩৮৬  
 মতিলাল—৫১৩  
 মতী—৫১৮  
 মথুরি—৪৬২  
 মদক—৫৩০  
 মদন (ফুল)—২৬২  
 মদনভদ্র—১৬২  
 মধুকৈটভনাশিনী—৫৮৭  
 মধুপর্ক—১৩৭  
 মধুপুর—৫৮৮

মধুবাংশ—৫৮৮  
 মনকলা—১৮৮  
 মনৌবাঙ্গা—৫৩১  
 মনু দশাঙ্কর—১২০  
 মনুদান তাম্রিক পদ্ধতি—৪৪৪  
 মন্দাকিনী—৬৩, ২৭৩, ৪৮০  
 মন্দার পর্বত—১৩৩, ১৮৭  
 শিবের পিনাক-দণ্ড—১৪২  
 মন্দির নির্মাণ পুণ্যকর্ম—২৪২  
 মন্দিরা—৪২৬, ৫২৭  
 ময়কীটা—৪৫১  
 মরিচা—৩৭৪  
 মরুজা—৪২৬  
 মরুবক—২৬১  
 মরুৎ বহির্ভারতের দেবতা—৩২  
 মরুৎ বায়ুদেবতা—৪০  
 মরুনাগীম—৪৫৫  
 মর্দল—৫৬০  
 মলইয়া—২৩১  
 মলনা—৪২৫  
 মলয়—৩২১  
 মল্লার—৪০৬, ৪৭৭, ৪৭২, ৫২২  
 মল্লিকা—২৬১  
 মশাত—৪৮৫  
 মসাতে—৫২৮  
 মসিধ—৪৭১  
 মসৌল—৪৮৫  
 মকরা—৫৩২  
 মধ—২৪৪  
 মহল—৪৭২  
 মহলা—৫৬১

মহানিব (শিব স্রষ্টব্য)  
 মহত্তপ সত্য জন (লোক)—১৩৩  
 মহাভেজা—৪২৩  
 মহাধন্দ—৫২৯  
 মহান্ (প্রকৃতির পুত্র)—১৩০  
 মহানদ—৪৮১  
 মহানাদ—১১৩  
 মহামাইরা—২৩৩  
 মহামায়া—৪১৯  
 মহাল—৪৪৩  
 মহিষ ঢাল—৪৩৮  
 মহিষমর্দিনী—৪১৬  
 মহিষা—২৭৯  
 মহিষাসুর—২৫১  
 মহরী—৩৩৩  
 মহেন্দ্র-মোহীতা—৫৮৭  
 মহেশ্বর—৫৮৮  
 মাইরা—১৮৩, ২৬৮  
 মাইশ্বর—৪৮৫  
 মাইসিরা—৫২৪  
 মাথেন—৩৯৪  
 মাগি—৫২৫  
 মাগিব—৩৪০  
 মাঙ—৩২৩  
 মাগেন—২০৪  
 মাথের—৫৪৩, ৫৪৪  
 মাষমাসে মূলা সব চেরে বড় হয়—৪৪৬  
 মাছি—৩১৮  
 মাকুরি—৫৩৪  
 মাঝ—৬২, ৩০২  
 মাঝি—৫৩৬

মাঝা—৪৬৮  
 মাটি—২৯৯  
 মাটো—৩০৫  
 মাঠ—৪০০  
 মাণিক দত্ত প্রথম চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা—৮৬, ১১৩  
 মাতুলী—২৫২  
 মাতৃকা—৭০, ৭৪, ১৭৯  
 মাতো—৫৫৩  
 মাতোরা—৫৪৫  
 মাথ—২৮৫  
 মাথা—৫৫৪  
 মাথা খায়া—৫৮২  
 মাথা চালে—৫৫৪  
 মাথে—৩৪৫  
 মান—২১০  
 মানবা—৩৯৫  
 মানসিংহ—১১৬  
 মানিয়া—৪৭৭  
 মান্দারী—৪৫২  
 মাপ—১১৬  
 মামড়ি—৪৫৪  
 মামা—৫৫৭  
 মামুল সরীপ—১১৬  
 মার (মারী)—১৩২  
 মারহাটা—৫৩৭  
 মারাটি—৪৫১  
 মারীচ—২৬৯, ৩৩৯  
 মারীরা—৫৬০  
 মারে—৩৩৬  
 মাল—২০০  
 মাল (মল)—৪৩৭, ৫৩৭

মালখণ্ডী—৫১০  
 মালক—৫২৯  
 মালপাকী—৫১৭  
 মালবিজা—৫১৭  
 মালসাট—৫৬৮  
 মালাকুর—৫২৯  
 মালানী—৫৫৪  
 মালিনী—৪২২  
 মাল্য (মারিল)—৩২৬  
 মাল্যবান্—১৩৪  
 মাল্য—৫২৪  
 মাস—২০২  
 মাস (মাস কলাই)—৫২৫  
 মাসরা—৫১৩  
 মাসলটক—৫১২  
 মাসী—২৮২  
 মাস্তর (অগ্রহারণ মাস)—৪০০  
 মাস্তর আপনি ভগবান—৪০০  
 মাহত—৪৩৭, ৫৫৫  
 মাহেস্ত্রকুমার—২২২  
 মিছা—৫৪৪  
 মিঞা—৪৪৫, ৫০৩  
 মিঠা—২৮১  
 মিঠ—৪৭৬  
 মিত্র—৪৯১, ৫২৪  
 মিরাসে—৩২৫  
 মিলিব—৩৩৯  
 মীন—২৭৯  
 মীন অবতার—৩৫৩, ৩৫৪  
 মুকুতা-ছড়া—৪৩৭  
 মুকুতার বেড়ি—৪৪০

মুকেনি—৫০৪  
 মুখজাল—৩৩৫  
 মুখটি—৫০৮  
 মুখবাত্ত—২৬৬  
 শিবপূজার মুখবাত্ত—২৬৬-২৬৭  
 মুখলাজ—১৫৭  
 মুগ—৪৪০, ৫২৫  
 মুগর—৪৫৫  
 মুগরা—৩১৮  
 মুছলমান—৪৪৫, ৪৯৫  
 মুছি—২৬৬  
 মুছে—৩৪০  
 মুটকি—১৫১, ৩১৫, ৪৪৭, ৫৭৪  
 মুঠি—৪৩৮  
 মুড়সি—৪৫৬  
 মুড়াই—১১৮  
 মুড়া—৪৫৫  
 মুড়্যাল—৩৮৭  
 মুড়ি—৩৪৫  
 মুড়িয়া—২৯৩  
 মুণ্ডথোপ—১১১  
 মুণ্ডলো—৩০০  
 মুণ্ডালী—৪৪২  
 মুণ্ডায়া—৫৯৮  
 মুণ্ডেশ্বর (নদী)—৪৮২  
 মুখা—৩২৪  
 মুদকুত—২৮৫  
 মুদা—২৪৪  
 মুদিতমনা—৩৬৪  
 মুনি—২৫৫  
 মুয়ে—৩১৭



মুন্সারী—৩৭৩  
 মুন্সি—৫০২  
 মুন্সির—৪৬২  
 মুন্সী—২৬১  
 মুন্সে—৪৮৭  
 মুন্সি—২৮৪  
 মুন্সী—২৫৮  
 মুন্সারে—২১৬  
 মুন্সারি—২১০  
 মুন্সারি (মশারি)—৪৩৯  
 মুন্সীক—৩৫৯  
 মুন্সি—৪৪৩  
 মুন্সীতে—৪৯৬  
 মুন্সি—৩৫২  
 মুন্স (মূল্য)—৪৩২  
 মুন্সী—২৮০, ৫৪৩  
 মুন্সে—৩২৮  
 মুন্সারী—৪৪০  
 মুন্সমদ—৩১০  
 মুন্সানী—৪২৪  
 মুন্সিকা-শঙ্কর—২৪৬  
 মুন্সল—৫২৭  
 মুন্স (চারি প্রকার)—৪৭৫  
 মুন্স—১১৪  
 মুন্স—৩৫২  
 মুন্স—১৩২  
 মুন্সাক—১৬২, ২০২  
 মুন্স—১৫৭, ৩২৩  
 মুন্সাক—৩১১  
 মুন্সাক—৪৯৭  
 মুন্স—৩৪১

মোচা—৫৪৩  
 মোতি—৩৩৩  
 মোতি-পাঁতি—২৯১  
 মোর (মোহে, মমতার)—১৮৩, ৩২৪  
 মোহাকড়া—৪৫৬  
 মোহান্দী—৪৫৪  
 মোহারর—৫৫৬  
 মোহাসমুদ্র—৪৬৩  
 মোহিনী—৩৫৫, ৪২৪  
 মোক্ষ—৪৯৪  
 মোড়—৫২৯  
 মোল—২৬৩, ৪৫৯  
 মোলা—১১২  
 মোগাঁকার—৫২২

য

যগতি—২২৯, ৪২৮  
 যজ্ঞমুশা—৫৮৮  
 যজ্ঞেশ্বর—৩৫২  
 যত তত—২৭০  
 যতনৈকমন—২৬৭  
 যতকুণ্ড—১১৮  
 যম চতুর্দশ—১৩৬  
 যমের বাহন মহিষ—১৩৬, ৩২৮  
 যমধর—৪৩৯  
 যমল বৃক্ষ—৩৬৯  
 যমুনা—৪২৩  
 যমুনা দিনকরমুতা—৪৮১  
 যশোদানন্দিনী—৪২৩, ৫৮৮  
 যক্ষী—৪২৪  
 যজপুর—১১০ ১৫৪

বাতায় শুভাশুভ লক্ষণ—২৫৮, ২৬৮—২৬৯,

৩৩২—৩৩৫

বাবক—১২৮

বুগল—২৬৪

বুতি—২৬০

বেইছন—৫৬৬

বেঙা—৪৫৮

বেন—৩২০

বোগনিদ্রা—৪২৪

বোগপাটা—২০, ৬২

বোগান—২০৪, ৫৩০

বোগায়—৪৩৪

বোগিনী—৪২৩, ৪৬০

বোগী—৫৩৭

বোগীর ধরে বেশ—৫৪৭

বোগী সিঙ্গা ডমুর বাজায়—৫৩৭

য়

রাটে—৫৬৫

রেক ছায়—৫২৬

রেকটুকি—৫৮১

র

রক্ষাশালা—২৮৯

রক্ষিণী—৫৮৮

রঘুনাথ রাজা—১২০, ১৪৮, ২৪৫

রক্ষিণী—১১২, ৫৮৮

রহ—১২৯

রহু—৫৮৮

রুল—২০৪

রজন—৪৬৪

রজন—৫০৬

রক্তরেজ—৫০৬

রড়—১৫৮, ৪৭৭

রড়ে—৪৪৬

রগঝটা—৫৫৯

রগঝটা—৫৬৩

রগাংল—৫৫৯

রঙিকা—৩২২

রতি (পরিমাণ)—৪৩২

রত্না—৪৮১

রত্নাম্ব নদ—১১৪

রক্তনের তালিকা—২১৩, ২১৪

রমণী—৫৬৯

রশাণ—৫০৬

রশাল—৫৩,

রশাল—২২৯

রহ—১১৭, ১৮৭

রচাবারে—১৫৪

রহায়—৩২৭

রাইপুর—১১১

রাউত্ত—৪৩৭, ৫৫৫

রাএ—৪৭৮

রাকা—৩৮৯

রাকাপতি—২২৯

রাখ—৫৬২

রাখাল—৪৯৪

রাখালশা—৪৫৩

রাগ—৫৭৯

রাজন—২৬০

রাজা—১৪৫, ৫৫৭

রাজা ধলা মাথে—১৪৫, ২৯১

রাজী—১৯৯

রাজপুত—৫১৬	রোজা—৪৯৯, ৫২২
রাজবলহাট—১১৩, ১৫৪	রোহসী—৪৫, ৬৮
রাজভেট—৫৪৩	রোহনগিরি—২২৮
রাজা—২৫২	ল
রাজ—৩২৮, ৪০৪	লহিতে—১২৭
রাজ—৫৬২	লক্ষণ—৩৫৮
রাজী—৫৪০	লক্ষ্মী—৮৮—৯১, ১২১
রাজা—৩৯০	লক্ষ্মী শিবপার্বতীর কস্তা—৪৭, ৮৯
রাজিই কালা—১৬৩	লক্ষ্মী প্রজাপতি রত্নাকর ও তৃণর কস্তা—
রাধা—২৭	৮৮, ৮৯
রাধার ঐতিহাসিক ভাষা—৩৭১—৩৭২	ছর্কাসার শাপে ইন্দ্রের লক্ষ্মীপ্রাণ—৮৮
রাম—৩৭, ৩৫৮	লক্ষ্মী স্বন্দপদ্মী ও হরিপ্রিয়া—৮৮
রাম নামের মহিমা—৩৭, ২০৭, ৩৩৫	লক্ষ্মী পার্বতীর অংশসমুদ্রা—৮৯, ৯৩, ৯৭
রামচন্দ্র রজকের কথা শুনিয়া সীতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন—৪০৪	১২১
রাম রাম—৫২২	লক্ষ্মীমূর্তি—৮৯
রাম কড়ি—৪৫৮	লক্ষ্মীর সহিত অন্তান্ত দেবদেবীর সম্পর্ক—৮৯
রাম কলাধত—৪৬৩	প্রকার জননী—৮৯
রামাষ্ট্রণে—৫৬৯	কৃষ্ণের মানস কস্তা—৮৯
রায়—২৩৩, ৩২৭	বিষ্ণুর স্ত্রী—২৭, ৯৮
রায়বার—২৪৩, ৩১৮	লখি, লখিতে—১৬৩, ৩৩৯
রায়বংশ—৫৫৭	লক্ষুট্টা—১৫৩
রাহত—৫৭৯	লজ্জিত—২২৩
রিক—২৪৪	লজ্জাবতী—৫৯০
রুদ্রাণী—৪৫, ৬৮	লগুভণ্ডে—৫১৪, ৫৩৯
রুদ্র (শিব ব্রহ্মা)	লবঙ্গ—২৬১, ৪৬৩
রুদ্রাক—২৩৪	লবণী—২০৬
রুদ্রের অখ্যায় মহিমা—২৬৬	লজ্জী—২৮৮
রুটি-বৃত্ত—৪৪৫	ললিত—৫৬৫
রূপসার—১১৮	ললিয়া—৫৭৭

লা—৪০৩  
লাউ—২৭২, ৩২২  
লাধ—১৭  
লাগ—৩১৬  
লাগি—৪২৮  
লাগিলা—১৫০  
লাগে—২২২  
লাঘব—৫৪৩  
লাকুড়—৩১২, ৪৪৬  
লাট—৪৫৮  
লাটা—৪৫৮, ৫৩৬  
লাটে—৫৫৮  
লাঠি—৫১৫  
লাড়ু—৩৪৪, ৫৩০  
লাথালোথা—১৫৭  
লাধি—৫৪০  
লাদিয়া—৫৭৭  
লাপা—৫৮৮  
লায়ে—৫৪৪  
লাল—১১৭  
লালসী—৫১৩  
লুটে—৫৪০  
লুকি—৫৬২  
লেঙ্গ—৫৭৭  
লেঙ্গ—৩০২  
লেনাদেনা—৪৩৩  
লেপ—৪৩২  
লেবু—২৮৪  
লেবালী—৪৬৩  
লেহ—১২৮  
লেহালেহী—৩১৩

লৈল—১৪১  
লোকপাল (দিকপাল জটব্য)—১৩৭  
লোকপাল বনজন—২৩৮  
লোকালোক পর্যন্ত—১৩৪  
লাটাইয়া—২৬৩  
লোণ—২০৬, ৪৮২  
লোফরে—৩৩২  
লোফে—৩১৫, ৫৫২  
লোর—১৮৩  
লোয়া—৪৪২  
লোর—৩৬  
লোল—৩২২  
লোহি—৫৮৫

ল

লকুল—২৮৩  
লক্তিরূপা তিন দেবে—৪৬৬  
লক্তিরূপা—৬৪, ৮৬  
লক্তিরূপিণী—৪২০  
লগ্নাত—৫২৪  
লগ্নাধ—৫১২  
লঙ্করজট—৪৫২  
লঙ্করী—৪২০  
লঙ্ঘ (সংহিতাকার)—৩৭৬  
লঙ্ঘায়া—৫৩১  
লঙ্ঘের কুণ্ডল—৫২২  
লণান—৫৬৪  
লণী—৩২  
লঙ্কর—৫৭৮  
লঙ্করী—৪৫৬  
লঙ্করা—২২

নতশিরা—৩২৬  
 নতাবরী—২৬৪  
 নতৈ—২৩৫  
 নতেক—৪৩৪  
 নপুনা—২৩১  
 নপুলা—২৬২, ৪৬৫  
 নবাক—৫২৮  
 নমরাও—৪৪২  
 নর—৪৭০  
 নরা—৫৮১  
 নরই—৪৬৩  
 নরট—২২৫  
 নরগ—৪৫৪  
 নরবতী—৪৮২  
 নরভ—২৪৩, ৩১০  
 নরভ অষ্টপদ জন্তু—৩২২  
 নরশা—২০২  
 নরাসন—৩০৬  
 নরানী—৪২৬  
 নরজে—৫৩৭  
 নরক—৩৩৪  
 নরক—৩৩৪  
 নরাক—২২৩  
 নরসে—৩২৩  
 নহর—৪২৪, ৫৪৮  
 নহীভ—৫৬০  
 নীগাঁঞি—৫১১  
 নী ফেলে—১২৩  
 নাক্তরী—৪২২, ৪৬৬, ৫৮৮  
 নাখি—৩৩৭  
 নীঞি—২৬২, ৪৫০

নাটী—৪৪০  
 নাড়ী—৩৪৬  
 নাগা—৫৭৪  
 নাতিরী—৫১৩  
 নানৈ—৩৩৫  
 নাপ—১৪০, ১৪১  
 নাবল—২২১  
 নাবাড়ি—৫২৩  
 নারিসা (সরিষা)—৫২৬  
 নারী—৫১৩, ৫৬৭  
 নাল—২৬২, ৪৫৩, ৫২৮  
 নালপানি—৪৫১  
 নালবাহন—৮৪  
 নালভুজী—১২২  
 নালা—৪২০  
 নালিঘাট—১১২  
 নালুক নাড়া—১১৮  
 নাগড়ী—২০১, ৩২৪  
 নিকল—৫৭৫  
 নিকলী—২২১  
 নিকা—৪২৮  
 নিকী—৩৩৮  
 নিক্রা—২১৫, ২৬৬  
 নিক্রিনী—১৪২  
 নিতনর—৪১৭  
 নিনান—২৭৬  
 নিব—৩৮-৬৪  
 নিব দুর্গা গণেশ ক্ষেত্রপাল দেবতা—৮  
 নিব নীলকণ্ঠ—৪১, ৪২, ৪৬, ৫২  
 নিব সপ্তভূষণ—৪১, ৪২, ৫৭, ৬২, ১৪৭

শিব ত্রাতাদের দেবতা—৪২, ৪৪, ৪৯, ৫০,  
৫৫, ৫৬  
শিব বৃষবাহন—৪২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬১, ১৪৮  
শিব জ্বলপার্ণি—৪৩, ৫২, ৫৫, ৬২  
শিবলিঙ্গ—৪৩, ৪১, ৫৭, ৫৯  
শিব ভূতনাথ ও পশুপতি—৪৩, ৫১, ৫৯,  
১৪৮, ১৪৩  
শিব অক্ষ ও কৃষির দেবতা—৪৩, ৪৪, ৪৭  
শিব তক্ষরদের দেবতা—৪৪  
শিব কর্তৃক দক্ষব্রহ্ম ধ্বংস—৪৫  
শিবের মূর্তি—৪৫  
শিব চন্দ্রশেখর—৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৬৩  
শিব বিষকর্ক—৪৬  
শিব পঞ্চানন—৪৬  
শিবের জননী—৪৭  
শিব মাদকসেবী—৪৭  
শিব অশ্বানবাসী—৪৭, ৫১  
শিব দরিদ্র—৪৭, ২০৩  
শিব কাঠিক-গণেশের পিতা—৪৭, ১২৩,  
১২৫  
শিব লক্ষ্মী-সরস্বতীর পিতা—৪৭  
শিব অর্দ্ধনারায়ণ—৪৭, ৫২, ৫৩, ৬২, ১৬৭  
শিবের মাথায় গঙ্গা—৪৯, ৫২, ৬১, ৬৩  
শিব বুদ্ধ ও জিন—৪৯  
শিব ভয়ভূষণ—৫১, ৫২, ৬২, ৬৩, ১৪৭  
শিবের মূর্তিপূজা—২৩, ৫৯, ৬০  
শিব ও গণেশ (গণেশ উষ্টব্য)  
শিবের বীজ মন্ত্র—৩২  
শিব ক্রয় হইতে—৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৬২  
শিব জটায়ব—৪০, ৪৮, ৬৩  
অগ্নিই শিব—৪০, ৪১, ৪২

শিবের পত্নী—৪১, ৪৫, ৪৭  
শিবের নাম—৪১, ৪২, ৪৩  
শিব ত্রিলোচন বা ত্র্যম্বক—৪১, ৪৫, ৪৮,  
৪৯, ৬১, ১৫০  
শিব পরিত্রবাসী—৪১, ৪২ ৪৩  
শিব কুন্তিবাস—৪১, ৫৫, ৬১, ১৪৭  
শিবের সহিত হিমালয়ের সম্পর্ক—৫২  
শিবামুচর নন্দী—৫৪  
শিবনির্মাল্য অগ্রাহ্য—৫৬  
শিবপুত্রী কানী—৫৭, ৬৪  
শিব পঞ্চবিভার প্রবর্তক—৫৮  
শিব ধনুর্ধর—৪৩, ৫৮, ৫৯, ১৪৮  
শিবের পিনাক মক্ষর—১৪৯  
শিব সন্ন্যাসী—৫৯, ৬২, ৬৩  
শিব অখচিতংসক—৫৯  
শিবমন্দির—৬০  
শিবের তালে শোভে বহুমতী—৬১  
শিব রজতগিরিনিভ—৪৮, ৬২  
শিব অহিমাল—৬২, ৬৩, ১৪৭  
শিবের গানে গজার জন্ম—৬৩  
শিব অগ্নৈদিক—১৩৮, ১৩৯  
শিবের ক্রোধ বড়বানল—১৭০  
শিব কর্তৃক উমাকে ছলনা—১৭৪  
শিব অমাদি ব্রহ্ম—১৭৫  
শিব কাঠিকের বাহন ময়ূর—১২৫  
শিব অক্ষকৌড়ার উদ্ভাবক, দ্যুতাসক,  
পাশাখেলার সর্বত্র খোয়াইয়া দিগম্বর  
ভিক্ষুক—১২৬, ১২১  
শিব জনম ভগ্নারী—২৭১  
শিব ত্রিপুরারি—৬১, ১৪৯, ১২৭  
শিব দগম্বর—১২৯

শিব শিলাডমরুধারী—৬২, ১৪৮	শিরীকর্জ—৪৫৬
শিব ধূতুরা-ভক্ষক—১৪৮	শিলাকুলা—৪৬২
শিব ত্রাঙ্গণ্য দেবসমাজ-বহির্ভূত— ১৪৮, ১৫৩	শিনী—৫৫৮, ৫৬৪, শিশুমার—১৩৪
শিব পিনাকপালি—১৪৮	শীতলশাঞী—৫১৩
শিবাহুচর ত্রিলোচন—১৫০	শীম—২৮৪
সতীর সহিত শিবের বিবাহ—১৬১, ১৬৬	শুকদেব—১০৪-১০৫
গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ—১৮৯	ব্যাগের পুত্র—১০৪
শিব চন্দ্রশেখর—১৯৮	ভাগবত-বক্তা—১০৫
শিব পার্শ্বতী আভিন্ন—১৯৯	বাসবী-সুত—১০৫
পাতালে নাগগণের শিবপূজা—২৪৫	গুথান—৩৩৮
শিবচূর্ণা শকনিগের দেবতা—২৪৬	গুনেছি—৫৬৯
মুক্তিকা-শঙ্কর—২৪৫	গুতা—৪১৯
শিবলিঙ্গ পূজার ইতিহাস—২৪৭-২৪৯	গুস্ত নিগুস্ত—২৫১
শিবের পূজা চৈত্র মাসে—২৫০	গুস্তর—৩৮৭
মানা বাড়ে শিবের পূজা—২৫০	গুয়িয়া—৩৩৫
শিবপূজার মুখবাত্ত—২৬৬-২৬৭	গুণী—১৯, ১০৭
শিবের চড়ক পূজা—২৫০	গুহৃতত্ত্ব—১২৫
শিব পূজার ফল—২৫১	গুগল বামে থাকিলে গুস্ত—
চতুর্দশী শিবত্রিয তিথি—২৫৬	গুগবান্ পরুস্ত—১৩৪
শিবের নয়নে অগ্নি—২৭১	শে—৫৮২
শিবের বিবধান—২৭২	শেঘ—৫৫৬
শিব পূজার বিষ—৪৬৪	শেঘ (নাগ)—৩৮৮
শিববিনতা—৪২২	শেঘ নিসী—৫৯৪
শিবরাম—৫৮৯	শৈব—৩০৮
শিবাকুল—৪৫০	শৈলক—৩৩৪
শিবা-স্বত—৩১০	শোভরণ—২৬০
শিয়নী—৪৪১	শোভরণে—৫৯২
শিয়র—২৩১	শোভরি—৫৪৬
শিয়লী—২৬০	শোনা (গাহ)—৪৫৪
শিয়-আপুলা—৪৫৭	শোয়াড়ি—৪৫০

শোহে—৩৯০	ষোলচিতি—৩৮৮
শ্রবণ ভোজন—২৯০	স
শ্রীগাঙ্গারী—৩৩৮, ৪০৫	সই—২১৫
শ্রীগৌরী—৫৯৭	সইদ—৪৯৫
শ্রীধানসা—৩৯২	সওয়া ( ভল )—১৮১
শ্রীপতি—২২৪	সকাল—৪৩১
শ্রীফল—২৬৩	সকালে—২০৮
বিশ্বের নাম শ্রীফল হইবার কারণ—২৬৩	সঙ্কত মাধব—১১০
শ্রীমন্ত—৮৬, ২২৪	সঙ্কে—১৫৮
শ্রীমথগু—২৫২	সঙ্জাগ—৪১৮
শ্রীরাগ—৫৯০	সটা—৩২০
খণ্ডর ( পিতৃতুল্য )—১৩৯, ৩২৪	সতহর—২১৪, ২২৩
খ্যতকাক—৩৮৫	সত—২০২, ২২৩
খ্যতগিরি—১৩৪	সত্য—৪২৩
য	সত্যের জন্মতিথি—১৬১
ঘট—৫৮৮	সত্যের বিবাহতিথি—১৬১
ঘাট্যার—২৮৭	বিবাহ-স্থান—১৬১
ঘটী—২৮৬—২৮৭	বিবাহ—১৬৬
ঘটী ছুর্গার আশে—৯৩	সত্য গোরাঙ্গী—১৬২
ঘটীর উপাখ্যান—২৮৬—২৮৭	সত্যেশ্বর মাল—৫৭৬
ঘটীর ধাম ঘট—৪৬৬	সত্যাকুল নাউয়ার—১১৩
ঘড়গুণধারিণী—৫৮৮	সত্যাবতা—৩৫৭
ঘড়ঙ্গরপিণী—৫৮৮	সত্যাবান—৩৯৭
ঘড়বর্গধারিণী—৫৮৯	সত্যাত্ত ( নাম )—৩৫৪
ঘড়রবা—৫৮৮	সদা ( ক্রয়বিক্রয় )—৪৩৩
ঘড়রুপা—৫৮৮	সদাগর—২২৩
ঘেব—৫৬১	সদর্শকতু—২৭৬
ঘোড়শোপচার—১৬৭	সন—৫৯৯
ঘোড়া—৫৮৮	সনৎকুমার—৩৭৩
ঘোল—১৩৫, ২৫৫, ৩৪৬	সনে—১১৮, ১৮৭, ২৫৫, ৩১৩, ৩৪০



সন্তান—২১০	সরস্বতী দুর্গার কলামূর্তি—৯৩, ৯৭, ১২১
সন্ন্যাসী দক্ষিণ চরণে শিকল দেয়—৫৪৭	সরস্বতীর বাহন—৯৪, ৯৮, ৯৯
সন্ন্যাসীর হাতে ত্রিদণ্ডী—৫৪৭	সরস্বতী কৃষ্ণের কঙ্কা—৯৭
সপ্তদ্বীপ—১২৪, ২১৭	সরস্বতী বিষ্ণুর দ্বী—৯৭, ৯৮
সপ্তম পাঁতাল—২৪৫	ব্রহ্মার পত্নী—৯৮
সপ্তশতী—২৪১	স্বরস্বতী-মূর্তি—৯৮
সপ্ত সাগর—১৩৫	সরস্বতী বর্ণময়ী—১০০
সবে—১৭৩, ২০০, ২৫৯, ৫১৬	চন্দ্রশেখর—৯৫, ৯৯, ১০১
সভা—৩২৪	হস্তে শুক—১০১
সভাজন—২৫৭	সর্বজহ্নী—৪৫০
সভায়—৫৭৯	সর্বস্বারক—৪৬২
সভার—২৭৫, ৫২৬	সর্বদেব—১৫৮
সভারে—১৪৪	সহস্রং—১৭১
সমা—২৯০	সহস্রাকী—৪২৬
সমাধি—১০২	সাগরে মরা—১৮৭
সমাধি ওঝা—২৯৬	সাগুতি—৪৫৯
সমুখে—১৭৭, ২২৩	সাগ্রা—৫৮২
সমুলিয়া—২১২	সাগ্রি—৪৩৮
সমুদ্র—৪৩০	সাঁজ—৪৯৭
সম্প্রতি—৩৮৫	সাজকুড়া—৪৩৭
সম্বর অম্বর—১৭২	সাজি—২৬০
সম্বিত—৪৮৭	সামিলা—৪৬০
সম্বমে—১৭৭, ২৭০, ৫৯৭	সাঁকুড়ি—২৯৩, ৩০৯, ৩১১
সর—২৮১	সাক্যাত—৪৫০
সরকার—১১৭	সাতীনন্দ্য—১১৩
সরপি—৩২	সাকী—৩০০, ৩১৮, ৪৩১
সরযু ( অথোধ্যাতলবাহিনী নদী )—৪৮১	সাগী—৫৫৩
সরস্বতী—৯১—১০৪, ৪২৫	সাত—২২৩
শিবপার্বতীর কঙ্কা—৪৭, ৯৩	সাত ভরী—২২৩
ব্রহ্মার কঙ্কা—৯২	সাতনলা—৩০৫
সরস্বতী পূজা—৯৩, ৯৪, ৯৭	সাত—৪৮৩

সাতার—৪৮৫	সিউলী—২৬০
সাতা—১৯৮	সিকা—৫০৩, ৫৩৭, ৫৪১
সাতানইয়া—২২৮	সিগারে বেত—৪৫০
সাতুলি—২৮৩	সিগা থোঙ্গী বাজার—৫৩৭
সাধ—১২৮, ২৮১	সিঙ্গাদার—৩০২
সাধ—২৭৮, ২৮২	সিঙ্গিনী—৫৬১
সাধ দেওয়ার কার্য—২৮৪	সিতা পীত—৩২২
সাধু—৫৩২	সিঁথি—১৭২
সাধ্য—৫২৫	সিদ্ধ—১২৭, ১৩১
সান্না—৪৮২, ৫০৬	সিদ্ধকুল—৫১৫
সাহু—৫৬০	সিদ্ধা—৪১৮
সান্দীপনি—৩৩	সিদ্ধান্ত—১৩৭
সাপড়ি—৪৩২	সিদ্ধি—১৭৫
সাপুড়া—৪৩৭, ৫৩২	সিন্দুক—৪৩৩
সাবহিত—২৩২, ৫৭২	সিন্দুড়া—৪৮৫
সাবিজী—৪২৫	সিন্দু—বিলকের সঙ্কিত হৃদয়ের সঙ্গে প্রাচীন কাণ্ডে তুলনা—৩৪৭
সাবিত্রীর উপাখ্যান—৩২৭	সিন্দুড়া—৩৩১
সায়—৪৩৪	সিম—২০৮
সায়বানী দোলা—৪৪০	মঙ্গলা সায়—৪৫৫
সায়ক—৩৮৫	সিম্বনা—৪৫৫
সায়ি—১২৭, ২১০, ৩২৯	সিম্বলী (শেফালি)—৪৪৮
সায়িকা—১৪৪	সিম্বলী (খেজুর-গাছ কাটা ব্যবসা বাহাদির ) ৫৩৫
সায়িতে—৪২৭	সিম্বারিয়া—৪৫২
সায়িকা—৩১৩, ৩৩৫, ৪৪৭	সিয়ে—৫০৫
সায়ি সায়ি—৪৪৫	সিয়ঙ্গিনা—২৪২
সায়িকা—৫০২	সিয়নো—৪২৮
সায়িল—৩৪২	সিলাই ময়—১২০, ৪৮০
সায়িকচু—৩১২	সিহলাহি—৫১১
সার্কতৌর—৩৩	সিংহনাম ( শৃঙ্গনাম )—১৮৫, ৫৪৮
সালানী—৪২০	
সালিকা—৩৮৬	

সিংহ পশুরাজ—২২২  
 সিংহ দ্বর্গার বাহন—৩২০  
 সিংহ আদি পশু—৩২২  
 সীতাদেবী—৩৫৮  
 সুই—৩৩১  
 সুই বসন্ত—১০০  
 সুকতা—২০৮  
 সুকা—৪৯৪  
 সুগ্রীব—৩৮৭  
 সুড়া—৩৩৬  
 সুড়ি—৫৩৪  
 সুব্রহ্মণ্য—৪৩১  
 সুধর্ম—২৫২  
 সুধিগ—২১৩  
 সুনত—৫০৬  
 সুনৌমীত্যা ( সুনিমিত্ত )—৩৩৪  
 সুপাট ( পাখী )—৩৮৫  
 সুধর্ম-বণিক—৫৩২  
 সুভগা স্ত্রী—৪৩৪  
 সুভগা স্ত্রী—৪৩৪  
 সুভাকশী—৪৬১  
 সুমুকুন্দ—৫৩৮  
 সুবের—১৩৩  
 সুবের-শিখরে গঙ্গা—১২৮, ১৩৫  
 সুব—২৫৫  
 সুবনদী—২৭৫  
 সুবরার—২৫২  
 সুবেরী—৪২৩  
 সুনিধিত—৩৭৬  
 সুসঙ্গ—১২২, ২৬৬  
 সুসার—২৫২

সুহ—২০২  
 সুত্র (বিবাহে হতে বন্ধন)—১৪২, ১৭৮  
 সুখ্য—২১-৩১  
 সুখ্য নানা দেব—২১, ২২  
 সুখে সুখ্য—২১, ২৩  
 সুখ্যমূর্তি ও মন্দির—২৩, ২৫  
 শাশ্ব কতৃক প্রথম সুখ্যপূজা—২৩-২৫,  
 মগ ব্রাহ্মণেরা সুখ্যপূজক—২৪, ২৬  
 গ্রীক ও শক রাজাদের মূর্তার সুখ্যমূর্তি—  
 শকেরা সুখ্যপূজক—২৫  
 সুখ্য জগৎ-অধিপ—২৭  
 সুখ্য নিরঞ্জন—২৮  
 সুখ্যের করে মণি—২৮  
 সুখ্য আদি দেব—২৮  
 সুখ্য রথাধিষ্ঠিত—২৮  
 সুখ্য লগ্নাথ—২৮  
 বাবশ আদিত্য—২৯  
 সুখ্যের দুই স্ত্রী—৩০  
 সুখ্য কাশ্যপ গোত্র—৩০  
 সুখ্য ত্রিলোচন—৩০  
 সুখ্য সুমেরু পর্বতে অধিষ্ঠিত—৩০  
 অন্ন লক্ষ্য দানে সুখ্যপূজা—৩১  
 সুখ্যকে সাক্ষী মানা—৪০৫  
 সুখ্যমণি—২৬৪  
 সে—২১৩, ৩৩৯, ৪০৩  
 সেধ—৫০২  
 সেড়ে—৫১২  
 সেন—৫২১  
 সেন্দোলী—৪৫৯  
 সেবতী—২৬৪  
 সেবানী—৪৩৩

সের—২৯৭	হড়পী—৪৩২
সেলোবাঁজ—১১৬	হতে, হৈতে, হইতে—৯০, ১৩০
সেহাখালা—১১২	হন—৪৬৩
সৈলক ( সজারু )—৩৮৭	হনৌক—৫২৫
সোঙরে—১৯, ৪৭৮	হম্মান—২২৭, ৩৮৭, ৪৭৮
সোনা—২৬৪, ২৮৩	হব—৪৯৪
সোনাই—৪৮২	হর—৫৮৬
সোলা—৫৩৫	হর হৈশ রব—৫৬০
সোহাগ—২৭৬	হর তরু—৪৬৬
সোহাগে—৩৯৩	হরমিত—৩৩০
সোধ—৪৭০	হরমিতা—১৪৫
স্বন্দ ( কার্তিক দ্রষ্টব্য )	হারি—৩৩৯
জীদেবতা পূজা—৬৪-৬৯	হরিড়া—৪৫২
বেদে জীদেবতার নাম ও অবস্থা—৬৮,	হরিগলাজুনমোলি—১৯৮
৬৯, ৭০, ৯৪	হরিত—৪৭৮
হুল-নল-দল—৪২৬	হরিজাবাস—২৯৯
হুমতক মণির উপাখ্যান—২৩৯-২৪০	হরিব দাসী (গজা)—৪৭৩
হুন—৫৮৫	হারিল—৫৭৫
হপ্প শেখরাডে—২৩১	হারিষ—৩০৬
হপ্পাদেশ—১১৯, ২২১	হারিস—৫২৯
হপ্পের অর্থ ব্যাখ্যা—৫২২	হারিহর—২৬৬
হর্ণমুতি—৪৪০	হলগারী রাম—৪৫৮
হস্তিক আসন—১৬৮	হাই—২৮১
হস্তিক বচন—১৭৭	হাইবাসে—৩২৬
হ	হাকার—৫৮৪
হই—৫৮৭	হাকিনী—৫৮৫
হওসি—৩২৯	হাকির—২৪৪
হড়িকা—৩৮৭	হাকির—২৪৪
হটে—৩২৫	হাকির—৫০৬
হঠে—৩১৬	হাকির—৪৩৩
হড়—৫০৯	হাকির—৪৭২

হাট—২৯৪, ৪০০, ৫৩০  
 হাড়—১৪৭, ৪০৪  
 হাড়া—৩১১  
 হাড়িরা চামর—৫৬২  
 হাড়ী—৫৩৬, ৫৮১  
 হাড়ের—৫২২  
 হাণ্ডী—২১২  
 হাততালি—৪৬২  
 হাথ—১২২, ২৬০, ৩৪০, ৩২৬  
 হাথিকড়া—২৯১  
 হাথী—৪৭২, ৫৫১  
 হাথে—৫৭৬  
 হানি—৫৬২  
 হাথরমালী—৪৬২  
 হাথগড়ি—২৮২  
 হার (মাণিবার পাত্র)—৩৪  
 হারি—১২৭, ৩২৮  
 হারে—২২৩  
 হারীশ—৪৫৭  
 হালবাঁকি—৪৩১  
 হালা—৪৪২  
 হালান—৫০৬  
 হালে হালে—৪৮৮  
 হাসনহাট—১১৩, ৪২৬  
 হাসীল—৫৪২  
 হিংলাজ—১৪২  
 হিম্মলট—১১৩  
 হিজল—২৬৪, ৪৬১  
 হিজল গাঞি—৫১২  
 হিঁরা—১২৮

হিয়ে—২৮০  
 হিরণ্যাক—১৩২  
 হিলতা—২৮৩  
 হিল্ল—৩২১  
 হীরা—১২৭, ২৭৭, ২২৪, ৫১৮  
 হীরাবতী—৪৮২  
 হীরাঘুটি—৪৩২  
 হুকার—৩৪৫  
 হুল—৩৪১  
 হলাহলি—১৮১  
 হলুটধ্বনী—৩০১  
 হদে বিষ মুখে মধু—৩২০  
 হেকটি—৩২৫  
 হেট—১৩৮, ১৪৬, ৩২৭  
 হেট—২৭৮  
 হেন—১৫৮, ১৮৩, ৩২৭, ৩৪২  
 হেনক—১৩৮  
 হেস্তাল—৪৫৩  
 হেমবারী—২৩৪  
 হেমহিমহুট পর্কত—১৩৪  
 হের—১৮৪  
 হেরিতে—৩২১  
 হেলা—৫৪২  
 হেলাইরা—৩১৮  
 হেলাতে—৫৬৫  
 হেলীলেক—৫৬০  
 হেলে—৫৮২  
 হৈমবতী—২৩৪  
 হৈল—২২৫, ৩২৫  
 হোগলা—৪৫৩











